প্রথম প্রকাশ ৬৩
ভাদ্র ১৩৭৭
[আগস্ট ১৯৭০]

পাণ্ডুলিপি
গবেষণা বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

প্রকাশনায়
আল-কামাল আবদুল ওহাব
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
প্রকাশন ও বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রণে
তাজুল ইসলাম
বর্ণমিছিল
৪২-এ, কাজী আবদুর রউফ রোড
ঢাকা-১

প্রচ্ছদ: আবদুর রউফ সরকার

আমার জ্ঞান সাধনার
অন্তরালে যাঁরা।

॥ ভূমিকা ॥

পালি সাহিত্যের ইতিহাস গরিমামণ্ডিত। ইহা গুরুত্ব ও বিস্তীর্ণ পরিধির ব্যাপকতায় বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী যে-কোন সাহিত্যের সহিত তুলনীয়। সেই সাহিত্যের অবলুপ্তপ্রায় প্রতিভার পুনর্জাগরণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সুধী-সমাজের প্রয়াস লক্ষণীয়। সিংহল, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, তিব্বত, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি এশিয়া ও বিশ্বের প্রগতিশীল দেশসমূহে ইহার চর্চা ব্যাপক। বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্যে পালি ভাষা ও জাতকের প্রভাব প্রতিফলিত। পালি সাহিত্যের উপজীব্য সংগ্রহ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার শিশু-সাহিত্য রচিত হইয়াছে। পালি ত্রিপিটকের নানা অংশ ইহাতে দর্পণের কাজ করিয়াছে। মহৎ শিল্প-কীর্তি মাত্রেরই সম্যক আলোচনার প্রয়োজন। সাহিত্য তখনই সার্থক হয় যখন ইহা বহুল আলোচনায় বিদগ্ধ হইয়া উঠে। সাম্প্রতিককালের সাহিত্য সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পালি সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস বিবিধ লেখকের অবদানে সমুজ্জ্বল। এইজন্য সহস্র সহস্র বৎসর পরেও ইহার আলোচনা আকর্ষণীয় ও অর্থবহ।

বাঙলা ভাষায় পালি সাহিত্যের আলোচনা ও গবেষণা নিতান্ত সামান্য বলিলেই চলে। আধুনিক ইংরেজী, জার্মেন, ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় ইহার যথেষ্ট চর্চা ও গবেষণা হইয়াছে। কিন্তু পালি ভাষার ইতিহাস রচনায় আজ পর্যন্ত কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। জার্মান পণ্ডিত প্রফেসর উইন্টার নীট্স সর্বপ্রথম তাঁহার 'History of Indian Literature (vol. II) নামক গ্রন্থে পালি ভাষা ও বৌদ্ধ সাহিত্যের কিছু কিছু পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ বটে কিন্তু পালি সাহিত্যের আলোচনা ইহাতে নিতান্ত সামান্য। ডক্টর রীস্ ডেভিড্স প্রমুখ মনীষীবৃন্দ তাঁহাদের গ্রন্থে নানাভাবে পালি সাহিত্যের গুরুত্ব ও বিশালত্ব সম্পর্কে যে সব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অনুধাবনযোগ্য। পালি সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাস রচনায় এই পর্যন্ত কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। ডক্টর বিমলাচরণ লাহা দুই

খণ্ডে তাঁহার পালি সাহিত্যের ইতিহাস সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহা ইংরেজী ভাষায় রচিত। ডক্টর লাহা তাঁহার গ্রন্থে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তা হিসাবে যতটুকু দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন তাহা তাঁহার ছিল। কিন্তু পালি সাহিত্যের গভীরত্ব ও বিশালত্বের তুলনায় ইহাও যথেষ্ট নহে। তিনি বহুস্থানে মূলগ্রন্থের সহিত সম্পর্কহীনভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন আলোচনায় লেখকের সূক্ষ্মদর্শিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি আজন্ম সংস্কারের বশবর্তী হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ করিয়াছেন, ইহার গভীরে সন্তরণ করিতে পারেন নাই। ডক্টর বেনীমাধব বড়ুয়া, ডক্টর নলীনাক্ষ দত্ত এবং ডক্টর অনুকূল চন্দ্র বানার্জি নানা প্রসঙ্গে রচিত পালি সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ শুধু মূল্যবান নয়, সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় দিক্-নির্ণয়কারীও বটে।

আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন লেখকের বিবিধ প্রকার আলোচনাসমূহ একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া একটি সামগ্রিক রূপ দেওয়ার প্রয়াস করা হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে পালি ভাষার উৎপত্তি ও বিস্তার সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় পালির স্থান এবং পালি ভাষার সহিত সংস্কৃত, প্রাকৃত, সৌরসেনী, মাহারাষ্ট্রী, মাগধী, পৈশাচী, বাঙলা প্রভৃতি ভাষার সম্পর্ক প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে দেখান হইয়াছে যে, বিহারী, উড়িয়া, হিন্দী, ভোজপুরী, অসমিয়া, বর্মী, সিংহলী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষাসমূহের বিবর্তনের ইতিহাসের সহিত পালির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিনয় পিটকের আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, বিনয় বুদ্ধ শাসনের আয়ুস্বরূপ। তথাগত বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে বিনয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া মহাকাশ্যপ প্রমুখ সঙ্গীতি-কারকগণ প্রথমে বিনয় পিটক সংগ্রহ করিয়াছেন। কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, শীল ও বিনয় ব্যতীত কাহারও প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। সুউচ্চ অট্টালিকা যেমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেইরূপ বুদ্ধের ধর্মজীবন নিয়ম, নীতি ও শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য বিনয়কে বাদ দিয়া ভিক্ষুজীবন অপরি-কল্পনীয়। অর্থকথা মতে সূত্র ও অভিধর্মের বিলুপ্তি ঘটিলেও যদি বিনয় পিটক বর্তমান থাকে বুদ্ধ শাসন বিলুপ্ত হইবে না। কারণ বিনয়ধর ভিক্ষুবৃন্দ তাঁহাদের আদর্শে বুদ্ধ শাসনকে চিরোজ্জ্বল রাখিতে সক্ষম হইবেন। বিনয়ের

অর্থ 'নিয়ম', 'নীতি' বা 'শৃঙ্খলা'। বিশ্বজগৎ নিয়ম শৃঙ্খলাধীন। মানব সমাজে নিয়ম শৃঙ্খলা হইতে সংযম, আত্মত্যাগ, চরিত্রবল শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, উদ্যম, উৎসাহ, অপ্রমাদ প্রভৃতি বুঝায়। সেইজন্য ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে বিনয়ে বর্ণিত শিক্ষাপদগুলি বিধিবদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে পণ্ডিত ভাষ্যকারগণ যেভাবে বিনয় শীলের সংখ্যা নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত গাথায় পরিস্ফুট :—

"নবকোটি সহস্সানি অসীতিং সতকোটি যো,
পঞ্ঞাসং সতসহস্সানি দত্তিংসা চ পুনাপরে।
এতে সংবর বিনয়া সম্বুদ্ধেন পকাসিতা,
পেয়্যাল মুখেন নিদ্দিট্ঠা সিক্খা বিনয় সংবরে।"

উপরোক্ত গাথানুসারে বিনয়শীলের সংখ্যা হয় ৯১ হাজার কোটি ৫০ লক্ষ ৩৬টি। বিনয় পিটকে পাঁচটি গ্রন্থ। যথা.—পারাজিকা, পাচিত্তিয়া, মহাবর্গ, চূলবর্গ এবং পরিবার। প্রথম দুইটি গ্রন্থকে একত্রে 'উভয় বিভঙ্গ', তৃতীয় ও চতুর্থ গ্রন্থকে একত্রে 'খন্দক' বলা হয় এবং শেষের গ্রন্থটি 'পরিবার পাঠো' নামে অভিহিত। স্কন্ধ হিসাবে বিনয় পিটকে সর্বমোট ২১ হাজার ধর্মস্কন্ধ।

তৃতীয় অধ্যায়ে সূত্রপিটকের আলোচনা করা হইয়াছে। সূত্র ও অভিধর্মকে প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিকারকগণ 'ধর্ম' নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'ধর্ম' শব্দের বহু প্রকার অর্থ হইতে পারে। চারি প্রকার অপায়ে পতনের হাত হইতে রক্ষা করে বলিয়া (চতুসু অপায়েসু অপতমানো ধম্মো'তি ধম্মো) ইহাকে 'ধর্ম' বলা হয়। 'ধর্ম' শব্দের পূর্বে 'স' উপসর্গ যোগ করিয়া ইহাকে 'সদ্ধর্ম'ও বলা হয়। সদ্ধর্ম বলিতে বুদ্ধ প্রবর্তিত আর্যধর্ম বা বুদ্ধ শাসনকে বুঝায়। অথবা ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে বলিয়া ইহাকে সদ্ধর্ম বলা হয় (ধম্মো হবে রক্খতি ধম্মচারি)। সদ্ধর্ম তিন প্রকারে বিভক্ত: পরিয়ত্তি, পটিপত্তি এবং পটিবেদ। (১) ত্রিপিটকই পরিয়ত্তি ধর্ম। (২) ১৩ প্রকার ধুতাঙ্গ, ১৪ প্রকার খণ্ডব্রত ও ৮০ প্রকার মহাব্রত এবং শীল, সমাধি ও বিদর্শন সম্পর্কীয় বিধানাবলীই 'পটিপত্তি ধর্ম'। (৩) আর্য মার্গ, মার্গফল, ও নির্বাণ প্রভৃতি নবলোকুত্তর ধর্মকে 'পটিবেধ ধর্ম' বলে।

সদ্ধর্মকে বুদ্ধভাষিত, শ্রাবক ভাষিত, ঋষি ভাষিত, এবং দেব ভাষিত এই চারভাগে বিভক্ত করা যায়। ত্রিপিটকের ৮৪000 হাজার ধর্মস্কন্ধের মধ্যে ২000 হাজার শ্রাবক, ঋষি, ও দেবগণ ভাষণ করেন। অবশিষ্ট ৮২000 হাজার ভগবান বুদ্ধ নিজেই ভাষণ করিয়াছেন।

বিনয় পিটক মুখ্যতঃ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের জন্য রচিত বলা যায়। কিন্তু সূত্রপিটক ভিক্ষু ও গৃহী উভয় প্রকার লোকের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সূত্রপিটক নিকায় ভেদে পাঁচভাগে বিভক্ত : দীঘ, মজ্ঝিম, সংযুক্ত, অঙ্গুত্তর এবং খুদ্দক নিকায়। দীঘনিকায়ের ৩৪টি সূত্র ও সর্বমোট ২৫ ইজ্জুত অক্ষর। মধ্যম নিকায়ে ১৫২টি সূত্র ও সর্বমোট ৩ লক্ষ ৮৪000 হাজার ৬00 শত অক্ষর। সংযুক্ত নিকায়ে ৭৭৬২টি সূত্র। ইহাতে অক্ষর সংখ্যা হইল ৮ লক্ষ। অঙ্গুত্তর নিকায়ে ৯৫৫৭টি সূত্র। ইহার সর্বমোট অক্ষর সংখ্যা ৯৫0,৪00 (৯ লক্ষ ৫0 হাজার ৪00 শত)। খুদ্দক নিকায় সব চেয়ে বৃহৎ। ইহাতে পনরটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সমূহে সর্বমোট ২১000 হাজার ধর্মস্কন্ধ। ধর্মকে অঙ্গ হিসাবে ও নয়টি প্রধান অংশে বিভাগ করা হয়। যথা,—সুত্তং, গেয্যং, বেয়্যাকরণং, গাথা, উদানং, ইতিবুত্তকং, জাতকং, অব্ভুতধম্মং, এবং বেদল্লং।

চতুর্থ অধ্যায়ে অভিধর্ম পিটকের আলোচনা সন্নিবিষ্ট। আচার্য বুদ্ধ ঘোষের মতে সূত্রাতিরিক্ত বুদ্ধোপদেশই অভিধর্ম। বুদ্ধঘোষের সমসাময়িক মহাকবি ভিক্ষুতিলক বুদ্ধদত্তের 'রূপরূপ বিভাগ' অনুসারে অভিধর্মের বিষয়বস্তু মাত্র চারিটি। যথা, চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ। সংক্ষেপে এইগুলিকে রূপ ও অরূপ—এই ভাগে বিভক্ত করা যায়। অভিধর্মপিটকে মোট সাতটি গ্রন্থ ধর্মসঙ্গনী, বিভঙ্গ, পুগ্গল প্রজ্ঞপ্তি, ধাতুকথা, কথাবত্থু, যমক এবং পট্‌ঠান। এই গ্রন্থসমূহে দেখান হইয়াছে যে, অভিধর্মের সাতটি গ্রন্থের মধ্যে 'কথাবত্থু' নামক পঞ্চম গ্রন্থের রচনাকাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বহু প্রকার তর্ক বিতর্কের ঝড় উঠে। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ইহা অশোকের সময়ে কিম্বা উহার অব্যবহিত পরে রচিত হয়। কারণ ইহার মধ্যে এমন কতক-গুলি ধর্মসম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে যাহাদের অস্তিত্ব বুদ্ধের সময়ে বর্তমান ছিল না।

পঞ্চম অধ্যায়ে ছয়টি বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।

পরিশিষ্টে বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তকের কিছু কিছু অংশ বিবিধ পত্র-পত্রিকায়[১] আংশিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

পালি সাহিত্য কেবল বিশাল নয়, নানা বৈচিত্র্যেও ভরপুর। বাঙলায় ইহার তেমন কোন ধারাবাহিক আলোচনা এখনও গড়িয়া উঠে নাই। মূল ত্রিপিটক গ্রন্থসমূহ এখনও বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই। ইংরেজী, ফরাসী জার্মান, বর্মী, সিংহলী, শ্যামী, প্রভৃতি ভাষার সীমাবদ্ধ পরিধিতে লেখকের প্রয়াস প্রতিকূল। পালি সাহিত্যের বৈচিত্র্য বহুল গ্রন্থগুলির সাথে পরিচিত হওয়া সময় সাপেক্ষ ও সুদীর্ঘকালের প্রয়োজন। মূল গ্রন্থের সঙ্গে যতদূর সম্ভব যোগসূত্র রক্ষা করা হইয়াছে। আলোচনাসমূহের গুণাগুণ সুধী-জনের বিবেচ্য।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁহারা আমাকে উপদেশ, পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন আমি তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের সকলের নাম প্রকাশ করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইতে বিরত রহিলাম।

কলাভবন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ সাল।

রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া

১. 'পালিভাষা ও সাহিত্য'—সাহিত্য পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 'সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধসাহিত্য'—বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, 'ত্রিপিটকান্তর্গত একখানি পালিগ্রন্থ'—বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, দ্বাদশবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৭৫; 'পালিভাষার উৎপত্তি ও বিস্তার', বৌদ্ধ পূর্ণিমা সংখ্যা, পাকিস্তান বুদ্ধিষ্ট ইয়ুথ ফেডারেশন, ঢাকা, ১৩৭৫ সাল। 'ধর্মপদের সার্বজনীন উপদেশ'—ঐ, ১৩৭৬ সাল।

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

পালিভাষা উপক্রমণিকা

পালি সাহিত্যের ইতিহাস বিরাট ও বিস্তৃত। কিন্তু ইহা আশ্চর্যের বিষয়, যে দেশে এইরূপ একটি সমৃদ্ধশালী সাহিত্যের জন্ম সেই দেশে আজ পর্যন্ত একখানি পালি গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আমাদের কাছে যে সমস্ত পালি গ্রন্থ বর্তমান আছে উহাদের প্রায় সবগুলিই সিংহল, বর্মা, শ্যাম, কম্বোডিয়া, লাওস প্রভৃতি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিকদের মতে পালি ত্রিপিটক গ্রন্থ সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোকের পুত্র কুমার মহিন্দ কর্তৃক সর্ব প্রথম সিংহলে নীত হইয়াছিল।[১] তথা হইতে পালি ত্রিপিটক ঐ সমস্ত দেশে বিস্তার লাভ করে। পরবর্তী কালে আমাদের দেশের বহু গ্রন্থকার ও কবি ঐ দেশে যাইয়া এই সকল গ্রন্থের শুধু সদ্ব্যবহার করেন নাই; সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নূতন বহু গবেষণা পুস্তক রচনা করিয়া পালি সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। ফলে ত্রিপিটক গ্রন্থ ছাড়া আরও বহু প্রকার গ্রন্থ পালি সাহিত্যে স্থান পায়।[২] বুদ্ধদত্ত, বুদ্ধঘোষ, ধর্মপাল, মহানাম, প্রজ্ঞাস্বামী প্রমুখ মনীষীদের রচনা শুধু পালি সাহিত্যে নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। ইঁহাদের

---

১ Rock Edict. No. 13.; V. A. Smith : *Early History of India*, 3rd Edition, pp. 37-39.; Rhys Davids : T. R. A. S., 1898 ; Bhanderkar and Majumdar : *Inscriptions of Asoka*, pp. 34-36.

২ ব্রহ্মদেশের পেগান নগরে খোদিত একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তৌংডুইন প্রদেশের শাসনকর্তা (১৪৪২ খৃঃ) ও তাঁহার স্ত্রী ভিক্ষুসংঘকে বিহার, উদ্যান, ধান্যক্ষেত্র, প্রচুর দান সামগ্রী ছাড়াও ২৯৫ খানা বৌদ্ধ গ্রন্থ দান করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের তালিকা হইতে আমরা যে বহু পালি গ্রন্থের রচনাকাল ও সন তারিখ নির্ধারণ করিতে পারি তাহা নহে, বরঞ্চ প্রাচীন ভারতীয় বহু ঐতিহাসিক ঘটনারও কাল নির্ধারণ করিবার জন্য ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় দলিল। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন : M. H. Bode : *The Pali Literature of Burma*, pp. 101—109 ; B. C. Law : *A History of Pali Literature*, Vol. II pp. 670-673.

রচনা হইতে তদানীন্তন পাক-ভারতের ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, পৌর-নীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়। উপ-মহাদেশের প্রাচীন ইতিহাস রচনার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

পালি শব্দের উৎপত্তি

'পালি' শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে বহু গবেষণা হইয়াছে। এই গবেষণার ধারা এতই বিক্ষিপ্ত যে উহার মধ্য হইতে সঠিক তথ্য উদ্ধার করা কষ্টকর। 'পালি' শব্দের অর্থ 'পঙ্‌ক্তি' বলিয়া কোন কোন পণ্ডিতের অভিমত। প্রাকৃতে 'পত্তন' হইতে 'পট্টন' হয়। তদ্রূপ 'পঙ্‌ক্তি' হইতে 'পট্টি' হওয়া স্বাভাবিক।[১] ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারে ইহার মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা নাই। তথাপি 'পঙ্‌ক্তি'>পত্তি>পট্টি>পাটি > পাড়ি > পালি অথবা পঙ্‌ক্তি>পত্তি>পট্টি>পড্ডি > পল্লি> পালি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। 'পালি' শব্দের মূল অর্থ 'পঙ্‌ক্তি' 'বীথি' বা 'শ্রেণী' বলিয়া পূর্বাচার্যগণ বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই কিভাবে সংস্কৃত 'পঙ্‌ক্তি' শব্দ হইতে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি হইল তাহা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। সংস্কৃত 'পঙ্‌ক্তি' বলিতে আমরা পদের শেষ চরণ বুঝি। যেমন 'তথাচ সূত্র পঙ্‌ক্তি'। মূল-গ্রন্থ বুঝাইবার জন্যও 'পঙ্‌ক্তি' শব্দের প্রয়োগ হয়।[২] 'পিটকত্তয়ং পালিঞ্চ তস্স অট্‌ঠ কথঞ্চ তং' এবং 'পালিয়ং বুত্ত নযেন'—পালিতে বা মূলে। এইরূপ বহু উদাহরণ পালি সাহিত্যে পাওয়া যায়। পালি ভাষায় 'তন্ত' শব্দ 'পালি' শব্দের অন্যতম প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। পালি বুঝাইতেও ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'তন্ত্র', 'তন্ত্রী' অথবা 'তন্তি' মূলতঃ একই শব্দ।

অধ্যাপক ভি. আপ্তে 'পালি' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'তন্ত্র'। পালি ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ 'অক্খর পঙ্‌ক্তি' বা মূল শাস্ত্র বুঝাইতে 'পালি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন, 'নেব পালিয়ং ন অট্‌ঠকথায়ং দিস্সতি'।[৩]

১ প্রাকৃত প্রকাশ, পৃঃ ২২।

২ অভিধানপ্পদীপিকা, ৫৩৯, "পন্তি বীথ্যাবলিস্সেনি পালি রেখা তু রাজিচ"। অমরকোষ, ৩৩, ১৯৭. "পালিয়ঞ্চ পঙ্‌ক্তিষু"।

৩ সুমঙ্গল বিলাসিনী।

ইহার অর্থ পালিতে বা অর্থকথায় কোথাও দেখা যায় না। সেইরূপ 'জম্বুদীপে পন আবুসো পালিমত্তং অথি, অট্‌ঠকথা পন নথি' ভারতবর্ষে কেবল পালি বা মূল আছে, অর্থকথা বা ভাষ্যগ্রন্থ নাই।[১] 'যো পন অত্থমেব সম্পাদেতি ন পালিযং[২]—যিনি কেবল মাত্র অর্থই হৃদয়ঙ্গম করেন, তিনি পালি বা মূল আয়ত্ত করেন না। উল্লিখিত উদাহরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে 'পালি' শব্দ প্রথমতঃ 'মূলশাস্ত্র' বা ত্রিপিটক বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। পরবর্তীকালে পালি ভাষায় রচিত সমস্ত গ্রন্থ বুঝাইবার জন্য ইহার প্রয়োগ হইতে থাকে। তবে যে সমস্ত গ্রন্থ ত্রিপিটকের সহিত জড়িত নাহ তদসমুদয় বুঝাইবার জন্য পালি শব্দের প্রয়োগ হয় নাই।[৩] ক্রমে ক্রমে পালি ভাষায় রচিত সমস্ত গ্রন্থেরই একনাম 'পালি' বলিয়া পরিচিত হয়। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ভগবান বুদ্ধের বাণী ও ধর্মোপদেশ যে ভাষায় রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়াছে সেই ভাষাকে 'পালি ভাষা' বলে। অথবা ভগবান বুদ্ধের উপদেশ এই ভাষায় পাঠ ও রক্ষিত এই অর্থে 'পালি' বলিয়া কথিত হয়।[৪] পাঠ > পালি > পাল > পালি ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তিগত অর্থানুসারে 'সদ্দত্থং পালেতী'তি পালি'—যাহা শব্দার্থকে পালন অথবা রক্ষা করে উহারই নাম পালি।

'পল্লী' ভাষা পালি ভাষা। 'পল্লী'[৫] শব্দ হইতে 'পালি' শব্দের' উৎপত্তি হইযাছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। 'পল্লী' বা পাড়াগাঁয়ের ভাষা পালি—এই সম্বন্ধে কোন যুক্তিসংগত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ কেবল মাগধী প্রাকৃতেই 'র' পরিবর্তিত হইয়া 'ল'-এ

১ সাসনবংস, (P. T. S.), পৃ. ৪১।

২ ধম্মপদং (Fausball), পৃ. ৪৯।

৩ সাসনবংস, পৃ. ৩৪ "এত্তেহ্ পালিমুত্তক বসেন বুত্তত্থা গন্ধান্তরাতি বুচ্চন্তি"।

৪ পালি ভাষার কাল নির্ণয়, বিবিধ জ্ঞান বিচার, পৃঃ ৪১, ১৩৯. c/o Childer's *Pali Dictionary*, Introduction ; *Dictionary of the Pali Language*, p. 32.

৫ তামিল ভাষায় 'পল্লি' ও 'পল্লী' দুইটি ই-কারান্ত ও ঈ-কারান্ত শব্দ আছে। প্রথমটির অর্থ (১) মাঠের ডেলা ভাঙ্গা, (২) দীর্ঘকেশী স্ত্রী, (৩) টিকটিকি, (৪) লতা, (৫) গ্রামাঞ্চ, (৬) পক্ষি বিশেষ (৭) পল্লব। দ্বিতীয়টির অর্থ (১) স্থান, (২) গ্রাম, (৩) নগর, (৪) আশ্রম, (৫) মন্দির, (৬) রাজপুরী, (৭) কর্মশালা, (৮) বিদ্যালয়, (৯) শয়নাসন, (১০) প্রকোষ্ঠ, (১১) অনুবস্ত্র। এই দুইটি শব্দের সহিত 'পালি' শব্দের কোন মিল আছে বলিয়া মনে হয় না।

পরিণত হইতে দৃষ্ট হয়। পালিতে ইহা খুব বিরল। উক্তমত সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য বৌদ্ধ-বিদ্বেষী পণ্ডিতদের চক্রান্ত। আবার কাহারও মতে মগধ বা পাটলিপুত্রের নামানুসারে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'পাটলি' শব্দের অপভ্রংশ পালি হইতে পারেনা। পল্লী বা পাড়াগাঁর ভাষা পালি ভাষা এবং 'পল্লী' শব্দ হইতে পালি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে—এই অনুমান হয়ত করা যাইতে পারে। তবে 'পল্লী' বলিতে আমাদের আধুনিক গ্রাম মনে করিলে ভুল হইবে। গ্রামেরই বিশেষ অংশকে পল্লী বলা হয়। পালি কখনও একটি ক্ষুদ্র গ্রামের ভাষা হইতে পারেনা। পালি গ্রাম ও নগর উভয় স্থলেই কথিত হইত।

সংস্কৃত 'তন্ত্রি' বা 'তন্ত্রী' (পালি তন্তি) শব্দের মূল অর্থ হইল 'রজ্জু' বা 'সূত্র'। প্রাচীন ঋষিদের রচিত সূক্ত সমূহ "সূত্র' নামে পরিচিত। যেমন, 'ব্রহ্মসূত্র', 'ন্যায়সূত্র' প্রভৃতি। 'তন্তি' বা 'তন্ত্রি' শব্দ একার্থক। এইজন্য কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন 'তন্তি' অথবা সূত্র' হইতে পালি শব্দের উৎপত্তি। বৌদ্ধ সাহিত্যেও 'তন্তি' শব্দটি 'পালির' অন্যতম প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, যেতুস্মিং তন্তি তন্তীসু নারিয়ং পালি কথ্যতে'।[১] সেইরূপে 'তন্তি যা মাতিকং ঠপেসি',; 'তন্তিবসেন মাতিকা ঠপিত্বা', 'তন্তিবসেন বিভত্তা'[২] ইত্যাদি। এইভাবে দেখা যায় 'তন্ত্র', 'তন্ত্রী', 'সূত্র' শব্দের ন্যায় ত্রিপিটক শাস্ত্র বুঝাইবার জন্য 'পালি' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

সমসাময়িক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই ভগবান বুদ্ধ কোশলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি ধর্ম প্রচারের জন্য সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন। বাঙলা-ভারত উপ-মহাদেশের বিচিত্র সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভাষা ও আচার-অনুষ্ঠানের সহিত তিনি সর্বোতভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিহার ও সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রাবস্তী, জেতবন, পূর্বারাম, বেণুবন, নালন্দা, চাপাল চৈত্য প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে হইয়াছিল।

---

১ অভিধানপ্পদীপিকা, পৃ. ৯৯৬; 'তন্ত্র', 'তন্ত্রী', 'তন্ত্রি' শব্দসমূহ মূলত একই—Sanskrit English Dictionary, p. 529.

২ কথাবত্থু অট্ঠকথা (P. T. S.), ২, পৃ. ৯; সুত্তনিভঙ্গ, পৃ. ১৫ "থেরথেরী গাথাতি ইমং তন্তিং সঙ্গায়িত্বা"।

এই বিহারগুলি শুধু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাসস্থল নয়, ইহা বৌদ্ধ-শাস্ত্র চর্চা ও ভারতীয় সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্রও ছিল। এইখানে থাকিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিবিধ শাস্ত্র (বহু সচচঞ্চ সিপ্পপঞ্চ) অধ্যয়ন করিতেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু নরনারী আসিয়া এখানে ভিড় করিত। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডি ত্যাগ করিয়া সংঘারামের ভাষা ও সংস্কৃত শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতেন। দীর্ঘদিন বিহার ও সংঘারামে বাস করায় তাঁহাদের আঞ্চলিক ভাষায় কথাবার্তা বলা অসুবিধা বোধ করিতেন। তাহা ছাড়া যাতায়াতের কিছুটা অসুবিধা থাকায় অন্য অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ততটা সুযোগ ছিল না। কাজে কাজেই কালক্রমে নিজেদের মধ্যে সহজে ভাব বিনিময়ের জন্য একটা মিশ্র নূতন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাই পালি ভাষা। এই ভাষায় বিহারে পাক্ষিক ধর্মালোচনা পাতিমোক্ষ আবৃত্তি হইত। এই ধর্মসভায় ভিক্ষুদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। এই কারণে সাধারণ ভিক্ষুদের বুঝিবার জন্য একটা সর্বজনবোধ্য ভাষার প্রয়োজনীয়তা ছিল অত্যধিক। তাই পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এই বিহারগুলিতেই পালি ভাষার উৎপত্তি হয় এবং এই ভাষাতেই বৌদ্ধ শাস্ত্র ও ত্রিপিটক গ্রন্থ রচিত ও সংরক্ষিত হইয়াছিল।

অতএব আমরা দেখিতে পাই ভগবান তথাগত বুদ্ধ মাগধী ভাষায় তাঁহার নব ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা দিয়াছিলেন। তদনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলের ভিক্ষু-ভিক্ষুনীরা এই মাগধী প্রাকৃতকে কেন্দ্র করিয়া 'পালি-ভাষা' নামে এক মিশ্র ভাষার সৃষ্টি করেন। উত্তর ভারতে প্রচলিত (তৎকালীন) প্রায় সমস্ত ভাষার শব্দসম্ভারে এই নূতন ভাষা পুষ্ট ও ও পরিবর্ধিত। সুতরাং পালি কেবল মাত্র পল্লীর ভাষা এই মত গ্রহণ-যোগ্য নহে। বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুনী, শ্রমণ ও শ্রামণেরীগণের পরস্পর যোগাযোগে সৃষ্ট ইহা একপ্রকার সংকর ভাষা। কথিত আছে ভগবান তথাগত বুদ্ধ এই ভাষাতেই তাঁহার উপদেশাবলী প্রচার করিয়াছিলেন।

পালি ভাষার উৎপত্তি

পালি ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতেরা ভিন্নমত পোষণ করেন। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন প্রত্ন ভারতীয় আর্য ভাষা (old-

Indo-Aryan) গঠনের চারিটি স্তর। যথা, বৈদিক, সংস্কৃত, পালি এবং সাহিত্যিক প্রাকৃত। এই চারিটি ভাষার সঠিক সন তারিখ নির্ধারণ করা সহজ নয়। ভাষাতাত্ত্বিকেরা বৈদিক ও সংস্কৃতকে প্রত্ন ভারতীয় (O. I. A.) পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। অবশ্য এই দুইটি ভাষা মূলতঃ একই উৎসজাত হইলেও ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্য বিদ্যমান। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে বৈদিক ভাষারই সরলীকৃতরূপ সংস্কৃত এবং সংস্কৃত ক্রমশঃ সরলীকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া প্রাকৃতরূপ ধারণ করিয়াছে।[১] বৈদিক ভাষায় ভারতীয় আর্যদের সাহিত্যকীর্তি ও দেবদেবীর বন্দনাগীতি রচিত। ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় বেদ, উপনিষদ ও ব্রাহ্মণে। ইহাদের রচনাকাল আনুমানিক খৃঃ পূর্ব ১৫০০ অব্দে। বৈদিক ভাষাকে পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণেরা ব্যাকরণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া একটা লিখিত শিষ্ট ভাষার সৃষ্টি করেন। ইহাই বর্তমানে সংস্কৃত নামে অভিহিত। ইহাকে সংস্কৃত, পরিমার্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন বলিয়া 'সংস্কৃত' বলা হয়।[২]

পালি মধ্য স্তরের ভাষার অন্তর্গত। প্রাচীন প্রাকৃত বা তদানীন্তন কথ্য ভাষা হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহার উৎপত্তিকাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা না হইলেও খৃস্টপূর্ব ৮০০ হইতে ৬০০ অব্দে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বৈদিক আর্য ভাষার সহিত সংস্কৃতের যেরূপ সম্পর্ক প্রাকৃত ভাষার সহিতও পালি ভাষার সম্পর্ক সেইরূপ। বৈদিক ভাষায় যেমন দেবদেবীর বন্দনামূলক গীতি সাহিত্য রচিত বলিয়া উহাকে দেবভাষা বলে; সেইরূপ পালিকেও দেবভাষা বলা যায়। কারণ এই ভাষাতেই বৌদ্ধদের

১ ভাষার ইতিবৃত্ত, ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৭৯।

২ "ভাষা দ্বিধা সংস্কৃতা চ প্রাকৃতী চেতি ভেদতঃ
কৌমার পাণিনিয়াদি সংস্কৃতা সংস্কৃতা মতা।"—লক্ষ্মীধর। See 'A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts, Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol. III, p. 1292.

পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের মতে সংস্কৃতে লক্ষণ নিম্নরূপ,—

"সংস্কৃতং নাম দৈবী বাগ অন্বাখ্যাতা মহর্ষিভি;
তদ্ভবস্তৎসমো দেশীত্যনেকঃ প্রাকৃতক্রমঃ।"—দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, ১৩৩।

ধর্মগ্রন্থ 'ত্রিপিটক' রচিত হইয়াছে। এই হিসাবে বুদ্ধকে ভাষা আন্দোলনের প্রথম উদ্যোক্তা বলা যায়। তিনিই প্রথম কথ্যভাষায় জনসাধারণের নিকট তাঁহার নবধর্ম প্রচার করেন। বৈদিক আর্যভাষা হইতে সংস্কৃত এবং সাহিত্যিক প্রাকৃতের ক্রমপরিণতির বহু তথ্য এই পালি ভাষার মাধ্যমে পাওয়া যাইতে পারে। কারণ সন তারিখ বিবেচনা করিলে পালি ভাষার স্থান বৈদিক আর্য ও সংস্কৃতের মাঝামাঝি। ভারতীয় আর্য ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে পালি ভাষার স্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ।[১] বাংলা, উড়িয়া, হিন্দী, মৈথিলী ও অসমিয়া প্রভৃতি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার সহিত ইহা ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইহা ছাড়া সিংহলী, বর্মী ও শ্যামদেশীয় ভাষাসমূহের উপরও পালি ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট।

এই পালি ভাষা প্রথমতঃ কথ্যভাষা হইলেও পরে সাহিত্যের রূপ পাইয়া পুরোপরি লিখিত ভাষায় পরিণত হয়। সিংহল ও ব্রহ্মদেশীয় পালি পণ্ডিতেরা পালিকে 'মাগধী নিরুক্তি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গৌতম বুদ্ধ যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই দেশের নাম মগধ বা পাটলিপুত্র। তিনি যেই ভাষায় কথা বলিতেন এবং ধর্ম প্রচার করিতেন উহার নাম পালি বা মাগধী—এই দুই ভাষার মধ্যে প্রকৃতগত কোন ভেদ নাই। সিংহলী পালি বৈয়াকরণেরা শুধু ইহাতে সন্তুষ্ট থাকেন নাই। তাঁহারা সংস্কৃত পণ্ডিতদের ন্যায় পালিকে দেবভাষা বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন এই পালি ভাষা মানবের আদি ভাষা। এই ভাষায় আদিকালের মানুষেরা কথা বলিতেন। স্বর্গের দেবতা ও অরণ্যে নিক্ষিপ্ত মানব শিশু পালি ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন। সিংহলী পণ্ডিতদের মধ্যে পালি ভাষার মাহাত্ম্য সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত প্রবাদ প্রচলিত:

> "সা মাগধি মূল ভাষা নরা যা আদি কপ্পিকা,
> ব্রহ্মাণো চস্সুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে।"[২]

---

১ চারুচন্দ্রবসু ও ললিতমোহন কর: অশোক অনুশাসন, পৃ. ১০/০

২ মহারূপসিদ্ধি, পৃ. ২৭

মহারূপ সিদ্ধির টীকাকার এই গাথাটির নিম্ন লিখিতরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন:
"আদিকপ্পে নিযুত্তা আদি কপ্পিকা নরা চ ব্রহ্মানা চ অসুসুতং আলাপং যে হিতে

মাগধী বা পালি ভাষা আদিকল্পের মানবের মূল ভাষা। সেই অশ্রুতপূর্ব ভাষায় বুদ্ধ তাঁহার নব ধর্ম প্রচার করেন।

বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা আরও বলেন যদি কোন শিশু ইংরেজ মাতার গর্ভে জর্মান পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করে, তবে সেই শিশু মাতাপিতার মধ্যে যাহার সঙ্গে থাকিবে তাঁহার ভাষায় কথা বলিবে। আর যদি সেই শিশু মাতাপিতা কাহারও সঙ্গে না থাকিয়া জঙ্গলে প্রতিপালিত হয় তবে সে মাগধী বা পালি ভাষায় কথা বলিবে। কারণ পালি তাহার সহজাত ভাষা। সমস্ত ভাষারই পরিবর্তন হয়, কেবল পালির বা মাগধী ভাষার কোন পরিবর্তন হয় না।[১]

পালি ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস যাহাই হউক না কেন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত বাংলা ভাষার ন্যায় পালি ভাষাও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে অল্পসময়ে সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করে। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য গ্রন্থ এই ভাষায় রচিত হয়। শুধু ধর্মগ্রন্থ নহে জাতক, অবদান, মহাবংশ, দীপবংশ, চূল বংশ ও আরও বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইতে থাকে।

ভাষার যথাযথ শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিবিধ ব্যাকরণ গ্রন্থও[২] রচিত হয়। ইহাতে দেখা যায় পালি ভাষা নিতান্ত অপাংক্তেয় অশিষ্ট লোকের ভাষা

অস্সুতালাপা নাম মনুস্স বচনা লাভন্তা যেন ভাসাদি রহিতায় অত্তনো ধম্মতায় ভাসমানা চ ভাসা সম্বন্ধ চা'তি সব্বঞ্ঞু বুদ্ধা দেসন্তো যায পরিবত্তন সভাবায সাবকানং নিরুত্তি পটি সম্ভিদে পকারায় ভাসন্তি, সা মাগধী নাম মূলভাসা। সব্ব ভাসনম্পি সত্তানং এক ভাষা যেন অথাব বোধনতো, সকত দেস ভাবদীহি বুদ্ধ ধম্মং ন দেসেন্তি নিরত্থক ভাবতো অতি অসঙ্গতো চা'তি বেদিতব্বং।"

১ সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ: পালি ব্যাকরণ, পৃ· XXX. Childer's Dictionary of the Pali Language, p· XIII·

২ সুভূতি নামক এক গ্রন্থকার সিংহলে প্রচলিত ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থের এক তালিকা দিয়াছেন; (১) কচ্চায়ন, (২) ন্যাস, (৩) নিরুত্তিসার মঞ্জুসা, (৪) ন্যাস প্রদীপ, (৫) সুত্তনিদ্দেশ, (৬) কচ্চায়ন, বন্ননা (৭) রূপসিদ্ধি, (৮) বালাবতার, (৯) চুল-নিরুত্তি, (১০) অভিনব চূল নিরুত্তি, (১১) মোগ্গল্লান সবুত্তি (১২) মোগ্গল্লান পঞ্চিকা, (১৩) পঞ্চিকা প্রদীপ, (১৪) পদ সাধন (১৫) পদ সাধন টীকা, (১৬) পয়োগ সিদ্ধি, (১৭) সদ্দনীতি, (১৮) সম্বন্ধ চিন্তা, (১৯) সাদ সারত্থ জালিনী টীকা, (২০) সাদ সারত্থ জালিনী টীকা, (২১) কচ্চায়ন ভেদ, (২২) কচ্চায়ন ভেদ টীকা, (২৩) সারত্থ

বলিয়া অবহেলা করিবার দুঃসাহস কাহারও নাই। ভগবান বুদ্ধের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও সারিপুত্র, মৌৎগল্লায়ন, মহাকাত্যায়ন, পূর্ণমন্তানিপুত্র, বুদ্ধঘোষ, বুদ্ধদত্ত, প্রমুখ আরও বহু মনীষীর রচনায় এই ভাষা সমৃদ্ধ। বুদ্ধ বাণীর শক্তিশালী বাহক হিসাবে এই ভাষা বৌদ্ধদের কাছে পরম পবিত্র। এখনও সিংহল, বর্মা, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, তিব্বত, জাপান, চীন, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, প্রভৃতি সকল বৌদ্ধদেশে এই ভাষার পঠন-পাঠন, চর্চা ও গবেষণা করা হয়।

প্রাকৃত মাগধী ও বৌদ্ধ মাগধী

প্রাকৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যসমূহে ব্যবহৃত প্রাকৃতই 'প্রাকৃত মাগধী' নামে পরিচিত। পালি ভাষারও অপর একটি নাম মাগধী। কেহ কেহ পালিকে প্রাকৃত মাগধীর সহিত তুলনা করেন। সম্ভবতঃ পালি ভাষার ভৌগলিক নাম মাগধী। কারণ ভগবান বুদ্ধ মগধের নিকটবর্তী স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মগধকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার ধর্ম সর্বপ্রথম প্রসার লাভ করিয়াছিল। এই জন্য উহাকে 'মগধ' বলা হইত এবং তিনি যে ভাষায় কথা বলিতেন তাহাই 'মাগধী'।[১] পালি ও প্রাকৃত মাগধী সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ বৌদ্ধ মাগধীতে কেবল 'স'-এর ব্যবহার আছে। অপর পক্ষে প্রাকৃত মাগধীতে 'শ'-এর ব্যবহার বর্তমান। পালিতে ক্বচিৎ 'র' 'ল'-এ পরিণত হয়। প্রাকৃত মাগধীতে সর্বদাই 'র' 'ল'-এ পরিণত হয়। যথা,—বিলাশ=বিলাস; মাশ=মাসা; লাজা=রাজা; লত্ত=রক্ত প্রাকৃত মাগধীতে অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দে প্রথমার এক বচনে 'এ' হয়। পালিতে 'ও' হয়। যথা,—মাশে=মাসো; বিলাশে (সং

বিকাসিনী টীকা, (২৪) সদ্দত্থভেদ চিন্তা, (২৫) কারিকা, (২৬) বিভত্যত্থ, (২৭) বালসক্কোপদেস, (২৮) গন্ধাভরণ, (২৯) গন্ধাভরণ টীকা, (৩০) নিরুত্তি সংগ্রহ, (৩১) কচ্চায়ন সার, (৩২) কচ্চায়ন সার অভিনব টীকা, (৩৩) কচ্চায়ন পূরণ টীকা, (৩৪) বিভত্যত্থ দীপিকা, (৩৫) সংবন্ননানয় টীকা, (৩৬) বচ্চবাচক, (৩৭) বচ্চটীকা, (৩৮) সদ্দবুত্তী. (৩৯) সদ্দবুত্তী টীকা, (৪০) বালপ্পবোধন, (৪১) বালপ্পবোধন টীকা, (৪২) সদ্দবিন্দু, (৪৩) সদ্দবিন্দু টীকা, (৪৪) কারক পুপ্প মঞ্জুরী (৪৫) সুধীর মুখ মণ্ডন।

১ 'যে চ ভগবা মগধো মগধে ভবত্তা যা চ ভাসা মাগধা মাগধম্ম তথাগতস্সাযং ভাসাতি চ কথা সম্পচ্ছতি পকতি পচ্চযগ্গনো বিগ্গনো।' —সাসনবংস, পৃ. ৩১।

বিলাসঃ) = বিলাসো। প্রাকৃত মাগধীতে 'অস্মদ' শব্দের এক ও বহুবচনে 'হকে' ও 'হগে' পদ হইয়া থাকে। হস্তলিখিত পুঁথিতে 'অহকে' পদও দেখা যায়। আবার কোথাও 'হগে' স্থলে 'হগেগ' পদও ব্যবহৃত হয়। যথা,—'চেড়ে হগে অথবা হগেগ'[১] <সংস্কৃত 'চেটঃ অহম্'। বৌদ্ধ মাগধীতে ইহার রূপ হয় 'চেটো অহং'। 'লাজ শিয়ালে হগ্গে' > সং 'রাজশ্যাল; অহম্'।[২] প্রাকৃত মাগধীতে অবর্ণান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে বিকল্পে 'আহ' হয়। যথা,—পুলিশাহ অথবা পুলিশশ্শ' <পুরিষস্য। বৌদ্ধ মাগধীতে ইহার রূপ হয় 'পুরিসস্স'। 'ন হগে ঈদিশশ্শ অকয্যশ্শ কালকে' > সং 'অহং ন ঈদৃশস্য অকার্যস্য কারকঃ'।[৩] অর্থাৎ আমি এইরূপ কর্মের কর্তা নই। পালিতে ইহার রূপ হইবে 'অহংন ইদিসস্স কম্মস্স কারকো'।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি বৌদ্ধ মাগধী বা পালি এবং প্রাকৃত মাগধী সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধ্বনিতত্ত্ব, ভাষা ও উচ্চারণের দিক দিয়াও ভাষা দুইটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। অতএব পালি ভাষা 'মাগধী নিরুত্তি' নামে খ্যাত হইলেও মাগধী প্রাকৃতের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

ভৌগলিক সংস্থান

পালি ভাষার উৎপত্তিস্থল বা ভৌগলিক অবস্থান লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বহু মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। ভারতীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নিজেদের দৃষ্টিকোণ হইতে এই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে এই ভাষা কিছুতেই সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত (খৃষ্টীয় ২০০—৬০০ শতাব্দীর) মাগধী নিরুত্তি বা নিম্নস্তরের লোকের ব্যবহৃত ভাষা নয়। ইহা বৈদিক ভাষার ন্যায় 'দেব ভাষা'। সেই হিসাবে ইহাকে 'তন্ত্রভাষা' বলা যায়। কারণ এই পালি ভাষাতেই 'বৌদ্ধ শাস্ত্র' বা 'বৌদ্ধতন্ত্র সমস্ত এশিয়া খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। দীর্ঘ ২৫০০ আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া এই পালি ভাষায় সিংহল, বর্মা, শ্যাম,

---

১ মৃচ্ছ কটিক, ১ম অঙ্ক।

২ মৃচ্ছ কটিক, ৮ম ও ৯ম অঙ্ক।

৩ C/o A. C. Woolner : *Introduction to Prakrit*, (3rd Ed.), p. 187.

লাওস ও কম্বোডিয়ার পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছেন। এই সমস্ত দেশের ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি সমস্তই পালি সাহিত্যের অনুকরণে রচিত। ঐ সকল দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি অনুধাবন করিলে যে কোন লোকই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন পশ্চিম ভারতের কোন একটি ভাষা থেকে এই পালি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে পূর্ব ভারতীয় কোন ভাষা হইতে ইহার উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ মধ্য ভারতীয় কোন ভাষাও পালির উৎপত্তিস্থল বলিয়া অনুমান করেন। এই সম্পর্কীয় অভিমতগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল:—

(ক) ওলডেন বার্গ এবং ই. মূলার বলেন যে ইহা কলিঙ্গ বা উড়িষ্যার ভাষা। কারণ উদয়গিরিতে প্রাপ্ত খারবেল শিলালিপির ভাষা ও পালি ভাষা প্রায় একরূপ। তাঁহাদের মতে মহিন্দ সিংহলে যাওয়ার বহু পূর্বেই উড়িষ্যায় পালির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত। উড়িষ্যার বণিকেরা কলিঙ্গ অঞ্চল হইতে জাহাজযোগে বিভিন্ন দেশে পণ্যসম্ভার বহণ করিয়া লইয়া যাইত। সেই সঙ্গে পালি ভাষা ও প্রাক-ভারতীয় সংস্কৃতি দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ সমূহে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। অতএব এই অঞ্চলের ভাষা পালি ভাষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

(খ) জর্মান পণ্ডিত ওয়েস্তুষ্টার গার্ড এবং কুন বলিয়াছেন যে উজ্জয়িনী বা অবন্তী অঞ্চলের কোন ভাষা হইতে ইহার উৎপত্তি। প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা দেখাইয়াছেন মহারাজ অশোকের শিলালিপির সহিত পালির মিল আছে। ইহা ছাড়াও মহাপণ্ডিত বুদ্ধঘোষ তাঁহার অর্থকথায় উল্লেখ করিয়াছেন যে অশোকের পুত্র কুমার মহিন্দ বিদিসা রানীর গর্ভে উজ্জয়িনীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেইখানেই বড় হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ভিক্ষু হইয়া এই উজ্জায়িনী থেকেই বৌদ্ধশাস্ত্র সিংহলে প্রচার করিয়াছিলেন। কাজে কাজেই পালি উজ্জয়িনীর ভাষা।[১] অপর একজন জর্মান পণ্ডিত অটো ফ্রাঙ্কের মতে পালি উজ্জয়িনীর কাছাকাছি অঞ্চলের ভাষা। কারণ এতদ্-অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাকৃত শিলালিপির ভাষার সহিত পালির সম্পর্ক নিকটতর।

১ O. Frank : *Pali and Sanskrit*, pp 131—132.

(গ) ডক্টর সুকুমার সেন বলেন পালি ভাষা 'দক্ষিণ-পশ্চিমা' ও 'প্রাচ্য-মধ্যা'র মিশ্রণে গড়া। ইহা পুরাপুরি ধর্ম সাহিত্যের ভাষা। তাঁহার মতে ভাষাতত্ত্বের বিচারে দিল্লী অঞ্চলের ভাষার সহিত পালির মিল অত্যধিক। 'র'-কার 'ল'-কারে, বিসর্গ যুক্ত 'অ'-কারান্ত পদ 'এ'-কারে পরিণত হওয়ার প্রবণতা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমার মত পালিতে 'আত্মনে' পদের ব্যবহার বেশী।

(ঘ) ষ্টেনকনো'র মতে পালি ভাষা বিন্ধ্য অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কারণ বিন্ধ্য অঞ্চলে প্রচলিত পৈশাচী প্রাকৃতের সহিত পালি ভাষার মিল অত্যধিক। ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত এবং গ্রীয়ার্সন সাহেব পালির সহিত পৈশাচী প্রাকৃতের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন।

(ঙ) পণ্ডিত গ্রীয়ার্সন ও জর্মান পণ্ডিত উইণ্ডিচ[১]-এর মতে পালি ভাষার উৎপত্তিস্থল কান্দাহার। গ্রীয়ার্সন মনে করেন পালি ভাষা একটি মিশ্রভাষা এবং বিশেষ করিয়া তক্ষশিলা অঞ্চলেই ইহার আলোচনা ও চর্চা বেশী হইয়াছিল।[২] মাগধীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হইয়াই পৈশাচী প্রাকৃতের সঙ্গে ইহা সম্বন্ধযুক্ত।

ইহা ছাড়াও গাইগার, উইণ্টারনিট, চাইল্ডার, রীস ডেভিডস্ এবং ডক্টর বড়ুয়া প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই মত পোষণ করেন যে পালির উৎপত্তির জন্মসূত্র মাগধী থেকেই খুঁজিতে হইবে। এই মাগধী কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত নিম্ন শ্রেণীর লোকের ভাষা নয়। প্রাচীনকালে সমস্ত উত্তর ভারত মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজে কাজেই এই পালি ভাষা বা মাগধী সমস্ত উত্তর ভারতের রাষ্ট্র ভাষা বা Lingua Franca ছিল। এই ভাষাতেই সাধারণ লোক তাঁহাদের ভাব বিনিময় করিতেন। এই সাধারণের ভাষায়ই ত্রিপিটক লিখিত হয়। ইহা ভারতের রাজধানী পাটলিপুত্রে বা মগধে প্রচলিত ছিল।

সিল্‌ভেন লেভী ও হের্‌মন লুডার্স অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে পালি ভাষায় বস্তুতঃ ত্রিপিটক সংকলিত হয় নাই। প্রথমতঃ ত্রিপিটক

১ E. Windisch's Utterden Sprachlichen Gharakter Des' Pali, p. 23 ft.

২ Grierson : *Home of Literary Pali* (Bhanderker Commemoration Volume), p. 117.

সংকলিত হইয়াছিল প্রাচ্যদেশীয় প্রাকৃত ভাষায়। ঐ ভাষায় প্রাচীনতম উদাহরণ পাওয়া যাইবে অশোকলিপির ভাষায়।[১] অশোকলিপির ভাষা পালির সঙ্গে এক নয় তথাপি অনেক ক্ষেত্রে মিল আছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে পালি ত্রিপিটক প্রথমতঃ প্রাকৃত ভাষায় সংকলিত হইয়াছিল। পরে পালি ভাষায় তর্জমা করা হয়।

ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বিনয়পিটকে উক্ত 'সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়া পুনিতং'[২] বচনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বুদ্ধের অনুমতি পাইয়া ভিক্ষুরা নবোৎসাহে বুদ্ধশাস্ত্র নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করিতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে বুদ্ধবচন (১) পালি (২) বৌদ্ধসংস্কৃত (৩) সংস্কৃত এবং (৪) পশ্চিম ও পূর্ব-দেশীয় প্রাকৃত ভাষায় অনূদিত হয়। পালি গ্রন্থ হইতেই আমরা জানিতে পারি যে মহাকত্যায়ন ও পুন্নমন্তা-নিপুত্ত নামক দুইজন বৌদ্ধ ভিক্ষু কর্তৃক অবন্তী বা উজ্জয়িনীতে বৌদ্ধ ধর্ম ও পালিভাষা চর্চার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সেই সময় উজ্জয়িনীর ভাষাই মধ্যদেশীয় ভাষা হিসাবে পরিগণিত হইত। সুনীতি বাবুর মতে যে সমস্ত ভাষায় বুদ্ধবচন অনূদিত হইয়াছিল 'উহাদের মধ্যে এই মধ্য-দেশীয় প্রাকৃত অন্যতম। এই মধ্যদেশীয় প্রাকৃত শৌরসেনী নামে খ্যাত। এই শৌরসেনী প্রাকৃতের সঙ্গে পালির সম্পর্ক খুব বেশী। এই শৌরসেনী হইতেই পালি ভাষার উৎপত্তি হয়। বেশ কিছু ভারতীয় পণ্ডিত সুনীতিবাবুর এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে পালি ভাষার চর্চা ও গবেষণা সুদূরপ্রসারী। এই ভাষা এক কালে সমগ্র উত্তর ভারতের কথ্য ভাষা নয়, লিখিত ভাষায়ও পরিণত হইয়াছিল। এই সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে উপরোক্ত পণ্ডিতদের কাহারও মতই পুরোপুরি সত্য নহে কারণ তাঁহারা সবাই ভাষাতত্ত্বকে প্রধানরূপে ধরিয়া পালি ভাষার জন্মসূত্র খুঁজিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাষা মানব জীবনের প্রধান অঙ্গ, ভাষার শ্রীবৃদ্ধির সহিত মানবেতিহাসের উত্থানপতন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইহার

১ The Language of the Bhabru Edict.

২ *Cullavagga*. V. 34.

সহিত সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পারিপার্শ্বিক ভৌগলিক বিভাগের কথা চিন্তা করিতে হয়।

সমসাময়িক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ভগবান বুদ্ধ কোশলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম প্রচারের জন্য সমগ্র উত্তর ও মধ্য-ভারত পরিভ্রমণ করেন। তিনি পাক-ভারতের বিচিত্র সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভাষা, আচার-অনুষ্ঠানের সহিত সর্বোতভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু বিহার ও সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রাবস্তী, জেতবন, পূর্বারাম, বেনুবন, চাপালচৈত্য প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে হইয়াছিল। এই বিহারগুলি শুধু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাসস্থল নয়, ইহা বৌদ্ধ শাস্ত্র চর্চা ও ভারতীয় সংস্কৃতিরও মিলনকেন্দ্র ছিল। এইখানে থাকিয়া বৌদ্ধ শ্রমণেরা বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু নরনারী এইখানে ভীড় করিতেন। বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডি ত্যাগ করিয়া সংঘারামের ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। দীর্ঘদিন মঠে বাস করার পর তাঁহাদের আঞ্চলিক ভাষায় কথাবার্তা বলা অসুবিধা বোধ করিতেন। তাহা ছাড়া যাতায়াতের কিছুটা অসুবিধা থাকায় অন্য অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ততটা সুযোগ ছিল না। কাজে কাজেই কালক্রমে নিজেদের মধ্যে সহজে ভাব বিনিময়ের একটা মিশ্র নূতন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাই পালি ভাষা। এই ভাষায় বিহারে পাক্ষিক আলোচনা ও প্রতিমোক্ষ সূত্র আবৃত্তি হইত। এই ধর্ম সভায় ভিক্ষুদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ছিল। এই কারণেই সাধারণ ভিক্ষুদের বুঝিবার জন্য একটা সর্বজনবোধ্য ভাষার প্রয়োজনীয়তা ছিল অত্যধিক। তাই পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এই বিহারগুলিতেই পালি ভাষার উৎপত্তি হয় এবং এই ভাষাতেই বৌদ্ধশাস্ত্র ও ত্রিপিটক রচনাও সংরক্ষিত হইয়াছিল।

অতএব আমরা দেখিতে পাই ভগবান তথাগত বুদ্ধ মাগধী ভাষায় তাঁহার উপদেশাবলী প্রচার করিয়াছিলেন। তদনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলের ভিক্ষু-ভিক্ষুনীরা এই মাগধী প্রাকৃতকে কেন্দ্র করিয়া পালি ভাষা নামে এক মিশ্র ভাষার সৃষ্টি করেন। উত্তর ভারতে প্রচলিত তৎকালীন প্রায় সমস্ত ভাষার শব্দ সম্ভারে এই নতুন পালি ভাষা পষ্ট ও বর্ধিত। সুতরাং

পালি কেবলমাত্র 'পল্লীর ভাষা' এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে। বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুনী, উপাসক-উপসিকাদের পরস্পর যোগাযোগে সৃষ্ট ইহা এক সঙ্কর ভাষা। কথিত আছে ভগবান বুদ্ধ তাঁহার নব ধর্ম এই ভাষাতেই প্রচার করিয়াছিলেন।

পালি ও প্রাকৃতের তুলনা

পালি ও প্রাকৃত উভয় ভাষা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত। উভয় ভাষার মধ্যে বহু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বর্তমান। ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় পালিকে প্রাকৃত ভাষাসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম বলা যায়। এই ব্যাপারে গাইগার, বিধুশেখর শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ আচার্যগণ সবাই একমত। প্রত্নভারতীয় আর্যভাষা পালি ও প্রাকৃতভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, ও পদযোগে পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তনের ধারা যদিও পালি ও প্রাকৃতে একরূপ তথাপি কার্যক্রমে ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্য বিদ্যমান। বৈদিক ও সংস্কৃতের মধ্যে মোটামুটি ধ্বনিগত মিল থাকিলেও ব্যাকরণে বহু ব্যবধান। সংস্কৃতে স্বরধ্বনির কোন স্থান নাই। কিন্তু বৈদিক ও প্রাকৃতে স্বরের প্রাধান্য অনেক বেশী। স্বরধ্বনির স্থান পরিবর্তনে অর্থের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। এই দিক দিয়া পালি ও প্রাকৃত সংস্কৃত অপেক্ষা বৈদিকের বেশী নিকটতম। পালি ও প্রাকৃত মূলতঃ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সহিত অভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মৌলিক বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। অবশ্য স্বরবর্ণ উচ্চারণের সরলতা, স্বরসদৃশী করণের পক্ষপাতিত্ব, স্বর মধ্যগত একক ব্যঞ্জনের লোপ প্রবণতা, যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মধ্বনিতা, পদান্ত ব্যঞ্জনের লোপ এবং মূর্ধন্য রূপ পরিবর্তন সকল প্রকার প্রাকৃতেরই বৈশিষ্ট্য।

নিম্নলিখিত কয়েকটি উদাহরণ হইতে পালি ও প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইবে। প্রাকৃতে ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, য, ব প্রভৃতি পদ মধ্যবর্তী অসংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ হইলে স্বরধ্বনি রহিয়া যায়। যথা, মুকুল> মউল। এখানে পদমধ্যবর্তী 'ক' এর লোপ এবং স্বর ধ্বনি 'উ' [illegible] গেল। সেইরূপ লোক>লোঅ। সকল>সঅল। নগর>নঅর। ভোজন>[illegible]ণ। যুগল>জুঅল। কিন্তু পালিতে পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনের লোপ [illegible] ত্র-ভারতীয় আর্যভাষার ন্যায় থাকিয়া যায়।

প্রাকৃতে পদের আদিস্থিত 'য' 'জ'-এ পরিণত হয় অথবা মাগধীতে 'জ' 'য'-এ পরিণত হয়। পালিতে 'য' ও 'জ'-এর কোন পরিবর্তন হয় না। সেইরূপ যদি>জদি (শৌ)>যাগ, যই। যোগী>জোগী। পালি ও প্রাকৃতে সংস্কৃতের ষত্ববিধান লুপ্ত হইয়া গেলেও সব প্রাকৃতে একরূপ নয়। মাগধিতে 'স', 'ষ'-এর পরিবর্তে 'শ' হয়। পালি ও অন্যান্য প্রাকৃতে কেবল 'স'-এর ব্যবহার আছে। 'শ' ও 'ষ' একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সংস্কৃত 'ণত্ব' বিধান প্রাকৃতে নাই। কারণ প্রাকৃতে কেবল 'ণ'-ই বর্তমান। পালিতে 'ণ' ও 'ন'-এর ব্যবহার আছে। প্রাকৃতে সমস্ত 'ন' 'ণ'-এ পরিণত হয়। সংস্কৃত কনক>পালি কনক প্রাকৃত কণঅ। পালি ও সংস্কৃত নদী>ণই অথবা ণঈ (প্রাকৃত)।

পালি ও প্রাকৃত উভয় ভাষাতে 'ঐ' ও 'ঔ'-এর পরিবর্তে 'এ' এবং 'ও' হয়। যেমন, তৈল>তেল। গৌতম>গোতম। ঔষধ>ওষধ। প্রাকৃতে 'এ' এবং 'ও'-এর এক প্রকার হ্রস্ব উচচারণ পাওয়া যায়। যথা তৈল> তেলং>তেল্ল। সৌম্য>সোম্ম। প্রাকৃতে ইহা ছাড়া 'ঐ' এবং 'ঔ' 'এ' এবং 'ও'-তে পরিবর্তিত হইয়া আবার 'ঐ' ও 'ঔ' যথাক্রমে 'অই' ও 'অউ'-তে পরিণত হয়। যেমন, সং ভৈরব>পালি ভেরব>প্রাকৃত 'ভইরব'। কৌরব>কোরব>কউরঅ। পৌর>পোর>পউর। পালি ভাষায় এইরূপ দৃষ্ট হয় না।

পালিতে কখন কখন 'হ্ব' স্থানে 'ব্হ' হয়। তারপর আর কোন পরিবর্তন হয় না। যথা, জিহ্বা> জিব্হা। প্রাকৃতে ইহার পরও পরিবর্তন হয়। যথা, জিব্ভা। বিহ্বল>বিব্হল>বিব্ভল।

প্রত্নভারতীয় আর্য ভাষার 'হ্য' পালিতে 'য্হ' এবং প্রাকৃতে 'জ্ঝ'তে পরিণত হয়। যথা,—সংস্কৃত 'মুহ্যতে>পালি মুয্হতে প্রাকৃত 'মুজ্ঝতে'।

পালি প্রত্নভারতীয় আর্যভাষার তুলনায় ভাষার নিকটতর। যথা, বৈদিক সংস্কৃত দেবেভিঃ>পালি দেবেহি, দেবেভি কিন্তু প্রাঃ কেবল 'দেবেহি' বর্তমান। পঞ্চমীর একবচনে পালিতে নরা, নরস্মা, নরম্হা, হয়, প্রাকৃতে নর্মহা, নরম্মা হয়।

পালিতে 'আশীলিঙ্' ভিন্ন সংস্কৃতের সমস্ত ল-কারই বর্তমান সংস্কৃতের তিনটি অতীতকালই পালি ব্যাকরণে উল্লেখ আছে। প্রাকতে এইরূপ

নাই। প্রাকৃতে অতীত কাল বুঝাইবার জন্য সমস্ত পুরুষ ও বচনে স্বরবর্ণের শেষে 'সী' 'হি', 'হিয়' এবং ব্যঞ্জনবর্ণের শেষে 'হয়' যোগ হয়। পালিতে অসমাপিকা ক্রিয়া বুঝাইবার জন্য সংস্কৃতের ন্যায় 'আন' ও 'মান' উভয় প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। প্রাকৃতে 'আন' ও 'মান' দুই-এর লোপ হয় এবং উহার পরিবর্তে কেবল 'মানো' হয়।

এইভাবে দেখা যায় যে, পালি ও প্রাকৃত এই দুইটি ভাষা মধ্য-ভারতীয় আর্য ভাষার অন্তর্গত হইলেও ইহাদের মধ্যে বহু বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। তবে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ধ্বনিতত্ত্ব, সন্ধি, সমাস, শব্দ, গঠন-পদ্ধতি, পদ-স্থাপন প্রভৃতি বহু বিষয়ে এই দুইটি ভাষা সমগোত্রীয় এবং দুইটি ভাষারই উৎপত্তি আর্য অপভ্রংশ হইতে, সংস্কৃত হইতে নয়। দুইটি ভাষাই সমান, সরল, ও সুমধুর বলিয়া কথিত। নিম্নে তিনটি ভাষার কিছু উদাহরণ প্রদত্ত হইল:

১। সংস্কৃত: অপুত্রকং গৃহং শূন্যং দেশ শূন্য: অরাজক:
অপ্রাজ্ঞস্য মুখং শূন্যং সর্বশূন্যং দারিদ্রকম্।

পালি: অপুত্তকং ঘরং সুঞ্ঞং দেসং সুঞ্ঞং অরাজকং
অপঞ্ঞস্স মুখং সুঞ্ঞং সব্বসুঞ্ঞং দলিদ্দকং।

প্রাকৃত: অউত্তঅং ঘরং সুন্নং দেসসুন্নো অরাঅও.
অপণ্ণস্স মুহং সুন্নং সব্বসুণ্ণ দরিদ্দঅং।

২। সংস্কৃত: ন জটাভির্ন গোত্রৈর্ন জাত্যা ভবতি ব্রাহ্মণ:
যস্মিন্ সত্যংচ ধর্মশ্চ স শুচি: চ ব্রাহ্মণ:।

পালি: ন জটাহি ন গোত্তেহি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সূচী সোচ ব্রাহ্মণো।

প্রাকৃত: ণ জড়াহিং ণ গোত্তেহিং ণ জাইএ হোই বম্হণো,
জহিং সচ্চং চ অ ধম্মো অ সো সুঈ সো অবম্হণো

১ পুত্রহীন ব্যক্তির গৃহ শূন্য, অরাজকতায় দেশ শূন্য, মূর্খের মুখ শূন্য, দরিদ্রের সব শূন্য।
২ দুইটি ধর্মে অবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়।

৩। সংস্কৃত: যদা দ্বয়োর্ধর্ময়োঃ পারগো ভবতি ব্রাহ্মণঃ
অথাস্য সর্বে সংযোগা অস্তং গচ্ছন্তি জানতঃ
পালি: যদা দ্বয়েসু ধম্মেসু পারগূ হোতি ব্রাহ্মণো,
অথস্স সব্বে সংযোগা অত্থং গচ্ছন্তি জানতো।
প্রাকৃত: জদা দোস্থু ধম্মেস্থু পারও হোই বম্ভণো,
অথ অস্স সব্বে সংজোগা অত্থং গচ্ছন্তি জাণন্তস্স।

পালি ও বৈদিক

বৈদিক ও পালি উভয় ভাষাতে সংস্কৃতের ন্যায় সন্ধির নিয়ম তত জটিল নয়। এই দুই ভাষাতে অনুস্বারযোগে পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হইবার প্রবণতা অধিক। বৈদিকের ন্যায় পালিতে ক্লীবলিঙ্গের বহুবচনে 'আ' যোগ হয়। সংস্কৃতে এইরূপ 'আ'এর পরিবর্তে 'নি' যুক্ত হয়। যথা,— সংস্কৃত 'ফলানি'>পালি ফলা, ফলানি, প্রাকৃত ফলাই। পালি ও প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় কখন কখন হ-কার স্থানে ধ-কার হয়। যথা,—সাধু>সাহু; ইধ>ইহ। বধু>বহু>(বউ)। মেঘ>মেহ।[২] উভয় ভাষাতে স্বরভক্তির ব্যবহার খুব বেশী। যথা,—স্নেহ>সিনেহ। ক্লিন্ন>কলিন্ন। বৈদিক স্ব>সুব পালি সুবে। উভয় ভাষায় পদ-মধ্যস্থিত 'ড়', 'ঢ়' (দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে) যথাক্রমে 'ল' ও 'ল্হ'-তে পরিবর্তিত হয়। যথা,— মূঢ়>মূল্হ। দৃঢ়>দল্হ। ষোড়শ >সোলস নাগ. শোলশ।

বৈদিক ভাষার ন্যায় পালিতে কতকগুলি শব্দরূপ অপরিবর্তিত থাকে। যেমন,—কর্তৃকারকের বহুবচনে 'আসি' ও 'আসে' তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচনে 'এভি', 'এহি' এবং 'তবে', 'তুয়ে' এবং 'তায়ে' প্রত্যয় হয়। 'উপসকাসে'[৩] 'পণ্ডিতাসে',[৪] 'ধম্মাসে' 'ধম্মাসি'। বুদ্ধেভি, দেবেভি,

১ কোন ব্যক্তি জটা, গোত্র বা জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না। শুচিশুদ্ধ সত্যবাদী ধার্মিক ব্যক্তিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

২ প্রাকৃতে 'বধূ' স্থানে 'বহু' হয়। যাস্কের মতে প্রাকৃত রূপটিই প্রাচীন। 'অথাপ্যস্তি ব্যাপত্তির্ভবতি ও ঘো, মেঘো, নাধো, গাধো, বধূর্মধু'। নিঃ ২১, ২৩ অথবা প্রথমে 'মেহ' ও 'বহু' হইতে 'মেঘ' ও 'বধূ' হইয়াছে।

৩ *Suttanipata*, 376.

৪ *Ibid*, 876.

দেখেছি। √দা+তুম্=দাতুম্। √দা+তবে=দাতবে। √পহা+তবে =পহাতবে। √গিণ+তুয়ে=গণিতুয়ে (গণনা করা)। উভয় ভাষাতেই পদের আদি বর্ণগত 'ব-ফলা' ও 'র-ফলা'র প্রায়ই লোপ হয়। যথা,—সংস্কৃত গ্রাম>পালি গাম। ব্যবস্থিত>ববথিত। বৈদিক অপ্রগল্ভ> অপপগব্ভ।

ইহা ছাড়াও পালি ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় যাহা সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃতে কোথাও দৃষ্ট হয় না। কেবল পালিতেই উহার রূপ সংরক্ষিত। যেমন খুম্ব<স্কুম্ব। এথ<ইথ।

পালি ও সংস্কৃত

বৈদিক সংস্কৃতের মত সংস্কৃত ভাষা পালির সহিত বেশী সম্পর্কযুক্ত না হইলেও নিতান্ত কম নয়। পালি ও সংস্কৃত দুই ভাষাই খুব বেশী সমৃদ্ধ। এই দুই ভাষার মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় শব্দতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। পালি ভাষা সরল ও মধুর, সংস্কৃত ভাষা জটিল ও আড়ম্বরপূর্ণ। পালি ভাষা সহজে উচ্চারিত হয়, সংস্কৃতের উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত জটিল। পালি স্বরবহুল, সংস্কৃত ব্যঞ্জনবহুল। পালিতে যুক্তব্যঞ্জনের সংখ্যা অল্প, সংস্কৃতে যুক্তব্যঞ্জনের সংখ্যা অত্যধিক। সংস্কৃত প্রধানতঃ সাহিত্যের ভাষা। পালি প্রধানতঃ কথ্য ভাষা; সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রধান, পালি সাহিত্যপ্রধান। পালি ব্যাকরণের নিয়মের অধীন ছিল না, কিন্তু সংস্কৃতে ব্যাকরণ অপরিহার্য। পালি ভাষায় ব্যাকরণ সরলীকৃত হইয়াছে। সংস্কৃত বর্ণমালার কতিপয় অক্ষর পালিতে লোপ পাইয়াছে। সংস্কৃতের 'ঋ' 'ঌ' 'ঐ' 'ঔ' 'শ' 'ষ' 'ক্ষ' 'ঃ' এবং 'ঁ' পালি ভাষায় অন্তর্হিত। পালিতে সংস্কৃতের মত তিন অক্ষরযুক্ত সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহার নাই।[১] সংস্কৃতের 'ঋ'-এর উচ্চারণ পালিতে 'অ' 'ই' 'উ' এবং 'রি' দিয়া করিতে হয়। কেবল 'স' দিয়াই পালিতে তিনটি 'স'-এর উচ্চারণ করে। সংস্কৃতের মত পালিতে 'ন' 'ণ'-এর ব্যবহার আছে।

পালিতে দুইটি বচন: একবচন ও বহুবচন। সংস্কৃতের দ্বিবচন পালিতে লোপ পাইয়াছে। আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ পালিতে বর্তমান থাকিলেও আত্মনেপদের ব্যবহার খুব কম। সংস্কৃতের দশটি গণের[২] মধ্যে

১ কেবল কয়েকটি ছাড়া, যেমন 'গন্ত্বা'।

২ সংস্কৃত ধাতুরূপ ১০টি গণে বিভক্ত। যথা: তুদাদি, ভাদি, দিবাদি, স্বাদি, ক্র্যাদি, তণাদি, রুদাদি, অদাদি, হ্বাদি এবং চুরাদি।

পালিতে মাত্র সাতটি গণ বর্তমান আছে। সংস্কৃতের অনেকগুলি অতীতকালের মধ্যে পালিতে মাত্র 'অজ্জতনী'র (Aorist) ব্যবহার আছে। কালাতিপত্তি ও হিয়ত্তণীর ব্যবহার প্রায় লোপ পাইয়াছে।[১] পালিতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ৫টি ধাতুরূপের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, বর্তমান (Present tense), অতীত (Past), ভবিস্সন্তী (Future), পঞ্চমী (Imperative), এবং সপ্তমী (Optative)। পালিতে সংস্কৃতের মতই তিনটি পুরুষ। প্রথম (পঠমো) ; মধ্যম (মজ্ঝিমো) এবং উত্তম (উত্তম) পুরুষ। পালিতে পদান্তে ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার লোপ পাইয়াছে। সাধারণতঃ দুই প্রকারে সংস্কৃত ব্যঞ্জনান্ত শব্দকে পালিতে রূপান্তরিত করা হয়—

(১) ব্যঞ্জনান্ত শব্দের ব্যঞ্জন বর্ণটা লোপ করিয়া যথা, পশ্চাৎ > পচ্ছা ; বর্মণ্ > বর্ম ; রাজন্ > রাজা।

(২) শব্দের শেষে একটা স্বরবর্ণ যোগ করিয়া যথা নর্ > নর্ + অ = নর। সংস্কৃত শব্দরূপের সহিতও পালি শব্দরূপের বহু সামঞ্জস্য আছে। চতুর্থী ও ষষ্ঠির একবচন ও বহুবচন এবং তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচন প্রায় একরূপ। সপ্তমীর এক বচনে "নরে" স্থলে "নরম্হি" "নরস্মিং" দুইটা রূপই পালিতে দেখা যায়। এইগুলি সম্ভবতঃ সংস্কৃত সর্ব নাম শব্দে সর্বস্মিন্‌-এর অনুকরণে করা হইয়াছে। পালিতে দ্বিবচন উঠিয়া গেলেও কোথাও কোথাও বহুবচনের সংগে মিশিয়া আছে, যেমন দ্বে দুবে ইত্যাদি।

পালি ও মাগধী

আমরা পূর্বেও আলোচনা করিয়াছি। পালি ও মাগধী প্রাকৃত এক নয়। ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য আছে। তবে আমরা দুইটি ভাষার গঠন-পদ্ধতি তুলনা করিলে যথেষ্ট মিল দেখিতে পাই। ইহার দ্বারা নিশ্চয়ই প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে দুইটি ভাষা এক।

১ In places of ten classess of verbs only two are normal. (i) The A-class including the great majority of verbs and the passive, (ii) E-class (with 'e' derived from eye) including all causatives most denominatives and some simple verbs (Ref. A. C. Woolner : *Introduction to Prakrit* 2nd Ed., p. 44)

পালি ও প্রাকৃত উভয় ভাষাতেই ধ্বনিগত সাদৃশ্য দেখিতে পাই। যেমন সংস্কৃতের 'জ্ঞ' 'ন্য' 'ঞ্ঞ' হয়। যেমন প্রজ্ঞা > পঞ্ঞা, সংজ্ঞা > সঞ্ঞা, পুণ্য > পুঞ্ঞ, অরণ্য > অরঞ্ঞ। উভয় ভাষাতেই সংস্কৃতের মহাপ্রাণ বর্ণের আগমনও লোপ দেখা যায়। কথিকা > কতিকা, কিল > খিল। পালির মত মাগধী প্রাকৃতেও সংস্কৃতের 'ঐ' 'ঔ' যথাক্রমে 'এ' ও 'ও'-তে পরিবর্তিত হয়। যেমন ভৈরব > ভেরব (প্রাকৃতে ভইরবও হয়)। সংস্কৃত পৌর > পালি পোর এবং প্রাকৃতে পউর, ঐতিহাসিক > এতিহাসিক > এদিহাসিঅ।

পালি ও মাগধী প্রাকৃতের প্রধান বৈসাদৃশ্য ধ্বনিগত বিশ্লেষণ। সংস্কৃতের শিসধ্বনি[১] (sibilant) পালি ও প্রাকৃতে কেবল 'স'-এর ব্যবহার আছে। কিন্তু মাগধী প্রাকৃতে কেবল 'শ' ব্যবহৃত। যেমন সং—যশঃ পালি যশো > মা. প্রা. যশো প্রা. জসো। মা. কেশেশু > পালি ও অন্যান্য প্রাকৃতে কেসেসু।

পালিতে 'ন' ও 'ণ' উভয়ের ব্যবহার আছে। কিন্তু মাগধী প্রাকৃতে কেবল 'ণ'এর ব্যবহার আছে। যেমন সংস্কৃত ও পালি কনক > প্রাঃ কণঅ। পালি ও সংস্কৃত নদী > প্রা. ণঈ। নয়ন > ণঅণ, ণূণং > নূন। পালিতে 'ল' ও 'র' উভয়ের ব্যবহার আছে। মাগধী প্রাকৃতে 'র' 'ল'-এ পরিণত হয়। যেমন রাজা > লাজা; রাও > লাও, রত্ন > লত্ন > লদণ, লদণ > লঅণ।[২]

শব্দরূপেও পালি এবং মাগধী প্রাকৃতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। পালিতে প্রথমার একবচনে 'ও' হয়, মাগধী প্রাকৃতে 'এ' হয়। সং নরঃ পালি > নরো > প্রা. ণরো—মা. প্রা. ণলে—বাংলায় নর। পালিতে ৪র্থী বিভক্তির প্রচলন আছে। মাগধী প্রাকৃতে চতুর্থী বিভক্তি প্রায় লোপ পাইয়াছে। পালিতে তৃতীয়া

১ সংস্কৃতে শ, ষ, স এই তিনটিকে শিশ্ ধ্বনি বা sibilant বলে। সংস্কৃত ভাষায় এই তিনটি ধ্বনির ব্যবহার খুব বেশী। এইগুলি যথাস্থানে ব্যবহারের জন্য বহু নিয়ম কানুন প্রচলিত আছে। পাণিনির ব্যাকরণে উহাকে ষত্ব বিধান বলে। পালিতে মাত্র 'স'-এর ব্যবহার আছে। কাজেই ষত্ব বিধান এখানে নাই।

২ পালিতে 'র'-এর পরিবর্তে 'ল'-এর ব্যবহার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন লুদ্দ (Sk. রুদ্র), আগলু (অগরু)। পলিবেটেতি > পরিবেষ্টয়তি।

ইসিগিলি (ঋষিগিরি)। মালুত > মারুত। P. D. Gune Comparative Philology, p 220

ও পঞ্চমীর বহুবচনে 'হি' 'ভি,' দুইটাই হয়। মাগধী প্রাকৃতে কেবল 'হি' বিভক্তির ব্যবহার আছে। যেমন বুদ্ধেভি, বুদ্ধেহি। মাগধী প্রাকৃতে বুদ্ধেহি। পালিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ প্রায় দ্বিত্ব হয়। মাগধী প্রাকৃতে ইহাদের ব্যবহার দেখা যায়। যথাঃ মৎস > মশ্চ (মা. প্রা.) > মচ্ছ (প্রা.) পালি মচ্ছ।'

পালি ও পৈশাচী প্রাকৃত

পালির সহিত পৈশাচী প্রাকৃতের সম্বন্ধ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। জার্মান পণ্ডিত গ্রীয়ার্সন উইণ্ডিচ সর্বপ্রথম ইহা উল্লেখ করেন। পণ্ডিত উইণ্ডিচের মতে মাগধী প্রাকৃতের উপর ভিত্তি করিয়াই পালি পৈশাচীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত।[১] কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে পৈশাচী প্রাকৃত উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রচলিত ছিল। কাজেই অশোকের সাহবাজগড়ী শিলালিপি ও খরোষ্টি ধম্মপদের ভাষার সহিত ইহার মিল আছে। বহু পণ্ডিত আবার ইহার সহিত একমত নন।

ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আমরা দেখিতে পাই পৈশাচী প্রাকৃতে স্বরমধ্যগত বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ সেই বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণে পরিণত হয়। পালি ভাষায়ও এই লক্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়। যথাঃ—সং মেঘ > পৈ. প্রা. মেখ > পা. মেঘ > প্রা. মেহ। সং রাজা > পৈ. প্রা. রাচা > পালি রাজা। পৈশাচী প্রাকৃতের মত পালিতেও অন্ত্য বিসর্গ লোপ পায়। যেমন, নরঃ > নরো > নর। গজঃ > গজো > গজ। পালিতেও পৈশাচী প্রাকৃতের মত কোন কোন সময় 'ণ' 'ন'-এ রূপান্তরিত হয়। যথা তরুণ > তলুন। পৈশাচী প্রাকৃতের মতই পালিতে কোন কোন সময় ঘোষবর্ণ অঘোষ বর্ণে পরিণত হয়। মাধ > মাখ। নগর > নকর।

পালি ও বাংলা

বাংলা ভাষার সহিত পালির সম্পর্ক খুব বেশী গভীর। এই পালি ভাষা বহুদিন ধরিয়া পাক-ভারতের বৃহত্তর অংশের কথিত ভাষা ছিল। কালক্রমে

---

১ P. D. Gune : Comparative Philology, p. 220ff.
"Windisch rightly pointed out that the 'l' (ল) and 'e' (এ) were not piculier to Magadhi only, they were current in Kapilabastu also, as the Pipraba inscription shows that Pali had adopted more current form of their dialects, and had thus acquired a mixed character is shown by a variety of forms for one case like "ধম্মে ধম্মস্মিং ধম্মহি।"

ইহা প্রাক মৌর্য ও মৌর্য যুগে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্থান অধিকার করে। এমতাবস্থায় প্রায় ১৮০০ বৎসর ধরিয়া এই ভাষার অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও আলোচিত হওয়ার ফলে ঐসব অঞ্চলের স্থানীয় কথ্য ভাষার উপর পালির প্রভাব বিশেষভাবে প্রকট। বাংলা, হিন্দী, নেপালি, অসমীয়া, বর্মী ও সিংহলী ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করিতে গেলে পালি ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে পালি-প্রাকৃত ভাষা হইতে বাংলা ভাষার উদ্ভব। ভাষার ক্রম বিবর্তনের ধারা অনুসারে অপভ্রংশই মধ্য-যুগীয় আর্য-ভাষার শেষ স্তর। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হইল চর্যাপদ। অপভ্রংশ ভাষার সাথে চর্যাপদের ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। চর্যাপদের ভাষায় প্রাচীনতম বাংলার সাহিত্যিক রূপ বিধৃত। এই প্রাচীন বাংলাই আধুনিক চলিত বাংলার পূর্বসূরী। সুদূর পালি সাহিত্যের যুগ হইতে বর্তমান চলিত বাংলার যুগ পর্যন্ত ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই সামঞ্জস্য সাধারণতঃ শব্দ, বাক্যাংশ ও ক্রিয়াপদে বিদ্যমান। কিন্তু সাধু বাংলায় উহার প্রভাব কিছুটা কম বলিলেই চলে। এই সব শব্দ, বাক্যাংশ ও ক্রিয়াপদে এমন সব অর্থ থাকে যাহার ব্যঞ্জনা, অভিধেয় অর্থ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশেষতঃ বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের ধারা, ধ্বনি, শব্দগুচ্ছ, বাগধারা পালি ভাষা ও বৌদ্ধ সাহিত্যের বিবর্তনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই ভাষার ধ্বনি, বাগধারা কখনও সোজাসুজি কখনও সংস্কৃত বা প্রাকৃতের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট। নিম্নে উহাদের কতিপয় উদাহরণ প্রদত্ত হইল:

> পালি কম্ম > সংস্কৃত কর্ম > বাংলা কর্ম বা কাজ। পা. অম্ব > সং আম্র > বাংলা আম। অট্ঠি > অস্থি > অস্থি > হাড্‌ডী > হাড়। সেইরূপ সূরিয > সূর্য > সূর্য। মচ্ছ > মৎস > মাছ। অট্ঠ > অষ্ট > আট। চক্খু > চক্ষু > চোখ। বুড্ঢ > বৃদ্ধ > বুড়া। কিরিয > কার্য > কাজ।

কতকগুলি শব্দ সোজাসুজি পালি হইতে বাংলায় চলিয়া আসিয়াছে: যেমন,

> ব্রাহ্মণ > ব্রাহ্মণ > বামন। ভত্ত > ভাত।
> চক্খু > চক্ষু। শ্রমণ > শ্রমণ। ছ > ছয়।

বাংলায় কতকগুলি শব্দ পালি ছাড়া অন্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় না; যেমন,

> বারহ > বার। পন্নরস > পনের।
> পঞ্চদশ > পঞ্চদস। ষোড়স > ষোড়ষ > ষোল। বীসতি > বিংশ।
> একাদস > একাদশ।

কতকগুলি পালি বাগধারার বাংলায় রূপান্তর বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

অট্‌ঠি গলে লগ্‌গি—অস্থি গলায় লাগিল। অতীতে একো রাজা রজ্জং কারেসি—অতীতে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। অনেক বিহিতানি—নানাবিধ, বহুবিধ। অন্তং করোতি—অন্ত করা, শেষ করা। অন্তরা কথা—অন্তরের কথা। অপুব্বং অচ্ছরিয়ং—অপূর্ব, আশ্চর্য। অনেক পরিযায়েন—অনেক পর্যায়ে। অমুকট্‌ঠানে—অমুক স্থানে। অনত্থেন পন মে অত্থে আগতো—অনর্থ থেকে আমার এই অর্থ আসিয়াছে। বাংলায় 'অর্থই অনর্থের মূল' এইরূপ ব্যবহৃত হয়। আল্লাপ সল্লাপ—আলাপ সালাপ। এত্তকং কালং—এতকাল। একতো হুত্বা—একত্র হইয়া। কন্নং দত্বা—কান দেওয়া। কম্মং নত্থি—কাজ নাই। কথং বড্‌ঢেতি—কথা বাড়ায়। কথনং করোতি—কথা কয়। কল্যাণং করোতি—কল্যাণ করে। খণ্ডাখণ্ডং ছিন্দতি—খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করে। খিরো মুখো দারকো—দুগ্ধপোষ্য শিশু। পভাতায় রত্তিয়া—রাত্রি প্রভাত হইলে। পিট্‌ঠিতে পিট্‌ঠিতো—পিট্‌পিট্‌, পিছনে পিছনে। পদে পদে—পদে পদে। বহুলি করোতি—বাড়িয়ে বলা বা বার বার বলা। বসে করোতি—বশ করা। বংসং নাসেতি—বংশ নাশ করে। মনং করোতি বা মানসং করোত—মনস্থ করা, মন করা বা মনে করা। পিট্‌ঠিং পস্‌সতি—পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা। হত্থং করিত্বা—হাতে করিয়া। রঙ্গং করোতি—রঙ্গ করা। হির হিরং করোতি—হিড় হিড় করা। মনং অলভিত্বা—মন না পাইয়া। যথা তথা গন্ত্বা—যথা তথা যাইয়া। দিবসে দিবসে—দিবস দিবস বা দিনে দিনে। সত্তাহং ঘরে কত্বা—এক সপ্তাহ ঘর করিয়া। হত্থগতং কত্বা—হাত করিয়া বা হস্তগত করিয়া। ন মে অফাসুকং অত্থি—আমার কোন অসুখ বিসুখ নাই।

সন্ধির ব্যবহার

পালিতে সন্ধি দুই প্রকার: অক্ষর সন্ধি ও পদ সন্ধি।

অক্ষর সন্ধি: দুই বর্ণের মিলনের নাম 'অক্ষর সন্ধি' বা **Euphonic Combination letters.** পালি ভাষায় 'অক্ষর সন্ধি' অথবা 'অক্‌খর সন্ধি' বলিতে ধ্বনি পরিবর্তন বুঝায়। এই ধ্বনি পরিবর্তন বিভিন্ন নিয়মের দ্বারা প্রভাবিত হয়। নিয়মগুলি দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(১) সমীভবন (Assimilation)—প্রত্যেক ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের কতকগুলি বিশিষ্ট ধারা আছে। দুইটি বিষম ধ্বনি পরস্পর কাছাকাছি হইয়া এক ধ্বনিতে পরিণত হওয়ার নামই সমীভবন বা **Assimilation.** ইহাতে

এক ধ্বনি অপর ধ্বনির কাছে আত্মসমর্পণ করে। যখন প্রথম ধ্বনি দ্বিতীয় ধ্বনির সহিত মিলিত হয় তখন উহাকে '**প্রগত সমীভবন**' বা Progressive Assimilation বলে। যেমন, কর্ম > কম্ম। ধর্ম > ধম্ম। অল্প > অপ্প। আবার যখন পরবর্তী ধ্বনিটি পূর্ববর্তী ধ্বনির সহিত যুক্ত হয় তখন উহাকে '**পরাগত সমীভবন**' বা Regressive Assimilation বলে। যেমন, অগ্নী > অগ্গী। লগ্ন > লগ্গ। আবার দুই ধ্বনি যখন পরিবর্তিত হইয়া একটি নূতন ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় তখন উহাকে 'পারস্পরিক সমীভবন' বা Mutual Assimilation বলে। যেমন, কন্যা > কঞ্ঞা। সত্য > সচ্চ > সাচ্। অদ্য > অজ্জ > আজ। পুণ্য > পুঞ্ঞ।

(২) **স্বরাগম** (**Prothesis**)—উচ্চারণের সুবিধার্থে পদের আদিস্থিত ব্যঞ্জন অথবা যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে যে স্বরধ্বনির আগমন হয় উহাকে 'স্বরাগম' বা Prothesis বলে। যেমন, সংস্কৃত স্ত্রী > পালি ইত্থী। ষ্টেশন > ইষ্টেশন। স্পর্দ্ধা > অস্পর্দা।

(৩) **বিপর্য্যাস** (**Metathesis**)—শব্দ উচ্চারণের সময় কোন কোন সময় পদমধ্যস্থিত দুইটি ধ্বনি স্থান পরিবর্তন করে। এইরূপ ধ্বনির স্থান পরিবর্তনকে 'স্থিতি পরিবৃত্ত' বা 'বিপর্যয়' বা 'বিপর্যাস' বলে। পালি ও প্রাকৃতে ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যেমন, সংস্কৃত জ্যোৎস্না > পা. জোন্হা (পালি দোসিনা-রত্তি)।[১] করেনু > কণেরু। আর্য > অরিয। পালি মসক > প্রা. মকস। মহ্যং পালি মহ্যং। হ্রদ > দহ।

(৪) **অপিনিহিত** (**Epenthesis**)—পদের মধ্যে বা অন্তস্থিত 'ই-কার' বা 'উ-কার' নিজের স্থানে উচ্চারিত না হইয়া যদি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বে বা অব্যবহিত পরে উচ্চারিত হয় তবে উহাকে 'অপিনিহিতি' বা Epenthesis বলে। যেমন, সংস্কৃত ক্লেশ > পালি কিলেস। সং শ্রী > পালি সিরি (বাংলা ছিরি)। গ্লান > গিলান। হর্ষ > হরিস। আচার্য > আচরিয়। আশ্চর্য > অচেছর।

(৫) **অভিশ্রুতি** (**Umlaut**)—অপিনিহিতির ফলে উৎক্ষিপ্ত স্বর 'ই' 'উ' যদি পূর্ববর্তী অক্ষর 'অ' কিম্বা 'আ' অথবা অন্য কোন স্বরের সহিত সংযুক্ত হইয়া যুক্ত স্বরবর্ণের সৃষ্টি করে এবং পরবর্তী স্বরধ্বনির বিকৃতি ঘটায়

১ দীঘনিকায়, সামঞ্ঞফল সুত্ত।

তবে উহাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন, করিয়া > কইরা > করে। কার্য > কিরিয় > কারিঅ > কাইর > কের।

(৬) **স্বরভক্তি (Anaptyxis)**—উচ্চারণের সৌকার্যার্থে অথবা ছন্দের অনুরোধে কখন কখন দুইটি ব্যঞ্জন ধ্বনির মধ্যে একটি স্বরবর্ণের আগমন হয়। এই স্বরাগমকে 'স্বরভক্তি' বা 'বিপ্রকর্ষ' বা Anaptyxis বলে। যেমন, সংস্কৃত ভক্তি > ভকতি। ধর্ম > ধম্ম > ধরম। ভার্যা > ভারিয়া। আর্য > অরিয > আরিঅ।

(৭) **মধ্যস্বরলোপ (Syncope)**—কোন কোন সময় সন্ধির স্থলে অথবা উচ্চারণের সৌন্দর্যার্থে বর্ণ বিশেষের লোপ হয়। উহাকে syncope বলে। যথা:—ভদন্ত > পালি ভন্তে। বেহায়স = বেহাস (আকাশ)। সংস্কৃত উদক > পালি ওক।

(৮) **সমাক্ষর লোপ (Haplology)**—এক সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি শব্দাংশকে এক শব্দ করিয়া উচ্চারণ করার নামই Haplology। যেমন, পঁচিশ শে > পঁচিশে। পবিসিস্সামি > পবিস্সামি। প্রপালিকা > পবালিআ (প্রাকৃত)।

(৯) **বিষমীভবন (Discimilation)**—কোন কোন সময় উচ্চারণের সৌকর্যার্থে সমধ্বনি বা শব্দাংশ অন্য স্বরে রূপান্তরিত হয়। উহাকে Discimilation বলে। যেমন, পিপিলিকা > কিপিল্লিকা। পুরুষ > পুরিসো। ললাট > নলাট। গুরু > গরু। লাঙ্গল > নঙ্গল।

(১০) **সাদৃশ্য (Analogy)**—কোন কোন সময় একটি শব্দের অনুকরণে পালি ভাষায় অপর একটি শব্দের সৃষ্টি হইতে দৃষ্ট হয়। ইহাকে Analogy বলে। যেমন, 'দুব্বিভকেথর' অনুকরে 'সুভিকথ'। 'মনসা', 'কায়সা' শব্দের অনুকরণে 'পদসা', 'মুখসা', 'বাচসা' 'বলসা' প্রভৃতি।

পদসন্ধি : দুই পদের মিলনের নাম 'পদ-সন্ধি' বা Euphonic combination of words। পালি পদ-সন্ধিতে প্রথম শব্দের শেষ অক্ষর এবং পরবর্তী শব্দের আদ্যাক্ষরের মিলনে গঠিত হয়। ডব্লিউ গাইগারের মতে এইরূপ দুই শব্দের মিলন কখনও কখনও সংস্কৃতের ন্যায় হয়। আবার কখন কখন সংস্কৃতের সঙ্গে কোন মিলই থাকে না। পণ্ডিত ই. মুলার বলেন, সংস্কৃত পদ-সন্ধি বাধ্যতামূলক, কিন্তু পালি পদ-সন্ধি ঐচ্ছিক নহে। সংস্কৃতের পদ-সন্ধিতে যেমন বাঁধা-ধরা নিয়ম আছে পালিতে সে রকম কোন নিয়ম নাই। বিশেষত: পালি

গদ্যে এই সন্ধির সূত্র খুব অল্পই অনুসৃত হয়। জর্মান পণ্ডিত উইণ্ডিচের মতে পালির পদ-সন্ধি সংস্কৃতের তুলনায় প্রাচীন। সেই কারণে ইহা অধিকতর সরল ও স্বাভাবিক। পালির সন্ধির নিয়মগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, স্বভাবতঃ ইহার নিয়মগুলি জটিলতা-বর্জিত এবং অনেক ক্ষেত্রে একাধিক নিয়মের অধীন। এতে মনে হয় ইহা সংস্কৃতের তুলনায় প্রাচীন এবং যখন পালি ভাষা লিখিত হয় তখন ইহার সূত্রগুলি বিধিবদ্ধ হয় নাই। সম্ভবতঃ পালি Floting Language হিসাবে সংস্কৃতের বহু পূর্বে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করিয়া ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। যেহেতু পালিতে কোন শব্দ ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়া শেষ হয় না। সেই কারণে পালিতে ব্যঞ্জন সন্ধি নাই বলিলেই চলে। ইহা ছাড়াও পালিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার খুব কম সেই জন্য ব্যঞ্জনসন্ধির প্রশ্ন কমই উঠিতে পারে।[১] তবু পালি বৈয়াকরণকেরা কিছু কিছু ব্যঞ্জনসন্ধির উদাহরণ দিয়াছেন। শব্দের আদিতে পালি ভাষায় যুক্ত ব্যঞ্জন নাই বলিলেই চলে।[২]

উপরিউক্ত বর্ণনানুসারে পালি সন্ধিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) **স্বরসন্ধি**—একটি স্বরবর্ণের সঙ্গে আর একটি স্বরবর্ণের যে মিলন উহাকে স্বরসন্ধি বলে। এখানে সন্ধি বলিতে প্রথম শব্দের শেষ স্বরবর্ণের সহিত দ্বিতীয় শব্দের প্রথম স্বরবর্ণের মিলন বুঝায়।

(২) **বোমিস্সক সন্ধি**—ইহাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বা বোমিস্সক সন্ধি বলে। স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনের নাম বোমিস্সক সন্ধি। এখানে স্বরবর্ণনান্ত প্রথম শব্দের সহিত ব্যঞ্জনান্ত প্রথম শব্দের মিলন বুঝায়।

---

১ স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। কাজেই সন্ধি করিতে হইলে অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণ হইতে অন্ত্য স্বরবর্ণটি বাদ দিয়ে পরবর্তী বর্ণের সহিত যোগ করিতে হয় ("পুব্ব মধোঠিতমস্সরং সরেন বিয়োজয়ে নয়ে পরংযুত্তে।") যেমন, লোক+অগ্গ=লোকগ্গ।

২ শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ ছাড়া যুক্তব্যঞ্জন দিয়া পালিতে শব্দ আরম্ভ হয় না।

(৩) **নিগ্‌গহীত** —অনুস্বারকে পালিতে নিগ্‌গহীত বলে।[১] নিগ্‌গহীত বা আনুনাসিক বর্ণের সহিত স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনের নাম নিগ্‌গহীত বা অনুস্বার সন্ধি।

শব্দরূপ

পালি 'শব্দরূপ' সংস্কৃতের সহিত কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু মিল থাকিলেও বহুস্থানে একরূপ নয়। সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও ছয়টি বিভক্তি। যথা, প্রথমা (পঠমা), দ্বিতীয়া (দুতিয়া), তৃতীয়া (ততিয়া) চতুর্থী (চতুত্থী), পঞ্চমী (পনুচমী) ও সপ্তমী (সত্তমী)। ষষ্ঠি বিভক্তিকে কারকরূপে ধরা হয় না। কারণ ইহার সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ নাই। ইহার দ্বারা কেবল সম্বন্ধ বুঝান হয়। এইজন্য ইহাকে 'সম্বন্ধ' বা ষষ্ঠি পদ বলে। পালি ভাষায় সম্বোধন পদকে 'আলাপনং' বলে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় তিনটি লিঙ্গ ছিল। প্রত্যেক লিঙ্গের শব্দগুলিকে নিজস্ব রীতি অনুসারে পৃথক পৃথক পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গে রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। পালিতে সংস্কৃতের ন্যায় তিনটি লিঙ্গ বর্তমান থাকিলেও একই লিঙ্গের একাধিক রূপ হয়। সংস্কৃতের তিনটি বচন পালিতে দুইটি বচনে সীমাবদ্ধ হইল। দ্বিবচন প্রায় লুপ্ত হইল। অনেক ক্ষেত্রে উহা বহুবচনের সঙ্গে একত্রিত হইল। পালি ব্যাকরণ সংস্কৃতের বহু নিয়মকে উপেক্ষা করিতে লাগিল। পালি শব্দরূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সমস্ত শব্দরূপের একীকরণ প্রবণতা অর্থাৎ অ-কারান্ত রূপ পরিগ্রহণ। সর্বৈব সরলীকরণের প্রচেষ্টাই বোধ হয় ইহার মুখ্য কারণ। পালি শব্দরূপে বৈদিক ভাষার অ-কারান্ত শব্দের প্রয়োগ অনেকটা রক্ষিত হয়। কিন্তু প্রাকৃতে ও সংস্কৃতে ইহার বহু রূপান্তর দৃষ্ট হয়।

পালিতে চতুর্থী ও ষষ্ঠির রূপ প্রায়ই এক প্রকার। প্রাকৃতে চতুর্থীর একবচন প্রায় লুপ্ত। তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচন একরূপ। স্ত্রীলিঙ্গে একবচন তৃতীয়া হইতে সপ্তমী অবধি প্রায় এক প্রকার। ব্যঞ্জনান্ত শব্দগুলি স্বরবর্ণে রূপকরণ অনুযায়ী শব্দরূপ গঠিত হইলেও পাশাপাশি ব্যঞ্জনান্ত রূপটিও থাকে। তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচনে বৈদিক 'এভি' (এভিস্‌) বিভক্তির কোন পরিবর্তন হয় নাই। বৈদিক ভাষায় ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই। ইহা ছাড়াও কতক-

১ "বিন্দুচুলা মনা কারো নিগ্‌গহীতন্তি বুচ্চতি,
কেবলস্স পয়োগত্তা অকারসন্নিধীয়তে।"

গুলি বৈদিক শব্দরূপের বৈশিষ্ট্য পালি ভাষায় রক্ষিত হইয়াছে। যেমন, অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের বহুবচনে আ-বিভক্তির স্থলে কখনও কখনও 'আসে' বিভক্তি হয়: 'ধম্মাসে', 'পণ্ডিতাসে'। অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের একবচনে 'এন' বিভক্তির জায়গায় 'আ' বিভক্তি হয়। যেমন 'সহথেন', 'সহথা'। কর্তৃ-কারকে প্রথমার একবচনে 'এ' অথবা বহুবচনে 'আসে'-এর ব্যবহার পালি শব্দরূপের বৈশিষ্ট্য নয়। কোন কোন অশোকের অনুশাসনে 'মাগধী' অথবা 'জৈন মাগধী'তে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। পালিতে 'এ' এবং 'আসে'-এর ব্যবহারকে পূর্ব প্রাচ্যের মাগধীর প্রভাব (Magadhism) বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অধিকরণ কারকের একবচনে 'নরে', 'নরম্হি' এবং 'নরস্মি' তিনটি রূপ হয়। 'নরস্মি', 'নরম্হি' সংস্কৃত 'সর্বস্মিন্'-এর অনুরূপ। উপরোক্ত বিষয়সমূহ অনুধাবন করিলে সংস্কৃত ভাষায়ও পালির প্রভাব অনুমেয়।

ধাতুরূপ

করা, ধরা প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক প্রকৃতিকে 'ধাতু' বলে। পাণিনির মতে ধাতুরূপের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। এইসব ধাতুকে বৈয়াকরণেরা ব্যবহারের সুবিধার জন্য দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকটি শ্রেণীকে সংস্কৃত ব্যাকরণে 'গণ' বলে। এইরূপ গণের সংখ্যা সংস্কৃতে দশটি।[১] পলি ব্যাকরণে সংস্কৃতের জটিলতাকে অনেকাংশে সরলীকৃত করা হইয়াছে। সংস্কৃতের দশটি গণের মধ্যে পালিতে মাত্র সাতটি রক্ষিত হইয়াছে। সেই সাতটি গণ হইল: ভূবাদি, রুধাদি, দিবাদি, স্বাদি, কিয়াদি, তনাদি এবং চুরাদি। এই সপ্ত গণের মধ্যে অ-কারান্ত ভূবাদি গণ পরস্মৈপদ। কিন্তু এই সমস্ত শব্দের রূপ হয় ভূবাদি গণের মত।

পালি ধাতুরূপ সংস্কৃতের ন্যায় জটিল নয়। সংস্কৃতে কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য ছাড়া কর্মকর্তৃবাচ্য প্রভৃতি আরও কয়েকটি বাচ্য আছে। কিন্তু পালিভাষায় অত্তনোপদ (আত্মনেপদ) ও পরস্সপদ (পরস্মৈপদ) ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ধাতুরূপের দৃষ্ট হয় না। ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্যের রূপ প্রায় অত্তনোপদের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃতের কাল বুঝাইবার

---

১ ভূদাদি, ভাদি, দিবাদি, স্বাদি, ক্র্যাদি, তনাদি, রুধাদি, অদাদি, হবাদি, এবং চুরাদি।

২ "ভূবাদি রুধাদি চ দিবাদি স্বাদয়ো গণা,
কিয়াদি চ তনাদি চ চুরাদি চীধ সত্তধা।"

জন্য দশটি ধাতু বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যথা,— লট্, লোট, লঙ্, বিধিলিং, লিট্, লুট্, লুঙ্, ও আশীর্লিঙ্। ইহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণে 'ল-কার' বলে।[১] ক্রিয়াবিভক্তির তিনটি করিয়া পুরুষ: উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং প্রথম পুরুষ। প্রত্যেক পুরুষের তিনটি বচন: একবচন বহুবচন ও দ্বিবচন। বিভক্তিগুলি আত্মনেপদ, পরস্মৈপদ—এই দুই ভাগে বিভক্ত। এইভাবে আত্মনেপদে নয়টি এবং পরস্মৈপদে নয়টি, ১৮টি আকার। সুতরাং পরস্মৈপদে নব্বইটি - এবং আত্মনেপদে নব্বইটি সর্বমোট সংস্কৃতে ১৮০টি বিভক্তির রূপ।

পালি ব্যাকরণে ক্রিয়া বিভক্তি অনেকটা সরলীকৃত। ইহাতে দুইটি বচন; তিনটি পুরুষ, পাঁচটি কাল, এবং তিনটি ভাব বিদ্যমান। দুই বচন, এক বচন ও বহুবচন। সংস্কৃতের দ্বিবচন পালিতে লুপ্ত অথবা বহুবচনের সঙ্গে যুক্ত। পুরুষ তিনটি সংস্কৃতেরই অনুরূপ। পাঁচটি কাল: বর্তমান (সং লট্), তিনটি অতীত: পরোক্খা (সং লিট), হিয্যত্তনী (সং লঙ্), অজ্জত্তনী (সং লুঙ্) একটি ভবিস্সন্তী (সং লৃট্)। পাঁচটি কালের মধ্যে পালিতে পরোক্খা ও হিয্যত্তনীর ব্যবহার প্রায় লুপ্ত।

বত্তমানা (সংস্কৃত লট্=Present Tense)—বর্তমান কাল বুঝাইতে বর্তমান বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন, ভবতি, গচ্ছতি, জীবতি প্রভৃতি।

পরোকথা (সংলিট্=Past Perfect)— ইহার দ্বারা অনির্দিষ্ট অতীত কাল বুঝায়। যেমন, বভূব, আহ, অবোচ, জগাম ইত্যাদি।

হিয্যত্তনী (সংলঙ=Past Imperfect)— গতকালের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অতীত ঘটনা প্রকাশ করিবার জন্য ইহার ব্যবহার হয়। যেমন, অভবা, অগা, অগমা, অদ্দসা ইত্যাদি।

অজ্জত্তনী (সংলুঙ্=Aorist)— অদ্য ব্যতীত সমস্ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অতীত ঘটনা বুঝাইবার জন্য ইহার প্রয়োগ হয়। যেমন,—অভবি, অগমি, অহোসি ইত্যাদি। পালিতে সমস্ত অতীতকালীন ক্রিয়ার কাজ 'অজ্জতনী' দ্বারা নিষ্পন্ন করা যায়।

---

[১] পাণিনির ল-কার দশটি। তন্মধ্যে 'লেট' শুধু বৈদিকে ব্যবহৃত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাকী নয়টি ল-কারের মধ্যে 'লিঙ্'কে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া (বিধিলিঙ্ ও আশীর্লিঙ্) দশটি ল-কার পূর্ণ করিয়াছেন। 'বিধিলিঙ্'এর দ্বারা প্রশ্ন, সম্ভাবনা, বিধি প্রভৃতি অনেক কিছু প্রকাশ করে।

ভবিস্সন্তি (সং লৃট্=Future)—সমস্ত ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার কাজ পালিতে 'ভবিস্সন্তী' বিভক্তি দ্বারা করা হয়। যেমন,—গমিস্সন্তি, বদিস্সন্তি, ইত্যাদি।

তিনটি ভাব:-

পঞ্চমী (সং লোট্=Imperative)—আদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা, অনুজ্ঞা, আশীর্বাদ, নিমন্ত্রণ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ইহার প্রয়োগ হয়। যথা, ভবতু, গচ্ছতু জীবতু, দেসেতু ইত্যাদি।

সত্তমী (সং বিধিলিঙ্=Optative)—পরিকল্পনা, ঔচিত্য, ও ইচ্ছার্থক ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ইহার প্রয়োগ হয়। যথা, ভবেয্য, গচ্ছেয্য, ভুঞ্জেয্য, লভেয্য, ইত্যাদি।

কালাতিপত্তি (সং লৃঙ্=Conditional)—অতীত কালে কোন একটি ক্রিয়ার কাজ অপর একটি ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল হইলে 'কালাতিপত্তি' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যথা,-- যদি সে এখানে আসিত আমি তাঁহার সঙ্গে যাইতাম— সচে সো এত্থ আগমিস্স অহং তেন সহ অগচ্ছিস্সং। সেইরূপ,- অদ্দসা, অভবিস্স, অগমিস্স ইত্যাদি।

অশোক অনুশাসন

অশোক অনুশাসনের আলোচনা ব্যতীত পালি ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে অশোক অনুশাসন ব্যতীত অন্য কোন লিখিত প্রামাণ্য সাহিত্যিক তথ্য আমাদের হস্তগত হয় নাই। পালি ছাড়া প্রাকৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে অশোকের অনুশাসনই স্বীকৃত। তবে ইতিপূর্বে পালি ত্রিপিটক বর্তমান ছিল। পালি সাহিত্যের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা দুষ্কর। ইহা নিশ্চিত যে, বহু পালি গ্রন্থ অশোকের সময়ে অথবা তাঁহার অনুশাসনের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। অশোকের ভাব্রুলিপিতে[১] কতিপয় প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। এইগুলির সহিত পালি ত্রিপিটকের বহু সামঞ্জস্য বিদ্যমান। সাহবাজগড়ী ও মানসেরা শিলালিপি খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত।

---

১ "ইমানি ভন্তে ধংম পলিয়াযানি বিনয় সমুকসে, অলিয বসানি, অনাগত ভয়ানি, মুনিগাথা, মোনেয্য-সূতে, উপতিস-পসিনে এ চা লাঘুলোবাদে মুসাবাদং"।
B. A. Pali Selections (Prose), C. U.

প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের বহু শিলালিপিতে ব্রাহ্মীলিপি ব্যবহৃত। আবার অনেকে উপরোক্ত অনুশাসনগুলিকে প্রাকৃত সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ। তবে ইহা সর্বজনবিদিত যে, যদি অনুশাসনগুলি স্তম্ভ ও শিলাখণ্ডে লিখিত না হইয়া কোন পুঁথিতে নিবদ্ধ হইত তবে ইহাকে নিঃসন্দেহে প্রাচীনতম প্রাকৃত সাহিত্যের প্রামাণ্য দলিলরূপে গণ্য করা হইত। ইহার ভাষার সমৎকারিত্ব সত্যই প্রশংসনীয়।

সম্রাট অশোকের এই অনুশাসনগুলি প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইলেও সাহিত্যিক প্রাকৃতের সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভাষা ও শব্দতত্ত্বের বিচারে পণ্ডিতেরা অশোকের অনুশাসনকে 'অশোক প্রাকৃত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ সম্রাট অশোক তাঁহার অনুশাসনগুলি তদানীন্তনকালে প্রচলিত মগধের রাষ্ট্রীয় ভাষায় সর্বপ্রথম রচনা করেন। সাধারণ লোকের সুবিধার জন্য পরে মূল লিপিগুলি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় ভাষায় সেইখানকার লিপিকারদের দ্বারা 'পাথর' বা স্তম্ভগাত্রে খোদিত করা হয়। এইজন্য কোন কোন অনুশাসনে বানান ভুল, শব্দের স্থান বিপর্যয় প্রভৃতি বহু প্রকার ভাষাগত ত্রুটি দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ লিপিকার বা অনুবাদকদের অজ্ঞতা বা অসাবধানতার জন্যই এইরূপ হইয়াছে।

ইহা সত্ত্বেও গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে অশোক অনুশাসনের রচনা পদ্ধতি বিদ্বজনের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সহজ সরল সাবলীল ভাষায় রচিত এই অনুশাসনগুলি সম্রাটের আন্তরিকতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। মনে হয় সম্রাট নিজেই এই অনুশাসনগুলির খসড়া প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহা চিরাচরিত লিপিকারকদের প্রশস্তি বর্জিত। কাহারও কাহারও অনুমান ইহা পারস্য সম্রাট দরায়ুসেরই অনুকরণ।[১] পাহাড়ের গায়ে প্রশস্তি খোদাই করার পদ্ধতি পারস্যের অবদান। আবার কাহারও মতে অশোকের রাজসভায় পারস্য ভাষা প্রচলিত ছিল। সুতরাং অনুশাসনগুলির রচনারীতি

১ Sir Mortimer wheeler : EarlyIndia and Pakistan, Themes and Hudson, London, PP. 174—180. Wheeler remarks, "True that, save for an occasional formula, nothing could be more unlike the commemorative and administrative records of the proud Persian despots that the gentile exhaurtations of the Buddlist emperor. But yet again, as so often, we are confronted with transmutation of a manifestly inherited idea."

ইহার দ্বারা প্রভাবিত। এই উভয় সম্রাটের রাজ্য শাসন রীতি ও আদর্শ ভিন্নমুখী। দরায়ুস অহুর মজ্‌দার সাহায্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করে জয়ের আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু সম্রাট অশোকের মধ্যে উহার কোন প্রভাব নাই। অশোক কলিঙ্গযুদ্ধের বিভীষিকা দর্শনে অনুতপ্ত এবং তাঁহার সমস্ত অন্তঃকরণ আর্তদের প্রতি সমবেদনায় উদ্বেল। মৌর্য সম্রাট্ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য কি কি কাজ করিয়াছিলেন উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আলোচ্য অনুশাসনগুলিতে প্রতিফলিত।

ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় এই অনুশাসনগুলির মূল্য অনন্য-সাধারণ। এইগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়: প্রস্তরলিপি ও স্তম্ভলিপি। প্রস্তরলিপির সংখ্যা ১৪ এবং স্তম্ভলিপির সংখ্যা ৭। প্রস্তরলিপিগুলি ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষরে খোদিত। সাহ্‌বাজগড়ী ও মানসেরা অঞ্চলে প্রাপ্ত অনুশাসন-গুলি খরোষ্টি অক্ষরে এবং গীরণার (কাথিয়াওয়ার), সুপ্পারক (থানা), খাল্‌সি (দেরাদুন), ধৌলি (কটক) এবং জৌগড় (গঞ্জাম) অঞ্চলে উৎকীর্ণ অনুশাসনগুলি ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত। স্তম্ভলিপিগুলির প্রাপ্তিস্থান এলাহাবাদ, শিবালিক, মীরাট, মথিকা, রামপুরওয়া এবং রাধিয়া। ইহা ছাড়া সাঞ্চী, বরাবর, ভারহুত, নাগার্জুনীকোণ্ড প্রভৃতি স্থানে নির্মিত পর্বত গুহায় কিছু কিছু অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে।

উনবিংশ শতকের পূর্বে এই অনুশাসনগুলির বিষয়বস্তু পণ্ডিত সমাজের অজ্ঞাত ছিল। পর্বত, স্তম্ভ, ও গুহায় উৎকীর্ণ এই শিলালিপিগুলি কেহ পড়িতে পারিত না। জেইম্‌স প্রিন্সেপ নামক একজন ইংরেজ সর্বপ্রথম এই লিপি-গুলির পাঠোদ্ধার করেন। তিনি মিশরের হায়ারোগ্লিপ্স (heiroglipse) ও কিউনিফরম (cuniform) লিপির সঙ্গে তুলনা করিয়াই এই লিপি পড়িতে সক্ষম হন। তাঁহার এই অনন্যসাধারণ প্রতিভা জগৎ সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা হইতে ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব এবং ইহা বাম হইতে ডান দিকে পড়িতে হয়। কিন্তু খরোষ্ঠী লিপিগুলি প্রাচীন পারসীক ও আরবী অক্ষরের সমগোত্রীয় বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ ইহা আরবী ও পারসীর ন্যায় ডান হইতে বাম দিকে লিখিত হয়। দুইটি ভাষারই দীর্ঘস্বরগুলি হ্রস্বস্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঘোষ, অঘোষ, সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলি পৃথক পৃথক ভাবে লিখিত হয়। অনুনাসিক বর্ণগুলি প্রায় একক ব্যবহৃত হয়। কোন কোন অনুশাসনে Metathesis-

এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন, 'ধর্ম', এর পরিবর্তে 'ধ্রম'; 'প্রিয়দর্শী'-র পরিবর্তে 'প্রিয়দ্রশি' ইত্যাদি। ভাষাতত্ত্বের সুবিধার জন্য ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অশোক প্রাকৃতকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।[১] যেমন,—গান্ধার উদিচ্য (২) সৌরাষ্ট্র প্রতীচ্য (৩) প্রাচ্যমধ্য। (৪) প্রাচ্য। প্রাচ্য ও প্রাচ্যমধ্যার সম্পর্ক খুবই গভীর। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম শিলা-লিপির সহিত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রাপ্ত শিলালিপির মধ্যে যথেষ্ট অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্বাঞ্চলীয় শিলালিপিতে মাগধীর অথবা অর্ধমাগধীর প্রভাব অধিক। গির্নার শিলালিপির ভাষা পালির অনুরূপ বলিয়া অনেকে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই শিলালিপিতে কর্তৃ-কারকের একবচনে 'ও', ক্লীবলীঙ্গে 'অং' এবং 'র' ও 'স' এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সাহ্‌বাজগড়ী ও মানসেরা অঞ্চলে উৎকীর্ণ শিলালিপির ভাষার সহিত ধৌলি ও জৌগড় অঞ্চলের শিলালিপির গরমিল লক্ষ্য করিবার বিষয়। দাক্ষিণাত্যের শিলালিপিগুলি প্রাচ্যের চেয়ে সৌরাষ্ট্র-প্রতীচ্যের সঙ্গেই বেশী সম্পর্কযুক্ত। ধ্বনি, শব্দ ও ধাতুরূপের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

অশোকের পরবর্তী শিলালিপিগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং ইহার সাহিত্যিক মূল্য নিতান্ত সামান্য। এইগুলিকে কোন উপভাষা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা কঠিন। হাতীগুম্ফার প্রবেশদ্বারে উৎকীর্ণ শিলালিপির ভাষা পালির সঙ্গে যথেষ্ট সম্পর্কযুক্ত হইলেও পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশীয় অনুশাসনের সঙ্গে ইহার মিল বেশী। রামগড় পাহাড়ে উৎকীর্ণ যোগীমারা গুহায় প্রাপ্ত শিলালিপির ভাষা প্রাচীন মাগধীর সহিতই বেশী সম্পর্কযুক্ত।

১ *Middle Indo-Aryan Reader*, **Calcutta University, Part II, Introduction.**

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিনয় পিটক পরিচিতি

বিনয় বুদ্ধশাসনের আয়ুস্বরূপ।[1] বিনয় ব্যতীত বুদ্ধশাসনের স্থিতি অপরিকল্পনীয়। তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে এই বিষয় বিবেচনা করিয়াই মহাকাশ্যপ প্রমুখ সঙ্গীতিকারকবৃন্দ রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহার সঙ্গীতিমণ্ডপে সর্বপ্রথম 'বিনয় পিটক' সংগ্রহ করিয়াছিলেন।[2] অর্থকথা-সমূহে উল্লেখ আছে যে, সুত্ত ও অভিধর্ম লুপ্ত হইয়া গেলেও যদি বিনয় পিটক বর্তমান থাকে তবে বুদ্ধের ধর্ম লুপ্ত হইবে না। পণ্ডিত ও বিনয়ধর ভিক্ষুবৃন্দ নিজেদের কঠোর সংযম ও মহান আত্মত্যাগের দ্বারা বুদ্ধশাসনের উজ্জ্বল শিখা জগতে চির জাগরূক রাখিতে সক্ষম হইবেন। এই কারণে বিনয় শিক্ষার উপযোগিতা অত্যধিক।

বিনয়ের অপর নাম 'নিয়ম', 'নীতি', বা 'শৃঙ্খলা'। জগতের সকল বস্তুই কোন না কোন নিয়ম, শৃঙ্খলা দ্বারা পরিচালিত হয়। বিশ্বজগত নিয়ম শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত। অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলভাবে কোন বস্তু বর্তমান থাকিতে পারে না। গ্রহতারা ঋতুচক্র নিয়মে আবর্তিত হয়। বিশ্বজগতের অনন্ত সৌন্দর্য, আকাশের সূর্যকিরণ, রামধনুর বর্ণের সমারোহ, এমনকি সদ্য উদ্ভূত তৃণখণ্ড পর্যন্ত একটি কার্যকারণ নিয়মে আবদ্ধ। বিশ্বপ্রকৃতির কোন বস্তুই এলোমেলো খাপছাড়া বিশৃঙ্খল নয়।[3] আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও নিয়ম শৃঙ্খলার উপযোগিতা অত্যধিক। অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা, অমিতব্যয়িতা, প্রমত্ততা, আলস্যপরায়ণতা, দুঃশীলতা প্রভৃতি সমস্ত প্রকার উন্নতির পরিপন্থী। অপর পক্ষে নিয়ম, শৃঙ্খলা, সংযম, আত্মত্যাগ, চরিত্রবল, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, নিয়মানুবর্তিতা, উদ্যম-উৎসাহ সকল প্রকার উন্নতির

১ "বিনয়নাম বুদ্ধসাসনস্স আয়ু। বিনযং ঠিতে বুদ্ধসাসনং ঠিতং হোতি।"

২ "সীঘং বেভারসেলস্স পস্সে কারেসি মণ্ডপং,
সত্তপণ্ণিগুহাদ্বারে রম্মং দেবসভোপমং।"—মহাবংস, ৩য় পরিচ্ছেদ।

৩ কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়,—
"ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে
ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে।"

মূল। বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের শ্রীবৃদ্ধির জন্যই বিনয়ের শিক্ষাপদগুলি বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই নিয়মগুলি তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য অপরিহার্য। তাই তিনি বলেন, "যদি কোন ভিক্ষু শতবর্ষব্যাপী ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও শীলপালনে পরাঙ্মুখ হয়, তবে তাহাকে নিরয়ে গমন করিতে হয়।"[১] অপর পক্ষে "পাত্রচীবর ধারণ তাহারই শোভা পায়, যাহার শীল সুনির্মল। শীলবান ব্যক্তির প্রব্রজ্যা-জীবন সুখকর।"[২]

উপরের কারণসমূহ অনুধাবন করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেরই বিনয় সম্পর্কীয় শিক্ষাপদের প্রতি অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, যে ব্যক্তি বিনয় বিষয়ে অজ্ঞ, তাহার পক্ষে শিক্ষাপদ পালন করা বাতুলতা মাত্র।[৩] সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমেই শিক্ষাপদসমূহ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। দুঃশীল ব্যক্তির কখনও সমাধি লাভ হয় না। বিনয় শিক্ষাপদ সমাধির ভিত্তিস্বরূপ।[৪] এই কারণে বিনয়ের পঠন-পাঠন একান্ত প্রয়োজন। যে সমাজে বিনয়ের পঠন-পাঠন বর্তমান নাই, সেই সমাজের প্রতিষ্ঠা সুদূর-পরাহত। মানুষের মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত করাই উন্নত সমাজের সর্ব-প্রধান লক্ষ্য। আমাদের দেশ একসময় এইরূপ নীতিবোধের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেও আজ দীর্ঘদিনের পরাধীনতা, অশিক্ষা, দৈন্য, পরনির্ভরশীলতায় আমাদের নৈতিক জীবন পঙ্গু। ফলে, আমরা দিনের পর দিন অধঃপাতে যাইতেছি। বিনয়ের পঠন-পাঠন ও চর্চার দ্বারাই আমাদের নীতিবোধ জাগ্রত

১ "সতবস্সোপি পব্বজ্জা সিক্‌খন্তো পিটকত্তযং
ওবাদং নানুবত্তন্তে নিরয়ং সো উপ্‌পজ্জতি।"

২ "তস্‌সপাসাধিকং হোতি পত্তচীবর ধারণং
পব্বজ্জা সফলা তস্‌স যস্স সীলং সুনিম্মলং।"

৩ "যো গবং ন বিজানাতি নসো রক্‌খতি গোগনং,
এবং সীলং অজানন্তো কিং সো রক্‌খেয্য সংবরন্তি।"

৪ বুদ্ধঘোষ : বিসুদ্ধিমার্গ, নিদান কথা।

"সীলে পতিট্‌ঠায নরো সপঞ্‌ঞো,
চিত্তং পঞ্‌ঞঞ্চ ভাবয়ং;
আতাপী নিপকো ভিক্‌খু
সো ইমং বিজটয়ে জটন্তি।"

হইতে পারে। নিম্নে পালি বিনয় পিটকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হইল :

বিনয় পিটকে পাঁচটি গ্রন্থ। যথা,—পারাজিকা কণ্ড, পাচিত্তিয়া কণ্ড, মহাবগ্‌গ, চুল্লবগ্‌গ, ও পরিবার। অর্থকথাকারগণ বিনয় পিটককে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করেন : (১) **সুত্তবিভঙ্গ : পারাজিকা** ও **পাচিত্তিয়া, (২) খন্ধক : মহাবগ্‌গ** ও **চুল্লবগ্‌গ, (৩) পরিবার।** প্রত্যেকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

।। সুত্তবিভঙ্গ ।।

ইহা বিনয় পিটকের প্রথম গ্রন্থ। 'বিভঙ্গ' শব্দের মূল আক্ষরিক অর্থ 'ভাঙ্গিয়া ফেলা' অথবা 'ভাবার্থ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ব্যাখ্যা করা'। 'সুত্ত বিভঙ্গ' (অথবা সংস্কৃত সূত্র বিভঙ্গ) শব্দের অর্থ 'সূত্রব্যাখ্যা' অর্থাৎ বিনয়ের 'নিয়মসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা' অথবা মূল শিক্ষাপদ বা নিয়ম ব্যাখ্যা। ডক্টর রীচ ডেভিড্স নিম্নলিখিতভাবে সূত্রের সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, "It is applied to a kind of book, the contents of which are, as it were, a thread, giving the gist of substance of more than is expressed in them in words. This sort of book was the latest development in Vedic literature just before and after the rise of Buddhism".[১]

সুত্তবিভঙ্গ[২] মূলতঃ পাতিমোক্ষে বর্ণিত ২২৭টি ভিক্ষু শীলেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা। ইহাতে নিয়মগুলি প্রথম কোথায় কি ভাবে বুদ্ধ কর্তৃক

১ Rhys Davids : *American Lecturers, Buddhism, its history and literature*, pp. 53-54.

২ সুত্ত বিভঙ্গ সম্পর্কে Rhys Davids-এর মন্তব্য হইল : The Sutta Vibhanga tells us firstly how, when and why the particular rule in question came to be laid down. This historical introduction always closes with the words of the rule in full. Then follows a very ancient word for word commentary so old that it was already about B. C. 400 (probably the approximate date of the Sutta Vibhanga) considered so sacred that it was included in the Canon. And the old commentary is succeeded, where necessary by further explanation & discussions of the doubtful points. ... ... The Passages when made accessible in translation to western scholar must be of the greatest interest to students of the

প্রজ্ঞাপ্ত হয়? প্রথম শীল ভঙ্গকারী কে? শীলবিশুদ্ধি সম্পর্কীয় অপরাধ-সমূহ কিভাবে নির্ধারণ করিতে হয়? কি প্রকারে শাস্তি প্রদান করিলে আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু শীলবিপত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে এই সমস্ত বিষয়ের পুঙ্খানুরূপ বিশ্লেষণই এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। এইরূপ একখানি গ্রন্থ শুধু পালি সাহিত্যে নয়, আইন বা নীতিশাস্ত্র সম্পর্কীয় পুস্তকের মধ্যেও ইহার স্থান অগ্রগণ্য। আপত্তির গুরুত্ব অনুসারে ভিক্ষুশীল-সমূহকে আট ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা,—**পারাজিকা, সংঘাদিশেষ, অনিয়ত, নিস্সগিয়া, পাচিত্তিয়া, পটিদেশনিয়া, সেখিয়া** এবং **অধিকরণ সমর্থ**। এই নিয়মগুলিকে মোটামুটি দুইটি গ্রন্থে নিবদ্ধ করা হয়। সেই দুইটি গ্রন্থ হইল **ভিক্ষুবিভঙ্গ** ও **ভিক্খুনীবিভঙ্গ**। আবার যে পুস্তকে 'পারাজিকা' ও 'সংঘাদিশেষ' আপত্তির ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় উহাকে 'পারাজিকা কণ্ড, এবং যে পুস্তকে অবশিষ্ট নিয়মগুলির ব্যাখ্যা আছে উহাকে 'পাচিত্তিয়া কণ্ড' নামে অভিহিত করা হয়। প্রত্যেক প্রকার নিয়মগুলি সংক্ষিপ্তভাবে 'পাতি-মোক্খ' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। নিয়মগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল:

॥ পারাজিকা ॥

'পরাজয়' শব্দ হইতে সম্ভবতঃ 'পারাজিকা' শব্দের উদ্ভব। 'পরাজয়' i.e. পারা+জি=জয়ের বিপরীত।[১] ইহার অর্থ 'পরাজয়', ক্ষতি', 'ধর্ম হইতে চ্যুত' বহির্ভূত, বর্জিত, ভ্রষ্ট, অপসারিত, ভিক্ষুদের সহিত উপসথ, প্রবারণা ইত্যাদি বিনয়কর্ম করিবার অযোগ্য। পারাজিকা প্রাপ্ত ভিক্ষু কোনরূপ বিনয় সংবাস করিতে অপারগ। সুতরাং পারাজিকা এমন এক প্রকার অপরাধ যাহা প্রাপ্ত হইলে সংঘের মধ্যে আর অবস্থান করা যায় না।

history of law as they are quite the oldest documents of that particular kind in the world."—C/O B. C. Law; *A history of Pali Literature*, Vol. I. p. 46.

১ **সামন্ত পাসাদিকায়** (১ম খ. পৃ. ২৫৯) নিম্নলিখিত ভাবে পারাজিকার সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে: "পরাজিতো তি পরাজিতো পরাজয়ং আপন্নো।" কঙ্খা-বিতরণী: "পরাজিতো ভবতি পরাজয়ং অপন্নো। সেয্যথাপি নাম পুরিসো, মেথুনং ধম্মং পটিসেবেন্তো অসক্যপুত্তিযো, তেন বুচ্চতি পারাজিকো হোতি।" **সুত্তবিভঙ্গ**: "সেয্যথাপি নাম পুরিসো সীসচ্ছিন্নো অভব্বো তেন সরীর বন্ধনেন জীবিতুং এব ভিক্খু মেথুনং ধম্মং পটিসেবেত্বা অসমণো হোতি অসক্যপুত্তিযো তেন বুচ্চতি পারাজিকো হোতী'তি।"

আপত্তিসমূহের মধ্যে পারাজিকাই সবচেয়ে গুরুতর। এইরূপ আপত্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি সংঘকর্মে কোন প্রকারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। ভিক্ষু জীবন ত্যাগ করা বা গ্রহণ করা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। একবার ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করিলে সারাজীবন থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। এই কারণে কেহ ভিক্ষুজীবন যাপনে অনিচ্ছুক বা অপারগ হইলে তাহাকে কেহ বাধ্য করিতে পারে না। সুতরাং পারাজিকা প্রাপ্ত হইবার পূর্বে ভিক্ষুজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করাই শ্রেয়। কারণ, দুঃশীল ভাবে পারাজিকা প্রাপ্ত হইয়া ভিক্ষুজীবন যাপন করার মধ্যে কোন সার্থকতা নাই।

পারাজিকা চারিপ্রকার[১]: প্রথম পারাজিকা, দ্বিতীয় পারাজিকা, তৃতীয় পারাজিকা এবং চতুর্থ পারাজিকা।

প্রথম পারাজিকা—যদি কোন ভিক্ষু শীল বর্জন না করিয়া সজ্ঞানে গুহ্য মার্গ, প্রস্রাব মার্গ, মুখ দিয়া মৈথুন সেবন করে, এমন কি তির্যক প্রাণীর সহিতও, তবে সেই ভিক্ষুর পারাজিকা আপত্তি হয়।[২] মৈথুন ক্রিয়াকে ছয়ভাগে বিভক্ত করা হয়: (১) স্ত্রীলোকের সহিত মৈথুন ক্রিয়া, (২) মৃতদেহের উপর মৈথুন ক্রিয়া, (৩) নপুংসকের সহিত মৈথুন ক্রিয়া, (৪) পুরুষের সহিত পুরুষের মৈথুন ক্রিয়া, বা সম মৈথুন, (৫) আত্ম মৈথুন এবং (৬) পশুর সহিত মৈথুন।

সুত্তবিভঙ্গে বলা হইয়াছে মৈথুন বিষয়ক আলোচনা প্রকাশ্যভাবে করা উচিত নহে। তবে এইরূপ আলোচনা বিনয় শিক্ষার্থীর পক্ষে জ্ঞাত

১ ভিক্ষুদের চারিটি আপত্তি ছাড়াও ভিক্ষুণীদের আরও ৪টি পারাজিকা নিয়ম পালন করিতে হয়। ঐ চারিটি হইল: (১) যদি কোন ভিক্ষুণী কোন পুরুষকে তাহার জানুমণ্ডলের উপরিভাগস্থ চুল, কেশ, হস্ত, বাহু, কর্ণ, স্তন, লিঙ্গ, মুখমণ্ডল প্রভৃতি স্পর্শ করিতে দেয়, তবে তাহার পারাজিকা হয়। (২) যদি কোন ভিক্ষুণী কামনা প্রযুক্ত চিত্তে তাহার শরীর সংলগ্ন আট প্রকার বস্তু স্পর্শ করিতে দেয়, তবে তাহার পারাজিকা হয়। (৩) যদি কোন ভিক্ষুণী অপর ভিক্ষুণীর পারাজিকা আপত্তি গোপন করে তবে তাহার পারাজিকা হয়। (৪) ভিক্ষুণীগণ পারাজিকা আপত্তিগ্রস্ত ভিক্ষুর পক্ষ সমর্থন করিলে সেই ভিক্ষুণীর পারাজিকা হয়।

২ "যো পন ভিক্খু সিক্খাসাজীব সমাপন্নো সিক্খং অপাচ্চক্খায় দুব্বলং অনাবিকত্বা মেথুনং ধম্মং পটিসেবেয্য অন্তমসো তিরচ্ছান গতায়পি, পারাজিকো হোতি অসংবাসো।"

হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ ইহা যথাযথভাবে জ্ঞাত না হইলে শীল বিপত্তি হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। এইজন্য বিনয় শিক্ষার্থীগণ কামের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিয়া ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আনয়ন করতঃ পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয় যুক্ত অন্তঃকরণে এইরূপ আলোচনায় রত হওয়া উচিত।

স্ত্রীলোক তিন প্রকার: মনুষ্য, অমনুষ্য এবং তির্যক। উপরোক্ত প্রত্যেক প্রকার স্ত্রীর গুহ্যমার্গ, প্রস্রাব মার্গ এবং মুখ মার্গ ভেদে তিন প্রকার মৈথুন দ্বার। ত্রিবিধ স্ত্রীর তিনটি তিনটি করিয়া নয়টি মৈথুন সেবন দ্বার। সেইরূপ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বিশিষ্ট উভয় ব্যঞ্জকের নয়টি মৈথুন সেবন দ্বার। মনুষ্য, অমনুষ্য, তির্যক পুরুষ ত্রয়েরও গুহ্যমার্গ, মুখমার্গ ভেদে ছয়টি দ্বার। সেইরূপ নপুংসকগণেরও ছয়টি মৈথুন সেবন দ্বার। এই ভাবে বার প্রকার প্রাণীর সর্বমোট ৩০টি মৈথুন সেবন দ্বার। এই ৩০টি দ্বারের যে-কোনটি দিয়া মৈথুন সেবন চিত্তে কোন ভিক্ষু তৈলবীজ প্রমাণ পুরুষ লিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গে প্রবেশ করাইলে ভিক্ষুর পারাজিকা আপত্তি হয়। ভিক্ষুসংঘ হইতে চ্যুত হয়। ভিক্ষু অবস্থায় সংঘ মধ্যে অবস্থান করিবার তাহার কোন যোগ্যতা থাকে না। যদি কেহ জোর করিয়া ভিক্ষুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও লিঙ্গজাত প্রবেশ করাইয়া দেয়, লিঙ্গের প্রবিষ্ট, স্থিত ও উদ্ধরণ অবস্থার যে কোন অবস্থাতে সেবন স্পৃহা জাগ্রত না হইলে পারাজিকা হইবে না।[১] কিন্তু পূর্বোক্ত যে কোন অবস্থাতে সেবন স্পৃহা উৎপন্ন হইলেই ভিক্ষুর পারাজিকা হইবে। মৈথুন সেবন করিবার সময় যে কোন একজনের লিঙ্গ বস্ত্রাবৃত থাকিলেও পারাজিকা হইবে। মোট কথা, পারাজিকা হওয়ার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দুইটি অবস্থা বর্তমান থাকা চাই:

(১) মৈথুন সেবন করিবার ইচ্ছা।
(২) মৈথুন দ্বারে মৈথুন সেবন।

---

১ পরিবার পাঠে উল্লেখ আছে মৈথুনক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে তিন প্রকার আপত্তি হইতে পারে। যথা, পারাজিকা, থুল্লচ্চয় এবং দুক্কট। "মেথুনং ধম্মং পটিসেবন্তো তিস্সো আপত্তিযো আপজ্জতি। অক্খাযিতে সরীরে মেথুনং ধম্মং পটিসেবতি, আপত্তি পারাজিকস্স; যেভুয্যেন খাযিতে সরীরে মেথুনং ধম্মং পটিসেবতি, আপত্তি থুল্লচ্চযস্স; বটকতে মুখে অচ্ছুপন্তং অঙ্গজাতং পবেসেতি আপত্তি দুক্কটস্স— মেথুনং ধম্মং পটিসেবন্তো ইমা তিস্সো আপত্তিযো আপজ্জতি।" পৃঃ ৫৫

নিম্নলিখিত তিনটি অবস্থায় মৈথুন সেবন করিলেও পারাজিকা হইবে না :

(১) সেবন স্পৃহা না থাকিলে, (২) আদি কর্মিকের, (৩) সাময়িক উন্মাদ অবস্থায় মৈথুন সেবন করিলে।

দ্বিতীয় পারাজিকা—যে কোন ভিক্ষু গ্রাম বা অরণ্য হইতে চৌর্যচিত্তে কোন বস্তু গ্রহণ করে এবং যেইরূপ বস্তু গ্রহণের জন্য রাজ কর্তৃক চোর বাল, মুর্খ, প্রবঞ্চক বলিয়া তিরস্কার করে এবং যেইরূপ অপরাধের জন্য হনন, বন্ধন, নির্বাসন ইত্যাদি নানারূপ দণ্ড প্রদান করে এইরূপ দ্রব্য চুরি করিলে ভিক্ষুর পারাজিকা আপত্তি হয়।[১]

দ্বিতীয় পারাজিকা রাজগৃহে ধনিয় নামক ভিক্ষুকে উপলক্ষ করিয়া বুদ্ধ সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। ইহার বিস্তৃতার্থ নিম্নরূপ। ইহাতে বলা হইয়াছে, চুরির কারণ ২৫ প্রকার। ইহাদের এককটিকে 'অবহার' বলে। ইহারা পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা,—(ক) নানাভাণ্ড-৫, (খ) একভাণ্ড-৫, (গ) সাহত্থিক-৫, (ঘ) পূর্বপ্রয়োগ-৫, (ঙ) থেয্যাবহার ৫। উপরোক্ত ২৫ প্রকার অবহারের মধ্যে আবার একভাণ্ড ও নানাভাণ্ড সজীব নির্জীব ভেদে ভিন্নরূপ হইতে পারে। প্রত্যেক প্রকার অবহারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) **নানাভাণ্ড**—ইহা পাঁচ প্রকার : (১) **আদিযেয্য**—বিহার দায়ককে বিহারের অধিকার চ্যুত করিবার জন্য মোকদ্দমা করিলে ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি, এবং বিহার স্বামীর বিরক্তি উৎপাদন করিলে 'থুল্লচ্চয়,' বিহারের স্বত্ব চ্যুত হইয়া স্থান ত্যাগ করিলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা আপত্তি' হয়।

(২) **হরেয্য**—ফেরিওয়ালার মাথার দ্রব্য চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করিলে 'দুক্কট', নাড়াচাড়া করিলে 'থুল্লচ্চয়'; মাথা হইতে নামাইলে পারাজিকা।

(৩) **অবহরেয্য**—গচ্ছিত দ্রব্য লই নাই বলিলে 'দুক্কট', স্বামী বিরক্ত হইলে 'থুল্লচ্চয়',; স্বামী গচ্ছিত দ্রব্য ফিরিয়া পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে পারাজিকা।

১ "যো পন ভিক্খু গামা বা অরঞ্ঞা বা অদিন্নং থেয্যসংখাতং আদিযেয্য, যথারূপে আদিন্নাদানে রাজানো চোরং গহেত্বা হনেয্যুং বা পব্বাজেয্যুং বা চোরোসি বালোসি মূল্হোসি থেনোসীতি, তথারূপং ভিক্খু অদিন্নং আদিযমানো অযম্পি পারাজিকো হোতি অসংবাসো" তি।

(৪) **ইরিয়াপথং বিকোপেয্য**—পাত্রের মধ্যে লুকাইয়া খাইবার ইচ্ছা উৎপাদন করিলে 'দুক্কট', দ্রব্য সমেত প্রথম পদ অতিক্রম করিলে 'থুল্লচয়' এবং দ্বিতীয় পদ অতিক্রম করিলে পারাজিকা।

(৫) **ঠানাচরেয্য**—স্থলে রক্ষিত ভাণ্ড চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করিলে 'দুক্কট', নাড়াচাড়া করিলে 'থুল্লচয়', সীমাস্থিত স্থান অতিক্রম করিলে পারাজিকা। এইগুলিকেই সজীব ও নির্জীব ভেদে **নানাভাণ্ড পঞ্চক** বলে।

(খ) স্বামীকে দাস, দাসী, পশু-পক্ষী প্রভৃতি হইতে স্বত্বচ্যুত করিবার জন্য পঞ্চবিধ কারণ প্রয়োগ করাকে সজীব **একভাণ্ড পঞ্চক** বলে।

(গ) **সাহথিক পঞ্চ :** (১) **সাহথিক**—স্বহস্তে চুরি করা, (২) **আণত্তিকো**—চুরি করিবার জন্য আদেশ করা, (৩) **নিস্সগ্গিকো**—কোন বস্তুর সাহায্যে চুরি করা, অথবা শুল্ক না দিবার ইচ্ছায় কোন নির্দিষ্ট সীমা হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করা, (৪) **অত্থসাধকো**—সুযোগ পাইলে চুরি-করার আদেশ দেওয়া, (৫) **ধুরনিক্ষেপ**—মকদ্দমা করিয়া জমা টাকা হইতে বঞ্চিত করা।

(ঘ) **পুব্বপযোগ :** (১) **পুব্বপযোগ**—চুরি করিবার জন্য পূর্ব হইতে আদিষ্ট হওয়া, (২) **সহপ্পযোগ**—জমির সীমা ঠেলিয়া ক্ষেত্রাদি আত্মসাৎ করা, (৩) **সংবিদাবহারো**—পরামর্শকারীদের মধ্যে একজন চুরি করিলেও পারাজিকা (৪) **সংকেতকম্ম**—সংকেতক্ষণে চুরি করিলে পারাজিকা, (৫) **নিমিত্তকম্মং**—চোখের ইসারায় চুরি করিতে বলিলে এবং সেই অনুসারে চুরি করিলে, ইসারা প্রদানকারীর পারাজিকা।

(ঙ) **থেয়্যাবহারপঞ্চ :** (১) **থেয্যাবহারো**—সিঁদ কাটিয়া, অচল টাকা পয়সা অথবা ওজনে ঠকাইয়া প্রতারণা করা, (২) **পসয্হবহারো**—জোর জবরদস্তি করিয়া দাবী আদায় করা, (৩) **পরিকপ্পবহারো**—বস্ত্র চুরি করিতে যাইয়া বস্ত্রের পেটিকা লইলেই পারাজিকা, কিন্তু বস্ত্রের পরিবর্তে সূতার গাইট লইয়া আসিলে পারাজিকা হইবে না, তবে সূতার গাইট স্বামী পায় মত এইরূপ স্থানে রাখিতে হইবে। কোন কারণে না পাইলে উহার মূল্য প্রদান করিলেও পারাজিকা হইবে না। (৪) **পটিচ্ছন্নবহারো**—পরের লুক্কায়িত

দ্রব্য ভিক্ষু চুরি করিবার ইচ্ছায় আচ্ছাদিত দ্রব্য ধরিয়া লইতে না পারিলে পারাজিকা হইবে ; লইলে পারাজিকা। (৫) কুসাবহারো—টিকেট দ্বারা দানীয় বস্তু বিভাগ করিবার সময় বেশী পাইবার ইচ্ছায় টিকেট উল্টা পাল্টা করিলে যদি পারাজিকার যোগ্য বস্তু হয় তবে পারাজিকা হইবে। উচিত মূল্যের চেয়ে কম কিম্বা সমান সমান হইলে পারাজিকা হইবে না।

পারাজিকা আপত্তি প্রাপ্ত হইবার পাঁচটি অঙ্গ। যথা—(১) মানুষের অধিকার ভুক্ত সম্পত্তি, (২) পরের অধিকার ভুক্ত সম্পত্তি বলিয়া ধারণা, (৩) পারাজিকার যোগ্য বস্তু, (৪) চৌর্যচিত্ত, এবং (৫) উপরোক্ত যে কোন এক প্রকারে চুরি করার। উপরোক্ত কারণের কোন একটির অভাব হইলে চুরি হইবে না।

ইহা ছাড়া নিজের দ্রব্য বিশ্বাসে লইলে, অল্পক্ষণের জন্য লইয়া রাখিলে, প্রেত বা পশু-পক্ষীর দ্রব্য হইলে, পাংশুকূল দ্রব্য বলিয়া ধারণায় গ্রহণ করিলে আদি কর্মিকের অথবা সাময়িক চিত্ত বৈকল্য বশতঃ চুরি করিলে পারাজিকা হইবে না।

তৃতীয় পারাজিকা—যদি কোন ভিক্ষু স্বজ্ঞানে নরহত্যা করে অথবা মারিবার চেতনায় কাহাকেও মরণের নানা প্রকার উপায় বাতলাইয়া দিলে কিম্বা এমন কি হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপও বলেন, "তোমার পাপময় জীবনের কি বা প্রয়োজন?" তবে ভিক্ষুর পারাজিকা আপত্তি হয়।[১]

সুত্ত বিভঙ্গে আপত্তিসমূহ কি প্রকারে প্রজ্ঞাপ্ত হইল, কি অবস্থাতে আপত্তি ভঙ্গ করিল, উহার ফল কিরূপ হইল প্রভৃতি ঘটনাসমূহ পুঙ্খানুরূপে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে নরহত্যা ছয় প্রকার। যথা—

---

১ "যো পন ভিক্খু সঞ্চিচ্চ মনুস্স বিগ্গহং জীবিতং বোরোপেয্য সত্থহারকং বাস্স পরিয়েসেয্য মরণবণ্ণং বা সংবণ্ণেয্য মরণায বা সমাদপেয্য অম্ভো পুরিস। কিং তুয্হিমিনা পাপকেন দুজ্জীবিতেন মতন্তে সেয্যোতি, ইতি চিত্তমনো, চিত্তসংকপ্পো অনেক পরিযাযেন মরণবণ্ণং সংবণ্ণেয্য মরণায বা সমাদপেয্য অযম্পি পারাজিকো হোতি অসংবাসো।"

(১) **সাহত্থিকো**—স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অথবা অঙ্গ প্রতিবদ্ধ কোন বস্তু দ্বারা নর হত্যা করা।

(২) **নিস্সগ্গিকো**—অস্ত্র-শস্ত্র, পাষাণ প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া দূরস্থ মানুষকে হত্যা করা।[১]

(৩) **আণত্তিকো**--মারিবার জন্য আদেশ করিলে আদেশ প্রদানকারীর পারাজিকা আপত্তি হয়।[২]

(৪) **থাবরো**—মারিবার জন্য নানারূপ উদ্যোগ আয়োজন করা, যেমন, গর্ত্ত খনন, অসি নিক্ষেপ, জলে বিষ প্রদান, বিরূপ মূর্তি দর্শন প্রভৃতি কারণেও পারাজিকা হয়।

(৫) **বিজ্জামযো**—হত্যা করিবার জন্য মন্ত্র জপ করা, বাণ-টোনা ইত্যাদি করা এবং তাহাতে যদি মারা যায়।

(৬) **ইদ্ধিমযো**—হত্যা করিবার জন্য অলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শন করিলে এবং উহাতে মারা গেলে ভিক্ষুর পারাজিকা হইবে।

এই পারাজিকারও পাঁচটি অঙ্গ: (১) মনুষ্য জাতি হওয়া, (২) মনুষ্য বলিয়া ধারণা, (৩) হত্যা করিবার চেতনা, (৪) হত্যার উপক্রম

১ ইহা উদ্দেশ্যকৃত ও অনুদ্দেশ্যকৃত ভাবে দুই প্রকার হইতে পারে: (১) কাহাকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে নিক্ষেপ মাত্র পারাজিকা। পরে যে কোন এক সময় মারুক বলিয়া নিক্ষেপ করিলেও পারাজিকা হয়। (২) আঘাত জনিত ব্যথায় পরে মরুক বলিয়া অস্ত্রনিক্ষেপ করিলেও নিক্ষেপকারীর পারাজিকা আপত্তি হয়।

২ ইহা ছয় প্রকার: (১) পুগ্গল অর্থাৎ ইহাকে মার বলিয়া আদেশ করিলে আদেশক্ষণে পারাজিকা। কিন্তু অন্যকে মারিলে হইবে না। আদেশজনিত বাক্যদ্বারা 'দুক্কট' আপত্তি হয়। (২) কাল—পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, ইত্যাদি কাল নির্দিষ্ট করিয়া মারিতে বলিলে, যদি নির্দিষ্ট সময়ে মারে তবে উভয়ের পারাজিকা হয়। সময় অতিক্রম করিয়া মারিলে আদেশ প্রদানকারীর হইবে না। (৩) ওকাসো—এই স্থানে থাকিয়া মার এইরূপ আদেশ করা। (৪) আবুধং—যে কোন অস্ত্র দ্বারা মারিয়া ফেলিতে আদেশ দেওয়া, (৫) ইরিয়া পথো—যাইবার সময়, বসিবার সময় ইত্যাদি ঈর্যাপথ নির্দেশ করিয়া মারিবার আদেশ প্রদান করা, (৬) কিরিয়াবিসেস-বিদ্ধ, ছেদন বা ভেদ করিয়া মারিবার জন্য আদেশ প্রদান করা। ইহাই ষড়্বিধ 'আণত্তিকো'।

বা প্রচেষ্টা এবং (৫) ঐরূপ প্রচেষ্টায় মৃত্যু। মারিবার কোন উদ্দেশ্য না থাকিলে, কিম্বা সাময়িক চিত্ত-বৈকল্য বশতঃ হত্যা করিলে অথবা আদি কর্মিকের পারাজিকা হইবে না।

চতুর্থ পারাজিকা—যদি কোন ভিক্ষু ধ্যান বিমোক্ষাদি লাভ না করিয়াও প্রতিপত্তি লাভের ইচ্ছায় লাভ করিয়াছি বলিয়া মিথ্যা ভাষণ করে যাহাকে বলে, সেও যদি উহা বুঝিতে পারে তবে সেই ভিক্ষুর পারাজিকা আপত্তি হয়। অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি ধারণায় সদিচ্ছাবশতঃ বলিলে (কিম্বা উক্ত ধ্যান বিমোক্ষাদি প্রকৃত পক্ষে লাভ করিয়া থাকিলে) পারাজিকা আপত্তি হইবে না। আকারে-ইঙ্গিতে বলিলে যাকে বলে সে যদি বোঝে 'থুল্লচ্চয়', না বুঝিলে 'দুক্কট'।[১]

আপত্তিব পাঁচটি অঙ্গ যথা, (১) ধ্যান-বিমোক্ষাদির অপ্রাপ্তি, (২) অসদিচ্ছা, (৩) নিজের কাছে উক্ত গুণ আছে বলিয়া মিথ্যা ভাষণ, (৪) যাহাকে বলে সে যদি মনুষ্য হয়, এবং (৫) প্রকাশিত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা।

ইহা ছাড়া সদিচ্ছায় প্রকাশ করিলে অথবা ধ্যান-বিমোক্ষাদি লাভ করিয়া থাকিলে পাবাজিকা আপত্তি হইবে না।

॥ সাংঘাদিসেস ॥

যে আপত্তি হইতে পারিশুদ্ধিতা লাভের জন্য আদিতে, মধ্যে ও অবসানে সংঘের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়, উহাকে সংঘাদিসেস আপত্তি বলে। "সংঘ-আদি সেস"। সংঘাদিসেস আপত্তি ১৩টি। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটি আপত্তি

১ "যো পন ভিক্খু অনভিজানং উত্তরিমনুস্সধম্মং অত্তুপনায়িকং অলমরিয় এতানদস্সনং সমুদাদাচরেয্য ইতিজানামি ইতি পস্সামী'তি, ততো অপরেন সময়েন সমনুগ্গাহিয়মানো বা অসমনুগ্গাহিয়মানো আপন্নো বিসুদ্ধাপেক্খো এবং বদেয্য অজানমেবং আবুসো অবচং জানামি অপস্সং পস্সামি তুচ্ছং মুসা বিলপি'ন্তি অঞ্ঞত্র অধিমানা অয়ম্পি পারাজিকো হোতি অসংবাসো'তি।"

কাম সম্পর্কীয়।[১] পঞ্চম আপত্তিতে ভিক্ষুগণকে ঘটক রূপে কার্য করা হইতে নিবৃত্ত করিতেছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম আপত্তি ভিক্ষুগণ কর্তৃক অস্বামীক ও সস্বামীক বিহার ও কুটি নির্মাণে নানারূপ সর্তারোপ করে। অষ্টম আপত্তি ভিক্ষুগণকে অপর ভিক্ষুর উপর অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অপরিশঙ্কিত অমূলক পারাজিকা আপত্তি আরোপের প্রচেষ্টা হইতে বারণ করা হইতেছে। নবম আপত্তি ভিক্ষুদিগকে অপর ভিক্ষুর প্রতি দশ প্রকার লেশ গ্রহণ করিয়া দোষারোপ হইতে বারণ করা হইতেছে। দশম ও একাদশ আপত্তি ভিক্ষুদিগকে সঙ্ঘভেদের প্রচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করা হইতেছে। দ্বাদশ আপত্তি ভিক্ষু-গণের অবাধ্যতা নিবারণের জন্য শর্তারোপ করে। এয়োদশ আপত্তিতে অবাধ্য কুল দূষক ভিক্ষুকে 'পব্বাজনীয় কম্ম' দ্বারা শাস্তি বিধানের নির্দেশ আছে।

উপরোক্ত ১৩টি সংঘাদিশেষের মধ্যে প্রথম নয়টি শিক্ষাপদ ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি গ্রস্ত হয়। অবশিষ্ট চারিটি তিনবার বলা সত্বেও যদি শিক্ষা-পদ লঙ্ঘন করে তবে আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তেরটি সংঘাদিশেষের যে কোন একটি ভঙ্গ করিয়া যদি গোপন করে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের মধ্যে অপর কোন ভিক্ষুর সহিত দেশনা করে, তবে নিয়ম লঙ্ঘনকারী ভিক্ষুকে 'পরিবাস' গ্রহণ করিতে হয়। যতদিন ভিক্ষু আপত্তি আচ্ছন্ন বা গোপন রাখে তত-দিন পরিবাস করা বাঞ্ছনীয়। একদিন কম হইলেও চলিবে না। পরিবাস শেষ করিয়া আপত্তি প্রাপ্ত ভিক্ষুকে ভিক্ষুগণের আরাধনা করিবার জন্য

---

১ সেই পাঁচটি সংঘাদিশেষ নিম্নরূপ : (১) সঞ্চেতনিকা সুক্কাবিসট্ঠি অঞ্ঞত্র সুপিনন্তা সংঘাদিসেসো। (২) যোপন ভিকখু ওতিন্নো বিপরিণতেন চিত্তেন মাতুগামেন সদ্ধিং কাযসংসগ্গং সমাপজ্জেয্য হত্থগাহং বা বেনীগাহং বা অঞ্ঞঞ্ঞতরস্‌স বা অঞ্ঞঞ্ঞতরস্‌স বা অঙ্গস্‌স পরামসনং সংঘাদিসেসো। (৩) যোপন ভিকখু ওতিন্নো বিপরিণতেন চিত্তেন মাতুগামং দুট্ঠুল্লাহি বাচাহি ও ভাসেয্য, যথা তং যুবা যুবতিং মেথুনূপসংহিতাহি সংঘাদিসেসো। (৪) যোপন ভিকখু ওতিন্নো বিপরিণতেন চিত্তেন মাতুগামস্‌স সন্তিকে অত্তকাম পরিচরিযায বণ্ণং ভাসেয্য এতদগ্গং ভগিনি পরিচরিয়ানং যথা মাদিসং সীলবন্তং কল্যাণধম্মং ব্রহ্মচারিং এতেন ধম্মেন পরিচরেয্যাতি মেথুনূপসংহিতেন, সংঘাদিসেসো। (৫) যো পন ভিকখু সঞ্চরিত্তং সমাপজ্জেয্য ইত্থিযা বা পুরিসমতিং পুরিসস্‌স বা ইত্থিমতিং জাযত্তনে বা জারত্তনে বা অন্তমসো তখনিকাযপি সংঘাদিসেসো'তি।

ছয়দিন 'মানত্ত' লইতে হয়। মানত্ত অবসানে যেখানে বিশজন ভিক্ষু অবস্থান করে সেখানে 'অহ্বান কর্ম করিতে হয়। ২০ জনের চেয়ে কম হইলে 'আহ্বান কর্ম' সম্পূর্ণ হইবে না। পরিবাস গ্রহণকারী ভিক্ষুও পরিশুদ্ধ হইবে না। আহ্বান প্রদানকারী ভিক্ষুদেরও 'দুক্কট' নামক আপত্তি হইবে।

।। অনিয়ত ।।

ইহাতে দুইটি নিয়ম। পারাজিকা, সংঘাদিসেস, এবং পাচিত্তিয়া প্রভৃতি তিন প্রকার আপত্তির মধ্যে কোনটি হইবে নিশ্চয়তা নাই বলিয়াই এইরূপ আপত্তিকে 'অনিয়ত' বলে।[১] নিয়ম দুইটি হইল:

(১) দেওয়ালাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত মৈথুন সেবনের উপযুক্ত প্রতিচ্ছন্ন স্থানে একজন ভিক্ষু একজন স্ত্রীলোকের সহিত শুইয়া কিম্বা বসিয়া থাকিবার সময় কোন আর্যশ্রাবিকা দেখিয়া পারাজিকা সংঘাদিসেস ও পাচিত্তিয়া যে কোনটি দ্বারা অভিযুক্ত করে তবে সেই উপাসিকার বিধানানুসারে আপত্তি স্থির করিতে হইবে। ইহাই প্রথম অনিয়ত।[২]

(২) মৈথুন সেবনের অনুপযুক্ত কিন্তু গুহ্যমার্গ, প্রস্রাব মার্গ সম্পর্কীয় কথা বলার উপযুক্ত নির্জন কোন স্থানে কোন ভিক্ষুকে স্ত্রীলোকের সহিত বসিয়া থাকিতে কোন আর্য শ্রাবিকা যদি সংঘাদিসেস ও পাচিত্তিয়া আপত্তির যে কোন একটি দ্বারা অভিযুক্ত করে তবে আর্য শ্রাবিকার কথানুযায়ী অপরাধের বিচার করিতে হইবে। ইহাই দ্বিতীয় অনিয়ত।[৩]

---

১ "অনিযতোতি অ-নিযতো পারাজিকং বা সংঘাদিসেসং বা পাচিত্তিয়ং বা।"—সুত্তবিভঙ্গ

২ "যো পন ভিক্খু মাতুগামেন সদ্ধিং একো একায় রহো পটিচ্ছন্নে আসনে অলং কম্মনিযে নিসজ্জং কপ্পেয্য, তমেনং সদ্ধেয্য বচসা উপাসিকা দিস্বা তিন্নং ধম্মানং অঞ্ঞতরেন বদেয্য পারাজিকেন বা সংঘাদিসেসেন বা পাচিত্তিয়েন বা নিসজ্জং ভিক্খু পটিজানমানো তিন্নং ধম্মানং অঞ্ঞতরেন কারেতব্বো পারাজিকেন বা সংঘাদিসেসেন বা পাচিত্তিয়েন বা, যেন বা সা সদ্ধেয্য বচসা উপাসিকা বদেয্য, তেন সো ভিক্খু কারেতব্বো, অযং ধম্মো অনিযতো"তি।

৩ "নহেব খো পন পটিচ্ছন্নং আসনং হোতি, নালং কম্মনিয়ং, অলঞ্চ খো হোতি মাতুগামং দুট্ঠুল্লাহি বাচাহি ওভাসিতুং, যো পন ভিক্খু তথারূপে আসনে মাতুগামেন সদ্ধিং একো একায রহো নিসজ্জং কপ্পেয্য, তমেনং সদ্ধেয্য বচসা উপাসিকা দিস্বা দ্বিন্নং ধম্মানং অঞ্ঞতরেন বদেয্য সংঘাদিসেসেন বা পাচিত্তিযেন বা নিসজ্জং ভিক্খু

॥ নিস্সগ্গিয ॥

'নিস্সগ্গিয' শব্দটি সংস্কৃত নৈসর্গিক শব্দ হইতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ 'ত্যাগ করা উচিত' (নিসজ্জন)।[১] সুত্তবিভঙ্গে উল্লেখ আছে 'নিস্সগ্গিয়' এমন এক প্রকার আপত্তি যাহা দেশনা করিবার পূর্বে যে বস্তুর জন্য আপত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা কোন ভিক্ষুগণ, বা সংঘ মধ্যে ত্যাগ না করিয়া দেশনা করিলে আপত্তি হইতে মুক্ত হওয়া যায় না।[২] আপত্তি প্রাপ্ত ভিক্ষু পূর্ববৎ অপরিশুদ্ধ থাকিয়া যায়। প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে ভিক্ষুর একত্রে তিনটি চীবর পরিধান করিতে পারে। সাধারণ ভিক্ষুদের কঠিন চীবর মাস এবং যেই বিহারে কঠিন চীবর দান হয় সেই বিহারে প্রথম বর্ষাবাস গ্রহণকারী ভিক্ষুদের কঠিন চীবর মাস সহ আরও চারমাস অধিষ্ঠানের যোগ্য চীবর বা বস্ত্রখণ্ড (এক হাত দীর্ঘ এক হাত প্রস্থ খণ্ড) অধিষ্ঠান না করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন। এই সময়ের পর ভিক্ষুগণ অতিরিক্ত চীবর বা বস্ত্রখণ্ড ১০ দিনের মধ্যে অধিষ্ঠান করিতে হইবে। দশ দিন অতিক্রম করিলে ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তি হয়। এইরূপ আপত্তি গ্রস্থ ভিক্ষু আপত্তি হইতে মুক্তি লাভের জন্য চীবর বা বস্ত্রখণ্ড অপর কোন সুশীল ভিক্ষুর নিকট লইয়া **'ইদংমে ভন্তে, চীবরং দসাহাতিক্কন্তং নিস্সগ্গিয়ং, ইমাহং আযস্মতো নিসসজ্জামি'** বলিয়া সেই ভিক্ষুর হাতে অর্পণ করিয়া আপত্তি দেশনা করিবেন। দেশনা সমাপ্ত হইলে আপত্তি প্রতিগ্রাহক ভিক্ষু **'ইমং চীবরং আযস্মতো দম্মি'** বলিয়া ঐ ভিক্ষুকে চীবর প্রত্যার্পণ করিতে পারেন। চীবর বেশী হইলে **"ইমানি চীবরানি"** বলিতে হয়।

পটিজানমানো ঘিয়ং ধম্মানং অঞ্ঞতরেন কারেতব্বো সংঘাদিসেসেন বা পাচিত্তিয়েন বা যেন বা সা সদ্ধেয্য বচসা উপাসিকা বদেয্য, তেন সো ভিকখু কারেতব্বো, অয়ম্পি ধম্মো অনিযতো"তি।

মহাব্যুৎপত্তিতে নিম্নলিখিত ভাবে 'নিস্সগ্গিয়া পাচিত্তিযা"র অর্থ করা হইয়াছে। নৈসর্গিকপ্রায়শ্চিত্তিকাঃ। নিসর্গং অর্হতি নিসর্গিকং অর্হতি নিসর্গস্য নৈসর্গিকং। পালিঃ নিসগ্গং অরহতি নিসগ্গস্স ইদং বাতি নিস্সগ্গিযং। অর্থাৎ যাহা নিসর্গের যোগ্য তাহাই 'নিস্সগ্গিয'। নিস্সগ্গিয় শব্দের অর্থ 'ত্যাগ যোগ্য'।

"নিস্সগ্গিযং হোতি নিস্সজ্জিতব্বং সংঘস্স বা পুগ্গলস্স বাতি।"

সুত্ত বিভঙ্গে ৩০টি "নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়ার" উল্লেখ আছে। নিস্সগ্গিয়-গুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা, চীবর বর্গ, কোসেয় বর্গ এবং পত্ত বর্গ। প্রত্যেক বর্গে দশটি করিয়া নিয়ম। চীবর বর্গে প্রথম তিনটি নিয়ম। কঠিন চীবর লাভী ও অলাভী ভিক্ষুদের অতিরিক্ত চীবর ব্যবহারের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্থ নিস্সগ্গিয়া দ্বারা স্বীয় বস্ত্র ধৌত বা রঞ্জিত করা হইতে বারণ করা হইতেছে। পঞ্চম আপত্তি অনাত্মীয়া ভিক্ষুণীর নিকট হইতে পরিবর্তন ব্যতীত চীবর গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হইতেছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম আপত্তি অনাত্মীয় গৃহস্থদের নিকট হইতে অপ্রয়োজনীয় চীবর গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হইতেছে। অষ্টম ও নবম আপত্তি অনাত্মীয় গৃহস্থের নিকট চীবর তৈরীর জন্য অর্থ গ্রহণে স্বত্বারোপ করে। দশম আপত্তি রাজা, রাজামাত্য, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির নিকট হইতে চীবর বাবত অর্থ গ্রহণে বিবিধ প্রকার ব্যবহার-বিধি জানায়।

কোষিয় বর্গের প্রথম হইতে ষষ্ঠ আপত্তি রেশমী সূতা মিশ্রিত বিবিধ প্রকার বিছানাপত্রাদি তৈরীর বিধান প্রদান করে। সপ্তম আপত্তি অনুসারে অনাত্মীয় ভিক্ষুণীর দ্বারা মেষলোমের আস্তরণসমূহ ধৌত করা নিষিদ্ধ। নবম ও দশম আপত্তি অনুসারে সোনারূপার ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ।

পাত্রবর্গের প্রথম দুইটি আপত্তি ভিক্ষুদের পাত্র ব্যবহারের বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করে। তৃতীয় ও চতুর্থ শিক্ষাপদ যথাক্রমে গিলান প্রত্যয় ও বস্সিক-সাটিক ব্যবহার-বিধি জানায়। পঞ্চম হইতে নবম শিক্ষাপদ ছিন্নবস্ত্র সেলাই, নূতন বস্ত্র তৈরী সম্পর্কে আলোকপাত করে। দশম শিক্ষাপদ সংঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দানীয় বস্ত্র সংঘকে না দিয়া আত্মসাৎ করা অনুচিত বলিয়া মত প্রকাশ করে।

॥ পাচিত্তিয়া ॥

সংস্কৃত 'প্রায়শ্চিত্তিক' শব্দ হইতে 'পাচিত্তিয়া' শব্দের উৎপত্তি। সাধারণ অর্থে 'পাচিত্তিয়া' অর্থ 'প্রায়শ্চিত্তিক', 'দুঃখ প্রকাশ', 'দোষ স্বীকার' ইত্যাদি। পালি চিন্তানুসারে ইহার অর্থ 'বিসর্জ্জনীয় কুশল ধর্ম' অথবা আর্যমার্গ হইতে স্খলিত, চিত্ত সম্মোহ কারণে পাচিত্তিয়া। কুশল

ধর্মকে পাত করে অথবা পরমার্থ লাভের পক্ষে অন্তরায়কর বালয়া ইহাকে 'পাচিত্তিয়া' বলা হয়।[১]

পালি সাহিত্যে সর্বমোট ৯২ টি পাচিত্তিয়া ধর্মের উল্লেখ আছে। বর্গ হিসাবে পাচিত্তিয়া নয় ভাগে বিভক্ত। যথা, (১) মুসাবাদ, (২) ভূতগাম, (৩) ভিক্খুনোবাদ, (৪) ভোজন, (৫) অচেল, (৬) সুরাপান, (৭) সপ্পান, (৮) সহধম্মিক এবং (৯) রাজবগ্গ।

প্রথম হইতে সপ্তম বর্গে দশটি করিয়া নিয়ম। কিন্তু অষ্টম বর্গে ১২ টি শিক্ষাপদ। বর্গীকরণের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম অনুসৃত হয় নাই। প্রথম শিক্ষাপদ অনুসারে সাধারণতঃ বর্গের নামকরণ করা হইয়াছে। প্রথম বর্গে ভিক্ষুদিগকে মিথ্যাবাক্য, পিশুন বাক্য, কর্কশ বাক্য, সম্প্রলাপ, গৃহী ও ভিক্ষুণীদের সহিত অবৈধ সম্পর্ক না করার জন্য বারণ করা হইতেছে। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, ভিক্ষুগণ নিজেদের ধ্যান বিমোক্খাদি অধিগত হইলেও ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ব্যতীত অনুপসম্পন্নকে প্রকাশ করা উচিত নহে।[২] ভিক্ষু সংঘের সম্মতি না লইয়া কোন ভিক্ষুর পারাজিকা, সংঘাদিসেস, আপত্তি অনুপসম্পন্নকে প্রকাশ করিবে না। ভিক্ষু নিজে অকপ্পিয় ভূমি খনন করিবে না বা অপরকে অনুরূপ ভূমি খনন করিবার আদেশ প্রদান করিবে না। যে ভিক্ষু অকপ্পিয় ভূমি নিজে খনন করে বা করায় তাহার পাচিত্তিয়া আপত্তি হয়।[৩]

দ্বিতীয় বর্গে ভিক্ষুদিগকে জলজ ও স্থলজ বৃক্ষ-লতাদি ছেদন, বসিবার গোলাকৃতি তোষক, চেয়ার, টুল, পালং, শয়নের তোষক প্রভৃতি সাংঘিক দ্রব্য ব্যবহারের জন্য বিধি-নিষেধ আরোপ করে।[৪] ইহাতে আরও বলা হইয়াছে, এক ভিক্ষু অপর কোন ভিক্ষুকে ক্রোধচিত্তে সাংঘিক বিহার হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতে পারিবে না। সাংঘিক বিহারের আকাশ

১ "কুসল ধম্মসংকাতং কুসলচিত্তং, পাতেতি, তস্মা পাতেতি চিত্তন্তি পাচিত্তিয়ং।"

২ "যো পন ভিকখু অনুসম্পন্নস্স উত্তরি মনুস্সধম্মং আরোচেয্য ভূতস্মিং, পাচিত্তিয়ং।" নং-৫৭

৩ "যো পন ভিকখু পঠবিং খণেয্যবা খণাপেয্য পাচিত্তিয়ন্তি।" নং-৫৯

৪ "যোপন ভিকখু সংঘিকং মঞ্চং বা পীঠং বা ভিসিং বা কোচ্ছং বা অজ্ঝোকাসে সন্থরিত্বা বা সন্থরাপেত্বা বা তং পক্কমন্তোনেব উদ্ধরেয্য ন উদ্ধারাপেয্য, অনাপুচ্ছং, বা গচ্ছেয্য, পাচিত্তিয়ন্তি।"

কুটিতে পাদযুক্ত মঞ্চে বা পীঠে উপবেশন বা শয়ন করিবে না। অথবা জানিয়া-শুনিয়া কোন ভিক্ষু প্রাণীযুক্ত জল, মৃত্তিকায় বা তৃণে সেচন করাইবে না।

ভিক্খুনোবাদ বর্গে বলা হইয়াছে যে, ভিক্ষুগণ অসময়ে অথবা সংঘের অনুমতি না লইয়া ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করিতে পারিবে না। ভোজন বর্গে ভিক্ষুগণকে অন্নছত্রে ভোজন, গণভোজন, পরম্পরা ভোজন, পবারিত ভোজন, অদত্ত আহার, বিকাল ভোজন, সন্নিধিকার ভোজন, পনীত ভোজন প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত করিতেছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে, ভিক্ষুগণ উপরোক্ত প্রত্যেক প্রকার আহার সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া নিজেদের পিণ্ডপাত সংগ্রহ করিবেন।

পঞ্চম বর্গে বলা হইয়াছে, ভিক্ষুগণ স্বহস্তে অচেলক, নগ্ন পরিব্রাজক ও পরিব্রাজিকাদিগকে খাদ্য ভোজ্য অর্পণ করিবে না।[১] ভিক্ষুগণ (উপযুক্ত কারণ ব্যতীত) যুদ্ধার্থ নির্গত সৈন্য দর্শন করিবেন না বা সেনা-নিবাসে গমন করিবেন না। ষষ্ঠ বর্গে বলা হইয়াছে, ভিক্ষুগণ সুরাপান করিবেন না। খাতু প্রদান, জল ক্রীড়া, কোন ভিক্ষুকে অনাদর বা ভয় প্রদান, বিনা কারণে অগ্নি প্রজ্বলন ভিক্ষুদের নিষিদ্ধ। ভিক্ষুগণ উপহাস করিবার ছলেও কাহারও পাত্র-চীবর, বসিবার আস্তরণ, সূঁচঘর, কোমরবন্ধ লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না।[২] যিনি করেন তাঁহার পাচিত্তিয়া আপত্তি হইবে।

সপ্তম ও অষ্টম বর্গে প্রাণীহত্যা বিরতি, অনুপসম্পন্নকে উপসম্পদা প্রদান, সংঘের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, অমূলক সংঘাদিশেষ আপত্তি আরোপ করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। নবম বর্গে ভিক্ষুগণ সতীর্থের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন সম্পর্কীয় বিবিধ প্রকার বিধি-নিষেধ দৃষ্ট হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে, ক্রুদ্ধচিত্তে কাহাকেও আঘাত বা আক্রোশ করা উচিত নহে। অমূলক সংঘাদিশেষ আপত্তি আরোপ কিম্বা

১ "যো পন ভিকখু অচেলকস্স বা পরিব্বাজকস্স বা পরিব্বাজিকায বা সহথা খাদনীয়ং বা ভোজনীয়ং বা দদেয্য পাচিত্তিয়ন্তি।" নং-৯০

২ "যো পন ভিকখু ভিকখুস্স পত্তং বা চীবরং বা নিসীদনং বা সূচীঘরং বা কাযবন্ধনং বা অপনিধেয্য বা অপনিধাপেয্য বা অন্তমসো হস্সাপেকেখাপি পাচিত্তিযন্তি।" নং-১০৯

অন্য কোন প্রকারে অপর ভিক্ষুর অনুতাপ উৎপাদন করা উচিত নহে। কাহাকেও প্রথমে প্রশংসা করিয়া পরে নিন্দা করা বাঞ্ছনীয় নহে। ভিক্ষুদের কোন প্রকারের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা উচিত নহে।

॥ পটিদেশনীয়া ধম্মা ॥

আইনের দৃষ্টিতে "পটিদেশনীয়া" আপত্তিসমূহের তেমন কোন উপযোগিতা আছে বলিয়া মনে হয় না। পাচিত্তিয়া আপত্তির মতই ছোট-খাট নিয়ম-কানুন ভঙ্গের জন্যই এই পটিদেশনীয়া আপত্তি আরোপ করা হয়। সম্ভবতঃ স্থান ও কালের তারতম্যের জন্যই এই জাতীয় আপত্তিগুলির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। পটিদেশনীয়া আপত্তি সর্বমোট চারিটি: প্রথম ও দ্বিতীয় আপত্তি[১] ভিক্ষুদিগকে অজ্ঞাতিয়া ভিক্ষুণীর নিকট হইতে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণে বিধি-নিষেধ আরোপ করে। তৃতীয় আপত্তিতে সংঘ কর্তৃক ভিক্ষুদিগকে 'সেখ সম্মুতিকুল'[২] হইতে ভিক্ষা গ্রহণে নিষিদ্ধ করিতেছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, ভিক্ষুগণ পূর্বে নিমন্ত্রিত না হইয়া 'সেখ সম্মুতিকুল' হইতে ভিক্ষা গ্রহণ উচিত নহে। চতুর্থ শিক্ষাপদে অরণ্য বিহারে অবস্থান-কারী ভিক্ষুগণকে পূর্ব হইতে নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত না হইয়া কাহারও নিকট

১ প্রথম আপত্তি: যো পন ভিকখু অঞ্ঞাতিকায় ভিকখুনিয়া অন্তরঘরং পবিট্ঠায হত্থতো খাদনীযং বা ভোজনীযং বা সহত্থা পটিগ্গহেত্বা খাদেয্য বা ভুঞ্জেয্য বা পটিদেসেতব্বং তেন ভিকখুনা—গারয্হং আবুসো ধম্মং আপজ্জিং অসপ্পাযং পটিদেসনীযং, তং পটিদেসেমীতি।

দ্বিতীয় আপত্তি: ভিকখু পনেব কুলেসু নিমন্তিতা ভুঞ্জন্তি। তত্র চে সা ভিকখুনী বোসাসমানরূপা ঠিতা হোতি 'ইধ সূপং দেথ, ইধ ওদনং দেথা'তি; তেহি ভিকখূহি সা ভিকখুনী অপসাদেতব্বা অপসক্ক তাব ভগিনি যাব ভিকখূ ভুঞ্জন্তীতি। একস্স-পি চে ভিকখুনো ন-প্পটিভাসেয্য তং ভিকখুনিং অপসাদেতুং—অপসক্ক তাব ভগিনি যাব ভিকখূ ভুঞ্জন্তীতি, পটিদেসেতব্বং তেহি ভিকখূহি—গারয্হং আবুসো ধম্মং আপজ্জিমহা অসপ্পাযং পটিদেসনীযং ? তং পাটিদেসেমাতি।

২ "সেখসম্মতানি কুলানীতি সেখসম্মতং নাম কুলং যং কুলং সদ্ধায় বড্ঢতি ভোগেন হাযতি, এব রূপস্স কুলস্স ঞত্তিদুতিযেন কম্মেন সেখ সম্মুতি দিন্না হোতি।"

—বিভঙ্গ

হইতে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ অনুচিত। তৃতীয় ও চতুর্থ শিক্ষাপদ রোগীদের পক্ষে প্রযোজ্য নহে।

॥ সেখিয়া ॥

মহাব্যুৎপত্তিতে 'সেখিয়া' শব্দের প্রতিশব্দ 'শৈক্ষ্য' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 'সেখো' শব্দের অর্থ 'শিক্ষার্থী', 'ছাত্র', 'যার শিক্ষা এখনও সমাপ্ত হয় নাই।[১] 'অসেখ' শব্দের অর্থ 'শিক্ষাপ্রাপ্ত', 'পরিশুদ্ধ' 'যাহাকে আর শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নাই'। বৌদ্ধমতে 'সেখ' এমন এক ব্যক্তি, যাহার শিক্ষা এখনও শেষ হয় নাই অর্থাৎ যিনি এখনও অর্হত্বফল লাভ করেন নাই। 'অসেখ' এমন এক ব্যক্তি যাহার আর শিক্ষা করার প্রয়োজন নাই এবং যিনি অর্হত্বে উপনীত হইয়াছেন, যাঁহার কৃত সমাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং সেখিয়া বলিতে এমন কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি বুঝায়, যাহা বিনয় শিক্ষার্থী ভিক্ষু শ্রমণ মাত্রেরই শিক্ষা করা কর্তব্য। সংক্ষেপে সেখো ব্যক্তির শিক্ষণীয় বিষয়ই 'সেখিয়া'।[২]

সেখিয়ার সহিত অন্যান্য আপত্তির ব্যতিক্রম হইল এই যে, সেখিয়া আপত্তি ভঙ্গের জন্য কোন প্রকার শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না।

যে সমস্ত পরিবারে উপাসক উপাসিকা উভয়ে স্রোতাপন্ন, এবং যাঁহাদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায় কিন্তু ভোগ সম্পত্তির পরিহানি হয়। সেই পরিবারকে ভিক্ষুসংঘ "ঞত্তিদুতিয কম্ম" পাঠ করিয়া 'সেখসম্মুতিকুল' বলিয়া ঘোষণা করেন। কথিত আছে শ্রাবস্তী কোন স্রোতাপন্ন পরিবার এতই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন যে তাঁহারা নিজেরা উপবাস থাকিয়া ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া ভিক্ষা প্রদান করিতেন। বুদ্ধ ইহা জানিতে পারিয়া ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া ঐরূপ পরিবার হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ না করিবার জন্য একটি নিয়ম করেন : 'অনুজানামি ভিকখবে যং কুলং সদ্ধায় বড্ঢতি ভোগেন হাযতি এব রূপসস কুলস্স ঞত্তিদুতিযেন কম্মেন সেখসম্মুতিং দাতুং"

১ "সিক্খতীতি সেখো।"

২ "সেখোতি অধিসীল সিকখা, অধিচিত্ত সিকখা, অধিপঞ্ঞা সিকখাতি ইমা তিস্সো সিকখা সিক্খিতো, সোতাপত্তি—মগ্গট্ঠানং আদি কত্বা যাব অরহত্ত মগ্গট্ঠানা সত্তবিধো সেখো।"

—ধম্মপদট্ঠকথা, ৪৫.

বিনয়েও এইরূপ নিয়ম ভঙ্গ জন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থার উল্লেখ নাই। সেখিয়া নিয়মগুলি অন্যান্য আপত্তির তুলনায় একটু ভিন্ন ধরনের। এই কারণে কেহ কেহ বলেন সেখিয়াগুলি ভিক্ষু-জীবন যাপনের জন্য অবশ্য পালনীয় নিয়ম নয়। তবে সভ্য জগতে বাস করিবার জন্য ভদ্রজনোচিত ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। সেখিয়ার নিয়মগুলিতে ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মিলে। এইজন্য ইহাদের উপযোগিতা বিনয় শিক্ষাপদের তুলনায় কম নহে। আচার্য বুদ্ধ ঘোষও চুলবগ্গের আলোচনা করিতে যাইয়া সেখিয়া নিয়মের উপযোগিতা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।[১]

পালি পাতিমোক্খে ৭৫টি সেখিয়া দৃষ্ট হয়।[২] এইগুলি সাতটি বর্গে বিভক্ত: (১) পরিমণ্ডল, (২) উজ্জগ্ঘিক, (৩) খম্ভকত, (৪) সক্কচ্চ, (৫) কবল, (৬) সুরু সুরু, (৭) পাদুকা। প্রত্যেকটি বর্গে দশটি করিয়া নিয়ম। কেবল সপ্তম বর্গে ১৫টি শিক্ষাপদ। বর্গের প্রথম নিয়মানুসারে বর্গের নামকরণ করা হইয়াছে।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্গে বিহারে ও বিহারের বাহিরে কিভাবে চলাফেরা করিবে উহার বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। উহাতে বলা হইয়াছে, ভিক্ষুগণ সুসংযত হইয়া চলাফেরা করিবে। সুসংযত হইয়া চীবর ও বহির্বাস পরিধান করিবে। শির, বাহু বা শরীরের অন্যান্য অংশ সুন্দর রূপে আচ্ছাদন করিয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বহির্গত হইবে। শরীর হেলাইয়া

১ চুল বগ্গো, পঞ্চম অধ্যায়।
"এত্থ চ যস্মা যথ খন্দকে বুত্তমত্তম্পি তত্থ সিকখিতব্বা সেখিয়ানেব হোতি। তস্মা পারাজিকাদিসু বিয পরিচ্ছেদো ন কতো। চারিত্তনয দস্সনত্থং চ।" See also Kaikavitaram.
"যো পন ভিকখু ওলম্বেন্তো নিবাসেয্য দুক্কখস্তি এবং আপত্তিং নামেন অবত্বা সিকখা করনীয়ং তি এবং সব্বসিকখাপদেসু পালি আরোপিতা।"

২ সেখিয়া নিয়মের সংখ্যা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়। সর্বাস্তিবাদ প্রথতিমোক্ষে 'পাচিত্তিয়া' বা পায়ত্তিকার সংখ্যা ৯০, এবং সেখিয়ার সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ১১৩টি। অপরপক্ষে মূল সর্বাস্তিবাদে পায়ত্তিকা ও সেখিযার সংখ্যা যথাক্রমে ৯০ এবং ১০৮। উভয় সম্প্রদায়ের সর্বমোট নিয়মের সংখ্যা যথাক্রমে ২৬৩ এবং ২৫৮। বিস্তৃত বিবরণের জন্য লেখকের প্রবন্ধ দেখুন: "A Comperative Study of Buddhist Vinaya" C/o *The Dacca University Studies*, Pt. A. vol. XV. June, 1967.

দোলাইয়া এদিক-ওদিক ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিয়া গ্রামে গমন করিবে না। অল্প শব্দ করিয়া গ্রামে গমন বা উপবেশন করিবে। অবগুন্ঠিত হইয়া গ্রামে প্রবেশ বা উপবেশন করিবে না। কটিতে হস্তপদ স্থাপন করিয়া গ্রামে গমন বা উপবেশন করিবে না।

খম্ভকত বগ্গ, সক্কচ্চ বগ্গ, ও সুরু সুরু বগ্গে কিভাবে ভিক্ষু শ্রমণগণ বিহারে ও বিহারের বাহিরে আহার সংগ্রহ পরিভোগ করিবে, উহার বিশেষ বর্ণনা আছে। ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত চিত্তে পিণ্ডপাত গ্রহণ করিবে না। পাত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পিণ্ডপাত ভোজন করিবে। অন্নের স্তূপ মর্দিত করিয়া ভোজন করিবে না। অধিক গ্রহণের ইচ্ছায় সুপ বা ব্যঞ্জন অন্ন দ্বারা আচ্ছাদন করিবে না। নিন্দা করিবার ইচ্ছায় অপর ভিক্ষুর পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। বড় বড় গ্রাস করিয়া আহার করিবে না। চপ্ চপ্ করিয়া বা হস্ত, পাত্র বা ওষ্ঠ লেহন করিয়া ভোজন করিবে না। উচ্ছিষ্ট হাতে গ্লাস প্রভৃতি ধরিবে না। ইহা ছাড়া ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, সুসংযত হইয়া মনোনিবেশ পূর্বক উপবেশন না করিলে কাহাকেও ধর্মোপদেশ প্রদান করা উচিত নহে।

সর্বশেষ পাদুকাবর্গে ভিক্ষু শ্রমণদের পাদুকা ব্যবহারের নানা প্রকার বিধি-নিষেধ এবং রুগ্ন ও অরুগ্ন ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিবার নিয়ম-কানুন প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, অরুগ্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়া জলে, স্থলে, কিম্বা সজীব গাছ-গাছড়ার উপর পায়খানা-প্রস্রাব অথবা থুথু কফ প্রভৃতি ত্যাগ করা উচিত নহে।[১] রুগ্ন ভিক্ষু-শ্রমণদের বেলায় এই সমস্ত নিয়ম প্রযোজ্য নহে।

॥ অধিকরণ-সমথ ॥

'অধিকরণ'[২] শব্দের অর্থ 'ঝগড়া', 'ঝগড়ার বিষয়', 'বিচার', 'বিচারের বিষয়' ইত্যাদি। 'সমথ' অর্থ 'শান্তি', 'নিষ্পত্তি', 'মীমাংসা' যাহা পরস্পর

১ "ন ঠিতো অগিলানো উচ্চারং বা পস্সাবং বা করিস্সামীতি সিকখা করনীয়া।",
"ন হরিতে অগিলানো উচ্চারং বা পস্সাবং বা খেলং বা করিস্সামীতি সিকখা করনীয়া।"
"ন উদকে অগিলানো উচ্চারং বা পস্সাবং বা খেলং বা করিস্সামীতি সিকখা করনীয়া।"

২ "অধিকরণেসু তাব ধম্মোতি বা অধম্মোতি বা আর্টঠারসহি বথুহি বিবদন্তানং

আলোচনার দ্বারা নিষ্পত্তি হয়। সুতরাং 'অধিকরণ-সমথ' অর্থে এমন এক প্রকার ঝগড়া বুঝায়, যাহা পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা মীমাংসা করা যায়। পাতিমোক্‌খে সাত প্রকার অধিকরণ-সমথের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—(১) সম্মুখ বিনয়, (২) সতি বিনয়, (৩) অমূঢ়-বিনয়, (৪) পটিঞ্ঞাত করণ, (৫) যেভুয্যসিক, (৬) তস্সপাপিয্যসিক এবং (৭) তীণ বিত্থারক। এইরূপ অধিকরণ-সমথের নিয়মগুলি কেন পাতি-মোক্‌খের অন্তর্ভুক্ত করা হইল, উহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কষ্টকর। এই স্থলে সাত প্রকার অধিকরণ-সমথের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(ক) সম্মুখ-বিনয়—'সম্মুখ-বিনয়' সংস্কৃত 'সম্মুখ-বিনয়' বিনয় শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ যে বিবাদ সংঘের সম্মুখে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়। ইহা তিন প্রকার (১) (ক) সংঘ সম্মুখ—সমগ্র সংঘের সম্মুখে। যদি কোন বিবাদ একটি বিহারে মীমাংসা করা সম্ভব না হয়, তবে প্রয়োজন হইলে যে বিহারে বহুসংখ্যক ভিক্ষু বাস করে তথায় যাইয়া আলোচনা দ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে হইবে। যদি এইরূপ সংঘের মধ্যেও বিবাদ নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তবে উপযুক্ত ভিক্ষু দ্বারা একটি উব্বাহিয়া সংসদ গঠন করিয়া বিবাদ মীমাংসা করিতে হইবে। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে বৈশালীতে এইরূপ উব্বাহিকা পরিষদ গঠন করিয়া বিবাদ মীমাংসা করা হইয়াছিল।

(খ) ধম্মসম্মুখ—ত্রিপিটক গ্রন্থে বর্ণিত শিক্ষাপদের সহিত পরীক্ষা দ্বারা যে বিবাদ মীমাংসা করা হয়, তাহাকে ধম্মসম্মুখ বিনয় বলে।

(গ) পুগ্গলসম্মুখ—দুই পক্ষের ভিক্ষু সংঘ একত্রে মিলিত হইয়া যে বিবাদ নিষ্পত্তি করা হয় তাহাকে পুগ্গলসম্মুখ বলে।

২। সতি-বিনয়—অপরাধ স্বীকার করার পরে যদি বিবাদপরায়ণ ভিক্ষুরা তাহার প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া আপত্তি আরোপ করিতে থাকে,

ভিক্খূনং যো বিবাদো ইদং বিবাদাধিকরণং নাম। সীল বিপত্তিয়া বা আচার-দিট্‌ঠি-আজীব বিপত্তিযা বা অনুবদন্তানং যো অনুবাদো উপবাদো চেব চোদনা চ ইদং অনুবাদাধিকরণং নাম। মতিকায আগাতা পঞ্চ বিভঙ্গে দেতি সত্তাপি আপত্তি খন্ধ আপত্তাধিকরণং নাম। যং সংঘস্স অপলোকনাদীনং চতুন্নং কম্মানং করণং ইদং কিচ্চাধিকরণং নাম।"

তবে সেইরূপ ক্ষেত্রে সংঘ সতি-বিনয় প্রয়োগ করিয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করেন। অর্হৎ ভিক্ষু বা কোন সুশীল ভিক্ষুর প্রতিই এইরূপ সতি বা স্মৃতি-বিনয় প্রযোজ্য। চুল্লবগ্‌গে[১] এইরূপ সতি-বিনয়ের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বিনয়ে প্রদত্ত নিয়মানুসারে ভিক্ষু সংঘ ঞত্তিচতুত্থ কম্ম পাঠ করিয়া সতি-বিনয় প্রয়োগ করিবেন। তাঁহাকে প্রথমে ভিক্ষু সংঘের সম্মুখে হাজির হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিবেন। আদেশানুযায়ী ভিক্ষু সংঘের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সতি-বিনয় প্রার্থনা করিবেন, "ভন্তে, সংঘো, কোন কোন ভিক্ষু আমার প্রতি অমূলক দোষারোপ করিতেছে। আমি সংঘের সম্মুখে সতি-বিনয় প্রার্থনা করিতেছি। সংঘ আমাকে অনুগ্রহ করিয়া সতি-বিনয় প্রদান করুন।"

ভিক্ষু-সংঘ কোন উপযুক্ত ভিক্ষুকে সংঘের পক্ষে হইয়া সতি-বিনয় ঘোষণা করিবেন।

৩। অমূঢ়-বিনয়—ইহা এক প্রকার বিবাদ নিষ্পত্তির উপায়, যদ্দ্বারা উন্মত্ত ভিক্ষুর গতিবিধি সম্পর্কে সত্যারোপ করা হয়। 'অমূঢ়' সংস্কৃত 'অমূঢ়' পদ হইতে গৃহীত। ইহার অর্থ 'যাহার মূঢ়তা এখন নাই' অথবা 'যে এখন সম্বিত ফিরিয়া পাইয়াছে'। চুল্লবগ্‌গে[২] নিম্নলিখিতভাবে ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়: 'গগ্‌গ' নামক এক ভিক্ষু সাময়িক উন্মত্ততার দরুন বহু অবিনয় সম্মত কার্য সম্পাদন করেন। এখন তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি তাঁহার পূর্বকৃত অপরাধের কথা বুঝিতে পারিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় সংঘ তাঁহাকে সংঘের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পূর্বকৃত পাপের জন্য সাধারণভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতে বলিবেন। সেই ভিক্ষু কথিত উপায়ে দুঃখ প্রকাশ করিলে সংঘ তাঁহাকে 'অমূঢ়-বিনয়' প্রদান করিয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন। অমূঢ়-বিনয় কেবল যে ভিক্ষু স্বীয় দোষ স্বীকার করে তাহার উপরই প্রযোজ্য। যে ভিক্ষু স্বীয় কৃত দোষ স্বীকার করে না, তাহার উপর 'তজ্জনীয়-কম্ম' আরোপ করাই বিধেয়।

১ *Cullavagga XII*. "যাবতিকা ভিকখূ কম্মপত্তা তে আগতা হোন্তি। ছন্দারোহনং ছন্দ আহতো, সম্মুখিভূতো ন পটিক্কোসন্তি, এবং তথ সম্মুখতা।"

২ *Ibid*, IV.

৩ *Cullavagga*, IV. 5.; IV, 14. 28.

৪। পটিঞ্ঞাত-করণ—'পটিঞ্ঞাত করণ' সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'প্রজ্ঞা-করকঃ' শব্দ হইতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ হইল 'নিয়মানুগ স্বীকারোক্তি'। পটিঞ্ঞাত-করণ এমন এক প্রকার বিবাদ নিষ্পত্তি বিষয়ক নিয়ম, যদ্দ্বারা বিনয় সম্মতভাবে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়। এইরূপ স্বীকারোক্তি সাধারণতঃ নিজের অপেক্ষা অধিক বয়স্ক কোন উপযুক্ত ভিক্ষুর নিকট করিতে হয়।[১] বিনয়ে এইরূপ স্বীকারোক্তি করিবার সুন্দর নিয়ম প্রচলিত আছে।

৫। যেভুয়্যসিক—ইহা সম্ভবতঃ যদভূয়াসিক (=যৎ+ভূয়স+ইক)[২] শব্দ হইতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ 'যাহা প্রচুর'। বিনয়ের নিয়মানুসারে যে বিবাদ অধিক সংখ্যক ভিক্ষুর মত গ্রহণ করিয়া নিষ্পত্তি করা হয়, তাহাকে 'যেভুয্যসিক' বলে।[৩] ইহাকে মতাধিক্য কর্মও বলা হয়। কারণ অধিকাংশ ধর্মবাদী ভিক্ষুর মত লইয়াই বিবাদ নিষ্পত্তি হয়। চুল্লবগ্গে[৪] উল্লেখ আছে যেভুয্যসিক রূপ বিবাদ নিষ্পত্তি করণ তখনই প্রযোজ্য হয়, যখন উব্বাহিকা দ্বারা বিবাদ মীমাংসা অসম্ভব হইয়া পড়ে।[৪] অবশ্য ইহা সত্য যে উব্বাহিকা ও যেভুয্যসিকা উভয় প্রকার বিবাদ নিষ্পত্তিকরণে একজন উপযুক্ত ভিক্ষু সলাকার সাহায্যে ভোট গণনা করিয়া থাকেন। যে ভিক্ষু এইরূপ সলাকা গ্রহণ করেন, তাঁহাকে সলাকা গাহাপক বলে।[৪] সলাকা গাহাপকের কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে বিনয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে। ভোট তিন প্রকার হইতে পারে: (১) গূহক, (২) সকন্নু জপ্পক, (৩) বিবটক। সলাকা গাহাপক উপরোক্ত যে-কোন এক প্রকার উপায় অবলম্বনে ভোট গ্রহণ করিতে পারেন। ভোট গ্রহণ করিবার ব্যাপারে তাঁহার ক্ষমতাও কম নহে। কারণ তিনি ইচ্ছা করিলে কোন কোন ক্ষেত্রে ভোট গণনার ফল প্রকাশ নাও করিতে পারেন।

৬। তস্সপাপিয়সিকা—এইরূপ বিবাদ নিষ্পত্তিকরণ তখনই প্রযোজ্য হয়, যখন কোন ভিক্ষু প্রথমে দোষ স্বীকার করিয়া পরে উহা কোন কারণে এড়াইবার চেষ্টা করে। কেবল পাপী ও নির্লজ্জ ভিক্ষুর ব্যাপারে এইরূপ

১ *Majjhima*, II. p. 248.

২ Mahavyutpatti ; Minayeb : Patimokkha, p. 57. "Yadbhugahisikiya". ; Keru's Manual of Buddhism, p. 86.

৩ "বহুস কিরিযাব ধম্মবাদিনো বহুতরা যেভুয্যসিকা নাম।"

৪ Cullavagga, 4. 9. 10. ; IV-14. 26. ; Jataka, II.

বিবাদ নিষ্পত্তিকরণ প্রযোজ্য হয় বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে।[১] ইহাতে ভিক্ষু পরিষ্কারভাবে প্রকাশ না করিলেও তাহার অপরাধ এড়াইবার প্রচেষ্টা সহজে অনুমেয়।

চুল্লবগ্গে উল্লেখ আছে, ভিক্ষু উবল প্রথমে সংঘ মধ্যে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে। পরে আবার উহা অস্বীকার করে। বুদ্ধকে ইহা জানান হইলে বুদ্ধ বিবাদ "তস্সপাপিয়াসিকা কর্ম্ম" দ্বারা মীমাংসা করিবার জন্য উপদেশ দেন। এইরূপ শাস্তি বিনয়ের নিয়মানুসারে প্রয়োগ করিতে হয়। প্রদত্ত নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হইলে প্রদত্ত শাস্তি যুক্তিসংগত হইবে না। অপরাধী ভিক্ষুও পরিশুদ্ধ হইবে না। যথাসময়ে অপরাধী ভিক্ষুকে তাহার আপত্তির বিষয় জ্ঞাপন করিতে হইবে এবং উপযুক্ত সময়ে সংঘের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ জারী করিতে হইবে। তৎপর অপরাধের বিষয়ে তাহাকে দোষারোপ করিতে হইবে। সমস্ত কর্ত্তব্যগুলি যথাযথভাবে সম্পাদনের পর "ঞত্তিচতুত্থ কম্ম" পাঠ করিয়া শাস্তি প্রদান করিতে হইবে।

৭। তিণবত্থারক—সংস্কৃত 'তৃণবস্টক' শব্দ হইতে 'তিণবত্থারক' শব্দের উদ্ভব হয়। বিখ্যাত ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষের মতে মলকে (বিষ্ঠা) যতই নাড়াচাড়া করা যায় উহা হইতে ততই দুর্গন্ধ নির্গত হয়। সেইরূপ কোন কোন বিবাদ যতই আলোচনা করা যায় ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কোন পক্ষেরই উহাতে মঙ্গল সাধিত হয় না। বিবাদ কোন্দল, ঝগড়া, রেষারেষি ক্রমাগত লাগিয়া থাকে। এইরূপ বিষ্ঠা বা মল তৃণদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে উহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে সংঘ ইচ্ছা করিলে বিবাদের বিষয়টি আর অধিক আলোচনা করিতে না দিয়া সংঘের সামগ্রিক শ্রীবৃদ্ধি কামনায় সকলে মিলিয়া আপত্তি দেশনা করতঃ তৃণ দ্বারা মল আবৃত করার ন্যায় বিষয়টি একেবারে চাপা দিলে বিবাদের নিষ্পত্তি হয়।[২] ইহাকেই 'তৃণাচ্ছাদন-কর্ম্ম' বা 'তিনবত্থারক কর্ম্ম' বলে।

---

১ Mahavyutpatti. "তস্স পাপেয্যস্স কিরিয়া পাপেয্যাসিকা।"

২ "এব ইদং কম্মং তিণবিত্থারক সদিসত্তাতি তিণবিত্থারকোতি বুত্তং। যথা হি গুত্তং বা মুত্তং ঘত্তিযমানং দুগ্গন্ধতায় বড্‌ঢতি। তিণেহি অবত্থারিত্বা সুপটিচ্ছাদিতস্স পনস্স গন্ধো ন বড্‌ঢতি। এবমেব যং অধিকরনং মূলানুমূলং বূপসমিযমানং কক্খলত্তায বলত্তায ভেদায সংবত্ততি তং ইমিনা কম্মেন বূপসন্তং গন্ধং বিয তিণবত্থারকেন পটিচ্ছন্নং সুভূপসন্তং হোতী'তি ইদং কম্মং তিণবত্থাবকো'তি বুত্তং।"

ইহাতে একটি জিনিস মনে রাখিতে হইবে যে, পারাজিকা, সংঘাদিসেস, আপত্তির মত গুরুতর বিষয় এইরূপ উপায়ে মীমাংসা করা যায় না।

ভিক্ষুণী বিভঙ্গ

উপরে ভিক্ষুদের শিক্ষাপদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল। ভিক্ষুদের ন্যায় ভিক্ষুণীদের মধ্যেও অনুরূপ শিক্ষাপদ দৃষ্ট হয়। তবে কোন শিক্ষাপদের সংখ্যা ও ব্যবস্থাপনা উভয় বিভঙ্গে একরূপ নয়। ভিক্ষুণী বিভঙ্গের শিক্ষাপদসমূহ ভিক্ষুণী পতিমোক্খে নিবদ্ধ করা যায়। উহা সাত ভাগে বিভক্ত: (১) পারাজিকা ৮, (২) সংঘাদিসেস ১৭, (৩) নিস্সগ্গিয ৩০, (৪) পচিত্তিয়া ১৬৬, (৫) পাটিদেশনীয়া ৮, (৬) সেখিয়া ৭৫, (৭) অধিকরণ-সমথ ৭। উভয় বিভঙ্গের তুলনামূলক আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ভিক্খুণী বিভঙ্গ যেন খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে সংকলিত হইয়াছে। ইহার যেন স্বাধীন সত্তা নাই। ভিক্ষু বিভঙ্গের পরিপূরক হিসাবেই ইহার রচনা। ভিক্ষুবিভঙ্গের সাহায্য ছাড়া ইহার কোন কোন শিক্ষাপদ ব্যাখ্যা করা কষ্টকর। এমন কতকগুলি নিয়ম আছে, যাহা ভিক্ষু বিভঙ্গে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, অথচ ভিক্ষুণী বিভঙ্গে উহাদের কোন মূল্যই দেওয়া হয় নাই। ইহার ব্যতিক্রম হয় না, তাহা নহে। যেমন চৌর্য, হত্যা, মারামারি, সম্পত্তি অধিকার বিষয়ক নিয়মগুলি ভিক্ষুবিভঙ্গে অধিকতরভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু ভিক্ষু বিভঙ্গে এইরূপ নিয়মের আলোচনা ভিক্ষুণী বিভঙ্গে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ভিক্ষুণী বিভঙ্গের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

পারাজিকা:

ভিক্ষুদের চেয়ে ভিক্ষুণীদের অধিকতর কঠোরতার সহিত ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করিতে হয়। ভিক্ষুণীদের জন্য পারাজিকা আটটি, ভিক্ষুদের জন্য মাত্র চারিটি। ভিক্ষুণীদের প্রথম চারিটি পারাজিকা ভিক্ষুদের অনুরূপ। পঞ্চম ও অষ্টম পারাজিকা মৈথুন সম্পর্কীয়। উহারা যথাক্রমে "উভয় জানুমণ্ডলিকা" ও "এট্ঠবত্থুকা" নামে পরিচিত। 'উভয় জানুমণ্ডলিকা' শব্দের অর্থ এই যে, কোন ভিক্ষুণী অনুরক্তচিত্তা হইয়া যদি কোন পুরুষের জানুমণ্ডলের উপরিভাগস্থ কেশ, হস্ত, বাহু, কর্ণ প্রভৃতি অংশে স্পর্শ গ্রহণ বা পরিপীড়ণ

প্রাপ্ত হয়, তাহার পারাজিকা আপত্তি হয়। ষষ্ঠ পারাজিকা ভিক্ষুণীকে অপর কোন ভিক্ষুণীর পারাজিকা আপত্তি গোপন করিতে বারণ করে।[১] সপ্তম পারাজিকা ভিক্ষুণীদিগকে সংঘ কর্তৃক বহিষ্কৃত কোন ভিক্ষুর পক্ষ অবলম্বনে বারণ করা হয়।[২] অনুরূপ অপরাধের জন্য ভিক্ষুদের কেবল সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। অষ্টম পারাজিকায় বলা হইয়াছে কোন ভিক্ষুণী অনুরক্তচিত্তা হইয়া কোন পুরুষের (১) হস্ত, (২) সংঘাটির প্রান্তভাগ, (৩) একত্র দণ্ডায়মান থাকা, (৪) পরস্পর আলাপ, (৫) সংখেত স্থানে গমন, (৬) আগমন প্রতিক্ষা, (৭) গুপ্তস্থানে প্রবেশ, এবং (৮) নিজের দেহ প্রদান প্রভৃতি অষ্ট উপায়ে শরীর সংস্পর্শ করায়, তবে তাহার পারাজিকা আপত্তি হয়।[৩]

সংঘাদিশেষ :

সংঘাদিশেষ আপত্তি ও ভিক্ষুদের চেয়ে ভিক্ষুণীদের বেশী অর্থাৎ ভিক্ষুদের ১৩টি এবং ভিক্ষুণীদের ১৭টি। ভিক্ষুণীদের ১৭টি আপত্তির মধ্যে ৭টি

---

১ "যা পন ভিক্‌খুনী জানং পারাজিকা ধম্মং অজ্জাপন্নং ভিকখুনিং নেব অত্তনা পঠিচোদেয্য ন গনস্স আরোচেয্য যদা চ সা ঠিতা বা অস্স চুতা বা নাসিতা ব অবসটা, সা পচ্ছা এবং বদেয্য-পুব্বেবাহং অয্যে অঞ্ঞাসিং এতং ভিক্ষু ভিক্ষুণিং এব রূপা চ সা ভগিনীতি, নো চ খো অত্তনা পটিচোদেয্য, ন গনস্স আরোচেয্যন্তি, অর্যম্পি পারাজিকা হোতি অসংবাসা বজ্জপটিচ্ছাদিকা।"—ভিকখুনী পাতি মোক্‌খু, ২৬৪।

২ "যা পন ভিকখুনী সমগ্গেন সংঘেন উকখিত্তং ভিকখুং ধম্মেন বিনযেন সত্থুসাসনেন অনাদরং অপটিং অকতসহাযং তং অনুবত্তেয্য, সা ভিকখুনী ভিকখুনীহি এমস্স্ বচনীযা—এসো খো অয্যে ভিকখু সমগ্গেন সংঘেন উকখিত্তোধম্মেন বিনযেন সত্থুসাসনেন অনাদরো অপটিকারো অকত সহাযো, সায্যে এতং ভিকখূনং অনুবত্তীতি। এবং চ সং ভিকখুনী ভিকখুনীহি বুচ্চমানা তথেব পগ্গকেয্য সা ভিকখুনী ভিকখুনীহি যাবততিযং সমনুভাসিতব্বা তস্স পটিনিস্সগ্গায়। যাবততিযং চে সমনুভাসিত মানা তা পটিনিস্সগ্গায়। যাবত্তিযং চে পটিনিস্সজ্জেয্য, অযম্পি পারাজিকা হোতি অসংবাসো উকখিত্তানুবত্তিক।" —ভিকখুনী পাতিমোকখ, পৃঃ ২৬৪।

৩ "যান পন ভিকখুনী অবস্সুতা অবসস্সুতস্স পুরিসপুগ্গলস্স হত্ত গহণং বা সাদিযেয্য সংঘাঠিকস্স গহণং বা সাদিযেয্য, সন্তি টেঠয্য বা সল্লপেয্য বা সংকেতং বা গচ্ছেয্য পুরিসস্স বা অব্ভাগমনং সাদিযেয্য, ছন্নং বা অনুপবিসেয্য কাযং বা তদত্থার্য উপসংহরেয্য, এতস্স অসদ্ধম্মস্স পটিসেবনত্থার্থ অযম্পি পারাজিক হোতি—অসংবাসা অট্ঠবত্থুকা।

—পাতিমোক্‌খং, পৃঃ ৭৬৫।

ভিক্ষুদের অনুরূপ (ভিক্ষুণী পতিমোকখ ৭, ৮, ৯, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ যথাক্রমে ভিক্ষুপাতিমোক্‌খ, ৫, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ আপত্তির সমান)। অপর সংঘাদিসেস আপত্তিসমূহ ঝগড়াটে ভিক্ষুণী, অনুপযুক্ত স্ত্রীলোককে প্রব্রজ্যা প্রদান, গৃহীসংস্রব, অপরাধ প্রচ্ছন্নকরণ, থেরী ভিক্ষুণীদের অশ্রদ্ধা প্রদর্শন, সংঘ সভায় গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ, গৃহস্থের সহিত ঝগড়া প্রভৃতি বিষয় হইতে ভিক্ষুণীদিগকে নিবৃত্ত করিবার প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়।

নিস্‌সগ্‌গিয় পাচিত্তিয়া :

'নিস্সগ্গিয়' বা' নৈসর্গিক প্রায়শ্চিত্তিক' আপত্তির সংখ্যা উভয় বিভঙ্গে সমান। আপত্তিসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত যথা, (১) পাত্র, (২) চীবর, এবং (৩) জাত-রূপ-রজত। তৃতীয় বর্গটি ভিক্ষুবিভঙ্গে 'এলক-লোমবর্গ' নামে অভিহিত। ভিক্ষুণী বিভঙ্গে বর্ণিত ৩০টি আপত্তির মধ্যে ১৮টি ভিক্ষু পাতিমোক্‌খের অনুরূপ। অপর ১২টি শিক্ষাপদ ভিক্ষুণীদিগকে অতিরিক্ত চীবর, পোশাক-পরিচ্ছদ, পাত্র, গৃহস্থালীর আসবাবপত্র প্রভৃতির ব্যবহারে সংযত করা হয়।

পাচিত্তিয়া :

ভিক্ষুণী বিভঙ্গে ১৬৬টি পাচিত্তিয়া, অপর পক্ষে ভিক্ষুপাতিমোক্‌খে মাত্র ৯২টি পাচিত্তিয়া। পাচিত্তিয়াগুলি ১৬টি বর্গে বিভক্ত। যথা, লসুন, বত্তথক্ক, নগ্গ, তুবট্‌ঠ, চিত্তাগার, আরাম, গব্ভিনী, কুমারিভূত, ছত্তুপানহ, মুসাবাদ, ভূতগাম, ভোজন, চারিত্ত, জোতি, সংবাস এবং ধম্মিক বর্গ। মুসাবাদ বর্গ হইতে ধম্মিক বর্গ পর্যন্ত এই সাত বর্গ প্রায় ভিক্ষুপাতিমোক্‌খের অনুরূপ। তবে সিক্‌খাপদের সংখ্যা, ব্যবস্থাপনা, শব্দ সংকলন, পদ সংযোজনের মধ্যে কিছুরকিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন সময় পূর্বের শিক্ষাপদ পরে এবং পরের শিক্ষাপদ পূর্বে স্থাপন করা হইয়াছে মাত্র। অপর শিক্ষাপদগুলি সাধারণত: স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক, খাদ্যাখাদ্য বিচার, স্বাস্থ্যরক্ষা, অবিনয় সম্মত প্রব্রজ্যা, পারস্পরিক সৌজন্য, বিলাস বসন-ভূষণ, দৈনন্দিন চাল-চলন সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপ করে।

পাটিদেসনিয়া :

ভিক্ষুণীদের পাটিদেশনিয়া আপত্তি ৮টি, ভিক্ষুদের তুলনায় ৪টি বেশী। এই নিয়মগুলির আইনগত কোন মূল্য নাই। ইহাদের দ্বারা সাধারণতঃ ভিক্ষুণীদিগকে অবিনয় সম্মত উপায়ে ঔষধপত্র, মধু, ঘি, ফানিত, মৎস্য, মাংস, ক্ষীর, দধি প্রভৃতি ভক্ষণ ও সংগ্রহে সত্ত্বারোপ করে।

সেখিয়া ও অধিকরণ সমথ :

এই দুই প্রকার শিক্ষাপদ উভয় বিভঙ্গে একরূপ। ইহাদের গুরুত্ব অন্যান্য শিক্ষাপদের তুলনায় কম বলিয়া মনে হয়। কারণ এই নিয়মগুলি ভঙ্গের জন্য বিনয়ে কোন শাস্তির ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। এই নিয়মগুলি দ্বারা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদিগকে ভদ্রজনোচিত ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সমস্ত কারণ বিবেচনা করিয়া সেখিয়াকে বিনয়ের পরিপূরক শিক্ষাপদ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

উপরে উল্লিখিত সাত প্রকার শিক্ষাপদ ছাড়া ভিক্ষুণী বিভঙ্গে উপসম্পদা, প্রবারণা, বর্ষাবাস, কঠিনদান, ওবাদ ও উপসথ সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা দৃষ্ট হয়।

উপসম্পদা :

ভিক্ষুণী-সংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য বুদ্ধ প্রথম দিকে অস্বীকৃতি জানাইলেও পরবর্তীকালে স্ত্রীলোকদের সংঘে দীক্ষাদানের ব্যাপারে উদার নীতিরই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংঘে সর্ব সম্প্রদায়ের লোক অনায়াসে দীক্ষালাভ করিতে পারিত। সেখানে জাতিধর্ম নির্বিশেষে কোন পার্থক্য ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক, ব্যবসায়ী, গাড়োয়ান, শূদ্র, সূতার, কামার, নাপিত, কসাই, কৃতদাস, এমনকি জারজ সন্তান, বারাঙ্গনা পর্যন্ত সংঘে দীক্ষালাভ করিতে পারিত। ভিক্ষুণী-সংঘ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ভিক্ষুগণ সর্ববিষয়ে পারদর্শী ও উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা নূতন ধর্মকে সাধারণ মানুষের নিকট প্রচার করিবার মহান ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বহুলোক এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নব ধর্ম জনসমাজে প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বহু অধার্মিক নরনারী বৌদ্ধ-সংঘে দীক্ষালাভ

করে। এক সময় এক লিচছ্বী কন্যা অবৈধ যৌন সম্ভোগ করিয়া শাস্তির ভয়ে সংঘে দীক্ষালাভ করে। তাহার স্বামী রাজা প্রসেনজিৎকে ইহা জ্ঞাপন করে। রাজা আদেশ করেন যে, যেহেতু সেই নারী সংঘে যোগদান করিয়াছে, তাহাকে কেহ শাস্তিপ্রদান করিতে পারিবে না।[১]

ইহা শুনিয়া বহু অপরাধী দুষ্কৃতকারিণী স্ত্রীলোক তাহাদের কৃত অপরাধের শাস্তি এড়াইবার জন্য সংঘে যোগদান করে। বুদ্ধ ইহা জানিতে পারিয়া স্ত্রীলোকদিগকে দীক্ষাদানের জন্য কতকগুলি বিধি-নিষেধের প্রবর্তন করেন।[২] সংঘে যোগদানের উপযুক্ততা পুরুষদের চেয়েও স্ত্রীলোকদের কঠোরতর করা হয়।[৩] ভিক্ষুণী সংঘে যোগদানের অনুপযুক্ততাসমূহ হইল: উন্মত্ততা, বয়সাধিক্য, রুগ্নতা, অত্যধিক অপরাধ-প্রবণতা, ঋণগ্রস্থা এবং দাসীত্ব। এইগুলি ছাড়া অন্তঃসত্ত্বা, শিশুদের দুগ্ধ প্রদানের সময় কিম্বা মাতা-পিতা বা স্বামীর বিনানুমতিতে কোন স্ত্রীলোককে প্রব্রজ্যা দেওয়া নিষিদ্ধ।

সমস্ত সভ্যদেশে ইহা একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে যে, শিশুর লালন-পালনই মাতা-পিতার সবচেয়ে বড় কর্তব্য। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক এবং স্তন্য প্রদায়িনী মাতার পক্ষে প্রব্রজ্যা গ্রহণ অসম্ভব। দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তার মাতৃ-স্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। স্ত্রীলোকের মাতৃত্বের সহিত যৌন সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অন্তঃ-সত্ত্বা রমণী ও স্তন্যপ্রদায়ী স্ত্রীলোককে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলে ভিক্ষুণী সংঘের উপর অযথা কলঙ্কারোপ করা অস্বাভাবিক নহে। ইহা ছাড়াও মাতৃস্তন্য প্রদায়ী জননী এবং অন্তঃসত্ত্বা রমণীর পক্ষে যেরূপ সুখ-সাচছন্দ্যের প্রয়োজন, বৈরাগ্য জীবনে তাহা লাভের সম্ভাবনা কম। সুতরাং অনাগরিক বৈরাগ্যজীবন তাহাদের অনুপযোগী। অবশ্য বিধবা স্ত্রীলোক অথবা স্বামী পরিত্যক্তা নারীর পক্ষে প্রব্রজ্যা অবলম্বনে কোন বাধা নাই। তবে ভিক্ষুদের সহিত ভিক্ষুণীদের পার্থক্য হইল এই যে, ভিক্ষুণীগণ একবার প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিলে আবার উপসম্পদা গ্রহণ করিতে পারে না।

১ ভিক্ষুণী বিভঙ্গ, ২ খ, পৃঃ ২২৫

২ *Vinaya Pitaka*, Vol. IV, pp. 225-226.

৩ ভিক্ষুসংঘে প্রবেশের ২৪ প্রকার অনুপযুক্ততা ছাড়া ভিক্ষুণীদের নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ বিচার করিতে হয়: অনিমিত্ত, নিমিত্তমত্ত, অলোহিত, ধুব্বচোত, পগ্‌গরন্তি, সিখরিনি, ইত্থিপনিক, সম্ভিন্ন, এবং উভতোব্যঞ্জনো। চুলবগ্‌গ, X, p. 117.

উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ অনুপযুক্ততাসমূহ ছাড়া ভিক্ষুনীদের প্রব্রজ্যার সময় তাহাদের বয়স, জাতি প্রভৃতি সম্পর্কে কয়েকটি অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।

ভিক্ষুনী সংঘ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ভিক্ষুগণই স্ত্রীলোকদের উপসম্পদা প্রদান করিতেন। কিন্তু কালক্রমে ভিক্ষুদের ন্যায় ভিক্ষুনী সংঘে 'ঞত্তিচতুত্থ কম্ম' নামক কম্মবাচা দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ভিক্ষুণী সংঘে উপাধ্যায়কে উপ্পাজ্‌জ্ঝায এর পরিবর্তে 'পবত্তিনী' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

নিস্‌সয়

ভিক্ষুণীদের উপসম্পদা প্রদানের পরই ভিক্ষুদের ন্যায় 'নিস্‌সয়' সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ভিক্ষুণীদের তিনটি নিস্সয়। বুদ্ধ ভিক্ষুণীদের জন্য নিস্সয়ের ব্যবস্থা করিবার সময় ভিক্ষুনীদিগকে সম্ভোগলিপ্সু দুষ্ট প্রকৃতির পুরুষের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সজাগ ছিলেন। সেই জন্য তিনি ভিক্ষুণীদের গতিবিধি সম্পর্কে বহুপ্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। ভিক্ষু-ণীদের জন্য বৃক্ষমূলে শয়নাসন এবং অরণ্যাশ্রমে বাস নিষিদ্ধ। ভিক্ষুণিগণ কোন প্রকার প্রসাধন প্রলেপ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা বারাঙ্গনাদের সহিত স্নান করিতে পারিবেন না। তাঁহারা সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া সাদাসিদে পোষাক পরিধান করিবেন এবং কখনও উলঙ্গ হইয়া স্নান করিবেন না। তাঁহাদের রাত্রিতে গ্রামে যাওয়া, ফেরীঘাট অতিক্রম বা একাকী ভ্রমণ নিষিদ্ধ। কোন গোলমালের সময় তাঁহারা রাস্তার পার্শ্বে একাকী কার্য করিবেন না, ভ্রমণ করিবেন না।

পাতিমোকখ আবৃত্তি ও ওবাদ উদ‌্যাপন

পাতিমোক্‌খ আবৃত্তি ও 'ওবাদ' উদযাপন ভিক্ষুনী সংঘের দুইটি উল্লেখ-যোগ্য ব্যাপার। ভিক্ষুণীদিগকে এই দুইটি বিষয়ের জন্য ভিক্ষুদের মুখা-পেক্ষী হইতে হয়। কারণ ভিক্ষুণী সংঘ স্বাধীনভাবে পাতিমোকখ আবৃত্তি ও ওবাদ উদযাপনের বা উপদেশ প্রদানের তারিখ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। উপসথের পূর্বে প্রত্যেক ভিক্ষুনীকে "পারিশুদ্ধিতা" জ্ঞাপন অবশ্য করণীয়। এইজন্য ঐদিন পুরাতন অপরাধের শাস্তিবিধান এবং নূতন আপত্তির জন্য দোষ স্বীকার প্রভৃতি কার্যসমূহ মহা উৎসাহের সহিত সম্পাদিত হয়। উপসথ সাধারণতঃ উভয় সংঘের উপস্থিতিতে সম্পাদিত হয়। আপত্তি নির্ধারণ

ও প্রায়শ্চিত্ত করণের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কেবল সামান্য ছোটখাট ব্যাপারসমূহ ভিক্ষুণীগণ ইচ্ছা করিলে নিজেদের পৃথক সংঘ সভায় নিষ্পত্তি করিতে পারেন। কিন্তু গুরুতর বিষয়ে ভিক্ষুণীসংঘ একা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না। ভিক্ষুনী সংঘ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে কেবল ভিক্ষুরাই পাতিমোকখ আবৃত্তি করিতে পারিত। কিন্তু পরবর্তীকালে ভিক্ষুণিগণকে নিজেদের মধ্যে পাতিমোকখ আবৃত্তি করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে ভিক্ষুণিগণ সুষ্ঠুভাবে পাতি-মোকখ আবৃত্তি করিতে না পারিলে কোন উপযুক্ত ভিক্ষুর সাহায্য লইতে পারেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই অনুপযুক্ত ভিক্ষুকে পাতিমোকখ আবৃত্তি করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় না।

পাক্ষিক পাতিমোকখ আবৃত্তির ন্যায় ভিক্ষুনীদের 'ওবাদ সভায়' উপস্থিত থাকাও অবশ্য কর্তব্য। থেরীদের পরামর্শানুসারে কোন উপযুক্ত ভিক্ষুকে ভিক্ষুসংঘ ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দেওয়ার জন্য নির্বাচিত করেন। নির্বাচিত ভিক্ষুকে যথাসময়ে ভিক্ষুণীদের সভায় উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রদান করিতে হইবে। অসময়ে কোন ভিক্ষু ভিক্ষুনীদের আবাসে যাইতে পারি-বেন না।

বর্ষাবাস

ভিক্ষুদের ন্যায় ভিক্ষুণীদিগকেও তিনমাস বর্ষাব্রত উদযাপন করিতে হয়। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় এই ব্রত আরম্ভ এবং আশ্বিনী পূর্ণিমায় ইহার অবসান হয়। এই তিন মাস ভিক্ষুনীগণ একস্থানে অবস্থান করিয়া ধ্যান, ধারণা ও অধ্যাপনায় রত হন। কোন কারণে কোথাও গমন করিলেও সূর্যোদয়ের পূর্বে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। ভিক্ষুণিগণ ভিক্ষু বিহীন কোন বিহারে বর্ষাব্রত উদযাপন করিতে পারেন না। বর্ষাবাসের সময় ওবাদ, উপসথ ও প্রবারণা ভিক্ষুণীদের তিনটি অবশ্য করণীয়। সুতরাং উপযুক্ত স্থান নির্বাচন বর্ষাব্রত উদযাপন করিবার জন্য বুদ্ধ ভিক্ষুণিগণকে উপদেশ দিয়াছেন। যেখানে উপযুক্ত ভিক্ষুর অভাব নাই, প্রয়োজনীয় অনুবস্ত্র সহজ-লভ্য, এবং যে আবাস ভিক্ষুর আবাসস্থল হইতে অধিক দূরে অবস্থিত নহে, ঐরূপ স্থানে ভিক্ষুণিগণ বর্ষাবাস উদযাপন করিবেন।

প্রবারণা ও কঠিনদান

প্রবারণা ও কঠিনদান বর্ষাব্রত উদযাপনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উপযুক্তভাবে কোন ভিক্ষু বর্ষাব্রত উদযাপন না করিলে কঠিন চীবরদান গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। বর্ষাব্রত সমাপ্তির পর প্রবারণা উদযাপন উভয় সংঘের অবশ্য করণীয়। ভিক্ষুণীদের উভয় সংঘেই প্রবারণা উদযাপন করিতে হয়। ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ভিক্ষুদের সাথে একবারেই ভিক্ষুণীগণ প্রবারণা উদযাপন করিতেন। কিন্তু ইহাতে ভিক্ষুণীদের ছোট খাট ব্যাপার লইয়া সমগ্র সংঘ জড়িত হইয়া পড়িতেন। এইজন্য পরবর্তীকালে ভিক্ষুণীগণকে প্রবারণার পূর্বদিন নিজেদের মধ্যে প্রথমে একবার উপসথ করিয়া সমগ্র সংঘের সহিত পুনরায় প্রবারণা করিতে হয়। ইহাতে সমগ্র সংঘের কাজ অনেকটা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। বুদ্ধ ভিক্ষুণী-দিগকে উপযুক্ত পোষাক পরিধান করিয়া সংঘ-সভায় উপস্থিত হইবার জন্য বলিয়াছেন। কঠিন চীবর দানের প্রবর্তন হওয়ায় ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শ্রামণের এবং শ্রামণীদের উপযুক্ত চীবর প্রাপ্তির পথ সুগম হয় এবং গৃহস্থদেরও উত্তম দানক্ষেত্র সংঘে দান করিবার সুযোগ হয়। এই ভিক্ষু-ভিক্ষুণী এবং উপাসক-উপাসিকাগণ কঠিন চীবর উদযাপনের জন্য যথেষ্ট ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

উপরে সুত্তবিভঙ্গে যে সমস্ত নিয়ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, উহার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। ইহাতে সর্বমোট ভিক্ষুদের অবশ্য প্রতিপাল্য ২২৭টি (ভিক্ষুনীদের ৩১১টি) নিয়মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভিক্ষুপাতিমোকেখর ২২৭টি নিয়ম সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। অঙ্গুত্তরনিকায়[১] ও মিলিন্দপ্রশ্নে[২] ২২৭টির পরিবর্তে ১৫০টি ভিক্ষুশীলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই পর্যন্ত পাতিমোকেখর বহু সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে পালি, সংস্কৃত, মিশ্র সংস্কৃত, তিব্বতী এবং চৈনিক[৩] প্রতিমোক্ষ বিশেষভাবে

১ অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃ·২৩০-২৩৬, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৩।

২ মিলিন্দ পঞ্‌হো, পৃঃ ২৪৩।

৩ চৈনিক ও তিব্বতী প্রাতিমোক্ষদ্বয় সংস্কৃত হইতেই অনুবাদ করা হইয়াছে। কাশ্মীরের গিলগিটে মূল সর্বাস্তিবাদীদের ব্যবহৃত একটি প্রাতিমোক্ষ সূত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডক্টর অনুকূল চন্দ্র বানার্জী কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তালপাতায় পুঁথিতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর

উল্লেখযোগ্য। এই পর্যন্ত পাতিমোকখের বহু সংস্করণের মধ্যে সর্বাস্তিবাদ প্রতিমোক্ষশীলের সংখ্যাই সর্বাধিক (ভিক্ষুনী পাতিমোকখ ব্যতীত) অর্থাৎ ২৬৩ এবং সবচেয়ে কম হইল মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের প্রাতিমোক্ষে অর্থাৎ ২১৮টি। প্রথমটিতে সেখিয়ার সংখ্যা ১১৩ এবং দ্বিতীয়টিতে মাত্র ৬৬টি সেখিয়া। সেখিয়ার তারতম্যের জন্যই সম্ভবতঃ পাতিমোকখ শিক্ষা-পদের কম বেশী হয়।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষাপদসমূহের তুলনামূলক আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রধান প্রধান নিয়মসমূহের সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, তিব্বতী, চৈনিক প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাতিমোক্ষই প্রায় একরূপ। তবে শব্দ প্রয়োগ, শিক্ষাপদসমূহের বিশ্লেষণ, পদ বিন্যাস প্রভৃতির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সেখিয়ার ব্যাপারেই সব চেয়ে বেশী পার্থক্য বিদ্যমান। সেখিয়ার নিয়মগুলি যেন পাতিমোকখের অন্যান্য শিক্ষাপদের তুনায় ভিন্ন প্রকৃতির এই নিয়মসমূহ ভঙ্গ করিলে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। এইজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন সম্ভবতঃ সেখিয়া নিয়মগুলি প্রথমে মূল পাতিমোকখের সহিত জড়িত ছিল না। পরবর্তীকালে সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা মূল বিনয় নিয়মের সহিত সংযোজিত করা হয়। এই সংযোজনও সম্ভবতঃ একই সময়ে একসঙ্গে হয় নাই। এই কারণে আমরা অঙ্গুত্তর নিকায় ও মিলিন্দ প্রশ্নে পাতিমোকখ শীলের সংখ্যা সুত্তবিভঙ্গের অনুরূপ দেখিতে পাই না।

ব্যবহৃত গুপ্ত অক্ষরে রচিত। তিব্বতী ভাষায় ইহার নয়টি ভাষ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ) হইতে একটি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। চৈনিক, তিব্বতী ও সংস্কৃত প্রাতিমোক্ষের আলোচনায় এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। সর্বাস্তিবাদী প্রাতিমোক্ষে 'পায়ন্তিকা' ও সেখিয়ার সংখ্যা যথাক্রমে ৯০ এবং ১১৩। অপর পক্ষে মূল সর্বাস্তিবাদ বিনয়ে ইহাদের সংখ্যা হইল যথাক্রমে ৯০ এবং ১০৮। পালি পাতিমোকেখ পাচিত্তিয়া ৯২ এবং সেখিয়ার সংখ্যা ৭৫। তিনটি পাতি মোকেখ মোট শিক্ষাপদের সংখ্যা হইল সর্বাস্তিবাদ ২৬৩, মূল সর্বাস্তি-বাদ ২৫৮ এবং পালি ২২৭। সর্বাস্তিবাদ ও মূল সর্বাস্তিবাদ প্রাতিমোক্ষ একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া সমাপ্ত হয়।

মহাবগ্‌গ

ইহা একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ। সুত্তবিভঙ্গের পরেই ইহার স্থান। বুদ্ধের সামসাময়িক কালের বহু ঐতিহাসিক ঘটনায় এই গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। ইহাতে মোটামুটি বুদ্ধত্ব লাভ হইতে সংঘ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বুদ্ধজীবনের কাহিনী-গুলির ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। এইজন্য গ্রন্থখানি বুদ্ধের জীবনী সংগ্রহের জন্য অতীব মূল্যবান। ইহাতে সর্বমোট দশটি অধ্যায় আছে। যথা,—(১) মহাকখন্ধ, (২) উপসথ, (৩) বস্সুপনায়িকা, (৪) পবারণা, (৫) চম্ম, (৬) ভেসজ্জ, (৭) কঠিন, (৮) চীবর, (৯) চম্পেয্য এবং (১০) কোসম্বক। প্রত্যেক অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল —

মহাখন্ধক

বুদ্ধগয়ার নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিরুকখমূলে বুদ্ধত্বলাভের পর হইতে এই গ্রন্থের আরম্ভ হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে' বুদ্ধত্বলাভের পর বোধিবৃক্ষ-মূলে বুদ্ধ এক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। এখানে একসপ্তাহ এক পল্লঙ্কে বসিয়া বিমুক্তিসুখ অনুভব করেন। রাত্রির প্রথম যামে তিনি অনুলোম পটিলোম[১] ভাবে প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি অনুধাবন করেন। রাত্রির প্রথম যামে এইরূপ ভাবে চিন্তা করিতে করিতে তিনি হঠাৎ উদান গান করিয়া উঠেন,

> "যদা হবে পাতু ভবন্তি ধম্মা,
> আতাপিনো ঝাযতো ব্রাহ্মণস্স;
> অথস্স কঙখা বপযন্তি সব্বা,
> যতো পজানাতি সহেতু ধম্মং"তি।

১ অবিজ্জা পচ্চযা সংখ্যারা, সংখারা পচ্চযা বিঞ্ঞানং, বিঞ্ঞান পচচযা নামরূপ্পং, নামরূপ পচ্চযা সলাযতনং, সলাযতনপচ্চযা ফস্সো, ফস্সো, পচ্চযা বেদনা, বেদনা পচ্চযা তণ্হা, তণ্হা পচ্চযা উপাদানং, উপাদান পচ্চযাভবো ভবো, ভবপচ্চযা জাতি, জাতি পচ্চযা জরামরং, সোকপরিদেব দুকখ দোম্মানস্ সুপায়াসা নিরুজ্ঝন্তি—এবমেতস্স কেবলস্স্ দুকখখন্ধাস্স নিরোধো হোতী"তি।

অনুবাদ :

"শ্রদ্ধা আদি বোধি-পক্ষীয় ধরম
প্রকাশ্যে যখন হয় সমাগম,
ধ্যানী বীর্যবান ব্রাহ্মণের হয়
সকল সংশয় তখন লয়—
এই দুঃখ রাশি কোন হেতু আসে
যবে হয় জ্ঞানেব উদয়।"

দ্বিতীয় যামেও অনুরূপভাবে চিন্তা কবিতে কবিতে বলিয়া উঠেন,

"যদা হবে পাতু ভবন্তি ধম্মা,
আতাপিনো ঝায়তো ব্রাহ্মণস্স ;
অথস্স কঙ্খা বপযন্তি সব্বা,
যতো খযং পচ্চযানং অবেদি।"

অনুবাদ :

"শ্রদ্ধা আদি বোধি-পক্ষীয় ধরম
প্রকাশ্যে যখন হয় সমাগম,
ধ্যানী বীর্যবান ব্রাহ্মণের হয়
সকল সংশয় তখন লয
দুঃখেব কারণ কিসে ধংস হয়
যবে হয় সেই জ্ঞানের উদয়।"

শেষ যামেও তিনি অনুরূপভাবে উদান আবৃত্তি করিয়া উঠেন,

"যদা হবে পাতু ভবন্তি ধম্মা,
আতাপিনো ঝায়তো ব্রাহ্মণস্স ;
বিধূপযং তিট্‌ঠতিমার সেনং,
সুরিযো'ব ও ভাসযমন্তলিকখং ॥"

অনুবাদ :

শ্রদ্ধা আদি বোধি-পক্ষীয় ধরম
প্রকাশ্যে যখন হয় সমাগম,
ধ্যানী বীর্যবান ব্রাহ্মণের হয়
ধরম সংগ্রামে তখন জয়
তপন আকাশে যথা অবভাসে
বিনাশে মারের সৈন্যচয়।"

মজ্‌ঝিম নিকায়ের অধিয়োপরি যোগান সুত্রে এবং ধম্মপদে আবার অন্যরূপও আছে। তথায় বলা হইয়াছে যে বুদ্ধ যখন পরিপূর্ণ বোধিজ্ঞান লাভ করিয়া স্থিত হন তখন তাঁহার অন্তর হইতে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে নিম্নলিখিত গাথা উৎসারিত হয়।

"অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিধিসং,
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পনং।
গহ-কারক, দিটঠোসি পুন গেহংন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসঙ্খিতং
বিসঙ্খার গতং চিত্তং তন্হানং খযমজ্‌ঝগা।"

অনুবাদ ঃ

জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহ কারক। গৃহ না পারিবে রচিবারে আর।
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চূড়মার গৃহ ভিত্তিময়,
সংস্কার বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।"

এইভাবে ভগবান বুদ্ধ সাত সপ্তাহ সপ্ত মহাস্থানে[১] বিমুক্তি সুখ অনুভব করেন। সাত সপ্তাহ অতিক্রম করিবার পর রাজায়তন বৃক্ষের ছত্রছায়ায় উৎকল হইতে আগত তপস্সু ও ভল্লিকা নামক দুইজন বনিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। বণিকদ্বয় বুদ্ধকে মন্ত ও মধুপিণ্ডিক প্রদান করেন। বুদ্ধ তাহাদিগকে সংক্ষিপ্ত ভাবে উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহারা হইলেন বুদ্ধের সর্বপ্রথম 'দ্বেবাচিক উপাসক'।[২] তাঁহারা বুদ্ধ ও ধর্মের শরণ গ্রহণ করেন। কারণ তখনও বৌদ্ধসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

সপ্ত মহাস্থান হইল :
"পঠমং বোধি পল্লঙ্কং দুতিযে অনিমিসম্পিচ,
ততিযে চঙ্কমনং সেট্‌ঠং চতুথং রতন ঘরং;
পঞ্চমং অজপালঞ্চ মুচলিন্দঞ্চ ছট্‌ঠমং,
সত্তমং রাজাযতনং বন্দেতং বোধিপাদপং।"

মহাবগ্গ, পৃ. ৫.

"অথখো তপস্সু ভল্লিকা বানিজা ভগবন্তং (ওনিতপত্ত পানিং বিদিত্বা ভগবতো পাদেসু সিরসা নিপাতিত্বা ভগবন্তং) এতদবোচুং, 'এতং মযং ভন্তে, ভগবন্তং সরণং গচ্ছাম ধম্মং চ, উপাসকে নো ভগবা ধারেতু অজ্জতগ্গে পানুপেতং সরণং গতে'তি। তে চ, লোকেপঠমং উপাসকা অহেসুং দ্বেবাচিকা।"

তৎপর বুদ্ধ অজপাল ন্যাগ্রোধবৃক্ষের তলায় অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তাঁহার মনে এইরূপ ভাব উদিত হইল, "আমি এত কষ্টে যাহা অধিগত হইয়াছি, তাহা অত্যন্ত গম্ভীর ও দুরনুবোধ্য। আলয়ারাম প্রিয় গৃহস্থগণের এই ধর্ম হৃদয়ঙ্গম হইবে না।" তিনি গাথায়ও ভাষণ করিলেন,

"কিচ্চেন মে অধিগতং হলং দানি পকাসিতুং,
রাগদোস পরেতেহি নায়ং ধম্মো সুসংবুধো ;
পটিসোত গামীং নিপুনং গম্ভীরং দুদ্দসং অনুং
রাগরত্তা ন দকখন্তি তমোকখন্ধেন আবটা।"

অনুবাদ ঃ

"কষ্টে যাহা অধিগত প্রকাশে কি কাজ,
রাগদোষ পরায়ণ মানব সমাজ ;
স্রোত পটিকুলগামী নিপুণ দুর্দশ,
এই ধর্ম তাহাদের নহে সুখ বোধ।
রাগদ্বেষ মোহ যার অন্তরে বিরাজে
সূক্ষ্মসুনির্মল ধর্ম কখনও না প্রকাশে।।"

এই মহাব্রহ্মা[১] বুদ্ধের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া সবল লোকের ডান হস্ত প্রসারিত করার ন্যায় বুদ্ধের সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন এবং ভগবানকে

সুমঙ্গলবিলাসিনীতে (২য় খণ্ড, প. ৪৬৭) আচার্য বুদ্ধঘোষ মহাব্রহ্মা সহম্পতিকে সবচেয়ে বয়ঃ জ্যেষ্ঠ (জেঠ্‌ ব্রহ্মা) ব্রহ্মা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বহুবার বুদ্ধের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বুদ্ধের কার্যের প্রশংসা করিয়াছেন। সংযুক্ত নিকায়ে (Vol. 1, পৃ. ২৩৩) উল্লেখ আছে তিনি একবার দেব রাজ ইন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিবার জন্য প্রার্থনা জানান। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরও তিনি একটি গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন। (দীর্ঘ, ২য় খণ্ড, মহাপরি নির্বান সুত্ত, পৃ. ১৫৭)। সংযুক্তনিকায়ের অর্থ কথায় (Samyutta, Vol. V. p. 233) বলা হইয়াছে কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে সহম্পতি ব্রহ্মা 'সহক' নামক একজন ভিক্ষু ছিলেন। কথিত আছে তখন তিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিয়া প্রথম ধ্যান লাভ করিয়াছিলেন। সেই পুন্যের ফলেই তিনি পরজন্মে ব্রহ্মলোকে জন্মলাভ করিয়া মহা ভৈরবের অধিকারী হন। বুদ্ধ ঘোষের অট্ঠকথায় 'সহম্পতির' পরিবর্তে কোন কোন জায়গায় 'সহকপতি'ও দৃষ্ট হয় : ইহাতে আরও উল্লেখ আছে যে বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্বলাভের পরমুহূর্তে বুদ্ধের

করযোরে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভগবান, এইরূপ চিন্তা করিবেন না। জগতে অল্পজ্ঞানী ও মহাজ্ঞানী প্রাণী আছে। সূর্যালোকে সরোবরে শতদল প্রস্ফুটিত হওয়ার ন্যায় তাঁহারা বুদ্ধের উপদেশে ধর্মজ্ঞান লাভ করিবেন। মহাব্রহ্মার প্রার্থনার উত্তরে ভগবান গাথায় বলিলেন,—

অপারুতং তেসং অমতস্স দ্বারা,
সো সোতবন্তো পমুঞ্চন্তু সদ্ধং ;
বিহিংস সঞ্ঞী পগুনং ন ভাসিং
ধম্মং পণীতং মনুজেসু ব্রহ্মে।

অনুবাদ :

"উদঘাটিত জান তবে অমৃতের দ্বার
জন্ম-জরা-মৃত্যু হ'তে করিতে উদ্ধার।
শ্রোতা যারা শুনিবারে ব্যাকুল যাহারা,
শ্রদ্ধা প্রকাশিয়া ধর্ম শুনুক তাহারা।
কষ্ট জানি করি নাই, ব্রহ্মা! অঙ্গীকার
প্রচারিতে ধর্ম যাহা অভ্যস্ত আমার,
বিশ্বের মনুজ মাঝে করিতে প্রচার
ধর্ম সুপ্রণীত যাহা অমৃতের দ্বার।"

অমৃতের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। যাহাদের শ্রবণ শক্তি আছে তাঁহারা ধর্ম শব্দ শ্রবণ করুক।

মহাব্রহ্মা সহম্পতি ভগবানকে ধর্মদেশনার প্রতি ইচ্ছুক হইয়াছে জ্ঞাত হইয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া যান। ইহার পর ভগবান প্রথম কাকে ধর্ম দেশনা করা যায় ভাবিতে লাগিলেন। সেই মুহূর্তেই জানিতে পারিলেন যে আলার কালাম মহাজ্ঞানী হইলেও এখন কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং পঞ্চ বর্গীয় শিষ্যগণ যদিও খুব বেশী জ্ঞানী নন তথাপি ধর্ম জানিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণকে তাঁহার নবলব্ধ ধর্ম উপদেশ দেওয়া

মস্তকোপরি তিন যোজন বিস্তৃত শ্বেত চাঁদোয়া ধারণ করিয়া ব্রহ্ম সহম্পতি দণ্ডায়মান ছিলেন। সিংহলস্থিত মহাস্তূপের ধাতুকরণ্ডে অঙ্কিত চিত্র হইতেও ইহার প্রমান পাওয়া যায় (মহাবংস, ৩০ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৭৪)।

উচিত। ইহা ছাড়া পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণ বহুদিন আমার নিকট হইতে জ্ঞান লাভের প্রত্যাশায় আমার পরিচর্যা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার উপকারীও বটে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দেখিলেন যে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণ তখন বারাণসীর নিকটস্থ মৃগদাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তাঁহাদিগকে ধর্মপ্রচারের ইচ্ছায় সেই দিকে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে উপক নামক একজন আজিবিক পরিব্রাজক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু, তোমার মুখ সুপ্রসন্ন, তোমার ইন্দ্রিয়সমূহ সুসংযত, তোমাকে দর্শন করিলে চিত্ত উৎফুল্ল হয়, তুমি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত? তোমার শাস্তাই বা কে?" প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ নিম্নলিখিত গাথা ভাষণ করিলেন,

"সব্ববিভু সব্ববিদূহমস্মি,
সব্বেসু ধম্মেসু অনুপলিত্তো;
সব্বঞ্জহো তণ্হাকখযে বিমুত্তো
সমং অভিঞ্‌ঞায় কমুদ্দি সেয্যং?
নমে আচরিয়ো অত্থি সদিসো মে ন বিজ্জতি,
সদেবকস্মিং লোকস্মিং নত্থিমে পটিপুগ্‌গলো"[১]
"অহংহি অরহা লোকে অহং সত্থা অনুত্তরো,
একোম্হি সম্মা সম্বুদ্ধো সীতিভূতোস্মি নিব্বুতো;
ধম্মচক্কং পবত্তেতুং গচ্ছামি কাসিনং পুরং,
অন্ধভূতস্মিং লোকস্মিং আহঞ্ঞি অমতদুন্দুভিং" তি।

অনুবাদ:

"সকলের বিভু আমি, সর্ববিদ্ হয়েছি এখন,
কোন ধর্মে নহি লিপ্ত, ছিন্ন মম সকল বন্ধন।
সর্বগ্রহ, সর্বত্যাগী, তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত মানস,
নিজ অভিজ্ঞায় যদি সিদ্ধ আমি পূরিত-মানস,
বল তবে, আজীবক! কারে আমি করিব উদ্দেশ
স্বয়ম্ভূ হইয়া নিজে গুরুপদে করিব নির্দেশ?
আচার্য নাহিক মোর, নাহি গুরু, নাহি উপাধ্যায়,
সদৃশ যে কেহ নাই, প্রতিদ্বন্দ্বী মম এ ধরায়।

১ অনুবাদ: আমি সকলের ঈশ্বর, আমি সর্বজ্ঞ, আমি সমস্ত ধর্মে অনুপলিপ্ত, আমি সর্বজয়ী, তৃষ্ণাক্ষয় করিয়া বিমুক্ত হইয়াছি। দেব ও মনুষ্যলোকে আমার সমকক্ষ কেহই নাই।

আব্রহ্ম-ভুবন মাঝে কোথা আছে হেন কোন জন,
প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দী, বুঝিবারে লোকাতীত রণ।
অর্হৎ আমি যে বিশ্বে, আমি হই শাস্তা অনুত্তর,
সম্যক সম্বুদ্ধ আমি, শীতিভূত, নিবৃত অন্তর,
ধর্মচক্র প্রবর্তিতে চলিয়াছি কাশীর নগর;
অন্ধবিশ্বে বাজাইয়া অমৃত-দুন্দুভি নিরন্তর।

এইরূপ বলাতে উপক আজীবক বুদ্ধকে বলিলেন, "বন্ধু তুমি কি অর্হৎ ? তুমি কি অনন্ত জীন ?"

বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—

"মাদিসা বে জিনা হোন্তি যে পত্তা আসবকখয়ং
জিনা মে পাপ কা ধম্মা তস্মাহমুপক জীনো"তি।

অনুবাদ :

"জিন যাঁরা জয়ী তাঁরা জিত-অরি যাঁরা রিপুজয়,
মাদৃশ যে জিন তাঁরা সিদ্ধ করি আসবের ক্ষয়।
আছে যত পাপ ধর্ম সব আমি করিয়াছি জয়,
তাইত, উপক। তোমা দিই আমি জিন-পরিচয়।"

আমি সমস্ত আসবের ক্ষয় সাধন করিয়া পাপধর্মসমূহ ত্যাগ করিয়াছি। তাই মদৃশ ব্যক্তিকে জিন বলা যায়।

বুদ্ধের এইরূপ প্রত্যুত্তর শুনিয়া আজবিক উপক "এরূপ হইবে" বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া চলিয়া গেলেন।

অবশেষে বুদ্ধ ইসিপতনে উপস্থিত হইয়া পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা দুইটি অন্ত বর্জন করিয়া চলিবে। সেই দুইটি অন্ত কি ? একটি হইতেছে দুস্তর তপশ্চরণ এবং অপরটি ভোগস্পৃহার সহজ তৃপ্তিসাধন। এই দুই অন্তের মধ্যে কোন-টাই অষ্টাঙ্গ মার্গ সাধনার উপযোগী নহে। সেইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ দুই প্রকার অন্ত বর্জন করিয়া চলেন। তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিয়া অর্হত্ব লাভের জন্য তৎপর হও।" তথাগত বুদ্ধ নির্বাণ লাভের উপায় স্বরূপ অষ্টাঙ্গিক মার্গ আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই অষ্টাঙ্গিক মার্গ

নিম্নরূপ-সম্যক, দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কার্য, সম্যক জীবিকা, সম্যক উদ্যম স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই তথাগত বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। এই মার্গ অনুসরণ করিয়া মানুষ পরম নির্বাণ লাভ করিয়া অজর অমর হইতে পারে। তোমরা অজানাকে জানিবার জন্য, অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্ত হইবার জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগত হইবার জন্য সহসা তৎপর হও। তোমরা দুঃখ কি জানিবার জন্য চেষ্টা কর। দুঃখের কারণ, নিরোধ, ও নিবৃত্তির উপায় জ্ঞাত হইবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ কর। তবেই তোমরা যার জন্য আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা জীবন অবলম্বন করিয়াছ উহা সার্থকতায় পর্যবসিত হইবে।"

বুদ্ধের প্রথম ধর্ম দেশান্তে একমাত্র কোণ্ডান্যই তখন অর্হত্বফল লাভ করিতে সক্ষম হন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ একে একে কয়েকদিন পরে আদিত্য পর্যাবসন ইত্যাদি সূত্র শ্রবণ করিয়া অর্হত্ব লাভ করেন। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণ জগতের সর্বপ্রথম অর্হৎ।

এই সময় বারাণসীর এক বণিকের পুত্র যশ পার্থিব ভোগ সুখের প্রতি বীতরাগ হইয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। বুদ্ধ তাঁহাকে 'এস ভিক্ষু' বলিয়া সংঘ ভুক্ত করিয়া লন। যশের দেখাদেখি বিমল, সুবাহু, পুন্নজি এবং গবম্পতি প্রমুখ তাঁহার ৫৪ জন ভদ্রবর্গীয় কুমার বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে ভিক্ষু সংখ্যা যখন ৬০ জনে উপনীত হইল তখন বুদ্ধ তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ। তোমরা নব ধর্ম প্রচারের জন্য বাহির হও। বহু লোকের হিতের জন্য বহু লোকের মঙ্গলের জন্য জগতের আর্তদের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হইয়া দেব মনুষ্যের সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য দিকে দিকে বিচরণ কর। হে ভিক্ষুগণ তোমরা সদ্ধর্ম প্রচারে ব্রতী হও। পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রচার কর।[১]

"চরথ ভিকখবে চারিকং বহুজন হিতায় বহুজন সুখায লোকানুকম্পায অত্থায হিতায সুখায় দেবমনুস্সানং। মা একেন দ্বে অগমিত্থ। দেসেথ, ভিকখবে, ধম্মং আদি-কল্যাণং মজ্ঝে কল্যাণং পরিযোসান কল্যাণং সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবল পরিপুন্নং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিযং পকাসেথ। সন্তি সত্তা অপ্পরজক্খজাতিকা, অস্সবনতা ধম্মস্স পরিহাযন্তি, ভবিস্স ধম্মস্স অঞ্ঞাতারো। অহংপি ভিকখবে, যেন উরুবেলা সেনানিগমো তেণুপসঙ্কমিস্সামি ধম্মদেসনায" তি।

—মহাবগ্গ, ১ম অধ্যায়, পৃঃ ৩২।

বারাণসীতে ভিক্ষু সংঘকে ধর্মপ্রচারের জন্য অনুপ্রাণিত করিয়া তিনি নিজে উরুবেলা সেনানীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় ৩০ জন ভদ্রবর্গীয় যুবক একটি বারাঙ্গনার অনুসন্ধান করিতে করিতে বুদ্ধের সাক্ষাত লাভ করেন। তাঁহারা বুদ্ধকে সেই বারাঙ্গনার সাক্ষাত পাইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে বলেন যে বারাঙ্গনার অনুসন্ধান করিয়া সময়-ক্ষেপন করার চেয়ে আত্মানুসন্ধান করাই শ্রেয়। ভদ্রবর্গীয় যুবকগণ বুদ্ধের উত্তর শুনিয়া অতীব প্রীত হন এবং বুদ্ধ তাঁহাদিগকে শিষ্যত্বে বরণ করিয়া লন। তাঁহারা ধর্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অর্হত্বে উপনীত হইলেন।[১]

তাঁহারা বলিলেন, "আমরা ভগবানের সম্মুখে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদ লাভ করিলাম"। ভগবানও তাহাদিগকে সংঘভুক্ত করিয়া লইলেন; "ধর্ম্ম সুব্যাখ্যাত, সর্ব দুঃখের অন্তসাধন করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ কর।"

সেই সময় উরুবেলায় বহু জটাধারী সন্যাসীর বাস ছিল। তাঁহাদের মধ্যে উরুবেলা কাশ্যপ, নদী কাশ্যপ এবং গয়াকাশ্যপ বিদ্যাবত্তার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। জটাধারী যোগীগণ বুদ্ধের আগমন বার্তা শুনিয়া তাঁহার সহিত তর্ক করিবার জন্য আগমন করেন। বুদ্ধ তাহাদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধ সংঘে দীক্ষা প্রদান করেন। তৎপর ১০০০ হাজার শিষ্য পরিবৃত হইয়া গয়াশীর্ষে (বর্তমান ব্রহ্মযোনী) আগমন করেন। সেখানে তিনি ভিক্ষুসংঘকে উপলক্ষ করিয়া 'আদিত্য পরিযায সুত্ত' দেশনা করেন। ভিক্ষুগণ তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্হত্বফল লাভ করেন। ইহার পর বুদ্ধ রাজগৃহের লট্ঠিবনে বাস করিতে থাকেন। রাজা বিম্বিসার তাঁহার আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া বহু পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে বুদ্ধের সহিত সাক্ষাত করেন। এবং বুদ্ধের বাসের জন্য রাজগৃহের বেনুবন বিহার[২]

১ মহাবগ্গ, পৃঃ ২৫।
"তে দিট্ঠধম্মা পত্তধম্মা বিদিতধম্মা পরিযোগাল্হধম্মা তিণ্ণবিচিকিচ্ছা বিগতকথংকথা বেসারজ্জপ্পত্তা অপরপ্পচ্চযা সত্থুসাসনে ভগবন্তং এতদাবোচুং-লভেয্যাম মযং, ভন্তে, ভগবতো সন্তিকে পব্বজ্জং, লভেয্যাম উপসম্পদং" তি। "এথ ভিক্খবো' তি ভগবা অবোচ—"স্বাকখাতো ধম্মো, চরথ ব্রহ্মাচরিযং সম্মা দুকখস্স অন্তকিরিযাযা" তি। সা ব তেসং আযস্মন্তানং উপসম্পদা অহোসি।

২ বেনুবন বা বেলুবন বিহারের অস্তিত্ব বর্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা সপ্তপর্নি গুহা ও রাজ প্রাসাদের মাঝখানে অবস্থিত।

উৎসর্গ করেন। এই সময়ে বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য অশ্বজিতের সহিত সারিপুত্র মোগ্‌গল্লায়নের সাক্ষাত হয়। সারিপুত্র অশ্বজিতকে দেখিয়া বলিলেন, "ভন্তে, আপনি কাহার শিষ্য ? এবং তিনি কিরূপ ধর্ম শিক্ষা দেন ?" প্রত্যুত্তরে অশ্বজিৎ নিম্নোদ্ধৃত গাথা আবৃত্তি করিলেন,—

"যে ধম্মা হেতুপ্পভবা তেসং হেতু তথাগতো আহ
তেসং চ যো নিরোধো এবং বাদী মহাসমনো।

অনুবাদ

যে ধর্ম সমূহ (রূপ, বেদনাদিস্কন্ধ) হেতু সমুৎপন্ন বুদ্ধ (মহাশ্রমণ) তাহাদের হেতু নির্দেশ করিয়াছেন এবং উহাদের যে নিরোধ, নিরোধের উপায় যাহা তাহাও বলিয়াছেন।

এই গাথার প্রথম লাইন শুনিতে না শুনিতেই সারিপুত্র ধর্মজ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি যাইয়া তাঁহার বন্ধু মোগলায়নের নিকট উক্ত গাথা আবৃত্তি করিলেন। মৌদ্গল্লায়ন ও গাথার প্রথম লাইন শ্রবণ করিয়া স্রোতাপন্ন হইলেন। তৎপর উভয়ে বহুশিষ্য পরিবৃত হইয়া বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাত করতঃ 'এথ ভিকখবে' উপায়ে বৌদ্ধসংঘে দীক্ষা লাভ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে ভিক্ষুসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। বুদ্ধের পক্ষে একা সকল প্রার্থীর উপসম্পদা কার্যে যোগদান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পাদার জন্য পৃথক পৃথক নিয়ম প্রবর্তন করেন। প্রথমে 'এহি ভিকখু', 'ত্রিশরণ আবৃত্তি' করাইয়া উপসম্পদা প্রদান করা হইত পরবর্তীকালে ঐ পদ্ধতিগুলির ও পরিবর্তন হয়। অবশেষে কেবল ঞত্তি-চতুর্থ কর্ম দ্বারাই উভয় সংঘে (ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী) উপসম্পদা প্রদানের নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

বৌদ্ধসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। কোন লোক ভিক্ষুসংঘে যোগদান করিতে আসিলেই বুদ্ধ তাহাকে 'এস ভিক্ষু' বলিয়া সংঘ ভুক্ত করিয়া লইতেন। কথিত আছে বুদ্ধ তাহাকে ঐভাবে আহ্বান করার সঙ্গে সঙ্গে ঋদ্ধিময় পাত্র চীবর তাহার শরীরে আবির্ভূত হইত। তিনি শত বর্ষীয় মহাস্থবিরের মত প্রতীয়মান হইতেন। প্রব্রজ্যা প্রার্থীর সংখ্যা বাড়িতে থাকিলে বুদ্ধের পক্ষে একা

প্রত্যেক উপসম্পদা কার্যে যোগদান করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। সর্বপ্রথম রাহুল কুমারের প্রব্রজ্যা উপলক্ষে বুদ্ধ সারিপুত্র স্থবিরের উপর রাহুল কুমারের প্রব্রজ্যার ভার অর্পণ করেন। সারিপুত্র তাহাকে ত্রিশরণ আবৃত্তি করাইয়া প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার জন্য নূতন নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে এই দুইটি উৎসব পৃথক পৃথক উৎসবরূপে পরিগণিত হয়। একটির নামকরণ হয় 'শ্রামনের প্রব্রজ্যা' এবং অপর নাম হয় 'ভিকখু উপসম্পদা'।

শ্রামণের প্রব্রজ্যা :

ধর্মপদে 'প্রব্রজ্যা' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'পব্বাজয় অত্তনো মলং তস্মা পববজিতো তি বুচ্চতি'[১] অর্থাৎ নিজের পাপমল প্রক্ষলন বা ত্যাগ করার নামই প্রব্রজ্যা।

বৌদ্ধদের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা অতীব স্মরণীয় ঘটনা। তাঁহাদের নিকট ইহার চেয়ে উৎকৃষ্ট মঙ্গল কর্ম আর নাই। জ্ঞানীদের মতে সংসার একটি আবর্ত বিশেষ। এই আবর্তে পতিত হইলে মানুষের নিষ্কৃতি লাভ করা অতীব দুষ্কর। মানুষ স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা প্রভৃতির সাংসারিক বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া অভাব অনটনের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে থাকে। অতএব এই সমস্ত কারণে সংসার কারাগার সদৃশ এবং অনাগরিক ভিক্ষু জীবন উন্মুক্ত আকাশের সহিত তুলনীয়।[২]

স্ত্রী-পুত্র পরিবার ত্যাগ করিয়া অনাগরিক সন্ন্যাস জীবন অবলম্বনের নাম প্রব্রজ্যা। সংসারের বিষাক্ত পরিবেশ হইতে মুক্ত হওয়ার ইহাই এক-

১ মিলিন্দপঞ্‌ঞো, বাহির কথা :
"পাপকানং মলং পব্বজিতো'তি পব্বজিতো"।

২ "পব্বজিতো বা সামঞ্‌ঞস্‌স্‌ ইস্‌সরো অধিপতি, পব্বজ্জা মহারাজ বহুগুণা অনেকগুণা অপ্পমানগুণা, ন সক্কা পব্বজ্জায গুণা পরিমানং কাতুং। যথা মহারাজ কামদদস্স মনিরতনস্‌স ন সক্কা ধনেন আগ্‌ঘো পরিমানং কাতুং : এথকং মনিরতনস্‌স মূলংতিং এবং এব খো মহারাজ পব্বজ্জা বহুগুণা অনেক গুণা অপ্পমান গুণা, ন সক্কা পব্বজ্জায় গুণা পরিমানং কাতং। যথা বা পণ মহারাজ মহাসমুদ্দে উম্মিযো ন সক্কা পরিমানং কাতুং : এথক মহাসমুদ্দে উমিযো'তি ; এবং এব খো মহারাজ পব্বজ্জা বহুগুণা অনেক গুণা অপ্পমান গুণা ন সক্কা পব্বজ্জায় গুণা পরিমানং কাতু। পব্বজিতস্স যং কিঞ্চি করণীয়ং সব্বং তং খিপ্পং এব সমিজ্ঝতি নো চিররত্তায়।"— মিলিন্দ পঞ্‌ঞো,

মাত্র উপায়। মানব সভ্যতার আদিকাল হইতে যে সকল মনিষী সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভগবান তথাগত বুদ্ধের অবদান চিরস্মরণীয়। রাজকুমার হইয়াও তিনি ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, রাজ্য সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া নিবৃত্তির সন্ধানে প্রব্রজ্যা জীবন অবলম্বন করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। সেই ত্রিলোক শ্রেষ্ঠ মহামানবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক অনাগরিক বৈরাগ্য জীবন গ্রহণ করিয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সারা জীবন সংঘা-রামে কাটাইয়া নৈর্বাণিক সুখ উপলব্ধি করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ কেবল সাময়িকভাবে সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করিয়া বুদ্ধের মহান আদর্শের অনুসারী হইয়া এই পবিত্র প্রথাকে এখনও সমাজে প্রচলিত রাখিয়াছেন।[১]

প্রব্রজ্যা প্রার্থী ব্যক্তি প্রথমে কেশ শ্মশ্রু ছেদন করিয়া ভিক্ষুদের ব্যবহার্য সংঘাটি (দোয়াজিক), উত্তরাসঙ্গ (বহির্বাস), অন্তর্বাস, ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, সূচী, কটিবন্ধনী এবং জলছাকনী প্রভৃতি অষ্টপরীক্ষার সংগ্রহ করিবেন এবং তৎপর কোন একজন উপযুক্ত ভিক্ষুর নিকট যাইয়া নিম্নলিখিতভাবে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিবেন, "ওকাস অহং ভন্তে, পব্বজ্জং যাচামি," দ্বিতীয়বার, তৃতীয় বারই এইভাবে প্রার্থনা করিতে হইবে। ভিক্ষু রাজী হইয়াছে মনে হইলে তাঁহাকে এইরূপ ভাবে চীবর প্রদান করিতে হইবে, "ভন্তে, সংসার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া নির্বাণ সাক্ষাত করিবার জন্য আমার এই

১ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোক তৎপুত্র কুমার মহিন্দ ও রাজকুমারী সংঘ মিত্রাকে বুদ্ধশাসনের কল্যাণের জন্য প্রব্রজ্যা প্রদান করাইয়া দিয়া বুদ্ধশাসনের অধি-কারত্ব (দায়দ) লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও মধ্যে মধ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া শ্রামণ্য ধর্ম পালন করিতেন (Small Rock Edict, Rupnath), আজও সিংহল, বর্মা, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি বৌদ্ধদেশের মাতাপিতাগণ কমপক্ষে সপ্তাহ কালের জন্য হইলেও স্বীয় পুত্রদের প্রব্রজিত করাইয়া দেন। বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকার লাভ করিবার জন্য পুত্রহীন মাতাপিতা অন্যের পুত্রকেও প্রব্রজিত করাইয়া দেন। বর্তমানে আমাদের দেশে কোন কোন মাতাপিতা নিজ পুত্রকে প্রব্রজিত করাইয়া দেওয়াকে কর্তব্যের অঙ্গ মনে করে না। ইহা ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর। কারণ ইহার দ্বারা আমরা সমাজ ও ধর্মীয় জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি।

কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আমি এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি।" তৎপর ভিক্ষু চীবর গ্রহণ করিয়া যথানিয়মে ত্রিশরণ ও দশশীল আবৃত্তি করাইয়া প্রব্রজ্যা প্রদান করিবেন। এইরূপভাবে প্রব্রজ্যা প্রদানের পর গুরু তাহাকে নূতন নামে অভিহিত করিবেন এবং আপদে বিপদে উপদেশ ও অনুশাসন করিয়া রক্ষা করিবেন।[১]

শ্রামণের নিত্য প্রয়োজনীয় শীল ও ব্রত সম্পর্কে বিনয়ে দীর্ঘ আলোচনা দৃষ্ট হয়। সাত বৎসরের নিম্ন বয়স্ক নিতান্ত নির্বোধ বালককে প্রব্রজ্যা দেওয়া যায় না। প্রব্রজিত ব্যক্তি সর্বদা গুরুর আদেশ মান্য করিয়া চলিবে। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত শ্রমণগণ বিহারের বাহিরে যাইতে পারিবে না। বিহার প্রাঙ্গণে ও গ্রামে শ্রামণের গণ পৃথক পৃথক নিয়ম পালন করিবে। ৭৫ প্রকার সেখিয়া শ্রামণের গণ পারতপক্ষে ভঙ্গ করিবে না। গৃহীদের সহিত অত্যধিক মেলামেশা করিবে না। গুরুর অনুমতি লইয়া ৩২ প্রকার অশুভ চিন্তায় নিজকে নিয়োজিত করিবে। মনোযোগের সহিত গুরুর সেবা করিবে। দীনচরিয়া নামক একটি সিংহলী গ্রন্থে বলা হইয়াছে শ্রামণের গণ ত্রিরত্নের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইবে। তাঁহারা সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া বিহার প্রাঙ্গণ, বোধিমণ্ডপ, চৈত্য, ও সীমাঘর সাম্মার্জন করিবে। পুকুর বা কূপ হইতে প্রয়োজনীয় জল আনয়ন করিবে। উপযুক্ত আহার গ্রহণ করিয়া অরণ্য বা বৃক্ষমূলে বসিয়া চারি প্রকার অপ্রমেয় ভাবনায় রত হইবে। ভিক্ষা সংগ্রহ করিবার সময় পাত্র চীবর গ্রহণ করিয়া গুরুর সহিত গ্রামে গমন করিব। দুপুরে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া গুরুর নিকট পড়িতে বসিবে। সন্ধ্যার সময় বিহার প্রাঙ্গণে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিবে। তৎপর গুরুর পদ প্রক্ষালন করিয়া কিছুক্ষণ মঙ্গল সূত্র, রতন সূত্র, প্রভৃতি আবৃত্তি করিয়া শুইতে যাইবে। শুইবার সময় ৩২ প্রকার অশুভ বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িবে।

ভিক্ষু উপসম্পদা—শ্রামণের বয়স ২০ বর্ষে পদার্পণ করিলে তাহাকে উপসম্পদা প্রদান করা বিধেয়। শ্রমণের হইতে ভিক্ষুত্বে উন্নীত করিবার

১ "সংসারাবট্টা দুকখাতো মোচনত্থায় নিব্বান সচ্ছিকরণত্থায় এতং কাসাবং গহেত্বা পব্বাজেহি মং ভন্তে অনুকম্পং উপাদায়।"

জন্য যে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় উহাকে 'উপসম্পদা' বলে। বৌদ্ধসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে উপসম্পদা প্রদান করার কোন সুসংবদ্ধ নিয়ম ছিল না। বুদ্ধ নিজেই প্রার্থীর উপযুক্ততানুসারে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া উপসম্পদা প্রদান করিতেন। বুদ্ধঘোষের সামন্ত পাসাদিকায় আট প্রকার[১] উপসম্পদার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সময় ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে উহাদের কোন-টাই যুক্তিযুক্ত বলিয়াই প্রমাণিত হয় নাই। কেবল 'ঞত্তিচতুত্থ কম্ম'ই আজ পর্যন্ত ভিক্ষু সমাজে প্রচলিত আছে। পালি কর্মবাচা নামক গ্রন্থে এইরূপ উপসম্পদা কার্যের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, উপসম্পদা গ্রহণকারী ব্যক্তি মাতাপিতার অনুমতি লইয়া ভিক্ষুদের ব্যবহার্য অষ্ট-পরিকখার সংগ্রহ করিয়া কোন ভিক্ষুর শরণাপন্ন হইবেন। সেই ভিক্ষু সাধারণতঃ তাঁহার উপাধ্যায় হন। তিনি প্রার্থীকে ভিক্ষু সংঘের নিকট পরিচিত করাইয়া দিবেন। ভিক্ষু সংঘ প্রার্থীর শারীরিক উপযুক্তাদি পরীক্ষা করিয়া ঞত্তিচতুত্থ কম্মবাচা পাঠ করিয়া উপসম্পদা প্রদান করিবেন। উপসম্পদা প্রদানের পর আচার্য ও উপাধ্যায় স্থির করিয়া দিবেন।

উপাধ্যায় প্রথমেই তাঁহার শিষ্যকে পাতিমোকখে বর্ণিত ২২৭ শীল ও চতুর নিস্সয়[২] সম্পর্কে অবহিত করিবেন। ইহাদের বিস্তৃত বর্ণনা পূর্ব-বর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

অন্য কোন প্রকার লাভ সৎকার উৎপন্ন না হইলে এই চারি প্রকার নিয়মই ভিক্ষুদের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু পাক্ষিকভত্ত, গমিকভত্ত নবান্ন প্রভৃতি নানা প্রকার লাভ সৎকার উৎপন্ন হইলে পরিমাণে উপভোগ করিতে ভিক্ষুদের কোন আপত্তি নাই। তবে কোন প্রকার বাহুল্যে আশ্রয় নেওয়া ভিক্ষুদের উচিত নহে।

সাধারণতঃ নব উপসম্পন্ন ভিক্ষুগণ তাঁহাদের আচার্য ও উপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পাঁচ বৎসর ধরিয়া ধর্ম বিনয় শিক্ষা করিবেন। কখন গুরুর

---

১ আট প্রকার উপসম্পদা নিম্নরূপ :—(১) সরণ গমন উপসম্পদা, (২) ওবাদ পটিগ্গহন উপসম্পদা, (৩) এহি ভিকখু উপসম্পদা, (৪) পঞ্ঞা ব্যাকরণ উপসম্পদা, (৫) গরুধম্ম পটিগ্গহন উপসম্পদা, (৬) দূতেন উপসম্পদা, (৭) অট্ঠবাচিকা উপসম্পদা, এবং ঞত্তিচতুত্থ কম্ম উপসম্পদা।

২ (১) পিণ্ডিয়ালোপ ভোজনং (২) পাংসুকুলিক চীবরং,
(৩) রুকখমূল সেনাসনং (৪) পতিমুত্ত ভেসজ্জং।

প্রতি অবাধ্য হইয়া প্রমত্তভাবে বিচরণ করিবেন না। গুরুকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিবেন। গুরু ও শিষ্যকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে অপারগ হইলে উপযুক্ত আচার্যের অধীনে শিষ্যকে কিছুদিন রাখিবেন। যতদিন আচার্যের সহিত অবস্থান করিবেন ততদিন তাঁহাকে উপাধ্যায়ের ন্যায় যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী প্রাত্যহিক জীবন গঠন করিবার জন্য যত্নশীল হইবেন। বিদ্যাচর্চার জন্য কখনও অবহেলা বা আলস্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না। আচার্যের অবর্তমানে উপাধ্যায়ই তাঁহার প্রকৃত গুরু। তাঁহাদের সম্পর্ক হইবে পিতাপুত্রের ন্যায়। তবে গুরু যদি কোন অন্যায়াচরণ করে, শিষ্য তাহা কোন দিন সহ্য করিবেন না। গুরুর অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তিনি (শিষ্য) যত্নশীল হইবেন এবং গুরুকে অপর কোন ভিক্ষুর দ্বারা হইলেও সংশোধিত করিবার চেষ্টা করিবেন। এইভাবে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক বর্তমান থাকিলে তাঁহারা উভয়ে ধর্ম-বিনয়ে বর্তমান থাকিয়া শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন।

এইভাবে ভিক্ষু সংখ্যা বাড়িয়া বহু হাজারে উন্নীত হইল। সারিপুত্র-মৌদ্গল্যায়ন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রশ্রাবকত্ব লাভ করিলেন। এদিকে শাক্য রাজ শুদ্ধোদন তাঁহার প্রিয় পুত্র সিদ্ধার্থ গৌতমকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার এক বাল্যবন্ধু কালুদায়ীকে প্রেরণ করেন। কালুদায়ী যথা-সময়ে বুদ্ধকে লইয়া কপিলাবস্তু আগমন করেন। শাক্যগণ তাঁহাদের পরম আত্মীয় শাক্য সিংহের আগমনে এতই উৎফুল্ল হইয়াছিলেন যে, বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যদের বাসের জন্য কোন স্থানের ব্যবস্থা বা পরদিবসের জন্য নিমন্ত্রণ করিতে একেবারেই ভুলিয়া যান। বুদ্ধ যথানিয়মে পরদিন ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বহির্গত হন। গোপাদেবী রাহুল মাতা শাক্যরাজ শুদ্ধোদনকে এই খবর জ্ঞাপন করেন। রাজা এই খবর পাইয়া অতীব মনক্ষুণ্ন হন এবং বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন যে, তিনি (সিদ্ধার্থ কুমার) কেন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শাক্যবংশে কলঙ্ক আরোপ করিতেছেন? তাঁহার (শুদ্ধোদনের) বংশে কেহ কোনদিন ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে তিনি রাজার সহিত একমত যে রাজার বংশে কেহ কোনদিন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু তিনি (বুদ্ধ) শাক্য বংশোদ্ভূত নহেন। বুদ্ধবংশেই তাঁহার জন্ম। বুদ্ধবংশের সকল ব্যক্তি দ্বারে দ্বারে পিণ্ডাচরণ করিয়াই নিষ্কলঙ্ক উৎকৃষ্ট

জীবন যাপন করেন। তাঁহারা অগ্রণী হইয়া 'বহুজন হিতায় বহু জন সুখায়' ব্রত অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন।

এদিকে রাজবধু যশোধরা তাঁহার পুত্র রাহুলকে রাজকুমারের উপযুক্ত পোশাক পরিধান করাইয়া বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করেন। যাইবার সময় রাহুল মাতা পুত্রকে ডাকিয়া বলেন, "রাহুল, তুমি তোমার পিতার নিকট যাইয়া তোমার উত্তরাধিকার যাচঞা কর।" কথানুসারে রাহুল যাইয়া বুদ্ধের চীবরের অগ্রভাগ ধারণ করতঃ বলিলেন, "শ্রমণ, তোমার ছায়া সুখকর। আমাকে তোমার দায়াদ কর। আমাকে তোমার উত্তরাধিকারী কর।"[১] বুদ্ধ রাহুল কুমারকে ধরিয়া বিহারে লইয়া যান এবং সারিপুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "সারিপুত্র, ত্রিশরণ আবৃত্তি করাইয়া একে প্রব্রজ্যা প্রদান কর।" সারিপুত্রও কথানুযায়ী কার্য করিলেন। ইহার পর বুদ্ধ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দকেও বিবাহ বাসর হইতে লইয়া যাইয়া প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। এই সময় একদিন শুদ্ধোদন বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধকে মাতাপিতার বিনানুমতিতে কোন লোককে প্রব্রজ্যা না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। বুদ্ধও শাক্যরাজের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া এবং অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভিক্ষু সংঘকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, মাতাপিতার অনুমতি ব্যতিত কাহাকেও প্রব্রজ্যা প্রদান করা যাইবে না। যাহারা এইরূপ ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিবে তাহাদের দুক্কট আপত্তি হইবে।"[২]

।। দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ উপোসথ ।।

এই অধ্যায়ের প্রধান উপজীব্য 'উপোসথ' বা 'উপসথ'। 'উপসথ' শব্দ সম্ভবতঃ 'উপবাস' শব্দ হইতে গৃহীত।[৩] শাক্যমুনি বুদ্ধ তাঁহার ধর্মপ্রচারের

১ "অথখো রাহুলো কুমারো যেন ভগবা তেনুপসংকমি, উপসংকমিত্বা ভগবতো পুরতো অট্ঠাসি—সুখা তে সমণ, ছায়া তি। অথকো ভগবা উট্ঠায়সনা পক্কামি। অথখো রাহুলো কুমারো ভগবন্তং পিট্ঠিতো পিট্ঠিঠতো অনুবন্ধি—দায়জ্জং মে, সমণ, দেহি; দায়জ্জং মে সমণ, দেহীতি।" —মহাবগ্গ, পৃঃ ৮৩।

২ "ন ভিকখবে, অনুঞ্ঞাতো মাতাপিতুহি পুত্তো পব্বাজেতব্বো। যো পব্বাজেয্য আপত্তি দুক্কটস্সা" তি। মহাবগ্গ, পৃঃ ৮৪।

৩ সতপথ ব্রাহ্মণে (১. ১. ১০৭) 'উপসথ' বা 'উপসবথ' শব্দ নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ঃ 'উপ' শব্দের অর্থ 'নিকটে' এবং 'বস' শব্দের অর্থ বাস করা। সুতরাং

প্রারম্ভে এই উপসথের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কথিত আছে, মগধরাজ বিম্বিসারের[১] অনুরোধেই ভগবান বুদ্ধ উপসথের প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে এই উৎসব কেবল দায়ক-দায়িকাদের একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া তাহাদের সামাজিক ও ধর্মীয় আলোচনার সুযোগ প্রদান করে তাহা নহে, ইহা সুষ্ঠু ধর্মীয় জীবন যাপনেরও উপযোগী হয়। পূর্ণিমা, অমাবস্যা অষ্টমীতে উপবাস করা এই দেশের চিরাচরিত প্রথা। দৈনন্দিন দুইবেলা আহার মানব মাত্রেরই নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সাময়িক উপবাসের দ্বারা শরীরে খাদ্যদ্রব্যের উপযোগিতা কত বেশী তাহা অধিকভাবে উপলব্ধ হয়। তাই অনেকের নিকট উপবাসই উপসথের প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়।

উৎকৃষ্ট জীবন গঠনের জন্য উপসথের প্রবর্তন বৌদ্ধসাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কথিত আছে, পূর্ববর্তী সম্যক বুদ্ধগণও উপসথ ব্রতের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বুদ্ধশূন্য কল্পেও এক প্রকারের উপসথ 'সোমরস উৎসব' এর দিনে পালন করা হইত। 'উপসথ' শব্দটি মূলতঃ 'উপবাস' হইতে গৃহীত হইলেও বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহার অর্থ গভীর তাৎপর্য-পূর্ণ। অষ্টমী, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাকে উপসথ দিবস বলে। ঐদিন উপাসক উপাসিকারা মন্দির ও বিহারে যাইয়া ত্রিশরণের শরণাপন্ন হইয়া পঞ্চশীল ও অষ্টশীল পালন করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাবান উপাসক ও শ্রদ্ধাবতী

'উপবসথ' শব্দে পাশাপাশি নিকটে বসিয়া ধর্ম শ্রবণ করা বুঝায়'। Mr. Tylor has suggested that 'fasting' and 'intercourse with gods' were prevalent among all the primative nations. (Tylor's *Primative Culture*, (1891), Vol. ii. ; ch. XVIII. ; p. 410 ff.)

১ মগধরাজ বিম্বিসার প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক এবং বুদ্ধের পাঁচ বৎসরের কনিষ্ঠ ছিলেন। প্রাচীন রাজগৃহ নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। বুদ্ধ প্রথম গৃহত্যাগ করিয়া রাজগৃহে আসিলে বিম্বিসার বুদ্ধকে তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ তাহাতে সম্মত না হইলে বিম্বিসার তাঁহাকে (বুদ্ধকে) বুদ্ধত্বলাভের পর তাঁহার রাজ্যে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কথিত আছে বুদ্ধ তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। মগধরাজ বিম্বিসার বুদ্ধের অন্যতম গৃহী শিষ্য ছিলেন এবং নব ধর্ম প্রচারে তাঁহার সর্ব রাজশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

উপাসিকারা সকল সময় পঞ্চশীল পালন করিলেও ঐ দিবসগুলিতে অষ্টশীল অথবা দশশীল[১] পালন করেন।

উপসথিগণ উপসথ গ্রহণ করিয়া জাগতিক ভোগসুখের কথা ত্যাগ করিয়া চলেন। তাঁহারা বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, চতুর অপ্রমেয় ভাবনায় রত হইয়া সময় ক্ষেপণ করেন। তাঁহারা সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়াশীল ও হিতাকাঙ্ক্ষী হন। তাহারা কদাচিৎ মিথ্যা ভাষণ করেন না। তাঁহারা সর্বদা সত্য ভাষণ করেন। নৃত্যগীত, বাদ্য, মাল্য, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপন, ধারণ ও মণ্ডন হইতে বিরত হন। তাঁহারা বিকাল ভোজন পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা উচ্চ শয়নাসন ও বহুমূল্য আসবাব-পত্রের ব্যবহার ত্যাগ করিয়া তৃণশয্যায় শয়ন করেন। এইরূপ আর্যোপসথ পালনের নিম্নরূপ ফল বর্ণনা করা হইয়াছে। চন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতি অথবা সূর্যের সমুজ্জ্বল কিরণ, কোনটাই শীলগুণের সহিত তুলনীয় নহে। সসাগরা ধরণীর মণি-মাণিক্যাদিসহ ধনরত্ন, এমনকি, স্বর্গের দিব্য ঐশ্বর্য ও অষ্টাঙ্গ উপসথের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। উপসথশীলের অনাবিল দীপ্তি, চন্দ্র-সূর্যের কিরণ, মণি-মাণিক্যের উজ্জ্বল প্রভা, দেবতার দিব্য জ্যোতি সব কিছুকে শীলগুণ পরাস্ত করে। স্বর্গীয় আনন্দ উৎকৃষ্টতর হইলেও ক্ষণস্থায়ী, উহা হইতে পতনের ভয় বর্তমান, কিন্তু শীল সৌরভ অবিনশ্বর চির শান্তিদায়ক।

উপসথ গৃহস্থদের ধর্মীয় জীবন যাপনের প্রধান উপজীব্য হইলেও পরবর্তী-কালে এই উপসথ ভিক্ষুসংঘেরও অতিপ্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। কারণ অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় উপসথ ব্রত গ্রহণ উপলক্ষে ভিক্ষুদের পাতিমোক্খ পাঠের সূত্রপাত হয়। এই পাতিমোক্খ পাঠকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাপদসমূহের আলোচনা, পারাজিকা প্রাপ্ত ভিক্ষুর বহিষ্কার, সংঘাদিসেস আপত্তির প্রতিকার, পাচিত্তিয়া দেশনা, অপরাধী ভিক্ষুর বিচার, পরিবাস, মানত্ত, মূলায় পাটিকস্সনা

১ অঙ্গুত্তর নিকায়ে (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭০-৭-২৫) নিম্নলিখিতভাবে কর্তব্য নির্দেশ করা হইয়াছে :

> "পানং ন হানে ন চাদিন্ন মাদিযে,
> মুসা ন ভাসে, ন মজ্জপো সিয়া ;
> অব্রহ্মচরিয়া বিরমেয্য মেথুনা, রত্তিং ন ভুঞ্জেয্য বিকালভোজনং
> মালং ন ধারেয্য ন চ গন্ধমাচরে মঞ্চে ছমায বসযেথ সন্থতে
> এতং হি অট্ঠঙ্গিকমাহু পোসথং"

আহ্বানকম্ম, নিস্সয়কম্ম, পব্বাজনীয় কম্ম, পটিসারণীয় কম্ম, পবারণা, কাঠিনদান প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা এই উপসথাঘারেই হইতে থাকে। পাক্ষিক উপসথ ও আপত্তি দেশনার পরেই সাধারণতঃ এই সমস্ত আলোচনা আরম্ভ হয়। এই পাতিমোক্ষ সভাতে ভিক্ষুদের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক ছিল। এমনকি কোন ভিক্ষু রুগ্ন হইলে খাটিয়াতে করিয়া হইলেও এই সভাতে উপস্থিত হওয়ার দৃষ্টান্ত এই পুস্তকে দৃষ্ট হয়। নতুবা কোন ভিক্ষুর মাধ্যমে তাঁহার পারিশুদ্ধি ঘোষণা করিতে হয়। মহাবগ্গ, চুল্লবগ্গ, বুদ্ধদত্তও বুদ্ধঘোষের অট্ঠকথায় পাতিমোকখ আবৃত্তি সম্পর্কীয় বহু ঘটনায় ভরপুর।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ঃ বস্সুপনায়িকা ॥

এই অধ্যায়ে ভিক্ষুসংঘের বর্ষাবাস উদ্‌যাপনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 'বর্ষাবাস' অর্থাৎ 'বস্সবাস', বৌদ্ধ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাদের একটি স্মরণীয় উৎসব। ইহা প্রতি বৎসর সমস্ত বৌদ্ধদেশে আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। শাক্যমুনি বুদ্ধের প্রতিসন্ধি গ্রহণ, সংসার ত্যাগ, পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের দীক্ষা, প্রথম ধর্মদেশনা, এই দিনে সংগঠিত হয়। বৌদ্ধ মাত্রেরই এই দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইহা ছাড়া এই পূর্ণিমাতেই ভিক্ষুগণ তাঁহাদের বর্ষাব্রত আরম্ভ করেন। গৃহীদের মধ্যেও কেহ কেহ এই ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রতে ধ্যান, সমাধি ও বিদ্যাভাস করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ (অধিষ্ঠান) হন।

বর্ষাবাস, প্রবারণা, কঠিন দান, এই তিনটি উৎসব পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। কারণ রীতিমত বর্ষাব্রত উদযাপন না করিলে কোন ভিক্ষু কঠিন চীবর গ্রহণ করিতে পারেন না। কঠিন চীবর গ্রহণ না করিলে ভিক্ষুগণ বহুপ্রকার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন। এই কারণে ভিক্ষু ও গৃহীদের নিকট ইহা অতীব প্রয়োজনীয় ব্রত। এই বর্ষাব্রত গণনা করিয়াই ভিক্ষুগণ তাঁহাদের বয়স স্থির করেন। ইহা ছাড়া বর্ষাব্রতের অন্যরূপ উপযোগিতাও কম নহে। এই বর্ষাব্রতকে উপলক্ষ করিয়া পরবর্তীকালে ভিক্ষুদের বাসের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান, অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান, শিক্ষা, ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা ইত্যাদি বহুপ্রকার সমস্যার উদ্ভব হয়। এই সমস্যাগুলির সমাধান করিতে যাইয়া বুদ্ধকে বহু নূতন নূতন নীতির প্রবর্তন এবং পুরাতন নীতির সংস্কার সাধন করিতে হয়।

মহাবগ্গে ভিক্ষুদের বর্ষাবাস সম্পর্কীয় বহুপ্রকার বিধি-নিষেধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিনয় মতে বৎসরকে চার ভাগে বিভক্ত করা হইত। যথা— গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ এবং হেমন্ত। চৈত্র, বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ এই তিন মাসকে গ্রীষ্ম ঋতু; আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসত্রয়কে বর্ষা ঋতু; আশ্বিন কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসত্রয় শরৎ ঋতু এবং পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসকে হেমন্ত ঋতু বলে। বিনয়ের নিয়মানুসারে ২৭ দিনে এক নক্ষত্র মাস। সূর্য মাস চান্দ্র মাসের তুলনায় বড়। সৌর বৎসরের সহিত মিল রাখিবার জন্য প্রত্যেক ৩২ মাস অন্তর একটি মল মাস হয়। অর্থাৎ যেই বৎসর মলমাস হয়, সেই বৎসর ১২ মাসের পরিবর্তে ১৩ মাসে বৎসর হয়।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত ভিক্ষুগণ বর্ষাব্রত পালন করেন। এই সময় ভিক্ষুগণ এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি না করিয়া এক স্থানে স্থিত হইয়া অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ধ্যান-ধারণায় রত থাকেন। কোন কার্য-বশতঃ একস্থান হইতে অপরস্থানে যাইতে হইলে রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। সংঘ অথবা সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য[১] ব্যতীত বর্ষাবাস ভঙ্গ করা নিষিদ্ধ। জরুরী কার্য ছাড়া ও বাসস্থানে বন্যজন্তু, সাপ, দস্যু, ডাকাতের উপদ্রব অথবা বাসস্থান জল, অগ্নি, অথবা ঝটিকায় নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে বর্ষাবাস ভঙ্গ করা বিধেয়। বিহারের দায়ক-দায়িকা অত্যধিক ঝগড়াটে ও তর্কপ্রিয় হইলে বিহার ত্যাগ করা দূষণীয় নহে।

সংঘের উদ্দেশ্যে নিম্নের যে-কোন একটি নির্মাণের জন্য (১) বিহার, (২) অড্ঢযোগ, (৩) প্রাসাদ, (৪) হর্ম, (৫) উপাট্ঠানশালা, (৬) অগ্গিশালা, (৭) কপ্পিয় কুটী, (৮) চঙ্ক্রমন কুটী, (৯) গুহা, (১০) পরিবেণ, (১১) কোট্টাগার, (১২) চঙ্ক্রমনশালা, (১৩) কূপ, (১৪) কূপগৃহ, (১৫) পুষ্করিণী,

---

১ মহাবগ্গ, পৃঃ ১৫০-১৫৫, নিম্নলিখিত কারণে বর্ষাবাস ভঙ্গ করা যায়:
(১) ভিক্ষু, ভিক্ষুনী, শ্রামণেরী, রুগ্নদায়ক দর্শন করিবার জন্য,
(২) বুদ্ধশাসনের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হইয়াছে এইরূপ কোন ভিক্ষুকে উপদেশ দেওয়ার জন্য,
(৩) মিথ্যাদৃষ্টি বা সন্দেহ দূরীকরণের জন্য,
(৪) নিম্নলিখিত সংঘকর্মসমূহে যোগদান করিবার জন্য: পরিবাস, মানত্ত, আহ্বান কর্ম, মূলায় পটিকস্সনা, তজ্জনীয় কর্ম, নিস্সয় কর্ম, পব্বাজনীয় কর্ম, উক্খেপনীয় কর্ম এবং পটিসারণীয় কর্ম।

(১৬) মণ্ডপ, (১৭) আরাম, (১৮) আরাম নির্মাণের স্থান। গৃহস্থগণ নিজেদের ব্যবহারের জন্য পূর্বোক্তরূপ স্থানগুলি নির্মাণ করিবার সময় ভিক্ষুর উপস্থিতি কামনা করিলেও এক সপ্তাহের জন্য বর্ষাবাস ভঙ্গ করা যায়। উপরোক্ত কারণ ব্যতীত বর্ষাবাস ভঙ্গ করা বিধেয় নহে।

পরিব্রাজকদের ন্যায় ভিক্ষুগণ উন্মুক্ত আকাশের নীচে, বৃক্ষের কোটরে, অথবা বড় জালার ভিতরে বর্ষাবাস গ্রহণ করিতে পারেননা। বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে উপযুক্ত স্থানে বর্ষাবাস গ্রহণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দান করিয়াছেন। মহাবগ্গে বলা হইয়াছে যেখানে উপযুক্ত দায়ক বর্তমান, পড়াশুনা ও ধ্যানাভ্যাসের যেখানে কোন অসুবিধা নাই সেই স্থানেই বর্ষাবাস গ্রহণ করা উচিত। নিকায়ের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে গয়া, উরুবেলা, রাজগৃহ, নালন্দা, পাটলিপুত্র, একনালা, শ্রাবস্তী, সাকেত, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থান বর্ষাবাস যাপনের জন্য উপযোগী।

গুহা আবাসের মধ্যে গৃধ্রকূট, চোর প্রপাত, ইসিগিলি, সপ্তপর্ণী, সীতবন, সপ্পসোণ্ডিক পভার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ষাবাসের সময় সমাধি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত স্থান হইল: গোতমক কন্দর, তিন্দুক, তপোদারাম, তপোদাকন্দর, এবং ইন্দশালা; বর্ষাবাসের জন্য অন্যান্য উপযুক্ত সংঘারামের মধ্যে জেতবন, পূর্বারাম, রাজকারাম, অন্ধবন, অঞ্জনবন, কালকারাম, সুভগবন, ঘোসিতারাম এবং ন্যাগ্রোধারাম উল্লেখযোগ্য।

॥ চতুর্থ অধ্যায়ঃ পবারণা ॥

সংস্কৃত 'প্রবারণা' শব্দ হইতে 'পবারণা' শব্দের উদ্ভব। ইহার অর্থ 'আশার তৃপ্তি', 'অভিলাশ পূরণ', 'শিক্ষা সমাপ্তি' অথবা 'ধ্যান শিক্ষা সমাপ্তি' বুঝায়। বর্ষাব্রত পূর্ণ হইবার দিনে আশ্বিনী পূর্ণিমা দিবসে ইহা উদ্‌যাপিত হয়। প্রবারণাকে বৌদ্ধদের আনন্দের দিন বলা যায়। কারণ ঐদিনই ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রতের অবসান হয়।

ইহাতে উল্লেখ আছে বৌদ্ধসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে এইরূপ কোন প্রবারণা উদ্‌যাপনের রীতি প্রথমে প্রচলিত ছিল না। বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীর জেতবন মহাবিহারে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কোশল হইতে একদল

ভিক্ষু বর্ষাবাস অবসানের পরে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে কিভাবে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা পরস্পরের সহিত বিবাদ বিসংবাদ এড়াইবার জন্য মৌনভাব অবলম্বন করিয়া অতিবাহিত করেন। বর্ষার পর তাঁহারা কাহারও সহিত কোন কথা না বলিয়াই বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য চলিয়া আসিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদের ঐরূপ কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে মৃদুভাবে তিরস্কার করেন। তাঁহাদিগকে বলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমাদের এইরূপ আচরণ প্রশংসার্হ নহে। ভিক্ষুসংঘ একস্থানে বাস করিতে গেলে বহু বাদ-বিসংবাদ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। বর্ষাবাস সমাপ্তির পর তোমরা একত্র হইয়া প্রবারণা করিবে। পরস্পর পরস্পরের দোষ-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তোমার যেমন দোষত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নহে সেইরূপ অপরের দোষ-ত্রুটি থাকাও খুব স্বাভাবিক। একস্থানে থাকিবার সময় পরস্পর পরস্পরকে অনুশাসন করিলে উভয়েরই মঙ্গল হয়। শাসন পরিশুদ্ধ হয়। ইহাতে সমগ্র ভিক্ষুসংঘের উন্নতি সাধিত হয়।"[১] ইহার পর ভগবান ভিক্ষু সংঘকে আহ্বান করিয়া বাধ্যতামূলক প্রবারণার প্রবর্তন করেন।

প্রবারণা দুই প্রকার: পূর্ব কার্তিক ও পশ্চিম কার্তিক প্রবারণা। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বর্ষাব্রত আরম্ভ করিয়া আশ্বিনী পূর্ণিমায় যে বর্ষাব্রত সমাপ্ত হয়, উহাকে পূর্ব কার্তিক প্রবারণা বলে। দ্বিতীয় বর্ষাবাসের পর যে পবারণা সম্পূর্ণ হয়, উহাকে পশ্চিম কার্তিক প্রবারণা বলে। ভিক্ষুগণ নিজেদের ইচ্ছানুসারে যে, কোন এক প্রকার প্রবারণা উদ্‌যাপন করিতে পারেন।[২] কোন অবস্থাতে প্রবারণা উদ্‌যাপন বন্ধ রাখিতে পারে না।

---

১ "অথকো ভগবা ভিকখু আমন্তেসি, অফাসুঞ্চেব কিরমে, ভিকখবে, মোঘপুরিসা বুট্‌ঠা সমানা ফাসুত্থা বুট্‌ঠাত্তি পটিজানন্তি। পসুসংবাসঞ্ঞেঞ্ঞেব কিরমে, ভিকখবে, মোঘপুরিসা বুট্‌ঠা সমানা ফাসুত্থা বুট্‌ঠাত্তি পটিজানন্তি। ··· ··
সা বো ভবিস্সতি অঞ্ঞঞ্ঞনঞ্ঞঞ্ঞানুলোমতা আপত্তি বুট্‌ঠানতা বিনয় পুরেকখারতা।"
—মহাবগ্‌গ, পৃঃ ১৬৭।

২ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থবির বাদী বৌদ্ধদেশে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভিক্ষুসংঘের চেয়ে গৃহস্থগণই ইহাতে বেশী উৎসাহ প্রদর্শন করে। এই মহা উৎসবের প্রারম্ভে সংঘারাম, বিহার ও মন্দিরগুলি জমকালো ভাবে সাজানো হয়। ধ্বজা পতাকা উড্ডীন করা হয়। বিহার সম্মুখস্থ তোরণদ্বারে কদলী বৃক্ষ ও

অবশ্য কোন অসুবিধা হইলে প্রবারণা কয়েকদিন বিলম্ব করিয়া উদ্‌যাপন করিতে পারেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই বিলম্বের মাত্রা এক মাসের অধিক হইবে না।

বুদ্ধ কর্তৃক এইরূপ বাধ্যতামূলক প্রবারণা উদযাপনের নানা কারণ থাকিতে পারে। বহু ভিক্ষু এক স্থানে অধিকদিন বাস করিলে বাদ বিসংবাদ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। বাধ্যতামূলক প্রবারণার দ্বারা উহার পরিসমাপ্তি হয়। কারণ প্রবারণার পূর্বে পরস্পরের দোষ স্বীকার (আপত্তি দেশনা) অবশ্য করণীয়। একসঙ্গে বিনয়কর্ম সম্পাদনের দ্বারা ভিক্ষুদের সৌহার্দ বৃদ্ধি পায়। ইহাতে সংঘের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। ইহা ছাড়া প্রবারণা উদ্‌যাপনের দ্বারা কঠিণোৎসব উদ্‌যাপন করিবার সুযোগ হয়। যথাযথভাবে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন না করিলে কঠিণ চীবর দান করা সম্ভব নহে।

।। পঞ্চম অধ্যায়ঃ চম্মকখন্ধকং ।।

সোনকোলিবিসের প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াই এই অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। সোনকোলিবিস চম্পার এক ধনী শ্রেষ্ঠীর সন্তান। তিনি এতই সুকুমার ছিলেন যে তাঁহার পায়ের তলায় কেশ জন্মিয়াছিল। একদিন তিনি রাজগৃহে বেড়াইতে আসিয়া বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বহু বিষয় আলাপ করেন। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি সংসার ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ক্রমে তিনি প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিয়া বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করেন। তৎপর একদিন তিনি বুদ্ধের নিকট হইতে কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া নীরবে ধ্যানের বিষয়

পূর্ণঘট স্থাপিত হয়। গৃহে গৃহে আলোক সজ্জা করা হয়। পুরনারীরা বিচিত্র রঙের পোশাক পরিধান করিয়া দানীয় বস্তু মস্তকে ধারণ করতঃ বিহারাভিমুখে রওনা হন। উপসথীগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া বিহার প্রাঙ্গণের একধারে উপবেশন করিয়া স্মৃতিপস্থান ভাবনায় রত হন। ভিক্ষু শ্রামণের গণ সারিবদ্ধভাবে ভিক্ষাপাত্র হস্তে গ্রামে গ্রামে পিণ্ডাচরণ করিবার জন্য বহির্গত হন। সে কি অপরূপ দৃশ্য। সমস্ত গ্রাম যেন আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে। দিকে দিকে কঠিন চীবর উৎসবের আনন্দধ্বনি শুনা যায়।

চিন্তা করিবার জন্য সীতবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে একদিন তাঁহার পায়ের এইরূপ অবস্থা হয় যে উহা হইতে রক্ত বাহির হইতে থাকে।

ভগবান বুদ্ধ ইহা জানিতে পারিয়া সোনকোলিবিসের সম্মুখে আবির্ভূত হন। তাঁহাকে ডাকিয়া বুদ্ধ বলিলেন, "সোনকোলিবিস, তুমি কি পূর্বে বীণা বাজাইতে? সোনকোলিবিস : "হঁা ভন্তে, আমি গৃহস্থ অবস্থায় বীণা বাজাইতাম।"

বুদ্ধ : "তুমি কি মনে কর বীণার তার যখন অত্যধিক টান, অথবা কড়া হয় তখন বীণার স্বর শ্রুতিমধুর হয়?"

সোনকোলিবিস : না ভন্তে, তখন বীণার স্বর শ্রুতিমধুর হয় না।"

বুদ্ধ : "যখন বীণার তার অতিশয় শিথিল বা ঢিলা হয়, তখন শব্দ শ্রুতিমধুর হয় কি?"

সোন : "না ভন্তে, অত্যধিক ঢিলা তারেও বীণার স্বর শ্রুতিমধুর হয় না।"

বুদ্ধ : "বীণার তার যখন অত্যধিক ঢিলা কিম্বা কড়া না হয় এবং দুই অবস্থার মাঝামাঝি সমভাবে লাগানো থাকে, তখনই বীণার শব্দ শ্রুতিমধুর হয়।"

বুদ্ধ : এইরূপই সোনকোলিবিস, অত্যধিক উদ্যম ও প্রচেষ্টা সকল সময় ফলপ্রসূ হয় না। দুস্তর তপশ্চরণের দ্বারা শরীর ভাঙ্গিয়া পরে। ইহার দ্বারা মানসিক স্থৈর্য ব্যাহত হয়। তাহাতে মন দুর্বল হয়, চিন্তায় জড়তা আসে। এইজন্য দুস্তর তপশ্চরণ মার্গফল লাভের অন্তরায়কর। তুমি সমভাবে শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উদ্যম কর। শীলে প্রতিষ্ঠিত হও। ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত কর। ধৈর্য ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় কার্যে আত্মনিয়োগ কর। এইরূপ ভাবে প্রচেষ্টাপরায়ণ হইলে যাহা লাভের জন্য কুলপুত্রগণ আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা জীবন গ্রহণ করে, তাহা অচিরে লাভ করিয়া অবস্থান করিতে পারিবে।[১]

১ মহাবগ্গ, পৃঃ ২০৪।

মহাবগ্গে ইহাও উল্লেখ আছে যে, সোনকোলিবিস বুদ্ধের উপদেশানুযায়ী উদ্যম করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে সর্বদুঃখের অন্তসাধন করিয়া অর্হত্বফল লাভ করিতে সক্ষম হন। তিনি অর্হত্বলাভ করিয়া বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিলে বুদ্ধ তাঁহাকে চিত্ত চৈতসিক সম্পর্কীয় কতকগুলি প্রশ্ন করেন। বুদ্ধের প্রশ্নের উত্তর করিতে যাইয়া নিম্নের গাথাগুলি ভাষণ করেন,—

"নেকখম্মং অধিমুত্তস্স পবিবেকং চ চেতসো,
অব্যাপজ্জাধি মুত্তস্স উপাদানক্খয়স্স চ।

তণ্হাক্খয়াধি মুত্তস্স অসম্মোহং চ চেতসো,
দিস্বা আযতনুপ্পাদং সম্মা চিত্তং বিমোচ্চতি।

তস্স সম্মা বিমুত্তস্স সন্তচিত্তস্স ভিকখুনো,
কতস্স পটিচযো নত্থি করণীয়ং ন বিজ্জতি।

সেলো যথা একগঘনো বাতেন ন সমীরতি,
এবং রূপারসা সদ্দা গন্ধা ফস্সা চ কেবলা।

ইট্ঠা ধম্মা অনিট্ঠা চ ন পবেদেন্তি তাদিনো,
চিত্তং চিত্তং বিপ্পমুত্তং বয়ং চস্সানুপস্সতো তি।"

বুদ্ধ সোনকোলিবিসের পদতল হইতে রক্ত বাহির হইতে দেখিয়া তাঁহাকে উপরিভাগ খোলা কেবল অঙ্গুলী লাগাইবার জন্য দোয়ালীযুক্ত জুতা বা সেণ্ডস ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন। সোনকোলিবিস বুদ্ধকে বলেন যে, তিনি অশীতিসকটে বহন করিবার স্বর্ণ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়াছেন। যখন এত সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু জীবন যাপন করিতেছেন তখন তিনি পাদুকা ছাড়াও চলিতে পারিবেন। তবে তিনি বুদ্ধের উপদেশানুসারে কার্য করিবেন যদ্ধি বুদ্ধ সকল ভিক্ষুকে অনুরূপ পাদুকা ব্যবহারের অনুমতি দেন। বুদ্ধ এই পরিপ্রেক্ষিতে সকল ভিক্ষুকে উপরে বর্ণিত নিয়মের পাদুকা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন।

তিনি ভিক্ষুদের পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেন যে তাঁহারা মুরিজুতা, নাগরা জুতা, বুট জুতা, কাঠের খড়ম প্রভৃতি ব্যবহার করিত পারিবেন না। যেই পাদুকার উপরিভাগ পূর্ণ আচ্ছাদিত বা অর্ধেক আচ্ছাদিত সেই-রূপ জুতা ভিক্ষু শ্রমণদের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। তবে পায়ে ব্যাধিগ্রস্ত

ব্যক্তির যে কোন প্রকার জুতা ব্যবহার করিতে আপত্তি নাই। জুতা বা পাদুকা সম্পর্কীয় আরও বহুপ্রকার বিধি-নিষেধের প্রয়োগ এই অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়।

সোনকোটিকর্ণের উপাখ্যান এই অধ্যায়ের অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সোনকোটিকর্ণ মহাকাত্যায়নের শিষ্য। সম্ভবতঃ তিনি অবন্তীর কোন ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর সন্তান। তিনি একদিন মহাস্থবির মহাকত্যানের ধর্ম-দেশনা শুনিয়া পার্থিব ভোগ সুখের প্রতি অতীব বিতৃষ্ণ হইয়া উঠেন এবং মহাকাত্যায়নের নিকট আসিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সেই সময় অবন্তী দক্ষিণাপথে খুব কম সংখ্যক ভিক্ষু বাস করায় এক সঙ্গে দশ জন ভিক্ষু সংগ্রহ করা কষ্টকর হইত। তাই সোনকোটিকর্ণের উপসম্পদা প্রদান করিতে ৩ বৎসর বিলম্ব হয়। সোনকোটিকর্ণ উপসম্পদা লাভের অব্যবহিত পরেই অর্হত্ব লাভ করেন এবং বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য শ্রাবস্তীর জেতবনে আসিয়া উপস্থিত হন। বুদ্ধ তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া নিজের কুটিরে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করেন। সোনকোটি-কর্ণ কয়েকদিন বিশ্রাম করিবার পর বুদ্ধের নিকট হইতে ৫টি বর যাচঞা করেন। বরগুলি হইল:—(১) অবন্তীতে ভিক্ষুর সংখ্যা কম হওয়ায় উপ-সম্পদা কার্যের জন্য দশজন ভিক্ষু সংগ্রহ করা কষ্টকর। সেই জন্য অব-ন্তীর ন্যায় প্রত্যন্ত দেশে পাঁচজন ভিক্ষুর উপস্থিতে উপসম্পদা প্রদান করা।

(২) অবন্তী দক্ষিণাপথের ভূমি কন্টক বহুল হওয়ায় পাদুকা ব্যব-হারের অনুমতি।

(৩) অবন্তী দক্ষিণাপথের লোকেরা স্নান ইত্যাদি বিষয়ে সূচীবাই-গ্রস্ত হওয়া ভিক্ষুদের প্রাত্যহিক স্নানের অনুমতি।

(৪) মেষ, এলক ও মৃগচর্ম আস্তরণ রূপে ব্যবহারের অনুমতি।

(৫) কাহারও উদ্দেশ্যে কেহ চীবর প্রদান করিলে উহা গ্রহণ করিবার অনুমতি।

কথিত আছে, এই পাঁচটি বর মহাকাত্যায়নও অনুমোদন করিয়া-ছিলেন। বুদ্ধও সমস্ত বিবেচনা করিয়া উপরোক্ত বরগুলি প্রত্যন্ত প্রদেশ-বাসী ভিক্ষুদের জন্য অনুমোদন করেন।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ভেসজ্জকখন্ধকং ॥

এই অধ্যায়ে ভিক্ষু শ্রমণদের ব্যবহার্য ঔষধ পথ্যের বিধিনিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে বুদ্ধ ঔষধের জন্য হরিতকী, আমলকী, বহেরা, গোমূত্র এবং পথ্যের জন্য ঘৃত, নবনীতং, তৈল, মধু, গুড়ই ভিক্ষুদের ব্যবহারের জন্য অনুমোদন করিাছিলেন। এই এই সমস্ত ঔষধ ও পথ্য ভিক্ষুগণ একবার গ্রহণ করিয়া সাতদিন পর্যন্ত নিজের দখলে রাখিয়া পরিভোগ করিতে পারেন। সাতদিনের পর পরিভোগ করিলে ভিক্ষুর পাচিত্তিয়া আপত্তি হয়।[১] ঘৃত প্রভৃতি পাঁচ প্রকার ভৈষজ্যজাতীয় দ্রব্য পূর্বাহ্নে গ্রহণ করিয়া আমিষ দ্রব্যের সহিত সকালে পরিভোগ করিতে পারেন; আবার বিকালে পানীয় রূপেও গ্রহণ করিতে পারেন। তবে ইহা জানিয়া রাখা উত্তম যে, যে সমস্ত মাংস ভিক্ষুর পরিভোগযোগ্য তাহাদের দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন ঘৃত, নবনীত, মাখন কেবল খাইতে পারেন। অপর কোন জীবের দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন ঘৃত-মাখন খাইতে পারিবেন না। একবার গ্রহণ করিবার পর সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইলে পুনরায় গচ্চিত করিয়া না লইলে ভিক্ষু পরিভোগ করিতে পারিবেন না। কিন্তু শরীরে লেপনাদি করিতে আপত্তি নাই।

ভিক্ষুদের খাদ্যাখাদ্য ও ঔষধ পথ্যের সহিত পরিচিত হইবার জন্য চারিটি 'কালিক' সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভিক্ষুদের খাদ্যদ্রব্য ঔষধপথ্য প্রভৃতি যাবকালিক, যামকালিক, সপ্তাহকালিক, এবং যাবজ্জীবিক ভেদে চারি প্রকার। যে সমস্ত খাদ্য ভোজ্য, লেহ্য, পেয়, অরুণোদয় হইতে বেলা স্থির না হওয়া পর্যন্ত পরিভোগ করিতে পারেন, সেই সমস্ত খাদ্য বস্তুকে 'যাবকালিক' বলে। ভিক্ষুগণ সর্বপ্রকার খাদ্যভোজ্য দ্বিপ্রহরের পরে পরিভোগ করিতে পারেন না। কেবল সকাল বেলাই গ্রহণ করিতে পারেন।

আম, জাম, কলা, মধু, কিশমিশ, শালুক, পানীয় ফল প্রভৃতি আট প্রকার ফল এবং তদনুরূপ, অন্যান্য ক্ষুদ্রফল যাহা তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয় না সেইরূপ ফল 'যামকালিক'-এর পর্যায়ে পড়ে। এইরূপ ফলের রস চিনি অথবা গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভিক্ষুগণ দ্বিপ্রহের পান করিতে

১ ভিকখুপাতি মোকখ, পাচিত্তিযং নং-৪২।

পারেন। কিন্তু তাল, কাঁটাল, মিঠা লাউ, অলাবু, কুষ্মাণ্ড, তরমুজ, বাকী, নারিকেলের জল, এবং শশা প্রভৃতি নয় প্রকার মহাফলের রস ভিক্ষুগণ বিকালে পান করিতে পারে না। এই জাতীয় অন্যান্য ফলের রস ভিক্ষুগণের বিকালে পান করা নিষিদ্ধ। পুষ্প রসের মধ্যে মধুকপুষ্প জাতীয় যাবতীয় পুষ্পের রস পান করিতে আপত্তি নাই। পাঁচ প্রকার পথ্যই 'সপ্তাহ কালিক' নামে অভিহিত। সর্বপ্রকার ঔষধই যাবজ্জীবিকের মধ্যে গণ্য। রুগ্ন ভিক্ষু ঔষধ পথ্যসমূহ একবার মাত্র গচ্ছিত করিয়া সারা জীবন পরিভোগ করিতে পারেন।

॥ সপ্তম অধ্যায় : কঠিনকখন্ধকং ॥

এই অধ্যায়ে কঠিন চীবর দানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কঠিন চীবর বৌদ্ধদের একটি স্মরণীয় উৎসব। প্রত্যেক বৌদ্ধদেশে বিশেষত: সিংহল, বর্মা, শ্যাম ও পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রতি বৎসর এই উৎসবটি সাড়ম্বরে পালিত হয়। প্রবারণা পূর্ণিমার পরদিন হইতে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই একমাসের মধ্যে কঠিন চীবর দান উদ্‌যাপন করিতে হয়। বৎসরের অন্যান্য সময়ে এই উৎসব পালনের বিধান নাই। একটি বিহারে একবার মাত্র এই উৎসব উদ্‌যাপন করা যায়। যেই বিহারে প্রথম বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করা ভিক্ষু বাস না করে, সেই বিহারেও কঠিন চীবর দান করা যায় না।

ভিক্ষুগণ একসঙ্গে তিনটিমাত্র চীবর[১] পরিধান করিতে পারেন। এই তিনটি চীবরের যে কোন একটি দ্বারা কঠিন চীবর দান করা যায়। যেই দিন কঠিন চীবর প্রদান করিতে হয়, সেই দিনের সূর্যোদয় হইতে পরদিনের সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সুতাকাটা, কাপড় বুনা, শ্বেতবস্ত্র কর্তণ, সেলাই, রঞ্জিতকরণ, প্রভৃতি কার্যসমূহ একই দিনে সম্পন্ন করিতে হয় বলিয়া ইহাকে কঠিন চীবর বলা হয়। এতদ্ব্যতীত বাজার হইতে তৈরী চীবর ক্রয় করিয়াও কেহ কেহ কঠিন চীবর দান করিয়া থাকে। এই প্রকার চীবর দানের সময় দানের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শীলানুস্মৃতিতে রত থাকাই উত্তম।

১ ত্রিচীর বলিতে নিম্নলিখিত চীবরগুলি বুঝায় : (১) উত্তরাসঙ্গ বা বহির্বাস, (২) সংঘাটি বা দোয়াজিক, (৩) অন্তরবাসকং বা পরিধেয় বস্ত্র।

কঠিণ চীবর প্রস্তুত হইলে ভিক্ষুসংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ কারিয়া কঠিন চীবর প্রদান করিতে হয়। মন্ত্র: "ইমং কঠিন চীবরং ভিক্ষু সংঘসস দেমা কঠিনং অথরিতুং।" (এই মন্ত্র তিনবার বলিতে হইবে।) অবশ্য যে কোন প্রকার দানকর্ম সম্পাদনের পূর্বে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। ভিক্ষুসংঘ চীবর লাভ করিবার পর বিনয়ের নিয়মানুসারে সীমায় উপস্থিত হইয়া বিহারস্থ উপযুক্ত ভিক্ষুকে প্রদান করিবেন। মহাবগ্গে উল্লেখ আছে, কঠিণ চীবর লাভী ভিক্ষু পাঁচ প্রকার ফল লাভ করেন। ঐফলগুলি নিম্নরূপ: (১) অনামন্তাচার, (২) অসমাদানাচার, (৩) গণভোজনং, (৪) যাবদত্ত চীবরং, (৫) যো তত্থ চীবরুপ্পাদো হোতি সোনেসং ভবিস্সতি। বিহারে অবস্থানকারী অন্যান্য ভিক্ষুরাও উপরোক্ত পঞ্চফল লাভ করিতে পারেন। তবে তাঁহাদের বিনয় অনুযায়ী কঠিন চীবর অনুমোদন করিতে হইবে। কঠিন চীবর দানে অংশ গ্রহণকারী আগন্তক ভিক্ষুগণও কঠিন চীবর অনুমোদন করিয়া অনুরূপ পঞ্চফল[১] লাভ করিতে পারেন।

ভক্ষ্যমান গ্রন্থে ও বুদ্ধঘোষের সামন্তপাসাদিকায় কঠিন চীবর দানের ফল বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে উল্লেখ আছে পাথেয়বাসী ৩০ জন আরণ্যক পিণ্ডপাতিক পাংসুকুলিক ও ত্রিচীবরিক ভিক্ষুকে উপলক্ষ করিয়া কঠিন চীবর দানের প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, এক সময় ভগবান বুদ্ধ ষড় অভিজ্ঞালাভী পঞ্চশত অর্হৎ ভিক্ষু সমবিভ্যহারে হিমালয়স্থ অনোবতপ্ত হ্রদে যাইয়া উপস্থিত হন। ভগবান ঐ সরোবরের সহস্রদল বিশিষ্ট পঙ্কজোপরি স্থিত হইয়া নাগিত স্থবিরকে কঠিন চীবর দানের ফল বর্ণনা করিতে বলেন। নাগিত স্থবির পূর্বজন্মে কঠিন চীবর দান উদ্‌যাপন করিয়া জন্ম জন্মান্তরে অমিত সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। নাগিত স্থবির ভাষিত কয়েকটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা হইল:—

---

১ "ইদং বথুং কঠিনস্স কপ্পিস্সন্তি চ পঞ্চকা,
অনামন্তা অসমাচারা তথেব গণভোজনং ;
যাবদত্তং চ উপ্পাদো অথত্থানং ভবিস্সন্তি'
ঞত্তি এবথত্তং চেব এবং চেব অনথত্তং।"

১। কঠিণ দানং দত্বান সংঘে গুণ বরুত্তমে,
ইতো তিংসে মহাকপ্পে নাভি জানামিদুগ্গতিং;

আজ হইতে তিরিশ কল্প পূর্বে (শিখী বুদ্ধের সময়ে) গুণোত্তম সংঘকে কঠিন চীবর দান করিয়া এযাবৎ কোন নরক যন্ত্রণা ভোগ করি নাই।

২। অট্‌ঠারসানং কপ্পানং দেবলোকে রমামহং,
চতুতিংসক্‌খত্তুং দেবিন্দো দেবরজ্জমকারয়িং।

আঠার কল্প দেবলোকে দিব্বসুখ উপভোগ করি। চৌত্রিশবার স্বর্গের ইন্দ্ররূপে জন্মলাভ করিয়া দেবলোক শাসন করি।

৩। আরপথে আরপথে চক্কবত্তী সুখং লভে,
যত্থ যত্থুপপজ্জামি লভামি সব্বসম্পদং।
ভোগে মে উণতা নত্থি কঠিন দানস্সিদং ফলং।

মধ্যে মধ্যে রাজ চক্রবর্ত্তী সুখ লাভ করিয়াছি, যেখানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, সেখানেই সর্বসম্পদের অধিকারী হইয়াছিলাম। কোথাও আমার ভোগ সম্পদের অভাব হয় নাই। কঠিন চীবর দানের ইহাই ফল।

৪। সহস্সক্খত্তুং ব্রহ্মা দেবরজ্জং সিরিধরো,
সচে এমি মনুস্সত্তং অড্‌ঢে জাযিমহাকুলে।

সহস্রবার ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্ম হইয়াছি। কোন সময় মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও মহাবিত্তশালী ধনীগৃহে জন্মলাভ করিয়াছি।

নাগিত স্থবির কঠিণ চীবর ফল বর্ণনা করিবার পর বুদ্ধ নিম্নের গাথা ভাষণ করেন:—

১। যাবতা সব্বদানানি একো বস্সসতং দদে,
একস্স কঠিণ দানস্স কালংনগ্ঘন্তি সোলসিং।

অন্যান্য দানীয় বস্তু একশত বৎসর দান করিলেও সেই সকল পুণ্যাংশ কঠিন চীবর দান জনিত পুণ্যের ষোড়শাংশের একাংশের সমানও নহে।

২। যাবতা অট্‌ঠপরিক্‌খারে একো বস্স সতংদদে,
একস্স কঠিণ দানস্স কলং নগ্গন্তি সোলসিং।

অষ্ট পরিষ্কার, সংঘদান ইত্যাদি শত বৎসর দান করিলেও সেই দানের পণ্যাংশ কঠিন চীবর দান জনিত পুণ্যের শতাংশের একাংশও হয় না।

৩। চতুরাসীতি সহস্সানি কারাপেত্বা বিহারকে,
বেজয়ন্তস্স সাদিসে সকেতে রতনময়ে।
চতুদ্দিসসস্ সংঘসস্ নীয়াদেত্বা বিহারকে,
একসস্ কঠিণ দানসস্ ফলংনগ্ঘন্তী সোলসিং।

কোন ব্যক্তি স্বর্গের বৈজয়ন্ত ধাম তুল্য স্বর্ণ রৌপ্যাদি রত্নখচিত ৮৪০০০ সুরম্য বিহার নির্মাণ করাইয়া চতুর্দিকাগত অনাগত ভিক্ষু সংঘের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করে, সেই সব দানের পুণ্যাংশ কঠিন চীবর দান জনিত পুণ্যের ষোড়শাংশের একাংশও হয় না।

৪। বুদ্ধা পচ্চেক বুদ্ধাচ সাবকা চাপি সব্বসো,
এত্তেন অগ্গদানেন পত্তা তে অমতংপদং।

সম্যক সম্বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ এবং বুদ্ধের মহাশ্রাবকগণ সকলে কঠিন চীবর দানের ফল লাভ করিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৫। দদন্তি কঠিনং দানং নরা চ অথ নারিয়ো,
ইত্থিভাবং ন পপ্পোন্তি সংসরন্তা ভবাভবে।

স্ত্রী বা পুরুষ কঠিন চীবর দান করিয়া জন্ম জন্মান্তরে স্ত্রীজন্ম লাভ করে না।

৬। যো সুচী কম্মং করেয্য পসন্নো তসস্ চীবরে,
লভেয্য সো বিমানঞ্চ কনকং দ্বাদস যোজনং।
লভেচ্ছরা সহস্সঞ্চ পোক্খরণিং সুমাপিতং,
কপ্পরুক্খদি সম্পন্নং মুত্তামণি বেলুরিয়ং।

যিনি শ্রদ্ধাচিত্তে সেই কঠিন চীবর সেলাই করেন তিনি সেই পুণ্যের ফলে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত কনক বিমান, সহস্র অপ্সরা, মণিমুক্তা বৈদুর্য, এবং কল্পবৃক্ষ সম্পন্ন দিব্য পুষ্করিণী প্রাপ্ত হন।

৭। পঞ্চানিসংস সম্পন্ন পঞ্চদোস বিবজ্জিতং,
দেসেসি কঠিণং এতং বিপুলা তস্সদক্খিণা।

পাঁচ প্রকার গুণযুক্ত এবং পাঁচ প্রকার দোষ বিবর্জিত কঠিন চীবর দানের কথা (ভগবান বুদ্ধ) দেশনা করিয়াছেন। ইহার পুণ্য অপরিসীম।

৮। তস্মাহি জান মানেব কঠিণসস্‌ গুণং বহুং,
দাতব্বং কঠিন দানং ভবিস্সতি মহম্ফলং।

কঠিন চীবর দানের বহুবিধ ফল বর্তমান থাকার জন্য জীবনে অন্ততঃ একবার হইলেও কঠিন চীবর দান করা উচিত।

॥ অষ্টম অধ্যায়ঃ চীবরকখন্ধকং ॥

রাজবৈদ্য জীবক কুমার ভচ্চের জীবনী কথা লইয়াই এই অধ্যায়ের সূচনা হয়। কথিত আছে, জীবক সৎবংশজাত কোন পরিবারের সন্তান ছিলেন না। তিনি সালবতী নামক রাজগৃহস্থ কোন বারাঙ্গনার অবৈধ পুত্র ছিলেন। শিশু অবস্থায় জন্মের পর তিনি তাঁহার মাতা কর্তৃক নর্দমায় পরিত্যক্ত হন। রাজকুমার অভয় তাঁহাকে ঐভাবে পরিত্যক্ত দেখিয়া নর্দমা হইতে তুলিয়া লইয়া রাজকীয় পরিবেশে তাঁহাকে লালন পালন করেন। পরবর্তীকালে কুমার জীবক তক্ষশিলায় যাইয়া বিদ্যাশিক্ষা করতঃ চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। বক্ষ্যমান গ্রন্থে উল্লেখ আছে জীবক একবার কোন এক শ্রেষ্ঠী পত্নীর দীর্ঘকাল স্থায়ী শিরপীড়া আরোগ্য করিয়া প্রচুর ধন সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পরও তিনি বহু দুরারোগ্য রোগীকে কৃতিত্বের সহিত আরোগ্য করেন। একবার কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে আরোগ্য করিয়া তিনি মহামূল্য কম্বল উপহার লাভ করেন। জীবক উহা বুদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধ জীবকের অনুরোধে ঐ কম্বলখানি নিজে ব্যবহার করেন এবং ভিক্ষুদের ব্যবহার্য পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কীয় কতিপয় বিধি-নিষেধের কিছু অদল বদল করেন।

এই অধ্যায়ে আরও উল্লেখ আছে, একবার শ্রাবস্তীর মহা উপাসিকা বিশাখা জেতবন বিহারে উপস্থিত হইয়া পর দিবসের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির সহিত চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, প্রভৃতি উত্তম খাদ্য দ্বারা পরিতুষ্টির সহিত ভোজন করাইয়া বুদ্ধকে প্রণাম করতঃ বলিলেন, "ভন্তে, আমি আপনার নিকট হইতে আটটি বর প্রার্থনা করি।" বুদ্ধ বলিলেন, "উপাসীকে, বুদ্ধগণ বর দেওয়া অতীত।" তখন বিশাখা বলিলেন, যে সমস্ত বর ভিক্ষুগণ দিতে পারেন এবং যাহা ভিক্ষুসংঘের সুখ-সাচ্ছ্যন্দের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় সেইরূপ বরই তিনি যাচঞা করেন। তখন

বুদ্ধ বিশাখার কথায় সম্মত হইলেন। মহা উপাসীকা বুদ্ধের নিকট নিম্ন-লিখিত বরগুলি যাচঞা করেন:

(১) বিশাখা যাবজ্জীবন ভিক্ষুদের বস্‌সিক সাটিক প্রদান করিবেন। (২) আগন্তুক ভত্ত প্রদান করিবেন। (৩) গমিক ভত্ত প্রদান করিবেন। (৪) গীলান ভত্ত প্রদান করিবেন। (৫) রুগ্ন ভিক্ষুদের সেবা শুশ্রূষা-কারীদের আহার্য প্রদান করিবেন। (৬) রোগীর ঔষধ; (৭) সকালের যাগু, এবং (৮) ভিক্ষুণীদের জন্য বর্ষাবস্ত্র প্রদান করিবেন।

বুদ্ধ 'সাধু'বাদের সহিত বরগুলি অনুমোদন করেন এবং তৎপর বিশা-খাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বিশাখে, তুমি এইরূপ বর যাচঞা কর কেন? বিশাখা বুদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত উপায়ে বরগুলির কারণ ব্যাখ্যা করেন।

(১) **বস্‌সিক সাটিকং**—ভন্তে, অদ্য আমি ভিক্ষুসংঘকে ডাকিবার জন্য দাসীকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। ভিক্ষুগণ তখন বিহারে নগ্ন হইয়া বর্ষার জলে শরীর ভিজাইতেছিলেন। দাসী এইরূপ অবস্থায় ভিক্ষু-দিগকে দেখিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলে যে, বিহারে কোন ভিক্ষু নাই। বহু সংখ্যক নগ্ন সন্ন্যাসী তথায় অবস্থান করি-তেছে। এই জন্যই ভন্তে, আমি যাবজ্জীবন ভিক্ষুদের ব্যবহার্য বর্ষা-বস্ত্র দিবার প্রস্তাব করিতেছি।

(২) **আগন্তুকভত্তং**—বহু আগন্তুক ভিক্ষু বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য শ্রাব-স্তীতে আগমন করে। দেশের রাস্তাঘাট সম্পর্কে পরিচিত না হইলে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে তাঁহাদের ভয়ানক কষ্ট হইতে পারে। আমার নিকট কয়েকদিন আহার গ্রহণ করিবার পর রাস্তাঘাট তাঁহাদের পরিচিত হইলে পিণ্ডাচরণে তাঁহাদের অসুবিধা হইবে না।

(৩) **গমিক ভত্তং**—কোন দিকে যাইবার সময় ভিক্ষুগণের প্রয়োজনীয় অন্নের অভাবে অসুবিধা হইতে পারে। ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বাহির হইয়া বিলম্ব হইলে গন্তব্যস্থানে যথা সময়ে না পৌঁছিতে পারে, বিলম্ব হওয়ার দরুন গাড়ী ইত্যাদি হারাইতে পারে, তাহাতে ভিক্ষু-দের দারুন কষ্ট হইতে পারে।

(৪) **গিলান ভত্তং**—রুগ্ন ভিক্ষুর উপযুক্ত খাবার না পাওয়ায় তাঁহার রোগ বৃদ্ধি হইতে পারে অথবা পথিমধ্যে মারা যাইতে পারে বিবেচনা করিয়া আমি গিলানভত্তের ব্যবস্থা করিতেছি।

(৫) **গিলান উপট্ঠকভত্তং**—রুগ্ন ভিক্ষুর সেবক খাদ্যের জন্য বাহিরে গেলে এমন রোগীর সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে, রোগী ঐ অবস্থায় মারাও যাইতে পারে বিবেচনা করিয়া আমি ঐরূপ প্রস্তাব করিতেছি।

(৬) **গিলান ভেসজ্জং**—উপযুক্ত ঔষধ পথ্যের অভাবে রুগ্ন ভিক্ষুর রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে। আবার উপযুক্ত ঔষধ পথ্য পাইলে শীঘ্র রোগ সারিয়া যাইতে পারে।

৭। **ধুব যাগুং**—ভগবান অনুকবিন্দে যাগুর দশ প্রকার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ যাগুর বহুগুণ লক্ষ্য করিয়া ধুব যাগু দেওয়ার প্রস্তাব করিতেছি।

৮। **ভিকখুনী সংঘস্‌স উদকসাটিকং**—ভিক্ষুনীদের পক্ষে নগ্ন হইয়া স্নান করা অশোভন। স্ত্রীলোকের নগ্নতা ঘৃণা উদ্দীপক। স্ত্রীলোকের নগ্ন হইয়া স্নান করা অপ্রতিকূল। ইহার জন্য সাধারণ লোকেরা বৌদ্ধ শ্রাবকদের দুর্ণাম করিতে পারে এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমি উদকসাটিক দেওয়ার প্রস্তাব করিতেছি।

ইহা ছাড়া ভিক্ষুগণ বিভিন্নস্থানে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করিয়া বর্ষান্তে যখন শ্রাবস্তীতে আসিয়া ভগবানকে বলিবেন, "অমুক ভিক্ষু" কাল প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ ভিক্ষুর কিরূপ গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে? প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ হয়ত বলিবেন, "স্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ" ফললাভ করিয়াছে। তখন আমি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিব, "ভন্তে, ঐ ভিক্ষু আমাদের আতিত্য গ্রহণ করিয়াছেন কি?" আপনার হাঁ, প্রত্যুত্তর আমার সুখদায়ক হইবে। আমি প্রমোদিত হইব, আমার প্রমোদিতচিত্তে প্রীতি উৎপন্ন হইবে। প্রীতিতে দেহ শীহরিয়া উঠিবে। প্রশ্রদ্ধকায়ে সুখ অনুভূত হইবে। সুখীচিত্ত, সমাধিস্থ হইবে। তাহাতে আমার ইন্দ্রিয়, বল, প্রজ্ঞা-ভাবনা সার্থক হইবে। ইহা আমার পরম লাভের কারণ হইবে। বিশাখার প্রত্যুত্তর শুনিয়া ভগবান অতীব প্রীত হইলেন এবং তাঁহার প্রার্থনা অনু-মোদন করিয়া নিম্নলিখিত গাথা ভাষণ করেন,—

"যা অন্নপানং দদতিপ্প মোদিতা,
সীলূপপন্না সুগতস্স্ সাবিকা ;
দদাতি দানং অভিভূয্য মচ্ছরং,
সোভগ্গিকং সোকনুদং সুখাবহং।

দিব্বং সা লভতে আয়ুং,
আগম্ম মগ্গং বিরজং অনঙ্গনং ;
সা পুঞ্ঞ্ একামা সুখিনো অনাময়া,
সগ্গম্হি কায়ম্হি চিরং পমোদতী"তি।

॥ নবম অধ্যায়ঃ চম্পেয্য কখন্ধকং ॥

এই অধ্যায়ে অপরাধী ভিক্ষুদের শাস্তি দেওয়ার নানা প্রকার বিধান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দৃষ্ট হয়। ইহাতে প্রমাণিত হয় বুদ্ধ শুধু একজন আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী পুরুষ ছিলেন তাহা নহে, তিনি তদানীন্তকালে প্রচলিত বিচার-পদ্ধতি সম্পর্কেও তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যায়ের প্রতিকার স্বরূপ শাস্তির বিধান করা জগতের চিরাচরিত প্রথা। ক্ষেত্রবিশেষে শাস্তির পার্থক্য বর্তমান থাকাও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু বুদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য এমনভাবে শাস্তি বিধান করিতেন যাহাতে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নীতিবোধ জাগ্রত হইত। তাঁহার নিকট দৈহিক বা আর্থিক শাস্তির নাম মাত্র পার্থক্য থাকিত। দণ্ডপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে শুধুমাত্র শাস্তি দিয়াই অপরাধের প্রতিশোধ নেওয়া হইত না। সেই ভিক্ষুকে অবশ্যই তাঁহার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করিয়া দেওয়া হইত। এমনভাবে তাঁহাকে সচেতন করিয়া দেওয়া হইত যাহাতে অপরাধী নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া আত্মমর্যাদা ফিরিয়া পাইবার জন্য আপন চরিত্র সংশোধনে তৎপর হয়। ভিক্ষু তখন নিজেই বুঝিতে পারিত যে তিনি একদিকে যেমন সংঘ থেকে অবিচ্ছিন্ন, অন্যদিকে তেমনি তিনি আপনাতে আপনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভিক্ষু যখন সংঘের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তখন তিনি স্বাতন্ত্র্যহীন। তখন সমষ্টির সঙ্গে তাঁহার কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু সংঘ থেকে ভিক্ষুকে যখন পৃথক করা হয় তখন তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যে আপনি সমুজ্জ্বল। এই সমস্ত কারণ বিবেচনা করিয়া মহাপুরুষগণ অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলেও অন্যায়কারীর প্রতি কারুণ্য প্রদর্শন করিতে কোন সময় কার্পণ্য করেন নাই।

এই অধ্যায়ে যে সমস্ত শাস্তি বিধানের উল্লেখ আছে উহাদের মধ্যে উকেখপনীয় কম্ম, তজ্জনীয় কম্ম, নিস্সয় কম্ম, পব্বাজনীয় কম্ম, এবং পটি-সারনীয়কম্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক প্রকার বিনয় কর্ম মাত্রানুসারে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করা হইয়াছে। অপ-রাধীকে শুধু আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়াছে তাহা নয়, বরঞ্চ তাহার মধ্যে ধর্মভাব উদ্দীপ্ত করিবার প্রচেষ্টাও সহজে অনুমেয়।

॥ দশম অধ্যায় : কোসম্বকখন্ধকং ॥

মানুষের কলহ প্রবণতা কত প্রবল এই অধ্যায়ের আলোচনা হইতে উহা কিছু পরিমাণে অনুমিত হয়। ভিক্ষুদের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ শুধু বর্তমানে দৃষ্ট হয় তাহা নহে, স্বয়ং বুদ্ধের জীবদ্দশাতেও বর্তমান ছিল। কোসম্বকখন্ধেই তার জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মহাবগ্গের এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে বুদ্ধ যখন কোশাম্বীর ঘোষিতারাম বিহারে[১] অবস্থান করিতেছিলেন তখন একবার সামান্য বিনয় সংগঠিত ব্যাপার লইয়া দুই দল ভিক্ষুর মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই বাদ-বিসংবাদের বিস্তৃত বিবরণ বুদ্ধঘোষের অট্ঠ্-কথায় অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঝগড়ার গতিপ্রকৃতি এতই চরমে উঠিয়াছিল যে বুদ্ধ নিজে বহু চেষ্টা-করিয়াও দুই দল ভিক্ষুকে মিত্রতা বন্দনে আবদ্ধ করিতে পারেন নাই। তিনি দীঘায়ুজাতক প্রভৃতি বলিয়া কলহের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। তথাপি ভিক্ষুগণ নিজেদের পক্ষ সমর্থন হইতে বিরত হন নাই। শেষ পর্যন্ত ভগবান বিবদমান ভিক্ষুসংঘের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পারিলেয়্যক অরণ্যে প্রবেশ করিয়া একাকী বিচরণ করিতে থাকেন। কথিত আছে তথায় পারিলেয়্যক নামক দলত্যাগী এক হস্তী তাঁহার আহার করাইতেন। বুদ্ধের জন্য ফলমূল আহরণ করিতেন, জল উত্তপ্ত করিয়া বুদ্ধকে স্নান করিবার জন্য ডাকিতেন। বুদ্ধের সেবাযত্ন এতই তৎপর-তার সহিত সম্পাদন করিতেন যে বুদ্ধকে কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হয় নাই।

বুদ্ধ সম্পূর্ণ এক বর্ষা পারিলেয়্যক বনে অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্তন করেন। কোসাম্বীবাসী উপাসক ও উপাসিকাবৃন্দ এই বিষয়

১ ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড

জ্ঞাত হইয়া ভিক্ষুদের সহিত আলাপ বন্ধ করেন। বিবদমান ভিক্ষুদিগকে যথাযোগ্য সম্মানদানে বিরত থাকেন। তখন ভিক্ষুগণ নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া শ্রাবস্তীতে যাইয়া বুদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করেন।

বুদ্ধ এই উপলক্ষে সারিপুত্র প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ এবং মহাপজাপতি প্রমুখ ভিক্ষুণী সংঘকে আহ্বান করিয়া ধর্ম[১] এবং অধর্ম[২] জ্ঞাত হইবার জন্য ১৮ প্রকার বিষয়ের উল্লেখ করেন। এই ১৮ প্রকার কারণের দ্বারা ধার্মিককে ধার্মিক এবং অধার্মিককে অধার্মিক বলিয়া জানা যাইবে। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী

---

১ ধর্মবাদীদের জানিবার জন্য ১৮ প্রকার কারণ :
"অট্‌ঠারসহি চ খো, সারিপুত্ত, বত্থূহি ধম্মবাদী জানিতব্বো। ইধ, সারিপুত্ত, ভিক্খু অধম্মং অধম্মোতি দীপেতি, ধম্মং ধম্মোতি দীপেতি, অবিনয়ং অবিনযোতি দীপেতি বিনযং বিনয়োতি দীপেতি, অভাসিতং অলপিতং তথাগতেন অভাসিতং অলপিতং তথাগতেনা'তি দীপেতি, ভাসিতং লপিতং তথাগতেনা'তি দীপেতি, অনাচিন্নং তথাগতেন অনাচিন্নং তথাগতেনা'তি দীপেতি, অপঞ্ঞত্তং তথাগতেন অপঞ্ঞত্তং তথাগতেনা'তি দীপেতি, অনাপত্তিং অনাপত্তী'তি দীপেতি, আপত্তিং আপত্তীতি, দীপেতি লহুকং আপত্তিং লহুকা আপত্তীতি দীপেতি, অদুট্‌ঠুল্লং আপত্তিং অদুট্‌ঠুল্লা আপত্তীতি দীপেতি।"

২ অধর্মবাদীদের জানিবার ১৮ প্রকার কারণ :
"অট্‌ঠারসহি খো, সারিপুত্ত, বত্থূহি অধম্মবাদী জানিতব্বো। ইধ, সারিপুত্ত, ভিক্খু অধম্মং ধম্মোতি দীপেতি, ধম্মং অধম্মোতি দীপেতি; অবিনযং বিনযোতি দীপেতি, বিনযং অবিনাযোতি দীপেতি; অভাসিতং অলপিতং তথাগতেন ভাসিতং লপিতং তথাগতেনাতি দীপেতি; ভাসিতং লপিতং তথাগতেন অভাসিতং অলপিতং তথাগতেনাতি দীপেতি; অনাচিন্নং তথাগতেন আচিন্নং তথাগতেনাতি দীপেতি; আচিন্নং তথাগতেন অনাচিন্নং তথাগতেনাতি দীপেতি অপঞ্ঞত্তং তথাগতেন পঞ্ঞত্তং তথাগতেনাতি দীপেতি: পঞ্ঞত্তং তথাগতেন অপঞ্ঞত্তং তথাগতেনাতি দীপেতি; অনাপত্তিং আপত্তীতি দীপেতি; আপত্তিং অনাপত্তীতি দীপেতি; লহুকং আপত্তিং গরুকা আপত্তীতি দীপেতি; গরুকং আপত্তিং লহুকা আপত্তীতি দীপেতি; সাবসেসং আপত্তিং অনবসেসা আপত্তীতি দীপেতি; অনবসেসং আপত্তিং সাবসেসা আপত্তীতি দীপেতি; দুট্‌ঠুল্লা আপত্তিং অদুট্‌ঠুল্লা আপত্তীতি দীপেতি; অদুট্‌ঠুল্লং আপত্তিং দুট্‌ঠুল্লা আপত্তীতি দীপেতি—ইমেহি খো, সারিপুত্ত, অট্‌ঠারসহি বত্থূহি অধম্মবাদী জানিতব্বো।"

এবং গৃহস্থগণ অধার্মিককে ত্যাগ করিয়া ধর্মবাদীদের সহিত সহযোগিতা করাই উচিত।

॥ চুল্লবগ্‌গ ॥

চুল্লবগ্গকে মহাবগ্গেরই বর্ধিত কলেবর বলিলে অত্যুক্তি হয়না, কারণ ইহাতে মহাবগ্গের বর্ণিত বিষয়ের ধারাবাহিকতাই যেন কতক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। এইজন্য 'চুল্লবগ্গ' ও 'মহাবগ্গ' এই দুইটি গ্রন্থকে একত্রে 'খন্দক' বলা হয়। এই দুইটি গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে মহাবগ্গের সেই গাম্ভীর্য, বিস্ময়কর প্রকাশ শক্তি, পরম আশ্চর্য নৈপুণ্য ও কৌশল যেন পুরাপুরি চুল্লবগ্গে রক্ষিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত চুল্লবগ্গের শেষে প্রথম সঙ্গীতি ও দ্বিতীয় সঙ্গীতি দুইটি অধ্যায়রূপে যোগ করিয়া দেওয়ায় গ্রন্থের শিল্প নৈপুণ্য ও বিষয়ের ধারাবাহিকতা অধিক পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে। বিনয় গ্রন্থে ভিক্ষুদের নিত্য প্রতিপাল্যশীল ও বিনয়কর্মের ব্যাখ্যা দিতে যাইয়া হঠাৎ সঙ্গীতি সম্পর্কীয় বিষয়ের আলোচনা সত্যিই কিছু পরিমাণে অপ্রাসঙ্গিক। ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে বিচার করিলেও ১০০ শত বৎসর পরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সঙ্গীতির বিষয় বুদ্ধবর্ণিত ভিক্ষুণীদের প্রয়োগ বিধির সহিত জড়িত হওয়া উচিত হয় নাই। দশম অধ্যায়ে বর্ণিত ভিক্ষুণীসঙ্ঘের পরিচয়ে খুববেশী ধারাবাহিকতা আছে বলা যায় না। এই সমস্ত কারণ বিবেচনা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত চুল্লবগ্গের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায় তিনটি পরবর্তীকালের রচনা বলিয়া অনুমান করেন। এইগুলি বিনয় পিটকের সহিত সম্পর্ক বর্জিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এইরূপ দুই একটি ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গের ন্যায় বুদ্ধজীবনের বিচিত্র কাহিনীগুলি এত সাবলীল ও প্রকৃষ্ট উপায়ে আর কোথাও বর্ণিত হয় নাই। ইহার বর্ণনা স্বাভাবিক ও কৃত্রিমতা বর্জিত। অর্ধসংস্কৃত ভাষায় রচিত ললিত বিস্তর এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধ রচিত গ্রন্থদ্বয়ে বৈচিত্রময় বুদ্ধজীবনের বর্ণনা আছে বটে, কোন কোন স্থলে হয়তঃ মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গের চেয়ে বেশী তথ্যপূর্ণ কিন্তু স্বাভাবিকতায় ও অকৃত্রিমতায় এই পালি গ্রন্থদ্বয় অতুলনীয়। ললিত বিস্তরের মত বুদ্ধ-জীবনের অলৌকিকত্ব এবং অশ্বঘোষের ন্যায় ভাবের আতিশয্য ইহাতে

স্থান পায় নাই। এই সমস্ত কারণ বিবেচনায় মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গের কাহিনী-গুলি অধিকতর তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ। এই কারণে সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধ জীবনী সংগ্রহের জন্য ইহার উপযোগীতা সর্বাধিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ললিত বিস্তর সম্বন্ধে ডক্টর উইন্টারনিচ্ বলেন "It is however, most umfortunate as regards the development of the Buddha Legend from its earliest beginnings, when only the chief events in the life of the great founder of the religion are adorned with miracles, down to that boundless deification of the Master, in which, from the beginig to the end of his career, he appears mainly as a god above all gods."[১]

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে মূলতঃ থেরবাদী হীনযানী বৌদ্ধনীতি প্রকাশক হইলেও কোথাও কোথাও মহাযানের ছাপ পরিস্ফুট। ষোড়শ অধ্যায়ের আলোচনা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। উইন্টারনিচ ইহার সমালোচনা করিতে যাইয়া মন্তব্য করেন, "Book XVI Contains the sermon of Beneres, which is only a poetical and expanded version of the text known from the tripitaka, but it also speaks of the body as 'empty, without a self' (sunyam anātmakam XVI 28), calls the Buddha not only the self born (svayambhu), the overlord of the whole Dhamma, but even the Lord of the world (XII 64. 69). And he even says that he has attained the great vehicle, the Mahāyāna that has been set forth by all the Buddhas for eslablisling the welfare of all the period of the beginning of the Mahāyāna."[২]

কিন্তু মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গের মধ্যে সেইরূপ কোন অলৌকিকতা বা অস্বাভাবিকতার ছাপ নাই। ইহাতে বুদ্ধকে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবেই কল্পনা করা হইয়াছে। তিনি নিজের ত্যাগ, তিতিক্ষা, সম, দম, শ্রদ্ধা, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞার দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষই বুদ্ধের

১ Winternitz : *Indian Literature*, Vol. II., pp. 255-256.

২ *Ibid.*, pp. 264265.

মত শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার সাধনা করিয়া পরম জ্ঞান লাভ করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিতে পারেন। ইহাই গ্রন্থদ্বয়ের মূল প্রতিপাদ্য।

চুল্ল বগ্‌গের দ্বাদশটি অধ্যায়। অধ্যায় সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল:

।। কম্মকখন্ধক ।।

পাঁচ প্রকার সংঘকর্মের আলোচনা লইয়াই চুলবগ্‌গের প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হয়। প্রত্যেক সংঘকর্ম কিভাবে কোথায় প্রয়োগ করা হইয়াছে প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। সংঘকর্মগুলি হইল: তজ্জনীয় কর্ম, নিস্সয় কর্ম, পব্বাজনীয় কর্ম, পটিসারণীয় কর্ম, এবং উকেখপনীয় কর্ম। যে সমস্ত অপরাধের জন্য এইরূপ শাস্তি প্রয়োগ করা হয়, উহাদের প্রকৃতি হইল হয়তঃ কোন ভিক্ষু অপরাধ স্বীকার করেনা, প্রথমে স্বীকার করিয়া পরে আবার অস্বীকার করে অথবা শাস্তি অনুরূপ কার্য করে না, মিথ্যাদৃষ্টির আশ্রয় লয় ইত্যাদি। নিম্নে প্রত্যেক প্রকার সংঘকর্মের প্রয়োগ-বিধি দেখান হইল:

১। তজ্জনীয় কম্ম—এই সংঘ কর্মটি শ্রাবস্তীতে পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়ের উপর প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ঐজাতীয় আপত্তির মধ্যে ইহা সবচেয়ে গুরুতর। যে সমস্ত ভিক্ষু বিবাদ পরায়ণ, ঝগড়াটে, কোন্দলপ্রিয়, সংঘের মধ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, ত্রিরত্নের অগুণ বর্ণনাকারী সেই সমস্ত ভিক্ষুর উপরই তজ্জনীয় কর্ম প্রযুক্ত হয়। এইরূপ শাস্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বহুপ্রকার সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হয়।[1] সেই ভিক্ষু কোন শ্রামনেরকে উপসম্পদান করিতে পারে

---

[1] "ন উপসম্পাদেতব্বং, ন নিস্সযো দাতব্বো, ন সামনেরো উপট্ঠাপেতব্বো, ন ভিকখু নোবাদকসম্মুতি সাদিতব্বা, সম্মতেন পি ভিকখুনিযো ন ওবদিতব্বা। যায আপত্তিযা সংঘেন তজ্জনীয় কম্মং কতং হোতি, সা আপত্তি ন আপজ্জিতব্বা, অঞ্ঞা বা তাদিসিকা, ততো বা পাপিট্ঠতরা কম্মং ন গরহিতব্বং, কম্মিকা ন গরহিতব্বা। ন পকতত্তস্স ভিকখুনো উপোসথো ঠপেতব্বো, ন পবারণা ঠপেতব্বো ন সবচনীয় কাতব্ব, ন অনুবাদো পট্ঠপেতব্বো, ন ওকাসো কারেতব্বো, ন চোদেতব্বো, ন সারেতব্বো, ন ভিকখুহি সম্পযোজেতব্বং" তি।

—চুলবগ্গো, পৃঃ ১০।

না, শ্রামণের দ্বারা সেবাশুশ্রূষা করাইতে পারেনা, ভিক্ষুনীদের উপদেশ প্রদান করিতে পারিবেনা, পূর্ব হইতে উপদেশ দেওয়ার দিন স্থির হইয়া থাকিলেও উহাতে যোগদান করিতে পারিবে না। তিনি কোন ভিক্ষুকে সতর্কীকরণ অথবা আপত্তি আরোপ করিতে পারিবে না। তিনি বয়ঃকনিষ্ট ভিক্ষুদের পক্ষে হইয়া কোন ব্যাপারে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেনা। তজ্জনীয় কর্ম অথবা উহার চেয়ে পাপিষ্ঠতর কোন আপত্তির জন্য কাহাকেও দোষারোপ করিতে পারিবেন না। ভিক্ষুণীদের সহিত উপসথ প্রবারণার দিন স্থির করিতে পারিবেন না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি যতদিন নিজের আপত্তির প্রতিকার না করিবেন ততদিন সংঘের একজন অনুপস্থিত সদস্যের মতই থাকিবেন। আপত্তির প্রতিকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের সুযোগ-সুবিধাগুলি ফিরাইয়া পাইবেন।

২। **নিস্সযকম্ম**—বুদ্ধ সেয্যসক নামক জনৈক ভিক্ষুর উপর এইরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যেই সকল ভিক্ষু ধর্মবিনয় সম্বন্ধে পুরাপুরি অভিজ্ঞ নহে প্রয়োজনীয় শিক্ষাপদসমূহ প্রায়ই লঙ্ঘন করে, গৃহীদের সহিত অত্যধিক মেলামেশা করে এবং নির্বোধ জাতীয় সেইসব ভিক্ষুর উপর নিস্সয় কর্ম প্রয়োগ করা হয়। এইরূপ শাস্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে কোন একজন পণ্ডিত বিনয়ধারী ভিক্ষুর অধীনে থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। সংঘ কর্তৃক নিযুক্ত ভিক্ষুর অধীনে থাকিয়া অপরাধী ভিক্ষু তাহার উপ-দেশানুসারে চলিবে। ভিক্ষুসংঘ উপযুক্ত পরিষদের উপস্থিতে নিস্সয়কর্মের বিধান করিবেন। অপরাধী ভিক্ষু ধর্মবিনয়ে অভিজ্ঞ হইলেই তাঁহার প্রদত্ত শাস্তি তুলিয়া লওয়া হইবে।

৩। **পব্বাজনীযকম্ম**—যে সমস্ত ভিক্ষু খেলাধুলায় অত্যধিক উৎসাহ প্রদর্শন করে[১], গান বাজনা নাটকাদি দর্শন করে এবং স্ত্রীলোকের সহিত অসময়ে মেলামেশা করে ইত্যাদি সেইরূপ অপরাধী ভিক্ষুরই পব্বাজনীয়

---

১ "মালাবচ্ছং রোপেন্তি পি রোপাপেন্তি পি, সিঞ্চন্তি পি সিঞ্চাপেন্তি পি, ওচিনন্তি পি ওচিনাপেন্তি পি, গন্থেন্তি পি গন্থাপেন্থি পি, একতো বন্টিকমালং করোন্তি পি, কারাপেন্তি পি, উভতো বন্টিকমালং করোন্তি পি কারাপেন্তি পি, ... অপ্ফোটেন্তি পি, নিব্বুজ্জন্তি পি, মুট্ঠীহিযুজ্জন্তি রংঘমজ্ঝেপি সংঘাটিংপত্থরিত্বা নচ্চকিং এব দন্তি।"

চুল্লবগ্গো—পৃঃ ২০।

কর্ম্ম-প্রয়োগ করা হয়। উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া এইরূপ শাস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। অপরাধী ভিক্ষুকে নিজের বক্তব্য বলিবার সুযোগ দিতে হইবে। এইরূপ শাস্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য সংঘ আদেশ প্রদান করিবেন। তাঁহার স্বভাব চরিত্র পুনরায় আশানুরূপ সুশোভন হইলে ঐ স্থানে পুনরায় আগমন করিতে আপত্তি নাই। বুদ্ধ কিতাগিরিতে অশ্বজি পুনব্বসুকা ভিক্ষুদ্বয়ের উপর এইরূপ শাস্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের দুই প্রধান শিষ্য সারিপুত্র মোগ্গল্লায়নকেই এই শাস্তি প্রদান করিবার জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন।

৪। **পটিসারনীয় কম্ম**—যে সমস্ত ভিক্ষু গৃহীগণের প্রতি দুর্ব্যবহার করে তাহাদের উপরই পটিসারনীয় কম্ম প্রযুক্ত হয়। চুলবগ্গে দৃষ্ট হয় যে এক সময় সুধম্ম নামক কোন ভিক্ষু চিত্ত গৃহপতি নির্মিত মচ্ছিকাগণ্ড বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় সারিপুত্র মোগ্গল্লায়ন, মহাকচ্চায় প্রমুখ কয়েকজন মহাশ্রাবক মচ্ছিকাসণ্ডে একবার বেড়াইতে আসেন। মহা-উপাসক চিত্ত তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। সুধম্ম ভিক্ষু ঈর্ষাপরবশ হইয়া চিত্ত গৃহপতির প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিয়া জেতবনে চলিয়া যান। তথায় চিত্তগৃহপতির বিরুদ্ধে ভগবানের নিকট নালিশ করেন। ভগবান সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া সুধম্ম ভিক্ষুকে তাঁহার রুষ্ট স্বভাব এবং শ্রদ্ধাবান উপাসককে দোষারোপ করার জন তিরস্কার করেন। তৎপর ভগবান ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করিয়া সুধম্মের পটিসারণীয় কম্ম প্রয়োগ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। এই সংঘকম্ম অনুসারে অপরাধী ভিক্ষুকে অসন্তুষ্ট গৃহস্থের নিকট যাইয়া তাঁহার কৃত অপরাধের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে হয়। শাস্তি অনুযায়ী সুধম্ম ভিক্ষু দুঃখ প্রকাশ করায় চিত্তগৃহপতি। সন্তুষ্ট হন। এই সঙ্গে তাঁহার উপর প্রযুক্ত শাস্তিও সংঘকর্তৃক তুলিয়া লওয়া হয়।

৫। **উকেখপনীয় কম্ম**—যে ভিক্ষু অবাধ্য, কৃত অপরাধ অস্বীকার করে এবং সংঘকর্ত্তৃক প্রদত্ত শাস্তি অনুযায়ী কাজ করেনা সেইরূপ ভিক্ষুর উপর উকেখপনীয় কম্ম প্রয়োগ করা হয়। সংঘ এইরূপ ভিক্ষুর সহিত পচচয় ও বিনয়সম্ভোগ ত্যাগ করেন। কোসাম্বীর ঘোসিত রামের অধিবাসী ভিক্ষু ছন্নের উপর বুদ্ধ এই শাস্তির বিধান করিয়াছিলেন।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পরিবাসিকখন্ধক ॥

সংঘাদিসেস আপত্তিগ্রস্থ ভিক্ষুর জন্য কিভাবে শাস্তির বিধান করিতে হয় এবং কি প্রকারে তাহাকে পুনরায় সংঘভুক্ত করিয়া লইতে হয় এই অধ্যায়ে উহারই উদাহরণ মিলে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে সংঘাদিসেস আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষুর অনিচ্ছা সত্বেও তাহাকে পরিবাস ও মানত গ্রহণ করিতে হয়। অপরাধী ভিক্ষু সংঘ মধ্যে উপস্থিত হইলে প্রথমে তাহাকে আপত্তি কয়দিন গোপন আছে জিজ্ঞাসা করিতে হয়। সংঘাদিসেস আপত্তি প্রাপ্ত হইয়া সূর্যোদয়ের পূর্বে অন্য ভিক্ষু সহিত দেশনা করিলে পরিবাসের প্রয়োজন হয় না। কেবল প্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্যই পরিবাস করিতে হয়। যতদিন আপত্তি গোপন থাকে ততদিন পরিবাস করা বাঞ্ছনীয়। তার বেশীও নয়, কমও নয়। প্রতিচ্ছন্ন করিবার তারতম্য অনুসারে পরিবাস তিন প্রকার:

১। পটিচ্ছন্ন পরিবাস (২) সুদ্ধন্ত পরিবাস, এবং (৩) সমোধান পরিবাস।

পটিচ্ছন্ন পরিবাস— প্রত্যেক আপত্তির কিছু পরিচয় প্রদত্ত হইল। সংঘাদিসেস আপত্তিপ্রাপ্ত হইয়া যতদিন গোপন রাখে ততদিন পরিবাস দেওয়াকে প্রতিচ্ছন্ন পরিবাস বা 'পটিচ্ছন্ন পরিবাসো' বলে। চার বা ততোধিক ভিক্ষুর নিকট হইতে পরিবাস লইয়া একজনের নিকট 'আরোচনা' করিয়া ও পরিবাস পালন করা যায়। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে বিহারে একই নিকায়ের যত ভিক্ষু থাকে সকলের নিকট আলোচনা করিতে হয়। ভিক্ষুকে দেখিয়া ও আরোচনা না করিলে পরিবাস রহিত হইয়া যায়। তখন আবার নূতনভাবে পরিবাস আরম্ভ করিতে হয়। বিহারে ভিক্ষুর আনাগোনা বেশী থাকিলে রাত্রি থাকিতে যতজন ইচ্ছা ততজন ভিক্ষু লইয়া (এক সংঘে হওয়া চাই) পরিবাস গ্রহণ করিয়া কোন এক নির্জন স্থানে যাইয়া অরুণোদয়ে নিক্ষেপ করিতে পারেন। সেখানে কোন ভিক্ষু দর্শন করিলেও তাহার সহিত আলোচনা করিতে হয়।

২। **সুদ্ধন্ত পরিবাস**—ইহা দুই প্রকার: (১) চূল্ল সুদ্ধন্ত ও (২) মহা সুদ্ধন্ত। বিশ বৎসর বয়স্ক ভিক্ষু যদি কোন সময় পরিবাস না করে এবং তিনি কতদিন পরিশুদ্ধ আছে না জানে তবুও তাহাকে পরিবাস দিতে হয়। পরিবাস করিবার সময় তাহার যদি এইরূপ মনে হয় তিনি দশ বৎসর পরিশুদ্ধ থাকতে পারেন তবে তাহাকে দশ বৎসরের জন্য পরিবাস দিতে হইবে।

আবার যদি তাহার ছয় বৎসর পরিশুদ্ধ আছে বলিয়া মনে হয় তবে ১৪ বৎসর তবে, তাহাকে ১৪ বৎসর পরিবাস করিতে হয়। উভয় প্রকার পরিবাসের মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে চুল সুদ্ধন্ত উর্ধ্বদিকেও বাড়ে নীচের দিকেও নামে। কিন্তু মহাসুদ্ধন্ত কেবল নীচের দিকে নামে। কোন সময় উর্ধ্বগ হয় না। ইহাই সুদ্ধন্ত পরিবাস নামে অভিহিত।

৩। **সমোধান পরিবাস**—ইহা তিন প্রকার : (ক) অগ্গসমোধান, (খ) ওধান সমোধান, এবং (গ) মিস্সক সমোধান। পরিবাস করিতে করিতে অনিক্ষিপ্ত পরিবাসের সময় পুনরায় আপত্তি প্রাপ্ত হইলে তাহার গৃহীত পরিবাস ভঙ্গ হইয়া যায়। তাহাকে পুনরায় নূতন গৃহীত আপত্তির সহিত পূর্বগৃহীত আপত্তি যোগ করিয়া সংঘের নিকট হইতে পুনরায় পরিবাস গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ পরিবাসকে ওধান সমোধান বলে।

২৩ প্রকার আপত্তির মধ্যে দুইটি বা ততোধিক আপত্তি একত্র যোগ করিয়া যে পরিবাস প্রদান করা হয় তাহাকে মিস্সক সমোধান বলে।

যতদিন আপত্তি প্রতিচ্ছন্ন হয় ততদিন পরিবাস দেওয়ার নাম অগ্গ সমোধান।

পরিবাস ও মানত্তের প্রভেদ

পরিবাস ও মানত্তের মধ্যে প্রভেদ হইল এই যে পরিবাস মধ্যে মধ্যে বাদ দিয়া পালন করা যায়। কিন্তু মানত্ত একাক্রমে ছয় দিন পূরণ করিতে হয়। পরিবাস চারজন ভিক্ষুর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া একজন ভিক্ষুর সহিতও আরোচনা করা যায়। কিন্তু মানত্ত সংঘের নিকট গ্রহণ করিয়া সংঘের সহিতই আরোচনা করিতে হয়। প্রতিচ্ছন্ন আপত্তি না থাকিলে তাহার পরিবাস লইতে হয় না। সংঘাদিসেস আপত্তিগ্রস্থ সকল ভিক্ষুরই মানত্ত গ্রহণ করিতে হয়। সেই প্রতিচ্ছন্ন মানত্ত এবং অপ্রতিচ্ছন্ন মানত্ত ভেদে মানত্ত দুই প্রকার। প্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য মানত্ত গ্রহণ করাকে প্রতিচ্ছন্ন মানত্ত, এবং অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য মানত্ত গ্রহণ করাকে অপ্রতিচ্ছন্ন মানত্ত বলে। মানত্ত সমাপ্ত করিয়াই ২০ জন বা ততোধিক ভিক্ষুর নিকট আহ্বান কর্ম-সম্পাদন করিতে হয়।

পরিবাস, মানত্ত ও আহ্বান এই তিন প্রকার বিনয় কর্ম ভিক্ষুদের গুরুতর আপত্তি প্রাপ্তির জন্যেই প্রযুক্ত হয়। ভিক্ষুদের পরিশুদ্ধিতার জন্য

ইহাদের উপযোগিতা অত্যধিক। সংঘের মধ্যে ঐক্য থাকিলে এই সংঘ কর্ম-গুলি সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা অসম্ভব নয়। এই সংঘ কর্মগুলি সুষ্ঠভাবে পরিচালনা না করিলে ভিক্ষুদের পারিশুদ্ধিতা রক্ষা করা অসম্ভব। এইজন্য ভিক্ষুমাত্রেরই এই বিষয়ের প্রতি অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম ও বিনয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া এই সমস্ত বিনয়কর্ম সম্পাদন করিতে হয়। যথাযথ-ভাবে পরিবাস ও মানত্ত শেষ না করিয়া আহ্বান কর্মাদি সম্পাদন করিলে আপত্তি হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এইজন্য প্রতিচ্ছন্ন বিধি ভালরূপে জ্ঞাত হইয়া পরিবাসাদি কর্মসমূহ সম্পাদন করা বিধেয়।

॥ তৃতীয় অধ্যায়ঃ সমুচ্চয় কখন্ধক ॥

পুনঃ পুনঃ আপত্তিগ্রস্থ ভিক্ষুকে কিভাবে সংঘমধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে আপত্তি হয়, এই অধ্যায়ে উহারই উদাহরণ মিলে। ভিক্ষু উদায়ী প্রথম সঙ্ঘাদিসেস আপত্তিপ্রাপ্ত হইয়া গোপন করেন নাই। সেই অপ্রতিচ্ছন্ন আপত্তির জন্য বুদ্ধ মানত্ত ও আহ্বানের ব্যবস্থা করেন। অপর এক সময় ঐ ভিক্ষু আপত্তি প্রাপ্ত হইয়া গোপন করেন। ইহা জ্ঞাত হইয়া দিন গণনা করতঃ পরিবাসের ব্যবস্থা করা হয়। ইহার পরও সেই ভিক্ষু নানা প্রকার আপত্তি প্রাপ্ত হইতে থাকে। অবস্থার লঘুত্ব ও গুরুত্ব অনুসারে মূলায় পটিকস্সনা, সমোধান পরিবাস, সুদ্ধন্ত পরিবাস প্রভৃতি আরোপ করিয়া আপত্তির প্রতিকার করা হয়।

॥ চতুর্থ অধ্যায়ঃ সমথ কখন্ধক ॥

এই অধ্যায়ে ভিক্ষুদের মধ্যে নানা প্রকার বাদ-বিসংবাদের মীমাংসা ও প্রচলিত আইন সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দৃষ্ট হয়। যে সমস্ত বাদ-বিসং-বাদের বিষয় এখানে আলোচিত হইয়াছে তার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—**বিবাদাধিকরণ, অনুবাদাধিকরণ, আপত্তাধিকরণ** এবং **কৃত্যাধিকরণ**। ইহা ছাড়া সপ্ত অধিকরণ সমথধর্মের ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা দৃষ্ট হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে ইহাদের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

ইহাতে উল্লেখ আছে মাননীয় দব্বমল্লপুত্ত রাজগৃহের বিহারসমূহের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মেত্তিয় ও ভুম্মজক ভিক্ষুদ্বয় স্বভাবতঃ দুর্বিনীত। তাহারা দব্বমল্লপুত্রের কর্তৃত্ব সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। সুতরাং তাঁহারা দব্বমল্লপুত্রের বিরুদ্ধে নানারূপ দোষারূপ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এমনকি তাঁহারা বলে যে দব্বমল্লপুত্রের সহিত এক ভিক্ষুণীর অবৈধ সম্পর্ক আছে। বুদ্ধ ইহা শুনিয়া মল্লপুত্রকে ডাকাইয়া তাহার জন্য যে অপবাদ করা হয় তাহা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে তিনি স্বপ্নেও কোন দিন মৈথুন সেবন করেন নাই। মাননীয় দব্ব সাত বৎসর বয়সে অর্হত্ব লাভ করেন। বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে আদেশ করিলেন যে তাঁহারা যেন দব্বের নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার প্রতি সতিবিনয় আরোপ করেন।

অপর একসময় ভিক্ষুসংঘের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যাপার লইয়া মতদ্বৈধতার সূত্রপাত হইলে বুদ্ধ সংঘকে উপযুক্ত শীলবান ভিক্ষু লইয়া একটি বিচারকমণ্ডলী নিযুক্ত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। সেই বিচারক-মণ্ডলী বিনয় সম্মতভাবে বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে শলাকার সাহায্যে ভোট গণনা করিয়া ঝগড়ার নিষ্পত্তি করিতে পারেন।

ইহাতে আরও উল্লেখ আছে ভোট গণনা তিন প্রকারের হইতে পারে। যথা, (১) গুল্হক, (২) সকন্নুজপ্পক, এবং (৩) বিবটক। ইহাতে ভোট গণনাকারীকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

।। পঞ্চম অধ্যায় ঃ খুদ্দকবত্থু-খন্ধক ।।

এই অধ্যায়ে ভিক্ষুদের দৈনন্দিন ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কীয় বিষয়ের আলোচনা আছে। নিম্নে এরূপ কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা হইল:

১। **স্নান:** বুদ্ধ রাজগৃহে বাস করিবার সময় ছব্বগগীয় ভিক্ষুগণ স্নান করিবার সময় শরীরে, স্তম্ভে, দেওয়ালে গাত্র ঘর্ষণ করিত। লোকেরা ভিক্ষুদের এইরূপ করা অশোভন বলিয়া মন্তব্য করিতে থাকে। বুদ্ধ ইহা শুনিয়া ভিক্ষুদের এইরূপভাবে গাত্র মার্জন নিষিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহার পর ছব্বগগীয় ভিক্ষুগণ গন্ধব্বহত্থ, কুরিবিন্দক, মুত্তি, মল্লক প্রভৃতি দ্বারা গাত্র মার্জন করিতে থাকে। লোকেরা ইহার

সমালোচনা করায় বুদ্ধ ভিক্ষুগণ কর্তৃক এইরূপ দ্রব্যদ্বারা গাত্র মার্জন নিষিদ্ধ করেন। তবে বুদ্ধ ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করিলে 'বলিসক' নামক এক প্রকার মোচড়ানো (twisted cloth) দ্বারা গাত্র মার্জন করিতে পারিবে। বুদ্ধ ইহা বলেন যে ভিক্ষুগণ কোন সাধারণের ব্যবহার্য স্নান তীর্থে যাইয়া গাত্র মার্জন করিতে পারিবেন না।

২। ভিক্ষুগণ (ক) বল্লিক (ear rings), (খ) পামঙ্গ (ear drops) (গ) কটিসুত্তকং (decorative girdles), (ঘ) ওবট্টিক (bungles), (ঙ) কায়ুর (necklace) ব্যবহার করিতে পারিবেন না। ভিক্ষুগণ লম্বা চুল রাখিতে পারিবেন না। চুল বাঁধানো বা সজ্জা করাও নিষিদ্ধ। এমনকি ভিক্ষুদের স্নানঘরে দর্পণ রাখাও নিষিদ্ধ। ভিক্ষুদের কোন প্রকার প্রসাধন ব্যবহার করা বা রূপ চর্চা করা নিষিদ্ধ।

৩। **আনন্দ মেলা:** ভিক্ষুদের আনন্দ মেলা দর্শন কিম্বা কোন প্রকার বিরূপ উৎসব দর্শন করা উচিত নহে।

৪। **ফল সংগ্রহ:** ভিক্ষুগণ বিম্বিসার রাজার রাজোদ্যানে ফল সজ্জা করিতে পারিত। কোন কোন ভিক্ষু এই অধিকারের অপব্যবহার করে। তাহারা বহু অপক্বফলও সংগ্রহ করে। লোকেরা ইহার বিরূপ সমালোচনা করে। বুদ্ধ ইহা জানিতে পারিয়া ভিক্ষুগণকে রাজোদ্যান হইতে আম্র সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন। অবশ্য ভিক্ষুগণ অপরের দ্বারা পক্ব আম্র সংগ্রহ করাইয়া ভক্ষণ করিতে পারেন। কাঁচা আম্র পাক করিয়া কেহ ভিক্ষুদিগকে খাইতে দিলে ভিক্ষুদের ভক্ষণ করা দোষনীয় নহে।

৫। **সর্প কাটা:** সর্পদংশন হইতে বাঁচিবার জন্য চারি প্রকার নাগকুলের প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন হইবার জন্যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

৬। **ভিক্ষাপাত্র:** রাজ গৃহের কোন বণিক চন্দনকাষ্ঠের একটি পাত্র তৈরী করাইয়া বাঁশের অগ্রভাগে স্থাপন করতঃ বলেন, "কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তাঁহার ঋদ্ধিশক্তি প্রদর্শন করিয়া উহা লইতে পারেন।" পূরণ ক্যাশ্যপ, মকখলী গোসাল, অজিতকেশ কম্বলী, পকুদ কচচায়ন, নিঘন্ঠ নাথ পুত্র এবং সঞ্জয় বেলট্টিপুত্র প্রমুখ তৈর্থিক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা বহুচেষ্টা করিয়াও পাত্র লইতে অক্ষম হন। পিণ্ডোল ভারদ্বাজ

এই খবর জ্ঞাত হইয়া আকাশ মর্গে উত্থিত হইয়া পাত্র গ্রহণ করেন এবং বহুক্ষণ আকাশ মার্গে বিচরণ করিয়া দর্শকবৃন্দকে স্তম্ভিত করেন। ভিক্ষুগণ পিণ্ডোল ভারদ্বাজের কৃতিত্বের কথা বুদ্ধের সম্মুখে কীর্তন করিতে থাকেন। বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন "ভিক্ষুগণ, এইরূপ কর্ম ভিক্ষুদের করা উচিত নহে। তুচ্ছ একটি পাত্র লাভের জন্য কোনমতেই ঋদ্ধিপ্রদর্শন যুক্তিসঙ্গত নহে। এইরূপ কাজ অধর্মোচিত ও বিনয় অনুমোদিত নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ইহার প্রশংসা করেন না।" তৎপর বুদ্ধ পাত্রটি ভাঙ্গাইয়া ফেলাইলেন এবং চন্দন চূর্ণগুলি রুগ্নভিক্ষুদের চোখের ঔষধরূপে ব্যবহার করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। ইহার পর বুদ্ধ কাষ্ঠ-নির্মিত পাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন।

এইসময় ভিক্ষুগণ নানা প্রকার পাত্র ভিক্ষাপাত্ররূপে ব্যবহার করিতেন— যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, গ্লাস, সিসা প্রভৃতি ধাতুনির্মিত পাত্র ব্যবহার করিতেন। বুদ্ধ কেবল মৃত্তিকা ও লৌহনির্মিত পাত্র ব্যতিত অন্যকোন প্রকার পাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন।

৭। ভিক্ষুদের নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে। যেমন কাঁচি, সূচ, সূচ-ঘর, বাঁসের নির্মিত চীবর, সেলাই করিবার ফ্রেইম. বাঁচ, হস্তিদন্ত, সিং, অস্তি, গালা, ফলের খোসা দ্বারা নির্মিত ঔষধপত্র রাখিবার কৌটা ভিক্ষুগণ ব্যবহার করিতে পারেন। ঔষধ পত্র রাখিবার জন্য কাপড়ের বেগ, পাদুকা রাখিবার থলে, জল ছাকনি, নানাপ্রকারের ঢাকনি, মসারী প্রভৃতি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ নহে।

৮। বৈশালীতে ভিক্ষুগণ নানা প্রকার লেহ্যপেয় খাদ্য ভোজন করিয়া কেহ কেহ রুগ্ন হইয়া পড়েন। তখন রাজবৈদ্য জীবক ভিক্ষুদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত cloislis ও স্নানাধারের ব্যবস্থা করিবার জন্য সুপারিশ করেন। জীবকের অনুরোধে বুদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য উহাদের ব্যবহার অনুমোদন করেন।

৯। পত্তনিকুজ্জনীয়: মেত্তিয় ভূম্মজক ভিক্ষুর প্ররোচনায় লিচ্ছবী পুত্র বড্‌চ শীলবান ভিক্ষু মল্লপুত্রকে তাঁহার পূর্বতন স্ত্রীর সহিত অবৈধ সম্পর্ক আছে বলিয়া মিথ্যা দুর্নাম করেন। ভিক্ষুগণ ইহা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধের কর্ণগোচর করান। বুদ্ধ লিচ্ছবী পুত্র মল্লের বিরুদ্ধে 'পত্ত নিকুজ্জনীয়

দণ্ড' প্রদান করিবার জন্য আদেশ করেন। 'পত্ত নিক্কুজ্জন' শব্দের অর্থ "পাত্র উল্টাইয়া দেওয়া"। ভিক্ষুগণের বিরুদ্ধে কোন গৃহস্থ যদি পুনঃ পুনঃ গুরুতর অপরাধ করে তবে সেই গৃহস্থের উপর এইরূপ দণ্ড প্রদান করা হয়। ভিক্ষুগণ একবাক্যে ঘোষণা করেন যে অপরাধী গৃহস্থ বিনয় সম্মতভাবে ভিক্ষুদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্যন্ত সেই গৃহস্থের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না অর্থাৎ তাঁহারা সেই গৃহস্থের বাড়ীর নিকটে আসিয়া তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্র উল্টাইয়া ধরিবেন। লিচ্ছবী পুত্র বড্‌ঢ যথাযথভাবে নিজ দোষ স্বীকার করিয়া ভিক্ষুদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায় সংঘ তাঁহার নিকট হইতে পত্তনিক্কুজ্জনীয় দণ্ড উঠাইয়া লওয়া হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সেনাসনখন্ধক

এই অধ্যায়টি বিহার প্রতিষ্ঠা, বিহারে আসবাবপত্রের ব্যবহার শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিকের দীক্ষা ও জেতবন বিহারদান, ভিক্ষুদের বয়স সম্পর্কীয় বিবি বিষয়ের আলোচনায় সমৃদ্ধ। বুদ্ধ কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্য বিহার প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেওয়ায় কেবল রাজ গৃহেরই কোন এক শ্রেষ্ঠী ৬০ খানা বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই বিহারগুলি আগত অনাগত চতুর্দিকস্থ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান করা হয়। বুদ্ধ নিম্নলিখিত গাথায় বিহার দান অনুমোদন করেন:

> "সীতং উণ্হং পটিহন্তি ততো বলে মিগানিচ,
> সরিসপে চ মকসে সিসিরে চা পি বট্‌ঠিযো ;
> ততো বাতাতপে ধারো সঞ্জাতো পটিহঞ্ঞতি,
> লেনত্থং চ সুখত্থং চ ঝাযিতুংচ বিপস্সিতুং ;
> বিহারদানং সংঘস্স অগ্গং বুদ্ধেন বন্নিতং
> তস্মাহি পণ্ডিতো পোসো সম্পস্সং অত্থমত্তনো।
> বিহারে কারয়ে রম্মে বাসযেত্থ বহুস্সুতে,
> তেসং অন্নংচ পানংচ বত্থসেনাসনানি চ
> দদেয্য উজুভূতেসু বিপ্পসন্নেন চেতসা।
> তে তস্স ধম্মং দেসেন্তি সব্বদুক্খাপনুদনং
> যং সো ধম্মং ইধঞ্ঞায পরিনিব্বাতি অনাসবো"তি।

বিহারদান অনুমোদন করার পরেই কালক্রমে বহুপ্রকার বিহার সম্পর্কীয় আসবাবপত্র ও শয়নাসন ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। এইরূপ আসবাবপত্র সম্পর্কীয় বহু প্রকার বিধিনিষেধ বিনয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত আছে।

১০। **নখিং:** ভিক্ষুদের লম্বা নখ রাখা নিষিদ্ধ। তাই ভিক্ষুগণের মধ্যে কেহ কেহ দাঁত দিয়া নখ কাটিত, আবার কেহ কেহ দেওয়ালে আঙ্গুল ঘসিয়া নখ পরিষ্কার করিতেন। বুদ্ধ ইহা জানিতে পারিয়া নখিং দিয়া নখ কাটিবার উপদেশ দেন।

১১। **ক্ষুর:** ভিক্ষুরা দাড়ি, গোঁপ, চুল কাটিবার জন্য ক্ষুর ব্যবহার করিতে পারেন। ক্ষুর ধাড়াইবার জন্য বা ধাড়াল রাখিবার জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন ঐগুলিও রাখিতে পারেন।

১২। ভিক্ষুরা বাহিরে যাইবার সময় কেহ কেহ কটিবন্দনী ব্যবহার করিতেন। একবার জনৈক ভিক্ষু কটিবন্দনী না বাঁন্দিয়া গ্রামে গমন করেন। তথায় কোন কারণে এক ভিক্ষুর পোশাক খুলিয়া যায়। ইহা দেখিয়া লোকেরা ভিক্ষুদের দুর্ণাম করিতে থাকে। বুদ্ধ ইহা জানিতে পারিয়া কটিবন্ধনী ছাড়া বিহারের বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন।

১৩। **স্থানীয় ভাষার ব্যবহার:** ভিক্ষুদের মধ্যে বহু ভাষাভাষী লোক বর্তমান ছিলেন। যমেলো ও তেকুল ভাষাভাষী দুইজন ভিক্ষু বৈদিক সংস্কৃতে বা 'ছন্দস ভাষায়' বুদ্ধ বচন অনুবাদ করেন। বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে ঐ ভাষায় তাঁহার বাণী অনুবাদ করিতে বারণ করেন। তবে তিনি ইহাও বলেন যে ভিক্ষুদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় বুদ্ধ বচনের অনুবাদ করিতে কোন আপত্তি নাই।

অনাথপিণ্ডিক ও জেতবন বিহার

অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী রাজগৃহের কোন শ্রেষ্ঠীর ভগ্নিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে শুনিয়া তিনি বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। রাত্রিতে তাঁহার ঔৎসুক্য এমনভাবে বর্ধিত হইল যে তিনি মোটেই ঘুমাইতে পারিলেন না। প্রত্যুষে বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সীতবনে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধকে প্রণাম করিয়া ভিক্ষু সংঘসহ শ্রাবস্তী

বর্ষাবাস করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। বুদ্ধ অনাথপিণ্ডিকের আগ্রহাতিসার্থে তথায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

এদিকে অনাথপিণ্ডিক শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিয়া বুদ্ধের বাসের জন্য উপযুক্ত স্থানে নির্বাচন করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়লেন। বহু চিন্তা করিয়া ও রাজকুমার জেতের রাজোদ্যানব্যতিত বুদ্ধের বাসের জন্য অপর কোন স্থান খুঁজিয়া পাইলেন না। রাজকুমার জেত তাহার রাজোদ্যান বিক্রয় করিতে অসম্মত হওয়ায় কোটি টাকা মূল্যে উহা ক্রয় করিলেন। তৎপর কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করিয়া জেতবন বিহার নির্মাণ করাইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করিলেন। কথিত আছে এই বিহারে বুদ্ধ বিশ বর্ষার অধিক যাপন করিয়াছিলেন। এই জেতবন সম্পর্কে পালি সাহিত্যের অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা আছে।

এই বিহারে বুদ্ধ বিনয়ের বহু নিয়ম কানুন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এখানে বসিয়াই বুদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে বয়ঃ জেষ্ঠদের অগ্রস্থান দেওয়ার জন্য নিয়ম প্রবর্তন করেন। ইহা ছাড়া বুদ্ধ সাত্ত্বিক কর্মসম্পাদনের জন্য ভক্তুদ্দেসক, সয়নাসনপঞ্ঞাপক, ভাণ্ডাগারিক, চীবর পটি গ্গাহাপক যাগুভাজক ফলভাজক খজ্জভাজক আসনপোয্য, এবং শ্রামণের পেসক প্রভৃতি কয়েক প্রকার পদস্থ ভিক্ষু কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করেন।

।। সপ্তম অধ্যায় ঃ সংঘ ভেদকখন্ধক ।।

এই অধ্যায়ে দেবদত্ত প্রমুখ বিশিষ্ঠ শাক্যগণের প্রব্রজ্যা এবং দেবদত্ত কর্তৃক সংঘভেদ করার বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

বুদ্ধ মল্লদের অনুপিয়ে বাস করিবার সময় মহানাম শাক্য তাঁহার ভ্রাতা অনিরুদ্ধকে ডাকিয়া বলেন, "স্নেহের ভাই অনিরুদ্ধ, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে মনস্ত করিয়াছি। তুমি আমাদের ধনসম্পত্তি ও সাংসারিক যাবতীয় বিষয়-আসয়ের রক্ষণাবেক্ষণ কর। প্রথমতঃ তোমাকে জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে হইবে। তৎপর মাটি সমান করিয়া শষ্য রোপণ করিতে হইবে। কিছুদিন পরে উহাতে জল সেচন করিতে হইবে। তৎপর তৃণ, আগাছা, প্রভৃতি উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। শষ্য পরিপক্ক হইলে বাড়ীতে লইয়া আসিয়া উত্তমরূপে ঝারিয়া জমা করিয়া রাখিতে হইবে। প্রতিবৎসর এইরূপ করিতে হইবে।"

তখন অনিরুদ্ধ বলিলেন, "তবে, দাদা, আপনিই গৃহে অবস্থান করুন। আমি এই সমস্ত কাজ করিতে পারিব না। আমার এইরূপ কোন কাজের অভিজ্ঞতাও নাই। আমি বরঞ্চ সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।"

এইরূপ কথোপকথনের পর উভয়ে একত্রে গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। এদিকে ভদ্দিয়, আনন্দ, ভগু, কিম্বিল এবং দেবদত্ত প্রমুখ পাঁচজন বিশিষ্ট শাক্য কুমার ক্ষৌরকার পুত্র উপালিকে সঙ্গে করিয়া বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থী হইলেন। বুদ্ধ প্রথমে উপালিকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়া তৎপর শাক্যদিগকে প্রব্রজ্যা প্রদান তৎপর শাক্য কুমারদের বৌদ্ধ-সংঘে দীক্ষা দান করিলেন। যথাসময়ে উপালি অর্হত্বে উপনীত হইলেন এবং শাক্যগণ শ্রামণ্য জীবনে কেহ কেহ মার্গফল লাভ করিলেন। দেবদত্ত কেবল লৌকিক ঋদ্ধির অধিকারী হইলেন।

পরবর্তীকালে এই লৌকিক ঋদ্ধিই দেবদত্তের পতনের কারণ হইয়াছিল। দেবদত্ত মিথ্যা লাভ সৎকার ও প্রতিপত্তির লোভে বুদ্ধের সহিত বৈরভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার পাপ লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য রাজকুমার অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া অলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শন করত: তাঁহাকে বশীভূত করিলেন। কোমল মতি রাজকুমার দেবদত্তের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। দেবদত্ত ধীরে ধীরে রাজকুমারকে নানা প্রকার দুষ্কর্মে লিপ্ত করাইলেন। তাহারই পরামর্শে অজাতশত্রু স্বীয় পিতাকে হত্যা করাইলেন এবং বুদ্ধ ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংঘের ক্ষতিসাধনের জন্য বহুদূর অগ্রসর হন। দেবদত্ত ঘাতক নিযুক্ত করিয়া বুদ্ধকে মারিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সফল-কাম হইতে পারিলেন না। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি স্বয়ং গ্রীধ্রকূট পর্বতে বুদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া বৃহৎ পাথর নিক্ষেপ করিলেন। সৌভাগ্যবশত: পাথর-খানি একটি বৃহৎ বৃক্ষে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় বুদ্ধ রক্ষা পান। কিন্তু উহা হইতে একটি টুকরা আসিয়া বুদ্ধের পায়ে আঘাত করে। ইহাতে বুদ্ধ আহত হন। আহত স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে। কয়েকদিন পরে বুদ্ধ আরোগ্য লাভ করিলেন। অপর এক সময় দেবদত্ত একটি মত্ত হস্তীকে বুদ্ধ যেই পথে আসা যাওয়া করেন সেই পথে ছাড়িয়া দিলেন। মত্ত হস্তী মহোল্লাসে লম্ফঝম্ফ করিয়া বুদ্ধের নিকটে আসিয়া বদ্ধের অলৌকিক রূপলাবন্য দর্শন করতঃ মোহিত হইয়া গেলেন। সেই মত্ত হস্তী বুদ্ধের পদতলে

নিপতিত হইয়া বিনীতভাব ধারণ করিয়া বুদ্ধের পদ রেণু স্পর্শ করিল। এই অলৌকিক দৃশ্যে সমস্ত রাজগৃহবাসী বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন।

বুদ্ধকে হত্যা করিবার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় দেবদত্ত নিজে পৃথক একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কোকালিক, মোদকতিষ্য, সমুদ্ধদত্ত (খণ্ডদেবীর পুত্র) প্রমুখ কয়েকজন ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া বৌদ্ধ সংঘের অপবাদ করিবার ইচ্ছায় বুদ্ধের নিকট পাঁচটি বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন। সেই পাঁচটি বিষয় হইল: (১) ভিক্ষুগণ সারাজীবন অরণ্যে বাস করিবেন। (২) ভিক্ষানুজীবী হইবেন এবং কখনও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না। (৩) ভিক্ষুগণ সর্বদা পাংশুকুলিক চীবর পরিধান করিবেন। (৪) ভিক্ষুগণ সর্বদা বৃক্ষের নীচে বাস করিবেন। এবং (৫) ভিক্ষুগণ কখনও মাংস ভক্ষণ করিবেন না।

যেহেতু উপরোক্ত নিয়মগুলি সাধারণ ভিক্ষুদের পালন করা সম্ভব নহে। সেই জন্য বুদ্ধদেব দত্তের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। ইহাতে দেবদত্ত বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সংঘকে আদর্শভ্রষ্ট বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহার পর রাজগৃহে যাইবার পথে আনন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বুদ্ধ হইতে পৃথক হইয়া সংঘ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। ইহার পর হইতে দেবদত্ত পৃথকভাবে বুদ্ধগয়ায় তাঁহার পক্ষভুক্ত ভিক্ষুদের সহিত উপসথ করিতে লাগিলেন। এই ভাবেই দেবদত্ত সংঘভেদ করিয়া পৃথক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পৃথকভাবে গয়াশীর্ষে ভিক্ষুদের সহিত বাস করিতে থাকেন।

এদিকে বুদ্ধ তাঁহার প্রধান শিষ্য সারীপুত্র ও মৌৎগল্লায়নকে দেবদত্তের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য গয়াশীর্ষে প্রেরণ করেন। দেবদত্ত তাঁহাদিগকে নিজের পক্ষে আসিতেছে ভাবিয়া আপন পরিষদে বসিবার অনুমতি দিলেন। ধর্মসেনাপতিদ্বয় তাঁহার নিকটে উপবেশন করিয়াছে দেখিয়া দেবদত্ত বুদ্ধের অনুকরণে ধর্মদেশনার প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্মদেশনা অবসানে দেবদত্ত ধর্মসেনা-পতিদ্বয়কে উপদেশ দিবার জন্য বলিয়া তিনি বিশ্রাম করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। এদিকে ধর্মসেনাপতিদ্বয় সুযোগ বুঝিয়া ধর্ম ও বিনয় সম্পর্কে ভিক্ষুদের মিথ্যা ধারণা দূরীভূত করিলেন। ভিক্ষুগণ নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবদত্ত ঘুম হইতে উঠিয়া ভিক্ষুদের কাহাকেও না দেখিয়া দুঃখে মর্মাহত হইয়া রক্ত

বমি করিলেন। এইভাবে দেবদত্তের সংঘভেদ করিয়া পৃথক সংঘ প্রতিষ্ঠা করিবার স্বপ্ন সমূলে বিনষ্ট হইল।

॥ অষ্টম অধ্যায় : বত্তখন্ধক ॥

এই অধ্যায়ে ভিক্ষুদের বিবিধ প্রকার ব্রত সম্পর্ক আলোচনা করা হইয়াছে। নিম্নে কয়েক প্রকার ব্রতের পরিচয় প্রদত্ত হইল :

আগন্তুক ব্রত :

বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিবার সময়ে আগন্তুক ভিক্ষুদের মধ্যে কেহ জুতা পায়ে ছাতা বন্ধ না করিয়া বিহারে প্রবেশ করিতেন কেহ কেহ মাথায় পুটলি বাঁধিয়া থাকিতেন এবং বৃদ্ধ ভিক্ষুদের দর্শন করিলেও প্রণাম করিতেন না। বুদ্ধ ইহা জানিতে পারিয়া আগন্তুক ভিক্ষুদের জন্য কতকগুলি বিধিনিষেধের প্রবর্তন করেন। আগন্তুক ভিক্ষু পাদুকা খুলিয়া বিহারে প্রবেশ করিবেন। ছাতা লাঠি একস্থানে রাখিয়া দিবেন। কাপড়-চোপড়গুলি যথাযথভাবে ভাঁজ করিয়া রাখিবেন। আবাসিক ভিক্ষুদের নিকট হইতে পায়খানা ও স্নানঘর কোথায় জানিয়া লইবেন। বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের প্রণাম করিয়া সসম্ভ্রমে একস্থানে উপবেশন করিবেন। হঠাৎ কাহারও ঘরকোষ্ঠে প্রবেশ করিবেন না বা আসবাব পত্র ইতস্ততঃ ছড়াইবেন না।

আবাসিক ব্রত :

আবাসিক ভিক্ষুগণও আগন্তুক ভিক্ষুদের আগু বাড়াইয়া লইবেন। বয়ঃ-জ্যেষ্ঠদের নমস্কারাদি করিয়া উপযুক্ত স্থানে বসিতে দিবেন। স্নানাগার ও পায়খানা দেখাইয়া দিবেন। তাঁহারা সাধ্যানুসারে আগন্তুক ভিক্ষুদের সাহায্য করিবেন এবং স্থানীয় লোকদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেন। তাঁহাদের সহিত কখনও রুক্ষ ব্যবহার করিবেন না।

গমিক ব্রত :

স্থান ত্যাগ করিবার পূর্বে গমিক ভিক্ষু আবাসিক ভিক্ষুর নিকট সমস্ত কিছু বুঝাইয়া দিয়া গৃহের দরজা জানালা উপযুক্তভাবে বাঁধিয়া যাইবেন। আসভাব পত্রগুলি যথাযথভাবে গুচাইয়া রাখিবেন। পোশাক পরিচ্ছদ বিছানা পত্র উপযুক্তভাবে বাঁধিয়া খাটের উপর অথবা কোন উপযুক্ত স্থানে ঝুলাইয়া

রাখিবেন। বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে বিদায় লইবেন।

অনুমোদন ব্রত ঃ

দায়কদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার পর দাতাকে ধন্যবাদ দেওয়া প্রয়োজন। বুদ্ধ এই ব্যাপারে ভিক্ষুদের অবহিত হইবার জন্য উপদেশ দিতেন। সাধারণতঃ উপস্থিত ভিক্ষুদের মধ্যে যিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ তিনি অথবা তাহার মনোনীত কোন ভিক্ষু দানানুমোদন করিবার ভার গ্রহণ করিতে হয়।

ভত্তগ্গব্রত কথা ঃ

পিণ্ডপাত গ্রহণ করিবার পূর্বে উপযুক্তভাবে হাত পা প্রক্ষালন করিতে হয়। কোন কোন স্থানে প্রয়োজন বোধে স্নান করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়। সুন্দরভাবে চীবর পরিধান করিয়া ভিক্ষা পাত্র হস্তে ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে অগ্রসর হইবেন। উৎক্ষিপ্ত চক্ষু হইয়া কোন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কিম্বা উচ্চৈস্বরে কথা বলিবেন না। বসিবার সময় সুন্দরভাবে চীবর আবৃত করিয়া উপবেশন করিবেন। মনোযোগের সহিত পাত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া খাদ্য গ্রহণ করিবেন। বড় বড় গ্রাস করিয়া বা অন্নের স্তূপ মর্দন করিয়া অথবা সুরু সুরু করিয়া ভোজন করিবেন না। ভাতের পরিমাণ অনুসারে তরকারী গ্রহণ করিবেন। অপরের পাত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন না। হাত মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বা গাল ফুলাইয়া ভোজন করিবেন না বা উচ্ছিষ্টহাতে পানীয় গ্লাস ধরিবেন না। বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর পূর্বে কেহ অন্ন গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু ও অন্যান্য ভিক্ষুদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাত মুখ ধুইবার জন্য জল গ্রহণ করিবেন না। বিহারে প্রত্যাবর্তন করিবার সময়ও বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর অগ্রে অগ্রে কেহ চলিবেন না।

পিণ্ডচারিক ব্রত কথা ঃ

কোন এক ভিক্ষু পিণ্ডাচরণে বাহির হইয়া কোনরূপ শব্দ না করিয়া এক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গৃহস্থের স্ত্রী তখন অসংযত অবস্থায় নিদ্রা যাইতেছিল। এই সময় হঠাৎ গৃহিনীর স্বামী বাহির আসিয়া হটাৎ গৃহে প্রবেশ করে। সে তাহার স্ত্রীকে এইরূপ অবস্থায় দর্শন করিয়া ভিক্ষুর উপর অমূলক সন্দেহ করিয়া ভিক্ষুকে ভীষণভাবে প্রহার করেন। বুদ্ধ এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া পিণ্ডাচরণে গমনকারী ভিক্ষুদের জন্য কতিপয় নিয়মের

প্রবর্ত্তন করেন। পিণ্ডাচরণে বাহির হইবার সময় এই নিয়মগুলি পালন করিতে হইবে। ভিক্ষাপাত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চলিতে হইবে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে চলাফেরা করিতে নাই। তিনি অতি দূরে বা নিকটে দাঁড়াবেন না। খাদ্য দিবার সময় সাবধানে পাত্রের ঢাকনি উল্টাইতে হইবে। দুই হাতে পাত্র ধরিতে হইবে। ভিক্ষা গ্রহণ করিবার সময় স্ত্রীলোকের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না। ভিক্ষা গ্রহণ করিবার পর সাবধানে পাত্রের ঢাকনি দিয়া ধীরে ধীরে বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

আরঞ্ঞিকবত্ত কথা :

আরঞ্ঞিক ভিক্ষু প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিবেন। ভাবনাদি কৃত্য সমাপ্ত করিয়া থলিতার ভিক্ষা পাত্র পুরিয়া সুন্দর রূপে চীবর পরিধান করতঃ ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য বাহির হইবেন। বাহির হইবার পূর্বে আসভাবপত্র যথাযথ-ভাবে রাখিতে হইবে। আশ্রমের দরজা জানালা ভালরূপে বন্ধ করিতে হইবে। তিথি নক্ষত্রের হিসাব রাখিতে হইবে। উপোসথ কর্মাদি যথাযথভাবে সম্পাদন করিবেন। আকাশের দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া তাহার একান্ত প্রয়োজন।

।। নবম অধ্যায় : পাতি মোকখঠপন কখন্ধক ।।

এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে বুদ্ধ সর্ব প্রথম মৃগার মাতা নির্মিত পূর্বরাম বিহারে বাস করিবার সময় সর্ব প্রথম ভিক্ষুদের সহিত একত্রে বসিয়া পাতি মোকখ আবৃত্তি করিবেন না বলিয়া জানান। তিনি ভিক্ষুদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, ভিক্ষুগণ, আজ হইতে তোমাদের সহিত কোন পাতি মোকখ আবৃত্তি করিব না। তোমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে পাতিমোকখ আবৃত্তি করিবে।

।। দশম অধ্যায় : ভিকখুনী কখন্ধক ।।

এই অধ্যায়ে ভিক্ষুনী সংঘ প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে বুদ্ধ প্রথম হইতেই স্ত্রীলোকদের প্রব্রজ্যা জীবন যাপনের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে অনাগারিক জীবন স্ত্রীলোকদের উপযোগী নহে। স্ত্রীপুরুষের একত্রে বসবাস ব্রহ্মচর্য জীবনের পরিপন্থী নহে। তাই কপিলা-

বস্তুর ন্যাগ্রোধারাম বিহারে মহাপজাপতি যখন প্রব্রজ্যা প্রার্থী হইয়াছিলেন তখন বুদ্ধ তাঁহার প্রার্থনা না মঞ্জুর করেন।

ইতিমধ্যে বুদ্ধ কপিলাবস্তু হইতে বৈশালীর কূটাগারশালায় অবস্থান করিতে থাকেন। মহাপজাপতি গোতমী পাঁচশত শাক্য রমণী সমবিভ্যহারে মস্তক মুণ্ডিত করিয়া কাষার বস্ত্র পরিধান করিয়া বৈশালীতে আসিয়া উপস্থিত হন। আনন্দ মহাপজাপতির দুঃখে বিগলিত হইয়া বুদ্ধকে স্ত্রীলোকদের প্রব্রজ্যার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ আনন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং মহাপজাপতি দুঃখ দর্শন করিয়া আটটি শর্তে স্ত্রীলোকদের প্রব্রজ্যার অনুমতি প্রদান করেন। মহাপজাপতি মহানন্দে ঐ শর্তগুলি মানিয়া লইলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই জগতের প্রথম ভিক্ষুনী-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই আটটি শর্ত[১] পালি সাহিত্যে 'অষ্ট গুরুধর্ম্ম' নামে অভিহিত। শর্তগুলি নিম্নরূপ :

(১) শতবর্ষ বয়স্ক ভিক্ষুণীগণও অদ্য উপসম্পন্ন ভিক্ষুকে নমস্কার, অঞ্জলীকর্ম্ম সামিচি কর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করিবেন।

(২) ভিক্ষুণীগণকে যে বিহারে ভিক্ষু অবস্থান করে সেই বিহারেই বর্ষ উদ্‌যাপন করিতে হইবে।

(৩) ভিক্ষুণীগণ ভিক্ষুদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের পাক্ষিক উপসথ ও ধর্মশ্রবণের কাল স্থির করিবেন।

(৪) ভিক্ষুণীগণকে উভয় সংঘে প্রবারণা উদ্‌যাপন করিতে হইবে।

(৫) ভিক্ষুণীগণকে উভয় সংঘে মানত্ত উদ্‌যাপন করিবেন।

(৬) উপসম্পদা প্রার্থীনী ছয়টি পাচিত্তিয়া নিয়ম[১] (৬৩-৬৮) শিক্ষা করিয়া উভয় সংঘে উপসম্পদা গ্রহণ করিবেন।

১ Cullavagga, p. 375.

(১) বস্সসতূপসম্পন্নায ভিকখুনিযা তদহুপসম্পন্নস্স ভিকখুনো অভিবাদনং পাচ্চুট্ঠানং অঞ্জলি কম্মং সামীচিকম্মং কাতববং। অযংপি ধম্মো সক্কত্বা গরুকত্বা মানেত্বা পূজেত্বা যাবজীবং অনতিক্কমনীযো।

(২) ন ভিকখুনিযা অভিকখুকে আবাসে বস্সং বসিতব্বং। অযং পি ধম্মো সক্কত্বা গরুকত্বা মানেত্বা পূজেত্বা যাবজীবং অনতিক্কমনীয়ো।

(৭) কোন ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে তিরস্কার করিতে পারিবে না।
(৮) ভিক্ষুণীগণ কোন ভিক্ষুকে উপদেশ দিতে পারিবেন না অথবা উপোসথ ও পবারণার দিন স্থির করিতে পারিবেন না।

॥ একাদশ অধ্যায়ঃ পঞ্চসতি কখন্ধকং ॥

এই অধ্যায়ে প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে এই সঙ্গীতি আহুত হয়। সঙ্গীতির কারণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে বুড়ট প্রব্রজ্জিত সুভদ্রের অশোভন উক্তির জন্য প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন তরান্বিত হইয়াছিল। ভগবান বুদ্ধ পরিনির্বান প্রাপ্ত হইলে অল্পজ্ঞানী ভিক্ষুরা ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে। মহাজ্ঞানী অর্হৎ ভিক্ষুগণ অনুৎবিগ্নচিত্তে সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া নীরবে সংবেগ ধারণ করেন। পাবা ও কুশীনগরের মধ্যবর্তী কোন এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট অবস্থায় মহাকাশ্যপ এই খবর প্রাপ্ত হন। অর্হৎ ভিক্ষুগণ অল্পজ্ঞানী ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া ভগবানের উপদেশ "সব্বেহেব পিযেহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবে অঞ্ঞথাভাবো", স্মরণ করিবার জন্য বলেন। এই সময় বৃদ্ধ প্রব্রজ্জিত ভিক্ষু সুভদ্র সবাইকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, "বন্ধুগণ, তোমরা ক্রন্দন করিওনা, শোক প্রকাশ করিওনা, আমরা এখন এই মহাশ্রমণের উপদ্রব হইতে বাঁচিলাম। এই মহাশ্রমণ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কেবল ইহা করণীয়, ইহা অকরণীয় ইত্যাদি বলিয়া আমাদিগকে অতিষ্ট করিয়া তুলিতেন।"[১] মহাকাশ্যপ সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া এবং সুভদ্রের অশোভন উক্তির কথা শুনিয়া বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য সঙ্গায়ন আহ্বান করিবার বিষয় অধিকভাবে চিন্তা করিলেন। তিনি ভাবিলেন, এইরূপ হইলে অধর্ম বিরাজ করিবে, ধর্মে পরিহানি হইবে; অবিনয় বিনয়রূপে পরিগণিত হইবে এবং বিনয় অবিনয় বলিয়া লোকে পরিহার করিবে। অধর্মবাদিদের শাসন প্রবর্তিত হইবে। ধর্মবাদিগণের প্রভাব কমিয়া যাইবে। অধর্মবাদীগণের শক্তি বৃদ্ধি হইবে। বিনয়ী ভিক্ষুরা দুর্বল হইয়া পড়িবে।"

১ "অলং, আবুসো, মা সোচিত্থ, মা পরিদেবিত্থ। সুমুত্তা মযং তেন মহাসমনেন উপদ্দুতা চ মযং হোম—ইদং বো কপ্পতি, ইদং বো ন কপ্পতীতি। ইদানি পন মযং যং ইচ্ছিস্সাম তং করিস্সাম, যং ন ইচ্ছিস্সাম তং ন করিস্সামা" তি।—Cullavagga, p. 406.

পঞ্চশত অর্হৎ নির্বাচন :

তখন সমাগত ভিক্ষুসংঘ একবাক্যে মহাকাশ্যপকে সংগায়নের জন্য উপযুক্ত ভিক্ষুমণ্ডলী নির্বাচিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভিক্ষুদের পরামর্শ অনুসারে মহাকাশ্যপ ৪৯৯ জন অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচিত করিবেন। ইহার পর সভায় আনন্দের নির্বাচন সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিল। আনন্দ ভগবানের প্রচারিত ধর্ম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবিজ্ঞ হইলেও তিনি অর্হৎ নন। আনন্দ ভগবানের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাটাইয়াছিলেন। আনন্দের উপযুক্ততা সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ নাই। এইজন্য অর্হৎ না হওয়া সত্ত্বেও মহাকাশ্যপ সংগায়নে আনন্দের জন্য একটি স্থান রাখা হইল।

ভিক্ষুদের নির্বাচনের পর সভায় একবাক্যে স্থির হইল যে রাজগৃহের সপ্তপর্ণি গুহায় মহাসঙ্গীতির অধিবেশন বসিবে। সভার অধিবেশন চলাকালে অন্য কোন ভিক্ষুকে রাজগৃহে বর্ষাবাস করিতে দেওয়া হইবে না। গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে পঞ্চশত ভিক্ষু রাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রথম মাসে তাহারা বিহার সংস্কারাদি কার্যসমূহ মহা উৎসাহের সাহিত সম্পন্ন করিলেন। যথা সময়ে ভিক্ষুগণ রাজা অজাত শত্রুর সহায়তায় সমস্ত কার্য ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন করিল। সঙ্গীতি মণ্ডপে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। রাজা অজাতশত্রু সঙ্গীতি মণ্ডপ বাহিরের কেহ যেন তাঁহাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে সেই জন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিলেন। এদিকে স্থবির আনন্দ সঙ্গায়ণ সমাগত হইয়াছে ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি চিন্তা করিলেন যে শৈক্ষ্য অবস্থায় ক্ষীণাসবদের সঙ্গায়নে যোগদান করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। তাই তিনি সারারাত কায়গতানুস্মৃতিতে কাটাইয়া ছিলেন। প্রত্যুষকালে 'শয়ন করিব' ভাবিয়া শরীর নোয়াইবেন এইরূপ অবস্থায় পা যখন ভূমি হইতে মুক্ত তখনই আসব বিমুক্ত হইয়া অর্হত্বে উপনীত হন। সেই মুহূর্তেই মাটি ভেদ করিয়া সপ্তপর্ণি গুহার অর্হৎ সন্নিপাতে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় স্থান অধিকার করেন। ভিক্ষুমণ্ডলী এক বাক্যে তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

বিনয় সঙ্গায়ন :

বিনয় বুদ্ধ শাসনের আয়ু স্বরূপ। বিনয়কে বাদ দিয়া কোন ভিক্ষু সংঘে বাস করিতে পারে না সুতরাং সঙ্গায়নের প্রারম্ভেই বিনয় সংকলনের কথা

স্থিরিকৃত হইল। ভিক্ষুদের সম্মতিক্রমে সঙ্গায়নের সভাপতি মহাকাশ্যপ স্থবির উপালিকে বিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং উপালি স্থবির তাঁহার কৃত সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ জবাব প্রদান করেন। প্রশ্নের নিয়ম নিম্নরূপ:

মহাকশ্যপ: আয়ুষ্মান উপালি, প্রথম পারাজিকা কোথায় প্রবাপ্ত করা হয়?

উপালি : ভন্তে, বৈশালীতে।

মহাকাশ্যপ: কাহাকে উপলক্ষ করিয়া?

উপালি : সুদিন্ন কলন্দক পুত্রকে।

মহাকাশ্যপ: কি বিষয়ে?

উপালি : মৈথুন সম্পর্কীয় বিষয়।

এইভাবে মহাকাশ্যপ প্রথম পারাজিকার বত্থু, নিদান, পুদ্গল, প্রজ্ঞাপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, আপত্তি, অনাপত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। উপালি একে একে মহাকাশ্যপ কর্তৃক উত্থাপিত সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন।

দ্বিতীয় পারাজিকা সম্পর্কে মহাকাশ্যপ উপালিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন:

মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান উপালি, দ্বিতীয় পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়?

উপালি ভন্তে, রাজগৃহে।

মহাকাশ্যপ কাহার উপলক্ষে?

উপালি ধনিয় কুম্ভকার পুত্র।

মহাকাশ্যপ কোন বিষয়ে?

উপালি আদিন্নাদান।

অতঃপর স্থবির মহাকাশ্যপ স্থবির উপালিকে দ্বিতীয় পারাজিকার বত্থু, নিদান, পুৎগল, প্রজ্ঞাপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, আপত্তি, অনাপত্তি, বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আয়ুষ্মান উপালি ঐগুলির যথাযথ উত্তর প্রদান করেন।

ইহার পর **তৃতীয় পারাজিকা** সম্পর্কে মহাকাশ্যপ উপালিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

মহাকাশ্যপ : আয়ুষ্মান উপালি, তৃতীয় পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয় ?
উপালি : ভন্তে, বৈশালীতে।
মহাকাশ্যপ : কাহার উপলক্ষে ?
উপালি : সম্বহুলা ভিক্ষু।
মহাকাশ্যপ : কোন বিষয়ে ?
উপালি : মনুষ্য বিগ্রহ (নরহত্যা)।

এইভাবে মহাকাশ্যপ তৃতীয় পারাজিকার বথু, নিদান, পুৎগল, প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, আপত্তি, অনাপত্তি, বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। উপালি স্থবির ও তাঁহার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সদুত্তর প্রদান করেন।

তৎপর চতুর্থ পারাজিকা সম্পর্কেও অনুরূপভাবে মহাকাশ্যপ উপালিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

মহাকাশ্যপ : আবুস উপালি, চতুর্থ পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয় ?
উপালি : ভন্তে, বৈশালীতে।
মহাকাশ্যপ : কোন ভিক্ষুকে উপলক্ষ করিয়া ?
উপালি : বগ্গমুদাতীরিয় ভিক্ষু।
মহাকাশ্যপ : কি বিষয় ?
উপালি : অলৌকি শক্তি (উত্তরি মনুস্সধম্ম)।

অতপরঃ মহাকাশ্যপ উপালি স্থবিরকে চতুর্থ পারাজিকার বথু, নিদান, পুৎগল, প্রজ্ঞাপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, আপত্তি, অনাপত্তি, সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। উত্তর দাতা সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর দানে ভিক্ষুদের সুখী করেন।

এইভাবে উভয় বিভঙ্গ সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় এবং উপালি সমস্ত প্রশ্নের যথাযত উত্তর প্রদান করায় বিনয়সঙ্গায়ন সমাপ্ত হয়।

॥ ধর্মসঙ্গায়ন ॥

ধর্ম বা সূত্র পিটক সংকলের জন্য মহাকাশ্যপকে প্রশ্নকর্তা এবং আনন্দকে উত্তর দাতা নিযুক্ত করা হয়। সকল সদস্যে সম্মতি অনুসারে নিম্নলিখিত-ভাবে প্রশ্ন করা হয়।

মহাকাশ্যপ : আয়ুষ্মান আনন্দ, ব্রহ্মজাল সুত্ত কোথায় ভাষিত হইয়াছিল।
আনন্দ : ভন্তে, রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী অম্বলট্ঠিকায়।

মহাকাশ্যপ : কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ?
আনন্দ : সুপ্পিয় পরিব্রাজক ও ব্রহ্মদত্ত মানবককে।

অতঃপর মহাকাশ্যপ আনন্দ স্থবিরকে ব্রহ্মজাল সূত্রের নিদান ও পুৎগল ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। আনন্দ স্থবির উহার যথাযথ উত্তর প্রদান করেন।

ইহার পর মহাকাশ্যপ আনন্দ স্থবিরকে সামঞ্ঞফল সূত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।

মহাকাশ্যপ : আবুস আনন্দ সামঞ্ঞফল সূত্র কোথায় ভাষণ করেন।
আনন্দ : ভন্তে, রাজগৃহের জীবকাম্রবনে।
মহাকাশ্যপ : কাহার সহিত ?
আনন্দ : বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু।

অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ স্থবির আনন্দকে সামঞ্ঞফল সূত্রের নিদান, পুৎগল সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন।

এইভাবে মহাকাশ্যপ পাঁচটি নিকায় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং আনন্দ স্থবির প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। উপস্থিত ভিক্ষুমণ্ডলী এক বাক্যে তাঁহাদের আলোচনায় গৃহীত ধর্মের অনুমোদন করেন।

ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ

ধর্ম বিনয় সংগ্রহ সমাপ্ত হইলে আনন্দ সবাইকে জানান যে ভগবান বলিয়াছেন ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করিলে "ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ"সমূহ পরিবর্তন করিতে পারেন। তখন প্রশ্ন উঠিল "ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র" শিক্ষাপদ বলিতে কি বুঝায় ? স্থবির আনন্দ উহার কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। ভগবানের নিকট হইতে এই সম্বন্ধে তিনি কোন কিছু জিজ্ঞাসাও করেন নাই। ভিক্ষুগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন যে পারাজিকা ও সংঘাদিসেস ছাড়া অবশিষ্ট শিক্ষাপদগুলি "ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ"। আবার কেহ কেহ বলেন পারাজিকা, সংঘাদিসেস, নিযত, অনিযত, নিস্সগ্গী পাচিত্তিয়া বাদ দিয়া অবশিষ্ট শিক্ষাপদগুলি "ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ"। আরও অনেকে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তখন মহাকাশ্যপ প্রমুখ মহাপ্রাজ্ঞ স্থবির মহাস্থবিরগণ বলিলেন যে, বুদ্ধ প্রবর্তিত নীতিসমূহ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বলিয়া বাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। এই বলিয়া সমাগত ভিক্ষুসংঘকে বুদ্ধের উপদেশের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, "সংঘো

অপঞ্ঞত্তং ন পঞ্ঞাপেয্য পঞ্ঞত্তং ন সমুচ্ছিন্দেয্য, যথাপঞ্ঞত্তেসু সিকখাপদেসু সমাদায বত্তেয্য এসা ঞত্তি।"

আনন্দের দুক্কটাপত্তি দেশনা

ভিক্ষুগণ তখন আনন্দকে কতকগুলি বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। বিষয়গুলি নিম্নরূপ—

(১) তিনি বুদ্ধকে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন নাই।

(২) তিনি ভগবানের 'বস্সিকসাটিক' পায়ে চাপিয়া ধরিয়া সেলাই করিয়াছিলেন।

(৩) তিনি বুদ্ধের অন্তিম দেহ প্রথমে স্ত্রীলোকদিগকে বন্দনা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

(৪) তিনবার বলা সত্ত্বেও আনন্দ বুদ্ধকে কল্পকাল থাকিয়া ধর্ম প্রচার করিবার জন্য প্রার্থনা করেন নাই।

(৫) তিনি মাতৃ জাতীর প্রব্রজ্যার জন্য বুদ্ধের নিকট অনুরোধ করিয়াছিলেন।

কোন কোন ভিক্ষুর দৃষ্টিতে এইগুলি আনন্দের অপরাধ। আনন্দ উপরোক্ত অপরাধের কোনটাই কলুষিত মন লইয়া কিম্বা কোন খারাপ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া সম্পাদন করেন নাই। তবুও ভিক্ষুদের গৌরব রক্ষার্থে তিনি 'দুক্টাপত্তি' দেশনা করেন।

পুরাণথের বথ

এই পুরাণ নামক এক স্থবির ভিক্ষু পাঁচশত ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া দাক্ষিণ গিরিতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা পরিভ্রমণ করিতে করিতে রাজগৃহের কলন্দক নিবাপে সঙ্গীতি কারক ভিক্ষুদের সহিত মিলিত হন। সঙ্গীতিকারক ভিক্ষুগণ তাঁহাদের কৃত সঙ্গীতি সম্পর্কে আগন্তুক ভিক্ষুদের জ্ঞাপন করেন। পুরাণ স্থবির সঙ্গীতিতে গৃহীত ধর্ম-বিনয় সম্পর্কে অবগত হইয়া সাধুবাদের সহিত উহা অনুমোদন করেন।

উদেনরাজবথ.

সঙ্গায়নের অব্যবহিত পরে আনন্দ স্থবির বহুভিক্ষু পরিবৃত হইয়া কৌশম্বীতে রাজা উদয়নের উদ্যানের অবিদূরে বসবাস করিতেছিলেন। এই সময় রাজা উদয়ন পাঠরাণী প্রমুখ স্ত্রীসঙ্গ পরিবৃত হইয়া রাজোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। মহারাণী আনন্দ স্থবিরকে অনতিদূরে অবস্থান করিতেছে শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হন। মহারাণী আনন্দের সহিত আলাপ করিয়া এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি স্থবিরকে পাঁচশত উত্তম চীবর দান করেন। রাজা এই খবর প্রাপ্ত হইয়া আনন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া অতিরিক্ত চীবরসমূহ তাহারা কি করেন জিজ্ঞাসা করেন। আনন্দ প্রত্যুত্তরে জানান যে ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁহাদের চীবর জীর্ণ হইয়াছে তাঁহাদিগকে প্রদান করেন। তখন রাজা বলেন, "ভিক্ষুরা জীর্ণ চীবরসমূহ কি করেন?"

আনন্দ : মহারাজ, জীর্ণ চীবরসমূহ দ্বারা ভিক্ষুগণ পরনের বস্ত্র তৈরী করেন।

রাজা : জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্রগুলি কি করেন?

আনন্দ : জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা বিছানার চাদর তৈরী করান।

রাজা : জীর্ণ বিছানার চাদরগুলি কি করেন?

আনন্দ : জীর্ণ বিছানার চাদর দ্বারা সতরঞ্চ তৈরী করান।

রাজা : জীর্ণ সতরঞ্চগুলি কি করেন?

আনন্দ : পাপোষ তৈরী করান।

রাজা : জীর্ণ পাপোষ দ্বারা কি করেন?

আনন্দ : ঐগুলি ঘর মোছনী তৈরী করায়। এবং জীর্ণ ঘর মোছনী-গুলি মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেন।

এইরূপ উত্তর শুনিয়া রাজা উদয়ন ভাবিলেন, "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ প্রত্যেক বস্তুর যথাযথ ব্যবহার জানেন। সমগ্র সংঘের হিতার্থে তাহারা কার্য করেন।" এই বলিয়া তিনি আরও পাঁচশত চীবর আনন্দকে প্রদান করেন।

ব্রহ্মদণ্ড

সঙ্গীতি সমাপনান্তে ভিক্ষুগণ আনন্দকে ব্রহ্মদণ্ড বলিতে কি বুঝায় জিজ্ঞাসা করেন। আনন্দ স্থবির প্রত্যুত্তরে জানায় যে ইহা এক প্রকার

গুরুতর শাস্তি বিশেষ। ইহা যেই ভিক্ষুর উপর প্রদত্ত হয় ভিক্ষুগণ সমগ্রভাবে সেই ভিক্ষুর সহিত কোন প্রকার আলাপ করিবেন না তাঁহার চরিত্র সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত তাহার প্রতি এই অসহযোগিতা চলিতে থাকিবে। অপরাধী ভিক্ষুর চরিত্র সংশোধিত হইলে সংঘ কর্তৃক এইরূপ শাস্তি তুলিয়া লওয়া হয়। ছন্ন নামক ভিক্ষুর উপর এই শাস্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল। ছন্ন ভিক্ষু অতিশয় দুর্বিণীত, কর্কশভাষী ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন। যখন তিনি জানিলেন যে তাঁহার উপর এইরূপ শাস্তি প্রযুক্ত হইয়াছে তখন এমনভাবে দুঃখিত ও মর্মাহত হইলেন যে অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার চরিত্র সংশোধিত হইল এবং তিনি অর্হত্বে উপনীত হইলেন। তখন আপনাপনি তাঁহার উপর প্রদত্ত শাস্তি তুলিয়া লওয়া হয়।

।। দ্বাদশ অধ্যায় ঃ সপ্তশতিকাকখন্ধক ।।

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বানের একশত বৎসর পর বৈশালীর বজ্জী পুত্রিয় ভিক্ষুগণ দশ প্রকার অবিনয় সম্মত নিয়ম বিনয় সম্মত বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন। এই বিনয় বিরুদ্ধ নিয়মগুলি একত্রে 'দশবত্থুনী' বলে। উহা নিম্নরূপ :—

১। সিঙ্গিলোণ কপ্প—ইহার অর্থ ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করিলে সিংয়ের মধ্যে লবণ জমা রাখিয়া প্রয়োজনানুসারে ভোজনের সময় ব্যবহার করিতে পারেন।

২। গামান্তর কপ্প—একই দিনে গ্রামে দ্বিতীয় বার খাদ্য গ্রহণ করা। ভিক্ষু গ্রামে ভোজন করিবার সময় 'আমাকে আর দিও না' বলিয়া পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া পুনরায় ভোজন করিতে পারে না।[১] অবশ্য রুগ্ন ভিক্ষুদের বেলায় এই নিয় প্রযুজ্য নহে।

৩। দ্বঙ্গুল কপ্প—সূর্যের ছায়া দুই আঙ্গুল পরিমিত বিপরীত গেলেও খাদ্য গ্রহণ করার রীতি। ইহার দ্বারা বলা হয় ভিক্ষুগণ শুধু মধ্যাহ্ন

১ "যোপন ভিক্ষু ভুত্তাবী অনতিরিত্তং খাদনীয়ং বা ভোজনীয়ং বা খাদেয্য বা ভুঞ্জেয্য বা, পাচিত্তিয়ং।" পাচিত্তিয়া নং ৩৫।

সময়ে ভোজন করিতে পারে তাহা নহে বেলা দুই আঙ্গুল সরিয়া গেলেও আহার করিতে পারে। ইহা পাতি মোক্ষের ৩৭ নম্বর পাচিত্তিয়া অনুসারে বিনয় বিরুদ্ধ।

৪। **আবাসকপ্প**—সীমার বাহিরে বিভিন্ন স্থানে উপসথ করিবার অনুমতি। পরিবাস, দেশনা, আহ্বান সীমা বা উপসথাগারে সম্পাদন করিতে হইবে। অনুমোদিত স্থানে বিনয় কর্ম সম্পাদন নিষিদ্ধ।

৫। **অনুমতি কপ্প**—অনুপস্থিত ভিক্ষুর সম্মতি আছে ভাবিয়া কোন বিনয় সম্মত কার্য সম্পাদন করা। সম্পাদন করিবার পর উহার আবার কোন কারণে অবিনয় সম্মত বলিয়া প্রকাশ করা।

৬। **আচিন্ন কপ্প**—গুরু পরম্পরা কোন কার্য সংগঠিত হইয়াছে বলিয়া অনুরূপ কার্য বিনয়ানুমোদিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া।

৭। **অমথিত কপ্প**—বিকালে দুধ, দধি জাতীয় তরল খাদ্য খাইতে পারে বলিয়া প্রকাশ করা। ৩৫ নম্বর পাচিত্তিয়া অনুসারে ভিক্ষুগণ মধ্যাহ্নের পর ঐরূপ খাদ্য ভোজন করিতে পারেন না।

৮। **জলোগি কপ্প**—তালের রস হইতে প্রস্তুত 'তাড়ী' জাতীয় মাদক পানীয় ভিক্ষুগণ পান করিতে পারে বলিয়া প্রকাশ করা। ৫১ নং পাচিত্তিয়ায় ইহা বারণ করা হইয়াছে।[২]

৯। **অদসকং নিসীদনং**—ইহার অর্থ এই যে ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করিলে ঝালোয়ার যুক্ত আসন ব্যবহার করিতে পারে। পাচিত্তিয়া নং ৮৯ তে উহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। [(১) নিসীদনং পনভিকখুনা করায় মানেন পমানিকং কারে তববং, তত্রিদং পমাণং—দীঘসো দ্বে বিদত্থিযো সুগতবিদত্থিযা, তিরিযং দিয়ড্‌ঢ্‌ং দসা বিদত্থি, এবং অতিক্কাময়তো ছেদনকং পাচিত্তিযং]

১০। **জাতরূপ রজতং**—ইহাতে বলা হইয়াছে ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করিলে স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়া নং ১৮ তে ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।[২]

মহাস্থবির যশ কাকণ্ডক পুত্র ধর্ম প্রচারে বহির্গত হইয়া বৈশালীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সময় বৈশালীর বজ্জী পুত্রিয় ভিক্ষুগণ জলের

---

১ "যোপন ভিক্ষু ভুত্তাবী অনতিরিত্তং খাদনীয়ং বা ভোজনীয়ং বা খাদেয্য বা ভুঞ্জেয্য বা, পাচিত্তিয়ং।" পাচিত্তিয়া নং ৩৫।

২ "যোপন ভিক্ষু জাতং সম্পানকং উদকং পরিভুঞ্জেয্য পাচিত্তিয়ং।"

শান্তে করিয়া টাকা পয়সা (জাতরূপরজত) গ্রহণ করিতে ছিলের। ঐরূপ-ভাবে অর্থ সংগ্রহ করা অবিনয় সম্মত ভাবিয়া যশকাকন্দকপুত্ত উহা প্রতিরোধ করিবার জন্য তথাকার নেতৃস্থানীয় মহাস্থবিরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

মহাস্থবির সম্ভূত সানবাসী, পাবাবাসী ৬০ জন ভিক্ষু, অবন্তী দক্ষিণা পথের ৫০ জন ভিক্ষু, সোরেয়্যবাসী শ্রদ্ধেয় রেবত এবং এইরূপ আরও বহু ভিক্ষু যশ স্থবিরের পক্ষ সমর্থন করিলেন। স্বয়ং আনন্দ স্থবিরের শিষ্য ১১০ বৎসর বয়স্ক শ্রদ্ধেয় সব্বকামী ছিলেন তখনকার সবচেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু। তিনিও বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া অতীব চিন্তিত হইলেন।

এদিকে বর্জীয় পুত্রিয় ভিক্ষুগণ ও নিজেদের দলে লোক সংগ্রহ করিবার জন্য তৎপর হইলেন। বলিতে গেলে বহু ভিক্ষু তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনও করিল। যশ স্থবিরের বিরুদ্ধে বর্জী পুত্রিয় ভিক্ষুগণ পটিসারণীয় কর্ম আরোপ করেন। তাঁহারা বলিলেন যে যশ স্থবির ভিক্ষু সংঘের লাভ সৎকারের পরি-হানির চেষ্টা করিতেছেন। কাজে কাজেই তাঁহার ঐরূপ শাস্তি ভোগ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন। তাঁহাদের দলীয় একজন ভিক্ষুকে সংঘের ঐ আদেশ জ্ঞাপন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। যশ স্থবির ঐ ভিক্ষুকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে গ্রামে বর্জীপুত্রিয় ভিক্ষুদের বিরুদ্ধে বলিতে লাগিলেন, "উপাসকগণ, প্রকৃতপক্ষে আমি কোন অন্যায় কাজ করি নাই। আমি ধর্মকে ধর্মই বলিয়াছি। অধর্মকে ধর্ম বলি নাই। বর্জীপুত্রিয় ভিক্ষুগণ অশাক্যপুত্রিয় ভিক্ষুদের ন্যায় আচরণ করিতেছে। তাহারা ভগবান বুদ্ধের প্রবর্তিত বিনয়ের পরিহানি করিবার চেষ্ট করিতেছেন। অবিনযকে বিনয় বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন।[১] আমি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এইরূপ বলিতেছি।"

অতঃপর কাকন্দকপুত্ত যশ শ্রমণ ব্রাহ্মণদের চারিপ্রকার উপক্লেশ, জাতরূপরজত সম্পর্কীয় মনিচুলগামনী কথা ইত্যাদি বলিয়া বর্জীগৃহস্থদের আশ্বস্ত করিয়া উক্ত ভিক্ষুকে সঙ্গে করিয়া বিহারে ফিরিয়া আসেন। যথা সময়ে ঐ ভিক্ষু বর্জীপুত্রিয় ভিক্ষুদের নিকট ফিরিয়া আসিলে বর্জীভিক্ষু-

---

১ "অহং কিরায়স্মন্তে উপাসকে সঙ্গে পসন্নে অক্কোসামি, পরিভাসামি, অপ্পসাদং করোমি ; যোহং অধম্মং অধম্মোতি বদামি, ধম্মং ধম্মোতি বদামি, অবিনযং অবিনযোতি বদামি, বিনয়ং বিনযোতি বদামি।" —Cullavagga, p. 307.

গণ সমস্ত বিষয় অবগত হন। তাঁহারা আবার একত্রিত হইয়া যশ স্থবিরের উপর 'উৎক্ষেপনীয় কর্ম' আরোপ করেন। এদিকে যশ এই প্রকারে বিবাদের মীমাংসা করা সম্ভব নহে ভাবিয়া আকাশমার্গে কৌশাম্বীতে আসিয়া পৌঁছেন। তথায় তিনি পাবা ও অবন্তী দক্ষিণাপথের ভিক্ষুদের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া নিজে সম্ভূত সানবাসী মহাস্থবিরের সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য অহোগঙ্গ পর্বতে উপনীত হন। এদিকে পাবাবাসী ৬০ জন অর্হৎ ভিক্ষু[১] অবন্তী দক্ষিণাপথবাসী ৮৮ জন ভিক্ষু[২] অহোগঙ্গ পর্বতে আসিয়া উপস্থিত। এই ভিক্ষুগণ সকলে শীলবান, অরণ্যবাসী, তেচীবরিক, পিণ্ডপাতিক এবং পাংশুকূলিক ব্রতধারী ভিক্ষুগণ সকলে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণের জন্য চিন্তিত হইলেন। সবাই একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে মহাস্থবির রেবত তখন সোরেয্যে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বহুশ্রুত, ধর্মধর, বিনয়ী, মাতিকাধর, পণ্ডিত, ব্যক্ত, মেধাবী, লজ্জী এবং শিক্ষাকামী। তাঁহাকে এই সকল বিষয় জানাইলে তাঁহাদের পক্ষে অসুবিধার কারণ থাকিবে না। তাঁহারা রেবত ভিক্ষুকে জানাইবার জন্য স্থবির ভিক্ষুদের পাঠাইলেন। অপরদিকে বজ্জিপুত্রিয় ভিক্ষুগণও রেবত স্থবিরকে নিজেদের পক্ষে পাঠাইবার চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহারা প্রভূত চীবর, পাত্র, চুচিঘর, কায়বন্ধন, পরিস্রাবণ দ্বারা তাঁহার পক্ষে পাঠাইবার প্রচেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হন।

এইভাবে দেখা যায় দুইপক্ষের ভিক্ষুগণ নিজেদের পক্ষে বড় বড় স্থবিরদের পাঠাইবার জন্য চেষ্টা করেন। ধর্মবিনয়-সম্পর্কীয় এইরূপ গোলমাল মিটাইবার জন্য বৈশালীর বালুকারাম বিহারে রাজা কালাশোকের রাজত্বকালে এক মহাসঙ্গীতির অধিবেশন বসে। তাহাতে সাতশত স্থবির ভিক্ষু অংশ গ্রহণ করেন। সভায় যাহাতে কোন গোলমালের সূত্রপাত না হয় সেইজন্য সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বিনয়ধর শীলবান জ্ঞানী ভিক্ষুদের দ্বারা একটি কার্যকরী সংসদ গঠিত হয়। এই সংসদে চারজন পশ্চিম দেশীয়

---

১ "সট্ঠিমত্তা পাবেয্যকা ভিকখূ সব্বে আরঞ্ঞিকা, সব্বে পিণ্ডপাতিকা, সব্বে পাংসুকূলিকা, সব্বে পংসুকূলিকা সব্বে তেচীবরিকা, সব্বে অরহন্তো।" ঐ পৃঃ ২২১।

২ "অট্ঠাসিমত্তা অবন্তিদক্খিনাপথকা ভিকখূ অপ্পেকচ্চে আরঞ্ঞিকা, অপ্পেকচ্চে পিণ্ডপাতিকা, অপ্পেব পংসুকূলিকা. অপ্পেকচ্চে তেচীবরিকা, অপ্পেব অরহন্তো।" ঐ পৃঃ ৮৭১।

এবং পাবাবাসী চারজন মহাস্থবির ভিক্ষু স্থান পাইয়াছিল। পশ্চিম দেশীয় ভিক্ষুগণ হইলেন মহাস্থবির সব্বকামী, সাথ, খুজ্জসোভিত, এবং বসভগামিক। পাবার ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় রেবত, সম্ভূত সানবাসী, যশ কাকন্দকপুত্ত এবং সুমন। যথাসময়ে কার্যকরী সংসদ বিনয়-নিয়মসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া বজ্জপুত্রিয় ভিক্ষুদের আচরিত দশ প্রকার নিয়ম অবিনয় সম্মত বলিয়া রায় প্রদান করেন। তখন উপস্থিত ভিক্ষুমণ্ডলী প্রথম মহাসঙ্গীতিতে গৃহীত ধর্মবিনয় যথাযথ বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়া লন। এই সঙ্গায়নে সাত শত স্থবিরভিক্ষু অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সপ্তশতিকা সঙ্গীতি বলে।

নিম্নলিখিত উদান আবৃত্তি করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়:

"দসবত্থূনি পুরেত্বা কপ্পং দূতেন পাবিসি,
চত্তারো পুন রূপংচ কোসম্বি চ পাবেয্যকো ;
মগ্গো সোরেয্যং সঙ্কস্সং কণ্ণকুজ্জং উদুম্বরং
সহজাতি চ মজ্ঝেমি অস্সোসি কংনুখো মযং।
পত্তনাবায় উজ্জবি রহোসি উপনামযং
গরুসদ্ধো চ বেসালিং মেত্তসদ্ধো উব্বাহিকাতি।"

মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গের তুলনা

মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গের কাহিনীগুলির অধিকাংশই বুদ্ধকর্তৃক বিনয়ের নিয়ম ব্যাখ্যা করিবার ছলেই বর্ণিত হইয়াছে। এইদিক দিয়া সুত্তবিভঙ্গের গল্পগুলির সহিত ইহাদের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। মহাবগ্গের কোন কোন গল্পে বিনয় সংগঠিত কোন শিক্ষাপদের মূল ঘটনাটি বিবৃত করিতে দৃষ্ট হয়। মহাবগ্গের প্রারম্ভিক অধ্যায়ে বুদ্ধজীবনের ঘটনাসমূহ প্রাচীনতম পালি ভাষায় অতিসুন্দরভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে সিদ্ধার্থ কুমার কিভাবে বোধিজ্ঞান লাভ করে, কেন ধর্মপ্রচার করিতে অনিচ্ছুক হয়, আবার কেনই বা ধর্মপ্রচার করিবার সংকল্প করেন এবং সর্বপ্রথম পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের দীক্ষা দেন ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যশকুলপুত্র তাঁহার অতুল বৈভব ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য লাভের প্রত্যাশা করিতেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে

বুদ্ধের সাক্ষাত হওয়ায় তিনিও তাঁহার বন্ধুবর্গ[১] বুদ্ধের উপদেশে পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হন। উরুবেলার ভদ্রবর্গীয় যুবকগণও[২] বুদ্ধের উপদেশে বুঝিতে পারেন যে চৌর্যবৃত্তিপরায়ণ পলাতক বারাঙ্গনার পিছনে ধাবিত হওয়ার চেয়ে আত্মানুসন্ধানই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়। এইরূপ বহু ঘটনার সমবায়ে এই গ্রন্থ ভরপুর। দীক্ষাদান সম্পর্কীয় কাহিনীসমূহের মধ্যে শারিপুত্র মৌৎগল্লায়নের দীক্ষা, বুদ্ধের প্রথম ধর্মোপদেশ ও আদিত্ত পরিয়োসান সূত্র দেশনা ও উরুবেলা কাশ্যপ ও নদী কাশ্যপের দীক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মহাবগ্গের পরবর্তী অধ্যায়সমূহে শাক্যদের সহিত বুদ্ধের অবস্থান, রাহুল কুমারের দীক্ষা, এবং চুল্লবগ্গে শ্রেষ্ঠী অনাথ পিণ্ডিকের দীক্ষা ও তৎকর্তৃক জেতবন বিহার দান, দেবদত্তের সহিত বুদ্ধের বিরোধ, সংঘভেদ, অজাতশত্রু কর্তৃক তৎপিতা বিম্বিসারকে হত্যা, ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা, ভিক্ষুনী-সংঘ প্রতিষ্ঠায় মহাপজাপতি গৌতমী ও আনন্দ স্থবিরের ভূমিকা প্রভৃতি ঘটনাগুলি অতিশয় চিত্তাকর্ষক। বিনয় সংগঠিত নিয়ম কানুন প্রবর্তনের চেয়ে ও ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য কম নহে। ইহা ছাড়া আরও এক-ধরনের কাহিনী ইহাতে স্থান পাইয়াছে যাহাদের মানবিক আবেদন সত্যিই প্রশংসনীয়। এইরূপ কাহিনীর কয়েকটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"সেই সময় জনৈক ভিক্ষু এমন পেটের যন্ত্রনায় ভুগিতেছিলেন যে তিনি একে-বারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। বুদ্ধ একদিন আনন্দকে সঙ্গে করিয়া সে ভিক্ষুর বাসস্থানে আসিয়া তাঁহাকে নিঃস্ব অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। তিনি নিকটে যাইয়া সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে ভিক্ষু, তোমার কি হইয়াছে।?

ভিক্ষু উত্তর করিলেন, "ভন্তে, আমার পেটের ব্যাধি হইয়াছে।"

বুদ্ধ: "তোমার সেবা শুশ্রূষা করার কেহ নাই।"

ভিক্ষু: "ভন্তে না।" বুদ্ধ: ভিক্ষুগণ তোমার সেবা শুশ্রূষা করে না কেন?"

১ বিমলো, সুবাহু, পুন্নজি, গবম্পতি। এই চারিজন যশের বাল্যবন্ধু বারানসীর শ্রেষ্ঠীর পুত্র। যশকুমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে শুনিয়া তাহারাও বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ইহার পর আরও ৫০ জন যশের বাল্যবন্ধু বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

২ *Mahavagga* ch. I. p. 25.

ভিক্ষু : "ভন্তে, আমি ভিক্ষুদের কোন কাজে লাগিনা বলে।"

বুদ্ধ তখন আনন্দ স্থবিরকে বলিলেন, "আনন্দ, যাও জল লইয়া আস। আমরা এই ভিক্ষুকে স্নান করাইয়া দি।" আনন্দ তাহাই হউক" বলিয়া জল লইয়া আসিলেন। বুদ্ধ ভিক্ষুর শরীরে জল ঢালিয়া দিলেন। আনন্দ স্থবির ধীরে ধীরে ভিক্ষুর শরীর মার্জন করিয়া দিলেন। তৎপর বুদ্ধ একদিকে আনন্দ স্থবির অপরদিকে রুগ্ন ভিক্ষুকে ধরিয়া বিছানার উপর শায়িত করিলেন।

এই অবকাশে বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! অমুক কুঠিরে কোন রুগ্ন ভিক্ষু অবস্থান করে কি?"

ভিক্ষুগণ বলিলেন, "হঁা ভন্তে, ওখানে এক রুগ্ন ভিক্ষু আছেন।"

বুদ্ধ : সেই ভিক্ষুর কি হইয়াছে?

ভিক্ষুগণ : ভন্তে, তাঁহার পেটের ব্যাধি হইয়াছে।

বুদ্ধ : তাহার কোন শুশ্রূষাকারী আছে কি?

ভিক্ষুগণ : না প্রভু।

বুদ্ধ : তাহা হইলে ভিক্ষুরা তাহার শুশ্রূষা করে না কেন?

ভিক্ষুগণ : ভন্তে, সেই ভিক্ষু ভিক্ষুদের কোন কাজে আসে না, সেইজন্য তাহার কেহ সেবা শুশ্রূষা করে না।

বুদ্ধ : হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এখানে মাতাপিতা বা অন্য কোন আত্মীয় স্বজন নাই যাহারা তোমাদের সাহায্য করিবে। তোমরা যদি পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য না কর তবে তোমাদিগকে কে সাহায্য করিবে? যে রুগ্ন ভিক্ষুর সেবা করে সেই আমারই সেবা করে।[১]

এইরূপ আরও বহু গল্প আছে যাহা কেবল চিত্তাকর্ষক নহে, প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক চিত্র অঙ্কন করিবার জন্যও উহাদের প্রয়োজনীয়তা অত্য-

১ মহাবগ্‌গ, ৮ম পরিচ্ছেদ, ২৬। See also *St. Matth*. 25. 40. "In much as ye have done it unto one of the best of these my breathren, ye have done it unto me."

ধিক।[১] প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ বাদ দিলেও জীবক কুমার ভচেচর বিবরণ হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহু মূল্যবান তথ্য অবগত হইতে পারি। ইহার কিয়দংশ এখানে প্রদত্ত হইল:

"বৈশালী ও রাজ গৃহের প্রাচীন ইতিহাস মহান গৌরবে সমুজ্জল। এই দুই নগরীর সমৃদ্ধির কথা মানুষের মুখে মুখে কিংবদন্তীর মত শোনাইত। বৈশালীর এইরূপ সমৃদ্ধির মূলে অপর যাহা কিছু থাকুক না কেন, বিখ্যাত বারাঙ্গনা অম্বপালির কথা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। অম্বপালি প্রত্যেক রাত্রির জন্য তাহার প্রণয় প্রার্থীদের নিকট হইতে ৫০ প্লোরিন দাবী করিত। কথিত আছে রাজগৃহকে বৈশালীর ন্যায় সমৃদ্ধ ও জনবহুল করিবার জন্য রাজগৃহবাসীরা রাজার আদেশে শালবতী নামক এক সুশিক্ষিত ও সুন্দর যুবতীকে বারাঙ্গনারূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সে তাহার প্রণয় প্রার্থীদের নিকট হইতে প্রত্যেক রাত্রির জন্য ১০০ প্লোরিন গ্রহণ করিয়া তাহার সেবায় নিজকে নিয়োগ করিত। এইভাবে বহুদিন যাপন করিবার পর সে একদিন অন্তঃসত্ত্বা হইল। কিন্তু তাহার ব্যবসায় পরিহানি হয় ভাবিয়া উহা গোপন রাখিল। যথাসময়ে তাহার সন্তান প্রসব হইলে সদ্যজাত শিশু সন্তানটিকে একটি ঝুড়িতে পুড়িয়া রাস্তার পার্শ্বস্থ আস্তাকুঁড়ের মধ্যে রাখিয়া আসিল। সৌভাগ্যক্রমে রাজকুমার অভয় ঐ রাস্তা দিয়া যাইবার সময় ছেলেটিকে ঐরূপ দুঃস্থ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বাড়ীতে লইয়া আসিয়া রাজকীয় সমারোহে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

জীবক ধীরে ধীরে বড় হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন যে বিদ্যাহীন হইলে তাহার কোথাও স্থান হইবে না। তাহাকে মহা অসম্মানের মধ্যে জীবন

১ **Vinaya Pitaka, Vol. I. p. 272. ff.** এই ব্যাপারে গ্রাহ্যসূত্রের চেয়েও পালি বিনয় পিটকের মূল্য কম নহে। চৌর্য ও যৌন অপরাধ সম্পর্কীয় ঘটনাসমূহ হইতে আমরা প্রাচীন ভারতের অদ্ভুদ রীতিনীতি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হই। **(c/o P. E. Pavolini GSAI, Vol. 17., p. 325 ff.)** এইরূপ অন্যত্র বিরল। **"We obtained quite incidentilly. says Dr. Rhys Davids," a very fair insight into a good deal of the medical lore current at that carly period i.c. about, 400 B.C., in the vallay of the Ganges. It is a pity that current authorities on the history of law and medicine have entirely ignored the delaits obtainable from these ancient books of Buddhist canon Law" (American Lectures on the history of Religions;, Buddhism, pp. 57-58.)**

কাটাইতে হইবে। তাই তিনি অভয় রাজকুমারের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তক্ষশিলার বিখ্যাত আচার্যের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য গমন করিলেন। তথায় ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শীতা অর্জন করেন। তাহার শিক্ষক তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একখানি কোদালী হাতে দিয়া বলিলেন, "বৎস, তক্ষশিলার চতুর্পার্শ্বে ঘুরিয়া ঔষধে ব্যবহৃত না হয় এইরূপ কোন গাছ গাছরা পাইলে তুমি লইয়া আস।" কথিত আছে জীবক সারাদিন ঘুরিয়াও ঐরূপ কোন বস্তু পান নাই। আচার্যদেব জীবকের প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, "বৎস চিকিৎসা বিদ্যা জীবিকা সংস্থানের মত হইয়াছে।"

এই বলিয়া আচার্যদেব তাহাকে খাথেয়ের জন্য সামান্য অর্থ দিয়া বিদায় দিলেন। জীবক অধিক দূর অগ্রসর না হইতেই সেই অর্থ ফুরাইয়া গেল। তিনি অর্থার্জনের জন্য চিন্তিত হইলেন। এই সময় নিকটবর্তী একটি শ্রেষ্ঠী গ্রামের শ্রেষ্ঠী পত্নীর সাতবৎসর ধরিয়া দুরারোগ্য শিরপীড়ায় ভুগিতে ছিলেন। খবর পাইয়া জীবক শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইয়া ঘৃতে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া শ্রেষ্ঠী পত্নীর নাসারন্ধ্রে ঢুকাইয়া দিলেন। নাসারন্ধ্রে প্রদত্ত ঘি মুখ দিয়া বাহির হইল। শ্রেষ্ঠী পত্নী আরোগ্য লাভ করিলেন। শ্রেষ্ঠী পত্নী ঔষধের অত্যাশ্চর্য গুণ দেখিয়া ঐ উচ্ছিষ্ট ঘৃতসমূহ দাসীর দ্বারা সংগ্রহ করাইয়া বোতলে পুরিয়া রাখিলেন। জীবক এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া অতীব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন শ্রেষ্ঠী পত্নী অতীব কৃপণ। তিনি হয়তঃ তাঁহার (জীবকের) ঔষধের মূল্যও পরিশোধ করিবেন না। শ্রেষ্টী কন্যা দক্ষা গৃহিনী ছিলেন। জীবকের মুখের ভাব দেখিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। তিনি জীবককে ৪০০০ প্লোরিন অর্থ দিয়া বলিলেন, "আমরা সাংসারিক লোক। প্রত্যেকটি জিনিসেরই আমাদের প্রয়োজন। কোন বস্তুই ফেলিয়া দিবার উপায় নাই। এই ঘৃতগুলি রাখিয়া দিলে দাসদাসীরা কোন সময় কাজে লাগাইতে পারিবে।" তাঁহার ছেলে, জামাতা, এবং শ্রেষ্ঠী নিজে প্রত্যেকে ৪০০০ হাজার প্লোরিন করিয়া জীবককে দিলেন। ইহা ছাড়া শ্রেষ্ঠী (তাঁহার স্ত্রী আরোগ্য লাভ করিয়াছে ভাবিয়া) জীবককে একজন দাস, একজন দাসী এবং একখানা গাড়ী প্রদান করিলেন। জীবক দাস-দাসী ও গাড়ী সমেত তাঁহায় প্রতিপালক অভয় রাজ কুমারের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সমস্ত টাকাগুলি অর্পণ করিলেন। কিন্তু অভয় রাজ কুমার জীবককে সমস্ত অর্থ ফিরাইয়া দিয়া রাজগৃহে বাসস্থান নির্মাণ করিবার জন্য অনরোধ করিলেন।

পরবর্তীকালে জীবক রাজা বিম্বিসারের ভগন্দর রোগ আরোগ্য করিয়া রাজ-বৈদ্যরূপে নিযুক্ত হন। ইহার পরও তিনি বহু দুরারোগ্য ব্যাধি অতীব দক্ষতার সহিত আরোগ্য করিয়া প্রভূত সম্মানের অধিকারী হন।

একবার রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠী দুরারোগ্য শীড়পীড়ায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। সমস্ত কবিরাজ ও চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করেন। মহারাজ বিম্বিসার জীবককে শ্রেষ্ঠীর চিকিৎস্যার জন্য নিয়োগ করেন। জীবক প্রথমে শ্রেষ্ঠীকে বলেন যে যদি তিনি ডান পার্শ্বে শায়িত হইয়া সাত মাস, বাম পার্শ্বে শায়িত হইয়া সাত মাস, এবং চিৎভাবে শুইয়া সাত মাস থাকিতে পারেন তবে তিনি তাহার চিকিৎসা করিবেন। শ্রেষ্ঠী রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া জীবকের প্রস্তাবে রাজী হন।

জীবক তাহাকে মঞ্চের সহিত বাঁধিয়া মস্তকের খুলি কাটিয়া উহা হইতে জীবানুসমূহ বাহির করিয়া শ্রেষ্ঠীকে নিরোগ করেন। এই জটিল অস্ত্রোপচারের দ্বারা রোগীকে আরোগ্য করিতে জীবকের তিন সপ্তাহ সময় লাগিয়াছিল। রোগমুক্ত শ্রেষ্ঠীকে জীবক বলিলেন, "আমি আপনার কষ্ট সহনীয় করিবার জন্যই আপনাকে সাত দিনের স্থলে সাত সপ্তাহ বলিয়াছিলাম।

এইভাবে জীবক সম্বন্ধে আরও বহু গল্প প্রচলিত আছে। জীবক শিশু চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি একবার বুদ্ধকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করেন। তিনি বৌদ্ধসংঘের একজন শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাবান উপাসক ছিলেন। বৌদ্ধসংঘের সার্বিক কল্যাণের জন্য তাঁহার যত্নের অন্ত ছিল না।

এইরূপ আরও বহু গল্প, কাহিনী, কিংবদন্তী, লোক গিতিকায় এই গ্রন্থসমূহ ভরপুর। একদিকে যেমন রাজা, মহারাজা, শ্রেষ্ঠী, রাজ চিকিৎসক, সেনাপতি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকসমূহের সুখ, দুঃখ, হাসি কান্নার ইতিহাস ইহাতে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মুঠি মেথর, জেলে, কসাই, বারাঙ্গনা, কামার, ছুঁতার প্রভৃতি সকল প্রকারে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবিরও এখানে কোন অভাব নাই। এতৎসত্ত্বেও ইহা ভুলিলে চলিবে না যে মূলতঃ এই গ্রন্থদ্বয় ভিক্ষুসংঘের বিনয় সংগঠিত নিয়ম-কানুনের ব্যাখ্যা হিসাবেই রচিত হইয়াছিল। এইজন্য সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের হাসি-কান্নার চিত্রে এই গ্রন্থ ভারাক্রান্ত হইবার কথা হয়। ভিক্ষুসংঘকে স্বীয় কর্তব্যে স্থির রাখিয়া "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়" নীতিতে অনুপ্রাণীত করাইতেই এই গ্রন্থের সার্থকতা। এই কারণে কোন কোন কাহিনী যে একেবারে ত্রুটিমুক্ত সেইরূপ বলার উপায়

নাই। মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও সংকলনের ত্রুটি আছে বই কি? তবে সেই ত্রুটি তদানীন্তন কালের অপর গ্রন্থের তুলনায় অতিশয় সামান্য। এইরূপ একটি গল্পের এখানে অবতারণা করিলে সম্ভবতঃ পাঠকের ধৈর্য্য চ্যুতি হইবে না। উপসম্পদা গ্রহণের দিন গণনা করিয়াই ভিক্ষুদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ট ও বয়ঃজ্যেষ্ঠ স্থির করা হয়। ইহা বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত গল্পটি বলা হইয়াছে।

"হে ভিক্ষুগণ: পুরাকালে হিমালয়ের পাদদেশে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। ঐ বটবৃক্ষের অবিদূরে তিনটি প্রাণী যথা, একটি তিত্তির, বানর ও একটি হস্তী পরম সৌহার্দের সহিত বাস করিত। তাহারা পরস্পরকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাস করিত। একদিন ভিক্ষুগণ, তাহাদের মনের মধ্যে এইভাব উৎপন্ন হইল "বন্ধুগণ, চলুন আমরা আমাদের মধ্যে কে বয়ঃজ্যেষ্ঠ তাহা স্থির করি। যিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ তাহাকে আমরা সম্মান করিব এবং তাহার কথানুসারে চলিব।"

সুতরাং হে ভিক্ষুগণ, বানর ও তিত্তির হস্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধু কতদিন আপনি স্মরণ করিতে পারেন?"

হস্তী: বন্ধুগণ, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এই বটবৃক্ষ অতিক্রম করিয়া যাইতাম। অতিক্রম করিবার সময় এই বটবৃক্ষের অগ্রভাগ আমার উদর স্পর্শ করিত। বন্ধুগণ, আমি এই পর্যন্ত স্মরণ করিতে পারি।

তৎপর তিত্তির ও হস্তী বানরকে ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। বানর প্রত্যুত্তরে জানাইল, "বন্ধুগণ, যখন আমি ছোট ছিলাম তখন আমি বসিয়া এই বৃক্ষের সর্বাগ্র শাখা হইতে পত্র চিবাইয়া খাইতাম। আমি এইরূপই স্মরণ করিতে পারি।"

ইহার পর বানর ও হস্তী তিত্তির পক্ষীকে অনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। প্রত্যুত্তরে তিত্তিরপক্ষী জানাইল, "বন্ধুগণ, পূর্বে ঐ উন্মুক্তস্থানে একটি বিশাল বট বৃক্ষ ছিল। একদিন আমি ঐ বৃক্ষের একটি পাকা ফল খাইয়া এখানে বিষ্টা নিক্ষেপ করি। সেই বিষ্টায় একটি বট বৃক্ষের বীজ ছিল। সেই বীজ হইতে এই বৃহৎ বৃক্ষের উদ্ভব হয়। এই পর্যন্ত আমি স্মরণ করিতে পারি।"

সুতরাং তখন, হে ভিক্ষুগণ, বানর হস্তী, ও তিত্তির পক্ষীর মধ্যে তিত্তির পক্ষীই বয়ঃজ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইল। সেইদিন অপর দুই বন্ধু তিত্তির পক্ষীকে ডাকিয়া বলিল, "বন্ধু, আপনি আমাদের চেয়ে বয়সে বড়। আজ হইতে আমরা আপনাকে সম্মান, শ্রদ্ধা, ও গৌরব প্রদর্শন করিব। আপনার পরামর্শানুসারে কার্য করিব।"

হে ভিক্ষুগণ এইরূপভাবেই ভিক্ষুদের মধ্যে যিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ অর্থাৎ অগ্রে উপসম্পদা গ্রহণ করেন তাহাকেই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।

বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শসমূহ সুকৌশলে গল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত করিবার প্রচেষ্টা ও এই গ্রন্থদ্বয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জাতকাদি গ্রন্থে বর্ণিত কোন কোন গল্পের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ইহাতে দৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ দীর্ঘায়ু কুমারের গল্পটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

॥ পরিবার ॥

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই পরিবার গ্রন্থটির বিরূপ সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।[১] তাঁহাদের মতে এই গ্রন্থের কোন বাস্তব মূল্য নাই। ইহা সিংহলী ভিক্ষুদেরই রচনা। ইহা বলিলে ভুল হইবে না যে বিনয় পিটক বহির্ভূত সংঘের ইতিহাস বা বিনয় শিক্ষাপদ সম্পর্কীয় কোন নূতন তথ্য ইহাতে আলোচিত হয় নাই। এতৎসত্ত্বেও এই পুস্তকটির বাস্তব মূল্য একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ বিনয় শিক্ষার্থীর পক্ষে এই গ্রন্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ বলেন, "It is true that it does not provide any new information either about history of the formation of the Sangha or about the vinaya jurisprudence. Even than it has its own unique importance in the studies of vinaya. This book has not allowed any intrieacy of the vinaya to remain unsolued, by making a searching exploration of the entire scope raising doubls and providing the solution of all possible problems of it.

১ Winternitz : *Indian Literature*, Vol. II, p. 33.

This has made many things in the Vinaya explicit that would have remained emplicit without it.[১]

সত্যিই ইহাতে বিনয়ের বহু দীর্ঘ জটিল ও বিস্তৃত বিষয়সমূহ অতি সহজ সুন্দর ও সরলভাবে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থটির অভাবে নূতন শিক্ষার্থীগণের বিনয় সম্পর্কীয় দুরূহ তথ্যগুলি অনুশীলন করা অসম্ভব হইত। এই দিক দিয়া বিচার করিলে এই পরিবার পালি গ্রন্থটির উপযোগিতা বিনয়ের অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় কোন অংশে কম নহে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলেও ইহার উপযোগিতা অনস্বীকার্য। এই গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে গুরু পরম্পরা জম্বুদীপ ও সিংহলের বিনয়াচার্যদের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে বৌদ্ধসংঘের ইতিহাস সম্পর্কীয় বহু মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

পরিবার পালিতে ছোট বড় ২১টি অধ্যায় আছে। কতকগুলি অধ্যায় পুরাপুরি পদ্যে এবং কতকগুলি গদ্যে ও পদ্যে রচিত। অধ্যায়গুলির মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা বা পারস্পরিক কোন সম্পর্ক নাই। প্রত্যেকটি অধ্যায়ই বিনয় সংগঠিত শিক্ষাপদসমূহের ব্যাখ্যায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। সম্ভবতঃ প্রথম দুইটি অধ্যায়ে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বিভঙ্গে বর্ণিত নিয়মসমূহের বস্তু প্রজ্ঞপ্তি, এবং অনুপ্রজ্ঞপ্তি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাইবার জন্য রচিত। পরবর্তী অধ্যায়সমূহ একেকটি বিনয় শিক্ষাপদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই পুস্তকে বর্ণিত বিষয়সমূহ নিম্নলিখিতভাবে সাজান যায়:

১. **ভিকখুবিভঙ্গ**—এই অধ্যায়ের বিষয়সমূহ দুইটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত • (ক) সঙ্গমগেগমলিখিতা বার এবং (খ) পচচয় বার। দুইটি পরিচ্ছেদের বর্ণনা পদ্ধতি প্রায় একরূপ। উভয়ের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য থাকে তাহা কেবল বিষয় সংকলনে। বর্ণানানুসারে প্রত্যেক বার আটভাগে বিভক্ত। যেমন—

(১) কথপত্তীবার—ইহাতে প্রশ্ন করা হইয়াছে বুদ্ধ কখন, কোথায় কাকে, কি বিষয় উপলক্ষ করিয়া প্রত্যেকটি শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেন

১ The Parivara : (Nālanda Devānagari Pali Series), 2hro P. XV.

ইহা কি সাধারণ প্রজ্ঞপ্তি অথবা প্রদেশ প্রজ্ঞপ্তি? ইহা ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের জন্য বলা হইয়াছে? কে ইহা সর্ব প্রথম শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং কে এইরূপ অপরাধ হইতে মুক্ত হন ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করা হয়। এই শিক্ষাপদসমূহ গুরুপরম্পরা কিভাবে রক্ষিত হয় উহারই তালিকা প্রদান করা হয়। জম্বুদীপ ও সিংহলের বিনয়াচার্যদের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ:

"উপালি দাসকো চেব, সোনকো সিগ্গবো তথা,
মোগ্গলিপুত্তেন পঞ্চমা, এতে জম্বুসিরিব্হয়ে।
ততো মহিন্দো ইত্তিয়ো, উত্তিয়ো সম্বলো তথা,
ভদ্দনামো চ পণ্ডিতো ॥

এতে নাগা মহাপঞ্‌ঞা, জম্বুদীপা ইধাগতা,
বিনয়ং তে বাচয়িংসু, পিটকং তম্বপন্নিযা।
নিকাযে পঞ্চ বাচেসুং, সত্ত চেব পকরণে,
ততো অরিট্ঠো মেধাবী, তিস্সদত্তো চ পণ্ডিতো।
বিসারদো কালসুমনো, থেরো চ দীঘনামকো,
দীঘসুমনো চ পণ্ডিতো।
পুনদেব কালসুমনো, নাগথেরো চ বুদ্ধরক্খিতো,
তিস্সথেরো চ মেধাবী, দেবথেরো চ পণ্ডিতো।
পুনদেব সুমনো মেধাবী, বিনযে চ বিসারদো,
বহুস্সুতো চূলনাগো, গজো দুপ্পধংসিয়ো।
ধম্মপালিত নামো চ রোহণে সাধু পূজিতো,
তস্স সিস্সো মহাপঞ্‌ঞো, খেম নামো তিপেটকো।
দীপে তারক রাজা ব পঞ্‌ঞায় অতিরোচথ,
উপতিস্সো চ মেধাবী, ফুস্স দেবো মহাকথী।
পুনদেব সুমনো মেধাবী, পুপ্ফনামো বহুস্সুতো,
মহাকথী মহাসিবো, পিটকে সব্বত্থ কোবিদো।
পুনদেব উপালি মেধাবী বিনযে চ বিসারদো,
মহানাগো মহাপঞ্‌ঞো, সদ্ধম্মবংস কোবিদো।
পুনদেব অভয়ো মেধাবী, পিটকে সব্বত্থ কোবিদো,
তিস্সথেরো চ মেধাবী, বিনযে চ বিসারদো।

তস্স সিস্সো মহাপঞ্ঞো পুপ্ফ নামো বহুস্সুতো,
সাসনং অনুরক্খন্তো, জম্বুদীপে পতিট্ঠিতো।
চূল ভয়ো চ মেধাবী, বিনয়ে চ বিসারদো,
তিস্স থেরো চ মেধাবী, সদ্ধম্ম বংস কোবিদো।
চূল দেবো চ মেধাবী, বিনয়ে চ বিসারদো,
সিবথেরো চ মেধাবী, বিনয়ে সব্বথকোবিদো,
এতে নাগা মহাপঞ্ঞা, বিনঞ্ঞূ মগ্গ কোবিদা,
বিনয়ং দীপে পকাসেসুং, পিটকং তম্বপন্নিযাতি।

(২) কত্তাপত্তিবার—ইহাতে একেকটি শিক্ষাপদ লঙ্ঘনে কয়টি করিয়া আপত্তি হইতে পারে তাহারই বর্ণনা আছে। যেমন, চুরি করার দ্বারা কয়টি আপত্তি ভঙ্গ হয়? উত্তর হইল চুরির জন্য তিনটি আপত্তি হওয়া সম্ভব—পরোজিকা, থুল্লচচয় এবং দুক্কট।

(৩) বিপত্তিবার—ইহাতে প্রত্যেক শিক্ষাপদ লঙ্ঘনজনিত অপরাধসমূহের নৈতিক, ব্যবহারিক ও সিদ্ধান্ত বিধিসম্পর্কে আলোচনা আছে।

(৪) সংগহিতবার—আলোচ্য শিক্ষাপদসমূহ সাত প্রকার আপত্তির মধ্যে কোন প্রকার আপত্তিস্কন্ধের অন্তর্গত ইহাতে তাহা নির্ধারণ করিবার প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়।

(৫) সমুট্ঠানবার—ইহাতে শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করিবার বাচনিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা দৃষ্ট হয়।

(৬) অধিকরণবার—ইহাতে বিবাদের গুরুত্ব অনুসারে প্রত্যেক শিক্ষাপদের আলোচনা করা হইয়াছে।

(৭) সমথবার—বিবাদ নিষ্পত্তির কারণসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

(৮) সমুচ্চয়বার—ইহাতে উপরোক্ত সাত প্রকার আপত্তিস্কন্ধের সংক্ষিপ্ত সার সংগৃহীত হইয়াছে।

২. **ভিকখুনী বিভঙ্গ**—ইহাতে বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধ স্ত্রীলোকের শারীরিক গঠন প্রকৃতি বিবেচনা ভিক্ষুণী বিভঙ্গের শিক্ষাপদগুলি প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে বহু শিক্ষাপদ আছে যাহা ভিক্ষুদের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে।

৩. **সমুট্ঠানসংখেপ**—ইহাতে নিম্নলিখিত অপরাধসমূহের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অপরাধসমূহ মৈথুন, চৌর্য, পিসুন বাক্য, কর্কশ বাক্য, কঠিন দান, মেষলোমের আস্তরণ, চোরের সহিত অবস্থান প্রভৃতি সম্পর্কীয়।

৪. **অন্তরপেয্যাল**—এই অধ্যায়ে আপত্তি কয় প্রকার? উহাদিগকে কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়? ছোট গল্প কয়টি? গুরু শিক্ষাপদ লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি কয়জন? বিবাদের কয়টি কারণ? অধিকরণ কয় প্রকার? দেশনা কয় প্রকার? প্রজ্ঞাপ্তি কয় প্রকার? প্রভৃতি বহু প্রকার প্রশ্নের উত্তর ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

৫. **সমথভেদ**—ইহাতে ভিক্ষু সংঘে বিবিধ প্রকার বিবাদের হেতু এবং কত প্রকারে ঐরূপ বিবাধ মীমাংসা করা যায় তাহা আলোচনা করা হইয়াছে।

৬. **খন্ধকপুচ্ছাবার**—এই অধ্যায়ে মহাবগ্গ ও চুলবগ্গে বর্ণিত বিনয়-সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দৃষ্ট হয়। ইহাতে আলোচ্য প্রধান বিষয়সমূহ হইল: উপসথ, বর্ষাবাস, প্রবারণা, কঠিন চীবর, চর্মনির্মিত আস্তরণ, সংঘভেদ ইত্যাদি। সমস্ত অধ্যায়টি গদ্যে রচিত।

৭. **একুত্তরিকনয়**—এই অধ্যায়ে অঙ্গুত্তর নিকায়ের অনুকরণে বিনয় পিটকে ব্যবহৃত বিশিষ্টার্থক শব্দ বা শব্দ সমষ্টির ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়।

৮. **উপসথপুচ্ছবিসজ্জনা**—ইহাতে উপসথ কর্ম-সম্পাদনের পূর্বে, মধ্যে, ও অবসানের অবশ্য প্রতিপাল্য কর্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দৃষ্ট হয়।

৯. **অত্থবসপকরণ**—এই অধ্যায়ে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করণের মধ্যে দশটি কারণ[১] নিহিত আছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয়।

১০. **গাথাসঙ্গণিকা**—এইঅধ্যায়ে নিম্নলিখিত আপত্তিস্কন্ধসমূহ কোন্‌টি কোথায় কিভাবে বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত হয় তাহার একটি ধারাবাহিক বর্ণনা দিবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আপত্তিস্কন্ধগুলি নিম্নরূপ: পারাজিকা,

১ সেই দশ প্রকার কারণ হইল: সংঘ সুট্‌ঠুতায়, সংঘ ফাসুতায়, দুম্মঙ্কূনং পুগ্গলানং, পহানায় পেসলানং ভিকখুনং ফাসুবিহারায়, দিট্‌ঠধম্মিকানং আসবানং সংবরায়, সম্পরায়িকানং আসবানং পটিঘাতায়, অপ্পসন্নানং পসাদায়, পসন্নানং ভিয্যোভাবায়, সদ্ধম্মট্‌ঠিতিয়া, বিনযানুগ্গহায়। —পরিবার, পৃঃ ২৫৫।

সংঘাদিসেস, অনিয়ত, থুল্লচচয়, নিস্সগ্‌গিয়, পাচিত্তিয়া, পটিদেসনিয়া, দুক্কট, দুব্ভাসিত, সেখিয়া। সমগ্র অধ্যায়টি পদ্যে রচিত।

১১. **অধিকরণভেদ**—এই অধ্যায়ে সংঘে বিবিধ প্রকার অধিকরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা দৃষ্ট হয়। অধিকরণ চারি প্রকার : বিবাদাধিকরণং, অনুবাদাধিকরণং, আপত্তাদিকরণং, এবং কিচচাদিকরণং।

১২. **অপরগাথা সঙ্গনিকা**—এই অধ্যায়ে বিহার সংগঠিত নানা প্রকার বিবাদ বিসংবাদ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা আছে। সম্পূর্ণ অধ্যায় পদ্যে রচিত।

১৩. **চোদনাকণ্ড**—এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়বস্তু প্রায় পূর্ববর্তী অধ্যায়ের অনুরূপ। তবে বিষয় বর্ণনা, শব্দ প্রয়োগ, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি কিছু কিছু পার্থক্য অনুভূত হয়।

১৪. **চুলসঙ্গাম**—এই অধ্যায়ে অপরাধী ভিক্ষুকে দোষী সাব্যস্ত করিবার নানা প্রকার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে আলোচনা দৃষ্ট হয়।

১৫. **মহাসঙ্গহ**—এই অধ্যায় পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যেকটি বিষয় পদ্যে গদ্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১৬. **কঠিনভেদ**—ইহাতে কঠিন চীবর তৈরী, প্রদান, গ্রহণ, কঠিন চীবর প্রদানের ফল, বিনয়কর্ম প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা আছে।

১৭. **উপালি পঞ্চক**—এই অধ্যায়ের বিনয়পিটকের বিভিন্ন স্থান হইতে উপালি ও বুদ্ধের কথোপকথনগুলি সংকলন করা হইয়াছে। ইহাতে উপালি কতকগুলি বিনয় সম্পর্কীয় প্রশ্ন করেন এবং বুদ্ধ উহাদের উত্তর প্রদান করেন। প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ : কি প্রকার ভিক্ষু আচার্য বা উপাধ্যায়ের অধীনে থাকিবেন? কি প্রকার গুণসম্পন্ন ভিক্ষু একাকী স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারেন? কে উপসম্পদা প্রদানের যোগ্য? এই জাতীয় আরও বহু প্রশ্নের উত্তর ও প্রত্যুত্তর এই অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়।

১৮. **অথপত্তিসমুট্‌ঠান**—ইহাতে কি প্রকারে আপত্তি ভঙ্গ করা হয় এবং কায়, বাক্য ও মনের উপর উহার কিরূপ প্রভাব এইরূপ বিষয়ের আলোচনায় স দ্ধ হয়।

১৯. **দুতিয়গাথাসঙ্গনিকা**—এই অধ্যায়ের সমস্ত প্রশ্ন ও উত্তর পদ্যে রচিত। পূর্ব অধ্যায়ের আলোচ্য অংশসমূহ এইখানে সংক্ষিপ্তাকারে পদ্যাকারে সংগঠিত করিবার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

২০. **সেদমোচনগাথা**—এই অধ্যায়ে বিনয় পিটকের বিভিন্ন অংশ হইতে জটিল গাথা, শ্লোক বা অনুচ্ছেদ সংগ্রহ করিয়া সরল করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহাতে আলোচ্য শ্লোক বা অনুচ্ছেদসমূহ জটিল ও দুরূহ এবং অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর বলিয়া সম্ভবত: এইজন্য এই অধ্যায়ের এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে।

২১. **পঞ্চ বগ্‌গ**—ইহাতে বিনয় পিটকের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত বিশিষ্টার্থক শব্দ বা শব্দসমষ্টি সংগৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের যথাযথ ব্যাখ্যা দিবার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুত্ত পিটক

।। দীঘ নিকায় ।।

ইহা সুত্ত পিটকের প্রথম নিকায়। চৈনিক বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহাকে 'দীর্ঘাগম' বা 'দীর্ঘ সংগ্রহ'[১] বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্বাস্তিবাদীরা নিম্নলিখিতভাবে সূত্র পিটকান্তর্গত গ্রন্থগুলির নামকরণ করিয়াছেন: দীর্ঘাগম, মধ্যমাগম, সংযুক্তাগম, একোত্তরাগম (অঙ্গুত্তরনিকায়) এবং ক্ষুদ্রকাগম। মূল গ্রন্থগুলি বর্তমানে লুপ্ত, কেবল মধ্য এশিয়ায় আটানাটিয় সূত্র, সঙ্গীতি সূত্র প্রভৃতির খণ্ডিতাংশ মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'দীঘ নিকায়' এর ইংরেজী সংস্করণ পালি টেক্সট সোসাইটি, লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।[২] ইহার একটি

ডক্টর আনেসেকির মতে ("The Relation of the Chinese Agamas to the Pali Nikayas". J. R. A. S., 1901) পালি দীঘনিকায় ও চৈনিক আগম সূত্রের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নাই। কেবল ব্যবস্থাপনায় কিছু কিছু অদল বদল দৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ গ্রন্থকার কোশল সংযুক্ত, মার সংযুক্ত, ভিক্ষুণী সংযুক্ত, বঙ্গীস সংযুক্ত প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। দীর্ঘাগমে পালি দীঘনিকায়ের ৩৪টি সূত্রের পরিবর্তে মাত্র ৩০টি সূত্র দৃষ্ট হয়। মহাপরিনির্বান সূত্র দীঘনিকায়ের ষোড়শতম সূত্রে কিন্তু চৈনিক আগমে ইহা দ্বিতীয় সূত্ররূপে দেখান হইয়াছে। (Vide "The Chinese Nikays" by A. J. Admonds, published in the Buddhist Manuals of Ceylon, 1931.) দীঘনিকায়ের নিম্নলিখিত দশটি সূত্র চৈনিক দীর্ঘাগমে দৃষ্ট হয় না; মহালি সূত্র, সুভসূত্র, মহাসুদস্সন সূত্র, (মধ্যমাগমে অনুপ্রবিষ্ট) মহাসতিপট্‌ঠান সূত্র, পাটিক সূত্র, অগগঞ্ঞ সূত্র, লক্ষণ সূত্র এবং আটানাটিয় সূত্র (Bunyin Nanjio's Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka, pp. 135-138). See also "A Study of the Digha Nikays of the Sutta Pitaka" published in the young East, Vol. IV., No. 4, September 1928.

The P. T. S. editions, Vols. I & II by T. W. Rhys Davids and J.E. Carpenter and Vol. III by J. E. Cerpenter; Digha Nikaya published by W. A. Samaro Sakharn, Colombo, 1904 সম্প্রতি নালন্দা পালি ইনস্টিটিউট বিহার শরীফ হইতে দেবনাগরী অক্ষরে এবং বর্মা বুদ্ধশাসন কাউন্সিল,

বাংলা সংস্করণ রেঙ্গুন বুদ্ধিস্ট মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটি কর্তৃক ভিক্ষু শীলভদ্রের অনূদিত সম্পূর্ণ দীঘ নিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'দীঘনিকায়' এর দীঘ শব্দের অর্থ কি হইবে এই বিষয় লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। 'দীঘ' শব্দের অর্থ যদি 'দীর্ঘ' বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তবে মধ্যম নিকায়, সংযুত্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এমনকি ক্ষুদ্রকনিকায়েরও কোন কোন সূত্র দীর্ঘ নিকায়ের কোন কোন সূত্র হইতে বড়। এইরূপ ক্ষেত্রে 'দীঘ' শব্দের অর্থ 'দীর্ঘ' বা 'আকারে' বড় বলিয়া ধরিয়া লওয়ার মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ নাই। ডক্টর টি. ডব্লিউ. রীচ্ ডেভিড্স (যিনি দীঘ নিকায়ের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন) ইহার অর্থ করিয়াছেন *'Long Discourses'* অর্থাৎ দীর্ঘ উপদেশ। ডক্টর অনুকূল চন্দ্র বানার্জির মতে যে নিকায়ের অধিকাংশ সূত্র দীর্ঘ উহাকে 'দীঘ নিকায়' বলে।[১]

অপরাপর নিকায়ের ন্যায় দীঘ নিকায়েরও বিষয়বস্তু দান, শীল, সমাধি প্রজ্ঞা, ধ্যান, বিমোক্ষ, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, চিত্ত, চৈতসিক ও নির্বাণ। দীঘ নিকায় প্রাক বৌদ্ধ ভারতের ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থ-নীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় ভরপুর। ইহাতে দর্শন অপেক্ষা নৈতিক চরিত্রের উপরই যেন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ডক্টর উনন্টার নীটস মন্তব্য করিয়াছেন,—"The ethical doctrines of the Buddha are prequently set up controversially as against the teaching of the Brahmans and of other Masters. The very first sutta Brahmajala sutta, the discourse on the Brahma-net, is of first rate importance from the point ot view of the history of religion not only for Buddhism, but for the entire religions life and thought of ancient India."[২]

রেঙ্গুন হইতে বর্মী অক্ষরে ইহার এক নূতন সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। See also R. O. Franke, Die Gathas des Digha Nikaya neitihren parallalen ; K. E. Neumann. Reden Gotamo Buddha's aus der langeren Sammlung Digha Nikaya des Pali-kenons, übers Bd, I, II, Munchen, 1907, 1912 ; Buddhist Suttas, S. B. E. XI,

১ দীঘনিকায় ২য় খণ্ড, মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা-১২, পৃঃ ৵৹

২ *Indian Literature*, Vol. II, p. 36.

বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনা মধ্যম নিকায়ের ন্যায় দীঘ নিকায়ে তত বেশী স্পষ্ট নয়। ইহাতে দর্শনের গূঢ় রহস্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রাক-বৌদ্ধ ভারতের দার্শনিকেরা অধ্যাত্ম-সাধনায় প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আকাশ অনন্ত আয়তন, আকিঞ্চন অনন্ত আয়তন, নেব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞা আয়তন, এবং বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন প্রভৃতি সমাপত্তি লাভ করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। বুদ্ধও সেই সমাপত্তি লাভ করিয়া তাহাতে মুক্তির সন্ধান খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহার মতে সমাপত্তি লাভী যোগীরা চতুর অপ্রমেয়[১] ভাবনা করিয়া ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন দীর্ঘদিন দিব্যসুখ উপভোগ করিলেও পুণ্যক্ষয়ে তথা হইতে চ্যুত হইতে হয়। বুদ্ধ নিরোধ সমাপত্তির দ্বারা যে মুক্তি অর্জন করেন তাহারই পরম মুক্তি। এইরূপ মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করিলে মানুষকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

দীঘ নিকায়ের প্রথম খণ্ডে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, একত্রিশটি ভুবন লইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড[২] গঠিত। এই একত্রিশটি ভুবন হইল: চারিটি নরক, একটি মনুষ্যলোক, ছয়টি দেবলোক এবং বিশটি ব্রহ্মলোক। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে বহুদিন পরে পৃথিবী অগ্নি, জল ও বায়ুর দ্বারা ধ্বংস হয়। পৃথিবী ধ্বংসের সময় অবীচ নরকে উৎপন্ন সত্ত্বগণ ব্যতীত অপরাপর প্রাণীরা মাতাপিতার সেবা ও মৈত্রী ভাবনা করিয়া ব্রহ্মলোকগামী হন এবং জগৎ সৃষ্টির আদিকালে পুণ্যক্ষয়ের ফলে পুনরায় ইহলোকে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, শীল তিন ভাগে বিভক্ত: চূল শীল, মধ্যম

১ চারি প্রকার অপ্রমেয়: মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা।

২ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বলিতে নিম্নলিখিত ৩১টি লোক বুঝায়—(ক) অরূপ লোক: (১) আকাশ অনন্ত আয়তন, (২) আকিঞ্চন অনন্ত আয়তন, (৩) বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন, (৪) নেব সঞ্ঞা নাসঞ্ঞা আয়তন, (ক) রূপলোক: (৫) ব্রহ্ম পরিসজ্জ, (৬) ব্রহ্মপুরোহিত, (৭) মহাব্রহ্ম, (৮) পরিত্তাব, (৯) অপ্পমানাভ, (১০) আভস্সর, (১১) পরিত্তসুত্ত, (১২) অপ্পমান সুভ, (১৩) সুভকিন্ন, (১৪) হেপ্‌ফেল, (১৫) অসঞ্ঞ সত্ত, (১৬) অবিহ, (১৭) আতপ্প, (১৮) সুদস্স, (১৯) সুদস্সী, (২০) আকনিট্‌ঠ (গ) কামসুগতি; (২১) চতুর্মহারাজিক, (২২) তাবতিংস, (২৩) কাম, (২৪) তুসিত, (২৫) নির্মাণ রতি, (২৬) পরনির্মিত বসবর্ত্তী সর্গ (২৭) মনুষ্য লোক, (ক) চারি প্রকার নরক: (২৮) তির্যক, (২৯) প্রেত, (৩০) অসুর এবং (৩১) অবীচি।

শীল এবং মহাশীল।[১] শীল পালন ব্যতিত কেহ ধ্যান লাভ করিতে পারে না। ধ্যান লাভ ব্যতিত জ্ঞান লাভ অসম্ভব। প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ না করিলে কেহ নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে না।

প্রাক-বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ৬২ প্রকার দৃষ্টির বশীভূত হইয়া সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। বুদ্ধ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, মিথ্যা দৃষ্টির বশীভূত হওয়া উচিত নয়। বুদ্ধ প্রবর্তিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই নির্বাণ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

মধ্যম ও খুদ্দক নিকায়ের কোন কোন সূত্রে বুদ্ধজীবনের কিছু কিছু প্রামাণ্য ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও দীর্ঘ নিকায়ের দ্বিতীয় খণ্ড ব্যতিত কোথাও ধারাবাহিক জীবনী পাওয়া যায় না। এই ব্যাপারে মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বুদ্ধের অন্তিম জীবনের অনেক ঘটনাই ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহার মূল্য অত্যধিক। ধাতু বন্টনের বিবরণীসহ রাজগৃহ, কুশীনগর, কপিলাবস্তু, বৈশালী, অল্লকপ্প, রামগাম, বেঠদ্বীপ পাবা, ও পিপ্ফলীবন প্রভৃতি আটটি স্থানের উল্লেখ বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের সীমারেখা ও ভৌগলিক জ্ঞানের পরিচায়ক। চতুর নিকায়ের মধ্যে একমাত্র মহাপধান সূত্রেই বুদ্ধের পিতা শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইতিহাস প্রণেতার নিকট ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগলিক উপাদান সংগ্রহের জন্য দীর্ঘ নিকায়স্থ মহাবর্গের অন্তর্গত মহাগোবিন্দ সূত্রটির মূল্যও কম নহে। কারণ সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে কেবল এই সূত্রে 'জম্বুদীপ' বা ভারতবর্ষের সঠিক আকার বর্ণিত হইয়াছে।[২] মহা নিদান, সক্কপঞ্ঞ, পায়াসী, সূত্রসমূহে বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। মহানিদান সূত্রে অবিদ্যা, সংস্কার ও ষড়ায়তন এই তিনটি কার্য কারণ-পরম্পরা বিষয়ের উল্লেখ নাই। অপর নিকায়ের সহিত ইহার তুলনামূলক আলোচনা চলিতে পারে।

দীঘনিকায়ে সর্বমোট ৩৪টি সূত্র আছে। এইসূত্রগুলি তিনটি বর্গে বিভক্ত : শীল কখন্ধবর্গ, মহাবর্গ এবং পাটিক বর্গ। প্রথমবর্গের সকল সূত্র এবং দ্বিতীয়

১ ব্রহ্মজাল সুত্ত, ৮নং হইতে ২৭নং পর্যন্ত ; সামঞ্ঞফল সুত্ত, ৪৪নং —৬৪নং ; অম্বট্ঠ সুত্ত, দ্বিতীয় ভাণবারনু নং ৩, সোণদণ্ড সুত্ত, নং ২৩ ; কূটদণ্ড সুত্ত, নং ২৬ ; মহালি সুত্ত, নং ১৬ ; পোট্ঠপাদ, নং ৮, ৯ ।

২ "উত্তরে আয়ত এবং দক্ষিণে শকটমুখ", ২১০।

ও তৃতীয় বর্গের কোন কোন সূত্র সম্পূর্ণ পদ্যে রচিত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্গের বহু সূত্র গদ্যে ও পদ্যে রচিত। ইহার ১৬, ১৮, ১৯ নম্বর ও ২১ নম্বর সূত্র গীতি-কাহিনীর আকারে রচিত। আবার কোন কোন সূত্রে (বিশেষতঃ ১৬, ১৭) সংস্কৃত ও আধাসংস্কৃতের ন্যায় একই বিষয় একবার পদ্যে ও পুনরায় গদ্যে প্রকাশ করিতে দৃষ্ট হয়। নিম্নে বর্গসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল:

ব্রহ্মজাল সুত্ত—ইহা দীঘনিকায়ের প্রথম সূত্র। এই সূত্রের নামকরণ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। প্রফেসর রীচ ডেভিড্সের মতে 'ব্রহ্ম-জাল' শব্দের অর্থ 'উত্তমজাল' 'পরিপূর্ণজাল' অথবা 'পরিশুদ্ধজাল' যে জালের ছিদ্রগুলি এতই সূক্ষ্ম ও ঘন যে, ছোট বড় কোন মাছ উহা হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে না।[১] ব্রহ্মজাল সূত্রে বলা হইয়াছে ইহার অর্থ 'অর্থ জাল' 'ধর্মজাল'', 'দৃষ্টিজাল' অথবা অনুত্তর 'সংগ্রাম বিজয়।'

ব্রহ্মজাল সূত্রে প্রাচীন ভারতের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাতে বুদ্ধ শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ছাড়াও প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বুদ্ধ তাঁহার দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে তদানীন্তনকালে প্রচলিত ধর্মমতসমূহের পরিচয় ও উহার সহিত বৌদ্ধদর্শনের পার্থক্য নির্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আলোচনার প্রারম্ভে শীলসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন: যথা,—চূল, মধ্যম ও মহাশীল। ইহাতে দার্শনিক মতসমূহের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তদানীন্তন কালে প্রচলিত ধর্মমতসমূহকে বুদ্ধ ৬২ প্রকার দৃষ্টিতে (মিথ্যাদৃষ্টি)[২]

১ Rhys Davids : Buddhisn, its History and Literature (American Lecture on history of religions): "The first of these sutta is called Brahmajala may be translated as the 'cxcellent net'. Prof Rhys Davids explains it as the 'Perfect net' or the net whose meshes are so fine that no folly superstition, however, suttle, can slip through."

২ The word 'micchaditthi' does not mean absolutely false or erroneous but it means 'one sided'. 'inperfact' or 'partially true'. The Buddhist text either Mahayana, Hinayans or Theravada unanimoushy state that these views as wrong and do not lead to Nibbana. These are wrong in the sense that they are attributed to people's natu ral in clination of adhering to the heresy of individua-

বিভক্ত করিয়াছেন। সে দৃষ্টি সমূহকে নিম্নলিখিত আটভাগে ভাগ করা যায়: (১) শাশ্বত, (২) একস্স শাশ্বত, (৩) অন্তানন্তিক (৪) অমরাবিখেপিকা, (৫) অধিচ্ছ সমুপ্পন্নিকা, (৬) উদ্ধমাঘতনিকা, (৭) উচ্ছেদ বাদ এবং (৮) দৃষ্টধর্ম নির্বান। উপরোক্ত দার্শনিক বাদসমূহ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পার্থিব রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের কারণেই উৎপন্ন হয়। এই জটিল বাদসমূহের কিছু কিছু আলোচনা এই সূত্রে করা হইয়াছে।

১। **শাশ্বতবাদ**—এই সূত্রানুসারে শাশ্বতবাদ চারি প্রকার: শাশ্বত-বাদীদের মতে জগতের বস্তুসমূহ অনিত্য, কালে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জীব জগৎ সব ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু আত্মার ধ্বংস নাই। ইহা অচল পর্বতশৃঙ্গ অথবা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত স্তম্ভের ন্যায় সুদৃঢ়।[১] জন্ম, মৃত্যু, প্রভৃতি সর্বপ্রকার পরিবর্তনের মধ্যে ইহা অপরিবর্তনীয়। "আত্মা নিত্য (নিচ্চ), ধ্রুব (ধুব) শাশ্বত (সস্সত), অপরিবর্তনশীল (অপরিণামধর্মী), চন্দ্র, সূর্য, সাগর, আকাশ, এবং পর্বতের মত অসঞ্চল।" এই সূত্রে আরও বলা হইয়াছে যে দুইটি কারণে শাশ্বতবাদিগণ এইরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন। (১) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (২) যুক্তি বা তর্কের খাতিরে। প্রথমোক্ত যুক্তির ভিত্তি একপ্রকার যৌগিক অনুভূতি ছাড়া আর কিছু নহে। যোগী দীর্ঘদিন ধ্যানানু-শীলনের পর তাঁহার চিত্তে একাগ্রভাব উৎপন্ন হয়। সে একাগ্রচিত্তে পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের দ্বারা যোগী তাঁহার পুনর্জন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সক্ষম হন। তিনি পরিষ্কারভাবে স্মরণ করিতে পারেন যে ঐ ঐ জন্মে তিনি ঐভাবে জন্মগ্রহণ করিরাছিলেন, এবং ঐরূপ সুখ-দুঃখ উপভোগ করিয়া-ছিলেন। এই যৌগিক অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে তাহার আত্মা শাশ্বত, নিত্য, ও অবিনশ্বর।" কারণ প্রত্যেক বারই তাহার মরদেহ বশীভূত হইয়াছিল এবং পরমাত্মা বর্তমান ছিল। সুতরাং প্রথম সিদ্ধান্তের প্রধান ভিত্তি যোগীর প্রত্যক্ষ অনুভূতি। দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে কোন বিশেষ আলোচনা এই সূত্রে করা হয় নাই।

lity with regard to 'sakkayaditthi, 'vicikicca' and 'silabbata paramasa'. "Ima ditthiys sakkayaditthiya sati honti". (*Samiyutta Nikaya,* IV.,p. 287) ; See also *Majjhima Nikaya,* Vol. II., pp. 233-238. ; *Samantapasadika,* pp. 60-61, ; E. J. *Thomas* : op. cit., p. 202-

১ "অত্তা চ লোকো চ বঞ্ঝো, কূটট্ঠো, এসিকট্ঠায়িট্ঠিতো, তে চ সত্তা সন্ধাবন্তি, চবন্তি উপপজ্জন্তি অথি ত্বেব সস্সত সমং" তি—দীঘ নিকায, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২।১৫।

২। **একত্ব্য শাশ্বত**—ইহারও ভিত্তি যৌগিক অভিজ্ঞতা। একত্ব্য শাশ্বতবাদীরা বলেন যে, তিন প্রকার দেবতার মধ্যে এক প্রকার দেবতা নিত্য, শাশ্বত ও অপরিবর্তনশীল, অপর সকল প্রাণী পরিবর্তনশীল ও পরিণাম ধর্মী। ইহারা আরও বলেন যে, কেবল চিত্ত, মন বা বিজ্ঞানই অপরিবর্তনীয় শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ পরিবর্তনশীল। কালের কুটিল গতিতে সব বিষয়-বস্তুর পরিবর্তন হয়।

ব্রহ্মজাল সূত্রে চার প্রকার একত্ব্য শাশ্বতবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই গুলিকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়: (১) জগৎ সম্বন্ধীয় (cosmo logical), (২) নৈতিক (moral), (৩) যৌক্তিক (logical)। প্রথম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জগৎ ধ্বংস হওয়ার সময় সমস্ত প্রাণী আভাস্বর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। আবার যখন জগৎ সৃষ্ট হইতে আরম্ভ করে তখন অল্প পুণ্যবান সত্ত্বগণ ব্রহ্ম-লোক হইতে চ্যুত হইয়া ইহলোকে জন্মলাভ করে। প্রথম উৎপন্ন সত্ত্ব সকলের পূর্বে উৎপন্ন হইয়া নিজকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ মনে করে। এইরূপভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হইবার পর অপরাপর সত্ত্বগণ ও ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইয়া ইহলোকে উৎপন্ন হয়। প্রথম উৎপন্ন সত্ত্ব স্বভাবতঃ অধিক শ্রী সৌন্দর্যের অধিকারী হন। তিনি মনোময়, প্রীতিভক্ষা ও স্বয়ংপ্রভ এবং যথেচ্ছা বিবরণ করিতে সক্ষম।[১] তাঁহার মনে এইরূপ চিন্তা হইতে পারে, "পূর্বে আমার মনে হইয়াছিল যদি অন্যান্য প্রাণীরা এখানে আসিত। এখন অনান্য প্রাণীরা এখন জন্মলাভ করিয়াছে। আমার ইচ্ছানুসারে এইরূপ হইয়াছে।" অন্যান্য প্রাণীরাও ভাবিল "ইনি সম্ভবতঃ ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, ঈশ্বর, এবং তাঁহার কোন পরিবর্তন নাই। তিনি প্রভু, কর্তা, নির্মাতা, সৃষ্টিকর্তা, এবং সকল প্রাণীর সর্বময় পিতা। কারণ আমরা যখন সর্বপ্রথম এখানে আবির্ভূত হই তখন তাঁহাকেই দেখিয়াছিলাম। আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। তিনি শাশ্বত, চিরন্তন, অপরিবর্তনশীল, আমরা তাঁহার পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং আমরা পরিবর্তনশীল। আমরা স্বল্পায়ু ও জরা ব্যাধিতে অভিভূত এবং জন্ম মৃত্যুর অধীন।"

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা দুই প্রকার: ক্রীড়প্রদোষিক ও মনোপ্রদোষিক। প্রথমোক্ত ব্রহ্মগণ (ক্রীড়াপ্রদোষিক) অত্যধিক ভোগলালসায় লিপ্ত হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়।

১ সুমঙ্গল বিলাসিনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১০।

তাহাতে তাঁহাদের স্মৃতি লোপ পায়। ক্রমে তাঁহাদের পূর্বাবস্থার পরিবর্তন হয়। তাহারা কালক্রমে সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া মর্তলোকে জন্ম লাভ করিয়া জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অধীন হন। তাঁহার মধ্যে কেহ কেহ শীল পালন করতঃ ধ্যানযোগে পূর্বাবস্থা দর্শন করিতে সক্ষম হন। এবং কেহ কেহ বলিতে থাকেন জগতের কোন কোন বস্তু শাশ্বত এবং কোন বস্তু অশাশ্বত।

মনোপ্রদোষিকা নামক দেবগণ তাঁহাদের অত্যধিক ঈর্ষার দরুন তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তাঁহারা রূপান্তরিত হইয়া ইহলোকে জন্মধারণ করে। পরে যখন সংযম অভ্যাস করতঃ ধ্যান লাভ করিয়া তাঁহাদের পতনের কারণ অবগত হয় তখন বলিতে থাকেন "অত্যধিক ঈর্ষাই তাঁহাদের পতনের কারণ। যাহারা এইরূপ ঈর্ষাভাব পোষণ করেন নাই তাঁহাদের কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই।"

তৃতীয় প্রকার দার্শনিকগণ কেবল যুক্তির খাতিরে এইরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহেরই পরিবর্তন হয়, মন, চিত্ত, বা অন্তঃকরণের কোন পরিবর্তন নাই। ইহা চিরকাল একরূপ ও অপরিবর্তনীয়।

৩। **অন্তানন্তিকবাদ**—ইহারই উৎপত্তি চার প্রকার রূপ ধ্যানের অভিজ্ঞতা হইতে। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা পৃথিবীকে ধ্যানের বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন তাহাদের মতে পৃথিবীর আকার গোলাকার।

আবার যাহারা পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট স্থান লইয়া ধ্যান করেন তাহারা বলেন পৃথিবীর আকার বেশ বিস্তৃত।

আবার যাঁহারা উচ্চ ও নীচুকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করেন তাঁহাদের মতে পৃথিবীর আয়তন অনন্ত এবং ইহার উভয় পার্শ্ব বিস্তৃত।

কোন কোন সময় কেবল যুক্তির খাতিরেও কেহ কেহ অন্তানন্তিক-বাদের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহার সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা এই সূত্রে করা হয় নাই।

৪। **অমরাবিক্ষেপিকা**—'সংশয়বাদে'রই অপর নাম 'অমরাবিক্ষে-পিকা' বা 'Evasive disputent'. ইহাকে 'বাচাবিকেখপিকা'ও বলা হয়। কারণ এই মতের অনুসারীরা ভাল মন্দ কোনটার পক্ষে

বা বিপক্ষে মত প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করেন। ইহারা মনে করে ভালর পক্ষে মত প্রকাশ করিলে হয়ত একদল অসন্তুষ্ট হইতে পারে। আবার খারাপের পক্ষে মত প্রকাশ করিলে অপর একদল অসন্তুষ্ট হইতে পারে। কাজেই ইহাদের 'সংশয়' কোনদিনই দূর হয় না। পালিশাস্ত্রে উল্লেখ আছে সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্র এই মতের অনুসারী ছিলেন। কথিত আছে অপরে আঘাত পাবে বা অপবাদ করিবে এই ভয়ে তিনি কোন রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না। ব্রহ্মজাল সূত্রে এই সংশয়ের চারিটি কারণ বর্ণিত আছে: (১) যথাযথ জ্ঞানের অভাব, (২) বিদ্বেষ বা ঝগড়া বৃদ্ধির ভয়, (৩) জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা নিন্দনীয় হইবার ভয়, (৪) পাণ্ডিত্য অথবা অভিজ্ঞতার অভাব।

সংশয়বাদীদের মতে ভালমন্দ, কুশল অকুশল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত (relative terms). একটি অপরটির পরিপূরক। একান্ত ভাল বা একান্ত মন্দ বলিয়া কোন কিছু জগতে বিদ্যমান নাই। একজনের পক্ষে যাহা ভাল অপরের পক্ষে তাহা ক্ষতিকরও হইতে পারে। এইজন্য কোন ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। বুদ্ধের মতে 'অমরাবিক্ষেপিকা' বা সংশয়বাদিদের দ্বারা পরমার্থলাভ অসম্ভব। কারণ অসত্য বা অকুশল ত্যাগ করিবার মত মনোবল তাঁহাদের নাই।

৫। **অধিচ্চসমুপ্পন্নিকা**—ইহাকে 'অদৃষ্টবাদ'ও বলা যায়। বুদ্ধঘোষ ইহাকে 'অকরণ সমুপ্পাদ' বা 'যদৃচ্ছাসমুপ্পাদ' নামেও অভিহিত করিয়াছেন। ইহা প্রতীত্য সমুৎপাদের বিপরীত দর্শন। অধিচ্চসমুপ্পন্নিকাবাদীদের মতে জগৎ সৃষ্টির কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নাই।[১] অহেতু বা অকারণবশত: ইহা উৎপন্ন হইয়াছে।[২] কিন্তু বুদ্ধের মতে কোন বস্তুও অকারণবশত: উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রতীত্য সমুৎপাদ তত্ত্বের ইহাই মূল বক্তব্য: "ইহার কারণে ইহা হয়, ইহার উৎপত্তিতে ইহা উৎপন্ন হয়; ইহার অভাবে ইহা হয় না, ইহার বিনাশে ইহা বিলুপ্ত

১ Dr. E. G. Thamas : History of Bhuddist thought in India, pp. 63-67.

২ "উদানংকারং অপরংকারং অধিচ্চসমুপ্পন্নং"তি। —সংযুত্তনিকায়, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৩ দীঘনিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩৭।

হয়।"[১] তৈত্তিরিয় উপনিষদ ও ঋকবেদের শুক্তসমূহে অধিচচসমুৎপপ-ন্নিকাবাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। প্রথমটির মতে অরূপ হইতে রূপের আবির্ভাব হইয়াছে। জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ ছিল 'অসৎ'। কিন্তু ঋকবেদের মতে আদিম জীব 'সৎ'ও ছিল না 'অসৎ'ও ছিল না। সমস্ত জীবজগৎ সেই আদিমপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

৬। **উদ্ধমাঘতনিকা**—বুদ্ধঘোষের মতে 'আঘতন' শব্দের অর্থ 'মৃত্যু', চ্যুতি', বা 'লয়'। অতএব, উদ্ধমাঘতন' শব্দের অর্থ মৃত্যুর পর আত্মার সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন অবস্থা বা মত। ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত মতসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে সাজানো যায় —

(ক) কাহারও কাহারও মতে মৃত্যুর পর আত্মা সংজ্ঞাযুক্ত (সঞ্ঞী) থাকে, ইহার কোন পরিবর্তন হয় না।[২] এইরূপ মত পোষণকারিগণ বলেন আত্মা (১) রূপী, (২) অরূপী, (৩) রূপী-অরূপী, (৪) রূপীও নয় অরূপীও নয়, (৫) অন্ত, (৬) অনন্ত, (৭) অন্তানন্ত, (৮) অন্তানন্ত দুইটারই অতীত, (৯) কিছু পরিমাণ সংজ্ঞাযুক্ত, (১০) বহুপ্রকার সংজ্ঞাযুক্ত, (১১) সমপরিমাণ সংজ্ঞাযুক্ত, (১২) অনন্ত সংজ্ঞাযুক্ত, (১৩) একান্ত সুখী, (১৪) একান্ত অসুখী, (১৫) সুখী অসুখী উভয় প্রকার সংজ্ঞাযুক্ত। (১৬) অদুঃখ অসুখ উভয় প্রকার সজ্ঞাযুক্ত।

(খ) যাঁহারা মৃত্যুর পর আত্মা অসংজ্ঞা মনে করেন তাঁহারা নিম্ন-রূপভাবে জল্পনা-কল্পনা করিয়া থাকেন। আত্মা (১) রূপী, (২) অরূপী, (৩) রূপী-অরূপী, (৪) রূপীও নয় অরূপীও নয়, (৫) অন্ত, (৬) অনন্ত, (৭) অন্তানন্ত, (৮) অন্তও নয় অনন্তও নয়।

(গ) যাঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব সংজ্ঞাযুক্ত আছে নাই উভয় প্রকার মত পোষণ করেন তাহারা বলেন: আত্মা (১) রূপী, (২) অরূপী, (৩) রূপী অরূপী, (৪) রূপীও নয় অরূপীও নয়, (৫) অন্ত, (৬) অনন্ত, (৭) অন্তানন্ত (৮) অন্তও নয় অনন্তও নয়।

১ উদানং, ১ম পরিচ্ছেদ, বোধিবগ্গ; মহাবগ্গ, ১ম পরিচ্ছেদ হইতে—৪র্থ পরিচ্ছেদ

২ According to Buddhaghosa this view is due to the meditator taking the soul as the object of meditation.

৭। **উচ্ছেদবাদ**—অজিত কেশকম্বলী এই মতের পরিপোষক ছিলেন। ভারতের সমস্ত প্রকার দার্শনিক মতই ধ্যান প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করিয়া প্রচারিত। উচ্ছেদবাদনীতিতে ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই। তাহাদের মতে পাপ পুণ্যের কোন ভেদ নাই। ভালমন্দ কেবল ইহলোকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিবার জন্য। মৃত্যুর পর মানুষের কোন প্রকার অস্তিত্ব থাকে না। ব্রহ্মজাল সূত্রে সাত প্রকার উচ্ছেদবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়:

(১) কেহ কেহ বলেন মৃত্যুর পর আর কোন জন্ম নাই। মৃত্যুতেই মানুষের সমস্ত দুঃখ সুখের অবসান হয়। অজিত কেশকম্বলী এই মতের অনুসারী ছিলেন।

(২) আবার কেহ কেহ বলেন মৃত্যু মানুষের সংসার যাত্রার পথ রুদ্ধ করিতে পারে না। যতদিন মানুষের কর্ম-বিপাক শেষ না হয় ততদিন মানুষকে জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতে হয়। কর্ম-বিপাক শেষ হইলে মানুষ মুক্ত হয়।

(৩) প্রত্যেক মানব দেহে পরমাত্মা বিরাজমান। এই পরমাত্মার ধ্বংস হইলে মানুষের গতি রুদ্ধ হয়। কাহারও কাহারও মতে এই পরমাত্মা মনোময়। এই মরদেহের সহিত পরমাত্মার ধ্বংস হইলেই মানুষের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানারূঢ় ব্যক্তি এই মুক্তি অর্জনে সমর্থ।

(৪) চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রকার উচ্ছেদ যথাক্রমে চারি প্রকার অরূপ ধ্যানারূঢ় ব্যক্তিই লাভ করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে উপরোক্ত অরূপ ধ্যানারূঢ় ব্যক্তি আকাশ অনন্ত আয়তন, বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন, আকিঞ্চন অনন্ত আয়তন এবং নেব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞা-আয়তন ধ্যানে অবস্থিত হইয়া সংসার রুদ্ধ করিতে সমর্থ হন।

৮। **দৃষ্ট-ধর্ম নির্বাণ**—ইহাদের মতে মানুষ ইহজীবনে নির্বাণ লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মজাল সূত্রে পাঁচ প্রকার দৃষ্ট ধর্ম নির্বাণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। জাগতিক ভোগ সুখের পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তি সাধনই প্রথম প্রকার নির্বাণ। লোকায়ত বা ব্রাহস্পত্য দর্শনে এইরূপ নির্বাণের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।[১] অপর

১ The materialists like the Lokayatikes or the Brahaspatya school of philosophers beliefe that the *summum bonum* of human life lies in the full enjoyment of material resources attainable through the wealth gained by different businesses, trades, and agriculture. (Prem Sundar Bose : *Sarvasiddhanta Sangaha*, 1929, p. 7.).

চার প্রকার নির্বাণের সহিত জাগতিক ভোগ-সুখের সম্পর্ক খুব কম। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ধ্যানারূঢ় ব্যক্তিই এইরূপ নির্বাণ লাভ করিতে সমর্থ।

অম্বট্ঠসুত্ত—যে সমস্ত সূত্রে জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণত্ব লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অম্বট্‌ঠসুত্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বুদ্ধ শুধু ব্রাহ্মণত্বের উদ্ভব লইয়া আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে জাতি ও গোত্রের বিচারে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ তথাকথিত ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাধারণ মানুষের খুব বেশী পার্থক্য নাই। সাধারণ মানুষের মত ব্রাহ্মণেরা স্ত্রী-পুত্র লইয়া ঘরকন্না করেন। দৈনন্দিন পার্থিব সুখভোগ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ব্রাহ্মণেরাও সাধারণ লোকের মত উপভোগ করেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা কিন্তু এইরূপ ছিলেন না। ব্রাহ্মণেরা মাংস ভক্ষণ, অস্ত্র ধারণ ও প্রাণী হত্যায় বিরত থাকিতেন। তাঁহারা কাহারও প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহারা সত্যবাদী ছিলেন। তাঁহারা কখনও কামনা বাসনায় আসক্ত হইতেন না। তাঁহারা অনাসক্ত ও বন্ধনহীন ছিলেন। তাঁহারা ফল, মূল, ঘৃত ও নবনীত প্রভৃতি নিরামিষ দ্রব্য দ্বারা যাগযজ্ঞ করিতেন।

সূত্রের প্রারম্ভে দেখা যায় রাজা প্রসেনজিতের পুরোহিত ব্রাহ্মণ পুষ্কর সাতি তাঁহার শিষ্য অম্বট্ঠকে বুদ্ধের নিকট মহাপুরুষ লক্ষণ[১] আছে কিনা জানিবার জন্য প্রেরণ করেন। ত্রিবেদজ্ঞ অম্বট্ঠ বুদ্ধের নিকট যাইয়া শাক্যদের নিন্দা এবং ব্রাহ্মণদের প্রশংসা করিতে থাকেন। ইহাতে বুদ্ধ অম্বট্ঠকে শাক্য বংশের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে জাতি ও গোত্র বিবেচনা করিলে শাক্যদের পূর্বপুরুষ রাজা ইক্ষাকু অম্বট্ঠের পূর্বপুরুষ কণ্হায়নের

---

১ ভগবান বুদ্ধ ৩২ মহাপুরুষ লক্ষণে মণ্ডিত ছিলেন: (১) সুপ্পতিট্‌ঠিত পাদো, (২) হেট্‌ঠা পাদতলেসু চক্কানি জাতানি সহস্সারানি সনেমিকানি সনাভিকানি সব্বাকার পূরানি, (৩) আয়তপণ্হি, (৪) দীঘঙ্গুলি, (৫) ব্রহ্মুজুগত্তো, (৬) সত্তুস্সদো, (৭) মুদুতলুন হত্থপাদো, (৮) জাল হত্থপাদো, (৯) উস্সঙ্খপাদো, (১০) উদ্ধগ্গলোমো, (১১) এনিজঙ্ঘো, (১২) সুখুমচ্ছবি, (১৩) সুবণ্ণো বণ্ণো, (১৪) কোসোহিত বত্থগুয্‌হো, (১৫) নিগ্রোধ পরিমণ্ডলো, (১৬) অনোনমন্তো, (১৭) সীহপুব্বদ্ধকাযো, (১৮) চিতন্তরংসো; (১৯) রসগ্গসগ্গি (২০) সমবত্তখন্ধো, (২১) অভিনীলনেত্তো, (২২) গোপাখুমো, (২৩) উণ্হীসসীস (২৪) একেকলোমো, (২৫) উণ্ণা, (২৬) সত্তালীসদন্তো, (২৭) অবিরল দন্তো, (২৮) পহূতজিহ্বো, (২৯) ব্রহ্মসসরো, (৩০) সীহহনু, (৩১) সমদন্তো, এবং (৩২) সুসুক্কদাঠো 'জিনালঙ্কার বর্ণনায়' ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

প্রভু ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণ স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিলে সেই সন্তান ব্রাহ্মণদের মধ্যে পাদ্য-অর্ঘ্য লাভ করেন। কিন্তু কোন ক্ষত্রিয় নিক্ষত্রিয় কোন রমণীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিলে সে সন্তান ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হয় না। ক্ষত্রিয়েরা তাহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করেন না। ক্ষত্রিয়গণ অন্য কোন সম্প্রদায়ের পুরুষকে তাঁহাদের কন্যা সম্প্রদান করেন বা নিজেরা তাহাদের কন্যা বিবাহ করেন না। মাতাপিতা উভয় পক্ষে সাত পুরুষ পর্যন্ত ক্ষত্রিয় না হইলে তাহাদের গর্ভজাত সন্তান ক্ষত্রিয়কুলে স্থান পায় না। জাতি ও গোত্র বিবেচনা করিলে ক্ষত্রিয়গণকে সবার আগে স্থান দিতে হয়। সেইজন্য ব্রহ্মা সনৎ কুমার বলিতেন,

"খত্তিয সেট্‌ঠ জনে তস্মিং যে গোত্ত পটিসারিনো,
যো বিদ্যাচরণ সম্পন্ন সো সেট্‌ঠো দেব মানুসোতি।"

"গোত্র সেবীদের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ, যাহাঁরা বিদ্যাচরণ সম্পন্ন তাঁহারা দেব মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" বুদ্ধও ইহা স্বীকার করেন। কেবল উচ্চবংশে জন্মলাভ করিলে কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। সদাচার আত্মত্যাগ, জীবে দয়া দ্বারাই মানুষ ব্রাহ্মণত্বের পর্যায়ে উন্নীত হন। যাহারা দুষ্কার্যে রত হন না, নিঃস্বার্থ, অনাসক্ত, রজমুক্ত, লোভ, দ্বেষ, ও মোহশূন্য তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। বন্ধন মুক্ত, কৃতকৃত্য, অনাশ্রব, রজমুক্ত ব্যক্তিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

অতঃপর বুদ্ধের উপদেশে অম্বট্ট প্রবুদ্ধ হইয়া বুদ্ধের নিকট ৩২ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ দর্শন করিয়া যথাসময়ে তাঁহার গুরুকে জ্ঞাপন করাইলেন। ব্রাহ্মণ পুষ্করসাতি বুদ্ধের প্রতি অম্বট্টের অসদাচরণের কথা জ্ঞাত হইয়া অম্বট্টকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন এবং নিজে বুদ্ধের কাছে যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে দানকথা, স্বর্গকথা, শীলকথা, কাম পরিচর্যার পরিণাম, বৈরাগ্যের প্রশান্তি প্রভৃতি ধর্মোপদেশের দ্বারা প্রবুদ্ধ করিলেন। পুষ্করসাতি ব্রাহ্মণ ও বুদ্ধের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া যাবজ্জীবনের জন্য ত্রিশরণের শরণাপন্ন হইলেন। এখানেই অম্বট্ট সূত্রের সমাপ্তি হয়।

৪। **সোনদণ্ড সুত্ত**—ইহা দীঘ নিকায়ের চতুর্থ সূত্র। ইহাতে কি কি গুণ থাকিলে মানুষ ব্রহ্মণত্বের পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে উহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ হইতে কেবল মাতাপিতা সপ্তম পুরুষ অবধি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশীয় হইলে চলিবে না, তৎসঙ্গে ত্রিবেদ,

পুরাণ, জ্যোতিশাস্ত্র, ইতিহাস, হেতু, মন্তনা, ছন্দসা, মুদ্দা প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহে পারদর্শী হইয়া শীল ও আচারসম্পন্ন হইবেন। ধর্মপদের ব্রাহ্মণ বর্গে, সুত্তনিপাতের বাসেট্‌ঠ সূত্রে, মজ্‌ঝিম নিকায়ের ব্রহ্মায়ু সূত্রে, সংযুত্তনিকায়ের ব্রাহ্মণসূত্রে, অঙ্গুত্তরনিকায়ের জানুস্সুনি সূত্রে এবং ইতিবুত্তকের ৯৯তম অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ সম্পর্কে আলোচনা দৃষ্ট হয়। এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লেখিত ব্রাহ্মণের আকাশ-পাতাল প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে বর্ণিত ব্রাহ্মণের সহিত প্রকৃত ভিক্ষুর কোন পার্থক্য নাই। ব্রাহ্মণ শ্রমণ, ভিক্ষু, একই অর্থে গৃহীত বলিয়া মনে হয়।

৫। **কূটদণ্ড সুত্ত**—ইহাতে ব্রাহ্মণ কূটদণ্ডের সহিত যজ্ঞের আনুষঙ্গিক বিষয় লইয়া বুদ্ধের আলোচনা হয়। কূটদণ্ড বুদ্ধের অলৌকিক গুণসমূহ ব্রাহ্মণদের নিকট প্রকাশ করেন। তাহার উৎসাহে বহু ব্রাহ্মণ বুদ্ধের নিকট যাইয়া ধর্মশ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুরক্ত শিষ্য হইয়া পড়েন। তৎপর কূটদণ্ড বুদ্ধকে যজ্ঞের আনুষঙ্গিক ব্যবহার বিধি বর্ণনা করিবার জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ নিম্নরূপভাবে যজ্ঞ করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। বুদ্ধের মতে যজ্ঞ সম্পাদনকারী ব্যক্তিগণের মনের প্রসারতা সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। প্রচুর অর্থব্যয় ও পশুবধের সঙ্গে যজ্ঞের কোন সম্পর্ক নাই। যাহারা শ্রদ্ধাবান তাঁহারা কখনও যজ্ঞের জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না। রাজা, বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সকল প্রকারের লোক সমানভাবে যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। যজ্ঞে কোন প্রকার হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবে না। চাল, ডাল, ফল, মূল, দুগ্ধ, নবনীত, ঘি, প্রভৃতি দ্বারাই কার্য অনুষ্ঠিত হইবে। কোন আমিষ সামগ্রী দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে নাই। রাজা, মহারাজা, ধনী নির্ধন সর্ব মানবের মঙ্গলের জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। সকল লোক সমানভাবে ইহাতে অংশ করিতে পারে। রীচ ডেবিড্‌স এই সূত্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য পেশ করিয়াছেন,—

"It attaches great importance to the right understanding of early Buddhist teaching of constant appreciation of this sort of sutle humar. He says that it is a kind of poem quite unknown to the West. The humar is not at all intcdned to raise a lough scarcely even a smile. In this

Suttanta Brahmin Kutadanda is very likely meant to be rather the hero of a tale than a historical character." ১

৬। **মহালিসুত্ত**—এই সূত্রে কি করিয়া দিব্য চক্ষু লাভ করা যায়, শরীর ও মন এক কিনা, আত্মার অস্তিত্ব আছে কিনা, প্রভৃতি বিষয়সমূহ লইয়া আলোচনা আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে লিচ্ছবী রাজকুমার মহালি বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া অতীব প্রীত হন। বুদ্ধের মতে তাহার শ্রাবক সংঘ কেবল অলৌকিক শক্তি লাভ করিবার জন্য কাহারও প্রব্রজিত হওয়া উচিত নহে। কারণ ধ্যানপরায়ণ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিকট নানা প্রকার ঋদ্ধি ও অলৌকিক শক্তিলাভ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। যে-কোন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করিয়া চলিলে শুধু ঋদ্ধিলাভ নহে উহার চেয়েও উন্নততর ও শ্রেষ্ঠতর ফল লাভ করিতে পারে। তাঁহারা প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান, প্রাণীসমূহের চ্যুতি উৎপত্তি জ্ঞান, জাতিস্মর জ্ঞান, দিব্যচক্ষু এবং আসবক্ষয় জ্ঞান পর্যন্ত লাভ করিতে পারেন। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে মানুষ নিম্নলিখিত আটটি নামে পরিচিত হইতে পারেন। যেমন, (১) ডাক নামে, (২) সাধারণ নামে, (৩) গোত্রনামে, (৪) কুল নামে, (৫) মাতার নামে, (৬) পোষাজনিত নামে, (৭) ভদ্রসূচক নামে (৮) স্থানীয় বা দেশের নামে।

৭ **জালিয় সুত্ত**—এই সূত্রের বিষয়ও মহালি সূত্রের মত আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব। প্রফেসর রীচডেভিডসের মতে মহালি সূত্র সম্ভবতঃ পূর্বে জালিয় সূত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে সঙ্গীতি কারকেরা দুইটি সূত্রে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে।

৮। **কস্সপসীহনাদ সুত্ত**—এই সূত্রে বুদ্ধের সহিত নগ্ন সন্ন্যাসীদের তপস্যার বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা হয়। বুদ্ধ তপস্যা সম্বন্ধীয় বহু বিষয় সম্পর্কে নগ্নসন্ন্যাসীদিগকে অবহিত করান। অঙ্গুত্তর নিকায়েও অনুরূপ তপশ্চরণের বিবরণ দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের উপদেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কাশ্যপ বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করতঃ অর্হত্বে উপনীত হন। প্রফেসর রীচ ডেবিড্সের মতে এই সূত্রে দেশনা করিবার পূর্বে ভারতীয় ঋষিগণ মনে করিতেন যে কেবল দুস্তর তপশ্চরণের দ্বারাই মুক্তিলাভ সম্ভব। তাই বহু মুণি-ঋষি কঠোর তপস্যায় রত থাকিয়া মৃত্যুবরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

১ Dialogues of Buddha, S. B. B, vol. II, pp. 166 ff.

বুদ্ধের মতে মুক্তি লাভের জন্য মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়। দুস্তর তপশ্চরণের দ্বারা কেবল অত্যধিক যন্ত্রণাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহাতে মুক্তি-লাভ করা যায় না। প্রয়োজনীয় সংযম অভ্যাস করত: মনের সর্বপ্রকার মালিন্য দূরীভূত করিতে পারিলেই মানুষের মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। এই সূত্রে কিছু অংশ (section 23) সীহনাদ সূত্রের অনুরূপ।

৯। **পোট্‌ঠপাদ সুত্ত**—ইহাতে ধ্যান লাভের বিবিধ স্তর সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে পোট্‌ঠপাদ পরিব্রাজক একদিন বহু পরিব্রাজ সমবিভ্যহারে বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য শ্রাবস্তীর মল্লিকা নির্মিত আবাসে যাইয়া উপস্থিত হন। বুদ্ধের বহু তত্ত্বপূর্ণ দার্শনিক আলোচনায় পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদ অভিভূত হইয়া পড়েন। এই সূত্রে প্রাচীন ভারতীয় পরিব্রাজক সম্প্রদায় ও তদানীন্তন সমাজে তাঁহাদের প্রভাব সম্পর্কীয় বহু মূল্যবান তথ্য অবগত হওয়া যায়।

১০। **সুভ সুত্ত**—এই সূত্রের বহু বিষয় শ্রামণ্যফল সূত্রের অনুরূপ। শ্রামণ্যফল সূত্রের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে ইহাতে সমাধিকে ধ্যানের অন্তর্গত করা হইয়াছে। এই বিষয় সম্পর্কে শাক্য বা Buddhist origin নামক গ্রন্থে Mrs. Rhys Davids এর বিস্তৃত আলোচনা আছে। ইহাতে মনকে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই তিন অংশে বিভাগ করা হইয়াছে।

১১। **কেবড্‌ড সুত্ত**—ইহাতে বিভিন্ন প্রকার অলৌকিক ঋদ্ধি সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। এমনকি আত্মশুদ্ধিপরায়ণ লোকের নিকট অলৌকিক ঋদ্ধি কিছুই না। কারণ অলৌকিক ঋদ্ধি লাভ করার পরেও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন আছে। আত্মশুদ্ধি ব্যতিত মুক্তিলাভ সুদূর পরাহত। নতুবা রাগ, দ্বেষ, মোহ পরায়ণ মানুষের যে-কোন মুহূর্তে পতন হওয়া অসম্ভব নহে। ইহা ছাড়া এই সূত্রে চাতুর্মহারাজিক, নির্মাণরথী, পর নির্মিত বসবর্তী ও ব্রহ্মলোকের বিবরণ পাওয়া যায়।[১]

১২। **লোহিচ্চ সুত্ত**—ইহা দীঘনিকায়ের দ্বাদশতম সূত্র। এই সূত্রে কোন ব্যক্তির লোককে উপদেশ দেওয়ার যোগ্যতা আছে তাহার সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। ইহাতে পুন: পুন: বলা হইয়াছে যে মানুষকে উপদেশ দেওয়ার চেয়ে নিজকে সংযত করাই শ্রেয়। কারণ পরকে উপদেশ

১ B. C. Law : Heaven and Hell in Buddhist Perspective, pp. 1—2.

দেওয়া সোজা, কিন্তু তদনুরূপ আচরণ করা সত্যিই কঠিন। নিজে উপযুক্ত না হইয়া পরকে উপদেশ দিতে গেলে সেই উপদেশ ত ফলপ্রসু হয়ই না বরং উপদেশ দানকারীকে নানারূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়।[১] এইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রথমে আপনাকে সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অপরকে উপদেশ দিবার জন্য অগ্রসর হন।

১৩। **তেবিজ্জ সুত্ত**—ইহাতে বুদ্ধ কর্তৃক ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ধর্মীয় জীবন-যাপনের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। ইহাতে ত্রিবেদের সুক্ত রচয়িতা দশজন ব্রাহ্মণ ঋষির নাম পাওয়া যায়। তাঁহারা হইলেন **অট্টক, বামক, বামদেব, বেস্সামিত্ত, অঙ্গিরস, ভারদ্বাজ, বাসেট্ঠ, কসসপ, যমতগ্গি** এবং **ভগু**। তৎপর বুদ্ধ ত্রিবেদজ্ঞ ঋষিদের অধীত বিদ্যার সহিত তাঁহার নিজের উপলব্ধ বিদ্যার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া এই সূত্রের উপসংহার করেন। ইহাই শীলস্কন্ধ বর্গের সর্বশেষ সূত্র।

১৪। **মহাপদান সুত্ত**—'অপদান' সংস্কৃত 'অবদান' শব্দের অর্থ বুদ্ধ শ্রাবক বা বুদ্ধের জীবন-কথা। বুদ্ধের পূর্ব জীবন-কথা যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তাহাকে 'জাতক' এবং শ্রাবক বা অর্হৎদের পূর্ব জীবন বৃত্তান্ত যে গ্রন্থের বিষয়বস্তু তাঁহাকে 'অবদান' বা পালি 'অপদান' বলে। সুত্তপিটকের অন্তর্গত ত্রয়োদশতম গ্রন্থের নামও 'অপদান'। অতএব 'মহাপদান' বলিতে বৃহৎ অর্হৎ বা বুদ্ধদের পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত বলা চলে। 'মহাপদান' সূত্রে ধর্মদেশনা করিবার ছলে সাতজন বুদ্ধের অবতারণা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বিপস্সী বুদ্ধের কথাই এই সূত্রে বিশেষভাবে অবতারণা করা হইয়াছে। চুল্লবগ্গে (পৃঃ ৬০) এই সূত্রকে জাতকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সূত্র পরবর্তীকালের সংস্কৃত মহাবস্তু রচনার উপজীব্য বলিয়া অনেক পণ্ডিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে পাতিমোক্ষ সূত্রের অর্থ বিনয়ের নিয়মের পরিবর্তে 'মহাপুরুষদের জীবনের নীতিশাস্ত্র' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

১৫। **মহানিদান সুত্ত**—ইহাতে প্রতীত্য সমুৎপাদ, আত্মা, সাত প্রকার সত্ত্ব, আট প্রকার বিমোক্ষ প্রভৃতির যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস দৃষ্ট হয়।

[১] "অত্তানমেব পঠমং পটিরূপে নিবেসযে
অথ অঞ্ঞমনুসাসেয্য ন কিলিসেয্য পণ্ডিতো।"—ধম্মপদ

আট প্রকার বিমোক্ষ যথা,--রূপ, অরূপ, শূন্যতা,আকাশ অনন্ত আয়তন, বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন, আকিঞ্চায়তন,নেব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞা আয়তন, এবং সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ। ইহাতে পটিচচ সমুৎপাদের দ্বাদশ নিদানের মধ্যে 'জাতি'কেই প্রারম্ভ হিসাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই সূত্রে আনন্দ বুদ্ধকে বলেন যে বুদ্ধের ধর্ম অপরের কাছে অতীব জটিল হইলেও আনন্দের কাছে উহা অত্যন্ত সরল ও সহজ বোধগম্য। বুদ্ধ তাহাতে মন্তব্য করেন যে মানুষ রাগ, দ্বেষ ও মোহের বশীভূত হইয়া বুদ্ধ নির্দেশিত সোজা, সরল মুক্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া জন্ম জন্মান্তরে মহাদুঃখ ভোগ করে।

১৬। **মহাপরিনিব্বান সুত্ত**—প্রাচীন পাক-ভারতীয় সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস রচনার জন্য এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। কারণ বুদ্ধ জীবনের শেষ এক বৎসরের ইতিহাস ইহার মত আর কোথাও পাওয়া যায় না। মহাস্থবির ধর্মরত্ন[১] ও ভিক্ষু শীলভদ্র ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সংঘ ও রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য যে সাতটি অপরিহানিয় ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন

১ "(ক) যাবকীবঞ্চ বজ্জী অভিণহং সন্নিপাতা সন্নিপাতবহুলা ভবিস্সন্তি বুদ্ধিযেব বজ্জীনং পটিকঙ্খা নো পরিহানি।

(খ) যাবকীবঞ্চ বজ্জী সমগ্গা সন্নিপতিস্সন্তি, সমগ্গা বুট্ঠহিস্সন্তি, সমগ্গা বজ্জী করণীযানি করিস্সন্তি, বুদ্ধিযেব...নো পরিহানি।

(গ) যাবকীবঞ্চ বজ্জী অপঞ্ঞত্তং ন পঞ্ঞাপেস্সন্তি, পঞ্ঞত্তং ন সমুচ্ছিন্দিস্সন্তি যথা পঞ্ঞত্তে পোরাণে বজ্জী-ধম্মে সমাদায বত্তিস্সন্তি বুদ্ধিযেব...নো পরিহানি।

(ঘ) যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জী যে তে বজ্জীনং বজ্জী মহল্লকা তে সক্করিস্সন্তি গরু করিস্সন্তি মানেস্সন্তি পূজেস্সন্তি তেসঞ্চ সোতব্বং মঞ্ঞিস্সন্তি, বুদ্ধিযেব.... নো পরিহানি।

(ঙ) যাবকীবঞ্চ বজ্জী যা তা কুলিত্থিযো, কুলকুমারিযো তা ন ওক্কস্স পসয্হ বাসেস্সন্তি, বুদ্ধিযেব...নো পরিহানি।

(চ) যাবকীবঞ্চ বজ্জী যানি যানি বজ্জীনং বজ্জী চেতিযানি, অব্ভন্তরানি চেব বাহিরানিচ, তানি সক্করিস্সন্তি গরু করিস্সন্তি মানেস্সন্তি পূজেস্সন্তি তেসঞ্চ দিন্নপুব্বং কতপুব্বং ধম্মিকং বলিং নো পরিহাপেস্সন্তি, বুদ্ধিযেব ...নো পরিহানি।

(ছ) যাবকীবঞ্চ বজ্জীনং অরহন্তেসু ধম্মিকারক্খাবরণগুত্তি সুসংবিহিতা ভবিস্সন্তি কিন্তি অনাগতা চ অরহন্তো বিজিতং আগচ্ছেয়ুং আগতা চ অরহন্তো বিজিতে ফাসুং বিহরেয্যুন্তি, বুদ্ধিযেব...নো পরিহানি।"

উহা শুধু বৌদ্ধসংঘের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য নহে, যে-কোন সংঘ বা রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য উহার উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

ভগবান তথাগত বুদ্ধ চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষ অতিবাহিত করিবার পর কার্তিক পূর্ণিমায় শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করেন। রাজগৃহে পৌঁছিয়া গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিবার সময় মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র দেশনা করিতে আরম্ভ করেন। এই সূত্রে ছয়টি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভে দেখা যায় রাজা অজাতশত্রু বজ্জীদিগকে ধ্বংস করিবার ইচ্ছায় রাজমন্ত্রী বর্ষকার ব্রাহ্মণকে ভগবৎ সমীপে প্রেরণ করেন। ভগবান বজ্জীদের মধ্যে প্রচলিত সপ্ত অপরিহানিকর ধর্ম বর্ণনা করিতে যাইয়া ক্রমান্বয়ে ৪১টি শাসন পরিহানিকর ধর্মের[১] উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে যতদিন বজ্জীগণ উপরোক্ত সপ্ত অপরিহানিকর ধর্ম মানিয়া চলিবেন ততদিন কেহ বজ্জীদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। অতঃপর বুদ্ধ শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, ভাবনার আনিশংস, আসব চতুষ্টয়ের পরিত্যাগ, পঞ্চশীল ভঙ্গের অপকারিতা, শীল ভঙ্গের আনিশংস প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ভিক্ষুসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তৎপর তিনি পাটলিপুত্র নগরের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটান।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কোটিগ্রামের উপাসকদিগকে উপলক্ষ করিয়া চতুর আর্য সত্যই তাঁহার ধর্মের মূলনীতি। তিনি ৪৫ বৎসর ধরিয়া কেবল চতুর আর্য সত্যই নানাভাবে দেশনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সমগ্র ত্রিপিটক চতুর আর্য সত্যেরই বিস্তৃত বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই নহে।[২] আয়ুর বেদের ভাষার চতুর আর্য-সত্যকে রোগ, রোগের নিদান, আরোগ্য ও আরোগ্য লাভের উপায় বলা যাইতে পারে। ইহার পর নাতিকা ও বৈশালীতে 'সত্যের মুকুর'[৩] ও চারি স্মৃত্যুপস্থান সম্পর্কে উপদেশ

---

১ মহাপরিনিব্বান সুত্তং, ১ম অধ্যায়, পৃঃ ১১-১৮

২ "চতুসচ্চং বিনিমুত্তং ধম্মং নাম নত্থি।"

৩ 'সত্যের মুকুর' নামক এক প্রকার ধর্মপর্যায়। আনন্দের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি ইহা দেশনা করেন। স্বচ্ছ মুকুরে যেমন বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রকৃষ্টরূপে দৃষ্ট হয় তদ্রূপ সত্যের আদর্শ অনুসরণ করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় হইতে পারেন। তিনি জন্মমৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া নিজ ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে পারেন।

প্রদান করেন। এখানে তিনি অম্বপালি গণিকাকে ধর্ম দেশনা করিয়া বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দান করেন। অম্বপালি তাহার সমস্ত সম্পত্তি বৌদ্ধ সংঘের হিতার্থে বিলাইয়া দেন। বেলুব গ্রামে বুদ্ধ সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হন। আনন্দের সেবায় রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ভিক্ষু সংঘকে আত্মদীপ, আত্মসরণ, ধম্মদীপ, ধম্মশরণ গ্রহণ করিবার জন্য এবং অপর শরণ ত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন।

তৃতীয় অধ্যায়—বৈশালীর চাপাল চৈত্যে মাঘী-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাত্রীতে মারের অনুরোধে বুদ্ধ তাহার আয়ুসংস্কার বিসর্জন দেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাভূকম্পন অনুভূত হয়। এই সম্পর্কে বুদ্ধ ভূমিকম্পের অষ্টবিধ কারণ[১], অষ্ট ধ্যান, অষ্ট পারিষদ, সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। যিনি চতুর্বিধ ঋদ্ধি ভাবনায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন তিনি ইচ্ছা করিলে এক কল্প বা কল্পাধিক কাল জীবিত থাকিতে পারেন।[২] বুদ্ধ ইহা আনন্দের নিকট পুনঃ পুনঃ বলিলেও মারের প্রভাব বশতঃ তিনি বুদ্ধকে 'কল্পাধিককাল ইহসংসারে অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করেন নাই। ইহার পর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে আহবান করিয়া চতুর্বিধ স্মৃতিপস্থান, চতুর্বিধ সম্যক প্রধান, চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, অষ্টমার্গ সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলেন যে যদি ভিক্ষুসংঘ উপরোক্ত ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম শিক্ষা করিয়া যথাযথ-ভাবে আচরণ ও প্রতিপালন করে তবে বুদ্ধের শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে এবং পৃথিবী কোনদিন অর্হৎ শূন্য হইবে না।[৩]

চতুর্থ অধ্যায়ে আর্যশীল, আর্যসমাধি, আর্য-প্রজ্ঞা প্রতিবেধ না হওয়ার দরুন সংসারাবর্তে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মানুষ কি ভাবে দুঃখ ভোগ করে এবং আর্যসত্য, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি ভাবনার দ্বারা তৃষ্ণাক্ষয় করিয়া কিভাবে দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে তাহার বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয়। বুদ্ধ বলেন যে অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া কোন কাজ করা উচিত

১ মিলিন্দ পঞ্হ।

২ "যস্স কস্সচি আনন্দ চত্তারো ইদ্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা, যানীকতা বথ্থুকতা বা অনুট্‌ঠিতা পরিচিতা সুসংবদ্ধা, সো আকাঙ্খমানো কপ্পং বা তিট্‌ঠেয্য কপ্পবসেসং বা।"

৩ "চত্তারো সতিপট্‌ঠানা......বহুজন হিতায় বহুকাল সুখায় লোকানুকম্পায় অথায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্সানন্তি।" পৃঃ ৮৯.

নহে। ধর্ম বিনয়ের সহিত মিলাইয়া ধর্মের অনুকূল প্রতিকূল বিবেচনা করিয়া কার্য করা উচিত। কোন ধর্ম বা মতবাদ মহৎ ব্যক্তিদের দ্বারা সমর্থিত ও অনুমোদিত হইলেও নিজের বিবেকের সহিত বিবেচনা করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয় করা উচিত। ইহার পরে ভোগনগরে স্বর্ণকার পুত্র চুন্দের সহিত ভগবানের সাক্ষাৎ হয়। চুন্দ ভগবানকে প্রচুর উত্তম খাদ্যদ্রব্যসহ 'সুকর মদ্দব' পরিবেশন করেন। সুকর মর্দব ভক্ষণ করিয়া বুদ্ধ ভীষণ আমাশা রোগে আক্রান্ত হন। ইহাই বুদ্ধের সর্বশেষ আহার। এই সময় আবার কালাম ঋষির এক শিষ্য পুক্কুসের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধ তাহাকে বিবিধ ধ্যান সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। পুক্কুসই বুদ্ধের অন্তিম মন্ত্রশিষ্য।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে কুশীনগরে মল্লদের শালবনের বর্ণনা সত্যিই চিত্তাকর্ষক। বুদ্ধ এখানে চার প্রকার তীর্থস্থান, মহাপুরুষের শরীর সৎকার বিধি, স্তূপের যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তি, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম প্রভৃতি সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। এসমস্ত আলোচনা সময় ও কালোপযোগী অতীব হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী। বুদ্ধ আনন্দকে আসবসমূহ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন।

এই সময় সুভদ্র নামক এক পরিব্রাজক নিজের সংশয় অপনোদন করিবার জন্য বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন এবং ছয়জন তির্থীয় আচার্যের কাছে অধীত বিষয় লইয়া বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন। বুদ্ধ তাঁহাকে তর্কের মাধ্যমে মুক্তিলাভের আশা ত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। তিনি দৃঢ়স্বরে বলেন যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই মুক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই মার্গ অনুসরণ করিলে কুল পুত্রগণ যে আশা লইয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা জীবন গ্রহণ করেন ইহজীবনে উহার সাক্ষাৎ করিয়া বিহার করিতে পারেন। তাঁহারা অনতিবিলম্বে সর্ব তৃষ্ণাক্ষয় করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়া বিহার করিতে পারেন। বুদ্ধ নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে লোককে উপদেশ প্রদান করেন। সুভদ্র বুদ্ধের উপদেশে প্রীত হইয়া বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন। সুভদ্রই বুদ্ধের অন্তিম সাক্ষাৎ ভিক্ষু শিষ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বুদ্ধের পরিনির্বাণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বৈশাখী পূর্ণিমার অমলধবল জ্যোৎস্না গ্রীষ্মের রাত্রিকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। অদূরে

হিরণ্যবতী নদী ধীর মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। কুসুম সুবাস বাহিত মলয় হিল্লোল শালকুঞ্জের গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে। নির্বাপোন্মুখ ক্ষীণ দীপশিখা মিঠিমিঠি করিয়া জলিতেছে। তথাগত আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আনন্দ শাস্তার অবর্তমানে তোমরা মনে করিও না যে বুদ্ধ. তোমাদের শিক্ষাগুরু বর্তমান নাই। তথাগত যে সমস্ত ধর্ম লইয়া ৪৫ বৎসর উপদেশ দিয়াছেন সেইগুলি হইবে তোমাদের শিক্ষাগুরু। বুদ্ধকে যে ভাবে সন্মান ও শ্রদ্ধা করিতে তাহার উপদেশসমূহও তোমরা সেভাবে সম্মান করিবে। কনিষ্ঠ ভিক্ষু জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুকে সব সময় মান্য করিবে এবং জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু কনিষ্ঠ ভিক্ষুকে অনুরূপভাবে স্নেহ প্রদর্শন করিবে। সম্মিলিত ভিক্ষুসংঘ ইচছা করিলে প্রয়োজনবোধে ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবে। ত্রিরত্ন ও আর্যমার্গ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য থাকিলে এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার।" উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্যে সকলেই কোন না কোন মার্গফল.লাভ করিয়াছেন। এইজন্য বুদ্ধের কথায় নীরব রহিলেন। বুদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "উৎপন্ন বস্তু মাত্রেরই ধ্বংস অনিবার্য, যৌগিক পদার্থের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অপ্রমত্তভাবে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন কর।"[১] ইহাই তথাগত বুদ্ধের অন্তিম বাণী। এই বলিয়া তথাগত নীরব রহিলেন।

ভগবান তথাগত ক্রমান্বয়ে প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশ অনন্ত আয়তন, বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন, আকিঞ্চন অনন্ত আয়তন, নেব সজ্ঞা না সজ্ঞায়তন প্রভৃতি ধ্যানে আরূঢ় হইয়া পুনরায় নিম্নাভিমুখী হইলেন এবং দ্বিতীয় ধ্যান হইতে তৃতীয় ধ্যানে, উহা হইতে চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। ভগবানের পরিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গে মহাপৃথিবী কম্পিত হইল। অনুরুদ্ধ মহাস্থবির সমাগত জনতাকে ভগবানের পরিনির্বাণের খবর জ্ঞাত করাইলেন। ইহার পর কাশ্যপ স্থবিরের উপস্থিতিতে ভগবানের দেহ দাহ করিবার ব্যবস্থা করা হইল।

ধাতুবিভাগও এই সূত্রে সংযুক্ত করা হইয়াছে। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে এই অংশ বুদ্ধ বচনের অন্তর্ভুক্ত করায় পণ্ডিতদের দ্বারা কিছু কিছু বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে দেখা যায়। কারণ বুদ্ধের পরিনির্বাণ ও ধাতু-

১ "হন্দদানি ভিক্খবে আমন্তযামী বো, বযধম্মা সঙ্খারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথাতি।" পৃঃ ১৪৪·

বিভাগ প্রভৃতি ঘটনা বুদ্ধ বচনরূপে চালাইয়া দেওয়ার মধ্যে কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। তবুও এই সূত্রটি বুদ্ধের শেষ জীবনের বহু ঘটনা বিজড়িত বলিয়া ত্রিপিটক গ্রন্থের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়িয়া আছে। চৈনিক, তিব্বতী, প্রভৃতি ভাষায় ইহার বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাছাড়া বস্সকার ব্রাহ্মণের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎকার, সপ্ত অপরিহানিকর ধর্ম ব্যাখ্যা, ভূমিকম্পের কারণ বর্ণনা চুন্দের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎকার, ধাতুচৈত্য নির্মাণের উপকারিতা, কুশীনগরের ঐতিহ্য বর্ণনা, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ, মল্লদের পূজা, দ্রোন ব্রাহ্মণের ধাতুবিভাগ[১] প্রভৃতি ঘটনাসমূহ ইহার মত সুন্দরভাবে অন্য কোথাও বর্ণিত হয় নাই। ইহাতে কতকগুলি নূতন নূতন স্থান ও চৈত্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন উদেন, গোতমক, সপ্তম্বক, বহুপুত্তক, সারন্দদ, ও চাপাল চৈত্য এবং ভণ্ডগ্রাম, কোটিগ্রাম, ভোগনগর, নাদিকা প্রভৃতি স্থানের নাম অন্যত্র বিরল।

১৯। **মহাগোবিন্দ সুত্তন্ত**—ইহা প্রাচীন ভারতীয় ভৌগলিক বিবরণ জানিবার জন্য অতীব প্রয়োজনীয় সূত্র। ইহাতে বলা হইয়াছে যে জম্বু দ্বীপের আকার উত্তর দিকে চওড়া এবং দক্ষিণ দিকে শকটের মুখের মত এবং ইহা সাতভাগে বিভক্ত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই বিবরণের সহিত চৈনিকদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদের হুবহু মিল পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে তাবতিংস স্বর্গে 'সুধম্মা সন্থাগার' নামক একটি সবাগৃহ

---

১ মহাপরিনির্বাণ সূত্র অনুযায়ী নিম্নলিখিত রাজণ্যবর্গ ভগবানের ধাতুর অংশ পাইয়াছিলেন : পিপ্ফলী বনের মৌর্য ক্ষত্রিয়, মগধরাজ অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবীগণ, কপিলাবস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পের বুলিগণ, রামগ্রামবাসী কৌলিয়গণ, বেটদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ, এবং পাবা ও কুশীনগরের মল্লগণ। প্রত্যেকে যথাযোগ্য সম্মানের ধাতুনিধান করেন। "অথ খো রাজা মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো রাজগহে ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ অকাসি। বেসালিকাপি লিচ্ছবী বেসালিযং ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। কাপিলবত্থবাপি সক্যা কপিল বত্থুস্মিং ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। অল্লকপ্পকাপি বুলয়ো অল্লকপ্পে ভগবতো সরীবানং থূপঞ্চ মহঞ্চ অকাসি। রামগামকাপি কোলিয়া রামগামে ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। বেঠদীপকোপি ব্রাহ্মণো বেঠদীপে ভগবতো...অকাসি। পাবেয্য-কাপি মল্লা পাবানং ভগবতো ... অকংসু। কোসিনারকাপি মল্লা কুসিনারাযং ভগবতো...অকংসু। দোনোপি ব্রাহ্মণো তুম্বসস থূপঞ্চ...অকাসি। পিপ্পলি বনিযাপি মোরিয়া পিপ্পলি- বনে অঙ্গারানং থূপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু।"

আছে। ভগবান বুদ্ধের উপাসক উপাসিকাবৃন্দ তাঁহাদের সৎকর্মের ফলে মৃত্যুর পর ঐ দেবলোকে জন্মলাভ করিয়া ঐ সভাগৃহে দেবতাদের দ্বারা অভিনন্দিত হন। দেবরাজ ইন্দ্র এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া বুদ্ধকে স্তুতি করিবার জন্য একটি শ্লোক রচনা করেন। ইহার পর মহাব্রহ্মার মুখে প্রকৃত ব্রাহ্মণের গুণাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত মহাবস্তুতে এই সূত্রের অনুরূপ একটি সূত্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু উহার ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহাগোবিন্দ সূত্রে নির্বাণ ও নির্বাণ লাভের উপায়, বিলম্বের অন্তরায় সৎকর্মের ধারা প্রভৃতি বিষয় লইয়াও কিছু কিছু আলোচনা দৃষ্ট হয়।[১]

১৭। মহাসুদসসন সুত্ত—'মহাসুদস্সন' নামে পালি সাহিত্যে একটি জাতকও পাওয়া যায়। কিন্তু 'মহাসুদস্সন সূত্র' ও 'মহাসুদস্সন জাত'কের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রাজা সুদর্শনের গল্পের অনুরূপ গল্প চুল্ল নির্দেশেও দৃষ্ট হয়।[২] মহাসুদর্শন সূত্রে বিশাল রাজ্য, মহান বিভব, অপরিমেয় ধন-দৌলতের বিবরণ আছে। সূত্রে পুনঃ পুনঃ বুঝাইতে চাহিয়াছে যে মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য। কালে সবই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কেবল মানুষের সৎকার্যের ফল দীর্ঘদিন বর্তমান থাকে। এইজন্য অনিত্য সংসারে মানব জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ সৎকার্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। বুদ্ধের উপদেশকে হৃদগ্রাহী করিবার জন্য দীর্ঘপদী ছন্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। সেনার্ট সাহেব বেদে মহাসুদর্শন সূত্রের অনুরূপ কতকগুলি অনুচ্ছেদ আবিষ্কার করিয়াছেন।[৩] মহাসুদর্শন রাজার রাজধানী কুশাবতীর বর্ণনা সত্যিই চিত্তাকর্ষক ও চমকপ্রদ।

১৮। জনবসভ সুত্ত—ইহাতে বুদ্ধের উপাসকদের স্বর্গপ্রাপ্তি, চতুর মহারাজিক দেবতাদের সৌভাগ্য, বিবিধ প্রকার ঋদ্ধি, সমাধিলাভের সাতটি স্তর, প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা আছে। তাবতিংস, পরনির্মিত বসবর্তী, নিম্মানরথী, যান, চতুর মহারাজিক সর্গের দেবতাদের সমাগম এবং দেবরাজ

১ For detail see B.C. Laws "A study of the Mahavastu.' pp. 145. 149 B.C. Law : Buddhist studies p. 837.

২ চুল্লনিদ্দেস, পৃঃ ৪০

৩ "To attain this objective the author recourse to rhetorical phrases and other figurative expressions, the use which was not piculiar to Buddhist literature."

কুবেরের বর্ণনা ইহাতে পাওয়া যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিয়া মগধের ২৪০০০০ উপাসক একবার স্রোতাপন্ন ফল লাভ করিয়াছিলেন।

২০। **মহাসময় সুত্ত**—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সূত্র সম্পর্কে বিরূপ মত পোষণ করেন। রীচ ডেভিড্‌সের মতে "এই সূত্রটি বর্তমানে পড়ার অযোগ্য। ইহার দীর্ঘ ভণিতায় নামের তালিকা পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে। লেখক কেন যে এই অল্প পরিসর জায়গায় এতগুলি বিষয় সংযোজিত করিতে চাহিয়াছেন তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কষ্টকর।"

এই সূত্রের তিনটি অংশ। প্রথম অংশে দেবতাদের নামের তালিকা, দ্বিতীয় অংশে বুদ্ধের মুখে দেবতাদের পরিচয় ও ভণিতা, এবং সর্বশেষে চারি লোকপাল দেবতার উক্তি। ভণিতাংশে প্রদত্ত গল্পটি পৃথকভাবে সংযুক্ত নিকায়ে দৃষ্ট হয়।[১] দেবতাদের নামের তালিকাটি যেভাবে সূত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহাতে পাঠকের মনে সন্দেহ উৎপাদন করিবারই কথা। বিশেষ করিয়া চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদগুলি এলোমেলোভাবে সাজানো। ব্যাকরণ ঘটিত কিছু ভুলভ্রান্তিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। সম্ভবতঃ নামের তালিকাটি স্বতন্ত্রভাবে ভিক্ষু সংঘের মধ্যে বহু পূর্ব হইতে বর্তমান ছিল। পরে সংকলয়িতাগণ সূত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে প্রদত্ত তালিকায় শুধু এই ব্রহ্মাণ্ডের দেবতাদের নাম আছে তাহা নহে, অন্য চক্রবালের ও বহু দেবতার নাম ইহাতে স্থান পাইয়াছে। মহাবস্তুতেও অনুরূপ দেবতাদের নামের তালিকা দৃষ্ট হয়। আশ্চর্যের বিষয় ওখানে শিবের নাম পাওয়া যায় না।

২১। **সক্ক পঞ্ঞ সুত্ত**—কাহিনীমূলক সূত্রসমূহের মধ্যে ইহা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।[২] ইহাতে বলা হইয়াছে যে ত্রয়ত্রিংশ দেবলোকের অধিশ্বর শক্র একদিন বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসেন। কিন্তু বুদ্ধ ধ্যানে মগ্ন থাকায় তাঁহাকে জাগাইতে সাহস করেন না। তাই তিনি পঞ্চশিখ নামক একজন গন্ধর্বের দ্বারা বুদ্ধকে জাগাইবার প্রয়াস পান। পঞ্চশিখ বুদ্ধকে ধ্যান হইতে জাগাইবার জন্য তাঁহার বীণায় দ্ব্যর্থক গান করিতেছিলেন। একটি

১ সংযুত্ত নিকায়, ১.২৭।

১ সংযুক্ত নিকায় (৩.১৩), মিলিন্দপঞ্ঞ (পৃঃ ৩৫০) সুমঙ্গল বিলাসিনী (১.২৪) গন্ধবংস (পৃঃ ৫৭) এবং মহাবস্তুতে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

গানের কলিতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইতেছিল এবং অপর-টিতে গন্ধর্ব তাঁহার প্রিয়াকে প্রেম নিবেদন করিতেছিলেন। কিন্তু প্রিয়া অপর এক ব্যক্তির প্রেমে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার আকুল আহ্বানে সাড়া দিতেছিলেন না। গানগুলি স্বর্গীয় গায়কদের মুখে গীত হইতেছিল।

বুদ্ধ গন্ধর্বের গান শুনিয়া ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন পঞ্চশিখ বুদ্ধকে দেবরাজ ইন্দ্রের আগমন বার্তা জ্ঞাপন করাইলেন। তখন ইন্দ্র সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বুদ্ধকে অভিবাদন করতঃ কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। বুদ্ধ ইন্দ্রের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ায় অতীব সন্তুষ্ট হইয়া বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের স্মরণ গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে ইহার পর হইতে দেবরাজ ইন্দ্র বরাবরই বুদ্ধভক্ত ছিলেন। বুদ্ধের সহিত ত্রয়ত্রিংশাধিপতির আলাপ হইতে বুঝা যায় যে দেবতারা লোভ, দ্বেষ, মোহ ও মানসিক অশান্তি মুক্ত নহেন। দেবরাজ শক্র ও জন্ম-মৃত্যুর অধীন এবং তিনি উচ্চতর দেবলোকে যাইবার জন্য স্পৃহা করেন।

ইহা ছাড়া মাৎসর্য্যও লোভের কারণ, অনুগ্রহ ও নিগ্রহের কারণ, প্রপঞ্চ, সংজ্ঞা, সংস্কার, নিরোধের উপায়, এবং ভিক্ষুগণ কিভাবে পাতিমোক্ষ নিয়ম পালন করে—এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এই সূত্রে দৃষ্ট হয়। ইহাতে উল্লেখ আছে যে বুদ্ধ মগধে বাস করিবার সময় গোপিকা নামক কোন রাজকন্যা বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিয়া ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। তিনি স্ত্রীযোনীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া স্ত্রীযোনী হইতে মুক্তিলাভের জন্য শীল পালন ও ধ্যানাভ্যাস করিতে থাকেন।

২২। **মহাসতিপট্‌ঠান সুত্ত**—এই সূত্রে স্মৃতিবর্ধন ও জ্ঞানার্জনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে স্মৃতির প্রাধান্য খুব বেশী। স্মৃতি সাধনা ব্যতিত জগতে কোন কার্যেই সফলতা লাভ করা যায় না। এইজন্য স্মৃতিকে সর্বার্থ সাধক বলা যাইতে পারে। স্মৃতি ছাড়া সপ্ত বোধ্যঙ্গ, চতুর আর্য-সত্য, পঞ্চস্কন্দ, পঞ্চনীবরণ, প্রভৃতি বিষয় এই সূত্রে সাধারণভাবে আলোচিত হইয়াছে। মজ্ঝিমনিকায়ে ইহাকে দুইটি সূত্রে বিভাগ করিয়া পৃথক পৃথকভাবে দেখান হইয়াছে।[১]

১ সতিপট্‌ঠান সুত্ত ও সচ্চ বিভঙ্গ সুত্ত।

২৩। **পায়াসি সুত্তন্ত**—পায়াসি একজন গ্রাম্য সমাজপতি।[১] কোশলের অন্তর্গত সেতব্যায় তাঁহার জন্ম। তিনি ইহলোক পরলোক বিশ্বাস করিতেন না। তিনি অজিত কেশকম্বলীর মতই বলিতেন যে, ইহলোক পরলোক কিছুই নাই। জীব চারি মহাভূতের সমবায়ে উৎপন্ন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মাটি, মাটির সঙ্গে জল, জলের সঙ্গে তেজ, তেজে বায়ু, বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। মানুষের মৃত্যু সংঘটিত হইলে দাহক্রিয়া সম্পাদনের পর কেবল ভস্ম ও অস্থি-সমূহ পড়িয়া থাকে। এমতাবস্থায় দান বা কোন প্রকার পুণ্যকার্য অর্থহীন। স্থবির কুমার কাশ্যপ সেতব্যায় পদার্পণ করিলে পায়াসির সহিত জগতের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব লইয়া বহু প্রকার তর্ক হয়। পরিশেষে পায়াসি কুমার কাশ্যপের বলিষ্ঠ যুক্তির কাছে পরাজিত হইয়া তাঁহার পূর্বমত ত্যাগ করিয়া কুমার কাশ্যপের উপাসক সম্প্রদায়ভুক্ত হন। পায়াসি সূত্রের অনুরূপ একটি সূত্র জৈনদের স্থানাঙ্গ অধ্যায়েও দৃষ্ট হয়। ইহাই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সর্বশেষ সূত্র।

২৪। **পাটিক সুত্তন্ত**—এই সূত্রে জানা যায় যে, নিগন্ট নাথ পুত্র বুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্বে পরলোক গমন করেন। রীচ্ ডেভিড্সের মতে এই সূত্রের বিষয়বস্তু দুইটি: একটি ধ্যান এবং অপরটি জন্ম-মৃত্যু রহস্য বা প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি। প্রথমোক্ত বিষয়টি কেবডড্ সূত্রে অধিকতর বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশটি এখানে পরিশিষ্টের আকারে এবং অগ্গঞ্ঞ সূত্রে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।[২] এই সূত্রের বিষয়বস্তু ও রচনা-শৈলী তত উচ্চস্তরের নহে। কেবডড্ ও অগ্গঞ্ঞ সূত্রের মত বিষয় গাম্ভীর্য, বর্ণনায় পরিপাট্য, ভাষার সারল্য ইহাতে পরিলক্ষিত হয় না। তথাগতকে শ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রজালিকরূপে চিত্রিত করিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা এই সূত্রের ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। এই সূত্রের ভাষা দুর্বল, ভাব অস্পষ্ট, ছন্দ মাধুর্যবিহীন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সুনক্ষত্ত নামক একজন লিচ্ছবী কুমার ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিয়া বুদ্ধের ধর্ম বিনয় যথাযথভাবে না জানিয়া ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করতঃ ধর্মের অপব্যাখ্যা করিতে থাকে। বুদ্ধ ইহা জানিতে পারিয়া সুনক্ষত্তের যুক্তির অসার্থকতা প্রমাণ করতঃ শাসনের মাহাত্ম্য বর্ধন করেন।

২৫। **উদুম্বরিক সীহনাদ সুত্ত**—এই সূত্রে বিবিধ প্রকার দুস্তর তপশ্চরনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধ বলেন যে, ঐরূপ বহু প্রকার তপশ্চরণ

১ B.C. Law : Heaven and Hell in Buddhist Perspective, Appendix, P. XVI.

২ Dialogues of Buddha, Pt. III. S.B.B. Vol. IV, P 2.

তিনি পূর্বে অভ্যাস করিয়াছেন। ঐগুলির ফল খুব সামান্য। উহার দ্বারা সর্বজ্ঞতা লাভ সম্ভব নহে। উহাতে কেবল দুঃখই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার প্রবর্তিত অষ্টাঙ্গিক মার্গই নির্বাণ লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। ইহার দ্বারা উত্তম ব্রহ্মচর্য লাভ সম্ভব হয়।

২৬। **চক্কবত্তী সীহনাদ সুত্তন্ত**—এই সূত্রে চারি প্রকার স্মৃতিপস্থান ও দল্হনেমী নামক চক্রবর্তী রাজার বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা কতকটা অপ্সরা কাহিনী বা খোশগল্পের মত কৌতুককর। ইহার নীতিমূলক কাহিনীগুলি দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহার ভাষা সহজ ও সাধারণ লোকের উপযোগী। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, দুষ্কর্মের দ্বারা মানুষের আয়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং সুকর্মের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মানুষের উন্নতির নানা প্রকার কারণও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, ভবিষ্যৎ কোন এক বুদ্ধের সময় মানুষের আয়ু হইবে ৮৪০০০ বৎসর, তখন বারানসীর নাম হইবে কেতুমতী এবং উহাই হইবে সমস্ত সম্বুদ্বীপের রাজধানী। সঙ্ক নামক এক চক্রবর্তী রাজা তথায় রাজত্ব করিবেন।

২৭। **অগ্গঞ্ঞ সুত্তন্ত**—এই সূত্রে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, মানুষের গোত্রের চেয়ে ও সৎকর্মের প্রভাব অনেক বেশী। কেবল উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সৎ কর্ম না করিয়া কেহ ব্রাহ্মণ বলিয়া দাবী করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য—প্রভৃতি বিভাগ সামাজিক বিবর্তনেরই ফল। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, রাজা প্রসেনজিৎ সামাজিক মর্যাদা ও শৌর্য-বীর্যে বুদ্ধের সমান হইলেও বুদ্ধের প্রতি অভিবাদন, প্রত্যুত্থান প্রভৃতি কর্ম করিতে কখনও কুন্ঠিত হইতেন না। কারণ সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীদের মধ্যে বুদ্ধের সমকক্ষ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

২৮। **সম্পসাদনীয সুত্তন্ত**—ইহাতে বুদ্ধের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মহানুভবতার কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, ভগবানের পাবারিক অম্রবনে অবস্থান করিবার সময় সারিপুত্র বুদ্ধের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় বুদ্ধ ও সারিপুত্রের সহিত বহু জটিল পরমার্থিক তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করেন।

২৯। **পাসাধিক সুত্তন্ত**—ইহার দার্শনিক আলোচনা খুব বেশী তাৎপর্যপূর্ণ নহে। তবুও সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে এই সূত্রের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। কারণ ইহাতে বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক নীতিসমূহ সংক্ষেপে

সাধারণের উপযোগী করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে উল্লেখ আছে পাবাবাসী কোন শ্রমণ আনন্দের ধর্মোপদেশসমূহ জৈন সন্ন্যাসীদের কাছে ব্যক্ত করায় তাহাদের মধ্যে ভাঙ্গনের সূত্রপাত হয়। বুদ্ধ ইহা জানিতে পারিয়া ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনের জন্য বহু অতীত ঘটনার অবতারণা করেন। ইহাতে বহু লোকের ধর্মজ্ঞান লাভ হয়।

৩০। **লক্খন সুত্তন্ত**—ইহাতে তথাগত বুদ্ধের ৩২ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা আছে। এই মহাপুরুষ লক্ষণগুলি তদানীন্তনকালের মুনি-ঋষিদের অজ্ঞাত ছিল না। তাই প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ বুদ্ধের নিকট এই লক্ষণসমূহ আছে কি-না পরীক্ষা করিবার জন্য সময় সময় শিষ্যদের পাঠাইতে দৃষ্ট হয়। এই সূত্রে প্রদত্ত কতকগুলি নীতির সহিত অশোক প্রচারিত ধর্মের আশ্চর্যজনক মিল পরিলক্ষিত হয়।[১]

৩১। **সিগালোবাদ সুত্ত**—ইহাকে বহু পণ্ডিত গৃহী বিনয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গৃহীদের নিত্য নৈমিত্তিক বহু বিষয় ইহাতে আলোচনা করা হইয়াছে। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে Grimbolt (Sept. Suttas Polis, Paris), ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে গগালি (G.R.A.S. Ceylon Branch), ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে R C. Childers (contemporary review, London) ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। আচার্য বুদ্ধঘোষ এই সূত্রের সমালোচনা করিয়া বলিলেন, "গৃহীদের এমন কোন বিষয় নাই যাহাতে ইহাতে স্থান পায় নাই।"[২] ডক্টর রীচ্ ডেভিস বলেন, "The Buddha doctrine of love and good will between man and man is here set forth in a domestic and social ethics with more comprehensive detail than elsewhere. In a canon compiled by members of a religious orders and lergely concerned with the mental experiences and details of recluses, and with their out look on the world, it is of great interest to find in it a Sutta entirely devoted to the out look and relations of the layman on and to his surroundings."[৩]

---

১ "সচ্চে চ ধম্মে চ দমে চ সংযমে সোচেয্য সীলায উপসথেসু চ, দানে অহিংসায অসাহসে রথো দল্হং সমাদায সমং আচরি।"—দীঘ, ৩য় খণ্ড, ১৪৭।

২ Bhabru Edict, J. R. A. S., 1915.

৩ *Dialogues of the Buddha*, Pt. III, pp. 168-169. Mrs. Rhys Davids also remarks that the sigalas saying is much valued now because the others are nearly all of them are lost. (*Gautama, the Man* pp. 205-206.)

৩২। আটানাটিয সুত্ত—ইহাতে দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব, প্রভৃতি দেবতাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে উল্লেখ আছে যে, দেবতাদের মধ্যে কেহ আছেন যাঁহারা বুদ্ধধর্মের প্রতি বিরূপভাব পোষণ করেন। আবার অনেকে বুদ্ধধর্মের অতিশয় অনুরক্ত। বুদ্ধ সর্বপ্রকার দেবতাদের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করিবার জন্য তাঁহার শিষ্যদের উপদেশ দিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নস্তরের দেবতাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপরিতর দেবতাদের কাছে নালিশ জানাইবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৩৩। সঙ্গীতি সুত্ত—ইহা দীঘনিকায়ের অন্যান সত্রের ন্যায ধারাবাহিক নয়। এইজন্য অনেকে ইহাকে পরবর্তীকালের রচনা বলিয়া অনুমান করেন। ইহাতে যেভাবে বুদ্ধের নীতিসমূহ উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা দীঘনিকায়ের চেয়ে 'অভিধর্ম' অথবা 'অঙ্গুত্তরনিকায়ের' সহিত বিশেষভাবে তুলনীয়। অঙ্গুত্তর নিকায়ের কিছু কিছু সূত্র এবং পুগ্গলপঞ্ঞত্তির সত্য বিশ্লেষণ এই সূত্রেরই অনুরূপ। ইহাতে বুদ্ধ নিজে সূত্র ভাষণ করেন নাই। তাঁহার প্রধান শিষ্য সারিপুত্রকে ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য আদেশ করেন। সারিপুত্র স্থবির তাঁহার ভাষণে তদানীন্তন ভারতের সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, তখন নিঘন্টনাথ পুত্র পাবায় পরলোক গমন করায় তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে ধর্মের মূলতত্ত্ব লইয়া দ্বন্দ্ব-কলহের সত্রপাত হয়। তাঁহার মতে নিঘন্টনাথ পুত্রের উপদেশ সুব্যাখ্যাত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ না হওয়ায় এই কলহের কারণ। তাহা ছাড়া নিঘন্টনাথ পুত্রের উপদেশ কোন মূল লক্ষ্যে পরিচালিত হয় নাই। অপরপক্ষে ভগবান তথাগত বুদ্ধের উপদেশ স্বয়ং বুদ্ধ কর্তৃক সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত। ইহা মানুষকে চরম লক্ষ্য স্থলে উপনীত করাইয়া পরম শান্তি প্রদান করিতে সক্ষম। ইহা বহুজনের হিত-সুখ দায়ক ও পরম মঙ্গলকর।

তৎপর সারিপুত্র স্থবির এক ধর্ম কি? দুই ধর্ম, তিন ধর্ম, চারি ধর্ম, পঞ্চধর্ম, ষড় ধর্ম, সপ্ত ধর্ম, অষ্ট ধর্ম, নব ধর্ম, দশ ধর্ম কি? প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে বিভক্ত করিয়া খুদ্দক পাঠের 'কুমার প্রশ্ন' বা শ্রামণের প্রশ্নের আকারে বুদ্ধের নীতিসমূহ ব্যাখ্যা করেন। বুদ্ধ সারিপুত্রের এইরূপ ধর্ম ব্যাখ্যা শুনিয়া সাধুবাদের সহিত তাহা অনুমোদন করেন।

৩৪। দসুত্তর সুত্ত—এই সূত্রের বক্তা অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র। ইহাতেও সঙ্গীতি সত্রের ন্যায় সারিপত্র এক ধর্ম, দই ধর্ম, তিন ধর্ম, চতুর ধর্ম,

পঞ্চ ধর্ম, ষড় ধর্ম, সপ্ত ধর্ম, অষ্ট ধর্ম, নব ধর্ম এবং দশম ধর্ম প্রভৃতি বিভাগ করিয়া কোন্ ধর্ম উপকারী, কোন্ ধর্ম ভাবিতব্য, কোন্ ধর্ম জ্ঞাতব্য কোন্ ধর্ম পরিত্যজ্য, কোন্ ধর্ম হীন ভাগিয়, কোন্ ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, কোন্ ধর্ম উৎপাদনীয়, কোন্ ধর্ম অভিজ্ঞেয়, এবং কোন্ ধর্ম সাক্ষাতকরনীয় সেই সম্পর্কে অভিধর্ম পিটকের নীতি অনুসরণ করিয়া বুদ্ধের ধর্মসমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

॥ মজ্ঝিম নিকায় ॥

'মধ্যমনিকায়' বা মজ্ঝিম নিকায় সুত্তপিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থ। ইহা 'মধ্যম সংগ্রহ' অথবা 'মধ্যম পরিমাণবিশিষ্ট সূত্রের সংগ্রহ' নামেও পরিচিত। ইহাতে সর্বমোট ১৫২টি সূত্র আছে। ইহারা তিনটি বর্গে বিভক্ত: মূল পঞ্চাসক, মজ্ঝিম পঞ্ঞাসক, এবং সের পঞ্ঞাসক। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চাশটি করিয়া সূত্র এবং তৃতীয় খণ্ডে ৫২টি সূত্র আছে।[১] মধ্যম নিকায়ের ইংরেজী সংস্করণ ও অনুবাদ লণ্ডন পালিটেক্স সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।[২] ডক্টর বেনীমাধব বড়ুয়া কর্তৃক ইহার প্রথম খণ্ডের অনবাদ যোগেন্দ্র

১ Bunyiu Nanjio's Catalogue of the Chinese Buddhist Tripitaka, p. 127.

২ মধ্যম নিকায়ের ১ম খণ্ড ভি. ট্রেঙ্কার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড লড, আর, চালমার কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। ইহা একাধিক সিংহলী, বর্মী ও শ্যামী সংস্করণ আছে। সম্প্রতি নালন্দা পালি ইনস্টিটিউট, বিহার শরীফ হইতে ইহার দেবনাগরী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার এখনও সম্পূর্ণ বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। কেবল প্রথম খণ্ডের বাংলা সংস্করণ বুদ্ধিস্ট মিশন প্রেস, রেঙ্গুন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। বিস্তৃত বিবরণের দেখুন: Mobel Bode : Indices to Majjhima, Nikaya, Colombo, 1895 ; V. I. Breslau ; W. Markgraf, 1912. (dentche Pali-Gesellschaft) Die Reden Gotoma Buddhos: aus der mittleren Sammlung Majjhima Nikay. odes Pali Kanons Zum ersten Mal nebersetzt, Von K. E. Neumann, Leipzig : W. Freidrich, 1896—1902 ; Discosi di Gotomo Buddho de' majjhima Nikayo Per la prima Volta tradotti dal testo Pali da. K. Neumann, e. g. de Lorenzo. 3 volumes ; Lord Chalmers : Further Dialogues of the Buddha, Vol. I and II.

রূপসীবালা বোর্ড হইতে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির কর্তৃক 'পিটক পাবলিশিং প্রেস' রেঙ্গুন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড এখনও বঙ্গভাষায় অনূদিত হয় নাই।

মধ্যম নিকায়ের সূত্রগুলি দীঘনিকায়ের ন্যায় আকারে তত বেশী দীর্ঘ নহে। দীঘ নিকায়ে প্রাক-বৌদ্ধ দর্শনই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। মধ্যম নিকায়ে বৌদ্ধ দর্শনের গুঢ়তত্ত্বগুলি অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে দীঘনিকায়ে প্রাক-বৌদ্ধ ভারতের দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কীয় বহুবিধ আলোচনায় ভরপুর। ইহাতে দর্শন অপেক্ষা নৈতিক চরিত্রের উপরই যেন অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। অপর পক্ষে মধ্যম নিকায় হইল পঞ্চ নিকায়ের মধ্যে সর্বোত্তম। ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় নৈতিক চরিত্র ও বৌদ্ধ দর্শন। আচার্য বুদ্ধ ঘোষের মতে ত্রিপিকান্তর্গত গ্রন্থসমূহের মধ্যে মধ্যমনিকায় সর্বশ্রেষ্ঠ। ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া ও বুদ্ধঘোষের সহিত একমত এবং বলেন বুদ্ধের জীবন ও বাণীর যথার্থ মর্ম সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে মধ্যম নিকায়ই একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। অপর কোন গ্রন্থে বুদ্ধের হৃদয় এত স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। প্রথম খণ্ডের সূত্রগুলি সর্বত্রই চিত্ত বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই দ্বিবিধ বিমুক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছে এবং ঐ লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রকৃত সাধনপন্থা এবং অন্তরায়গুলি নির্দেশ করা হইয়াছে।"[১]

চতুর নিকায়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। অপর নিকায়ের ন্যায় মধ্যম নিকায়েরও বক্তব্য বিষয় হইল: চতুর আর্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্য সমুৎপাদ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, পঞ্চুপাদান-স্কন্দ, পঞ্চনীবরণ ও নির্বাণ, উপরোক্ত নীতিসমূহ দীঘ, মজ্ঝিম সংযুত্ত ও অঙ্গুত্তর নিকায়সমূহের সর্বত্র কিছু না কিছু আলোচিত হইয়াছে। কোন একটি সূত্রকে বিশেষ কোন নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিচার করা সহজ নয়। যেমন সংযুক্ত নিকায়ের কোন কোন সূত্রকে অঙ্গুত্তর নিকায়ের অনুকরণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আবার কোন কোন সময় দীঘনিকায়ের একটি সূত্রকে পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন ইহা অপর কোন নিকায়ের

---

১ বেণী মাধব বড়ুয়া: মধ্যম-নিকায়; ১ম খণ্ড, 'ধর্মাধন-উমাবতী-সিরিজ-৩, পৃ. ।৵০।

কোন সূত্রেরই বর্ধিত সংস্করণ। দীঘ ও মধ্যম নিকায়ে প্রায় সময় একই বিষয়ের ঘন ঘন পুনরুক্তি দৃষ্ট হয়। ইহার হয়তঃ বিশেষ কারণও আছে। বুদ্ধের মূল বক্তব্যগুলি যাহাতে সাধারণ লোকের সহজ বোধগম্য হয় সেই জন্য সম্ভবতঃ ঐরূপ করা হইত। বস্তুতঃ মানব মনের সার্বিক কল্যাণ সাধনই বুদ্ধোপদেশের মূল লক্ষ্য। এই ব্যাপারে সকল সূত্রই একই লক্ষ্যে উপনীত। লোকশিক্ষা, প্রার্থনা সভায় পাঠ, ধর্মের মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যা, সংঘের সংহতি প্রভৃতি ব্যাপারে সমস্ত সূত্রেরই মূল উৎস এক। ভাষা, বলার ধরন প্রভৃতি বিষয়েও চতুর নিকায়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। সর্বত্রই আমরা এমন সব আলোচনা ও কথোপকথন দেখি যাহাতে বুদ্ধ তাঁহার প্রতিপক্ষ ব্রাহ্মণ অথবা অপর কোন ভিন্ন মতাবলম্বীর সহিত গভীর আলোচনায় রত রহিয়াছেন। প্রত্যেকটি সাক্ষাৎকারই বুদ্ধের বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচায়ক। কোন সূত্রেরই অশোভন আচরণ কিম্বা পরস্পরকে অসৌজন্য প্রদর্শনের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ঘন ঘন উপমার প্রয়োগ ও গল্পের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দিবার রীতি নিকায় সমূহের প্রধান বিশেষত্ব। ইহাতে শুধু প্রাচীন পাক-ভারতীয় প্রভাব পরিস্ফুট তাহা নহে আধুনিক যুগেরও বহু গুরুতর সমস্যার সমাধান ইহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া প্রাচীন ভারতের বিশেষতঃ কাশী-কোশলের ইতিহাসের বহু তথ্য ইহার মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। অধিকাংশ সূত্রই নৈতিক চরিত্র সম্পর্কীয়। ইহাতে বুদ্ধ তাঁহার পূর্বতন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও ভিন্ন মতাবলম্বী পরিব্রাজকদের সহিত তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা নিজের আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ যথাযথভাবে উপস্থাপিত ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চতুর আর্যসত্য, মধ্যপথ, কর্মবাদ, পার্থিব ভোগ সুখের অসারতা, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাপত্তি, অনাত্মলক্ষণ, কার্যকারণ নীতি, নির্বাণ ও পরমার্থ সত্য মধ্যম নিকায়ের ন্যায় এত সুন্দর ও পরিমার্জিতভাবে অন্য কোথাও প্রদর্শিত হয় নাই।

বিনয় মহাবর্গ ও সংযুক্ত নিকায়ে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রকেই বুদ্ধের প্রথম ধর্মদেশনা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সূত্রটি দীঘ অথবা মধ্যম নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে যেভাবে চতুরার্যসত্য, 'মজ্ঝিম পটিপদা,' দ্বিবিধ অন্ত. প্রভৃতির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সেই ভাবে মধ্যম নিকায়ের কোন কোন সূত্রেও সত্যসমূহ বিশেষণ করা হইয়াছে।

আর্য পরিয়োসান সূত্রে বর্ণিত ঋষিপত্তন মৃগদাবের বুদ্ধোপদেশ বিনয় মহা-বগ্গের অনুরূপ নয়। বরঞ্চ মধ্যম নিকায়ের প্রথম সূত্র 'মূল পর্যায়' এবং জাতকের প্রথম গল্প মূল পর্যায় জাতক' এই দুইটির মিল আশ্চর্যজনক। এই দুইটি গ্রন্থের দার্শনিক যোগসূত্র খুঁজিয়া বাহির করা কষ্টকর নয়। মূল পর্যায় সূত্রে বুদ্ধ বৃহদারণ্যক উপনিষদোক্ত 'আত্মবাদ' খণ্ডন করিয়া নিজের 'অনাত্মবাদ' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, মানুষের মধ্যে পঞ্চস্কন্দ ব্যতিত অন্যকোন ভৌতিক বা ঐশ্বরিক বস্তু বিদ্যমান নাই। তিনি ইহাতে তদানীন্তন ভারতের সমসাময়িক অষ্টভূমি প্রতি-মণ্ডিত দার্শনিক তত্ত্বসমূহ তিন পর্যায়ে বিভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে এবং স্বীয় মতের সহিত উহার পার্থক্য নির্দেশ করা হইয়াছে।

তিনি সূত্রের প্রারম্ভে বলিয়াছেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি সমস্ত ধর্মের মূল পর্যায় দেশনা করিব।"[১] তাঁহার ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক-বৌদ্ধ দর্শন-সমূহকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়: (১) **দেহ ও জীবতত্ত্ব সম্পর্কীয়:** পটবী, আপ, তেজ, বায়ু, ভূত, দেব, প্রজাপতি ও ব্রহ্ম। (২) ভাবনা ও **মনস্তত্ত্ব সম্পর্কীয়**—আভাস্বর, শুভকিন্ন, বেহপ্ফল, অবিভূ, আকাশ-অনন্ত আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চন-অনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চন-অনন্ত আয়তন, এবং নেব-সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাতন। (৩) **সৃষ্টিতত্ত্ব অথবা অধ্যাত্ম তত্ত্ব সম্পর্কীয়** - দৃষ্ট, শ্রুত, মুত, বিজ্ঞাত, একত্ত, নানত্ব, সর্ব, এবং নির্বাণ।

উপরোক্ত বিষয় হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, চারি মহাভূত হইতেই আত্মা ও পৃথিবী সম্পর্কীয় ধারণাসমূহের সূত্রপাত হয় এবং নির্বাণ প্রাপ্তির পরই উহার পরিসমাপ্তি ঘটে। সাধারণ ব্যক্তি, অশ্রুতবান পৃথকজন পৃথিবীকে পৃথিবীভাবে জানে, পৃথিবী লইয়া গর্ব করে, পৃথিবী বলিয়া মনে করে, পৃথিবীতে বলিয়া মনে করে; পৃথিবী লইয়া আনন্দ করে। বুদ্ধের মতানু-সারে ইহার কারণ হইল এই যে, সাধারণ শিশিক্ষু ব্যক্তি (সেখো) যিনি এখনও অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ সাক্ষাত করিবার জন্য সাধনায় রত রহি-য়াছেন তিনি কখনও উপরোক্তভাবে পৃথিবীকে দর্শন করেন না। ইহার কারণ হইল এই যে, তাঁহার এখনও ইহার তত্ত্ব সম্পর্কে জানিবার বহু বিষয় বাকী আছে।

অর্থাৎ যিনি সকল প্রকার আসব মুক্ত হইয়াছেন, তিনি পৃথিবীকে আরও বিশেষভাবে দর্শন করেন। কারণ উহার স্বরূপ তাঁহার নিকট পরিজ্ঞাত।

স্বয়ং তথাগত বুদ্ধ পৃথিবীকে অধিকতরভাবে জানেন সেইজন্য তিনি 'পৃথিবী' বলিয়া মনে করেন না, পৃথিবীতে বলিয়া মনে করেন না, 'পৃথিবী লইয়া' আনন্দ করেন না, কারণ ইহার স্বরূপ তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত। অপ, বায়ু, তেজ, যোনিসম্ভূত, দেব, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, আভাস্বর, শুভকৃৎস্ন, বৃহৎফল, আকাশ-অনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চন-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, নেব-সংজ্ঞা-আয়তন, দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, একত্ব, নানত্ব, সর্ব ও নির্বাণ সম্বন্ধেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য।

ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, উপনিষদোক্ত 'দৃষ্ট ধর্ম নির্বাণ' এবং বুদ্ধ তথাগত প্রবর্তিত 'নিব্বান' এক নহে। এই দুইটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। বুদ্ধের পূর্ববর্তী সাধকদের ধারণা ছিল এই যে, 'নেব-সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন' অরূপ সমাপত্তিলাভী ব্যক্তিরাই 'দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ' লাভ করিতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে এই নির্বাণ বুদ্ধ প্রবর্তিত 'নির্বাণ বা 'নিব্বান' উহার চেয়ে ভিন্নতর। বুদ্ধের মতে নেব-সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা' সমাপত্তিলাভী ব্যক্তিরা লৌকিক প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সেইজন্য এখনও তাহাদের পুনর্জন্ম রুদ্ধ হয় নাই। অপর পক্ষে বুদ্ধ প্রবর্তিত নির্বাণ সম্পূর্ণরূপে লোক বাহির্ভূত। অরূপ সমাপত্তির উর্ধ্বে উত্থিত নিরোধ সমাপত্তিলাভী যোগীরাই বুদ্ধ প্রবর্তিত নির্বাণ উপলব্ধি করিতে পারেন। এইরূপ নির্বাণলাভী ব্যক্তির পুনর্জন্ম সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয়। এইজন্য তিনি জন্ম, জরা, ব্যাধি, প্রভৃতি সর্বপ্রকার দুঃখমুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। তথাগত বুদ্ধ ও তাঁহার ক্ষীণাসব শ্রাবক-সংঘ সর্বপ্রকার কামনা বাসনার অশেষ নিরোধ করিয়া ইহজীবনে নির্বাণে স্থিত হইয়া অবস্থান করেন।[১]

ইহা ছাড়া মহাভারতে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, কাল বিশ্বজয়ী নিয়তি ও কালের প্রভাব অতিক্রম করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। কাল শুধু সর্বগ্রাসী নয়, বিশ্বজয়ীও বটে।[২] প্রাক-বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কীয় এই মতবাদটির জীবন্ত প্রতিবাদ হইল জাতকের গল্পসমূহ। মধ্যম নিকায়ে দার্শনিকভাবে

১ "তথাগতো সব্বসো তন্হং খয়া বিরাগা নিরোধা চাগা,
পটিনিস্সগ্গা অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুদ্ধো।" তি

২ "কালো পচতি ভূতানি কাল সংহরতি প্রজা,
কালো সুপ্তেষু জাগর্তি কাল এহি দুরতিক্রম।"

এবং জাতকে গল্পচ্ছলে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, জগতে এমন কতকগুলি লোক আছে যাহারা সম্যক উপায়ে নিজের জীবনকে গঠন করিয়া কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে সক্ষম।[১] তাঁহার স্বীয় চিত্তকে পরিশুদ্ধ করিয়া এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়া অবস্থান করেন যেখানে পার্থিব সুখ-দুঃখের কোন কিছু যাইয়া পৌঁছে না। সেখানে মানুষ জীবন্মোক্ত হইয়া বিহার করেন। ইহাই বুদ্ধ প্রবর্তিত নির্বাণ।

উপদেশ ও গল্পের মাধ্যমে নীতি শিক্ষা দেওয়াই নিকায়সমূহের প্রধান বিশেষত্ব। মধ্যম নিকায়ের সূত্রসমূহে এই নীতি যথাযথভাবে অনুসৃত হইয়াছে। এই কারণেই দেখা যায় মধ্যম নিকায়ের বহু সূত্রে বিবিধ প্রকার উপমা, ছোট গল্প, কাহিনী অথবা সমসাময়িক ঘটনার অবতারণা করিয়া একই নীতি পুনঃ পুনঃ দেশনা করা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কাহিনী, কিম্বদন্তী, লোক কথা, প্রবাদ, ও প্রবচন ইহার মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। এইরূপ কতকগুলি সূত্রের আলোচনা করিলে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। যেমন— 'ক্ষুদ্র তৃষ্ণাক্ষয় সূত্রে' বলা হইয়াছে যে বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য মহামো-গ্গল্লায়ন একবার তাঁহার অঙ্গুলি স্পর্শে দেবরাজ ইন্দ্রের আসন কম্পিত করাইয়া ছিলেন। অপর একটি সূত্রে বুদ্ধের সমসাময়িক ঘটনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, পুক্কসাতি নামক কোন এক কুল পুত্র ভিক্ষুসংঘে দীক্ষা গ্রহণের জন্য পাত্র ও চীবর আনিবার জন্য গমন করেন। পথিমধ্যে একটি গরুর শৃঙ্গাঘাতে নিহত হন। বুদ্ধ এই উপলক্ষে উপদেশ প্রদান করিয়া স্বীকার করেন যে পুক্কসাতি ভিক্ষুত্বে দীক্ষিত না হইয়াও নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৪৪ নং সূত্রে বলা হইয়াছে যে ছন্ন নামক কোন এক ভিক্ষু রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের শির কাটিয়া আত্মহত্যা করেন। ভগবান বুদ্ধকে এই বিষয় জ্ঞাপন করা হইলে তিনি ইহাকে আত্মহত্যার পর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করেন না। কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, উক্ত ভিক্ষুর তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে এবং তিনিই নির্বাণ প্রাপ্ত। আবার অসল্লায়ন সূত্রে (৯৩ নং) বুদ্ধ তদানীন্তন পাক-ভারতে প্রচলিত বিশ্বাসের প্রতিপাদ করিয়াছেন। তিনি ইহাতে অতিশয় জোরের

১ মূল পরিয়ায় জাতক, নং

"কালো ঘসতি ভূতানি সব্বান'এব সহত্তনা'
যো চ কাল ঘসো ভূতো সভূতো পচনিং পচী'তি।"

সহিত বলিয়াছেন যে, কেহ জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না। কেহ জাতির দ্বারা পবিত্রও হয় না। নিজের সৎকর্মের দ্বারাই মানুষকে পবিত্র হইতে হয়। অসল্লায়ন বুদ্ধকে বলেন, "হে গৌতম, ব্রাহ্মণই উচ্চবর্ণ সম্ভূত, অন্যান্য জাতিরা নীচ বর্ণের। ব্রাহ্মণেরা শ্বেতবর্ণের, অপর সকল জাতি কৃষ্ণ বর্ণের। ব্রাহ্মণেরা পবিত্র, অপর সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা অপবিত্র। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার ঔরসজাত, ব্রহ্মার মুখ দিয়া তাঁহাদের জন্ম হইয়াছে; তাঁহারা ব্রহ্মের বংশধর স্বরূপ।

প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ অসল্লায়নকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন, "অসল্লায়ন, যদি এইরূপ হয় কোন অভিষিক্ত রাজার আদেশে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, প্রভৃতি উচ্চ-বর্ণের লোকেরা শাল, সরল, চন্দন, কিম্বা পদ্মকবৃক্ষের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করে। অপর পক্ষে চণ্ডাল, শিকারী, ফেরিয়া, পুক্কস, গাড়োয়ান মুচি-মেথর প্রভৃতি নীচ জাতীয় লোকেরা নানা প্রকার অল্পদামী বৃক্ষের লতা-পাতা হইতে অগ্নি উৎপাদন করে। তবে এই দুই প্রকারে উৎপাদিত অগ্নির মধ্যে যেমন কোন প্রকার পার্থক্য নাই সেইরূপ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, সূদ্র ও ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য নাই। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কর্মের দ্বারাই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।" চুরাশী নম্বর সূত্রেও জাতিবাদের আলোচনা আছে।

আবার কতকগুলি সূত্র আছে যাহাদের উপদেশ (sermon) বা কথোপ-কথন (dialogue) কোন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এইগুলি কেবল আখ্যানমূলক গাথা মাত্র। কবিতা ও গদ্যের মাধ্যমে কোনও প্রাচীন উপাখ্যান বা বীরগাথা বর্ণিত হইয়াছে। এই জাতীয় সূত্রের মধ্যে অঙ্গুলিমাল সূত্র (৮৬ নং) এবং রাজা মখাদেবের উপাখ্যানের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে রাজা মখাদেব মস্তকে একটি মাত্র পক্ককেশ দর্শন করিয়া সমস্ত রাজভোগ পরিহার করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। কাহিনী মূলক সূত্রের মধ্যে রট্ঠপাল সূত্র' (৮২ নং) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে গীতি কবিতার সুর সুস্পষ্ট। লেখক অতি সুন্দরভাবে উপদেশচ্ছলে রট্ঠ-পালের জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে কিছু অংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইল:

"রাজকুমার রট্ঠপাল প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মাতাপিতা তাঁহাকে কিছুতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দিতে ছিলেন না। রট্ঠপাল মাতাপিতার অনুমতি লাভে অসমর্থ হইয়া খাদ্য গ্রহণে

বিরত হন। অবশেষে তিনি মাতাপিতার অনুমতি লাভ করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের এক বৎসর পরে রট্ঠপাল ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার নিজের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। পরদিন পিণ্ডাচরণ করিতে করিতে যখন তাঁহার নিজ বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হন তখন তাঁহার পিতাও মাতা তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। তাই তিনি এই বলিয়া তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া বিতারিত হন যে 'এই মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসীর দ্বারাই আমার একমাত্র পুত্র আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।" ইত্যবসরে তাহার বাড়ীর চাকরানী আবর্জনা নিক্ষেপ করিবার জন্য বাহির হইল। সেই আবর্জনায় কিছু খাদ্যের অংশ দেখিয়া রট্ঠপাল তাহার নিকট হইতে উহা যাঞ্চা করেন। তখন বাড়ীর গৃহভৃত্য তাহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার প্রভুকে জানাইল। তখন গৃহকর্তা রট্ঠপালকে চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি যাইয়া তাঁহাকে বাড়িতে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। রট্ঠপাল বিনীতভাবে সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তাঁহার সেই দিনের আহার ইতি- পূর্বেই সমাপ্ত হইয়াছে। পিতার অনুরোধে পর দিবসের জন্য স্বগৃহে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। পর দিবস রট্ঠপালের জন্য নানা প্রকার খাদ্য-ভোজ্য তৈরী হইল একপার্শ্বে বহু মণিমুক্তা ও টাকা স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইল। রট্ঠপালের পুত্রগণ বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। রট্ঠ- পালকে মহাতৃপ্তির সহিত ভোজন করান হইল। ভোজন সমাপনান্তে রট্ঠ- পালের পিতা সমস্ত ধন সম্পদ ও মণিমুক্তা রট্ঠপালকে অর্পণ করিলেন। রট্ঠপাল পিতাকে বলিলেন যে ঐ সমস্ত ধন-রত্ন যেন তিনি গাড়ীতে করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। কারণ ঐ ধন সম্পদই বহু দুঃখ ও অশান্তির কারণ। রট্ঠপালের ঐরূপ হৃদয়বিদারক উত্তর শুনিয়া তাঁহার পূর্ব স্ত্রীগণ বহু প্রকারে তাঁহাকে সংসারাসক্ত করিবার চেষ্টা করেন। রট্ঠপাল তাহাদের সবাইকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় সংকল্পে অটল রহিলেন। তৎপর তিনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে কুরুরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় কুরুরাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কুরুরাজ তাঁহাকে বলিলেন যে মানুষ রোগ, শোক, বার্ধক্য, অভাব-অনটন এবং নানা প্রকার বিপদগ্রস্ত হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করে। কিন্তু রট্ঠপালের ঐরূপ কোন দুর্বিপাকেও পড়িতে হয় নাই। অথচ তিনি কেন সমস্ত দুঃখভোগ ত্যাগ করিয়া ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন কুরুরাজ তাহা উপলব্ধি করিতে অপারগ। রট্ঠপাল কুরুরাজকে যে জবাব দেন তাহার সহিত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের ডায়লগের সহিত তুলনীয়।"

বুদ্ধের জীবন ও বাণী বিষয়ক আলোচনাগুলি বাদ দিলেও তদানীন্তন কালের নাগরিক জীবনেরও অবিকল প্রতিচ্ছবি ইহাতে মিলে। একান্ন নম্বর সূত্রে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ নৃশংস বলী প্রথা প্রচলিত ছিল তাহারও কিছু আভাস পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বিবিধ প্রকার তপশ্চরণের বর্ণনা ইহার মত অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। মহাসিংহনাদ সূত্রে (১২নং) চতুরঙ্গ সমন্বিত ব্রহ্মচর্যের বর্ণনা যেমন অদ্ভুত তেমন আশ্চর্যজনক। চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ, একপান্ন এবং ষাট নম্বর সূত্র-সমূহে বহুপ্রকার তপস্বী সম্প্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তথায় এমন কয়েক প্রকার ঋষি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে যাহারা কুকুর বা ষাঁড়ের ন্যায় জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

ইহাতে আরও কিছু সূত্র আছে যাহাদের উপযোগিতা বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যধিক। উপালি সূত্রে (৫৬নং) বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের তুলনা করা হইয়াছে। সাতান্ন, ছিয়াত্তর, একশত এক, একশত চার নম্বর সূত্রসমূহে তদানীন্তন কালের শ্রমণ, পরিব্রাজক ও আজীবিক সম্প্রদায়ের সহিত বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য নির্দেশ করা হইয়াছে। উপরোক্ত সূত্র-সমূহের তুলনায় একশ ষোল নম্বর সূত্রের মধ্যে বহু পার্থক্য বিদ্যমান। ইহাতে কেবল অতীত পচ্চেক বুদ্ধের নামের তালিকা প্রদান করা হইয়াছে। বক্তব্য বিষয় একবার পদ্যে ও গদ্যে রচনা করা হইয়াছে। এই সূত্রের সহিত পরবর্তীকালে রচিত সংস্কৃত ও আধাসংস্কৃত গ্রন্থের তুলনা করা যাইতে পারে।

'গীতি-কবিতা' মূলক সূত্রের সংখ্যা মধ্যম নিকায়ে অধিক নয়। অধিকাংশ সূত্রেই নিরস দার্শনিক তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[১] এই জাতীয় সূত্রের

---

১ সর্বদিক বিচারে বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ মধ্যম নিকায়ের ন্যায় স্পষ্টভাবে অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই সম্পর্কে ডক্টর উইণ্টার নীটসের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: "A part from the fact that the suttas of the Majjhima Nikaya give us the best idea of the ancient Buddhist religion and the teaching methods of Buddha and his first disciples, we also value them because they affard us many an interesting glimpse of the everyday life of that ancient time, not only of the life of the monks themselves (as in Nos. 5, 21, 22, etc) but of that of the other classes of the people too. Thus

মধ্যে চুল্লবেদল্ল (৪৩ নং), মহাবেদল্ল (৪৪ নং), সব্বাসব (২ নং) ধম্মদায়াদ (৩ নং), মহাদুঃখক্খন্ধ (১৩৬ নং), ক্ষুদ্রদুকখক্খন্ধ (১৪ নং), সম্যকদৃষ্টি সূত্র (৯ নং) প্রভৃতি সূত্রের নাম করা যাইতে পারে। আবার এমন কতকগুলি সূত্রও আছে যাহাদের সহিত অঙ্গুত্তর নিকায় এবং অভিধর্ম্ম পিটকের তুলনা করা যাইতে পারে। একশ সাতাশ, একশ সাঁইত্রিশ, একশ চল্লিশ, একশ আটচল্লিশ, একশ একান্ন প্রভৃতি সূত্রসমূহ এই পর্যায়ে পড়ে। ইহাদের সত্য বর্ণন প্রণালী অঙ্গুত্তর নিকায় অথবা অভিধর্ম পিটকের সহিত অভিন্ন।

এই সমস্ত সূত্রে কোন কোন সময় অজ্ঞাতসারে অদ্ভুত প্রকারের মিথ্যাদৃষ্টি ও সামাজিক বিধিনিষেধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাদুকখক্খন্ধসূত্রে (১৩ নং) তদানীন্তন কালে প্রচলিত কয়েক প্রকার কঠোর দণ্ডের উল্লেখ আছে। মহাতৃষ্ণা-সংক্ষয় সূত্রে (৩৮ নং) শিশুর জন্ম ও শিক্ষা বিষয়ক কিছু কিছু তথ্য অবগত হওয়া যায়। মহাহস্তিপম ও মহাঅশ্বপুর সূত্রে শ্বশুর ও জামাতার পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা আছে। বুদ্ধের জীবনী সম্পর্কীয় যে সমস্ত সূত্র মধ্যম নিকায়ে স্থান লাভ করিয়াছে উহাদের মধ্যে 'অরিয় পরিয়েসান সুত্ত' একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়িয়া আছে। ইহাতে বুদ্ধজীবনের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এইজন্য এই সূত্রটি বুদ্ধের জীবনী সম্পর্কীয় ইতিহাস রচনার জন্য খুবই উপযোগী।

সংযুত্ত নিকায়

'সংযুত্ত' সুত্তপিটকের তৃতীয় নিকায়। শ্রীমতি রীস ডেভিড্স ইহার নামকরণ করিয়াছেন 'সংযুক্ত সূত্র' (Grouped Sutta) অথবা 'বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ'(the Book of the kindred sayings)। সংযুক্ত নিকায়ের ইংরেজী সংস্করণ লিয়ন পিয়র কর্তৃক পালি টেক্স সোসাইটি হইতে

No. 21 gives us a good survey of Bramanical system of sacrifice and value hints concerning the connection between bloody sacrifices, and Government and priesthood. We repeatadly meet the enumerations of differnt kinds of ascetic practices which were papuler in ancient India."

—Indian Literature, Vol. II, p. 50

পাচ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।[১] ষষ্ঠখণ্ডে ইনডেক্স সংযোজিত করা হইয়াছে। ইহা শ্রীমতি রীস ডেভিড্সের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। ডি. এফ. এল. উড. ওয়ার্ড সমস্ত সংযুক্তনিকায়ের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সংযুক্ত নিকায় পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। যথা—সগাথা বর্গ, নিদান বর্গ, খন্ধবর্গ, সলায়তন বর্গ এবং মহাবর্গ। সমস্ত গ্রন্থটিতে আট লক্ষ অক্ষর আছে। এই গ্রন্থ নৈতিক মনস্তত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কীয় সূত্রের সমবায়ে রচিত। ইহার সূত্রসমূহ আকারে অপর দুইটি (দীঘ ও মজ্ঝিম) নিকায়ের তুলনায় ক্ষুদ্রাকার। তবে সংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলে উপরোক্ত নিকায়দ্বয়ের সহিত কোন তুলনাই হয় না। ইহার সূত্রসংখ্যা ২৮৮৯। এইগুলি পাঁচটি বর্গ ও ৫৬টি সংযুক্তে বিভক্ত। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কীয় বহু বিষয় লইয়া সূত্রসমূহ রচিত। ডক্টর উইন্টার নিচের মতে তিনটি বিষয়ের ভিত্তি করিয়া সূত্রসমূহ গ্রথিত করা হইয়াছে। উহারা হইল: (১) বৌদ্ধধর্মের কোন একটি মূলনীতি অথবা মূলনীতি বিষয়ক কোন একটি ধারা, (২) মানুষ, দেবতা, অথবা গন্ধর্ব সম্পর্কীয় কোন একটি ঘটনা, (৩) ধর্মের যে-কোন এক প্রধান ব্যক্তি।[২]

প্রথমবর্গে শীল, আচার-অনুষ্ঠান, আদর্শ জীবন-যাপন ও চরিত্র-গঠনের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থসমূহ বিবিধ বিষয় ছাড়াও দর্শন ও মনস্তত্ত্বের আলোচনায় সমৃদ্ধ। সংযুক্ত নিকায়ে বহু সংখ্যক সূত্র একই বিষয়ের পুনরুক্তি দেখিয়া ইহাকে একেবারে মূল্যহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। গভীরভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় ইহা সম্পূর্ণ

---

১ শ্রীমতি রীস্ ডেভিড্স্ সুরিয়গোদ সুমঙ্গল মহাথেরের সহায়তায় সংযুক্তনিকায়ের প্রথম খণ্ড, উডওয়ার্ডের সহায়তায় দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গাইগার সাহেব ইহার জর্মান অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন (Sagatha Vagga and Nidanavagga, 1952)। একাধিক বর্মী ও সিংহলী সংস্করণ ও আছে (Sainyutta ed-by B. Amarasimha Welitara 1898)। বাংলার বুদ্ধিষ্ট মিশান প্রেস, রেঙ্গুন হইতে একটি সংস্করণ (কেবল, প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কোন বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই।

২ "The Suttas of a group teat either (1) of one of the chief points or principal branches of the Buddhist doctrine, or (2) they refer to some classes of gods demons, or man or (3) some prominent personality appears in them as hero or speaker."

—Indian Literature, vol. II, p. 56.

সত্য নয়। প্রফেসর উইটার নিচ এই গ্রন্থের সমালোচনা করিতে যাইয়া বলেন,—"We find many things in this collection which are to be appreciated also from the purely literary point of view, though it contains much more that is importance only because it contributes to our knowledge of the doctrine of the Buddha."[১]

বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহার মূল্য কম নহে। ইহার মধ্যে বহু সংখ্যক মূল্যবান কবিতা স্থান পাইয়াছে। সংযুক্ত নিকায়ের সগাথা বর্গে-(I-XI) যে সমস্ত কবিতার সংকলন পাওয়া যায় উহাদের সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। এই ধরনের কবিতা সমস্ত গ্রন্থখানিতে কিছু কিছু পাওয়া গেলেও সগাথাবর্গের কবিতাগুলির একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এইগুলি গাথাকারে রচিত। দেবতাসংযুক্তে কতকগুলি ধাঁধা ও সমস্যার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যেমন—

প্রশ্ন : কাহার কুটির নাই ? কাহার বাসা নাই ? কাহার 'সন্তানকা' নাই ? কে বন্ধনমুক্ত ?

উত্তর : আমার কুটির নাই। আমার বাসা নাই। আমার 'সন্তানকা' নাই। এবং আমি বন্ধনমুক্ত।[২]

প্রশ্ন : আমি 'কুটির' বলিতে কি বুঝি ? 'বাসা' কি ? 'সন্তানকা' শব্দের অর্থ কি ? এবং 'বন্ধন' বলিতে কি বুঝি ?

উত্তর : মাতাকে 'কুটি' স্ত্রীকে 'বাসা' পুত্রকন্যাকে 'সন্তানকা' এবং বাসনাকেই 'বন্ধন' বলা হয়।[৩]

১ *Indian Literature*, Vol. II, p. 57.

২ 'কুচ্চি তে কটিকা নত্থি, কচ্চি নত্থি কুলাবকা ?
কচ্চি সন্তানকা নত্থি, কচ্চি মুত্তোম্‌হি বন্ধনা ?
তগঘ্ মে কুটিকা নত্থি, তগঘ্ নত্থি কুলাবকা,
তগঘ্ সন্তানকা নত্থি, তগঘ্ মুত্তোম্‌হি বন্ধনা।"

৩ কিন্তাহং কুটিকং ব্রূমি কিন্তে ব্রূসি কুলাবকং,
কিন্তে সন্তানকং ব্রূমি, কিন্তাহং ব্রূসি বন্ধনং ?
মাতরং কুটিকং ব্রূসি ভরিয়ং ব্রূসি কুলাবকং,
পত্তে সন্তাকে ব্রূসি তন্থং যে ব্রূসি বন্ধনং।

আসক্তিহীনের কুঠি নাই, সাধু বা আসক্তিহীন ব্যক্তিই বন্ধনমুক্ত।[১]

ত্রিপিটকের বহুস্থানে এইরূপ ধাঁধা দৃষ্ট হয়। অন্যরূপ কবিতারও বহুল প্রয়োগ সংযুক্তনিকায়ে দৃষ্ট হয়।

এই গ্রন্থে কাহিনীমূলক কবিতারও অভাব নাই। প্রশ্নের মাধ্যমেই সাধারণতঃ এইরূপ কাহিনী বর্ণিত হয়। যক্ষের সহিত কথোপকথনের দৃষ্টান্ত মহাভারতের ন্যায় এখানেও দৃষ্ট হয়। অনেক সময় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করায় যক্ষ বুদ্ধের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করেন। মার সংযুক্ত ও ভিক্ষুণী সংযুক্তে কিছু কিছু আখ্যান দৃষ্ট হয়। এইরূপ আখ্যান-গুলি গদ্যে ও পদ্যে রচিত। ইহাদের কাব্যিক মূল্য অনন্যসাধারণ। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এইরূপ আখ্যায়িকার দৃষ্টান্ত বিরল। পরবর্তী-কালে ইহা হইতেই নাটকের সূচনা হইয়াছে কিনা পণ্ডিতদের বিচার্য।[২] ইহা ছাড়া মার ও ভিক্ষুণী সংযুক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় প্রাচীন পালি ভাষার নিদর্শন মিলে। উদাহরণস্বরূপ কৃশা গৌতমীর উপাখ্যানটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংযুক্ত নিকায়ের প্রত্যেক বর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল:

।। সগাথা বর্গ।।

সগাথা বর্গ একাদশ অধ্যায়ে এবং আটাশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। অধ্যায়-গুলির নাম: দেবতা সংযুক্ত, কোশল সংযুক্ত, মার সংযুক্ত, ভিক্ষুণী সংযুক্ত, ব্রহ্ম সংযুক্ত, বঙ্গীস সংযুক্ত, বন সংযুক্ত, যক্ষ সংযুক্ত, এবং সক্ক সংযুক্ত।

---

১ "সাহুতে কুটিকা নত্থি, সাহু নত্থি কুলাবকা
সাহুতে সন্তানকা নত্থি, সাহু মুত্তোম্হি বন্ধনা।"

২ *Indian Literature*, Vol. II, p. 60. "Head there been a sacred drama in existance, our texts would surely have made an exception in favour of religious performances of this nature. We shall frequently meet with these sacred ballads, always characterised by the same strong dramatic element. The secular and sacred ballads of this kind have surely contributed much towards the origin of the dramas, but these poems themselves should not on that account, be called 'dramas' any more than they can be called 'epics' though both probably proceeded from them."

দেবতা সংযুক্ত—কতিপয় দেবতা বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পুনর্জন্ম, মিথ্যাদৃষ্টি, শীল, সমাধি প্রভৃতি নানা প্রকার বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কতিপয় প্রশ্নের আংশিক উত্তর প্রদান করেন। বুদ্ধ তাঁহাদের প্রশ্নোত্তর শুনিয়া ভুলত্রুটি প্রদর্শন করেন এবং নিজের অভিমত প্রকাশ করেন। দেবতাগণ তাঁহার প্রত্যুত্তর শুনিয়া অতীব প্রীত হন এবং বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বন্দনা করতঃ প্রত্যাবর্তন করেন। এই অংশে কতিপয় দেবপুত্র বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধকে ক্রোধের পরিণাম, মিথ্যাবাদীর পরাজয়, সত্য ভাষণের উপকারিতা সম্বন্ধেও কয়েকটি প্রশ্ন করেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁহাদের প্রশ্ন শুনিয়া উহার যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। বুদ্ধ তাঁহাদের আরও বলেন যে জীবনে সুখী হইতে হইলে অসাধু ব্যক্তির সাহচর্য করা উচিত নহে। অসাধু ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করার চেয়ে সাধু বা পণ্ডিত ব্যক্তির সহিত শত্রুতা করাও শ্রেয়।

কোশল সংযুক্ত--ইহার আলোচনাসমূহ কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে উপলক্ষ করিয়া রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে কোশল সংযুক্ত বলে। ইহাতে সর্বমোট ২৫টি ছোট ছোট আখ্যায়িকা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি প্রসেনজিৎ সম্পর্কীয় কোন না কোন বিষয় লইয়া রচিত। ইহাতে বলা হইয়াছে যে রাজা প্রসেনজিৎ প্রথমে অন্যতৈর্থিক সম্প্রদায়ের উপাসক ছিলেন। কথিত আছে তখন ব্রাহ্মণ বাবরী তাঁহার গুরু ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বুদ্ধের সাহচর্যে আসিয়া তাঁহার পরম ভক্তদের অন্যতম হইয়াছিলেন। তিনি একবার ব্রাহ্মণদের পরামর্শে বহু সহস্র প্রাণী হত্যা করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অবশেষে বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করায় সেইরূপ পাপকার্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন।

এই গ্রন্থে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে মগধরাজ শ্রেণীয় বিম্বিসার মহাকোশলের কন্যা বৈদেহীকে বিবাহ করিয়া বিবাহের যৌতুকস্বরূপ কাশীরাজ্য লাভ করেন। বৈদেহীর পুত্র অজাতশত্রু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পিতাকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কোশলরাজ কন্যা বৈদেহী স্বামী শোকে অধীর হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন। রাজা প্রসেনজিৎ ভগ্নীর অকাল মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখবোধ করেন এবং উহার জন্য রাজকুমার অজাতশত্রুকেই দায়ী করেন। তাই তিনি ভাগিনার প্রতি প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া তাঁহাকে কাশীরাজ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন।

পিতৃহন্তা অজাতশত্রু উহার প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে মাতুলের রাজ্য আক্রমণ করেন। বহুদিন ধরিয়া দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ চলে। কখনও অজাতশত্রু পরাজিত হন। আবার কখন কখন রাজা প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুর হস্তে পরাজিত হন। একবার রাজা প্রসেনজিৎ ভাগিনা অজাতশত্রুকে পরাজিত করিয়া বন্দী করিতে সক্ষম হন। রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধকে এই খবর দেওয়ার জন্য জেতবন বিহারে উপস্থিত হন। বুদ্ধ তাঁহাকে বলেন, "জয়ের দ্বারা শত্রু বৃদ্ধি পায়, পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে শয়ন করে, উপশান্ত ব্যক্তি জয় পরাজয়ের উর্ধ্বে স্থিত হইয়া পরম আনন্দ অনুভব করেন।"[১] তিনি আরও বলেন, "শত্রুতার দ্বারা শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। মিত্রতার দ্বারাই শত্রুকে চিরতরে দমন করা যায়।[২] এইজন্য পণ্ডিত ব্যক্তি সকল সময় শত্রুতার পথ পরিহার করিয়া মিত্রতার দ্বারাই শত্রুকে পরাস্ত করিবার প্রয়াস পান।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বুদ্ধের এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং ভাগিনার প্রতি করুণা পরবশ হইয়া তিনি তাহার কন্যা বজিরাকে অজাতশত্রুর হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন এবং কাশীরাজ্যটি পুনরায় তাঁহার কন্যার বিবাহের যৌতুকস্বরূপ অজাতশত্রুকে অর্পণ করেন। এইভাবে দুই রাজ্যের মধ্যে পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।[৩] কথিত আছে এই বন্ধুত্ব রাজা প্রসেনজিতের মৃত্যুকাল অবধি বর্তমান ছিল।

মার সংযুত্ত—ইহাতে বুদ্ধের সহিত মারের যুদ্ধের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিপিটকের বিভিন্নস্থানে মারের আলোচনা দৃষ্ট হয়। মারের ক্ষমতা অপরিসীম। কোন মানুষ মারের প্রভাব অতিক্রম করিয়া নির্বাণ লাভ করিবার জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে মার তাহাতে বাধা প্রদান করে। মার তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে প্রলোভিত করিয়া পরমার্থ মার্গ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য

১ "জয়ং বেরং পসবতি দুক্খং সেতি পরাজিতো,
উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয় পরাজয়ং।"

২ "ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।"

৩ এই সম্পর্কে আরও বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন : Rhys Davids: Sage and king in Kosala Samyutta, R. G. Bhanderkar Commemoration Volume, pp. 133-138 ; Dhammacetiya Sutta, Majjhima Nikaya, Vol. II, No, 89 ; S. N. Mitra's article "Caitya-Cetiya" in the Bengali Mouthly Sanivarer Cithi', Vaisakh, 1364 B. S., pp. 19-24.

সচেষ্ট হয়। সে বহু স্থানে সফলকাম হয়। কামনা বাসনাপরায়ণ অলস ও মূঢ় ব্যক্তি মারের প্রলোভনে বশীভূত হইয়া জন্ম জন্মান্তরে বহু দুঃখ ভোগ করে। বুদ্ধশিষ্যদের জীবন কাহিনী পর্যালোচনা করিলে ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও পাপাত্মা মারের সক্রিয় প্রভাব অনুভূত হয়।

শাক্যসিংহ বুদ্ধ কিভাবে মহাপ্রভাবশালী মারকে পরাভূত করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন তাহারই বিবরণ ইহাতে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধ যখন বোধিমূলে বসিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন তখন মার আসিয়া বুদ্ধের তপ ভঙ্গ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। প্রথমে দুষ্টমতি মার সিদ্ধার্থ কুমারকে নানারূপ প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করে। মার কন্যারা আসিয়া সিদ্ধার্থের চতুর্দিকে নানা প্রকার মোহজাল বিস্তার করে। মহামতি সিদ্ধার্থ যখন ইহাদের প্রলোভনে নিশ্চল রহিলেন তখন মার নিজে আসিয়া উপস্থিত হয়। সিদ্ধার্থ কুমারকে ডাকিয়া বলে, ' হে মহান গৌতম, আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত। প্রথম বয়সে দান করুন, শীল পালন করুন, ব্রহ্মচর্য আচরণ করুন, এই সমস্ত পুণ্য-কার্যের দ্বারা প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করুন। বৃদ্ধ বয়সে ধ্যান সমাধিতে রত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।" বোধিসত্ত্ব মারের প্রত্যুত্তরে দৃঢ়তার সহিত জানায় যে জন্ম-জন্মান্তরে তিনি বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন। এখন তাঁহার পরম জ্ঞানলাভ করাই উচিত। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সিদ্ধার্থ কুমারকে তাঁহার অভিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত করিতে না পারিয়া সসৈন্য মার তাহাকে নানারূপভাবে ভীতি প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মারের সৈন্যগণ সিদ্ধার্থ কুমারকে আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যত হয়। সিদ্ধার্থের উপর বড় বড় পাহাড় নিক্ষেপ করে। জলের বন্যা সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। তাহারা সকলে এক সাথে বোধিসত্ত্বকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হয়। বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত মার সৈন্যরা ভীষণভাবে বোধিসত্ত্বকে স্পৃষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হয়। যেন সেই মুহূর্তে তাঁহাকে ধুলিসাৎ করিয়া ফেলিবে। ভয়ে বোধিসত্ত্বের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত দেবতারা পলাইয়া গেলেন। বোধিসত্ত্ব একাই মারের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। মার সৈন্যরা একে একে মহাসত্ত্বের অপরিমিত তেজস্বিতার নিকট পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইল। মারের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন এক মুহূর্তে ধুলিসাৎ হইয়া গেল। বুদ্ধ নির্ভিকভাবে ধ্যানা-সনে উপবিষ্ট হইয়া পরমার্থ সুখ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। কোন প্রকার

আক্রমণ বুদ্ধের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিল না। মহাশক্তিশালী মার বুদ্ধের অপরিমিত শক্তির নিকট পরাজয় বরণ করিয়া হৃতমান হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

ভিক্ষুণী সংযুত্ত—এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে মার শুধু শাক্যসিংহ বুদ্ধের নিকট পরাজিত হইয়াছিল তাহা নহে, বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের আক্রমণ করিতে যাইয়াও তাহাকে পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতে হইয়াছিল। বুদ্ধের মহাশ্রাবিকাদের মধ্যে মহাপজাপতি গোতমী, উপ্পলবন্না, বজিরা এবং আরও অনেকে সসৈন্যে মারকে পরাভূত করিয়া মহান ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্ম সংযুত্ত—ত্রিপিটকের বিভিন্নস্থানে ব্রহ্মের[১] উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাতে কোথাও বুদ্ধ বা বুদ্ধশিষ্যবৃন্দ ব্রহ্মের অনুগ্রহ কামনা করেন নাই। বরঞ্চ ব্রহ্ম নিজেই বুদ্ধের অনুগ্রহ লাভের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোথাও বুদ্ধকে পরম ভক্তিভরে পূজা করিয়াছেন। সংযুত্ত নিকায়ের এই অংশে (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৬-১৫৬) বলা হইয়াছে যে বুদ্ধ যখন

---

১ বুদ্ধঘোষ তঁাহার সুমঙ্গল বিলাসিনী (২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৭) নামক দীঘনিকায়ের অট্ঠ কথায় ব্রহ্মসহম্পতিকে 'জেট্ঠব্রহ্ম' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বুদ্ধবংস অট্ঠ কথায় (পৃ, ১১, ২৯) তাঁহাকে 'সহম্পতি'র পরিবর্তে 'সহকপতি' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধের প্রশংসা কীর্তন করেন। একবার তিনি ইন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া বুদ্ধ কুটির চৌকাটে দাঁড়াইয়া বুদ্ধকে ধর্ম, প্রচার করিবার জন্য অনুরোধ করেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় তিনি নিম্নলিখিত গাথা আবৃত্তি করেন: (দীঘ, ২, পৃ, ১৫৭)

"সব্বে ব নিকখিপিস্সন্তি ভূতালোকে সমুস্সয়ং,
যথা এতাদিসো সথা লোকে অপ্পটিপুগ্গলো;
তথাগতো বলপ্পত্তো সম্বুদ্ধো পরিনিব্বুতো।"

অট্ঠকথায় ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে বুদ্ধের সময় সহম্পতি ব্রহ্মা 'সহক' নামক ভিক্ষুণী ছিলেন। তিনি তাঁহার কর্ম প্রচেষ্টার দ্বারা প্রথমে ধ্যান লাভ করেন। সেই পুণ্যের ফলেই মৃত্যুর পর তিনি সহম্পতি ব্রহ্ম হইয়া জন্মগ্রহণ করেন (সংযুক্ত ৫, পৃ. ২৩৩)। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে বোধিজ্ঞান লাভের পর ব্রহ্ম সহম্পতি শাক্যমুনির মস্তকোপরি তিন যোজন বিস্তৃত এক বিরাট চাঁদোয়া উত্তোলন করেন। সিংহলস্থ মহাস্তূপের ধাতুকরণ্ডের উপরিভাগে ইহা অঙ্কিত আছে (মহাবংস, XXX, পৃঃ ৭৪)।

বোধিজ্ঞান লাভের পর লোকের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিবার অনভিপ্রায় প্রকাশ করেন তখন ব্রহ্মা স্বয়ং বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধকে প্রার্থনার সুরে বলেন, "ভন্তে, আপনি ধর্ম প্রচার করুন, জগতে বহু লোক আছে যাহারা আপনার ধর্ম শ্রবণ করিতে না পারিলে ধর্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না। জগতে অল্পজ্ঞানী এবং মহাজ্ঞানী প্রাণী আছে। পদ্মসরোবরে সূর্যালোক পতনের ন্যায় আপনার ধর্ম শ্রবণের দ্বারা তাঁহাদের ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইবে। তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইলে জগতের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।"[১]

ব্রাহ্মণ সংযুক্ত—এই অংশে ব্রাহ্মণ ভারদ্বাজ এবং তাঁহার গোত্রের কতিপয় ব্রাহ্মণকে ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হইতে দৃষ্ট হয়। কথিত আছে ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ প্রথমে বুদ্ধের উপাসকত্ব গ্রহণ করেন। তৎপর তাঁহার স্ত্রী ধানঞ্জনী ব্রাহ্মণী বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য একবার জেতবনে আগমন করেন। তথায় তিনি বুদ্ধের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি সেখানেই বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করিয়া শরণাগত উপাসিকার পর্যায়ে উন্নীত হন। তাঁহাদের দেখাদেখি ঐ গোত্রের বহু ব্রাহ্মণ বুদ্ধের উপাসকত্ব গ্রহণ করেন।

বঙ্গীস সংযুক্ত—ইহাতে বঙ্গীস স্থবিরের মানসিক পরিবর্তনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গীস স্থবির তখন সবেমাত্র নব দীক্ষাপ্রাপ্ত শ্রামণের। স্থবির ন্যাগ্রোধকল্পের সহিত তিনি আলবীর নিকটস্থ কোন এক বিহারে বাস করিতেছিলেন। এই সময় কতিপয় রমণী সুন্দর পোশাক পরিধান করিয়া বিহার পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। শ্রামণের বঙ্গীস তাঁহাদের রূপশ্রী দর্শন করিয়া অল্পক্ষণের জন্য মোহগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অবশ্য তিনি নিজেই অব্যবহিত পরে আপন চিত্তের দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়া উদ্যমের দ্বারা কামনামুক্ত হন।

বন সংযুক্ত—কোশলের কোন এক অরণ্যবিহারে কতিপয় শ্রমণ বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রামণ্যব্রত ও শীল পালনে আলস্য প্রদর্শন করিতেছিলেন। সেই অঞ্চলের অরণ্যশ্রী বনদেবতা ভিক্ষু শ্রামণদের

---

১ "দেসেতু ভগবা ভন্তে, ধম্মং, দেসেতু সুগত ধম্মং সন্তি অপরক্খ-জাতিকা অস্সবণতা ধম্মস্স পরিহাযন্তি, ভবিস্সন্তি ধম্মস্স অঞ্ঞাতারো।"

এইরূপ দুর্বলতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। বনদেবতা বিনয়ের সহিত ভিক্ষুদের উপরোক্ত বিষয়ে অবহিত করায় ভিক্ষুদের চৈতন্যোদয় হয়। ইহার পর ভিক্ষুশ্রমণেরা শীল পালনে মনোযোগী হন।

যক্ষ সংযুক্ত—এই পরিচ্ছেদে কতিপয় যক্ষের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যক্ষ মনিভদ্দ, যক্ষ সানু, যক্ষ সক্ক, পিয়ঙ্কর, পুনব্বসু, সিবক, সূচীলোম, যক্ষ আলবক, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা প্রত্যেকে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় মুগ্ধ হন। তাঁহাদের আলোচনার কিছু অংশ প্রদত্ত হইল: সূচীলোম নামক যক্ষ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, "গৌতম, ভীত হইও না" প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ বলেন, "আমি কোন সময় ভীত নহি, তুমি নিজে আত্মানুসন্ধানে রত হও। তুমি নিজে কোন প্রকার পাপে লিপ্ত আছ কিনা অনুসন্ধান করিয়া দেখ।" যক্ষ সূচীলোম পুনরায় বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন, "ভয় ও অসন্তোষের কারণ কি? কোথায় ইহাদের মূল এবং কোথা হইতে ইহারা উৎপন্ন হয়? আনন্দের উৎস কোথায়? আনন্দের পরিণামই বা কোথায়" প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ জানান যে সৎকায় দৃষ্টি, ও আত্মবাদও উহাদের উৎস সম্পর্কে যিনি অভিজ্ঞ, তিনি কোন প্রকার কামনা বাসনার দ্বারা বশীভূত হন না, হে যক্ষ তিনিই জটিল সংসার স্রোত অতিক্রম করিতে পারেন। তাহাদের পুনর্জন্ম নিরুদ্ধ হইয়াছে বলা যায়।

'মনিভদ্দ' নামক অপর এক যক্ষ বুদ্ধকে বলেন, "যিনি সর্বদা সজাগ, তাঁহার ভাগ্য সকল সময় সুপ্রসন্ন হয়। তিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করেন। আগামীকল্য তাঁহার সুপ্রভাত হইবে বলা যায়।' বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে জানান যে ব্যক্তি রাত্রি দিন হিংসাভাব পোষণ করেন তাহার শত্রুতার উপশম হয় না। যিনি সকল সময় সমস্ত প্রাণীর প্রতি অপার মৈত্রীভাব পোষণ করেন পৃথিবীতে তিনি শত্রুশূন্য হইয়া বিহার করেন।

"পুনব্বসু"র মাতা নামক কোন যক্ষিণী তাহার কন্যাদিগকে এই বলিয়া সান্তনা দেয়, "আমার প্রিয় কন্যা উত্তরা, শান্ত হও। সমস্ত বন্ধনমুক্ত নির্বাণের প্রতিই আমার চিত্ত ধাবিত হয়। এই পৃথিবীতে পুত্র সকলের প্রিয়, স্বামীও প্রিয়, ধর্মও প্রিয়। পুত্রকন্যা বা স্বামী কাহাকেও ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিদান করিতে পারে না। কিন্তু সদ্ধর্ম মানুষকে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি-

দান করিতে সক্ষম।" পুনব্বসু এবং তাহার কন্যা উত্তরা উভয়ে উপরোক্ত বিষয়সমূহ চিন্তা করিতে করিতে চৈতসিক যন্ত্রণা হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া নির্বাণ লাভ করিতে সক্ষম হন।

অপর একদিন বুদ্ধ আলবীতে বাস করিবার সময় আলবক যক্ষের গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। আলবক যক্ষ আসিয়া বুদ্ধকে বলেন, "গৌতম বাহির হইয়া আসুন," বুদ্ধ কথানুযায়ী বাহির হইয়া আসিলেন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এইরূপ করিলেন। চতুর্থবার আলবক যক্ষ যখন বুদ্ধকে গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে বলিলেন তখন তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "এই-বার আর তোমার কথানুযায়ী কাজ করিতেছি না। আমি গুহা হইতে বাহির হইব না। তুমি যাহা পার কর।" তখন আলবক যক্ষ বুদ্ধের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "দেখুন, গৌতম, আপনি পণ্ডিত মানুষ। এইজন্য কিছু করিলাম না। তবে আপনাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিতেছি। প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিতে না পারিলে আপনাকে মৃত্তিকায় মিশাইয়া মারিয়া ফেলিব।" প্রশ্ন করিবার ছলে যক্ষ বলিলেন, "মানুষের শ্রেষ্ঠ বিত্ত কি? উত্তম রস কি? কিরূপ জীবন সবচেয়ে প্রিয়?" প্রত্যুত্তরে গৌতম জানান যে শ্রদ্ধাই মানুষের শ্রেষ্ঠ বিত্ত, ধর্ম উত্তম রস, জ্ঞানী ব্যক্তির জীবন সকলের প্রিয়।[১]

তৎপর আলবক বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন, "কি প্রকারে মানুষ অর্ণব অতি-ক্রম করে? ধর্মার্জন করিবার উপায় কি? মানুষ কি প্রকারে কীর্তিমান হয়? মিত্রলাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি?" বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে জানান যে শ্রদ্ধার দ্বারা সমুদ্র, অপ্রমাদের দ্বারা অর্ণব, পরিশ্রমের দ্বারা ধন, দানের দ্বারা কীর্তি এবং প্রজ্ঞার দ্বারা পারিশুদ্ধতা অর্জন করিতে হয়। অপ্রমত্ত ব্যক্তি জ্ঞানার্জন

---

১ "কিং সু'ধ বিত্তং পুরিসস্স সেট্‌ঠং,
কিংসু সুচিণ্ণ সুখমা বহাতি।
কিংসু হবে সাধুতরং রসানং?
কথং জি বিং জীবিতমাহু সেট্‌ঠং' তি?"
"সদ্ধী'ধ বিত্তং পুরিসস্স সেট্‌ঠং
ধম্মো সুচিণ্ণো সুখমা বহাতি;
সচ্চং হবে সাধুতরং রসানং
পঞ্‌ঞাজীবিং জীবিতমাহু সেট্‌ঠং।"

করিতে সক্ষম হন।[১] বুদ্ধের উত্তর শুনিয়া আলবক যক্ষ পরম প্রীতিলাভ-করেন এবং ত্রিশরণের শরণাপন্ন হইয়া বুদ্ধভক্তদের অন্যতম হন।[২]

সক্ক সংযুত্ত—এই অধ্যায়ে বুদ্ধ দেবরাজ ইন্দ্রের বহুপ্রকার গুণাবলীর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বহু পুণ্যকর্মের ফলে তিনি ত্রয়ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হন। একসময় দেবতা ও অসুরের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে অসুর রাজ বেপচিত্তি পরাজিত হইয়া বন্দী হন। তাঁহাকে যখন বন্দী অবস্থায় দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার উপর কোন দুর্ব্যবহার করেন নাই। বরঞ্চ তাঁহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া মুক্তি প্রদান করেন। এইরূপ ক্ষমার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। এইরূপ মহান গুণা-বলীর জন্যই তিনি দেবলোকে সুরগণের অগ্রগণ্য হইয়া মহাসুখ ভোগ করিতেন।

।। নিদান বর্গ।।

নিদান সংযুত্ত—এই অধ্যায়ে বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতির মূল সূত্রগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে জন্ম-মৃত্যু রহস্যের মূল কারণ দ্বাদশ প্রকার নিদানাকারে ব্যাখ্যা করা যায়।

অভিসময় সংযুত্ত—ইহার মূল বক্তব্য হইল এই যে পরমার্থ লাভেচ্ছু যোগীর পক্ষে অল্পমাত্র অনুশয় ও বিপজ্জনক। কারণ এই অনুশয় ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে মহাদুঃখের কারণ সৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং পাপ ক্ষুদ্র হইলেও উহাকে অবহেলা করা উচিত নহে।

---

১ "কথংসু তরতি ওঘং কথং সু তরতি অন্নবং,
কথং সু দুক্খং অচ্চেতি, কথং সু পরিসুজ্ঝতি ?"
"সদ্ধায় তরতি ওঘং, অপ্পমাদেন অন্নবং
বিরিয়েন দুক্খং অচ্চেতি, পঞ্ঞায় পরিসুজ্ঝতি।"

২ এবমেত্তং ভোতা গোতমেন অনেক পরিযায়েন ধম্মো পকাসিতো। এসাহং ভগবন্তং গোতমং সরণং গচ্ছামি ধম্মঞ্চ ভিকখুসংঘঞ্চ উপাসকং মং ভবং গোতমো ধারেতু অজ্জতগ্গে পানুপেতং সরণং গতন্তি।'

ধাতু সংযুত্ত—ইহাতে ধাতু সম্পর্কীয় আলোচনার অবতারণা করা হইয়াছে। চক্ষু, চক্ষুরূপ, চক্ষু বিজ্ঞান, শ্রোত্র, শব্দ, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণ, গন্ধ, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা, রস, জিহ্বা বিজ্ঞান; কায়, স্পর্শ, কায়বিজ্ঞান; মন, ধর্ম, মনোবিজ্ঞান, প্রভৃতির সংস্পর্শে চিত্তে বিবিধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। চিত্তের প্রতিক্রিয়াসমূহ এখানে পুঙখানুপুঙখরূপে আলোচিত হইয়াছে।

অনমতগ্গ সংযুত্ত—ইহাতে বলা হইয়াছে যে মানব জন্মের আদি নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা অজ্ঞতার নামান্তর। ইহা অজ্ঞেয়। সুতরাং ইহার উৎপত্তির ইতিহাস জানিবার প্রচেষ্টা করাও উচিত নহে।

কসসপ সংযুত্ত—ইহাতে বুদ্ধ মহাকাশ্যপের অল্পেচ্ছার প্রশংসা করিয়াছেন। কথিত আছে মহাকাশ্যপের ভিক্ষান্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ঔষধপত্র কোনটার জন্য অত্যধিক লোভ ছিল না। তিনি যাহা পাইতেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি কোন গৃহে গমন করিলে সেখানে চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন। তিনি কাহারও প্রতি অনুমাত্র অনুরাগ পোষণ করিতেন না। সকলকে সমানভাবে দর্শন করিতেন। সকলের প্রতি তিনি অপার মৈত্রীভাব পোষণ করিতেন। বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে মহাকাশ্যপের ন্যায় অল্পেচ্ছু হইবার জন্যে উপদেশ প্রদান করিতেন।

লাভসক্কার সংযুত্ত—ইহাতে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে লাভসৎকারের প্রতি আকৃষ্ট না হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। লাভসৎকার বা কাহারও অনুগ্রহের জন্য লালায়িত হইলে মানুষ বড়শিতে নিবদ্ধ মৎসের ন্যায় দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

রাহুল সংযুত্ত—রাহুলকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রদত্ত উপদেশ হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে। বুদ্ধ রাহুলকে বলেন যে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, কোনটারই স্থায়িত্ব অধিক নহে। সকলই ভঙ্গুর এবং নশ্বর। এইরূপ ক্ষণস্থায়ী বস্তুর প্রতি লোভ বা আকর্ষণ অনুভব করা মূর্খতার পরিচায়ক। জগতে সকলই যেখানে ক্ষণভঙ্গুর সেই অবস্থায় "এইরূপ বস্তু আমার বা আমি এইরূপ বস্তু" প্রভৃতি ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অনিত্য দুঃখ, ও অনাত্মভাব সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান পরিপক্ক তিনি ভব যন্ত্রণার উপশম করিয়া নির্বাণ মার্গ উপলব্ধি করিতে সক্ষম। তিনি ইহ জগতে থাকিয়াও অপার্থিব আনন্দ উপলব্ধি করেন।

লক্খণ সংযুত্ত—এই অংশে মহামোগগল্লায়ন বুদ্ধের সম্মুখে অন্যান্য ভিক্ষুকে লক্ষণ সম্পর্কীয় বিষয় সম্বন্ধে অবহিত করেন।

ওপম্ম সংযুত্ত—ইহাতে বলা হইয়াছে যে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাই সমস্ত পাপের মূল। এইজন্য ভগবান পুনঃ পুনঃ ভিক্ষুদের অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সর্বদা উৎসাহী ও উদ্যমী না হইলে দুষ্টমতি পাপী মারের প্রভাব অতিক্রম করা যায় না। ইহাতে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে মহাপ্রভাবশালী লিচ্ছবিগণও পাপকে প্রশ্রয় দিয়া কর্তব্যকার্যে অবহেলা করায় অজাতশত্রু কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল।

ভিক্ষু সংযুত্ত—ইহাতে মহামোগ্গল্লায়ন ভিক্ষুদিগকে 'আর্যনিরবতা' সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি বলেন যে কেবল দ্বিতীয় ধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তিই আর্যজনোচিত নীরবতার অধিকারী। এই পরিচ্ছেদে বুদ্ধ নন্দ ও তিষ্য নামক দুইজন ভিক্ষু অসাবধানতাবশতঃ জীবনে উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

।। খন্ধবগ্গ ।।

খন্ধ সংযুত্ত—ইহাতে পঞ্চস্কন্ধের আলোচনা করা হইয়াছে। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, এবং বিজ্ঞানই পঞ্চস্কন্ধ। ইহাতে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে যে যাহারা অজ্ঞানী, আর্য-সত্য সম্পর্কে যাহাদের কোন প্রকার অভিজ্ঞতা নাই তাহারাই পঞ্চস্কন্ধ সমন্বিত দেহ লইয়া গর্ববোধ করে। 'কায় আমার স্পর্শ, সংজ্ঞা, চেতনা, মন, আমার প্রভৃতি লইয়া গর্ব অনুভব করে। কাল ও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে যখন পঞ্চস্কন্ধের পরিণাম দৃষ্ট হয় তখন মানুষ দুঃখে অভিভূত না হইয়া পারে না। কিন্তু আর্যসত্য সম্বন্ধে যিনি অভিজ্ঞ তিনি সংসারের অনিত্য, দুঃখ, ও অনাত্মভাব লক্ষ্য করিয়া সংবিৎ ফিরিয়া পান। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যবর্গকে সাতটি বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অবহিত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সেই সাতটি বিষয় হইল: (১) ভিক্ষু তাহার শরীরকে ভালরূপে জানেন, (২) শরীরের উৎপত্তি সম্পর্কে ভালরূপে উপলব্ধি করেন, (৩) শরীরের বিনাশ সম্বন্ধেও ভালরূপে জ্ঞাত হন, (৪) শরীরের বিনাশের কারণ সম্পর্কেও জ্ঞাত হন, (৫) শরীরের তৃপ্তি, (৬) শরীরের দুঃখ, (৭) শরীরের দুঃখ হইতে মুক্তি সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ-রূপে জ্ঞাত হন। যে ভিক্ষু উপরোক্ত বিষয়সমূহে পারদর্শী তাঁহাকেই ধর্ম-বিনয়ে অভিজ্ঞ বলা যায়। পঞ্চস্কন্ধ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দুষ্টমতি মারের রাজ্য অতিক্রম করিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মহাদুঃখ ভোগ করে।

রাধ সংযুত্ত—ইহাতে মহান গৃহপতি রাধ বুদ্ধকে ধর্ম ও বিনয় সম্পর্কীয় কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধ তাঁহার সব কয়টি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। তিনি বলেন যে পঞ্চস্কন্ধের সমবায়েই জীবদেহ গঠিত। পঞ্চস্কন্ধকে বাদ দিয়া মানবদেহের কোন অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

দিট্‌ঠি সংযুত্ত—এই অংশে কতিপয় মিথ্যাদৃষ্টির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মানুষ বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টির বশীভূত হইয়া শাশ্বত, অশাশ্বত, অস্তানস্তিক প্রভৃতি নানা প্রকার মত বা দৃষ্টি পোষণ করে। ইহার দ্বারা মানুষের বহু অনর্থ সাধিত হয়। মানুষ জন্মান্তরে নিরয়াধিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘদিন নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। আর্যমার্গে উপনীত ব্যক্তিগণ পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করিয়া সংসার দুঃখের অন্তঃসাধন করিয়া নির্বাণ-সুখ উপলব্ধি করেন।

ওকুন্তিক সংযুত্ত—ইহাতে চক্ষু, শ্রোত, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন প্রভৃতি ষড় ইন্দ্রিয়ের বিকাশ ও পরিণাম সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে।

উপ্পাদ সংযুত্ত—ইহাতে বলা হইয়াছে যে চক্ষু, শ্রোত, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন প্রভৃতি ষড়ায়তনের সহিত শোক, পরিবেদন, ক্ষয় ও বিনাশ জড়িত।

কিলেস সংযুত্ত—ষড়ায়তন সংস্পর্শজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও ধর্ম (মন) আকৃষ্ট হওয়ার জন্য মানুষ মহাদুঃখ ভোগ করিতে হয়। উপরোক্ত বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিলে মানুষকে দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। সংসারে শৃঙ্খলমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় বাস করিতে সক্ষম হয়।

সারিপুত্ত সংযুত্ত—ইহাতে সারিপুত্র ও আনন্দের দার্শনিক আলোচনা নিবদ্ধ আছে। সারিপুত্র স্থবির আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে জানায় যে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত হওয়ায় তিনি রূপতৃষ্ণা মুক্ত। সাংসারিক ভোগতৃষ্ণা তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। তিনি সকল সময় জীবনমুক্ত হইয়া বিহার করেন।

নাগ সংযুত্ত—ইহাতে অণ্ডজ, সংসদেজ, ভ্রূণজ এবং জরায়ুজ প্রভৃতি চার প্রকার: প্রাণী উৎপত্তি কারণ বর্ণিত হইয়াছে।

সুপন্ন সংযুত্ত—ইহাতে চারিপ্রকারে প্রাণীজন্মের কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—অণ্ডজ, ভ্রূণজ, সংদেজ এবং ঔপপাতিক।

গন্ধব্বকায় সংযুত্ত—ইহাতে বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে বিভিন্ন প্রকার গন্ধর্ব সম্পর্কে অবহিত করান। তিনি বলেন বহু প্রকার গন্ধর্ব আছে যাহারা বৃক্ষের মূল, বাকল, আঁশ, পাতা, ফুল, প্রভৃতির সুগন্ধ উপভোগ করিয়া বাস করে।

বলাহক সংযুত্ত—এই অংশে বুদ্ধ বলাহক-কায়িক দেবতা সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন। ইহারা বিভিন্ন প্রকার মেঘকে আশ্রয় করিয়া বাস করে। যেমন শীতল মেঘ, উষ্ণমেঘ, পুষ্কর মেঘ, বজ্রমেঘ প্রভৃতি।

বচ্ছগোত্ত সংযুত্ত—ইহাতে বুদ্ধ ও বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজকের আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বচ্ছগোত্ত একজন মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ পরিব্রাজক। তিনি বুদ্ধকে দশটি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নগুলি ত্রিপিটকের বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হইয়াছে।

বুদ্ধ বলেন যে মানুষ অজ্ঞানতাবশতঃ এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা করে। এইগুলির উত্তর প্রদান করিতে গেলে উভয় প্রকার সংকটে পড়িতে হয়। এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া আর্যসত্য এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বিষয়ে অবহিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ইহাতে বিবিধ প্রকার সমাধিরও উল্লেখ করা হইয়াছে।

।। সলায়তন বর্গ।।

সলায়তন বা ষড়ায়তন বর্গ দশটি অধ্যায়ে এবং ২৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের নামানুসারে এই বর্গের নামকরণ করা হইয়াছে।

সলায়তন সংযুত্ত—এই অধ্যায়ে ষড়ায়তনের আলোচনা করা হইয়াছে। বুদ্ধ বলিয়াছেন যে চক্ষু ও চক্ষু সংস্পজ রূপ, শ্রোত্র, ও শ্রোত্র সংস্পজ শব্দ, নাসিকা ও নাসিকা সংস্পজ গন্ধ; জিহ্বা ও জিহ্বা সংস্পজ রস, কায় ও কায় সংস্পজ বস্তুনিচয়; মন ও মন সংস্পজ ধর্ম সকলই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম লক্ষণযুক্ত। এইগুলির কোনটি অপরিবর্তনীয় নহে। ষড়ায়তন বিষয়ে সংযত না হইলে জগতে কোন কিছুই করা সম্ভব নহে। ষড়ায়তনকে যথাযথভাবে উপলব্ধি না করারই অপর নাম অবিদ্যা। বুদ্ধ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে 'অবিদ্যাই সর্বদুঃখের মূল'।

বেদনা সংযুত্ত—এই অংশে তিন প্রকার বেদনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তিন প্রকার বেদনা হইল: সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, এবং উপেক্ষা বেদনা। সুখ বেদনা আপাত মধুর আনন্দের জন্য চিত্তকে নমিত করে। কামনা বাসনাযুক্ত বেদনা

সুখদায়ক নহে। কারণ ইহা আপাতমধুর কিন্তু পরিণাম ভয়াবহ। উহা তৃষ্ণামুক্ত নহে, উহাতে দুঃখের নদী চির প্রবহমান। সুখ দুঃখের অতীত যে বেদনা উহাই উপেক্ষা বেদনা নামে কথিত। শারীরিক কামনা বাসনায় আসক্ত মানুষ আনন্দের সময় সুখে উৎফুল্ল হয় এবং আবার দুঃখের সময় অত্যধিক ভাঙ্গিয়া পড়ে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা এইজন্য এই দুইটিকে সকল সময় উপেক্ষা করিয়া চলেন। এই কারণে পার্থিব আনন্দকে দুঃখজনক বলা হয়। যাহার পরিণাম দুঃখদায়ক তাহাকে কখনও সুখ বলা যায় না। উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। পার্থিব বস্তুসমূহকে যে এইভাবে দর্শন করেন তাহাকে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন বলা যায়।

মাতুগাম সংযুত্ত—ইহাতে স্ত্রীজাতির গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচিত হইয়াছে। সেই স্ত্রীলোকই পুরুষের আকর্ষণীয় হয় যাহার পাঁচটি গুণ বর্তমান। গুণগুলি: সুন্দর অবয়ব, বিত্তবান ঘরের মেয়ে, চরিত্রবতী, উৎফুল্ল স্বভাবের ও পুত্রবতী।[১] এই পাঁচটি গুণ না থাকিলে কোন স্ত্রীলোকই পুরুষের কাম্য হইতে পারে না। প্রত্যেক স্ত্রীলোককে জীবনে পাঁচটি বিষয়ের অধীন হইতে হয়: (১) তরুণ বয়সে স্বামীগৃহে গমন করিতে হয়। (২) মাতাপিতাকে ত্যাগ করিতে হয়, (৩) অন্তঃসত্বা হইতে হয়, (৪) সন্তানের মা বা জননী হইতে হয়, (৫) স্বামী বা পুরুষের বাধ্য থাকিতে হয়। এই পাঁচটি গুণের অভাব হইলে স্ত্রীলোককে নিরয়ে গমন করিতে হয়: অশ্রদ্ধ, লজ্জাহীনতা, অবিবেচক, ক্রোধী, এবং অজ্ঞানী। অপর পাঁচটি গুণ সমন্বিত স্ত্রীলোক মৃত্যুর পর সুগতিলোকে উৎপন্ন হয়। ঐগুলি হইল: শ্রদ্ধাবতী, বিনয়ী, অক্রোধী, জ্ঞানী ও অনীর্ষক।

জম্বুখাদক সংযুত্ত—ইহাতে সারিপুত্র স্থবির জম্বুখাদক পরিব্রাজককে বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি সম্পর্কে অবহিত করান। সারিপুত্র বলেন যে তৃষ্ণা-মুক্ত হওয়ার অপর নাম নির্বাণ। অর্হৎপ্রাপ্ত ব্যক্তির কোন তৃষ্ণা থাকে না। আর্যঅষ্টাঙ্গিকমার্গ অনুসরণ করিয়া চতুর আর্যসত্যকে যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করাই নির্বাণ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

সাংডক সংযুত্ত—এই অংশে সারিপুত্র স্থবির সাংডক পরিব্রাজককে নির্বাণ সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে লোভ, দ্বেষ, মোহ, হিংসা, কামনা বাসনার সম্পূর্ণ অবসানই নির্বাণ। আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করিয়া এইরূপ নির্বাণ লাভ করিতে হয়।

মোগগল্লান সংযুক্ত—ইহাতে মহামোগগল্লায়ন স্থবির সমাগত ভিক্ষুদিগকে চার প্রকার ধ্যান সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। ইহাতে তিনি পর্যায়ক্রমে চারি প্রকার অরূপ ধ্যানেরও উল্লেখ করেন। এইগুলি: আকাশ অনন্ত আয়তন, বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন, আকিঞ্চন অনন্ত আয়তন, এবং নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন।

গামনী সংযুক্ত—ইহাতে বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে ক্রোধের নানা প্রকার অবস্থা সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কাহারও প্রতি অত্যধিক বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ক্রোধের সঞ্চার হয়। একজন লোক সাধু কি অসাধু তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে যখন তাহাকে তিরস্কার করা হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি মানুষের নিন্দা প্রশংসায় বিচলিত হন না। তিনি সকলের প্রতি অপার মৈত্রীভাব পোষণ করেন।

অসংখত সংযুক্ত—ইহাতে বুদ্ধ 'অসংস্কৃত' অর্থাৎ নির্বাণ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। নির্বাণ এমন এক বস্তু যাহা উপমা, প্রমাণ, ন্যায় বা যুক্তির সাহায্যে বুঝানো যায় না। লোভ, দ্বেষ ও মোহের পরিসমাপ্তির ভাবই নির্বাণ। চারি প্রকার স্মৃত্যুপস্থান, চতুর ইদ্ধিপাদা, আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ, চতুর আর্যসত্য, সপ্তবোধ্যঙ্গ প্রভৃতি ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃষ্ট জ্ঞানই নির্বাণ।

অব্যাকত সংযুক্ত—ইহাতে রাজা প্রসেনজিৎ ভিক্ষুণী ক্ষেমাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রশ্ন নিম্নরূপ:[১] মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে কি? মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে অথবা না থাকে কি? এই জাতীয় আরও কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ক্ষেমা প্রত্যুত্তরে জানান যে এই সমস্ত উত্তর দেওয়ার মত নহে। এই প্রশ্নগুলি যেভাবে উত্থাপন করা উচিত সেই ভাবে করা হয় নাই। এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে উভয় প্রকার সংকটে পড়িতে হয়। মিথ্যা দৃষ্টিপরায়ণ অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরাই এই জাতীয় প্রশ্নের অবতারণা করেন। সারিপুত্র-

---

১ এইজন্য বলা হইয়াছে,—

"সদ্ধায তরতি ওঘং অপ্পমাদেন অন্নবং
বিরিয়েন দুক্খং অচ্চেতি পঞ্ঞায় পরিসুজ্ঝতি।"

মোগ্গল্লায়ন প্রমুখ মহাশ্রাবকগণ এইরূপ প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। পপঞ্চসূদনী নামক অট্ঠকথায় (প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৫) এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা নিবদ্ধ আছে।

।। মহাবগ্গ ।।

সংযুক্ত নিকায়ের এই অংশে বৌদ্ধধর্মের মূলনীতিসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে ও ১০৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল :

মগ্গ সংযুত্ত—ইহাতে আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, এবং সম্যক সমাধি।

বোধ্যঙ্গ সংযুত্ত—ইহাতে সপ্ত বোধ্যঙ্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। সপ্ত বোধ্যঙ্গ : স্মৃতি সমবোধ্যঙ্গ, ধর্ম বিচয় সমবোধ্যঙ্গ, বীর্য সমবোধ্যঙ্গ, প্রীতি সমবোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি সমবোধ্যঙ্গ, সমাধি সমবোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সমবোধ্যঙ্গ।

সতিপট্ঠান সংযুত্ত—চারিপ্রকার স্মৃত্যুপস্থান : কায়ে কায়ানুপস্সি বিহরতি, বেদনাসু বেদনানুপস্সি বিহরতি, চিত্তে চিত্তানুপস্সি বিহরতি, এবং ধম্মে ধম্মানুপস্সি বিহরতি।

ইন্দ্রিয় সংযুত্ত – পঞ্চিন্দ্রিয় : শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি, এবং প্রজ্ঞা। যুক্তি সঙ্গত বিশ্বাস বা পরোক্ষ জ্ঞানই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি কখনও অন্ধবিশ্বাসের বশীভূত হয় না। তিনি সকল সময় কর্ম ও কর্মফলে বিশ্বাস করেন। মনে পবিত্রতা ও উচচাকাঙক্ষাই শ্রদ্ধার পূর্ব লক্ষণ। স্বচ্ছ সলিলে সূর্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হওয়ার ন্যায় একমাত্র শ্রদ্ধাবান নির্মল চিত্তেই শ্রদ্ধেয় বস্তুসমূহ গৃহীত হয়। সত্য ধর্মের মর্ম উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রদ্ধার প্রয়োজন অত্যধিক। চিত্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেই কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা প্রভৃতি নিবরণসমূহ প্রহীন হয়। হস্তহীন ব্যক্তি যেমন মণি মুক্তা গ্রহণ করিতে অক্ষম, বিত্তহীন ব্যক্তি যেমন ভোগসুখে

বঞ্চিত, বন্ধ্যা যেমন পুত্র-কন্যাহীন তদ্রূপ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি সুকর্ম সম্পাদনে অপারগ কেবল শ্রদ্ধার দ্বারাই পুণ্য কর্মাদি সম্পাদিত হয়। সুতরাং শ্রদ্ধা মানুষের প্রধান বিত্ত স্বরূপ পরিগণিত হয়। শ্রদ্ধা মানুষের পাথেয় স্বরূপ।[১] শ্রদ্ধার সহিত পুণ্যকার্য সম্পাদন করিলে মহাফল লাভ হয়। শ্রদ্ধা চতুর্বিধ: (১) **আগমনীয় শ্রদ্ধা**— ইহা সর্বজ্ঞ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের নিকট বর্তমান থাকে। (২) **অধিগম শ্রদ্ধা**—আর্যশ্রাবকগণই এইরূপ শ্রদ্ধার অধিকারী (৩) **প্রসাদ শ্রদ্ধা**—বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মহা কপ্পিন রাজার যেরূপ শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতা উৎপন্ন হয় উহাই প্রসাদ শ্রদ্ধা। (৪) **ওকপ্পন শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধেয় বস্তুর গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার পর যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় উহারই নাম 'ওকপ্পন শ্রদ্ধা'।

স্মৃতি—ইহার দ্বারা কুশল কর্মসমূহ স্মরণ করা হয়। যাহা কিছু স্মরণ করা বা মনে করা 'স্মৃতি' নহে। অকুশল বিষয় মনে উঠিলে উহা অকুশল চিত্তোৎপত্তি মাত্র। কুশল কর্মসমূহ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করার নামই স্মৃতি। স্মৃতি কুশল চিত্তকে জাগ্রত রাখে। সৎকর্ম অপরিত্যাগই ইহার প্রধান লক্ষণ। সদা সতর্কভাব ইহার প্রধান কৃত্য। সর্ববিধ কুশল কর্মে স্মৃতির প্রাধান্য বিদ্যমান। স্মৃতিহীন মানুষ কর্ণধার বিহীন তরণীর ন্যায় বিভ্রান্ত। ভগবান বুদ্ধ স্মৃতিকে 'সর্বার্থসাধক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহার অপর নাম 'অপ্রমাদ' বলা যায়।

বীর্য—ইহার অপর নাম 'পরাক্রম', 'অধ্যবসায়', 'অদম্য উৎসাহ'। একের পর এক কার্য আরম্ভ করাই বীর্যের প্রধান স্বভাব। দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করাই বীর্যের কৃত্য। চিত্তের অপ্রতিহত গতিতে স্থিত থাকে বলিয়া ইহাকে 'উৎসাহ', বিরুদ্ধ শক্তি প্রতিহিত করে বলিয়া 'স্থাম', চিত্ত-সন্ততি রক্ষা করে বলিয়া 'ধীতি' নামে অভিহিত হয়। 'উপস্তম্ভ' বা প্রগ্রহই

"সতিঞ্চ খ্বাহং ভিকখবে, সব্বথিকং বদামি।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—"অত্থি ভিকখবে সতিসম্বোজ্ঝঙ্গট্ঠানিয়া ধম্মা, তত্থ যোনিসো মনসিকারো, বহুলীকারো অযমাহারো অনুপ্পন্নস্স বা সতিসম্বোজ্ঝঙ্গস্স উপাদায়, উপ্পন্নস্স বা সতিসম্বোজ্ঝঙ্গস্স ভিয্যোভাবায বেপুল্লায ভাবনায পারিপূরিযা সংবত্তন্তীতি। অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহে যথাযথ ভাবে মনোযোগী হইলে, পুনঃপুনঃ স্মরণ করিলে, তাহা অভ্যাস করিলে অনুৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন, উৎপন্ন সম্বোধ্যঙ্গ বর্ধিত হয়, বিপুল ভাব প্রাপ্ত হয়।

ইহার প্রধান লক্ষণ। আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গে ইহা 'সম্যক ব্যায়াম', সপ্ত-বোধ্যঙ্গে 'বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ' ঋদ্ধিপাদে 'বীর্য ঋদ্ধি-পাদ' এবং চৈতসিকের মধ্যে ইহা 'বীর্য-চৈতসিক' নামে অভিহিত। এই চৈতসিকই জলে পতিত শাবকের উদ্ধারের জন্য কাঠবিড়ালরূপী বোধিসত্বকে লাঙ্গুল দ্বারা সমুদ্র সিঞ্চনে নিয়োজিত করিয়াছিল। কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতম এই বীর্য-চৈতসিকের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করিয়াছিলেন,—

"ইহাসনে শুষ্যতুমে শরীরং ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু,
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং নৈবাসনাৎকায় মতশ্চলিষ্যতে।"

সমাধি—চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। মন বা চিত্তের বিক্ষিপ্তভাব পরিত্যাগ করাই ইহার লক্ষণ। একই আবলম্বনে নিশ্চল অবস্থায় অবস্থিত থাকা ইহার কার্য। ধ্যানভেদে ইহা চারিভাগে বিভক্ত: (১) সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখ মণ্ডিত প্রথম ধ্যান। (২) বিতর্ক বিচার বর্জিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ সম্পন্ন সমাধিজ প্রীতি-সুখ ও একাগ্রতা সম্প্রযুক্ত দ্বিতীয় ধ্যান। (৩) প্রীতি রহিত উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সুখ বিহারী তৃতীয় ধ্যান। (৪) সুখ-দুঃখ, সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য রহিত উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তযুক্ত চতুর্থ ধ্যান। অসমাহিত বিক্ষিপ্ত চিত্তযুক্ত মানুষ জগতে কোন প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারে না। সমাধি পরায়ণ, অপ্রমত্ত ব্যক্তি জগতের সকল কার্যে সফলকাম হন। শাক্য কুমার সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ গয়ার বোধিদ্রুম মূলে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইয়াই পরম বুদ্ধত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

প্রজ্ঞা—আলম্বন বা আরম্মনের স্বভাব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানই প্রজ্ঞা। জ্ঞান যখন মোহকে পরাজিত করিয়া আলম্বনের যথার্থ স্বভাব উদ্‌ঘাটিত করিবার উপযুক্ত শক্তি অর্জন করে তখন উহাকে 'প্রজ্ঞেন্দ্রিয়' বলে। সেই প্রকৃষ্ট জ্ঞান যখন অবিদ্যার আক্রমণে অবিচলিত থাকে তখন উহাকে 'প্রজ্ঞা' বলা হয়। প্রজ্ঞা দশ পারমিতার অন্যতম। ইহা আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গে সম্যক দৃষ্টি, সপ্ত সম্বোধ্যঙ্গে 'ধর্ম-বিচয়', কুশলমূলে অলোভ, ভাবনা কর্মে সম্প্রজ্ঞান, সমাধিতে বিদর্শন, ঋদ্ধিপাদে বীমংস, প্রতীত্য-সমুৎপাদে বিদ্যা নামে অভিহিত হয়। প্রজ্ঞা চিত্তে অধিগত আলম্বনের যথার্থ রূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া নির্বাণের পথ উদ্ভাসিত করে। স্মৃতি প্রকাশিত বিষয়কে দৌবারিকের পাহাড়া দিয়া চিত্তকে পথভ্রষ্ট হইতে রক্ষা করিয়া নির্বাণের দিকে অগ্রসর করায়। শ্রদ্ধা চিত্তকে সেই দিকে নমিত করায়। সমাধি চিত্তকে অবলম্বনে নিবিষ্ট রাখে।

প্রজ্ঞা সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার নিকট সকলে মাথা নত করে। রাজা নিজের দেশে সম্মান পায়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি সমস্ত বিশ্বে সকল মানুষের পূজা লাভ করে।

সম্মপপধান সংযুত্ত—সম্যক প্রধান চতুর্বিধ: উৎপন্ন পাপসমূহের বিনাশ করার প্রচেষ্টা, অনুৎপন্ন পাপের অনুৎপাদন প্রচেষ্টা, উৎপন্ন কুশল কর্মের পরিবর্ধনের প্রচেষ্টা, এবং অনুৎপন্ন কুশল কর্ম উৎপাদনের প্রচেষ্টা।

বল সংযুত্ত—পাঁচ প্রকার বল: শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা।

ইদ্ধিপাদা সংযুত্ত—চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদা: ছন্দ, বীর্য, চিত্ত এবং বিমংসা।[১]

অনুরুদ্ধ সংযুত্ত—ইহাতে অনুরুদ্ধ স্থবিরের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। রূপ, বেদনা, চিত্ত, চৈতসিক সাধনায় স্থবির অনুরুদ্ধের সমকক্ষ কেহ ছিল না। এই চার প্রকার বিষয়ে তিনি বুদ্ধশিষ্যদের মধ্যে দিকপালরূপে গণ্য হইতেন।

সোতাপত্তি সংযুত্ত—ইহাতে বলা হইয়াছে যে আর্যশ্রাবকেরা বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল হন। তাঁহার জীবনের বিনিময়েও কখনও ত্রিরত্নের শরণ ত্যাগ করেন না। ত্রিরত্নের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাবান হওয়ার দরুন তাঁহারা কখনও গুরুতর দুষ্কার্য করিতে পারে না। ফলে তাহাদের নিরয় গমনের পথ নিরুদ্ধ। সেই কারণে বলা হইয়াছে,—

> "যস্স সদ্ধা তথাগতো অচলা সুপতিট্ঠিতা,
> সীলঞ্চ যস্স কল্যাণং অরিযকন্তং পসংসিতং;
> সংঘে পসাদো যস্সত্থি উজুভূতঞ্চ দস্সনং,
> অদলিদ্দো'তি তং আহু অমোঘং তস্সজীবিতং।
> তস্মা সদ্ধঞ্চ সীলঞ্চ পসাদং ধম্মদস্সনং,
> অনুযুঞ্জেথ মেধাবী সরণং বুদ্ধানসাসনং।"[২]

---

১ *Gotama the Man*, p. 221.

২ সংযুত্ত নিকায়, ৫,৩৮৪; অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য় খণ্ড, ৫৭; ৩য় খণ্ড, ৫৪.

॥ অঙ্গুত্তর নিকায় ॥

অঙ্গুত্তর নিকায় সুত্ত পিটকের চতুর্থ গ্রন্থ।[১] ইহাতে সর্বমোট ২৩০৮টি সূত্র আছে। এইগুলি ১১টি নিপাত বা অধ্যায়ে বিভক্ত।[২] আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যানুসারে নিপাতসমূহের নামকরণ করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি নিপাত কতিপয় বর্গে বিভক্ত। বিবিধ বর্গে ও সূত্রে বিভক্ত হইলেও ইহাদের বিষয়সমূহ প্রায় এক।[৩] পূর্ববর্তী নিকায়সমূহের ন্যায় ইহাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সূত্রের অভাব নাই। সূত্রগুলি প্রায়ই গদ্যে ও পদ্যে রচিত। কোন কোন সূত্রে আবার ত্রিপিটকের অন্যান্য অংশের কিছু কিছু অবিকল উদ্ধৃতিও দৃষ্ট হয়। মিলিন্দ প্রশ্নে ইহাকে 'অঙ্গুত্তর নিকায়ে'র পরিবর্তে 'একোত্তর নিকায়' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্বাস্তিবাদ ত্রিপিটকের চৈনিক সংস্করণেও 'একোত্তর নিকায়' ও অঙ্গুত্তর নিকায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। অঙ্গুত্তর নিকায়ে যেই উপায়ে সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এইরূপ পদ্ধতি পালি ত্রিপিটক শাস্ত্রে নূতন নয়। দীঘ নিকায়ের কোন কোন সূত্রে (সঙ্গীতি, দসুত্তর) খুদ্দকনিকায়, থেরগাথা, থেরীগাথা, ইতিবুত্তক

১ পালি টেক্স্ট সোসাইটি লণ্ডন হইতে ইহার ইংরেজী সংস্করণ (৫ম খণ্ডে) প্রকাশিত হইয়াছে। এতৎসঙ্গে ইহার শব্দসূচীও প্রকাশিত হইয়াছে। ডক্টর জয় সুন্দর কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ ও পি. টি. এস. হইতে "Book of Gradual sayings" প্রকাশিত হইয়াছে। "The Book of the Numerical sayings" নামক অপর একটি আংশিক অনুবাদ আছে। "Die Reden des Buddha" নামে জ্ঞানতিলকের একটি জার্মান সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সিংহলী ও বর্মী ভাষায় একাধিক অনুবাদ আছে। ইহার একটি বাংলা সংস্করণ (১ম খণ্ড) রেঙ্গুন বুদ্ধিস্ট মিশন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাও বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। অপর কোন বঙ্গানুবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

২ নিপাতগুলির নাম : এক নিপাত, দুক নিপাত, তিক নিপাত, চতুক্ক নিপাত, পঞ্চক নিপাত, ছক্কনিপাত, সত্তক নিপাত, অট্ঠক নিপাত নবক নিপাত, দশক নিপাত, এবং একাদশক নিপাত। নিপাতসমূহের পরিচ্ছেদ সংখ্যা যথাক্রমে ২১, ১৬, ২৬, ২৬, ১২, ৯, ৯, ৯, ২২. ৩, ১.

৩ যেমন এক নিপাতের (১, বগ্গ ১৪) ৮০টি সূত্রের বিষয়বস্তু স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক; ২০তম বর্গে (১, বগ্গ ২০) ২৬২ সূত্র বিবিধ প্রকার ধ্যান সম্পর্কীয় বিষয় লইয়া রচিত। পঞ্চক নিপাতের অষ্টাদশ বর্গের দশটি সূত্র উপাসক উপাসিকাদের জীবন চরিত্র লইয়া রচিত।

গ্রন্থে এইরূপ ভাবে সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিতে দৃষ্ট হয়। অভিধর্ম পিটকের পুগ্গল পঞ্ঞত্তি গ্রন্থটিকে অঙ্গুত্তর নিকায়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ত্রিপিটকের অন্যান্য অংশ হইতে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদসমূহের নমুনা নিম্নরূপ :

"হে ভিক্ষুগণ, দুষ্টলোক কিরূপ? দুষ্টলোক অকৃতজ্ঞ, উপকারীর উপকার স্বীকার করে না। অকৃতজ্ঞতাই, হে ভিক্ষুগণ, অসাধু ব্যক্তির প্রধান লক্ষণ। সৎ ব্যক্তি কখনও অকৃতজ্ঞ হন না। কাহারও নিকট কোন উপকারপ্রাপ্ত হইলে সাধু ব্যক্তি অতি বিনয়ের সহিত তাহা স্বীকার করে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে দুইটি ব্যক্তির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব যাহাদের গুণ কেহ পরিশোধ করিতে পারে না। সেই দুইজন লোক হইল মাতাপিতা। হে ভিক্ষুগণ, মাতাপিতার ঋণ কেহ জীবনে পরিশোধ করিতে পারে না। যদি কোন কারণে কেহ মাতাকে এক স্কন্ধে এবং পিতাকে অপর স্কন্ধে লইয়া বাস করে এবং ঐ অবস্থায় তাঁহাদের স্নান, গাত্রমর্দন, শুশ্রূষা প্রভৃতি সর্বপ্রকার কর্ম করে এবং ঐভাবে সেই ব্যক্তি একশত বৎসর জীবিত থাকে তথাপি তাহার দ্বারা মাতাপিতার ঋণ শোধ করা সম্ভব হইবে না। যদি কোন ব্যক্তি মাতাপিতাকে পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করিয়া বহু ধন-সম্পত্তির অধিকারী করে তাহাতেও মাতাপিতার ঋণ ছেলের পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব হইবে না। কারণ মাতাপিতা বহু যত্ন করিয়া নিজের প্রাণের বিনিময়েও ছেলেকে বড় করিয়া তোলেন।

কিন্তু, যদি কোন ব্যক্তি বিদ্যার্জন করিয়া মাতাপিতাকে মিথ্যাদৃষ্টি হইতে উদ্ধার করিয়া সদুপদেশ প্রদান করিয়া সৎ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন এবং আত্মত্যাগের দ্বারা মাতাপিতার অন্তকরণে জ্ঞান রূপ শিখা উদ্দীপ্ত করিতে সক্ষম হয় তবেই তাঁহার দ্বারা মাতৃ-পিতৃ ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। তিনি জগতে যথার্থ সৎপুত্ররূপে পরিগণিত হয়।"[১]

অপর একপ্রকার সূত্রের উল্লেখ এখানে দৃষ্ট হয়। যেমন, তিকনিপাতের ১২৯ নং সূত্রে বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদের নিকট অদ্ভুত ধর্ম বিষয়ে (esoteric doctrine) উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

১ অঙ্গুত্তর নিকায়, ২, ৪, ১-২.

"ভিক্ষুগণ, তিনজন গোপনে কাজ করে। সেই তিনজন কে কে? স্ত্রীলোক গোপনে কাজ করে। ব্রাহ্মণ কানে কানে মন্ত্র প্রদান করে। মিথ্যা মন্ত্র গোপনে প্রকাশিত হয়। এই তিনটি বস্তুই গোপনে কাজ করে।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বস্তু প্রকাশ্যে প্রদীপ্ত হয় এবং গোপনে কোন প্রকার কাজ করে না। সেই তিনটি কি? হে ভিক্ষুগণ, চন্দ্রের কিরণ প্রকাশ্যে আলো বিতরণ করে, গোপনে প্রকাশিত হয় না। সূর্যের কিরণ প্রকাশ্যে প্রদীপ্ত হয়, গোপনে কাজ করে না, সেইরূপ বুদ্ধের ধর্ম-বিনয় প্রকাশ্যে প্রচারিত হয়, গোপনে প্রকাশিত হয় না। এই তিনটি বস্তুই হে ভিক্ষুগণ, প্রকাশ্যে প্রদীপ্ত হয়, গোপনে প্রকাশিত হয় না।"[১]

স্ত্রী চরিত্র লইয়া বহু সংখ্যক সূত্র রচিত হইয়াছে। ইহাতে স্ত্রী চরিত্রের বহুবিধ দোষগুণের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।[২]

'মনোরথ পূরনী' অনুসারে অঙ্গুত্তর নিকায়ে ৯৫৫৭ প্রকার বিষয় সম্পর্কীয় দেশনা, আলোচনা ও উপদেশাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। অঙ্গুত্তর নিকায়কে সুত্ত পিটকের 'সার সংগ্রহ' বলা যায়। ইহার সর্বমোট অক্ষর সংখ্যা হইল ৯৫০৪০০।

নিপাতসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল:

এক নিপাত—বুদ্ধ ও বুদ্ধ ধর্ম সম্পর্কীয় বহু বিষয় অতি সুন্দরভাবে ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী নিকায়সমূহে (দীঘ ও মজ্‌ঝিম) বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলি এখানে বিস্তৃতভাবে বর্ণনার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এতদগগ বগ্গে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক উপাসিকাগণের মধ্যে কাহারা কোন কোন বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন তাহাদের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, মহাকাশ্যপ বুদ্ধ শিষ্যদের মধ্যে যাহারা ভগবান বুদ্ধের বর্ণিত বিষয় যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন তাহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। এইরূপ আরও বহু বিষয়ের উল্লেখে এক নিপাত সমৃদ্ধ। ইহাতে বলা হইয়াছে যে সাধারণ কামনা-বাসনাপরায়ণ লোকের নিকট পরস্পরের বর্ণ,

১ অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য় খণ্ড, নং ১২৯.

২ অঙ্গুত্তর নিকায়, ১, রূপাদিবগ্গো.

গন্ধ, রস, ও স্পর্শের ন্যায় অপর কোন বস্তু জগতে বর্তমান নাই।[১] মানুষের চিত্ত সবচেয়ে অস্থির ও চঞ্চল।[২] সাধারণতঃ মানুষের মন ভাস্বর ও পবিত্র, বাহ্যিক, চৈতসিক সংযোগেই ইহা সংশ্লিষ্ট হয়।[৩] মৈত্রী ভাবনা অল্পক্ষণের জন্য করিলেও উত্তম। কারণ ইহার দ্বারা মহাফল লাভ করা যায়। সৎ সংসর্গ সকল সময় সুখদায়ক। মহোদ্যমের সহিত জ্ঞান সাধনা করা উচিত; কারণ বিদ্যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ জগতে আর বর্তমান নাই।[৪]

দুক নিপাত—ইহাতে দুই সংখ্যা দ্বারা বুদ্ধের বক্তব্যসমূহ একত্রিত করিবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে দুই প্রকার পাপ পরিত্যাগ করা উচিত: (১) এমন কতকগুলি দুষ্কর্ম আছে যাহার ফল ইহ-জন্মে ভোগ করিতে হয় ইহাকে দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম বলে। (২) আবার কতকগুলি দুষ্কর্মের ফল পরজন্মে নরকে উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘদিন কষ্ট পাইতে হয়। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে দান দুইপ্রকার: (১) আমিষ বা ভোগ্য বস্তু দান। এবং (২) নিরামিষ বা ধর্মদান। ইহাতে কতকগুলি শাস্তির উল্লেখ আছে যাহা অত্যধিক কঠোর বলিয়া সমাজে নিন্দনীয় ছিল। কথিত আছে সম্রাট অশোক অত্যধিক কঠোর বলিয়া এইরূপ কতকগুলি শাস্তি তাঁহার রাজ্যে উঠাইয়া দিয়াছিলেন।[১]

তিক নিপাত—ইহাতে বলা হইয়াছে যে মূর্খ ব্যক্তিরা কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা দুষ্কর্ম করে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা দুষ্কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কুশল কর্মে রত হন। তাঁহারা দান ও অভিনিষ্ক্রমণকে প্রশংসা করেন এবং সর্বদা মাতাপিতার ভরণ পোষণ করেন। তাঁহারা মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করিয়া প্রতীত্য সমুৎপাত ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পথ অনুসরণ করিয়া চলেন। মিথ্যা বাক্য ত্যাগ করিয়া সুভাষিত বাক্য প্রয়োগ করেন। বুদ্ধ বলেন, "কায়, বাক্য ও

---

১ ঐ, অকম্মনিয় বগ্গো, পৃ. ৬.

২ ঐ., পৃ ১০, "পভসসরমিদং, ভিকখবে, চিত্তং। তংচ খো আগন্তুকেহি উপক্কিলে-সেহি উপক্কিলিট্ঠং।"

৩ ঐ, ১ম, খণ্ড, পৃ. ১৪.

৪ এই নিপাতের 'অওবসবগ্গে'র সহিত অশোকের ভাব্রু অনুশাসনে উল্লেখিত 'বিনয় সমুখসে' নামক উপদেশাবলীর মিল পরিলক্ষিত হয়। অশোক অনুশাসনে বর্ণিত 'অরিয়বংস' এবং 'অনাগত ভয়ানি' নামক দুইটি অনুচ্ছেদের সহিত অঙ্গুত্তর নিকায়ের যথাক্রমে চতক্কনিপাত ও পঞ্চক নিপাতের (রাজবর্গ) সহিত তুলনীয়।

ও মনের দ্বারা যাহারা দুষ্কর্ম করে তাহারা মৃত্যুর পর মহাদুঃখ ভোগ করে। পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহাদের সৎ কর্মের দ্বারা মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া প্রভূত ভোগ সুখের অধিকারী হন।" ভিক্ষুগণ তিনটি বস্তুর প্রতি সকল সময় সজাগ থাকিবেন। সেই তিনটি বস্তু হইল: ইন্দ্রিয় দমন, মিতাহার ও অপ্রমত্ততা। তিন প্রকার লোক জগতে বর্তমান: অন্ধ, কানা ও চক্ষুষ্মান। পার্থিব ও অপার্থিব বস্তু সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান নাই তাহাকে অন্ধ বলা হয় পার্থিব বিষয় সম্পর্কে যাহার জ্ঞান আছে অথচ আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ তাহাকে এক চক্ষু অন্ধ লোকের সহিত তুলনা করা হয়। আর পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়ে যিনি পণ্ডিত তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে চক্ষুষ্মান বলা যায়।[২] কেবল চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি থাকিলে চক্ষুষ্মান বলা যায় না।

চতুক্ক নিপাত—মূর্খ ব্যক্তিরা অস্থানে গুরুত্ব আরোপ করিতে যাইয়া মহাদুঃখ ভোগ করে। তাঁহারা প্রশংসার অযোগ্য ব্যক্তিকে প্রশংসা করে, যোগ্য স্থানে আনন্দিত হয় না এবং অযোগ্য স্থানে আনন্দিত হয়। জগতে চারি প্রকার লোক দৃষ্ট হয়। যথা, (১) অজ্ঞ কিন্তু সৎভাবে জীবন যাপন করে, (২) অজ্ঞ এবং সৎভাবে জীবন যাপন করে না, (৩) জ্ঞানী অথচ সৎভাবে জীবন যাপন করে না (৪) জ্ঞানী অথচ সৎভাবে জীবনযাপন করেন। বুদ্ধ বলেন যে ভিক্ষুগণ চারি প্রকার প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। সেই চারি প্রকার প্রত্যয় হইল: পাংশুকুলিক চীবর, পিণ্ডিযালোপ ভোজনং, রুক্খমূল সেনাসং এবং পূতিমুত্ত ভেসজ্জং। ভিক্ষুগণ অপর চারি প্রকার বস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চলিবে। যেমন,--পতিরূপ দেশবাসো, সপ্পুরিস পচচয়ো, অত্তসম্ম পণিধী এবং কতপুঞ্ঞতা। ভিক্ষুগণ চারি প্রকার নীতির প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিলে কোন সময় দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না: (১) ভিক্ষু সকল সময় শীলবান হইবে, (২) মিতাহারী হইবে, (৩) ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত রাখিবে, (৪) রাত্রির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা অন্তিম যামে সমাধিতে রত থাকিবে।

অঙ্গুত্তরনিকায়, অন্ধসুত্তং, প. ১১৪.

"যথারূপেন চক্খুনা কুসলাকুসলে ধম্মে জানেয্য, সাবজ্জানবজ্জে ধম্মে জানেয্য, হীনপ্পনীতে ধম্মে জানেয্য, কণ্হসুকসপ্পটিভাগে ধম্মে জানেয্য। অযং বুচ্চতি, ভিক্খবে, পুগ্গলো দ্বিচক্খু।"

"অন্ধং একচক্খুং চ, আরকা পরিবজ্জযে
দ্বিচক্খুং পন সেবেথ, সেট্ঠং পুরিসপুগ্গলং।"

ইহা ছাড়া এই অধ্যায়ে গৃহীদের বিধিনিষেধ, মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য, চারি প্রকার পাপ, চারি প্রকার সর্প, দেবদত্তের পরিণাম, চতুর ধ্যান, চারি প্রকার সুভাষিত বাক্য,[১] চারি প্রকার অপকর্ম, ঋদ্ধিবিধা, সারবস্তু[২] এবং পূজার্হ[৩] ব্যক্তি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় সমৃদ্ধ।

পঞ্চক নিপাত—ইহাতে পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবল ; শ্রদ্ধা, হিরি, ওত্তপ্পো, বিরিয়, পঞ্ঞা ; পাঁচ প্রকার তথাগত বল : শ্রদ্ধা, বিরিয়, হিরি, ওত্তপ্পো এবং পঞ্ঞা পাচ প্রকার উপক্লেশ : অয়ো, লৌহংতিপু, সীসং এবং সজ্ঝং ; পাচ প্রকার নিবরণ : কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, থীনমিদ্ধং, উদ্ধচ্চ কুক্কুচ্চং, ও বিচিকিচ্চা, পাঁচ প্রকার ধ্যানের বিষয় : অসুভ, অনত্ত, মরণ আহারে পটিকুল, সব্বলোকে অনভিরতি ; পাঁচ প্রকার ফাসুবিহারের বিষয় : মেত্তং, কায়কম্মং, বরিকম্মং মনো কম্মং, শীল এবং সম্মাদট্ঠি প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনায় সমৃদ্ধ। ইহাছাড়া এই অধ্যায়ে অবিতরাগ, অবিতদোষ, অবিতমোহ, মকখ, এবং পলাস প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ছক্কনিপাত — ইহাতে বলা হইয়াছে ছয়টি ধর্মে অধিষ্ঠিত ভিক্ষু সকলের পূজ্য ও সম্মানিত হয়। ঐগুলি হইল রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এবং ধর্ম। ভিক্ষু এই ছয়টি বিষয়ে কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা সংযত হন। তিনি সর্বদা মৈত্রীভাব পোষণ করেন। তিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করিয়া সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হন। তিনি অপর ছয়টি ধর্মে মনোযোগী হন : (১) ন কম্মারমতা, ন ভস্সারমতা, ন নিদ্দারামতা, সঙ্গনিকারামতা, সোবচ সসতা, কল্যাণ মিত্ত তা। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে সমস্ত দৃষ্টির মধ্যে তথাগতের দৃষ্টি সমস্ত শ্রুত বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধের দেশনাই শ্রেষ্ঠ। তথাগতের শরণ লাভই শ্রেষ্ঠ শরণ, তথাগতের শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, তথাগতের পূজাই উত্তম পূজা, বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের স্মৃতিই শ্রেষ্ঠ অনুস্মৃতি।

সত্তকনিপাত—ইহাতে সাত প্রকার ধনের : সদ্ধা, সীল, হিরি, ওত্তপ্পো, সুত, চাগ, এবং পঞ্ঞা ; সাত প্রকার সংযোজন : অনুনয়, পটিঘ, দিট্ঠি, বিচিকিচ্চা, মান, অবিজ্জা, প্রভৃতি বিস্তৃত আলোচনা আছে। ইহাতে

১ সুভাষিত বাক্য : সচ্চবাচা, অপিসুনা বাচা, ফরুসা বাসা, এবং সম্পলাপা।

২ সারবস্তু চারিপ্রকার : যথা— শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি।

৩ চারি প্রকার পূজার্হ ব্যক্তির জন্য স্তূপ নির্মাণ করিয়া পূজার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাঁহারা হইলেন ; তথাগত বুদ্ধ পচ্চেক বুদ্ধ, তথাগত সাবক, এবং রাজচক্রবর্তী।

আরও বলা হইয়াছে যে যজ্ঞে প্রাণী বধ করা হয় উহা নিকৃষ্টতম যজ্ঞ। উহাতে বহু অপুণ্য সঞ্চিত হয়। ঐরূপ যজ্ঞের পরিণাম ভয়াবহ। জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনও ঐরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না।

অট্‌ঠক নিপাত—ইহাতে বৌদ্ধ ধর্মের মূল তত্ত্ব, বিবিধ প্রকার ভিক্ষা, উপসথ ও উপসথের উপযোগিতা ভূমিকম্পের আট প্রকার কারণ, বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।[১]

নবক নিপাত—ইহাতে নয় প্রকার পুরুষ; শ্রোতাপত্তি মার্গ ও ফল, সকৃতাগামী মার্গ ও ফল, অর্হৎ মার্গ ও ফল, পুথুজন, নয় প্রকার সংজ্ঞা অসুভ, মরণ, আহারে পটিকুল ভাব, সব্বলোকে অনভিরতি, অনিচ্চ, অনিচ্চে দুক্খ, দুক্খে অনত্তা, পহান, বিরাগ প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিচার দৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া ইহাতে পঞ্চস্কন্ধ, মানবের পঞ্চগতি, নিরয়, তিরচ্ছান প্রেত, মনুষ্য, দেব প্রভৃতি সম্পর্কীয় আলোচনায় সমৃদ্ধ।

দশক নিপাত—এই নিপাতের প্রারম্ভে ভগবান ও উপালির মধ্যে নিরয় সম্পর্কীয় বিষয় লইয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা দৃষ্ট হয়। এই আলোচনায় উপালি প্রশ্নকর্তা, এবং বুদ্ধ হইলেন উত্তর দাতা। উপালি প্রথমে সংঘভেদের বিষয় লইয়া বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন। বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে জানান যে সংঘের মধ্যে ঐক্য এবং ভিক্ষুদের ধর্ম-বিনয়ের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলে সংঘভেদ সংগঠিত হইতে পারে না। ধর্মকে অধর্ম, বিনয়কে অবিনয় বলিয়া প্রকাশ বা বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা হইতে সংঘভেদের সূত্রপাত হয়। ইহা ছাড়া এই অধ্যায়ে দশ সংজ্ঞা, অনিত্য, নিত্য, দুঃখ, অনাত্মা, মরণানুস্মৃতি, আহারে পটিকুল সংজ্ঞা, সব্বলোকে অনভিরতি, অথিক, পুলবক, বিনীলক, বিচ্ছেদক, এবং উদ্ধুমাতুক; দশ প্রকার পরিশুদ্ধি: সম্মাদিট্‌ঠি, সম্মাসংকপ্পো, সম্মাবাচা, সম্মা কমান্তো, সম্মা আজীব, সম্মা ব্যায়ামো, সম্মাসতি, সম্মা ঞানং, এবং সম্মা বিমুত্তি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্টি হয়। এই নিপাতে সপ্ত বোধ্যঙ্গ, সাধুমার্গ, অসাধুমার্গ অনুসরণকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে ও সাধারণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

একাদশক নিপাত—ইহাতে বিদ্যা ও আচরণকে নির্বাণ লাভের সোপান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দীঘনিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রের ন্যায় ইহাতে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে বিদ্যা বা জ্ঞান ব্যতীত পরমার্থ মার্গ অনুসরণ

করা যায় না। আচরণ বা শীলই নির্বাণের ভিত্তিস্বরূপ। শীলে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্তই নির্বাণ লাভের উপযোগী। বুদ্ধ তাহার প্রথম ধর্ম্মদেশনায় উল্লেখ করিয়াছেন যে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাই সর্বদুঃখের হেতু। অবিদ্যার কারণেই মানুষ সারকে অসার, অসারকে সার, অনিত্যকে নিত্য, দুঃখকে সুখ, হিতকে অহিত, অহিতকে হিত এবং অসুন্দরকে সুন্দর মনে করে। ক্রমে ক্রমে জ্ঞান সাধনার অভাবে চিত্ত তৃষ্ণাযুক্ত। তৃষ্ণার কারণেই মানুষ কামনা বাসনায় প্রলুব্ধ জন্মজন্মান্তরে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে। ইহাতে মৈত্রীভাবনার এগার প্রকার ফল বর্ণনা করা হইয়াছে। এইগুলি হইল: (১) মৈত্রীভাবনা পরায়ণ ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়, (২) সুখে নিদ্রা হইতে উত্থিত হয়, (৩) অসুভ স্বপ্ন দর্শন করে না, (৪) মানুষের প্রিয় হয়, (৫) নাগ, যক্ষ, ও অমনুষ্য-দের প্রিয় হয়, (৬) দেবতারা তাহাদের রক্ষা করে, (৭) অগ্নি, বিষ, ও অস্ত্রপ্রয়োগে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না (৮) সহজে সমাধিস্থ হয়, (৯) মুখ-মণ্ডল প্রদীপ্ত হয়, (১০) শান্তিতে দেহ ত্যাগ করে, এবং (১১) মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়।

খুদ্দক নিকায়

॥ খুদ্দক পাঠো ॥

ইহা খুদ্দক নিকায়ের প্রথম গ্রন্থ।[১] 'খুদ্দকপাঠো' শব্দের অর্থ 'সংক্ষিপ্ত পাঠ বা আবৃত্তি'। এই ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থখানি প্রত্যেক ভিক্ষু শ্রামণের অবশ্য পাঠ্য। নবদীক্ষিত ভিক্ষু শ্রামণেরা অন্যান্য গ্রন্থ শিক্ষা করিবার পূর্বে এই গ্রন্থখানি শিক্ষা করেন। ভক্ত গৃহস্থ বৌদ্ধদের নিকট ইহা পবিত্র মন্ত্ররূপে পরিগণিত হয়। ইহাকে নব দীক্ষিত শ্রামণের গণের 'হস্ত মালিকা' বা 'প্রার্থনা পুস্তক'ও বলা যায়। গ্রন্থের প্রথম চারিটি পাঠ অতিশয় সংক্ষিপ্ত।

ইহার ইংরেজী সংস্করণ Mr. Helmer Smith কর্তৃক পালি টেক্স সোসাইটি, লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এতৎসঙ্গে ইহার অট্ঠকথাও সংযোজিত করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ বিখ্যাত আচার্য বুদ্ধ ঘোষ খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে 'পরমত্থ জোতিকা' নামক ইহার একখানি অট্ঠকথা প্রণয়ন করেন। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে J. R. A. S. হইতে 'পরমত্থ' জ্যোতিকার (টীকাসহ) ইংরেজী অনুবাদ R. C. Childer কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। খুদ্দকপাঠের একাধিক বর্মী, সিংহলী ও বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত ধর্মজ্যোতি স্থবির ও নীলাম্বর বড়ুয়া কৃত "খুদ্দকপাঠো" (মূল, অন্বয় ও অনুবাদ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাঠগুলি : (১) ত্রিশরণ, (২) দশশীল, (৩) দ্বাত্তিংসাকার, (৪) কুমার প্রশ্ন।

ত্রিশরণ—'ত্রিশরণ' বলিতে আমরা বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের শরণকেই বুঝি। 'বুদ্ধ'[১] কাহারও গোত্র, বংশ, বা পিতৃদত্ত নাম নহে। চারি অসংখ্য লক্ষ কল্প পারমী পূর্ণ করিয়া বোধিদ্রুম মূলে বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পরই সিদ্ধার্থ গৌতম 'বুদ্ধ' নামে অভিহিত হন। ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত উপদেশাবলীই 'ধর্ম'। ধর্ম দুই প্রকার : লোকুত্তর ধর্ম এবং পরিয়ত্তি ধর্ম। নির্বাণ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই লোকুত্তর ধর্ম এবং বুদ্ধের প্রচারিত ত্রিপিটক শাস্ত্রই পরিয়ত্তি ধর্ম। লোকুত্তর সাধারণের প্রযোজ্য নহে। এই স্থলে পরিয়ত্তি ধর্মই 'ধর্ম' নামে অভিহিত। 'সংঘ' বলিতে ভগবান বুদ্ধ প্রবর্তিত আর্য শ্রাবক সংঘকেই বুঝায়। যে সংঘ উত্তম পথে অধিষ্ঠিত, সুপ্রতিপন্ন, ঋজুপ্রতিপন্ন, ন্যায় প্রতিপন্ন, এবং সমীচীন প্রতিপন্ন, তাঁহারাই সংঘ নামে পরিচিত। তাঁহারা আহ্বানের যোগ্য, পাহুনকের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলী' করণীয়, এবং দেব মানবের অনুত্তর পুণ্য ক্ষেত্র স্বরূপ। ত্রিশরণ নিম্নরূপ :—

"বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সংঘং সরণং গচ্ছামি।"

দ্বিতীয়বার (দুতিয়ম্পি) এবং তৃতীয়বার (ততিয়ম্পি) উপরোক্ত ত্রিশরণ উচ্চারণ করিয়া শরণ গ্রহণ করিতে হয়।[২] শরণ গ্রহণকারীর চিত্তের দৃঢ়তার তারতম্য শরণ বিবিধ প্রকার হইতে পারে।

১ 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ 'অনন্ত জ্ঞান'। তিনি সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে 'সম্যক সম্বুদ্ধ' বলা হয়। সর্বধর্ম যথাযথভাবে বুঝিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া 'বুদ্ধ' গুরুর উপদেশ ব্যতিত নির্বাণ উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া 'বুদ্ধ' স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া অপরকে ধর্মশিক্ষা দিয়াছেন বলিয়া বুদ্ধ' চতুর আর্য সত্য জ্ঞাত হইয়াছেন বলিয়া 'বুদ্ধ' অষ্টোত্তর শত তৃষ্ণা ক্ষয় করিয়া সর্বজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন বলিয়া বুদ্ধ' রাগ দ্বেষও মোহের অন্তসাধন করিয়াছেন বলিয়া 'বুদ্ধ'। অথবা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করিয়া সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন বলিয়াই তিনি 'বুদ্ধ' নামে অভিহিত হন।

২ শরণ দ্বিবিধ : লৌকিক ও লোকুত্তর। অনার্য বা সাধারণ লোকের শরণই লৌকিক শরণ। ইহা চারিপ্রকার; (১) অত্তসন্নিয়াতনেন—আমি অদ্য হইতে আমার

ত্রিশরণ বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করিবার সোপান স্বরূপ। কোন ব্যক্তি বৌদ্ধ-ধর্মে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে প্রথমেই ত্রিশরণের শরণাপন্ন হইতে হয়। ভগবান বুদ্ধ সর্বপ্রথম যশ প্রমুখ ভদ্রবর্গীয় যুবকবৃন্দকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দান করিবার এই পদ্ধতির প্রচলন করিয়াছিলেন। তখন হইতে কোন নূতন লোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দান করিবার জন্য এই 'ত্রিশরণ পদ্ধতি' অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। ত্রিশরণ গ্রহণ ব্যতিত কেহ শীলে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল বৌদ্ধ মাত্রেরই অবশ্য প্রতিপাল্য। এই দুইটি ব্যতীত কোন লোক প্রকৃত বৌদ্ধ নামে অভিহিত হইতে পারে না। শ্রদ্ধাবান বৌদ্ধগণ বুদ্ধ, ধর্ম, ও সংঘের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। তিনি দেব, ব্রহ্মা বা অন্য কাহাকে ত্রিরত্নের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না। তিনি সকল সময় বৌদ্ধের নয়গুণ[১] ধর্মের ছয়গুণ[২] এবং সংঘের নয়গুণ[৩] স্মরণ করেন। তিনি ত্রিরত্নকেই একমাত্র আরাধ্য দেবতা বলিয়া মনে করেন। তিনি ত্রিরত্নের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। ত্রিরত্নের গুণে বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা উৎপাদন করেন না। তিনি সকল সময় সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন। এইরূপ শরণাপন্ন পুণ্যবান ব্যক্তি ইহ-পরলোকে নানা প্রকার সুখ ভোগ করিয়া নির্বাণ লাভ করিতে সক্ষম হন।

নিজকে ত্রিরত্নের জন্য উৎসর্গ করিলাম। এইরূপভাবে শরণাপন্ন হওয়াকে আত্ম-ত্যাগ শরণ বলে। (২) তপ্পরায়ণতায়—ত্রিরত্ন হইতে কখনও পথক না হওয়ার সংকল্প অথবা ত্রিরত্নকে আজীবন শ্রেষ্ঠ শরণরূপে গ্রহণ করার নামই তপ্পরায়ণতা শরণ। (৩) সিসসুভাবুপগমনেন—ত্রিরত্নকে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া শরণাপন্ন হওয়াই শিষ্যভাবপ্রাপ্তি শরণ বলে। (৪) পণিপাতেন—ত্রিরত্নকে একমাত্র পূজার যোগ্য মনে করিয়া পূজা সৎকার করার নামই প্রণিপাত শরণ বলিয়া কথিত হয়।

১ বুদ্ধের নয়গুণ: (১) অরহং (২) সম্মা সম্বুদ্ধ, (৩) বিজ্জাচরণ সম্পন্ন (৪) সুগত, (৫) লোকবিদূ, (৬) অনুত্তর পুরিস-ধম্ম-সারথি, (৭) সত্থাদেব-মনুস্সানং, (৮) বুদ্ধো, এবং (৯) ভগবা।

২ ধর্মের ছয় গুণ: ১. স্বাকখাতো ভগবতা ধম্মো ২. সন্দিট্ঠিকো, ৩. অকালিকো, ৪. এহিপস্সিকো, ৫. ওপনযিকো, ৬. পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহী।

৩. সংঘের নয় গুণ: ১. সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, ২. উজুপটিপন্নো, ৩. ঞায়পটিপন্নো, ৪. সামীচি পটিপন্নো, ৫. আহুনেয্যো, ৬. পাহুনেয্যো, ৭. দকখিনেয্যো, ৮. অঞ্জলিকরণীয্যো, ৯. অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সাতি।

দশশীল—দশ প্রকার শিক্ষাপদ বা দশশীল শ্রামণের গণের অবশ্য প্রতিপাল্য। শিক্ষা করা কর্তব্য বলিয়া ইহাদিগকে 'দসসিক্খাপদং' বা 'দশ শিক্ষাপদ বলে। ইহা শ্রাবক, মহাশ্রাবক বা অন্য কাহারও প্রচারিত নহে। ভগবান বুদ্ধ রাহুল কুমারকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে এইগুলি প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছিলেন। তখন হইতে এই শিক্ষাপদগুলি ভিক্ষু শ্রামণেরদের অবশ্য প্রতিপালনীয় শীলরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। শিক্ষাপদগুলি নিম্নরূপ :—

১। পাণাতিপাতা বেরমনী সিক্খা পদং সমাদিয়ামি।
২। আদিন্নাদানা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
৩। অব্রহ্মচরিয়া বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
৪। মুসাবাদা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৫। সুরা-মেরেয-মজ্জ-পমাদট্ঠনা বেরমনী সিকখাপদং সমাদিযামি।
৬। বিকাল ভোজনা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৭। নচ্চ-গীতা-বাদিত-বিসুকদস্সনা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
৮। মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন–বিভূসনট্ঠানা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৯। উচ্চাসযন-মহাসয়না বেরমনী সিকখাপদং সমাদিযামি।
১০। জাতরূপ-রজত পটিগ্গহনা বেরমনী সিকখাপদং সমাদিযামি।

দ্বত্তিংসাকারো—আমাদের শরীরে ৩২ প্রকার অশুচি পদার্থে পরিপূর্ণ। কামনা-বাসনাপরায়ণ অজ্ঞানান্ধ মানব ইহা বুঝিতে পারে না। তাহারা এই নশ্বর অশুচি পরিপূর্ণ দেহের পরিপুষ্টির জন্য কতই না কষ্ট করে। যে ব্যক্তি নিয়ত মানব দেহের নশ্বরত্ব ও অশুচিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত হন তাহার অন্তরে কখনও রূপগর্ব জাগরিত হয় না। তিনি সর্বদা চিন্তা করেন যে চারি মহাসাগরের জল দ্বারা এই দেহকে ধৌত করিয়া মেরুপর্বত প্রমাণ সুগন্ধিদ্রব্য দ্বারা সক্ষম করিলেও এই অশুচিপূর্ণ দেহ পবিত্র হইবে না। এইরূপ চিন্তায় নিরত ব্যক্তির অন্তরে কখনও আসক্তিভাব উৎপন্ন হয় না। এই বিষয় যথাযথভাবে জ্ঞাত হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তি ৩২ প্রকার অশুচি পদার্থের বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা করেন। সেই অশুচি পদার্থসমূহ হইল :—

কেশ, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, উদর, বিষ্টা, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুজ,

রক্ত, স্বেদ, মেদ অশ্রু, চর্বি, থুথু, নাসামল, মাংসপেশী, মূত্র, এবং মস্তিষ্ক।[১]

কুমার প্রশ্ন—সাত বৎসর বয়স্ক মহাশ্রাবক সোপাক শ্রামণেরকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল ইহাকে 'কুমার প্রশ্ন' (কুমার পঞ্‌হো) বা 'শ্রামণের প্রশ্ন' (সামণের পঞ্‌হো) নামে অভিহিত। সোপাক নামে একজন মহাশ্রাবক[২] ছিলেন। তিনি সাত বৎসর বয়সে অর্হত্ব লাভ করেন এবং ঐ বয়সেই ভগবানের নিকট উপসম্পদা প্রার্থী হন।[৩] ভগবান তাঁহাকে পরীক্ষার জন্য দশটি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নগুলির মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে বৌদ্ধ ধর্মের মূল তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। প্রশ্নগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১. এক নাম কিং ?—সব্বেসত্তা আহার টঠিতিকা।
২. দ্বেনাম কিং ?—নামঞ্চ রূপঞ্চ।
৩. তীনি নাম কিং ?—তিস্ সো বেদনা।
৪. চত্তারি নাম কিং ?—চত্তারি অরিযসচচানি।
৫. পঞ্চ নাম কিং ?—পঞ্চুপাদানকখন্দা।
৬. ছ নাম কিং ?—ছ অজ্‌ঝত্তিকানি আযতানানি।
৭. সত্ত নাম কি ?—সত্ত ভোজ্ঝঙ্গা।
৮. অট্‌ঠ নাম কিং ?—অরিযো অট্‌ঠঙ্গিকো মগগো।
৯. নব নাম কিং ?—নব সত্তাবাসা।
১০. দস নাম কিং ?—দস অঙ্গেহি সমন্নাগতো অরহা'তি বুচচতি।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া পাঁচটি সূত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পাঁচটি সূত্রের মধ্যে 'মঙ্গল সূত্র', 'রতন সূত্র' এবং 'করণীয় মেত্তসূত্র' খুদ্দকণিকায়ের সুত্তনিপাতে এবং 'তিরোকুড্‌ড সূত্র পেতবত্থুতে দৃষ্ট হয়। অপর সূত্রটির নাম হইল 'নিধিকণ্ড সূত্র'। ইহাতে বুদ্ধ বর্ণিত প্রকৃত নিধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মানুষের অর্থকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইলে 'ইহা আমার

১ "অত্থি ইমস্মিং কাযে কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচং, মংসং, নহারু, অট্ঠি, অট্ঠিমিঞ্জং বক্কম্‌ং হদযং, যকনং কিলোমকং, পিহকং পপ্ফাসং, অন্তং, অন্তগুণং, উদরীযং, করিসং করীসং, পিত্তং, সেম্হং, পুব্বো, লোহিতং, সেদো, মেদো অস্সু. বসা, খেলো সিঙ্ঘানিকা, লসিকা, মুত্তকে, মত্থকে মত্তলুঙ্গন্তি।"

২ থেরীগাথা নং ২২৭।

৩ মহাবগ্গা।

কাজে লাগিবে' এই ভাবিয়া মানুষ গভীর উদকস্পর্শী গর্তে সঞ্চিত ধন প্রোথিত করিয়া রাখে। কিন্তু এইরূপে উত্তমরূপে প্রোথিত ধন ও রাজার দৌরাত্ম্য, চোরের উৎপীড়ন, ঋণ ও দুর্ভিক্ষের দ্বারা নষ্ট হইতে পারে। ধন স্থানচ্যুত হয়, যক্ষেরা হরণ করে নাগেরা স্থানান্তরিত করে অথবা অপ্রিয় উত্তরাধিকারিগণও চুরি করে। পুণ্যক্ষয় হইলে এমনি ও সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

দান, শীল, সংযম, দম, চৈত্য প্রতিষ্ঠা, সংঘ, মাতাপিতা অতিথি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবায় যেই ধন নিয়োজিত হয় সেই ধনই প্রকৃতভাবে সুনিহিত বলা যায়। ইহাই অজেয়, অনুগামী নিধি। নরনারীগণ পরলোকে গমন করিবার সময় এই পুণ্য সম্পদ সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে। এইরূপ নিধির ক্ষয় নাই। জন্ম-জন্মান্তরে উত্তম অঙ্গ সৌষ্ঠব, শরীর বর্ণ সুমধুর কণ্ঠস্বর, সৌন্দর্য, আধিপত্য রাজচক্রবর্তীত্ব, দেবত্ব, ব্রহ্মত্ব, বিদ্যা, বিমুক্তি, চারি প্রকার প্রতিসম্ভিদা, আট প্রকার বিমোক্ষ, শ্রাবক পারমী, প্রত্যেক বুদ্ধত্ব এমন কি সম্যক সম্বুদ্ধত্ব পর্যন্ত ইহার দ্বারা লাভ করা যায়।

। ধর্মপদ ।

'ধর্মপদ' সুত্ত পিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ। বৌদ্ধ যুগের অবসান হইতে ইংরেজ আমলের প্রারম্ভ পর্যন্ত ধর্মপদের আলোচনা ও গবেষণা কিছু দিনের জন্য পাক-ভারতে সীমিত থাকিলেও অন্য কোন গ্রন্থের তুলনায় ইহার চর্চা বর্তমান জগতে কম নয়। তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ইহার বহুল প্রচারে ও জগতের প্রধান প্রধান ভাষায় অনুবাদে ও নিত্য নূতন সংস্করণ প্রকাশনায়। সংস্কৃত প্রাকৃত, বর্মী, সিংহলী, থাই, ভাষা ছাড়াও চীনা, জাপানী, তিব্বতী, ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী ও রাশিয়ান প্রভৃতি ভাষায় ইহার একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে ডক্টর ফৌসবলই সর্বপ্রথম লাটিন ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশ করেন। পাশ্চাত্য জগতের অন্য শ্রেষ্ঠ ভাষা লাটীনে অনূদিত হওয়ার পরেই ধর্মপদের মাহাত্ম্য ইউরোপীয় মনীষীদের নিকট প্রকট হয়। দেখিতে দেখিতে ইউরোপের মনীষীবৃন্দ ধর্মপদের অমূল্য উপদেশ ও বুদ্ধ তথাগতের অসাধারণ আত্মত্যাগের কাহিনী শুনিয়া পালি ভাষা

Macdoland বলেন, 'Dhammapda is a collection of aphoxism representing the most beautiful, profound and poetical thoughts in Buddhist literature,—History of sanskrit Literature, (1900)

চর্চা ও বৌদ্ধ সাহিত্য গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে ম্যাক্স-মুলার সাহেব ধর্মপদের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহা প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই প্রাচ্য-প্রতিচ্যের বহু মনীষী ধর্মপদের মহান বাণী ও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।[২] তাঁহার পরে অধ্যাপক এলবার্ট ইহার অপর একখানি ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁহার পরও বহু ব্যক্তি ইংরেজী ভাষায় ধর্মপদের অনুবাদ করেন। ইহাদের মধ্যে প্রফেসর বি. পি. বপত, কে. জি. সাউণ্ডারস, এফ. এল. উডওয়ার্ড ও সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন উল্লেখযোগ্য। জার্মান ও ফরাসী অনুবাদকদের মধ্যে যথাক্রমে ওয়েবার, এল. বি. স্ক্রোডার, কে. ই. নিউম্যান এবং ফার্ডিনাণ্ডো প্রধান। ইহা ছাড়া আরও বহু লেখক নিজেদের গ্রন্থে ধর্মপদের বহু শ্লোক ও অনুবাদ ব্যবহার করিয়াছেন।[৩]

পাক-ভারত উপমহাদেশের ধর্মপদের প্রথম চর্চা আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বাংলায় 'বৌদ্ধধর্ম' নামক গ্রন্থে ধর্মপদের কিছু শ্লোক ও পদ্যানুবাদ সংযোজিত করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ধর্মপদের আলোচনা ইহাই সর্বপ্রথম। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে চারুচন্দ্র বসু মহাশয় ধর্মপদের একখানি সুন্দর বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি পালি শ্লোকের পার্শ্বে অন্বয়, সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সংযোজিত করেন। চারুচন্দ্র বসুর এই অনুবাদ পড়িয়াই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার কিছু অংশের (৪র্থ বর্গ পর্যন্ত) পদ্যানুবাদ এবং 'বঙ্গদর্শন' (নবম পর্যায়, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২) পত্রিকায় একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে স্বামী হরিহরানন্দ ধর্মপদের আর একখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি পালি শ্লোকের পার্শ্বে সংস্কৃত, বাংলা পদ্য ও গদ্যানুবাদ সংযোজিত করিয়া

২ Hymns of the faith, Chicago, 1902, U. S. A.

৩ তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :
Warren : Buddhism in Translation (H. O. S.), vol. III.
Kern : Manual of Buddhism.
Winternitz : History of Buddhist Literature (in German),
Geiger : Pali Literature and language (in German). Grundrise der Indo-Arisehen Philalogic Altertum Skem de :
Oldenberg : The Buddha (in German and as well as in English),
Rhys Davids : Buddhism (American Lectures on the History of Religions. SPCK.

ছেন। ইহার পর আরও অনেকে ধর্মপদের অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে প্রজ্ঞালোক প্রকাশনী কৃত 'ধম্মপদং' এবং কবি শশাঙ্ক বড়ুয়া কৃত 'কাব্যে ধর্মপদ' মহাস্থবির ধর্মাধারকৃত 'ধর্মপদ' এবং দার্শনিক বীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া কৃত 'ধম্মপদ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রজ্ঞালোক প্রকাশনীর 'ধম্মপদং' এ গ্রন্থকারদ্বয় প্রত্যেক গাথার বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা ছাড়াও প্রতি গাথার শীর্ষে আচার্য বুদ্ধঘোষ কৃত 'ধম্মপদ অট্ঠকথার' কাহিনীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেন, শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক বড়ুয়া কৃত 'কাব্যে ধর্মপদ' একটি গভীর অনুভূতিপূর্ণ ছন্দোময় কাব্যবিশেষ। ধর্মাধার মহাস্থবির কৃত ধর্মপদ প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় একখানি গ্রন্থ। তিনি গাথাসমূহের বঙ্গানুবাদ ছাড়াও ইহার মধ্যে একটি মূল্যবান ভূমিকা সংযোজিত করিয়া গ্রন্থের ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ভারতীয় আরও বহু ভাষায় ধর্মপদের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন কৃত হিন্দী ধর্মপদ বিশেষভাবে উলেখযোগ্য।

রচনাকাল

ধর্মপদের সঠিক রচনাকাল নির্ণয় করা সত্যিই কঠিন, তবে এ-বিষয়ে সকল পণ্ডিতই একমত যে ইহা ত্রিপিটক রচনার পূর্বে রচিত হইতে পারে না। কারণ ধর্মপদ একটি সংকলন গ্রন্থ। ত্রিপিটকের বিভিন্নস্থান হইতে ধর্মপদের গাথাগুলি সংকলিত হইয়াছে। আবার এই ধর্মপদ গ্রন্থটির রচনা মহাচার্য বুদ্ধ-ঘোষের অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দীর পরে হইতে পারে না। কারণ বুদ্ধঘোষ ত্রিপি-টকের অন্তর্গত প্রায় সমস্ত গ্রন্থেরই অর্থকথা প্রণয়ন করেন। তৎসঙ্গে ধর্ম-পদের প্রত্যেকটি গাথার উপর 'ধম্মপদ অট্ঠকথা' নামক একখানি বৃহৎ অর্থ-কথা প্রণয়ন করেন।[১] মিলিন্দ প্রশ্নেই সর্বপ্রথম ধর্মপদ গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এই গ্রন্থের রচনাকাল খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।[২]

আবার অভিধর্মের অন্তর্গত 'কথাবত্থু' গ্রন্থে ধর্মপদের বহু গাথা দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই গ্রন্থের লেখক মোগগলিপুত্ত তিস্স স্থবির নিজে কোথাও ধর্মপদের

---

১ এই ব্যাপারে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য :

Harvard Oriental Series, 28, 29 and 3o ;

B. C. Law : *History of Pali Literature*, Vol II, pp.449-472.

২ H. C. Ray Choudhury : *Political History of Ancient India* ; B. C. Law : *History of Pali Literature* vol. II. P. 371 ; Rhys Davids : *The Questions of King Milinda*, Part 1 & II Intro.

উল্লেখ করেন নাই। কথাবত্থুর রচনাকাল খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি। সুত্ত নিপাতের অর্থকথা মহানিদ্দেশ ও চুল্লনিদ্দেশ গ্রন্থসমূহেও ধর্মপদের বহু গাথার উদ্ধৃতি দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থসমূহের রচনাকাল খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। দীঘভাণক ও মজ্ঝিম ভাণক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে খুদ্দকনিকায়ের রচনাকাল খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। মহাবংশ ও দীপবংশে উল্লেখ আছে যে, অশোক ন্যাগ্রোধশ্রামণের মুখে ধর্মপদের অন্তর্গত অপ্পমাদ বর্গের আবৃত্তি শুনিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া ধর্মপদের একাধিক চৈনিক অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম হইল 'চু-ইয় কি-ঙ'। ইহার ভূমিকায় উল্লেখ আছে এই ধর্মপদের রচয়িতা বসুমিত্রের পিতৃব্য ধর্মত্রাত। বুদ্ধস্মৃতি নামক জনৈক ভারতীয় ভিক্ষু আনুমানিক ১০ খ্রীস্টাব্দে স্থানীয় চৈনিক ভাষায় ইহার অনবাদ করেন। ডক্টর নানজিওর মতে কাবুলবাসী ভিক্ষু সংঘভূতি ৩৮৩ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম সংস্কৃত হইতে ইহা চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেন। ধর্মসংগ্রহ মহার্থগাথা' নামক ধর্মপদের অপর একখানি চৈনিক অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে, পণ্ডিত থি-সি সাই খ্রীস্টীয় ৮৭০ — ১০০১ অব্দে ইহা চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেন। 'ফা-কিউ-কিঙ' নামক ধর্মপদের অপর একখানি চৈনিক অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে ৩৯ বর্গে বিভক্ত ৭৫২টি শ্লোক দৃষ্ট হয়। কিন্তু পালি ধর্মপদের বর্গের সংখ্যা ৪২৩ এবং ৫০০ শ্লোক ছিল। ইহাতে আরও উল্লেখ আছে জনৈক ভিক্ষু ওয়াই-চি লান সর্বপ্রথম রাজা হোয়াঙ-হো-র রাজত্বকালে খ্রীস্টীয় ২২৩ অব্দে ইহা চীনদেশে নীত হইয়াছিল এবং ইহার কিছুদিন পরে চৈনিক ভাষায় অনূদিত হয়। উপরি উক্ত আলোচনায় ইহা প্রতীয়মান হয় যে, খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর ১ম বা দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মপদ নিশ্চয়ই চৈনিক ভাষায় অনূদিত হয়।

সিংহলের পুরাবৃত্ত মহাবংশে উল্লেখ আছে সম্রাট অশোকের পুত্র মহিন্দই সমগ্র ত্রিপিটক ও ভাষ্যসমূহ পাটলিপুত্রের মহাসঙ্গীতির পর সিংহলে প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষ খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে 'সদ্ধম্মজ্যোতিকা' নামক ধর্মপদের একখানি ভাষ্য সিংহল হইতে পালি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

থেরবাদী বৌদ্ধদের বিশ্বাস, ধর্মপদ সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের অন্যতম গ্রন্থ। ত্রিপিটক সংকলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মপদও সংকলিত

হইয়াছিল। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই সত্তর্পণী গুহায় রাজা অজাতশত্রুর বদান্যতায় প্রথম মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এই সঙ্গীতিতেই ধর্মবিনয় সংগৃহীত হইয়াছিল। পণ্ডিত ও মেধাবী স্থবিরগণ গুরুপরম্পরা বুদ্ধের বাণীসমূহ রক্ষা করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতে অভিজ্ঞ স্থবিরগণ কর্তৃক ইহা পুনরাবৃত্ত ও অনুমোদিত হয়। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ত্রিপিঠক ও অট্ঠকথাসমূহ লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় ধর্মপদও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল; অতএব ত্রিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ধর্মপদের সঠিক কাল নির্ণয় সহজ ব্যাপার নহে। খুব সম্ভবতঃ ইহা শাক্যসিংহের বুদ্ধত্বলাভের[১] (৬০০ খ্রী পূঃ) পর হইতে মৌর্য সম্রাট অশোকের (৩০০ খ্রী পূঃ) পূর্ববর্তী কোন এক সময়ে সংকলিত হয়।

১ বুদ্ধত্বলাভের সন তারিখ লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে এখনও কিছু কিছু মতদ্বৈধতা পরিলক্ষিত হয়। সিংহল ও ভারতের পুরাতাত্ত্বিকবৃন্দ (বংস সাহিত্য ও পুরাণ) সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। স্মিথ ও পার্জিটার পণ্ডিতদ্বয় একবাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন যে পুরাণে প্রদত্ত সমস্ত তারিখ ঠিক নয়। ইহার মধ্যে কিছু ভুলভ্রান্তি নিশ্চয়ই আছে। (Pargiter : AIHT, pp. 286-7)। সিংহলী পুরাতত্ত্ব মতে বিম্বিসার ৫২ বৎসর, অজাতশত্রু ৩২, উদায়ী ১৬, অনুরুদ্ধ ও মুণ্ড ৮, নাগদাসক ২৪, শিশুনাগ ১৮, কালাশোক ২৮, এবং কালাশোকের পুত্র ২২ বৎসর রাজত্ব করেন। মহাবংশমতে (২য় পরিচ্ছেদ) অজাতশত্রুর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে (৫২+৮=৬০) অর্থাৎ বিম্বিসারের সিংহাসন আরোহণের কিছুকম ৬০ (প্রায় ৫৮৪ বৎসর) পরে ভগবান বুদ্ধ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। সিংহলী গণনানুসারে ৫৯২ খ্রীস্টপূর্বাব্দে (কেণ্টনী গণনা মতে অর্থাৎ ৪৮৯ খ্রীস্টাব্দে' সংঘভদ্র কর্তৃক চীনে আনীত 'doted record' অনুসারে ৪৮৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে) এই ঘটনা সংঘটিত হয়। আবার মহাবংশে ইহাও উল্লেখ আছে (Ibid' p. xxiii ; Dipavamsa, 6. 1.) বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২১৮ বৎসর পরে অশোক মৌর্য মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই তারিখ সত্য হইলে ৫৪৪ খ্রুস্টপূর্বাব্দে বুদ্ধের পরিনির্বাণের তারিখের সহিত সামঞ্জস্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইজন্য প্রফেসর গাইগার প্রমুখ ঐতিহাসিক চৈনিক ও চোলদেশীয় তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া বলেন যে ৪৮৩ খ্রীঃ পূঃ বুদ্ধ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের মতে ৫৪৪ খ্রীঃ পূঃ বুদ্ধের পরিনির্বাণ সংঘটিত হইতে পারে না কারণ ইহা কেণ্টনী তারিখ হইতে অনেক দূরে পড়িয়া যায়। অধ্যাপক রায় চৌধুরী ক্লাসিকেল লেখকদের প্রদত্ত তারিখের সহিত মিলাইয়া ৪৯৫ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৪৯ খ্রীঃ পূঃ পরিনির্বাণ তারিখ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। উপরে প্রদত্ত তারিখের পরিপ্রেক্ষিত শাক্যসিংহে বুদ্ধত্বলাভ সংঘটিত হয় ৫৪০ খ্রীঃ পূঃ (৪৯৫+৪৫=৫৪০) অথবা ৫২৪ খ্রীঃ পূঃ ৪৭৯+৪৫=৫২৪)। *Cf.* H. C. Rai Choudhury : Political

নামের তাৎপর্য

'ধম্মপদ' এর 'ধম্ম' ও 'পদ' শব্দ দুইটি বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অনেক সময় এই দুইটি শব্দের অর্থ এত বেশী ভিন্ন মুখী যে ইহার প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা অতিশয় দুষ্কর হইয়া পড়ে। ধর্মপদের 'ধর্ম' শব্দের অর্থ 'স্বাভাবিক', 'প্রকৃত', 'আইন', 'নীতি', 'মূলনীতি'' 'বিষয়', 'বস্তু', 'পদ্ধতি' 'পুণ্য', এবং 'পদ' শব্দের অর্থ 'কারণ', 'পদক্ষেপ', 'পথ', 'রাস্তা', 'গুচ্ছ', 'মালা', 'শ্লোক' প্রভৃতি। অভিধম্ম পিটকে 'পদ' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে স্থান', 'রক্ষা'' নির্বাণ'. 'কারণ', 'শব্দ', 'পদার্থ', 'অংশ', 'পদ', ও 'পদক্ষেপ'। এই গ্রন্থের নাম 'ধম্মপদ' এর বহু প্রকার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। যেমন, 'পুণ্যের পথ', 'ধর্মের পথ', 'সত্যের পথ' প্রভৃতি।

স্বয়ং 'ধর্মপদ' গ্রন্থে ধর্ম শব্দটি অন্ততঃ তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে :

(১) বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম বা বাণী, (২) বস্তু বা প্রকৃতি এবং (৩) পথ বা জীবন দর্শন। প্রথমটি সাধারণ বা চিরন্তন রীতি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা, এস ধম্মো সনন্তনো'—ইহাই সনাতন ধর্ম বা চিরন্তন রীতি (যমকবগগ, ৫) 'যম্‌হি সচ্চঞ্চ ধম্মোচ'—যাহা ধর্ম, যাহা সত্য; নীতি বা নিয়ম অর্থে: সম্মদাকখাতে ধর্মে—শ্রেষ্ঠ প্রচারিত ধর্মে। (২) 'চত্তারো ধম্ম বড্‌ঢন্তি—চারি প্রকার ধর্ম প্রবর্দ্ধিত হয়, 'সব্বে ধম্মা অনিচচা' সকল ধর্ম অনিত্য ইত্যাদি স্থলে প্রকৃতি বা পঞ্চস্কন্ধ অর্থে ধর্ম অর্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। (৩) 'হীনং ধম্মংন সেবেয্য'—হীন ধর্ম অনুসরণ করা উচিত নয়, 'মলা বে পাপকা ধম্মা—পাপ পথ পরিহার করা কর্তব্য ইত্যাদি স্থলে পথ বা জীবন দর্শন অথে প্রযুক্ত হইয়াছে। এরূপ 'পদ' শব্দ ধর্মপদে বিবিধ অর্থপ্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যেমন, প'মাদো মচ্চেনো পদং' প্রমাদ মৃত্যুর পথ, 'আকাশে ব পদং নত্থি' আকাশে কোন প্রকার পথ নাই, 'অপদং কেন পদেন নেস্‌সথ' ইত্যাদি আরও এইরূপ বহু উদাহরণ এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

History of Ancient India, pp. 225-228, কিন্তু দক্ষিণ ও দক্ষি পূর্ব এশিয়ার থেরবাদী বৌদ্ধেরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে বুদ্ধ ৫৪৪ খৃঃ পূ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। তথাকার ভিক্ষুগণ এই তারিখের গণনা মতে তাঁহাদের বিনয়কর্ম নির্ধারণ করেন।

আধুনিক পণ্ডিতগণ 'ধর্ম পদ' শব্দের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যেমন, স্পেন্স হার্ডির মতে ইহার অর্থ 'ধর্মের পথ', গগালির মতে 'ধর্মের সোপান', ফিয়ারের মতে 'ধর্মের ভিত্তি', ফৌজবলের মতে 'ধর্ম গাথা সংগ্রহ'। চৈনিক পণ্ডিতদের মতে ধর্ম পদের অর্থ 'শাস্ত্র বাক্য' বা ধর্ম শাস্ত্র বাক্য। আচার্য বুদ্ধঘোষ বলেন বুদ্ধ তথাগত চতুর আর্য সত্য'[১] 'মন্থন করিয়া মঙ্গলময় সুভাষিত' ধর্ম পদ' বা নির্বাণ উপলব্ধির উপায়' উদ্ভাবন করিয়াছেন।[২] স্বয়ং ধর্মপদ গ্রন্থে 'অত্থপদং'[৩] 'গাথা পদ[৪] এবং 'ধম্মপদ' একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে দৃষ্ট হয়। অতএব, ধর্মপদ শব্দের অর্থ 'নির্বাণ উপলব্ধির সোপান' দুঃখ মুক্তির উপায়, 'নির্বাণ বাণী বা 'অমৃতপদ' বলা যাইতে পারে।

আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ও রচনাশৈলী

ধর্মপদ একটি সংকলন গ্রন্থ। ইহার গাথাগুলির অধিকাংশ ত্রিপিটকের বিভিন্ন স্থান হইতে সংকলিত হইয়াছে। লেখকের নাম অজ্ঞাত। প্রত্যেক গাথা

১ চতুর আর্য সত্য: (১) দুক্খং অরিয়সচ্চং—জাতিপি দুক্খা জরাপি দুক্খা ব্যাধিপি দুক্খা, মরণম্পি দুক্খা, অপ্পিযেহি সম্পযোগ দুক্খো, পিযেহি বিপপযোগো দুক্খো যমপিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং সংখিত্তেন পঞ্চু পাদান কখন্ধা দুক্খা। (২) দুক্খ সমুদযং অরিয়সচ্চং—যাযং তণহা পোনব্ভবিক নন্দিরাগ-সহগতা তত্রতত্রা-ভিনন্দিনী, সেয্যথীদং কামতণহা ভবতণহা. বিভবতণহা। (৩) দুক্খনিরোধং অরিয়সচ্চং—যো তস্সা যেব তণহায অসেস-বিরাগ, নিরোধো, চাগো, পাটিনিস্-সগ্গো মুত্তি, অনালযো, এবং (৪) দুক্খনিরোধ গামিনী পটিপদা অরিযসচ্চং-অযমেব অরিযো অট্ঠঙ্গিকো মগগো। সেয্যথীদং সম্মাদিট্ঠি, সম্মাসঙ্কপ্পো, সম্মাবাচা, সম্মাকম্মন্ত সম্মাআজীবো সম্মাবাযামো, সম্মাসতি, সম্মাসমাধি।"

২ "সম্পত্ত সদ্ধম্মপদো সব্বা ধম্মপদং সুভং দেশেমি।"

৩ "সহসসমপি চে বাচা অনত্থপদসংহিতা
একং অত্থপদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি।"

—সহস্সবগ্গ শ্লোক নং ১।

৪ "সহসসম'পি চে গাথা অনত্থপদসংহিতা'
একং গাথা পদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি।"

—সহস্সবগ্গ শ্লোক নং ২।

স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব রীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ, । সংকলনের মধ্যে একটি বিশিষ্ট রীতি অনুসৃত হইয়াছে। পরিচ্ছেদগুলি সাজানোর মধ্যে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গির অভাব লক্ষণীয়। পকিন্নক বা বিবিধ পরিচ্ছেদটি সর্বশেষে দেওয়ার পরিবর্তে পুস্তকের মধ্যস্থলে দেওয়া হইয়াছে। গাথার একই ছত্র[১] একাধিক জায়গায় ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার পণ্ডিতবর্গের পঞ্চম গাথা দণ্ডবর্গে অবিকল পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে।' ঊনবিংশ অধ্যায়ের ১১,১২ নং শ্লোকগুলি কেন ভিক্ষুবর্গে দেওয়া হইল তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তদ্রূপ ঊনবিংশ অধ্যায়ের ৩নং শ্লোক পণ্ডিত বর্গে সংযুক্ত করা হইলে যেন বেশী মানান সই হইত। জরাবর্গের মধ্যস্থলে 'উদান' হইতে গৃহীত শ্লোকটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।[২] এইরূপ আরও কিছু কিছু সংকলনের ক্রটি লক্ষণীয়।

ধর্মপদের কাব্যিক মূল্য অপরিসীম। ইহার ভাষা সরল ও আড়ম্বর-বর্জিত।[৩] ছন্দের গরমিল ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। ইহার নীতিকাব্যসমূহ জীবনমূল হইতে উৎসারিত হইয়াছে। প্রাচ্য প্রতীচ্যের মনীষীবৃন্দ ধর্মপদের গাথা-সমূহের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।[৪] ইহাতে এমন কতগুলি উপমা ও দৃষ্টান্তের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় যাহাদের শক্তি শুধু অর্থের মনোহারিত্বে নয় হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতাও অতুলনীয়।

যেমন,—

"যস্স পাপং কতং কম্মং কুসলেন পিথিযতি,
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্ভামুত্তো'ব চন্দিমা।"

(লোক বগ্গ, নং ৭)

যাঁহার পুণ্যকর্মের দ্বারা পাপকর্ম আবৃত হয়, তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় ইহা জগতকে আলোকিত করেন।

১ পুপ্পবগ্গের ৪ নম্বর শ্লোক ও মগ্গবগ্গের ১৫ নম্বর শ্লোক দেখ: "সুত্তং গামং মহোঘো'ব মচ্চুআদায় গচ্ছতি।"

২ "উদকং হিনযন্তি নেত্তিকা উসুকারো নমযন্তি তেজনং দারুং নমযন্তি তচ্ছকা অত্তানং দমযন্তি পণ্ডিতা।"

৩ "অনেকজাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং।
গহকারং গবেসন্তো দুক্খাজাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসংকিতং
বিসংখার গতং চিত্তং তণ্হানং খযমজ্ঝগা।"

"অনুপুব্বেন মেধাবী থোকং থোকং খনে খনে"
কম্মারো রজতস্সেব নিদ্ধমে মলমত্তনো।"
(মলবগ্গো নং ৫)

কর্মকারের রজতমল দূরীভূত করার ন্যায় মেধাবী ব্যক্তি স্বীয় মল দূরীভূত করেন।

পণ্ডিত ব্যক্তি পর্বতারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় নিম্নের মূঢ় ও অজ্ঞ জনসাধারণকে দর্শন করেন।[১] নক্ষত্র পরিক্রমণকারী চন্দ্রের ন্যায়[২] বিন্দু বিন্দু জল পড়িয়া উদককুম্ভ পরিপূর্ণ হওয়ার ন্যায়[৩] পণ্ডিতব্যক্তি নিজের জ্ঞান পূর্ণ করিয়া শোভা পান ইত্যাদি। এইরূপ আরও বহু উপমার উল্লেখ ধর্মপদে দৃষ্ট হয়।

নানা সংস্করণ

এই পর্যন্ত ধর্মপদের চারটি সংস্করণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যথা: (১) পালি, (২) প্রাকৃত, (৩) সংস্কৃত, (৪) মিশ্র সংস্কৃত।

পালি—ধর্মপদের বিবিধ সংস্করণের মধ্যে পালি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইহাতে ২৬টি অধ্যায় ও ৪২৩টি শ্লোক আছে, দেশী বিদেশী বহু ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাকৃত—ইহার অল্প কিছু অংশ মাত্র চৈনিক তুর্কিস্থানে পাওয়া গিয়াছে। ইহা খরোস্টি হরফে লিখিত। ইহার শ্লোক ও অধ্যায় সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর বড়ুয়া ও মিত্র কর্তৃক একটি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্কৃত—মূল সংস্কৃততে রচিত ধর্মপদের কিছু পাণ্ডুলিপি তুরফান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি পরবর্তীকালীন গুপ্ত হরফে রচিত। ইহার নাম উদানবর্গ। রকহিল সাহেব উদানবর্গের সহিত চৈনিক 'চু-ইয়াও-কিঙ'-এর সম্পর্ক নির্দেশ করিয়াছেন। গাথা ও সর্গ সংখ্যার দিক দিয়া দুইটি গ্রন্থ প্রায় একরূপ। উদানবর্গের তিব্বতী অনুবাদও পাওয়া গিয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় ৮১৭-৮৪২ অব্দে রাজা রাল্‌য হেনের আমলে করা হইয়াছে।[৪]

---

১ "Rarely is the meaning of the author unintelligible and rarely the help of tradition is required to know the exact meaning of the verse." Dhammapada, Oriental Book Supplying Agency, Poona, 1923, Introduction, p. XXX.

২ "পব্বতট্ঠো'ব ভুম্মট্ঠে ধীরো বালে অবেক্খতি"—অপ্পমাদবগ্গ ৮।

৩ "নক্খত্ত পথং'ব চন্দিমা"—সুখবগ্গ, শ্লোক নং ১২।

৪ "উদকবিন্দু নিপাতেন উদক কুম্ভোপি পূরতি।" পাপবগ্গ। শ্লোক নং ৭।

মিশ্র সংস্কৃত—মিশ্রসংস্কৃত ধর্মপদের কোন সংস্করণ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কেবল চৈনিক সূত্রেই ইহার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। 'পা-কিউ-কিঙ' সম্ভবতঃ এই মিশ্র সংস্কৃত ধর্মপদের চৈনিক অনুবাদ।[১] স্যামুয়েল বিল সাহেবের মতে ওয়াই-চি-লান নামক জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমণ রাজা হোহাঙ হো-র আমলে ২২৩ খ্রীস্টাব্দে ইহা চীনে আনয়ন করেন। ইহাতে ৩৯টি অধ্যায় ও ৭৫২টি শ্লোক আছে। ইহার তিনটি চৈনিক সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া চীনা ও তিব্বতী ভাষায় ধর্মপদের বহু সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি পালি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে অনুবাদ করা হইয়াছে।

প্রাকৃত ও পালি ধর্মপদ

পালি ও প্রাকৃত ধর্মপদের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় প্রাকৃত ধর্ম-পদ অসম্পূর্ণ। ডক্টর বেনীমাধব বড়ুয়া ও শৈলেন্দ্র নাথ মিত্রের প্রদত্ত ক্রম অনুসারে প্রাকৃত ও পালি ধর্মপদের অধ্যায় ও শ্লোকগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সাজান যায়।

রিচ্ছেদ ।মিক নং	প্রকৃত ধর্মপদের অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যা		পালি ধর্মপদের অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যা		
১.	মগ্‌গ বগ	৩০	২০.	মগ্‌গবগ্‌গ	১৭
২.	অপ্পমাদবগ	২৫	২.	অপ্পমদ্দবগ্‌গ	১২
৩.	চিত্তবগ ৫ অসম্পূর্ণ			চিত্তবগ্‌গ	১১
৪.	পুসবগ	১৫	৪.	পুপফবগ্‌গ	১৬
৫.	সহসবগ	১৭	৮.	সহস্‌সবগ্‌গ	১৬
৬.	পণিতবগ অথবা		৬.	পণ্ডিতবগ্‌গ	১৪
	ধম্মট্‌ঠবগ	১০	১৯.	ধম্মটঠবগ্‌গ	১৭
৭.	বালবগ ৭ অসম্পূর্ণ		৫.	বালবগ্‌গ	১৭
৮.	জরাবগ	২৫	১১.	জরাবগ্‌গ	১৬
৯.	সুহবগ ২০ অসম্পূর্ণ		১৫.	সুখবগ্‌গ	১২
১০.	তসস্‌বগ ৭ অসম্পূর্ণ		২৪.	তণ্‌হাবগ্‌গ	২৬
১১.	ভিক্ষুবগ	৪০	২৫.	ভিকখুবগ্‌গ	২৩
১২.	ব্রাহ্মণবগ	৫০	২৬.	ব্রাহ্মণবগ্‌গ	৪১

১ **Rockhill : Udanavarga; Intro., pp. xi—xii.**

উপরিল্লিখিত ব্যবস্থাপনা হইতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। ডঃ বড়ুয়া ও মিত্র মহাশয়ও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পালি ধম্মপদের তুলনায় প্রাকৃত ধর্মপদে শ্লোকের সংখ্যা অধিক। যেমন ১ম, ২য়, ৫ম, ৮ম, ৯ম, একাদশ এবং দ্বাদশ অধ্যায়সমূহে শ্লোকের সংখ্যা অধিক। ইহাছাড়া কতকগুলি শ্লোক পালি ধম্মপদের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ত্রিপিটকের বিভিন্ন স্থান হইতে এইগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আবার বহু শ্লোক আছে যেগুলি কেবল পালি ধর্মপদে বর্ণিত বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ করিবার জন্যই সংযোজিত হইয়াছে।

পা-কিউ-কিঙ ও পালি ধর্মপদ

'পা-কিউ-কিঙ' ও পালি ধম্মপদের মধ্যে বহু পার্থক্য ও মিল পরিলক্ষিত হয়। 'পা-কিউ-কিঙে'র মূল সংস্কৃত সংস্করণ এখনও আবিস্কৃত হয় নাই। কেবল চৈনিক অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। চৈনিক অনুবাদকের মতে ইহার অধ্যায় সংখ্যা ৩৯ এবং শ্লোক সংখ্যা ৭৫২।[১] এই উনচল্লিশ অধ্যায়ের মধ্যে ৯-৩৫ অধ্যায় পালি ধম্মপদের অনুরূপ। কেবল শ্লোক সংখ্যার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম হইতে অষ্টম অধ্যায় এবং ৩৬ হইতে ৩৯ অধ্যায় সম্পূর্ণ নূতন। ইহার মধ্যে ১ম এবং ১৯শ অধ্যায়ের অধিকাংশ শ্লোকের সঙ্গে প্রাকৃত ধম্মপদের অষ্টম অধ্যায় (জরাবগ্‌গ) এবং উদানবর্গের ১ম অধ্যায়ের যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় ও অষ্টম অধ্যায়ের সঙ্গে উদানবর্গের অনুরূপ অধ্যায় লক্ষণীয়। স্যামুয়েল বিল সাহেবের মতে 'পা-কিউ-কিঙ-এর ৩৮ (Profit of Religion) এবং ৩৯ (Good fortune) অধ্যায় যথাক্রমে পালি মঙ্গলসুত্ত ও মহামঙ্গল জাতকের অনুবাদ।[২] এইভাবে 'পা-কিউ-কিঙ' এর আলোচনায় দেখা যায় ইহার অতিরিক্ত শ্লোকগুলি মূল সংস্কৃত ধর্মপদে পরবর্তীকালে সংযুক্ত করা হইয়াছে। ইহার আলোচনায় আরও জানা যায় যে সংকলকগণ সকলেই পালি 'সুত্তনিপাত' হইতে পুনঃ পুনঃ অধিকতর শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছেন, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, সপ্তম, অষ্টম, এবং উনচল্লিশতম অধ্যায়সমূহ যথাক্রমে সুত্ত নিপাতের 'সল্লসুত্ত', 'উট্ঠানসুত্ত',

১ Beal's Dhammapada, p. 35.
২ Beal Samual : Dhammapada, p. 208.

'চুন্দসুত্ত', 'আলবক সুত্ত', 'মেত্তসুত্ত', 'সুভসুত্ত' এবং মঙ্গল সুত্তের অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অধ্যায়গুলি পালি ধর্মপদের মতই ত্রিপিটক হইতে সংকলিত হইয়াছে।

ধর্মপদ ও উদানবর্গ

উদানবর্গে চৈনিক 'ছু-উ-কিং'-এর মত ৩৬টি অধ্যায় আছে। তাহার মধ্যে ২৬টি অধ্যায় পালি ধম্মপদের তেত্রিশটি অধ্যায় 'ছু-উ কিং -এর অনুরূপ। এতদ্ভিন্ন অবশিষ্ট অধ্যায়ের শ্লোকগুলি সুত্তনিপাত, খুদ্দকপাট, জাতক প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে। পিশেচল সাহেব সংস্কৃত ও তিব্বতী সংস্করণের সহিত পালি ধম্মপদের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি সংস্করণের পরিচেছদগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজান যায় :—

সংস্কৃত ধর্মপদ		তিব্বতী ধর্মপদ		পালি ধর্মপদ	
পরিচ্ছেদ	শ্লোক সংখ্যা	পরিচ্ছেদ	শ্লোক সংখ্যা	পরিচ্ছেদ	শ্লোক সংখ্যা
II	২০	II	২০	XVI	১২
V	১৭	V	২৮	XXI	১৬
VIII	১৫	VIII	১৫	XVII	১৪
XVI	২৪	XVI	২৩	XV	১২
XX	২২	XX	২১	III	১১
XXIX (৬১ বা ৬৫)	৫৭	XXX	৫৩		
XXX	৫১ (৫২)	XXXI	৬৪		
XXXI	৬০				

ধর্মপদের বিষয়বস্তু

ধর্মপদ একখানি অতিশয় প্রয়োজনীয় ও বহুল প্রচারিত ধর্মগ্রন্থ। ইহার প্রধান বিষয়বস্তু মানব মনের সুন্দর অভিব্যক্তি, শীল পালনও ধর্মাচরণের সুখময় ফল, সদ্বাক্য, সদালাপ, সচ্চিন্তা, ও সুমনশীলতার উত্তম আদর্শ প্রচার। জটিল দার্শনিক তত্ত্বের পদভারে এই গ্রন্থ জর্জরিত হইয়া পড়ে নাই। ইহাতে

আছে মানব মনের অনন্ত জিজ্ঞাসাসমূহের সুস্পষ্ট আলোচনা। অভিধর্মের জটিল দার্শনিক তত্ত্ব কিম্বা মধ্যম নিকায়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি ইহার মধ্যে স্থান লাভ করে নাই। ইহাতে বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতিসমূহ অতি সরল ও সহজ ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এইজন্য ইহা আধুনিক মনকে এতই আকৃষ্ট করে।

ধর্মপদে বলা হইয়াছে মুক্তি মার্গসমূহের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ, সত্যসমূহের মধ্যে চতুরঙ্গ সত্য, ধর্মসমূহের মধ্যে বিরাগ এবং মানুষের মধ্যে বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ।[১] ইহাই একমাত্র পথ। মার ইহাতে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। বুদ্ধ কেবল মুক্তিমার্গ প্রদর্শক। তিনি নিজে কাহাকেও মুক্তি দিতে পারেন না। সাধককে নিজের কার্যের দ্বারা মুক্তি অর্জন করিতে হয়। মুক্তি লাভের প্রকৃষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় এই গ্রন্থের প্রতিটি শ্লোকে। দুঃখ ও রোগ ভয় পীড়িত মানুষ পর্বত বন, আরাম চৈত্য, বৃক্ষ প্রভৃতির শরণ গ্রহণ করে—এইরূপ শরণ মানুষের শ্রেষ্ঠ শরণ নয়। ইহার দ্বারা মানুষ দুঃখমুক্ত হইতে পারে না। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘই জগতের উত্তম শরণ। চতুরঙ্গ সত্যই দুঃখ মুক্তির উপায়। চতুরঙ্গ সত্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ—দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায়। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, পরিদেবন, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বিয়োগ, ইপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি সংক্ষেপে পঞ্চুপাদানস্কন্ধই[২] দুঃখ।

এই দুঃখ কাহারও কাম্য নহে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইহা মানুষকে ভোগ করিতে হয়। এই দুঃখের মূলীভূত কারণ তৃষ্ণা যাহা মানুষকে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করায় এবং যে তৃষ্ণার অতৃপ্তিতে মানুষ বিমূঢ় ও হতাশ হইয়া পড়ে। দুঃখ নিরোধ বলিতে নির্বাণ বুঝায়। নির্বাণ অনির্বচনীয়, নির্বাণ

১ Prakrita Dhammapada, Introduction, p. XIV.

২ ধম্মপদ, শ্লোক নং ২৭৩—২৭৪.

"মগ্গানট্ঠঙ্গিকো সেট্ঠো সচ্চানং চতুরোপদা,
বিরাগ সেট্ঠো ধম্মানং দ্বিপদানঞ্চ চক্খুমা।
এসেব মগ্গো নত্থঞ্ঞো দস্সনস্স বিসুদ্ধিযা,
এতং হি তুম্হে পটিপজ্জা দুক্খস্সন্তং করিস্সথ,
অক্খাতো বে মযা মগ্গো অঞ্ঞায সল্লসন্তনং ;
তুম্হেহি কিচ্চং আতপ্পং অক্খাতারো তথাগতা,
পটিপন্না পমোক্খন্তি ঝাযিনো মারবন্ধনা।

পরম সুখ।[১] নির্বাণ শ্রেষ্ঠ যোগক্ষেম।[২] নির্বাণ অমৃতের পথ স্বরূপ।[৩] এবং সংস্কারসমূহের উপসমই নির্বাণ।[৪] ইহা পরম শান্তিপ্রদ ও সুখকর। সর্ব দুঃখের মূলীভূত কারণ তৃষ্ণার নিবৃত্তিতে ইহা উপলব্ধ হয়। নির্বাণ সমস্ত আকাঙক্ষা পরিতৃপ্ত হয়।

চতুর্থ সত্য হইতেছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ইহা বুদ্ধ প্রদর্শিত মুক্তি লাভের উপায়। মুক্তি মার্গের সম্যক উপলব্ধি করানোই ধর্ম পদের প্রধান লক্ষ্য। ইহাকে আট ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি। ইহার তিনটি ভাগ—শীল, চিত্ত ও প্রজ্ঞা। সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম এবং সম্যক জীবিকা শীলের অন্তর্গত। পরমার্থ লাভের জন্য শীলের গুরুত্ব অত্যাধিক। এইজন্য ইহাতে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক শীলের উল্লেখ পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়।[৫] মলবর্গে পঞ্চশীলের উল্লেখ দেখা যায়। 'যে প্রাণী হত্যা করে, মিথ্যা ভাষণ করে এবং সুরা ও মদ্যপানে রত হয় এই জগতে সে নিজেই নিজের মূল খনন করে।'[৬] ভিক্ষু বর্গে (৩৭৫-৩৭৬) ইন্দ্রিয় সংযম ও প্রতিমোক্ষ শীলের উল্লেখ আছে। মিথ্যা, পিসুন, কর্কশ ও সম্প্রলাপ (অসার্থক বাক্য) বিরহিত ধর্ম সম্মত, সুমিষ্ট, যথাসময়ে কথনশীল সুভাষিত বাক্যই সম্যক বাক্য। এইরূপ বাক্যের দ্বারা দুই বা বহু-জনের বন্ধুত্বও স্থাপিত হয়।

প্রাণী হত্যা, চৌর্য, পরদার বিরহিত কর্মই সম্যক কর্ম। সর্বপ্রকার দণ্ডদান বর্জন করিয়া সকল প্রাণীর প্রতি অপার মৈত্রী পোষণ করা উচিত। বৌদ্ধ

১ "রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, ও বিজ্ঞান।

২ "আরোগ্যা পরমা লাভা সন্তুট্‌ঠি পরমং ধনং;
বিস্‌সাস পরমা ঞাতি নিব্বানং পরমং সুখং।"

৩ নিব্বাণং যোগক্‌খেমং অনুত্তরং"—শ্লোক নং ১৪৮

৪ "অমতং পদং"—শ্লোক নং ১১৪

৫ অধিগচ্ছে পদং সন্তং সঙ্খার রূপ সমংসুখং"। শ্লোক নং ১৮১

৬ আরোগ্য পরমালাভা সন্তুট্‌ঠি পরমং ধনং বিস্‌সাস পরমা ঞাতি নির্বাণং পরম্ সুখং"। ২০৪।

৭ "নিব্বাণং যোগ কখেমং অনুত্তরং" শ্লোক নং ১৪৮।

৮ "অমতং পদং" শ্লোক নং ১১৪।

৯ অধিগাচ্ছ পদং সন্তং সঙ্খারূপসমং সুখং" শ্লোক নং ১৮১।

১০ কোঠবগ্‌গা শ্লোক নং ৩৬২।

মতে অস্ত্র, প্রাণী, মাদকদ্রব্য, মৎস ও মাংস বাণিজ্য নিষিদ্ধ। এই সকল বাণিজ্য ব্যতীত কৃষি, চাকরী প্রভৃতি ব্যবসাই সম্যক আজীব। ধর্মপদের মলবর্গে উল্লেখ আছে "যাহারা ধূর্ত, প্রবঞ্চক, নির্লজ্জ, পরের অনিষ্টকারী তাহাদের জীবিকার্জন সহজ। কিন্তু যাহারা জ্ঞানী ও পরের হিতাকাঙক্ষী তাহাদের জীবিকার্জন অত্যন্ত কষ্টকর।"

সম্যক স্মৃতি, সম্যক ব্যায়াম ও সম্যক সমাধি চিত্তের অন্তর্গত। সৎস্মৃতি, সৎচেষ্টা এবং সৎউদ্যম না থাকিলে জগতে কোন কাজই সিদ্ধ হয় না। একটি বস্তু সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিলে সেই বস্তু বা জিনিসের প্রতি চিত্ত নিবদ্ধ হয়। চিত্তে একাগ্র-ভাব জাগ্রত হয়। চিত্ত একাগ্র হইলে উহা ধ্যান লাভের উপযোগী হয়। ধর্মপদে পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে চিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল, নিত্য নূতন সুখের আশায় সর্বদা ইতস্ততঃ বিচরণশীল। রূপ, রস, শব্দ-গন্ধ ও স্পর্শ প্রভৃতি পঞ্চ কামগুণে লিপ্ত হইয়া উপভোগ করিবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এরূপ স্পন্দনশীল চঞ্চল ও দুর্নিবার চিত্তকে দমন করিয়া সোজা পথে চালিত করান। কারণ দূরগামী একাকী বিচরণশীল অশরীরী গুহাশায়ী চিত্তকে দমন করা কঠিন। যাহারা এইরূপ চিত্তকে দমন করিতে পারেন তাঁহারাই ভব সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন। এক শত্রু অপর শত্রুকে যেমন অনিষ্ট করিতে পারে না, বিপদগামী চিত্ত তার চেয়ে বেশী অনিষ্ট সাধন করিতে পারে।

অপর দিকে সুপথগামী চিত্ত মাতাপিতা বা আত্মীয়স্বজনের চেয়ে অনেক বেশী উপকারী।[১] ধর্মপদে বলা হইয়াছে কামবিতর্ক বর্তমান থাকিলে চিত্ত একাগ্রতা হইতে পারে না। চিত্তে সাম্যভাব না থাকিলে জ্ঞান লাভ অসম্ভব। ধ্যানলাভ না হইলে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ হয় না, জ্ঞান লাভ না হইলে মুক্তি লাভ সুদূর পরাহত।

সম্যক দৃষ্টি এবং সম্যক সংকল্প প্রজ্ঞার অন্তর্গত। কারণ এই দুইটি বিদর্শন জ্ঞান লাভের অঙ্গস্বরূপ। সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন না হইলে কোন বিষয়েই সফলতা লাভ করা যায় না। কারণ একমাত্র সম্যক দৃষ্টিই অবিদ্যারূপ অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়া সাধকের চিত্তে আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করে।

"যো পানং অতি পাতেতি মুসাবাদঞ্চ ভাসতি। লোকে আদিন্নং আদিযতি পরদারঞ্চ গচ্ছতি। সুরামেরয পানঞ্চ যে নরো অনুযুঞ্জতি, ইধে মেসো লোকস্মিং মূলং খনতি অত্তনো।" শ্লোক নং ২৪৬—২৪৮।

মানুষ সংস্কারমুক্ত মন লইয়া চিন্তা করিবার শক্তি লাভ করে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে অনিত্য দুঃখ অনাত্ম জ্ঞানই সম্যক দৃষ্টি। চতুরার্য্য সত্যের সম্যক অনুভূতিতেই এই জ্ঞান প্রকট হয়। সাধারণ অবস্থায় ত্রিরত্নের বিশ্বাস, শীল পালনে শ্রদ্ধা এবং কর্মফলে বিশ্বাসই সম্যক দৃষ্টি। সম্যক দৃষ্টির অর্থ সমগ্র দৃষ্টি এবং মিথ্যা দৃষ্টির অর্থ একাঙ্গ দৃষ্টি। শুধু দুঃখ সত্যকে জানিলে সম্যক দৃষ্টি হয় না, দুঃখ সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ সত্য জ্ঞানই সম্যক দৃষ্টি, চতুরাং সত্যের সবটাকে না জানিলে সম্যক দৃষ্টি হয় না, উহা মিথ্যা বা একাঙ্গ দৃষ্টি। চতুরঙ্গ সমন্বিত সকল সত্যকে একসঙ্গে জানাই সমগ্র দৃষ্টি বা সম্যক দৃষ্টি। সম্যক সংকল্প তিন প্রকার। যথা—অব্যাপদ সংকল্প, অবিহিংসা সংকল্প এবং নিষ্ক্রমণ সংকল্প। ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করাই অব্যাপদ সংকল্প। কাহার প্রতি হিংসাভাব পোষণ না করিয়া করুণার দৃষ্টিতে দর্শন করার নামই অবিহিংসা সংকল্প। পঞ্চকামগুণ হইতে চিত্তকে মুক্ত করিয়া সন্যাস অবলম্বন করার যে সংকল্প তাহাই নিষ্ক্রমন সংকল্প। মানুষের সংকল্পসিদ্ধ না হইলে জগতের কোন কাজই সিদ্ধ হয় না। মুক্তি মার্গ অনুসরণ করার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা কম নয়।

ইহাছাড়া ধর্মপদে দান, শীল, ভাবনা, চিত্ত সংযম ত্রিরত্নে শ্রদ্ধা, ইন্দ্রিয় সংযম, অকুশল চিন্তা ত্যাগ, অপ্রমাদ, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও পশুবধ প্রভৃতির দ্বারা মুক্তিলাভ করা যায় না। ব্রাহ্মনোচিৎ গুণ না থাকিলে কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। যিনি সর্বপ্রকার পাপমুক্ত, নিষ্কলুষ, প্রশান্তচিত্ত, শুদ্ধ, শান্ত ও নির্মল তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। কেবল জাতির দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। শত্রুতার দ্বারা শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়। ইহাই জগতে সনাতন রীতি। এইরূপ আরও বহু নীতিবাক্যে এই গ্রন্থ ভরপুর।

ধম্মপদের মর্মার্থ সংকলন :

যমক বগগো

এই বর্গের দ্বারা গাথাসমূহ পরস্পর দুইটি করিয়া ভিন্নমুখী ভাব প্রকাশ করে বলিয়া ইহাকে 'যমজ' বা 'যমক' বর্গ বলে। দুইটি ভিন্নমুখী ভাবের

১ মজ্ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, সম্যক দৃষ্টি সুত্র।

মধ্যে একটির গতি উর্ধ্বদিকে এবং অপরটির গতি নিম্নাভিমুখী। এই বর্গের প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে, সমস্ত ধর্মসমূহের মধ্যে মনই শ্রেষ্ঠ। আমরা যে কোন কার্য করি না কেন মনই তথায় পূর্বগামী। মনকে বাদ দিয়া কোন কার্যই সম্ভবপর নহে। সমস্ত কার্যই যেন মনোময়। কলুষিত মনে কোন কার্য করিলে বা কোন কথা ভাষণ করিলে গাড়ীর চাকা যেমন ভারবাহী পশুকে অনুসরণ করে তদ্রূপ দুঃখ মানুষের অনুসরণ করে। আবার প্রসন্ন অন্তঃকরণে কোন কার্য করিলে বা কোন কিছু ভাষণ করিলে ছায়ার মত সুখ তাহার অনুসরণ করে।[১] শত্রুতার দ্বারা শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার অবসান হয়। ক্রোধীকে ক্রোধের দ্বারা দমন করা যায় না, অক্রোধের দ্বারাই ক্রোধীকে দমন করা সম্ভব। 'সে আমাকে আঘাত করিয়াছে, সে আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছে, বা জয় করিয়াছে, প্রভৃতি চিন্তা করিলে শত্রুতার ভাব সাম্য হয় না। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার দ্বারাই আক্রোশভাব সাম্য হয়। যে ব্যক্তি বাহ্যিক শোভা বা সৌন্দর্য খুঁজিয়া বেড়ায় তাহার ইন্দ্রিয়াশক্তি কোন দিনই সাম্য হয় না। বরঞ্চ উত্তরোত্তর ভোগের লালসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অনুরাগাসক্ত ব্যক্তি ঝটিকাক্রান্ত দুর্বল বৃক্ষের মত হঠাৎ কালের কবলে পতিত হয়। ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ যাঁহার সুসংযত, ভোজনে যিনি মাত্রজ্ঞ, যিনি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ও বীর্যবান তিনি মারকে পরাভূত করিতে পারেন। কামরাগপরায়ণ অসংযমী ব্যক্তি কসায় পরিধানের যোগ্য নহে। যে সারকে সার অসারকে অসার বলিয়া না জানে সে কোন দিন সার লাভ করিতে পারে না। কারণ তাহার সংকল্পই মিথ্যা।[২] যে সারকে সার বলিয়া জানে এবং অসারকে অসার বলিয়া জানে সেই সম্যক সংকল্পপরায়ণ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিই সারবস্তু লাভ

---

১ "নতং মাতাপিতা কযিরা অঞ্ঞে বাপি চ ঞাতকা'
সম্মা পনিহিতং চিত্তং সেয্যোসো নং ততো করে।" —চিত্তবগ্গো শ্লোক নং ১১।
"নহি বেরেণ বেরাণি সম্মন্তীধ কুদাচণং
অবেরেণ চ সম্মন্তি এস ধম্ম সনন্তনো।

—শ্লোক নং ৩।

২ মিথ্যা সংকল্প বলিতে দশ প্রকার অসত্য বুঝায় যথা—মিথ্যা দৃষ্টি মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য; মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, অবিদ্যা ও ভ্রান্ত ধারণা। যাহারা উপরোক্তভাবে মিথ্যা সংকল্পপরায়ণ তাহারা শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি, ; পরমার্থ, নির্বান প্রভৃতি সত্য ধর্ম উপলব্ধি করিতে পারে না। যাহার সংকল্প পরিশুদ্ধি তিনি সত্যধর্ম উপলব্ধি করিয়া সারাৎসার বিমুক্তি পথ অবলম্বন করতঃ নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।

করিতে পারেন। পুণ্যবান ব্যক্তি ইহ-পরলোকে সুখে বাস করেন এবং পাপী ব্যক্তি তাহার কৃত দুষ্কর্মের দ্বারা ইহলোকেও নানা প্রকার দুর্নামের ভাগী হয়, পরলোকে নরকে উৎপন্ন হইয়া তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করে।

দুচ্ছন্ন গৃহ যেমন বৃষ্টিধারা প্রতিরোধ করিতে পারে না সেইরূপ অভাবিত চিত্তে লালসার প্রভাব রোধ করা সম্ভব নয়। মূর্খ ব্যক্তি বহু ভাষণ করিয়াও পণ্ডিত হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি অল্প বাক্য প্রয়োগ করিয়া এবং তদনুরূপ আচরণ করিয়া জগতে পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হন। বুদ্ধের বাণী অল্প পরিমাণ আবৃত্তি করিয়া রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিলে দুঃখের অবসান করা সম্ভব। পণ্ডিত ব্যক্তি এই দেহ মিশ্রিত,[১] পঞ্চস্কন্ধ ধাতু[২] ও আয়তনকে[৩] পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিভাগ করিয়া উপাদানসমূহ[৪] হইতে চিত্তকে মুক্ত করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।

২ ॥ অপ্পমাদ বগ্গো ॥

অপ্রমাদের সহিত একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত রহিয়াছে। কথিত আছে, শ্রমণ ন্যাগ্রোধের মুখে অপ্রমাদবর্গের আবৃত্তি শুনিয়া সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাহারই পরামর্শে তিনি (অশোক) ৬০,০০০ ভিক্ষুর নিত্য আহার ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এই অশোকই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতঃ ঐ ধর্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ৯৬ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করিয়া সমস্ত সাম্রাজ্যে ৮৪,০০০ বিহার ও স্তূপ

১ "সারঞ্চ সারতো ঞত্বা অসারঞ্চ অসারতো,
তে সারং অধিগচ্ছন্তি সম্মা সংকপ্প গোচরা।" শ্লোক নং ১২।

২ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান।

৩ যাহা নিজ স্বভাব ধারণ করে তাহাই ধাতু। ধাতু ১৮ প্রকার। যথা— চক্ষু ও শ্রুতি, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পষ্টব্য, ধর্ম, চক্ষুবিজ্ঞান, শোত্র বিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, ও মনোবিজ্ঞান।

৪ 'আয়তন' অর্থ উৎপত্তি স্থান। "আনে তনোতি আযতনঞ্চ নযতীতি আ।" (বিসুদ্ধি মগ্গো, পৃঃ ৫২৭); "আযসস বা তননতো আযতসস বা সংসার দুকখসস নযতনো আযতনানি।" (খুদ্দকপাঠো অট্ঠ কথা, পৃঃ ৮২)। আয়তন ১২ প্রকার—চক্ষু, শোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্মায়তন। প্রথম ছয়টি আয়তনকে আধ্যাত্মিক আয়তন এবং পরের ছয়টিকে বাহ্যিক আয়তন বলে। বিস্তৃতার্থের জন্য 'অথসালিনীর ভূমিকা দেখুন।

নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং মোগ্গলিপুত্ত তিস্স স্থবিরের পরামর্শে দেশ দেশান্তরে ধর্ম প্রচারের জন্য বৌদ্ধ সংঘ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এমনকি নিজ পুত্র মহিন্দ ও কুমারী সংঘমিত্তাকে বৌদ্ধ সংঘের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই 'পরাক্রম', 'উৎসাহ', 'উদ্যম' ও 'উত্থানই' অশোক অনুশাসনের মূল কথা।[১] ডক্টর বেনী মাধব বড়ুয়ার মতে 'অপ্রমাদ' বুদ্ধ জীবন দর্শনের মূলভিত্তি; 'অপ্রমাদ' কথাটির মধ্যেই বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষার সারমর্ম খুঁজিয়া পাওয়া যায়।[২] ডক্টর হেম চন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে, "প্রত্যেকের নির্বাণ লাভের জন্য উদ্যম ও অপ্রমাদ অত্যাবশ্যক। ইহাই ভগবান বুদ্ধের শেষবাণী।"[৩]

'অপ্রমাদ' যে বুদ্ধ প্রদর্শিত নীতিবাক্যসমূহের মধ্যে একটি অতি-প্রয়োজনীয় অংশ ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ত্রিপিটকের বহু অংশ ভিক্ষুদিগকে অপ্রমাদপরায়ণ হইবার জন্য বুদ্ধকে উপদেশ প্রদান করিতে দেখা যায়। মহাপরিনির্বাণ সুত্তে ভগবান বুদ্ধের অন্তিম উপদেশের মধ্যে এই অপ্রমাদ পদের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।[৪] ধর্মচক্রপবত্তন সুত্তে অপ্রমাদকে পুনঃ পুনঃ জ্ঞানমার্গ লাভের অন্তরায় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বুদ্ধ বলিয়াছেন, যত প্রকার সবল প্রাণীর পদচিহ্ন আছে তন্মধ্যে হস্তি পদচিহ্নই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেইরূপ যত প্রকার কুশল কর্ম আছে তাহার মধ্যে অপ্রমাদই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।[৫] অপ্রমাদ ব্যতীত স্মৃতির অনুশীলন সম্ভবপর নহে। অপ্রমাদের মূল লক্ষ্য স্মৃতিকে জাগ্রত করা। কারণ স্মৃতির অনুশীলন ব্যতীত নির্বাণ লাভ সুদূর পরাহত। স্মৃতি সর্বার্থ সাধক। উদাসীন ও প্রমাদপরায়ণ

১ "কতয়ব মতে হি মে সর্বলোকহিত, তস চ পুন এস উসঠানং।" ষষ্ঠ গিরিলিপি (গিরনার)।
"Parakkama, Uyyama, Usaha and Utthana are the keynotes of Asoka's, life as well as his government". Asoka and his Inscription by Dr. B. M. Barua.

২ "Apramada was the root principle or Basic idea of Buddha's.. with Buddha Apramada is the single term by which the whole of his teaching might be summed up."—Ibid, pp. 27, 150.

৩ ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১৯৩৪, পৃঃ ৪৯।

৪ "ভযধম্মা সংখারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ," মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত।

৫ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির এবং ভিক্ষু অনোমদর্শী : ধম্মপদং, কলিকাতা, পৃঃ ২০।

ব্যক্তির স্মৃতি জাগ্রত থাকা সম্ভবপর নহে। যাহারা প্রমাদপরায়ণ হইয়া স্মৃতিকে জাগ্রত রাখেন তাহারাই অমৃত পদ প্রাপ্ত হন।

'অপ্রমাদ' শব্দের মূল অর্থ 'জাগ্রত ভাব', 'উত্থানশীলতা', 'উদ্যম', 'উৎসাহ' প্রভৃতি। প্রমাদ মৃত্যুর পদস্বরূপ, অপ্রমাদ, অমৃত বা নির্বাণের দ্বার। প্রমাদপরায়ণ ব্যক্তি, মৃতবৎ এবং অপ্রমাদ মৃত্যুঞ্জয়ী।[১] কারণ তিনি সব সময় জাগ্রত এবং ধর্মাচরণে তৎপর। যাহারা প্রমাদের বশবর্তী হইয়া বহুবিধ পাপানুষ্ঠানে রত হয় তাহাদের তৃষ্ণা অতিশয় প্রবল। এইজন্য তাহারা জীবিত থাকিলেও মৃতবৎ। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কখনও প্রমাদের বশবর্তী হন না। তাঁহারা বীর্যবান, স্মৃতিমান, সংযত ও শীলবান হইয়া ধর্ম জীবন যাপন করেন। অপ্রমত্ত, এই সংসার-সমুদ্রে নিজের সুকর্মের দ্বারা এমন এক আশ্রয়স্থল নির্মাণ করেন যাহা সংসার স্রোত ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। মূর্খ ব্যক্তিগণ প্রমাদের অনুসরণ করিয়া বহু অপুণ্য সম্পাদন করিয়া মহা দুঃখ ভোগ করে। বিজ্ঞ ব্যক্তি পরম সম্পদের মত অপ্রমাদকে রক্ষা করেন এবং প্রমাদকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। অপ্রমাদ ব্যক্তি প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া পর্বতস্থিত ব্যক্তির ন্যায় প্রমত্ত জনসাধারণকে অবলোকন করেন।

প্রমত্ত ও অপ্রমত্তের মধ্যে বহু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রমত্ত ব্যক্তির জীবন দুর্বিসহ এবং অপ্রমত্ত ব্যক্তি সর্বদা সুখে বাস করেন। প্রমত্ত ব্যক্তির অবর্ণ, অকীর্তি, অপ্রশংসা দৈনন্দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অপ্রমত্ত ব্যক্তির বর্ণ, কীর্তি, প্রশংসা সর্বদিকে বিস্তার লাভ করে। দ্রুতগামী অশ্ব যেমন দুর্বল অশ্বকে অতিক্রম করে সেইরূপ অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা প্রমত্ত ব্যক্তিদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যান। দেবরাজ ইন্দ্র[২] অপ্রমাদের দ্বারাই দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

১ "অপ্পমাদো অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং
অপ্পমত্তা ন মীযন্তি যে পমত্ত যথামতা।" শ্লোক নং ২১

২ 'মগবা', 'শক্র' ইন্দ্রেরই প্রতিশব্দ। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শাস্ত্রে ইন্দ্র সম্বন্ধে বহু চমকপ্রদ কাহিনী প্রচলিত আছে। হিন্দুদের মতে ইন্দ্র অহিংসক নহেন। তিনি দৈত্য দানব বধ করিয়া দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। ঋক্বেদে তাহার সম্পর্কে বহু শ্লোক প্রচলিত আছে। তাহার পরিতৃপ্তির জন্য বহু যাগ-যজ্ঞ ও বলি প্রদান করা হয়। গ্রীক দেবতা জিয়ুসের (Zeus) মত ইন্দ্রকে যুদ্ধের দেবতা বলা হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইন্দ্রকে সৎপুরুষগণের সহায়করূপে কল্পনা করা হইলেও তিনি রাগ, দ্বেষ ও মোহের অতীত নন। ইন্দ্র, ব্রহ্ম ও অন্যান্য দেবতারা মানুষ হইতে একটু উচ্চ স্তরের প্রাণী। তাহারা পুণ্যের দ্বারাই স্বর্গ বা ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন

আসন লাভ করেন।[১] বুদ্ধগণ প্রমাদকে নিন্দা এবং অপ্রমাদকে সর্বদা প্রশংসা করেন। প্রমাদপরায়ণ ব্যক্তি অত্যধিক কামনা-বাসনার বশীভূত হইয়া নীচ যোনিতে অথবা নরকে জন্ম লাভ করিয়া সর্বদা দুঃখ ভোগ করে। অপ্রমত্ত ভিক্ষু অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় বলে সমাধিতে মগ্ন থাকিয়া ক্ষুদ্র, বৃহৎ সমস্ত সংযোজন[২] জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ইহজীবনে সর্ব দুঃখের অবসান করতঃ নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করেন। অপ্রমত্ত ও অবিরাম প্রচেষ্টা-পরায়ণ ভিক্ষুর পতন হইতে পারে না। তিনি কখনও আর্যমার্গ ও ফল[৩] হইতে বঞ্চিত হন না। তিনি ক্রমাগত চেষ্টা করিতে থাকিলে ইহজীবনে সম্পূর্ণ তৃষ্ণা ক্ষয় করিতে না পারিলেও নির্বাণের নিকটে অবস্থান করেন।

হয়। আবার পুণ্যক্ষয় হইলে তাহাদের পতন হয়। দেবরাজ ইন্দ্র আবহমান কাল ধরিয়া স্বর্গে অবস্থান করেন না। ধম্মপদ্ ট্ঠকথায় উল্লেখ আছে দেবরাজ ইন্দ্র গৌতম বুদ্ধের সেবা করিয়া এবং বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া শ্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। সংযুক্ত নিকায়ে উল্লেখ আছে ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য নিম্নলিখিত সাতটি ব্রত পালন করা প্রয়োজন: (১) আজীবন মাতাপিতার সেবা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন, (২) মৃদুভাষণ, (৩) ভেদ কথা পরিহার, (৪) কৃপণতা ত্যাগ, (৫) সর্বপ্রকার দানানুষ্ঠান, (৬) সত্যভাষণ এবং (৭) ক্রোধ ত্যাগ।

১ "অপ্পমাদেন মঘবা দেবানং সেট্ঠতং গতো।
অপ্পমাদো পসংসন্তি পমাদো গরহিতো সদা।" শ্লোক নং ৩০।

২ সংযোজন দশ প্রকার: (১) সৎকায়দৃষ্টি আত্মবাদ, (২) বিচিকিৎসা = সংশয়, (৩) শীলব্রত পরামর্শ = শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন অথবা ব্রত মানসাদির দ্বারা মুক্তিলাভে বিশ্বাসী, (৪) কামরাগ, (৫) ব্যাপাদ, (৬) রূপরাগ, (৭) অরূপরাগ, (৮) মান, (৯) ঔদ্ধত্য, এবং (১০) অবিদ্যা।

৩ মার্গ ও ফলভেদে সাধনার ফল ৮ প্রকার: যথা—স্রোতাপত্তি মার্গ, স্রোতাপন্ন ফল, সকৃদাগামী মার্গ, সকৃদাগামী ফল, অনাগামী মার্গ, অনাগামী ফল, অর্হৎ মার্গ ও অর্হৎ ফল।

৩ ॥ চিত্ত বগ্গো ॥

'চিত্ত' শব্দের অর্থ 'মন', 'অন্তঃকরণ', 'হৃদয়'। চিত্ত' চিন্তা করে বলিয়া ইহাকে 'চিত্ত' বলা হয়।[১] চিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল।[২] চপলমতি বালকের মত ইহা ইতস্তত: ঘুরিয়া বেড়ায়, একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকে না। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ প্রভৃতিতে রমিত হইবার জন্য ইহা সর্বদা উন্মুখ। ইহার গতি দুর্নিবার (দুন্নিবাবং) ও অপ্রতিহত। ইহাকে দমন করা খুবই কঠিন। ইহা সদা বিচরণশীল, চঞ্চল, মনোজ্ঞ, অমনোজ্ঞ সর্ববস্তুতে লিপ্ত হইয়া ভোগের আস্বাদ অনুভব করিতে চায়। জল হইতে উৎক্ষিপ্ত মৎস্য যেমন বিবরসমূহে রমিত হইবার জন্য ছটফট করিতে থাকে।[৩] পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এইরূপ চিত্তকে ধনুর্বাণ প্রস্তুতকারীর মত সোজা করিয়া মুক্তিমার্গে নিয়োজিত করেন।

ইহার গতি সূক্ষ্ম ও দুর্ধর্ষ, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ভালমন্দ সকল বিষয়ে প্রলুব্ধ হয়। সেইজন্য ইহাকে বশীভূত করা অতিশয় কষ্টসাধ্য ব্যাপার। চিত্ত দূরগামী, একাচরী, অশরীরী ও গুহাশায়ী। এইরূপ চিত্তকে সংযত করিতে না পরিলে মুক্তিমার্গ লাভ করা সম্ভব নহে। যিনি মতিচ্ছন্ন, যাহার চিত্ত অস্থির ও প্রসাদহীন এবং যাহার জ্ঞান অপরিপক্ক সে কখনও নির্বাণ লাভ করিতে পারে না। যাহার চিত্ত কামনা-বাসনাহীন, যিনি সর্বদা জাগরিত এবং পাপপুণ্য উভয়ই পরিহার করিয়াছেন, সেই বাসনাহীন জাগ্রত ব্যক্তির কোন ভয় নাই। ক্ষণভঙ্গুর দেহকে মৃত্তিকা নির্মিত ঘটের ন্যায় মনে করিয়া প্রজ্ঞারূপ অস্ত্র লইয়া মারের সঙ্গে যুদ্ধ করতঃ এই চিত্তকে তৃষ্ণামুক্ত করিতে হইবে। সুরক্ষিত চিত্ত একজন মানুষের যেরূপ উপকার করিতে পারে মাতা পিতা কিম্বা অপর কোন জ্ঞাতি সেইরূপ করিতে পারে না। সুসংযত

১ 'চেতেতীতি চিত্ত'। ধম্মপদট্‌ঠকথাতে (১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৮) নিম্নরূপভাবে চিত্তের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে : "চিত্তংতি বিঞ্ঞাণং ভূসিকবত্থু আরম্মনকিরিয়াদি চিত্ততায় পণ এত্তং চিত্তং তি বুত্তং" ; খুদ্দক পাঠো অট্‌ঠ কথা, পৃঃ ১৫৩ ; নেত্তিপকরণ, পৃঃ ৫২ : "চিত্তং মনোবিঞ্ঞাণং তি চিত্তসস্ এত্তং বেবচং।"

২ "চপলং চিত্তং'

৩ 'বারিজো'ব থলে খিত্তো ওকমোকত উব্ভতো,
ফরিকন্দতি' ইদং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে।"
—শ্লোক নং ৩৪

ও সুপরিচালিত চিত্ত ব্যতীত মরণশীল মানবের উপকার করিবার আর কিছুই নাই। জ্ঞানিব্যক্তিগণ ইহা ভালরূপে জ্ঞাত হইয়া প্রজ্ঞা ভাবনার দ্বারা চিত্তকে সৎপথে চালিত করেন।

৪ ॥ পুপ্ফবগ্গো ॥

এই বর্গের অধিকাংশ শ্লোকের সহিত পুষ্পের উপমা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইহাকে পুষ্পবর্গ বলা হয়। উদ্যান হইতে পুষ্পচয়নের ন্যায় বুদ্ধের উপদেশসমূহ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। শৈক্ষ্য ব্যক্তি যমলোকসহ দেব ও মনুষ্য-লোক জয় করিতে সক্ষম। কামনা-বাসনাবিহীন ভিক্ষু এই দেহকে ক্ষণভঙ্গুর জ্ঞান করিয়া কামদেবের পুষ্পশর ছিন্ন করতঃ মারের প্রভাব অতিক্রম করেন। অনুরূপভাবে বাসনাপরায়ণ অস্থির চিত্ত ব্যক্তি পুষ্পচয়নকারীর ন্যায় অত্যধিক ভোগ লালসায় লিপ্ত হইয়া অতৃপ্ত হৃদয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।[১] মুক্তিকামী ভিক্ষু বত্রিশ প্রকার ঘৃন্যবস্তুতে[২] পরিপূর্ণ এই নরদেহের প্রতি মমত্ববোধ ত্যাগ করিয়া আর্যমার্গ অবলম্বন করতঃ নির্বাণ উপলব্ধি করেন। ভ্রমর যেমন পুষ্পের বর্ণ গন্ধের কোন ক্ষতি সাধন না করিয়া কেবল মধু আহরণ করে সেইরূপ ধ্যানপরায়ণ মুনি (ভিক্ষু) কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট সাধন না করিয়া লোকালয় হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন।[৩] পরের দোষগুণ অনুসন্ধানে সময়ক্ষেপ না করিয়া নিজের দোষগুণ বিচার করাই শ্রেয়। সুন্দর ও মনোরম পুষ্পের গন্ধ না থাকিলে যেমন সমাদৃত হয় না তদ্রূপ সুভাষিত বাক্য প্রতিপালন না হইলে নিষ্ফল হয়।[৪] সুভাষিত বুদ্ধ বচন আচরণের উপরই

১ "পুপ্ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্ত মনসং নরং
অতিত্তং এব কামেসু অন্তকো কুরুতে বসং।" —শ্লোক নং ৪৮

২ কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, মূত্রগ্রন্থি, (বৃক্ক) হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, নাড়িভুঁড়ি, (অন্ত্রগুণ), পাকস্থলী মল (করীষ,) মস্তিষ্ক, পিত্ত, শ্লেষ্মা; পুঁয, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, চর্বি, থুথু, শিকনি, লসিকা এবং মূত্র।

৩ "যথাপি পুপ্ফরাসিম্হা কয়িরা মালগুণে বহু
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং।" —শ্লোক নং ৫৩

৪ "যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বন্নবন্তং অগন্ধকং
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো।
যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বন্নবন্তং সগন্ধকং
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি সকুব্বতো।" —শ্লোক নং ৫১-৫২

উপকৃত সাফল্য নির্ভর করে। মালাকার যেমন নানা প্রকার ফুল সংগ্রহ করিয়া নানা প্রকার মালা তৈরী করে তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তিও নিজের জীবনে নানারূপ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া তাঁহার মুক্তির পথ সুগম করেন।

চন্দন, টগর অথবা মল্লিকা পুষ্পের গন্ধ বাতাসের বিপরীত দিকে গমন করে না কিন্তু সৎপুরুষদিগের যশসৌরভ সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। বুদ্ধ শ্রাবকগণ তাঁহাদের শীলগন্ধের সৌরভে চারিদিকে আমোদিত করেন। সর্ব প্রকার গন্ধের চেয়ে শীল গন্ধই উত্তম। টগর বা চন্দন সারের গন্ধ অল্প মাত্র নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ কিন্তু শীলবান ব্যক্তির খ্যাতি দেবতাদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। শীলবান, উদ্যমী, সর্বদা প্রচেষ্টাপরায়ণ ভিক্ষুর গতি মারের গোচরীভূত নহে। রাজপথে পরিত্যক্ত আবর্জনা স্তূপেও যেমন মনোরম সুগন্ধিযুক্ত পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় সেইরূপ অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানব সমাজের মধ্যে বুদ্ধশিষ্যগণ তাঁহাদের চরিত্র ও জ্ঞানের সৌরভে প্রদীপ্ত হন।

৫ ॥ বাল বগ্‌গো ॥

এই বর্গে 'বাল' বা মূর্খব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে নিদ্রাহীন ব্যক্তির রাত্রি দীর্ঘ, পথশ্রান্ত ব্যক্তির অল্পমাত্র পথও যেমন দীর্ঘ মনে হয় তদ্রূপ সদ্ধর্মে অটুট ব্যক্তির সংসার যাত্রাও দীর্ঘ। সেইজন্য সংসারের চলার পথে নিজের সমান কিংবা নিজের চেয়ে উৎকৃষ্টতর সঙ্গী পাওয়া না গেলে একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়। কখনও মূর্খের সাহচর্য করা উচিত নহে। মূর্খ ব্যক্তি যে পরিমাণে নিজের মূঢ়তা সম্বন্ধে সজাগ সেই পরিমাণে সে পণ্ডিত। কিন্তু যে ব্যক্তি মূর্খ হইয়াও নিজেকে পণ্ডিত মনে করে সেই প্রকৃত মূর্খ। মূর্খ ব্যক্তি সারা জীবন ধর্মচর্চা করিলেও ধর্মের আস্বাদ উপলব্ধি করিতে পারে না, বিজ্ঞ ব্যক্তি জিহ্বায় ব্যঞ্জন আস্বাদের ন্যায় মুহূর্তকাল পণ্ডিতের সঙ্গলাভ করিয়া ধর্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন।[১] নির্বোধ ব্যক্তি নিজের হিতাহিত উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজের প্রতি নিজেই শত্রুতাচরণ করে। এমন

---

[১] "যাবজীবম্পি চে বালো পণ্ডিতং পযিরুপাসতি
ন সো ধম্মং বিজানাতি দব্বী সুপরসং যথা।
মুহুত্তমপি চে বিঞ্ঞূ পণ্ডিতং পযিরুপাসতি;
খিপ্পং ধম্মং বিজানাতি জিহ্বা সুপরসং যথা।" — শ্লোক নং ৬৪-৬৫

কার্য করিতে নাই, যার জন্য পশ্চাতে অনুশোচনা করিতে হয়। যে কর্মের দ্বারা নিজের ও পরের ইহ-পরকালের হিতসাধন হয় সেই কর্ম করাই উত্তম। পাপকর্মের ফল পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত মূর্খ ব্যক্তি আনন্দ অনুভব করে কিন্তু যখন পাপকর্ম পরিপক্ক হইয়া ফল দিতে আরম্ভ করে তখন তাহার যন্ত্রণার সীমা থাকে না। মূঢ় ব্যক্তি মাসের পর মাস কুশাগ্রে ভোজন[১] প্রভৃতি বহুপ্রকার তপশ্চরণ করিলেও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের।[২] ধর্মাচরণজনিত পুণ্যের ষোড়শাংশের একাংশও হয় না। সদ্যনির্গত দুগ্ধ যেমন দধিতে রূপান্তরিত হয় না সেইরূপ পাপকার্যও আশু ফলদায়ী হয় না।

উহা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় মূর্খ ব্যক্তিকে দগ্ধ করিতে থাকে। শিল্পজ্ঞান ও ধনার্জন মূর্খ ব্যক্তির বিনাশের কারণ হয়। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি ইহার যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা মহা সম্মান ও প্রভূত পুণ্যের অধিকারী হন। অজ্ঞ ভিক্ষুরাই আবাস, বিহার, প্রভুত্ব, পূজা, সম্মান, ও নায়কত্ব লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়। ইহার দ্বারা দূরাকাঙ্ক্ষা ও অহংকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহাদের সেই অসদিচ্ছা প্রবলাকার ধারণ করিলে বিদর্শন ভাবনা ও মার্গফল লাভের অন্তরায় হয়। কারণ লাভ সৎকার ও মুক্তির পথ ভিন্ন।[৩] বুদ্ধশিষ্যগণ এইজন্য লাভ সৎকারের পথ পরিহার করিয়া মুক্তিমার্গ অনুসরণ করিবার জন্য তৎপর হন।

৬ ॥ পণ্ডিত বগ্‌গো ॥

প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হওয়া পণ্ডিতের লক্ষণ নহে। যিনি দোষ দেখাইয়া দেন এবং অন্যায়ের জন্য তিরস্কার করেন তাহাকে গুপ্তধন প্রদর্শনের ন্যায় জ্ঞান করাই পণ্ডিতের লক্ষণ।[১] দোষ প্রদর্শনকারী আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী

---

১ "মধুবা মঞ্ঞতি বালো যাব পাপং ন পচ্চতি
যদা চ পচ্চতি পাপং অথ বালো দক্খং নিগচ্ছতি।" —শ্লোক নং ৬৯

২ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা দুঃশীল সন্ন্যাস জীবন যাপন করিয়া তপোব্রত পূর্ণ করিবার জন্য মাসের পর মাস কুশ তৃণাগ্রে ভোজন, নগ্নচর্যা, বিষ্ঠাভোজন প্রভৃতি বিরূপ কর্ম করিয়া তাহাতে তাহারা পরিশুদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিয়া লোকের মধ্যে প্রচার করে। বুদ্ধ এইগুলিকে নিন্দনীয় ও মূল্যহীন কর্ম বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।
শ্লোক নং—৭০, ১৪২.১০৭,১০৮

৩ এখানে অর্হত্বফললাভী সৎপুরুষদের কথা বলা হইয়াছে। বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, অগ্গ সাবক, মহাসাবকেরা ইহাদের অন্তর্গত।

ব্যক্তিকে ভজনা করাই উত্তম। যিনি প্রত্যক্ষ উপদেশ প্রদান করেন, পরোক্ষে অনুশাসন করেন, তিনি অসাধু ব্যক্তির অপ্রিয় হইলেও সাধু ব্যক্তির প্রিয় হন। এইরূপ ব্যক্তির সংসর্গে মঙ্গল ছাড়া, অমঙ্গল হয় না। ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি সর্বদা সুখে শয়ন করেন, জ্ঞানী ব্যক্তি সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মে রত হইয়া আনন্দ লাভ করেন।

জলসেচনকারী জলকে ইচ্ছানুসারে চালিত করে, ধনুর্ধারী শরকে সোজা-ভাবে নমিত করে, সূতার কাষ্ঠকে সোজা বাঁকা করিয়া নানাবিধ আসবাব প্রস্তুত করে তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তি নিজেকে সংযত করিয়া বিবিধ সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেন। তিনি সুসংবদ্ধ শৈলের মত কাহারও নিন্দা প্রশংসার দ্বারা বিচলিত হন না।[১] গভীর হ্রদ যেমন সর্বদা স্বচ্ছ ও অনাবিল সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিও সর্বাবস্থাতে চিত্তে শান্ত ও পবিত্রভাব আনয়ন করিয়া নিশ্চল থাকেন। সৎব্যক্তি সকল সময়ই ত্যাগধর্মী হন।[২] কখনও ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া চঞ্চলতা প্রদর্শন করেন না। তিনি এমন কি অসদুপায়ে নিজের বা পুত্রের জন্য রাষ্ট্র বা ধন কামনা করেন না। তিনি সর্বদা শীলবান, প্রজ্ঞাবান হইয়া ধার্মিক জীবন যাপন করেন। তিনি কায়মন বাক্যে সংযত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন পূর্বক ভোগাসক্তি পরিহার করিয়া বিহার করেন এবং চিত্তকে সংযত করিয়া ধ্যানাসনে উপবেশন করতঃ সর্বপ্রকার তৃষ্ণার অবসান করিয়া নির্বাণসুখ উপলব্ধি করেন।

৭ ॥ অরহন্ত বগ্গো ॥

'অরি' বা রিপুকে যিনি পরাজয় করিয়াছেন তিনি হইলেন অর্হৎ। 'অর্হৎ' শব্দের অন্য প্রতিশব্দ হইল 'খীনাসব', 'রিপুজ্জয়'। অর্হৎকে প্রায় নিম্ন-লিখিতভাবে প্রশংসা করা হয়। যিনি সমস্ত প্রকার আসব ক্ষয় করিয়াছেন, যিনি অলংকৃত, ব্রহ্মচর্য যাহার কৃত হইয়াছে, কর্তব্যকর্ম সম্পাদিত হইয়াছে এবং যাহার আর কোন প্রকার করণীয় নাই।[৩] অর্হৎ একক ও নির্জনে

---

১ "অঞ্ঞা হি লাভূপসিনা অঞ্ঞা নির্বাণগামিনী" —শ্লোক নং ৭৫।

২ "নিধিনং'ব পবত্তারং যং পস্সে বজ্জদস্সিনং
নিগ্গয্হবাদীনং মেধাবিং তাদিসং পণ্ডিতং ভজে।" —শ্লোক নং ৭৬।

৩ "খীন জাতি বুসিতং ব্রহ্মচারিযং, কতং করণীযং নাপরং ইত্থত্তায"

বিচরণশীল, অপ্রমত্ত, আতাপী, ঐকান্তিক এবং আত্মজয়ী।[১] অহ তেরা প্রায় সদোক্তি করিয়া থাকেন ; আমার অর্ন্তদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, অটল দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে : ইহাই আমার শেষ জন্ম আমার কোন পুনঃজন্ম নাই।[২]

এই বর্গে অর্হতের আরও বহু গুণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। যিনি বীতরাগ, শোকবিহীন এবং সর্ববন্ধন বিমুক্ত, তাঁহার অন্তরে কোন প্রকার দাহ থাকিতে পারে না। যিনি স্মৃতিমান ও বিগতস্পৃহ, যিনি জলাশয়ে ত্যাগী হংসদলের ন্যায় আলয়ে আনন্দ লাভ করেন না। যিনি সঞ্চয়হীন, পরিজ্ঞাতা-হারী, তৃষ্ণাবিহীন, অনাসক্ত, যাহার শূন্যতা, অনিমিত্ততা ও বিমুক্তি গোচরী-ভূত এইরূপ ব্যক্তির গতি উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় অজ্ঞেয়। সারথি কর্তৃক সুবিনীত অশ্বের ন্যায় যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত, যিনি নিরাসক্ত ও মানহীন তাহার উন্নতিতে দেবতারাও ঈর্ষাপোষণ করেন। তিনি অষ্ট লোক ধর্মের দ্বারা[৩] বিচলিত হন না। যে ব্যক্তি পৃথিবীর মত স্থির, স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চল এবং যাহার হৃদয় স্বচ্ছন্দ সরোবরের ন্যায় নির্মল তাহার আর কোন পুনর্জন্ম হয় না। এইরূপ প্রশান্ত ব্যক্তির কায়, বাক্য ও চিত্ত, শান্ত হয় এবং তিনি পরম জ্ঞানের অধিকারী হন। সেই লোকোত্তর জ্ঞানে আলোকিত ব্যক্তি বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। তিনি গ্রামে, নগরে গভীর অরণ্যে যেখানেই বাস করুন না কেন সমস্ত জায়গা তাহার সংস্পর্শে রমণীয় হইয়া উঠে। রমণীয় নির্জন অরণ্য প্রদেশে পার্থিব জনসাধারণ আনন্দ লাভ না করিলেও বীততৃষ্ণ অর্হৎবৃন্দ তথায় মুক্তির আস্বাদ উপলব্ধি করেন। কারণ তাহারা ভোগের আনন্দ উপভোগ করেন না।

৮ ।। সহস্‌স্ বগ্‌গো ।।

এই অধ্যায়ে সুভাষিত বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। অনর্থ-পদ যুক্ত বহু বাক্য ভাষণ করার চেয়ে লোভ, দ্বেষ, মোহ উপশমকারী অর্থ-পূর্ণ একটি বাক্য বলাই উত্তম। কারণ অনর্থপূর্ণ একটি শ্লোক আবৃত্তি বা শিক্ষা

---

[১] "একো বূপকট্‌ঠো অপ্পমত্তো, আতাপী পহিতত্তো, অরহং খীনাসবো বুসীতকরণীয় ওহিতভারো অনুপ্পত্তসদত্থো পরিক্‌খীন ভবসংযোজনো সম্মাঞ্ঞা বিমুত্তো।"

[২] "ঞানং চ পন মে দস্সনং উদপাদি অকুপ্পা মে চেতো বিমুত্তি অযং অন্তিমা জাতি নত্থি দানি পুনব্ভবো।"

[৩] লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ এবং দুঃখ।

দ্বারা দুঃখ উপশম হয় না। ধর্মের সারার্থযুক্ত একটি শ্লোক শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী আচরণ করিলে পরম শান্তি লাভ হয়। অনর্থপূর্ণ শত গাথা ভাষণ করার চেয়ে তৃষ্ণা নিবৃত্তিকর একটি শ্লোকের দ্বারা বহু পুণ্য সঞ্চয় হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে শত শত যোদ্ধাকে পরাস্ত করা বড় কথা নহে, যে নিজেকে জয় করিতে পারে (অর্থাৎ আত্মদমন করিতে পারে) সেই প্রকৃত জয়ী। কারণ অপরের উপর জয় লাভের দ্বারা সংযমী হওয়া যায় না।[১] বিজয়ীর মনে সাময়িক আনন্দ ও প্রতিপত্তি লাভ সম্ভব হইলেও ইহার পরিণাম ভয়াবহ। আত্মজয়ী পুরুষ সর্বদা কায়মনোবাক্যে সংযম পালন করেন। ইহাতে তাহার পুণ্যের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সংসারে সর্বত্র, তিনি প্রশংসা অর্জন করেন। এইরূপ আত্মজয়ী পুরুষের জয়কে দেব, গন্ধর্ব কিংবা মার কেহই পরাজয়ে পরিণত করিতে পারে না। মাসে মাসে শত সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের চেয়ে পণ্ডিত অধ্যাত্মজ্ঞানলাভী ব্যক্তির মুহূর্ত-কাল সেবা বা উপাসনা করাই শ্রেয়। শত সহস্র বৎসর অগ্নির উপাসনার পুণ্য সৎপুরুষদিগের প্রতি সম্মান ও পূজাজনিত পুণ্যের শতাংশের একাংশের সমানও হয় না।

মহাপুরুষদের প্রতি অভিবাদনজনিত পুণ্যের তুলনায় যাগযজ্ঞের পুণ্য অতি সামান্য। শীলবান বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে অভিবাদনের দ্বারা ইহজীবনে চারি প্রকার পুণ্যলাভ হয়। যথা—আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল।[২] দুঃশীল হইয়া শতবর্ষ জীবন ধারণ করার চেয়ে প্রজ্ঞাবান ও সংযত হইয়া একদিন জীবন ধারণ করা শ্রেয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ও অসংযত হইয়া শতবর্ষ জীবন যাপন করার চেয়ে শীলবান ও ধ্যানপরায়ণ হইয়া একদিন জীবন ধারণ করা উত্তম। পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি ও বিলয় সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত না হইয়া শতবর্ষ জীবন ধারণ করার চেয়ে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞাত হইয়া একদিন জীবিত থাকা উত্তম। অমৃতপদ বা নির্বাণ সাক্ষাৎ না করিয়া শতবর্ষ জীবন ধারণ করার চেয়ে পরমার্থ লাভ করিয়া এক মুহূর্ত জীবিত থাকা শ্রেয়। স্বদ্ধর্ম জ্ঞাত না হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকার চেয়ে সার ধর্ম বা চতুর আর্যসত্য জ্ঞাত হইয়া একদিন জীবন ধারণ করা শ্রেয়।

---

১ 'যো সহস্সং সহস্সেন সঙ্গামে মানুষে জিনে,
একঞ্চ জেয্য মত্তানং সবে সঙ্গামজুত্তমো" —শ্লোক নং ১০৩

২ "অভিবাদন সীলস্স নিচ্চং বদ্ধাপচাযিনো
চত্তারো ধম্মা বড্ঢন্তি আয়ু বন্নো সুখং বলং।" —শ্লোক নং ১০৯

৯ ॥ পাপ বগ্‌গো ॥

পাপ ও পুণ্য মানব জীবনের উন্নতি অবনতির দুইটি ধারা : একটি মানুষকে জানায় উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় জীবনের ইঙ্গিত অপরটি তাহাকে নামাইয়া আনে চরম অবনতির পঙ্কিলাবর্তে। এই দ্বিমুখী জীবনে শাশ্বতকালের মানুষ রূপান্তরিত হয় স্ব স্ব কর্মের পরিণামে। তাহার জীবন উজ্জ্বল ও ভাস্বর হইয়া উঠে পুণ্যের সংস্পর্শে, আর অপরটির প্রভাবে হইয়া উঠে মসীলিপ্ত কালিমাময় বিভীষিকাপূর্ণ ঘৃণিত জীবন। পাপবর্গের গাথাসমূহে ইহারই দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে।

কল্যাণ কর্মের দ্বারা চিত্ত প্রফুল্ল হয়, পাপ দূরীভূত হয়। একাগ্রচিত্তে দান না করিলে চিত্ত পাপমুক্ত হয় না। পাপকর্মের পুনরাবৃত্তি করা অনুচিত। ইহাতে ইচ্ছা প্রকাশ বিধেয় নহে। পাপ সঞ্চয়নের ফল বিষময়। তাই ইহা সর্বোতোভাবে পরিহার করা কর্তব্য। পুণ্য কর্ম পুনঃ পুনঃ করা শ্রেয়।

ইহাতে পুণ্যকামী ব্যক্তির জীবন ক্রমে ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। এইজন্য পুণ্য সঞ্চয় পরম সুখের। অপরিপক্ক পাপকে পাপী মঙ্গলরূপে দর্শন করেন। পাপ পরিপক্ক হইলে পাপী তাহার বিষময় ফল দেখিতে পায়। তদ্রূপ পুণ্যবান ব্যক্তির পুণ্যফল যতদিন পর্যন্ত লাভ না হয় ততদিন পর্যন্ত পুণ্যকার্যের স্বরূপ দেখিতে পায় না। পাপ অল্প হইলেও ইহাকে অবহেলা করা উচিত নহে। কারণ ইহা পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিন্দু বিন্দু জল যেমন পাত্র পূর্ণ করে সেইরূপ মূর্খ ব্যক্তির অজ্ঞতায় প্রাপ্ত পাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেইরূপ পুণ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিজ্ঞ ব্যক্তি অল্প অল্প পুণ্য সঞ্চয় করিয়া নিজকে পুণ্যময় করিয়া তোলেন।

পুণ্য-সম্ভারসহ বণিকের বিপদ সঙ্কুল পথ যেমন পরিত্যাজ্য তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তির কাম্য, রূপ এবং অরূপ ভবের তৃষ্ণা ত্যাগ করা কর্তব্য। পাপ চেতনার অভাবে পাপ কার্য করা যায় না। নিষ্পাপ অন্তরে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি নির্দোষ, শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক পুরুষের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, প্রক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় পাপ সে অত্যাচারীকে আক্রমণ করে।

কর্মের গতি বিচিত্র। পাপকর্মের প্রভাবে পাপী ব্যক্তি প্রেতলোকে, নরকে অথবা হীন যোনিতে উৎপন্ন হয়। অপর দিকে ধার্মিক ব্যক্তি দেব, ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা বিমুক্ত অর্হৎ ব্যক্তি নির্বাণসুখ উপভোগ

করেন। পাপকর্মের ফল পরিহার করা অসম্ভব। ত্রিজগতে এমন কোন স্থান নাই যেখানে যাইয়া পাপী ব্যক্তি তাহার পাপকর্ম হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে।[১] জন্ম-মৃত্যু দৈনন্দিন ব্যাপার। জন্ম গ্রহণ করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। একমাত্র তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করিতে পারিলেই মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

১০ ।। দণ্ড বগ্‌গো ।।

অন্যায়ের প্রতিকার স্বরূপ শাস্তির বিধান জগতে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত আছে। তথাপি অন্যায় করিবার প্রবণতা সমাজ হইতে উচ্ছিন্ন হইয়াছে বলা চলে না। অন্যায় প্রতিরোধ করিবার জন্য নিত্য নূতন যত নিয়মই প্রবর্তিত হউক না কেন মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত পাশব শক্তিকে যতদিন বশীভূত করিতে না পারিবে ততদিন সমাজদেহে এই অন্যায়ের নেশা চির-কাল জাগরূপ থাকিবে। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যতই নিয়ম নীতি শৃঙ্খলার প্রবর্তন করা হউক না কেন মহাপুরুষগণ অন্যায়কারীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে কার্পণ্য করেন না। একদিকে যেমন তাঁহারা বলিয়াছেন,

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

আবার অপরদিকে অন্যায়কারীর প্রতি সমবেদনায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছেন।

"দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা
যদি কাঁদে ভাই
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার"

দণ্ডবর্গের প্রতিটি গাথায় এই একই কথার সুর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে প্রাণীমাত্রই দণ্ড বা শাস্তিকে ভয় করে। মৃত্যুর নামে সকলে শিহরিয়া উঠে। জীবন সকলেরই প্রিয়। নিজকে সবাই ভালবাসে। নিজের সঙ্গে তুলনা করিয়া কাহাকেও বধ বা হত্যা করা উচিত নহে।

---

১ "ন অন্তলিকৃখে ন সমুদ্দমজ্‌ঝে
ন পব্বতানং বিবরং পবিস্‌স
ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদেসো
যত্থট্‌ঠিতো মুঞ্চেয্য পাপকম্মা।" —শ্লোক নং ১২৭

যে নিজে সুখ কামনা করে অথচ পরের সুখ হরণ করে সে পরিণামে সুখী হইতে পারে না। অপর সুখকাতর জীবের প্রতি দণ্ড প্রদান অব্যাহত রাখিয়া স্বর্গীয় বা নির্বাণসুখ কামনা করা বৃথা। কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয়। কর্কশ বাক্যের পরিণাম অতি ভয়াবহ। ক্রোধোদ্দীপক বাক্য দুঃখপ্রদ, ইহাতে প্রতিশোধস্পৃহা উত্তরোত্তর জাগ্রত হয়। যে ব্যক্তি নির্দোষকে শাস্তি প্রদান করে তাহাকে নিম্নলিখিত দশটি অবস্থার অন্যতম অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়: (১) নিদারুণ বেদনা,[১] (২) ভীষণ ক্ষতি,[২] (৩) অঙ্গহানি, (৪) কঠিন ব্যাধি, (৫) চিত্ত বিকৃতি, (৬) রাজদণ্ড, (৭) দারুণ অপবাদ,[৩] (৮) জ্ঞাতিবিয়োগ, (৯) সম্পদহানি এবং (১০) পুনঃ পুনঃ গৃহদাহ।[৪] এই-গুলি ছাড়া অন্যায়ভাবে দণ্ড প্রদানকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পর তীব্র নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। এইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বহু বিষয় চিন্তা করিয়া অন্যায়কারীকে শাস্তি প্রদান করেন এবং শ্রদ্ধাশীল, প্রজ্ঞা ও তত্ত্বানুশীলনে রত হইয়া অনল্প পাপ পরিহার করিয়া নির্বাণ লাভে সচেষ্ট হন।

১১ ॥ জরা বগ্গো ॥

ধর্মপদের অধিকাংশ বর্গের নামের সহিত অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য থাকিলেও জরা বর্গের অসংবদ্ধভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জরা বর্গের প্রধান বিষয়বস্তু মানব জীবনের নশ্বরতা। কিন্তু এই বর্গের ৮ ও ৯নং গাথার বিষয়বস্তু

১ শূলরোগ, শিরঃপীড়া, দুরারোগ্য হৃদরোগ প্রভৃতি তীব্র যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি।

২ শ্রমলব্ধ সম্পত্তির অপচয়, প্রভৃতি আরও বহু প্রকার ক্ষতি।

৩ নিজকে অজ্ঞাত অভূতপূর্ব, অকৃতপূর্ব এমন কি অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে লিপ্ত করিয়া দুরপণের কলংকের ভাগী হওয়া।

৪ "যো দণ্ডেসু অপদুট্‌ঠেসু দুস্সতি,
দসন্নং অঞ্ঞতরং ঠানং খিপ্পংমেবনিগচ্ছতি।
বেদনং ফরুসং জানিং সরীরসস চ ভেদনং,,
গরুক্‌ বাপি আবাধং চিত্তক্খেপং'ব পাপুনে,
রাজতো বা উপসগ্গং অব্ভক্খানং ব দারুণং,
পরিক্খযং ব ঞাতীনং, ভোগানং পভঙ্গুরং;
অথবস্স অগারানি অগ্গি ডহতি পাবকো
কায়স্স ভেদা দুপ্পঞ্ঞো নিরয়ং সোপপজ্জতি।"—শ্লোক নং ২৩৭-১৪

শুধু অসংবদ্ধ নয়, ইহা অপ্রাসঙ্গিকও বটে। ইহার অনুরূপ শ্লোক খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত 'উদান' নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।[১] এই শ্লোকটি ভগবান তথাগত বুদ্ধ তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভের অব্যবহিত পরে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার দীর্ঘ দিনের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতার প্রশস্তিবাদ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। উদাত্ত কণ্ঠে মার বা গৃহকারকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি বহু জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া এবার তিনি গৃহ কারকের সন্ধান পাইয়াছেন।

জন্ম-মৃত্যুরহস্য তাঁহার নিকট উদঘাটিত হইয়াছে।[২] তাঁহার রহস্য উদঘাটন করিতে যাইয়া জন্ম জন্মান্তরে তিনি জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর আঘাতে পৃষ্ট হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। তাহা এখন তাঁহার পরিজ্ঞাত। গৃহ রচনার সমস্ত উপকরণ এখন ভঙ্গ। সর্বপ্রকার তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত। তিনি সংস্কারমুক্ত ও নির্বাণপ্রাপ্ত। সে আর তাহার মধ্যে গৃহ রচনা করিতে পারিবে না।

জরা বর্গের মূল বক্তব্যের বিষয় জরাজীর্ণ মানবদেহের নশ্বরতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, জীব জগৎ যেখানে রাগ, দ্বেষ, মোহ, জন্ম, জরা ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা নিত্য প্রজ্বলিত হইতেছে সেখানে আমোদ আহ্লাদ অর্থহীন। আলোকের সন্ধান না করিয়া অবিদ্যান্ধকারে নিমজ্জিত হওয়া পণ্ডিতের লক্ষণ নহে। ক্ষণভঙ্গুর, বাসনা বহুল রোগাতুর এই দেহ। ইহার মধ্যে নিত্যত্ব ও স্থায়িত্ব বলিয়া কিছুই নাই। এই দেহ বহু রোগের আবাসভূমি। এবং বহু প্রকার ঘৃণ্য বস্তুতে ইহা পরিপূর্ণ। ইহা হইতে বহু প্রকার অশুচি বস্তু ক্ষরিত হয়। মরণেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রাণবায়ু

---

১ "অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিসসং অনিবিবসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খাজাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক, দিট্ঠো'সি পুনগেহং ন কাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসঙ্খিতং
বিসঙখারগতং চিত্তং তনহানং খযমজ্ঝগা।" —শ্লোক নং ১৫৩-১৫৪

২ সম্বাব সীলে ন চ বিরিযেন চ
সমাধিনা ধম্মবিনিচ্ছযেন চ;
সম্পন্নবিজ্জাচরণা পতিসসতা
পহস্সথ দুকখমিদং অনপপকং।" —শ্লোক নং ১৪৪

নির্গত হইয়া গেলে শরৎকালে নিক্ষিপ্ত অলাবুতুল্য ইহার কপোতবর্ণ অস্থিকঙ্কালগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া থাকে। এইরূপ নিঃসার দেহের প্রতি কিসেরই বা আকর্ষণ, কিসেরই বা অনুরাগ। মূলতঃ এই দেহ একটি নগর সদৃশ। অস্থি কঙ্কাল দ্বারা ইহা নির্মিত; রক্ত মাংস দ্বারা ইহা প্রলিপ্ত; জরা, মৃত্যু, মান, কপটতা ইহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। রাজার চিত্রিত রথের মত ইহা জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহার পরিণাম উপলব্ধি করিতে পারে না। বলিবর্দের ন্যায় অল্পবিদ্য ব্যক্তির মাংস বৃদ্ধি পায়, সেই পরিমাণে জ্ঞান বৃদ্ধি হয় না। যে ব্যক্তি যথা সময়ে ব্রহ্মচর্য এবং যৌবনে ধনোপার্জন না করে তাহাকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়া পরিত্যক্ত জীর্ণ ধনুকের ন্যায় পড়িয়া থাকিতে হয়। সেই নির্বোধ ব্যক্তির আর কোনরূপ কাজ করার সময় থাকে না।

১২॥ অত্তবগ্গো॥

নিজকে প্রিয় মনে করা বা ভালবাসা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। নিজকে কি করিয়া উত্তমরূপে ভালবাসা যায় উহারই প্রকৃষ্ট নির্দেশ এই বর্গে বিধৃত আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, যে নিজকে প্রিয় মনে করে তাহার নিজকে সুন্দররূপে সুরক্ষিত করা উচিত। যিনি দানশীল ভাবনায় রত থাকেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে সুরক্ষিত, পণ্ডিত ব্যক্তি সতর্ক হইয়া ত্রিযামের একযাম সমর্থ ও বিদর্শন ভাবনায় অতিবাহিত করেন। মানুষের প্রথমে নিজকে মঙ্গল কর্মে নিয়োজিত করা উচিত। পরকে সংযত হইবার জন্য উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু নিজে তদনুরূপ আচরণ করা সত্যিই কঠিন। নিজে সংযত হইয়া পরকে উপদেশ দিলে পণ্ডিত ব্যক্তি ক্লেশ পায় না। আপনাকে প্রথমে দমন করিতে পারিলে পরকে দমন করা কঠিন নহে। নিজেই নিজের নাথ, অন্য নাথ আবার কে? আত্মদমন করিতে পারিলে দুর্লভ বস্তু বা নির্বাণ লাভ করা যায়। পাষাণোদ্ভূত হীরক খণ্ড মণিকে চূর্ণ করার ন্যায় স্বকৃত দুষ্কর্মই মূর্খ ব্যক্তির সর্বনাশ আনয়ন করে। মালুব লতা যেমন শালবৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া শালবৃক্ষের ক্ষতিসাধন করে সেইরূপ অত্যন্ত দুঃশীলতা জীবনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া তাহার সর্বনাশ সাধন করে। নিজের অহিতকর ও অকল্যাণকর কর্ম করা সহজ; কিন্তু যাহা

হিতকর ও নির্বাণপ্রদ তাহা সম্পাদন করা সত্যিই দুষ্কর।[১] যে অসাধু ব্যক্তি পাপদৃষ্টির বশবর্তী হইয়া সৎপুরুষগণের (অর্হতের) ধর্মোপদেশের প্রতি আক্রোশভাব পোষণ করে বাঁশের ফলোদ্‌গমের ন্যায় তাহার কৃতকর্ম তাহাকে ধ্বংস করে। নিজের কৃত পাপের দ্বারা নিজেই ক্লিষ্ট হয়। নিজে পুণ্যকার্য না করিলে কেহ তাহাকে শুদ্ধ করিতে পারে না; শুদ্ধি ও অশুদ্ধি নিজের কৃতকর্মেরই ফল।

পরহিতব্রতী হইয়া নিজের সাধন-ভজন ও শীলানুশীলন ত্যাগ করা উচিত নহে। কারণ শীলবিশুদ্ধি ব্যতীত মার্গ ফল লাভ করা অসম্ভব। মার্গফল লাভ না করিলে দুঃখমুক্তি সুদূরপরাহত। এইজন্য বীর্যসহকারে শীল, সমাধি ও বিদর্শন ভাবনার অনুশীলন একান্ত বাঞ্ছনীয়, কারণ নিজের শীলবিশুদ্ধি করিয়া প্রজ্ঞা ভাবনায় রত থাকিতে পারিলে নির্বাণ লাভ সম্ভব হইবে। এই কারণেই পরনিন্দা পরচর্চা ও পরার্থপরতা অপেক্ষাও আত্মানুশীলন ও আত্মশুদ্ধি বহুগুণে শ্রেয়।

১৩। লোকবগ্‌গো

এখানে হীনধর্মের সেবা ও প্রমাদের বশবর্তী হওয়াকে দুঃখের কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও অত্যধিক কামচর্যা সর্বদা পরিত্যাজ্য। অত্যধিক কামে মত্ত হইয়া থাকিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ আচরণের দ্বারা শরীর ও মনের উপর আপনার কর্তৃত্ব চলিয়া যায়। ইহাতে স্মৃতিভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মিথ্যা ধারণা ও ভ্রান্ত দৃষ্টির বশবর্তী হইয়া মানুষ উত্তরোত্তর প্রমাদপরায়ণ হয়। ইহার ফলে পুনঃ পুনঃ জন্মের কারণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইজন্য অত্যধিক ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা ও হীনাচরণ ত্যাগ করিয়া মুক্তির আলোকে স্নাত হওয়াই পণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য। "জাগ্রত হও। প্রমত্ত হইও না। কল্যাণ-ধর্ম আচরণ কর। ধার্মিক ব্যক্তি ইহ-পরলোকে সুখে বাস করেন। সদ্ধর্ম আচরণ করা উচিত। পাপধর্ম আচরণ করা উচিত নহে। মঙ্গল ধর্ম

১ "সুকরানি অসাধুনি অত্তনো অহিতানি চ
যং বে হিতং চ সাধুঞ্চ তং বে পরম দুক্করং।" শ্লোক নং ১৬৩

আচরণকারী ব্যক্তি ইহ-পরলোকে সুখে জীবন অতিবাহিত করেন।[১]" এই জগৎ জলবুদ্বুদ ও মায়া মরীচিকা সদৃশ; ইহার স্থায়িত্ব অতি অল্প। ইহাতে নিমজ্জিত থাকা পণ্ডিত ব্যক্তির উচিত নহে।

চিত্রিত রাজরথের ন্যায় দেহজগতের প্রতি জ্ঞানহীন ব্যক্তিরাই আকৃষ্ট হয়। মোহান্ধ ব্যক্তি দেহের বাহ্যিক রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া অপরিসীম দুঃখ ভোগ করে। পণ্ডিত ব্যক্তি ইহার অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া সংবেগ প্রাপ্ত হন এবং প্রমোদ বিহার ত্যাগ করতঃ জ্ঞানসাধনায় মনোনিবেশ করিয়া মার্গফল লাভ করিবার জন্য তৎপর হন। তিনি সর্বপ্রকার পাপ-কর্মকে পুণ্যকর্মের দ্বারা আবৃত করেন এবং জন্ম-মৃত্যুর রহস্য উদ্ভাবন করিয়া সমস্ত জগতকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করেন। জগতের অধিকাংশ লোক প্রজ্ঞার অভাবে অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অতি অল্পসংখ্যক লোকই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম লক্ষণযুক্ত সদ্ধর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন। অধিকাংশ মানুষ দুর্গতিগামী হয় এবং অতি অল্পসংখ্যক লোকই নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হন। ঋদ্ধিমান ব্যক্তিরা নিজেদের অলৌকিক শক্তির দ্বারা আকাশমার্গে বিচরণ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি সসৈন্য মারকে পরাস্ত করিয়া সংসার হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। যাহার সত্য ধর্ম ও পরলোকে বিশ্বাস নাই, তাহার অকরণীয় পাপ জগতে কিছুই নাই। যে ব্যক্তি দানের প্রশংসা করে না তাহার পক্ষে স্বর্গে যাওয়া সম্ভব নহে। পণ্ডিত ব্যক্তি দানকার্যে তৃপ্তিলাভ করিয়া ইহ-পরলোকে মহা ঐশ্বর্যের অধিকারী হন।[২] পৃথিবীর একচ্ছত্রাধিপত্য স্বর্গ গমন অথবা ত্রিভুবনের অধিশ্বরত্ব অপেক্ষা স্রোতাপত্তি ফল শ্রেয়।

---

[১] উত্তিট্ঠে নপ্পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ — শ্লোক নং ১৬৯
"ধম্মংচরে সুচরিতং ন তং দুচ্চরিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ।" — ঐ ১৬৯

[২] "ন বে কদরিয়া দেব লোকং বজন্তি,
বালা হবে নপ্পসংসন্তি দানং;
ধীরো চ দানং অনুমোদ মানো
তেনেব সো হোতি সুখী পরত্থ।" — শ্লোক নং ১৭৭

১৪। বুদ্ধ বগ্‌গো

এই বর্গের অন্তর্গত প্রতিটি শ্লোক মানুষের জীবনকে সম্যক পথে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রচিত। মোহান্ধ বিভ্রান্ত মানুষকে আলোর দিশা এখানে দেখান হইয়াছে। যুগে যুগে বুদ্ধগণ স্বীয় সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে মানুষকে মিথ্যা প্রলোভনের হাত হইতে উদ্ধারকল্পে যে অনুশাসন দান করিয়াছেন আলোচ্য অংশে উহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে।

নির্বাণ প্রাপ্ত তথাগত বুদ্ধের রাগ, দ্বেষ, মোহ সম্পূর্ণরূপে প্রহীন হইয়াছে। কোন প্রলোভনের দ্বারা সেইগুলি আবার উৎপন্ন হইবার নহে। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব তৃষ্ণা বিমুক্ত। তিনি সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে অসীম ও অনন্ত। কোন প্রকার কামনা-বাসনা তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান নাই। সেই অনন্ত গোচর পথহীন নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধকে কে প্রলোভিত করিতে পারে? বুদ্ধ সকল অবস্থাতে ত্রিলক্ষণ জ্ঞানে[১] সমর্থ ও বিদর্শন চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তিনি ধীর, প্রশান্ত, প্রবুদ্ধ ও স্মৃতিমান। তিনি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া আবর্তন, সমাবর্তন, অধিষ্ঠান, উত্থান ও প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা মনের সর্বপ্রকার কলুষরাশি বিদূরিত করিয়া নির্বাণ সুখে পরিতৃপ্ত হইয়া বিহার করেন। সেইরূপ মহাপুরুষের পন্থা যাঁহারা অনুসরণ করেন তাঁহারা দেবগণের প্রিয় হন।

মানব জীবন লাভ করা দুর্লভ। বুদ্ধের উৎপত্তি জগতে দুর্লভ। সর্বপ্রকার পাপ অকরণীয়, সর্বপ্রকার পুণ্য করণীয়। চিত্তে পবিত্র ভাব আনয়ন করা পণ্ডিতের লক্ষণ; এইগুলি বুদ্ধের উপদেশ। ক্ষান্তি ও ধৈর্য (তিতিক্ষা)

---

১ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।

২ "কিচ্ছো মনুস্‌স পটিলাভো কিচ্ছং মচ্চানং জীবিতং
কিচ্ছং সদ্ধম্ম সবনং কিচ্ছো বুদ্ধানং উপপ্পাদো,
সব্ব পাপস্‌স অকরণং কুসলস্‌স উপসম্পদা,
সচিত্তপরিয়োদাপনং এতং বুদ্ধানসাসনং।
খন্তি পরমং তপো তিতিক্‌খা
নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা,
ন হি পব্বজিতো পরূপঘাতী
সমনো হোতি পরমং বিহেঠযন্তো।
অনুপবাদো অনুপঘাতো পাতিমোক্‌খে চ সংবরো,
মত্তঞ্ঞুতা চ ভত্তস্মিং পন্তং চ সযনাসনং
অধিচিত্তে চ আযোগো এতং বুদ্ধান সাসনং।" শ্লোক নং ১৮২-১৮৫

উত্তম তপস্যা; বুদ্ধগণ বলেন নির্বাণই শ্রেষ্ঠ। প্রব্রজিত ব্যক্তি অপরকে আঘাত করেন না, শ্রমণ কখনও পরনিপীড়ক হন না। উপবাদ ও উপঘাত, হীনতা, শীলাচরণ, মিতাহার, নির্জনবাস, ও অধিচিত্তে উত্তম বুদ্ধগণের অনুশাসন।

কামনার শেষ নাই। অফুরন্ত ধন প্রাপ্তিতে ইহা তৃপ্ত হয় না। কাম সম্ভোগ দুঃখদায়ক। পণ্ডিত ব্যক্তি ইহা জ্ঞাত হইয়া স্বর্গীয় ভোগ সম্পদেও স্পৃহা প্রকাশ করেন না। তিনি সর্বপ্রকার ভোগের আশা সম্পূর্ণ-রূপে ত্যাগ করিয়া নির্বাণ সাধনায় তৎপর হন। ভয়ার্ত মানব পর্বত, বন, আরাম, চৈত্য, বৃক্ষ প্রভৃতির শরণ গ্রহণ করে। এইগুলি মানবের শ্রেষ্ঠ শরণ নহে। এইগুলির শরণে মানুষ দুঃখমুক্ত হইতে পারে না। বুদ্ধ ধর্ম সংঘই মানুষের শ্রেষ্ঠ শরণ। চতুর আর্যসত্য[১] সমূহ সম্যকজ্ঞানে নিরীক্ষণ করা এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণে নিজের জীবন গঠন করা দুঃখ মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। জগতে মহাপুরুষের আবির্ভাব দুর্লভ, তিনি সকল স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন না। তিনি যে স্থানে বা কুলে জন্মগ্রহণ করেন সেই স্থান বা কুল সমৃদ্ধ হয়। জগতে বুদ্ধের উৎপত্তি সুখদায়ক, বুদ্ধের ধর্মদেশনা হিতকর; সংঘের সংসর্গ হিতকর। ঐক্যবদ্ধ হইয়া বাস করা এবং সামগ্রিকভাবে শাসনের মংগলের জন্য চেষ্টা করা উত্তম। শোক সন্তাপোত্তীর্ণ, নিষ্প্রপঞ্চ, অকুতোভয়, পূজার্হ ব্যক্তিকে যিনি পূজা করেন তাঁহার পুণ্য অপরিমেয়।

১৫। সুখ বগ্‌গো

পণ্ডিত ব্যক্তি সকল স্থানে সুখে বাস করেন। তিনি কখনও লোক ধর্মের[২] দ্বারা বিচলিত হন না। তিনি বৈরীদের মধ্যে অবৈরী, তৃষ্ণাতুরদের মধ্যে তৃষ্ণাবিহীন, উদ্বিগ্নদের মধ্যে অনুদ্বিগ্ন, উৎসুকদের মধ্যে নিরুৎসুক এবং অপ্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প্রতিকূল হইয়া বিহার করেন। এইরূপ ব্যক্তি লোকসমাজে বাস করিয়াও অবিচল ও বিতৃষ্ণ হইয়া বাস করেন। বুদ্ধগণ সর্বাবস্থাতে নিরুদ্বিগ্ন ও সুখী হন। জ্ঞানিগণ আভাস্বর দেবতাদের

১ চতুর আর্য সত্য নিম্নরূপ: দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায়।

২ লোক ধর্ম আট প্রকার: যথা: লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ।

মধ্যে প্রাতিভোজী হইয়া সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁহারা জাগতিক ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যধিক অভিভূত হন না। জয় পরাজয় কোনটা পণ্ডিতদের কাম্য নহে। কারণ জয়ের দ্বারা শত্রুতা বৃদ্ধি পায়, পরাজিতের মনে সর্বদা প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত হয়। সেইজন্য অর্হৎগণ জয়-পরাজয়ের উর্ধ্বে অবস্থান করতঃ তৃষ্ণাবিহীন হইয়া শান্তিতে বাস করেন। রাগের সমান অগ্নি নাই, দ্বেষের সমান পাপ নাই, পঞ্চস্কন্ধের সমান দুঃখ নাই এবং নির্বাণের সমান সুখ নাই।[১] ক্ষুধা পরম ব্যাধি, ইহা দুরারোগ্য, মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় জর্জরিত। পঞ্চস্কন্ধ[২] সমন্বিত দেহধারণ অতিশয় দুঃখদায়ক। ইহা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তিগণ জ্ঞানলাভের জন্য তৎপর হন। "আরোগ্য পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি এবং নির্বাণ পরম সুখ।"[৩]

সৎপুরুষগণের দর্শন হিতকর, নির্বোধের অদর্শন মঙ্গলপ্রদ, কারণ মূর্খের সংসর্গে অকুশল উৎপন্ন হয়। পণ্ডিতের সংসর্গে বহু পুণ্য সম্পাদিত হয়। সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্য নিত্য দুঃখদায়ক ও বিপদজনক। সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তির সাহচর্য সর্বদা সুখদায়ক ও মধুময়। এইসব কারণ চিন্তা করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অর্হৎ নির্দেশিত পথে বিচরণ করিয়া নির্বাণের পথ সুগম করেন।

১৬। পিয় বগ্‌গো

প্রিয় ও অপ্রিয়ের সংসর্গ দুইই পরমার্থ লাভের পক্ষে অহিতকর। কারণ প্রিয়ের অদর্শন এবং অপ্রিয়ের দর্শন দুঃখকর। প্রিয় দর্শনে প্রিয়ের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত হয়, সংসর্গের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যাহাদের প্রিয় বস্তুর প্রতি মমত্ব নাই তাহাদের ভয় কিংবা শোক বিদ্যমান থাকিতে পারে না। প্রেম হইতে শোক উৎপন্ন হয়; প্রেম হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। যাহাদের প্রেমভাব উৎপন্ন হয় না তাহাদের শোক কিংবা ভয়ের কারণ নাই। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের কারণে মানুষের রতিভাব জাগ্রত হয়। এই রতি হইতে শোক ও ভয়ের কারণ উৎপন্ন হয়। যাহাদের রতি নাই তাহাদের শোক নাই। কামনা বা বিষয়াসক্ত হইতে শোক ও ভয় উৎপন্ন হয়। যাহাদের

১ লোকধর্ম আট প্রকার যথা লাভ, অলাভ, যশ, অযশ নিন্দা প্রশংসা সুখ ও দুঃখ।

২ "নথি রাগ সমো অগ্গি নথি দোসসমো কলি
নথি খন্ধসমা দুক্খা নথি সন্তি পরং সুখং।" শ্লোক নং ২০২

৩ পঞ্চস্কন্ধ নিম্নরূপ : রূপ, বেদনা, সঞ্ঞা সঙ্খারা এবং বিঞ্ঞাণ।

কামনা বাসনা নাই তাহাদের কোন ভয় কিংবা উদ্বেগ নাই। তৃষ্ণা হইতে ভয় ও শোকের উদ্ভব হয়। যাহার তৃষ্ণা নাই তাহার ভয় ও শোক নাই। শীলবান, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সকলের প্রিয় পাত্র হন।[১] মার্গফল লাভী সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ, শীলবান, ধর্মজ্ঞ, সত্যবাদী, কর্তব্যপরায়ণ আত্মকর্তব্য সম্পাদনে তৎপর সজ্জনকে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আপনার জনের ন্যায় প্রিয় মনে করেন। গৃহ প্রত্যাগত দীর্ঘ প্রবাসীকে যেমন তাহার জ্ঞাতীবর্গ আগু বাড়াইয়া অভিনন্দিত করেন সেইরূপ পরলোক-গত ধার্মিক ব্যক্তিকে তাঁহার কৃত পুণ্য বরণ করিয়া লয়।

১৭। কোধ বগ্‌গো

মানবের রিপুসমূহের মধ্যে ক্রোধ অন্যতম। এই ক্রোধকে জয় করিতে না পারিলে জগতে উন্নতির আশা বৃথা। একমাত্র ক্রোধ হেতু মানব জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্খা এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হইয়া যাইতে পারে। ক্রোধ অন্তরে জাগ্রত হইলে শুধু পরের অনিষ্ট সাধন করে না, ইহা অনেক সময় নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। এইজন্য পন্ডিত ব্যক্তি ক্রোধ মন হইতে সর্বদা পরিহার করিয়া থাকেন।

ক্রোধ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে দশবিধ সংযোজন[২] ও নির্মূল করিতে হয়। কারণ এই দশবিধ সংযোজনই সর্ব প্রকার সংসার বন্ধনের হেতু। এই বন্ধন ত্যাগ করিতে না পারিলে দুঃখ মুক্তি অসম্ভব। যিনি উৎপন্ন ক্রোধকে ভ্রান্ত পরিচালিত রথের ন্যায় সুনিয়ন্ত্রিত করেন তাঁহাকে প্রকৃত সারথি বলে। অপর সকল ব্যক্তি বলগাধারী মাত্র, সারথি নামের যোগ্য নহে। ক্রোধে বশীভূত উদভ্রান্ত ব্যক্তি সংযমী হইতে পারে না।

পণ্ডিত ব্যক্তি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে, সাধুতার দ্বারা অসাধুকে, দানের দ্বারা কৃপণকে এবং সত্য ভাষণের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে পরাভূত করেন।[৩] যিনি সর্বদা সত্য ভাষণ করেন, প্রার্থীকে অল্প মাত্র হইলেও প্রদান করেন

১. "ছন্দজাতো অনক্‌খাতে মনসা চ ফুটো সিয়া
কামেসু অপ্পটিবদ্ধ চিত্তো উদ্ধং সোতোতি বুচ্চতি।" শ্লোক নং ২১৮

২. সংযোজন দশ প্রকার : কাম, রূপ, অরূপ, প্রতিঘ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, শীলব্রত, পরামর্শ সন্দেহ, ঔদ্ধত্য এবং অবিদ্যা।

৩. অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেনালিকবাদিনং। শ্লোক নং—২২৩

এবং ক্রোধ ত্যাগ করিয়া চলেন তিনিই দেবত্ব লাভের যোগ্য। সেই পণ্ডিত উৎসাহী, কামে অপ্রতিবদ্ধচিত্ত ব্যক্তি 'উদ্ধস্রোত' বলিয়া অভিহিত হন। যিনি অহিংসক, নিত্য সংযমী এবং মৈত্রীভাবাপন্ন তিনি এমন স্থান প্রাপ্ত হন যেখানে কোন প্রকার শোক নাই।

তিনি সর্বদা জাগ্রত, অহোরাত্র শিক্ষায় নিরত, শীলবান ও ধ্যানপরায়ণ, তিনি সর্বদুঃখের অন্তসাধন করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন। লোকে অল্প ভাষণকারীকে নিন্দা করে, বহু ভাষণকারীকেও নিন্দা করে, মৌনভাব ধারণ কারীকেও নিন্দা করে; অনিন্দিত ব্যক্তি জগতে বিরল। একান্ত নিন্দিত ও একান্ত প্রশংসিত ব্যক্তি জগতে নাই। নির্দোষ, মেধাবী ও ক্রোধহীন ব্যক্তিকে দেব ব্রহ্মগণও প্রশংসা করেন। লৌকিক ও লোকোত্তর প্রজ্ঞা ভাবনায় নিরত অনাসক্ত, অক্রোধী ধার্মিক পুরুষকে জম্বু নদীতে উৎপন্ন স্বর্ণের ন্যায়, কে নিন্দা করিতে পারে? পণ্ডিত ব্যক্তি কায় ও বাক্য এবং মনকে সংযত রাখিয়া বহু প্রকার সুকর্ম সম্পাদন করিয়া দেব, ব্রহ্মগণের প্রশংসা ভাজন হন।

১৮ · মল বগ্‌গো

'মল' অর্থ 'ময়লা' 'আবর্জনা' অথবা 'অপবিত্রতা'। 'মল' অপবিত্রতারই নামান্তর। চিত্তের মালিন্য বিধৌত করিতে না পারিলে পবিত্রতা লাভ অসম্ভব। চিত্তে পবিত্রভাব আনয়ন করিতে না পারিলে ধ্যানলাভ করা যায় না। ধ্যানলাভ করিতে না পারিলে জ্ঞানলাভ সুদূর পরাহত। জরাজীর্ণ মানব দেহ বহু প্রকার মলে পরিপূর্ণ। মলপূর্ণ দেহের প্রতি মমত্ব কমাইতে না পারিলে প্রজ্ঞাভাবনায় সফলতা লাভ সম্ভব নহে।

মানবদেহ জীর্ণ পত্রতুল্য, মৃত্যুদূত নিকটে দণ্ডায়মান, যাত্রাপথের সম্বল এখনও যোগাড় হয় নাই। বয়স পরিণত হইয়া আসিয়াছে। যাত্রার সময় উপস্থিত। পণ্ডিত ব্যক্তি ইহা জ্ঞাত হইয়া পাপমল বিধ্বংস করতঃ নিজের জন্য ধর্মরূপ আশ্রয়স্থল নির্মাণ করিবার জন্য তৎপর হন।

স্বর্ণকার যেমন রজত হইতে ক্রমে ক্রমে মল দূরীভূত করে, তেমনি তিনি স্বীয় মলিনতা বিদূরিত করেন। লৌহজাত মল যেমন লৌহকে ভক্ষণ করে তদ্রূপ অধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে নিজের কৃত দুষ্কর্মই দুর্গতিতে লইয়া যায়। "অনাবৃত্তি মন্ত্রের মল, অনুদ্যম গৃহবাসের মল, অলসতা সৌন্দর্যের মল,

এবং অসাবধানতা রক্ষকের মল।"[১] অসতীত্ব নারীর কলঙ্ক, কৃপণতা দাতার কলঙ্ক পাপাচরণ ইহ পরলোকে উন্নতির পরিপন্থী এবং অবিদ্যা মানবের মুক্তিলাভের গুরুতর অন্তরায়। অতএব এই মলসমূহকে দূরীভূত করাই মুক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

নির্লজ্জ, দুঃশীল, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, অপকারী ও প্রগলভ ব্যক্তির জীবন যাত্রা সহজ। হ্রীসম্পন্ন, শুদ্ধজীবী, পবিত্রাত্মা অপ্রগলভ জ্ঞানী ব্যক্তির জীবিকার্জন কষ্টকর। কারণ তিনি প্রাণী হত্যা চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, মদ্যপানাসক্তি প্রভৃতি অধর্ম কার্য পরিত্যাগ করেন। পন্ডিত ব্যক্তি যথালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি দুর্লভ বস্তুর প্রতি লোভ উৎপাদন করিয়া চিত্তে কোন প্রকার চাঞ্চল্যতাভাব আনয়ন করেন না। যথালব্ধ বস্তুতে পরিতৃপ্ত হইয়া নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করেন। রাগের তুল্য অগ্নি নাই, দ্বেষের তুল্য গ্রহ কোথায়? মোহের সমান জাল নাই এবং তৃষ্ণার সমান নদী নাই। পরের দোষ দর্শন করা সহজ, নিজের দোষ উপলব্ধি করা সত্যিই কঠিন।

শঠ ব্যক্তি অপরের সামান্য দোষ-ত্রুটি দেখিলে তাহা সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়ায়। কিন্তু নিজের দোষ অন্বেষণ করিবার সাহস তাহার নাই। যে পর-নিন্দা, পর চর্চায় সময় ক্ষেপণ করে তাহার আস্রবসমূহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আকাশের যেমন আকৃতি নাই, বুদ্ধ শাসনের বাহিরেও শ্রমণ নাই। প্রাণিগণ সংসার মায়ায় আবদ্ধ, জগৎ অশাশ্বত এবং বুদ্ধগণ অচঞ্চল।[২]

১৯। ধম্মট্ঠ বগ্গো

জগতে ধার্মিক হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। বিচারাসনে বসিয়া যে স্বেচ্ছাচারী হয় এবং পক্ষপাতিত্ব করিয়া বিচার নিষ্পন্ন করে এবং অধিকারীকে সত্বচ্যুত করে সে বিচারকের আসনে বসিলেও বিচারক হইবার যোগ্য নহে।

---

১ "অসজ্ঝায মলা মন্তা অনুট্ঠান মলা ঘরা
মলং বণ্ণস্স কোসজ্জং পমাদো রক্খতো মলং।" শ্লোক নং—২৪১

২ "আকাসে বা পদং নত্থি সমণো নত্থি বাহিরে,
পপঞ্চাভিরতা পজা নিপ্পপঞ্চা তথাগতা।
আকাসে বা পদং নত্থি সমণো নত্থি বাহিরে
সঙ্খারা সস্সতা নত্থি নত্থি বুদ্ধানমিঞ্জিতং।" শ্লোক নং—২৫৪—২৫৫

যিনি পক্ষপাতিত্ব বিহীন রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিহার করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত ধার্মিক। বহু ভাষণ করিলে কেহ পন্ডিত হয় না। যিনি ক্ষমাশীল, শান্ত ও ভয়শূন্য তিনিই পন্ডিত বলিয়া অভিহিত হন। মস্তকের কেশ পক্ক হইলে কেহ প্রাচীন বা স্থবির হয় না, যিনি সত্যবাদী, ধার্মিক, সংযম ও দম অভ্যাস করেন সেই নিষ্কলুষ ব্যক্তিই পন্ডিত বলিয়া কথিত হন। যে ব্যক্তি বাকপটু ও রূপবান হইয়া পর সম্পত্তির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, কৃপণ ও প্রবঞ্চক সে কখনও সজ্জন হইতে পারে না। যিনি উপরোক্ত দোষসমূহ বর্জন করিয়া অর্হৎ মার্গে বিচরণ করেন এবং স্বীয় লাভ সৎকারে সন্তুষ্ট থাকেন তিনিই সাধু ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হন। ব্রতহীন, অসদিচ্ছা পরায়ণ, লোভী ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তি মস্তক মুন্ডন করিলেও শ্রমণ নামের যোগ্য নহে। যিনি ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সূক্ষ্ম, স্থূল সর্বপ্রকার পাপ বর্জন করিয়া চলেন তিনিই শ্রমণ বলিয়া কথিত হন। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিলে কেহ ভিক্ষু হয় না, যিনি পাপ পূণ্য উভয়ই বর্জন করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু বলিয়া পরিচিত হন। মুর্খ ও জ্ঞানহীন ব্যক্তি কেবল মৌনভাব অবলম্বন করিয়া মুনি হইতে পারে না, যিনি সর্ব প্রকার পাপ বর্জন করেন তিনিই মুনি নামে অভিহিত হন। যে প্রাণী হত্যা করে সে কখনও আর্য হয় না। ধর্মপরায়ণ মৈত্রীভাবাপন্ন ব্যক্তিই আর্য বলিয়া কথিত হন। শীলবান, বহুশ্রুত, সমাধিপরায়ণ ভিক্ষুর অর্হত্বলাভ না করা অবধি সাধনা মার্গ ত্যাগ করা উচিত নহে। যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তৃষ্ণাক্ষয় না হয় সে পর্যন্ত দুঃখমুক্তি অসম্ভব।

২০। মগ্‌গ বগ্‌গো

তথাগত বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ভব সংসার হইতে মুক্তির ইহাই একমাত্র পথ। ইহার চেয়ে উত্তম পথের নির্দেশ আর কেহ দিতে পারে না। দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখনিরোধ, এবং দুঃখ নিরোধের উপায়ই সত্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঘাত-প্রতিঘাত বহির্ভূত অসংস্কৃত ধর্মসমূহের মধ্যে বিরাগই শ্রেষ্ঠ। ইহা জন্ম-মৃত্যুর অতীত, পরম শান্তিকর ও আনন্দময় দেব প্রভৃতি দ্বিপদ প্রাণীসমূহের মধ্যে ভগবান তথাগত বুদ্ধই সর্বশ্রেষ্ঠ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ মানুষের রাগ, দ্বেষ, মোহ বিদূরিত করিয়া দৃষ্টিকে বিশুদ্ধ করে। মার বিজয়ী বুদ্ধ এই মার্গ অনুসরণ করিয়া সর্বদুঃখের মূলোচ্ছেদ করতঃ অবিজ্ঞতা দ্বারা অন্তরে রাগশল্য সমূলে উৎপাটিত করেন। তিনি

তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ ধর্ম মানবের মধ্যে প্রকাশ করেন। তিনি বহুজনের মঙ্গলের জন্য এবং দুঃখমুক্তির জন্য উপদেশ প্রদান করেন। তিনি একজন বড় উপদেষ্টা তাঁহার উপদেশ অনুসরণ করিলে ভবসংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

সংসার অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম, যিনি দুঃখ পূর্ণ এই পঞ্চস্কন্ধের প্রতি নির্লিপ্ত থাকেন তিনি নির্বাণ মার্গ জ্ঞাত হন। যে ব্যক্তি যথাসময়ে উদ্যম করেন না তরুণ ও সবল হইয়াও আলস্যপরায়ণ হন, সংকল্প ও চিন্তায় যিনি অবসাদগ্রস্থ তিনি জ্ঞানমার্গ উপলব্ধি করিতে পারেন না।[১] যাহার বাক্য সংযত, কাজের দ্বারা কোন প্রকার অকুশল কর্ম করেন না এবং মন যাহার নিশ্চল, এই ত্রিবিধ কর্মপদ বিশুদ্ধ রাখিলেই ঋষি প্রবর্তিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা সার্থক হয়।

ধ্যানের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, ধ্যানের অভাবে জ্ঞান ক্ষয় হয়; মানুষের উন্নতি অবনতির এই দুইটি পথ। ইহা ভালরূপে জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানলাভের জন্য আত্মনিয়োগ করাই শ্রেয়।[২]

আসক্তির মূলোচ্ছেদ করা দরকার। যতদিন স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষদের আসক্তি অনুমাত্রও বর্তমান থাকে ততদিন স্তন্যপায়ী পশুর মত সে স্ত্রীলোকের পানে ধাবিত হয়। অতএব শারদীয় কুমুদ ছেদনের ন্যায় সকল প্রকার আসক্তি ছেদন করিয়া আর্য মার্গ অনুসরণ করা প্রয়োজন। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি চিন্তা করিয়া অযথা সময় নষ্ট করে। মহাপ্লাবনের সম্মুখে সুপ্ত গ্রামের ন্যায় সেই বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে কাল গ্রাস করে। পিতা, পুত্র, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব কেহই আসক্তিপরায়ণ দুর্বলচেতা ব্যক্তিকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে না। মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তি সমস্ত বন্ধু বান্ধবের মধ্যে বর্তমান থাকিয়াও অসহায়। পণ্ডিত ও শীলবান ব্যক্তি ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যথাসময়ে অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনায় তৎপর হন।

---

১ "উট্‌ঠানকালম্‌হি অনুট্‌ঠহানো
যুবা বলিং আলসিযং উপেতো;
সংসন্ন সংকপ্পমনো কুসীতো,
পঞ্ঞায মগ্গং অলসো ন বিন্দতি।" শ্লোক নং—২৮০

২ যোগা বে জাযতী ভূরি অযোগা ভূরি সঙ্খযো,
এতং দ্বেধাপথং ঞত্বা ভবায বিভবায চ।
তথত্তানং নিবেসেয্য যথা ভূরি পবড্‌ঢতি। শ্লোক নং—২৮২

২১। পকিন্নক বগ্গো

এই 'পকিণ্ণক' শব্দের অর্থ 'বিবিধ'। এই বর্গটি পুস্তকের মধ্যস্থলে না দিয়া সর্বশেষে দিলেই সর্বাঙ্গ সুন্দর হইত। ইহা ছাড়া এই বর্গের শ্লোক-গুলিতে বিবিধ ভাবের অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়। একেকটি গাথা একেকটি ভাবের দ্যোতক। ইহার প্রারম্ভে বলা হইয়াছে জ্ঞানী ব্যক্তি বিপুল সুখের আশায় স্বল্প সুখ পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা করেন না। যে ব্যক্তি স্বর্গীয় সুখ ও নৈর্বা-নিক আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য ইচ্ছুক, সে ব্যক্তি উপোশথ শীল গ্রহণ করিয়া বিকাল ভোজন[১] পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা করেন না। যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের অনিষ্ট কামনা করে সে পরিণামে সুখী হইতে পারে না। কারণ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি নিত্য তাহার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। যাহারা কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করিয়া উদাত্ত ও প্রমত্ত হয়, তাহাদের কামাস্রব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা কায়গতানুস্মৃতিতে রত থাকেন এবং কর্তব্য কর্মে রত থাকিয়া সর্বদা জাগ্রত ও স্মৃতিমান হন তাঁহাদের আস্রবসমূহ দৈনন্দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানী ব্যক্তি মাতাপিতাকে[২] ও ক্ষত্রিয় রাজদ্বয়কে[৩] হত্যা করিয়া অনুচর রাষ্ট্রের[৪] বিনাশ সাধন করিয়া পাপশূন্য হন। রাগ, দ্বেষপরায়ণ অসাধু

১ পাতিমোক্খ পাচিত্তিয়া নং ৮, সুমঙ্গল বিলাসিনী, পৃ. ১৪৬। উপোসথ গ্রহণকারী ব্যক্তি বিকালে ভোজন করিতে পারে না, বৌদ্ধ মতে সূর্যোদয় হইতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উপোসথ গ্রহণকারীরা ভোজন করিতে পারে। ইহার পর তাহাদের যে কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। ইচ্ছা করিলে তাহারা কয়েক প্রকার পানীয় (কাগজী লেবুর রস) প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারেন।

২ মাতা=তৃষ্ণা, পিতা=মান। তৃষ্ণাকে মাতা বলা হইয়াছে। তাহার কারণ জগতে প্রাণীদের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করাইবার জন্য তৃষ্ণাই দায়ী। 'আমি অমুক রাজার পুত্র' ইত্যাদি মান করতঃ মানুষ বহু প্রকার অকুশল কর্ম সম্পাদন করে। এই জন্য মানকে পিতা আখ্যা দেওয়া হয়।

৩ 'ক্ষত্রিয় রাজ' বলিতে শাশ্বত উচ্ছেদ দৃষ্টিকে বুঝায়। এই দুই প্রকার দৃষ্টির বশীভূত হইয়া মানুষ সংসার জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

৪ 'সানুচর রাষ্ট্র' বলিতে দ্বাদশ আয়তন বুঝায়, দ্বাদশ আয়তন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক তুল্য অনুচররূপে অবস্থিত হয়। পথে আক্রান্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অর্হৎ জ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা পঞ্চনীরবকে নিঃশেষে হত্যা করিয়া নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করেন।

ব্যক্তি ভগবানের সন্নিকটে থাকিলেও রাত্রিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় অদৃশ্য থাকে কিন্তু শীলবান ও সংযমী ভিক্ষু হিমালয়ের গুহাভ্যন্তরে অবস্থান করিলেও জনসমাজে তাহার গুণ-পনার কথা রাষ্ট্র হয়। যিনি ত্রিরত্ন ভাবনায় রত থাকেন এবং অহিংসক তিনি সর্বদা জাগ্রত হইয়া অবস্থান করেন। বৈরাগ্য জীবনে তৃপ্তিলাভ করা সহজ ব্যাপার নহে, সংসার জীবন বন্ধন বহুল, অসৎ সংসর্গ কষ্টদায়ক, পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করা দুঃখময়। সেই কারণে পুনর্জন্ম বন্ধ করিবার জন্য সংযম অভ্যাস করা উত্তম।[১] বিত্তবান ব্যক্তি শীল ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন হইয়া যেখানে গমন করে সেখানেই পূজা সম্মান লাভ করে। সৎপুরুষগণ বহু দূরে অবস্থান করিলেও তাঁহাদের গুণ-পনা পণ্ডিত সমাজে বিস্তার লাভ করেন। নিরলস সাধক ভিক্ষু একাকী বনভূমিতে ধ্যান মগ্ন থাকিয়া মুক্তির আস্বাদ অনুভব করে। অসাধু ব্যক্তি সুরম্য অট্টালিকায় অবস্থান করিয়াও সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে।

২২। নিরয় বগ্‌গো

মিথ্যাবাদী ও পরনিন্দুক উভয় ব্যক্তিই নিরয়গামী হয়। যাহার পাপের মাত্রা অল্প সে অল্পকাল এবং যাহার পাপের মাত্রা অধিক সে দীর্ঘকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। যে অসাধু ব্যক্তি কাষায় বসন ধারণ করিয়াও অসংযমী হয় সে ব্যক্তি নিরয়ে উৎপন্ন হইয়া বহু যন্ত্রণা ভোগ করে। দুঃশীল ও অসং-যমী শ্রমণের রাষ্ট্রের অন্ন ধ্বংস করার চেয়ে অগ্নিশিখাতুল্য তপ্ত লৌহপিণ্ড ভক্ষণ করাই শ্রেয়। পরদার সেবী দুঃশীল ব্যক্তি চার প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে। যথা: (১) মহা অপুণ্য সঞ্চয়, (২) শান্তিহীন শয়ন, (৩) নিন্দাভাজন এবং (৪) মৃত্যুর পর নরকে গমন। পরদার সেবী ব্যক্তি স্বল্পস্থায়ী শারীরিক তৃপ্তির জন্য পরদার সেবন করিয়া বহু প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে। সেইজন্য পরদার সেবন করা অনুচিৎ; তদ্রূপ দুঃশীল ব্যক্তি হীনভাবে শ্রামণ্য জীবন যাপন করিয়া বহু অপুণ্য প্রসব করে।

---

১ "দুপ্পব্বজ্জং দুরভিরমং দুরাবাসা ঘরা দুখা,
দুক্খো সমান সংবাসো দুক্খানুপতিতদ্ধগু,
তস্মান চ'দ্ধগু সিযা ন চ দুক্খানুপতিতো সিযা।" শ্লোক নং—৩০২

উদাসীন, আলস্য পরায়ণ, অভয়দর্শী, নির্লজ্জ ব্যক্তির শ্রামণ্য জীবনে সাফল্য লাভ অসম্ভব। দুষ্কর্মের চেয়ে সুকর্ম করাই শ্রেয়। কারণ দুষ্কর্মের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিতে হয়।

সুকর্মের ফল আনন্দচিত্তে অনুভব করা যায়।[১] যাহারা নির্লজ্জ ও মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ তাহারা ইহ জীবনে অসুখী ও মৃত্যুর পর দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়। যাহারা সংযমী ও শ্রদ্ধাশীল ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন তাহারা ইহ জীবনে বহু প্রশংসা লাভ করেন এবং পরজন্মে স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। রাজা যেমন সীমান্ত ও অভ্যন্তর ভাগ সুন্দরভাবে সুরক্ষিত করে তদ্রূপ ভিক্ষুগণও চক্ষু, স্রোত, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনদ্বার সুরক্ষিত করিয়া পার্থিব তৃষ্ণা হইতে মনকে নিবৃত্ত করেন। যাহারা অভয়দর্শী, নির্লজ্জ ও মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ তাহারা বিচারহীন ভ্রান্ত ধারণার বসবর্তী হইয়া নরকে গমন করিয়া বহু দুঃখ ভোগ করে। যাহারা দোষকে দোষ এবং নির্দোষকে নির্দোষ এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁহারা মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করেন।

২৩। নাগ বগ্গো

নিন্দা প্রশংসা জাগতিক মানুষের দৈনন্দিন ব্যাপার। ইহাতে বিচলিত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। এই বর্গের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে হস্তিরাজ যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে ধনু নিঃসৃত শরকে হেলায় সহ্য করে সেইরূপ বুদ্ধ তথাগত ও দুর্জনের কটু বাক্যও সহ্য করেন। কারণ জগতে অধিকাংশ লোক দুঃশীল। সুশীল ব্যক্তির সংখ্যা জগতে বিরল। এই বিষয় চিন্তা করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি অসাধু ব্যক্তির দুর্ব্যবহারে বিচলিত হন না।[২] নীরবে তাহাদের কটুবাক্য এড়াইয়া চলেন। দুর্দমনীয় হস্তি অশ্বকে দমন করার চেয়ে আত্ম দমন কঠিন। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ আত্ম দমন করিয়া আর্য মার্গে আরোহণ করতঃ নির্বাণের আস্বাদ উপলব্ধি করেন। যে ব্যক্তি অলস ও অতিশয় লালসাপরায়ণ গৃহপালিত স্থূলকায় শূকরের ন্যায় বারংবার শয়ন পরিবর্তন করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে। সে অনিত্য দুঃখ অনাত্ম লক্ষণ যুক্ত স্মৃতি উৎপাদন

---

১ "অকতং দুক্কতং সেয্যো পচ্ছা তপতি দুক্কতং,
কতং চ সুকতং সেয্যো যং কত্বা নানুতপ্পতি।" শ্লোক নং ৩১৪

২ "অহং নাগোব সঙ্গামে চা পাতো পতিতং সরং,
অতি বাক্যং তিতিক্‌খিস্‌সং দুস্সীলো হি বহুজ্জনো।" শ্লোক নং ৩২০

করিতে পারে না। অপ্রমাদ পরায়ণ জ্ঞানী ব্যক্তি পংকে নিমগ্ন হস্তীর ন্যায় নিজেকে কলুসরূপ পাপ দুর্গ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রস্তুত হন।

প্রজ্ঞাবান পণ্ডিত বন্ধু পাওয়া গেলে হৃষ্টচিত্তে স্মৃতিমান হইয়া তাঁহার সঙ্গে মেলামেশা করা শ্রেয়। যদি উপযুক্ত নিজের চেয়ে উত্তম অথবা সমান বন্ধু লাভ করা যায় মাতঙ্গবন্য বাসী হস্তীরাজের ন্যায় একাকী বিচরণ করাই উত্তম। কারণ অসৎ সংসর্গের দ্বারা বহু অনর্থ সংগঠিত হইতে পারে। পাপাচরণ রত মূর্খের সহবাস সর্বদা পরিত্যাজ্য।

প্রয়োজনকালে বন্ধুর সাহচর্য সুখকর। যথা লাভে সন্তুষ্ট থাকা পণ্ডিতদের লক্ষণ। পুণ্যানুষ্ঠানকারী ধার্মিক ব্যক্তির মৃত্যুর পর মহাসুখ লাভ হয়। সর্ব প্রকার দুঃখের বিনাশ সাধন সুখকর।[১]

মাতৃ ও পিতৃসেবা হিতকর, শ্রমণ ব্রাহ্মণের পরিচর্যা সুখাবহ। শীলপালন সর্বাবস্থায় মঙ্গলজনক। লোক ও লোকোত্তর প্রজ্ঞালাভী ব্যক্তির শ্রদ্ধা নিশ্চল হয়। প্রজ্ঞা ও ধ্যান সাধনা অলৌকিক শক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। পাপাচরণ ও বিষয়াসক্তি উন্নতির পরিপন্থী। এইজন্য পাপাচরণ পরিত্যাগ এবং সকল প্রকার পুণ্যকার্য সম্পাদন জ্ঞান লাভের পক্ষে হিতকর।

২৪। তনহা বগ্গো

তৃষ্ণা বা তন্হা মানুষের পরম শত্রু। এই যথেচ্ছা বিচরণকারী তৃষ্ণাকে বশীভূত করিতে না পারিলে জগতের কোন কাজই যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর নহে। মালুবলতা যেমন যে বৃক্ষে বর্ধিত হয় সেই সেই বৃক্ষেই সর্বনাশ সাধন করে, তদ্রূপ ষড় দ্বারে[২] উৎপন্ন তৃষ্ণাও বর্ধিত হইয়া মানুষের সর্বনাশ সাধন করে। ফলমূলাহারী বানর যেমন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করে সেইরূপ কামনা বাসনায় বশীভূত মানব জন্ম হইতে জন্মান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বহু দুঃখ ভোগ করে। বৃক্ষের শিখর সমূলে উৎপাটিত না হইলে যেমন পুনরায় অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে সেইরূপ

---

১ "অথম্হি জাতম্হি সুখা সহায়া,
তুট্ঠী সুখা যা ইতরীতরেন ;
পুঞ্ঞং সুখং জীবিত সঙ্খয়ম্হি
সব্বস্স দুক্খস্স সুখং পহানং।" শ্লোক নং—৩৩১

২ চক্ষুদ্বার, শ্রোত্রদ্বার, ঘ্রাণদ্বার, জিহ্বাদ্বার, কায়দ্বার এবং মনোদ্বার।

তৃষ্ণার মূলীভূত কারণ উচ্ছিন্ন না হইলে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা দূরীভূত হয় না।[১] আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সর্ব প্রকার তৃষ্ণা দূরীভূত না হইলে ভবান্তরে জন্ম, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ পুনঃ পুনঃ আনয়ন করে। যাহার তৃষ্ণা বলবতী তাহার সমথ ও বিদর্শন ভাবনায় সাফল্য লাভ সম্ভবপর নহে; ষড়েন্দ্রিয় দ্বারে[২] রূপ প্রভৃতি তৃষ্ণা অবলম্বন করিয়া মোহান্ধ মানব পঞ্চস্কন্ধে জড়িত হইয়া বহু দুঃখ ভোগ করে।

নির্বাণগামী পণ্ডিত ব্যক্তি অর্হৎ মার্গ জ্ঞানে চতুর আর্য সত্য[৩] উপলব্ধি করিয়া দশবিধ সংযোজন ও সপ্তবিধ রাগ সঙ্গ ত্যাগ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি-গণ লৌহ, কাষ্ঠ, অথবা শৃংখলের, বন্ধনকে শ্রেষ্ঠ বন্ধন মনে করেন না, পুত্র দারার প্রতি আসক্তি রূপ বন্ধনকেই দৃঢ় বন্ধন বলিয়া অভিহিত করেন। কারণ পূর্বোক্ত বন্ধন দুশ্চেদ্য বটে, উহা মানবকে অধোদিকে আকর্ষণ করে না, কিন্তু, আসক্তি রূপ বন্ধন শুধু দুশ্ছেদ্য নহে উহা মানবকে নিম্নাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া বহু দুঃখের কারণ ঘটায়। এই জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বহু দুঃখদায়ক কামসুখ পরিহার করিয়া প্রব্রজ্যা জীবন যাপন করেন। যাহারা আসক্তি পরায়ণ তাহারা স্বীয়জালে আবদ্ধ উর্ননাভের ন্যায় তৃষ্ণাজালে নিমজ্জিত। অনাসক্ত ব্যক্তিগণ তৃষ্ণাজাল ছিন্ন করিয়া অনাগরিক বৈরাগ্য, জীবন যাপন করেন। তাঁহারা সম্মুখে, পশ্চাতে, মধ্যভাগে অবস্থিত সর্ব প্রকার তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া বিমুক্তচিত্ত হইয়া বিহার করেন।

মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন অনুরাগপরায়ণ শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি মনোজ্ঞ বস্তুর প্রতি সমূহ ছেদন করিয়া অন্তিম দেহধারী মহাপ্রাজ্ঞ মহাপুরুষ নামে অভিহিত হন। মার বিজয়ী সর্বজ্ঞ বুদ্ধ সর্ব ধর্মে নির্লিপ্ত ও বিমুক্তি চিত্ত হন। তিনি স্বয়ং আর্য সত্যসমূহ উপলব্ধি করিয়া সব মানবের সর্বজ্ঞ শাস্তা হইয়া ইহ লোকে বিহার করেন। সর্ব প্রকার দান অপেক্ষা ধর্ম দান উত্তম। ধর্মই উত্তম রস, অমৃতের স্বাদ অত্যধিক এবং তৃষ্ণাক্ষয়েই সর্ব দুঃখের বিনাশ

১ "যথাপি মূলে অনুপদ্দবে দলহে,
ছিন্নোপি রুক্খো পুনরেব রূহতি;
এবম্পি তণ্হানুসয়ে অনূহতে,
নিব্বত্ততী দুক্খমিদং পুনপ্পুনং; শ্লোক নং—৩৩৮

২ চতুর আর্যসত্য নিম্নরূপ : (১) দুঃখ, (২) দুঃখের কারণ, (৩) দুঃখ নিরোধ, (৪) দুঃখ নিরোধের উপায়।

৩ ঐ

হয়। তৃণ যেমন শস্যের ক্ষতি কারক সেই রূপ, রাগ, দ্বেষ, মোহও মানুষের পরম ক্ষতিকারক। সেই জন্য রাগ, দ্বেষ, মোহ ও আসক্তিহীন মানুষকে দান করাই শ্রেয়। কারণ ইহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়।

২৫। ভিক্‌খু বগ্‌গো

ভিক্ষু মনোজ্ঞ অমনোজ্ঞ সর্ব প্রকার রূপ দর্শন করিয়া তাহাতে নির্লিপ্ত থাকেন। তিনি চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া কোন অবস্থাতেই আসক্তি প্রকাশ করেন না। সেইরূপ শ্রোতদ্বারে শব্দ, ঘ্রাণদ্বারে গন্ধ, জিহ্বাদ্বারে রসানুভব করিয়া আকৃষ্ট হন না। তিনি প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার সর্বদা পরিত্যাগ করেন। মিথ্যা, কর্কশ, ভেদ বাক্য ও সম্প্রলাপ ত্যাগ করেন, লোভ, দ্বেষ, মোহের অধীন হইয়া কোন কার্য করেন না। তিনি হস্ত, পদ, ও বাক্যে সংযত হইয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় রত, ধ্যান পরায়ণ ও সন্তুষ্ট চিত্ত হন। ভিক্ষু মুখে সংযত, অচঞ্চল হইয়া অর্থ ও ধর্ম সম্মত বাক্য প্রয়োগ করেন। তিনি সদচিন্তা, সদসাধনা ও ধর্মানুসরণে রত হন। তিনি কখনও স্বধর্ম হইতে বিচ্যুত হন না। তিনি নিজের লাভকে উপেক্ষা করিয়া দুর্লভ বস্তুর প্রতি স্পৃহা প্রকাশ করেন না। ভিক্ষু অল্পলাভী হইয়া নিরলসভাবে আধ্যাত্ম সাধনায় রত হন। সর্ব প্রকার নাম রূপের প্রতি তাহার কোন প্রকার মমত্ব বা আসক্তি নাই তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু। মৈত্রীভাবাপন্ন ধর্ম পরায়ণ, বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন, সংস্কার মুক্ত প্রশান্ত চিত্ত ভিক্ষুই নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করিতে পারেন।

যিনি পঞ্চ বিষয় ত্যাগ (পঞ্চ জহে)[১] পঞ্চ বিষয় ছিন্ন (পঞ্চ ছিন্দে)[২] পঞ্চ বিষয় ভাবনা (পঞ্চুত্তরি ভাবযে)[৩] এবং পঞ্চ বিষয়ের অতীত হইয়াছেন

---

১ রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা এই পাঁচটি উর্দ্ধভাগীয় সংযোজন। এইগুলি অর্হত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রহীণ হয়।

২ চক্ষু, শ্রোত, ঘ্রাণ, জিহবা, কায় অথবা সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ পরাগ দ্বেষ চ (ব্যাপাদ)। ইহাদিগকে নিম্নভাগীয় সংযোজন বলে। এইগুলি শ্রোতাপন্ন সকৃদাগামী, ফল লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রহীন হয়।

৩ উর্ধ্বভাগীয় সংযোজন প্রহীণ করার নিমিত্ত পাঁচটি বিষয়ের ভাবনা করা দরকার। সেই পাঁচটি বিষয় হইল : শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি প্রজ্ঞা ও সমাধি, ভব তৃষ্ণা ক্ষয় করার নিমিত্ত এইগুলি পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ও অনুধ্যান করা প্রয়োজন। যাহারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি পঞ্চ কামগুণে লিপ্ত না হইয়া সর্বদা শমথ ও বিদর্শন ভাবনায় রত থাকেন তিনিই নিম্ন ও উর্ধ্বভাগীয় সংযোজনসমূহ অতিক্রম করিয়া ভব সাগর উত্তীর্ণ হইয়া ওঘোত্তীর্ণ বলিয়া কথিত হন।

(পঞ্চ সঙ্গাতিগো তিনি ওঘোত্তীর্ণ বলিয়া কথিত হন) ভিক্ষু কোনদিন প্রমাদের বশবর্তী হইয়া পঞ্চ কামগুণে লিপ্ত হন না। তিনি স্কন্ধসমূহের বিলয় ও উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিয়া নির্বাণ উপলব্ধ ব্যক্তির ন্যায় চিত্তে অপার আনন্দ ও প্রীতি লাভ করেন। তিনি সন্তুষ্ট চিত্ত ও পাতিমোকখ সংবরশীল[১] হন এবং প্রজ্ঞাবান, নিরলস ও কল্যাণ মিত্রের ভজনা করিয়া আনন্দ বহুল হইয়া অবস্থান করেন। তিনি শান্তকায়, শান্তবাক্য, শান্তচিত্ত এবং সমাধিপরায়ণ হইয়া বিহার করেন। এইরূপ শীলাচারসম্পন্ন আনন্দ বহুল উপশান্ত ভিক্ষু বুদ্ধ শাসন অলংকৃত করেন। যে তরুণ ভিক্ষু আত্মনির্ভরশীল, স্মৃতিমান, বুদ্ধ শাসনে প্রচেষ্টাপরায়ণ তিনি অর্হত্বফলে বিভূষিত হইয়া মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই জগতকে উদ্ভাষিত করেন।

২৬। ব্রাহ্মণ বগ্‌গো

ভারতে চিরাচরিত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে মিথ্যা ধারণা ছিল তাহারই জলন্ত প্রতিবাদ এই অধ্যায়ে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধোত্তর ভারতে ব্রাহ্মণেরা তাহাদের নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করিবার ছলে জাত্যাভিমান প্রকাশ করিত। বুদ্ধ ভগবান তাঁহার ধর্ম প্রচারের প্রারম্ভ হইতেই ব্রাহ্মণদের তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী স্বীকার করিতেন না। হিন্দুদের বিশ্বাস ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। জাতির দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয় অর্থাৎ জাতিগতভাবে ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।[২] বুদ্ধের সঙ্গে তেবিজ্জের[৩]

১ 'পাতিমোকখ' বিনয় পিটকের অন্তর্গত একখানি সংকলন গ্রন্থ, ইহাতে ভিক্ষুদের অবশ্য প্রতিপাল্য শীলসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। শীলের সংখ্যা ২২৭ গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা :—পারাজিকা, সংঘাদিসেস, অনিয়ত, নিস্‌সগিয়, পাচিত্তিয়া, পাটিদেসনিযা, সেখিযা এবং অধিকরণ সমথ।

২ "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়।"

৩ দীঘনিকায়, ১ম খণ্ড, তেবিজ্জ সুত্ত, নং ১৩।
তেবিজ্জ সুত্তে দুই প্রকার ব্রাহ্মণ ঋষির উল্লেখ দেখা যায়। প্রথম দলে অর্টঠক বামক, বামদেব প্রভৃতি দশজন ব্রাহ্মণ ঋষির উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহারাই বেদের শ্লোক রচয়িতা ও উদগাতা। দ্বিতীয় দলে (১) অদ্ধরিয (ঐত্তরেয়), (২) তৈত্তিরীয় (তিত্তিরীয), (৩) ছান্দোগ্য (ছান্দোক), (৪) শত-পথ (ছান্দবা) এবং (৫) ভাবৃচ্ছ এবং জব্যারিজ্ঝ।

আলোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, কেবল ত্রিবেদ জ্ঞাত হইলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করা যায় না। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য অসার্থক তর্ক ও বেদ আলোচনাই যথেষ্ট নয়। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হইলে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা প্রভৃতি এই চারি প্রকার ব্রহ্ম বিহার ভাবনা করা একান্ত দরকার।[১] জাতির দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। আচার অনুষ্ঠান ও শীল পালনের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়।[২] বংশগৌরব অথবা উচচ বংশে জন্মলাভ করিয়াও শীলগুণ বিভূষিত না হইয়া কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। বহুলোক নীচকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া শীলাচরণ সম্পন্ন হইয়া পরিশ্রমের দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ ও স্বর্গে গমন করিতে পারে। জাতি হিসাবে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের পদচিহ্ন একরূপ; হস্তী, অশ্ব, ব্যাঘ্র, দীপি প্রভৃতি প্রাণীদের মত মনুষ্য মনুষ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ, বর্ণ শারীরিক গঠন, লোম, চঞ্চু প্রভৃতিতে পার্থক্য আছে; মানুষে মানুষে তেমন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। জীবনের হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ, বুদ্ধিমত্তা, বিচারশক্তি, আচার, অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষে মানুষে অথবা জাতিতে জাতিতে তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বুদ্ধের মতে যে কোন ব্যক্তি সৎকার্য করিলে ব্রাহ্মণের পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে। সৎভাব ও কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা যে-কোন লোকই ব্রহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে।

ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্ম কিম্বা ব্রাহ্মণী গর্ভজাত হইয়া পাপমল ত্যাগ করিতে না পারিলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। তাহাকে কেবল 'হে ব্রাহ্মণ'। বলিয়া সম্বোধন করা যায়। যিনি নিষ্কলুষ, অনাসক্ত, রজঃমুক্ত, লোভ, দ্বেষ ও মোহবিহীন তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করা হয়[৩] দিনে সূর্য দীপ্তি দান করে, রাত্রিতে চন্দ্র প্রদীপ্ত হয়, অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইলে রাজার

১ মজ্ঝিম নিকায় সুভসুত্ত; নং ৯৯।

২ "ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচি-সো চ ব্রাহ্মণো।" শ্লোক নং ৩৯৩

৩ ন চাহং ব্রাহ্মনং ব্রুমি যোনিজং মত্তিসম্ভবং
ভোবাদি নাম সো হোতি স চে হোতি সকিঞ্চনো;
অকিঞ্চনং অনাদানং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মনং।" শ্লোক নং—৩৯৬

শোভা বৃদ্ধি পায়, ব্রাহ্মণ ধ্যান রত থাকিলেই শোভিত হয়। বুদ্ধ আপনার দীপ্তিতে অহোরাত্র প্রদীপ্ত হন। পাপ অপগত হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ, শম আচরণ করেন বলিয়া শ্রমণ এবং পাপমল পরিহার করিয়াছেন বলিয়া প্রব্রজিত নামে অভিহিত হন।[১]

যিনি বন্ধন মুক্ত, কৃতকৃত্য, অনাস্রব, কামচিন্তা বিরহিত তিনিই ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য। ব্রাহ্মণ ধ্যানী, একক বিচরণশীল, বস্তুকাম ও ক্লেশকাম পরিহার করিয়া চলেন। যিনি সব সংযোজন ছিন্ন করিয়া ভয়মুক্ত, অনাসক্ত ও শৃংখলমুক্ত তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। রাগাদি মলপূর্ণ, জটাধারী, অজিনচর্ম, পরিহিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ক্রোধবিহীন, ব্রতপরায়ণ, শীলবান, বীততৃষ্ণ সংযত ও অন্তিম দেহধারী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন। যিনি গৃহস্থ ও অনাগারিক উভয়ের প্রতি অসংক্লিষ্ট, অল্পেচ্ছু ও আলয়বিহীন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি দীর্ঘ, হ্রস্ব, স্থূল, সূক্ষ্ম সর্ব প্রকার অদত্ত গ্রহণে বিরত, যাহার কোন প্রকার তৃষ্ণা বিদ্যমান নাই যিনি সংসয়মুক্ত নির্বাণ প্রাপ্ত তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি পঙ্কিল, দুরতিক্রম্য, মোহপূর্ণ সংসারাবর্ত উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং যিনি পারগত, অনাসক্ত ও বিমুক্ত তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

ধর্মপদে বিধৃত নির্বাণ

নির্বাণ সম্বন্ধে অন্যান্য ত্রিপিটক গ্রন্থের ন্যায় ধর্মপদে নির্বাণের বর্ণনা খুব বেশী সুস্পষ্ট নয়। নির্বাণ অনির্বাচনীয়। ইহা উপমা, কাল, স্থান বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নির্বাণ অব্যক্ত। শাস্ত্রের বচন বা বাক্যের দ্বারা নির্বাণের বর্ণনা করা সম্ভব নহে। ভগবান তথাগত বুদ্ধের নিজের দেশনা হইতে নির্বাণের স্বরূপ উপলব্ধি সহজ বোধগম্য নহে। একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ।[১] অতএব, তাঁহার পণ্ডিত ও মেধাবী শিষ্যেরা (শ্রাবকগণ) নির্বাণের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা হইতে নির্বাণের ধারণা করিতে হয়।

নির্বাণ অব্যক্ত, অনির্বাচনীয় ও পণ্ডিতদের গোচরীভূত।[২] এই অনির্বাচনীয় নিত্য বিষয়কে বুঝিতে হইলে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত জাগতিক

১ 'বাহিত পাপোতি ব্রাহ্মণো'· শ্লোক নং—৩৮৮

২ "পণ্ডিত বেদনীয়"।

বস্তুসমূহের যথাযথ জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। এই সাংসারিক বস্তু বা প্রাণীর স্বভাব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান হইলেই অনির্বচনীয় অব্যক্ত, নির্বাণের ধারণা করা সম্ভব। অতএব, জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে ধর্মপদে কি বলা হইয়াছে পূর্বে উহার কিছু অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

ধর্ম পদে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, সংসার অনিত্য দুঃখ ও অনাত্ম। সংসারের জীব ও বস্তুসমূহ নিত্য নহে। উহা সর্বদা পরিবর্তনশীল।[১] জীব ও জগৎ যেখানে অনিত্য সেখানে সার বা শ্বাশ্বত বস্তুর অস্তিত্ব কোথায়? স্থূল দেহ কিংবা সূক্ষ্ম মনকে আত্মা বলিয়া কল্পনা করা হয়। কিন্তু দেহ ও মন উভয়েই যখন অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর তখন ঐ দুইটির একটিকে শ্বাশ্বত আত্মা বলিয়া ধরিয়া লওয়া অযৌক্তিক নয় কি? বৌদ্ধ মতে শরীরের মধ্যে পঞ্চস্কন্ধ ব্যতীত শ্বাশ্বত বা নিষ্ক্রিয় সারযুক্ত পদার্থ বর্তমান নাই। ধর্মপদের অর্থবর্গে বলা হইয়াছে, নিজেই নিজের নাথ, আবার অপর নাথ কে? নিজেকে যিনি সংযত করিতে পারেন তিনি দুর্লভ পরমার্থ বা নির্বাণ'লাভ করিতে সমর্থ হয়।'[২] চিত্তবগ্‌গে বলা, হইয়াছে এই দেহ কুম্ভকারের মৃন্ময় পাত্রের মত ক্ষণভঙ্গুর ও নশ্বর।[৩] অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় ব্যবহারের অযোগ্য ও ঘৃণ্য।[৪]

এই দেহ ফেনপিণ্ড ও মরীচিকাতুল্য ক্ষণভঙ্গুর; ইহা বহু প্রকার অশুচি পদার্থে পরিপূর্ণ।[৫] লোক বগ্‌গে এই জগৎকে জল বুদ্‌বুদ ও মরীচিকা এবং

১ "সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চাতি সদা পঞ্‌ঞায পস্সতি
অথ নিব্বিন্দতি দুক্‌খে এসমগ্‌গো বিসুদ্ধিযা।
সব্বে সঙ্খারা দুক্‌খাতি সদা পঞ্‌ঞায পস্সতি
অথ নিব্বিন্দতি দুক্‌খে এস মগ্‌গো বিসুদ্ধিযা,
সব্বে ধম্মা অনত্তাতি সদা পঞ্‌ঞায পস্সতি,
অথ নিব্বন্দতি দুক্‌খে এস মগ্‌গো বিসুদ্ধিয়া।" শ্লোক নং—২৭৭-২৭৯

২ "অত্তাহি অত্তনো নাথোং কোহি নাথো পরোসিযা
অত্তনাহি সুদন্তেন নাথো লভতি দুর্লভং।" শ্লোক নং—১৬০

৩ "কুম্ভূপমং কাযমিমং।" শ্লোক নং—৪০

৪ "ছুদ্ধো অপেতো বিঞ্‌ঞান নিরত্থং'ব কলিঙ্গরং।" শ্লোক—৪১

৫ "ফেনুপমং কাযমিমং বিদিত্বা।
মরীচি ধম্মং অভিসম্বোধানো।" শ্লোক নং—৪৬

মানব দেহকে চিত্রিত রাজরথের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।[১] এইরূপ অনিত্য সংসারে নিত্য বা শাশ্বত আত্মার কল্পনা অবাস্তব ও ভ্রমাত্মক। ধর্ম পদে এই বাণী পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

নামরূপ বা পঞ্চ স্কন্ধের সমবায়েই এই জীবদেহ গঠিত। এই দেহ অস্থি কঙ্কালসার, রক্তমাংস হইতে অনুলিপ্ত এবং চর্মের আস্তরণে আচ্ছন্ন। ইহার মধ্যে জরা, ব্যাধি, মান ও কপটতা অবস্থান করে। মৃত্যুতে ইহার অবসান হয়।[২] ইহা ক্ষণভঙ্গুর ও বহু দুঃখপূর্ণ। তৃষ্ণার কারণে মানুষ পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করে। পুরাতন দেহের বিলুপ্তিতে নূতন দেহের সৃষ্টি হয়। মানুষ কামনা বাসনার বশীভূত হইয়া বহু প্রকার অকল্যাণ ধর্ম সম্পাদন করিয়া জন্মজন্মান্তরে দুঃখ ভোগ করে। চিত্তেই পাপ উৎপন্ন হয় এবং চিত্তেই পাপ বিনাশ হয়। এইরূপ বিপথগামী চিত্তকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা সংযত করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্তির জন্য সাধনা করেন। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা, ব্রহ্মচর্য ও চিত্ত সংযম অভ্যাস করতঃ ধ্যানের দ্বারা বিপথগামী চিত্তকে সুপরিচালিত করিতে পারিলে সর্ব দুঃখের অবসান করতঃ নির্বাণ সাক্ষাৎ সম্ভব হয়।

নির্বাণ চিত্তের এমন এক অবস্থা যাহা সর্বোপধিবর্জিত ও সর্বোসংস্কার-বিমুক্ত। রোগ, শোক, ভয়, ভীতি প্রভৃতি সংসারের কোন প্রকার মালিন্য ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ধর্ম পদে বলা হইয়াছে আরোগ্য পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি, এবং নির্বাণ পরম সুখ। বহুদিন ধরিয়া রোগ প্রপীড়িত মানুষের পক্ষে রোগ মুক্তি যেমন পরম লাভ তদ্রূপ কামনা বাসনার আসক্ত জীবের পক্ষে নির্বাণই পরম সুখ।[৩] কারণ পঞ্চস্কন্ধ[৪] ধারণ করা অতিশয় দুঃখজনক। ক্ষুধা তৃষ্ণা এমন এক প্রকার অবস্থা যাহা হইতে ত্রাণ পাওয়া কঠিন। আজীবন ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়নায়

১ "যথা বুব্বুলকং পস্সে যথাপস্সে মরীচিকং।" শ্লোক নং—১৭০

২ অট্ঠীনং নগরং কতং মংসলোহিতলেপনং
যত্থ জরা চ মচ্চু চ মানো মক্খো চ ওহিতো।" শ্লোক নং—১৫০

৩ "আরোগ্যা পরমা লাভা সন্তুট্ঠী পরমং ধনং
বিসসাস পরমা ঞাতি নিব্বানং পরমং সুখং।" শ্লোক নং—২০৪

৪ পঞ্চস্কন্ধ নিম্নরূপ : রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। বৌদ্ধ মতে উপরোক্ত পঞ্চস্কন্ধের সমবায়ে মানুষের জীবদেহ গঠিত। এই জীবদেহ যৌগিক, ইহাতে পঞ্চস্কন্ধ ছাড়া অপর কোন মৌলিক পদার্থ বর্তমান নাই।

মানুষ অস্থির। ক্ষুধা তৃষ্ণা মানুষের নিত্য রোগ সদৃশ। এইরূপ ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে ত্রাণ পাওয়া পরম শান্তি বা সুখ বই কি। ধর্মপদে আরও বলা হইয়াছে নির্বাণ শ্রেষ্ঠ,[১] এবং অনুত্তর যোগক্ষেম।[২] মানুষের দৃশ্য অদৃশ্য যাহা কিছু বর্তমান আছে তাহার মধ্যে নির্বাণই শ্রেষ্ঠ। দেবমানবের কল্পনায় ইহার চেয়ে উত্তম আর কিছু হইতে পারে না।[৩] যোগীরা ইহা লাভ করিবার জন্য সাধনা করিয়া থাকেন। নির্বাণ এমন এক অমৃতপদ যাহা পরম শান্তিপ্রদ এবং সুখকর। নির্বাণ অনির্বচনীয়, অজর, অমর, অদুঃখ, অসুখ, অব্যাধি প্রভৃতি বর্জিত চিত্তের এমন এক অবস্থা যাহা, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঁচ প্রকার চিত্তের আলম্বন ত্যাগ করিতে পারিলেই ইহা অনুভব হয়। সংজ্ঞা বেদয়িত্ত নিরোধ সমাপত্তি নামক এক প্রকার সমাধিতে নিমগ্ন হইলে এইরূপ নির্বাণ সাক্ষাৎ সম্ভব হয়। সমাপত্তি লাভী স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী সাধকের নিকট নির্বাণের আস্বাদ কিছু পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হইলেও অবিদ্যা[৪] ও তৃষ্ণার নিরোধ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাণের পূর্ণ অনুভূতি সম্ভব নহে। একমাত্র অর্হত্বফল লাভী আত্মজয়ী সাধক ও নিষ্প্রপঞ্চ তথাগত বুদ্ধই[৫] ইহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। এইরূপ ধ্যান

১ নিবানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা।" শ্লোক নং১৮৪

২ "নিব্বানং যোগক্খেমং অণুত্তরং।" শ্লোক নং—২৩

৩ ধর্মপদে মার্গফলের মধ্যে প্রথম ফল স্রোতপন্নলাভী ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে,

> "পথব্য একরজ্জেণ সগগ্স্স গমনেন বা
> সব্ব লোকাধিপচ্চেন সোতাপত্তি ফলং বরং। শ্লোক নং—১৭৮

৪ অবিদ্যা বা 'অবিজ্জা' শব্দের মূল অর্থ 'অজ্ঞানতা'। অবিদ্যা এক প্রকার অনুশয় ও বটে। কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ না জানা অবিদ্যা। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান সমন্বিত পঞ্চস্কন্ধ যে দুঃখ ইহার যথাযথ অনুপলব্দির নামই অবিদ্যা। অবিদ্যা সম্বন্ধে নিকায়সমূহে (সংযুক্ত, ২,৪, ২৬, ২৬৩, মজ্ঝিম নিকায় ১, ৫৪, ৬৭, ১৪৪) বলা হইয়াছে :

> "যা কাচ ইমা দুগ্গতি যো অস্মিং লোকে পরমহি চ
> অবিজ্জা মূলকা সব্বা ইচ্ছা লোভ সমুচ্চযা।"

৫ "আকাশে বা পদংনত্থি সমনো নত্থি বাহিরে
পপঞ্চাভিরতা পজা নিপ্পপঞ্চ তথাগতা।" শ্লোক নং—২৫৪

পরায়ণ, নির্বাণ সুখে পরিতৃপ্ত প্রবুদ্ধ স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের উন্নতিতে দেব ব্রহ্মগণও ঈর্ষা বোধ করেন।[১]

ধর্মপদের সার্বজনীন উপদেশ

ধর্মপদের সার্বজনীনত্ব বিশ্বব্যাপী। জগতে কতকগুলি সার্বজনীন আকাঙ্খা ও প্রাণের বাণী আছে। এইগুলি কোন বিশেষ ধর্ম, সম্প্রদায়, দেশ ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। এইগুলি সার্বভৌম কল্যাণ ও মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ। নিম্নের কয়েকটি উদ্ধৃতি হইতে কিছু আভাষ পাওয়া যাইবে।

"নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তি, এসো ধম্মো সনন্তনো।"

জগতে বৈরীতার দ্বারা বৈরীতার উপশম হয় না, প্রেম বা মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়। ইহাই সনাতন ধর্ম।

"অপ্পমদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথামতা।"

অপ্রমাদ অমৃতের পথ স্বরূপ। এবং প্রমাদ মৃত্যুর পথ স্বরূপ। অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা মৃত্যুজয়ী এবং প্রমত্ত ব্যক্তিরা বাঁচিয়া থাকিলেও মৃত্যুবৎ।

"অপ্পমত্ত পমত্তেসু সুত্তেসু বহুজাগরো
অবলস্সং বা সীঘস্সো হিত্বা জাতি সুমেধসো।"

দ্রুতগামী অশ্ব যেমন স্বল্পগামী অশ্বকে পরাভূত করে তদ্রূপ অপ্রমত্ত প্রমত্ত ব্যক্তিকে এবং জাগ্রত সুপ্ত ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া (পরাস্ত করিয়া) চলিয়া যান।

"ন তং মাতা পিতা কযিরা অঞ্ঞে বাপি চ ঞাতকা
সম্মা পনিহিতং চিত্তং সেয্যো সোনং ততো করে।"

মাতা পিতা কিংবা অন্য কোন জাতি মানুষের যে উপকার করিতে পারে না সম্যক পথে পরিচালিত চিত্ত তার চেয়ে অনেক বেশী উপকার করে।

"যথাপি পুপফ রাসিম্হা কযিরা মালাগুণে বহু,
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং, বহুং।"

---

১ "যে ঝানপসুতা ধীরা নেকখম্মূপ সমে রতা,
দেবা'পি তেসং পিহযন্তি সম্বুদ্ধানং সতীমতং।" শ্লোক নং—১৮১

মালাকার যেমন উদ্যান জাত রাশিকৃত পুষ্প হইতে বিবিধ প্রকার মালা প্রস্তুত করে সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহ জগতে নানা প্রকার পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া ধন্য হন।

"ন ভজে পাপকে মিত্তে ন ভজে পুরিসাধমে,
ভজেথ মিত্ত কল্যাণে ভজেথ পুরিসুত্তমে।"

পাপমিত্র পুরিসাধনের ভজনা বা সংসর্গ করা উচিৎ নয়। পুরুষোত্তম কল্যাণ মিত্রের সেবা করাই শ্রেয়।[১]

"সব্বত্থ বে সপ্পুরিসা চজন্তি
ন কামকামা লপযন্তি সন্তো,
সুখেন ফুট্‌ঠা অথবা দুখেন
ন উচ্চাবস পণ্ডিতা দসসযন্তি।"

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সকল স্থানে ত্যাগ ধর্মী হন। তাঁহারা কোন সাংসারিক ভোগ্য বস্তুর প্রতি আসক্ত হইয়া কার্য করেন না। সুখে দুঃখে সর্বাবস্থাতে তাঁহারা অচঞ্চল থাকেন।

---

১ ধর্মপদের অন্যত্র এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে,

"সাহুদস্‌স নমরিযানং সন্নিবাসো সদাসুখো,
অদস্সনেন বালানং নিচ্চমেব সুখী সিযা
বাল সঙ্গত চারিহি দীঘমদ্ধানং সোচতি,

দুক্‌খো বালেহি সংবাসো অমিত্তেন'ব সব্বদা।
সুধীরো চ সুখসংবাসো ঞাতীনংব সমাগমো।

সেইহেতু,

ধীরঞ্চ পঞ্‌ঞঞ্চ বহুস্সুতঞ্চ
ধোরযুহ সীলং বতবন্ত মরিযং
তং তাদিসং সপ্পুরিসং সুমেধ
যজেথ নক্‌খত্ত পথং'ব চন্দিমা।"

সৎ পুরুষগণের দর্শন সর্বদা সুখকর, মূর্খ ব্যক্তির অদর্শন মঙ্গলপ্রদ। মূর্খ ব্যক্তির সংসর্গের দ্বারা সর্বদা অনুশোচনা করিতে হয়, পণ্ডিতের সহবাস জ্ঞাতিগণের সহিত বাস করার ন্যায় হিতকর। এইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি নক্ষত্রপথ অতিক্রমকারী চন্দ্রের ন্যায় ধীর, প্রাজ্ঞ, বহুশ্রুত; শীলাচার সম্পন্ন অর্হৎগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন না।

"ন বারণ মত্তেন বন্নুপোকখরতায বা
সাধুরূপো নরো হোতি ইস্‌সুখী মচ্ছরী সঠো।
যসস চেতং সমুচ্ছিন্নং মূলঘচ্ছং সমূহতং,
স বন্তদোসো মেধাবী সাধুরূপোত্তি বুচ্চতি।"

ঈর্ষাপরায়ণ শঠ ব্যক্তি বাকপটুতা ও রূপলাবণ্য দেখাইয়া সাধু হইতে পারে না। যিনি সর্ব প্রকার ঈর্ষাভাব ত্যাগ করতঃ দোষসমূহ বর্জন করিয়াছেন তিনিই সজ্জন বলিয়া কথিত হন।

ধর্ম পদের ছত্রে ছত্রে এইরূপ আকাঙ্খা ও প্রাণের বাণী প্রতিধ্বনিত। এইগুলি অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মভাবে সঞ্জীবিত হইলেও ত্যাগ, পরার্থপরতা, ক্রোধ, অকৃপণতা, ক্ষমা ও উদার মানবত্ব বোধ ইহার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত। প্রফেসর বপত বলেন, "Those who are. biased against Buddhism or hold that a religion like Buddhism is nothing but an extreme Way of Puritan and ascetic life, will not properly feel the simplicity and huminity of the description of life and its weaknesses. But a candit person of the world who has experieneed the bitterness of life must be touched by the almost pathetic and appealing nature of the work."[১]

পাক ভারতের শাশ্বত বাণীর মূর্ত প্রতীক ভগবান বুদ্ধ। এক যুগ সন্ধি-ক্ষণে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দুঃখ বেদনায় জাতি যখন ম্রিয়মান, নিরাশার ঘনান্ধকারে পথ যখন তাহার অবলুপ্ত সেই সংকটময় মুহূর্তে বুদ্ধ তাঁহার অভয় বাণী লইয়া সকলের সম্মুখে হাজির হইয়াছিলেন। জগতের দুঃখ, আর্ত, বুভুক্ষ পিড়ীত মানুষ তাঁহার অভয় বাণীর সংস্পর্শে ধন্য হইল। মৃত জাতির অন্তরে আবার প্রাণের স্পন্দন জাগ্রত হইল। ভগবান বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম পদের গাথা সমষ্টি জগতের সম্মুখে উন্মুক্ত করে এক শান্তির পথ। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে ইহার প্রয়োজন অত্যধিক। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে দেশে যখন ধর্মের নামে জীব হত্যা ও পশুবধ প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল তখনও দেশবাসী এই বাণীর প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল। যার ফলে প্রাচীন ভারতে এমন এক শাশ্বত সমাজের উদ্ভব

১ Dhammapada, Introduction, p. xxx.

হইয়াছিল যাহার তুলনা বর্তমান জগতে বিরল। সেখানে ছিল না কোন বর্ণভেদ, ছিল না কোন অসাম্য। সেখানে স্ত্রী পুরুষ সবাই সমান। জাতিতে জাতিতে কোন ভেদ ছিল না। আসমুদ্রহিমাচল সেই তথাগত বুদ্ধের পদতলে আশ্রয় লইয়া ধন্য হইয়াছিল।

ধর্মপদে বিধৃত উপদেশাবলীর মধ্যে বৈদিক কর্মকাণ্ড বা পশু বধের কোন স্থান নাই। এখানে কায়েমী স্বার্থবাদী ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া স্ত্রী শুদ্রকে বেদাধিকারে বঞ্চিত করা হয় নাই।

এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত গুণ না থাকিলে কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। যিনি সর্ব প্রকার পাপ মুক্ত, নিষ্কলুষ ও প্রশান্তচিত্ত, শুদ্ধ, শান্ত ও নির্মল তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। বুদ্ধ ঈশ্বর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার। তিনি বলিয়াছেন যে বুদ্ধ কেবল পথপ্রদর্শক, তিনি কাহাকে মুক্তি প্রদান করিতে পারেন না। মুক্তি নিজেকেই নিজের কর্মের দ্বারা অর্জন করিতে হয়। সেই মুক্তি বা নির্বাণ পথের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় এই গ্রন্থের প্রতিটি শ্লোকে।

॥ উদানং ॥

ইহা খুদ্দকনিকায়ের তৃতীয় গ্রন্থ। ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক উদাত্তকণ্ঠে ধ্বনিত যে বাণী তাহাকে 'উদান' বলে। ইহার দ্বারা বুদ্ধ তাঁহার কোন এক অভিজ্ঞতা অথবা কোন এক ভাব গম্ভীর পরিবেশে তাঁহার শিষ্যদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন। বুদ্ধজীবনের বহু ঘটনা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এইগুলিকে আটটি বর্গে বিভক্ত করা হয়: (১) বোধিবর্গ (২) মুচলিন্দ বর্গ, (৩) নন্দ-বর্গ, (৪) মেঘিয় বর্গ, (৫) সোনথের বর্গ, (৬) জচ্চন্ধবর্গ, (৭) চূলবর্গ এবং (৮) পাটলিগামিয় বর্গ। লণ্ডন পালি টেক্সট সোসাইটি হইতে উদানের[১] ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে। রেঙ্গুন বুদ্ধিষ্ট মিশন প্রেস হইতে একটি বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পণ্ডিত জ্যোতিপাল ভিক্ষুর কৃত অনু-বাদ সংযোজিত করা হইয়াছে।

১ নিম্নলিখিত পুঁথির উপর ভিত্তি করিয়া ইহা প্রকাশিত হইয়াছে:—
(1) Manascripts of India Office in Burmese character.
(2) Manascript presented to the Bible Society by the Thera S. Sonuttara of Kandy in Sinhalse charachter.
(3) Mandalay Manascript used by Dr. Windisch.

এই গ্রন্থে কতিপয় সূত্র আছে যাহা বিনয় মহাবগ্গ, চুলবগ্গ ও দীঘ নিকায়েও পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি সূত্রের অবসানে একটি করিয়া উদান গাথা সংযোজিত। বক্তব্য বিষয়সমূহ একবার গদ্যে এবং পুনরায় পদ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। গদ্যাংশের তুলনায় পদ্যাংশ অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর। উদান সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া Mr. Winternitz বলেন, "We are safe, however, in granting that most of these short and beautiful utteranees certainly bear the stamp of antiquity, and that many of them are possibly the actual words of Buddha himself or of his most prominent disciples. On the other hand, there can be no doubt that utterances themselves are as a rule, older than the narratives into which they are inserted."[১]

বেশীর ভাগ উদানেই প্রাচীনত্বের ছাপ পরিস্ফুট। যে ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই গাথাসমূহ উৎগীত ইহার তুলনা পাওয়া বিরল। সেইদিক দিয়া উদান গ্রন্থের বিশেষত্ব নিতান্ত কম না। ভগবান বুদ্ধের স্বগতোক্তিসমূহ এইরূপ উদাত্ত কণ্ঠে অপর কোথাও এত পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। ভগবান বুদ্ধের উদান গীতিসমূহ সত্যই মর্মস্পর্শী। ধর্মপদের জরাবর্গেও এইরূপ একটি উদান দৃষ্ট হয়।[২] উহাতে বুদ্ধত্ব লাভের অব্যবহিত পরের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল:

বোধিবর্গ ভগবান বুদ্ধের বোধিজ্ঞান লাভের অব্যবহিত পরে বোধিদ্রুমের চতুষ্পার্শ্বে যে সমস্ত ঘটনা সংগঠিত হয় উহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ বোধিমূলে বসিয়া নিজের লব্ধ সর্বজ্ঞতা জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তা করিতে করিতে এক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। তিনি চিন্তা করেন যে সসৈন্যে মার যখন বুদ্ধকে আক্রমণ করিতে

১ *History of Indian Literature*, vol. II, P. 85.

২ "অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং,
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খাজাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক, দিট্ঠোসি পুনগেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসংখিতং,
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝগা।"

আসেন তখন তাঁহার আত্মীয় স্বজন এমনকি দেবতারাও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। একমাত্র বোধিবৃক্ষই তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহাকে আশ্রয়দান করিয়াছিল। ইহার পর তিনি বোধিদ্রুমের এক সপ্তাহ কাটান। এই এক সপ্তাহ তিনি অনুলোম-পটিলোম ভাবে প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি বা জন্ম-মৃত্যু-রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করেন। পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করার একমাত্র কারণ হইল তৃষ্ণা। অবিদ্যার কারণেই তৃষ্ণার উদ্ভব হয়। তৃষ্ণার অশেষ নিরোধ করিতে না পারিলে সংসারের দুঃখ অতিক্রম করিয়া নির্বাণ লাভকরা সম্ভব নয়।

এই অধ্যায়ে ভগবান বাহিয় দারুচীরিয় নামক এক পরিব্রাজককে উপলক্ষ করিয়া নির্বাণ সম্পর্কে যে উপদেশ দান করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। ভগবান দারুচীরিয়কে বলেন, "হে দারুচীরিয়। যখন তোমার দৃষ্টে দৃষ্ট মাত্র, শ্রুতে শ্রুত মাত্র, অনুমিতে অনুমিত মাত্র ও বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাত মাত্র থাকিবে তখন তুমি তাহাদের দ্বারা কষ্ট পাইবে না। যখন তুমি তাহাদের দ্বারা ক্লিষ্ট হইবে না তোমার চিত্ত সেখানে রমিত হইবে না। যখন তোমার মন সেখানে রমিত হইবে না তখন তুমি ইহলোকেও নও, পরলোকেও নও, ইহ পরলোকে কোনটাতেই তুমি নও, ইহাই দুঃখের অন্ত।"[১]

বুদ্ধের এই সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা শুনিয়া বাহিয় দারুচীরিয় অর্হত্বফল লাভ করিলেন। কিন্তু অব্যবহিত পরে একটি তরুণ বৎসা গাভী কর্তৃক শৃঙ্গাঘাত প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ভিক্ষুগণ এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া জেতবন বিহারে যাইয়া ভগবানকে উক্ত বিষয় অবগত করান। ভগবান দারুচীরিয়ের অর্হৎ প্রাপ্তির বিষয় ভিক্ষুদিগকে জ্ঞাপন করান এবং এই উপলক্ষে একটি প্রীতি গাথা ভাষণ করেন,—

"যত্থ আপো চ পঠবী তেজো বাযো ন গাধতি,
ন তত্থ সুক্কা জোতন্তি আদিচ্চো নপ্প কাসতি।
ন তত্থ চন্দিমা ভাতি তমো তত্থ ন বিজ্জতি,
যদা চ অত্তনা বেদী মুণি মোনেন ব্রাহ্মণো।
অথ রূপা অরূপা চ সুখ দুক্খা পমুচ্চতী"তি।

[১] উদানং, পৃঃ ২৪
"দিট্ঠে দিট্ঠমত্তং ভবিস্সতি, সুতে সুতমত্তং ভবিসসতি, মুতে মুতমত্তং ভবিস্সতি, বিঞ্ঞাতে বিঞ্ঞাতমত্তং ভবিস্সতি, ততো ত্বং বাহিয ন তেন; যতো ত্বং বাহিয ন তেন, ততো ত্বং বাহিয ন তত্থ, যতো ত্বং বাহিয নত্ত" ততো ত্বং বাহিয নেবিধ ন হুরং ন উভযমন্তরেন, এসেবন্তো দুক্খস্সা তি।"

বঙ্গানুবাদ

"মৃত্তিকা সলিল, অনল অনিল, নানিক যাহার মাঝে
শুভ্র গ্রহ তারা, শতরশ্মি ধারা, সেথায় নাহিক রাজে;
না করে চন্দ্রমা, কৌমুদী প্রকাশ, আঁধার তথায় নাই।
মৌনেতে যখন, স্বমুণি ব্রাহ্মণ, আপনি জানেন তাই;
তখন তাঁহার, রূপারূপে আর, মানস নিবদ্ধ নয়,
সুখ দুঃখ আদি, বেদনা হইতে, হৃদয় বিমুক্ত হয়।"

মুচলিন্দ বর্গ—এই অধ্যায়ে বুদ্ধত্ব লাভের পরের ঘটনাসমূহ বিবৃত করা হইয়াছে। তৃতীয় সপ্তাহে বুদ্ধ রতনগর চৈত্যে অবস্থান করেন। তৎপর তিনি অজপাল ন্যাগ্রোধবৃক্ষের নীচে উপবেশন করেন। এই সময় আকাশে ঘন মেঘ হইয়া বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করে। মুচলিন্দ নাগরাজ বুদ্ধকে ঐভাবে বিমুক্তি সুখ উপভোগ করিতে দেখিয়া তাঁহার ভোগের দ্বারা ভগবানের দেহ সাতবার বেড়াইয়া মস্তকের উপর ফনা বিস্তার করিয়া দাড়াইয়া রহিলেন। তাহাতে সপ্তাহকাল বুদ্ধকে শীত, গ্রীষ্ম. দংশ, মশক, শীতল বায়ু স্পর্শ করিতে পারে নাই। সপ্তাহকাল অতিক্রান্ত হইলে ভগবান সমাধি হইতে উঠিয়া নিম্নলিখিত প্রীতি গাথা উচচারণ করেন,—

"বিবেক তুষ্টের সুখ শ্রুতির দর্শনে,
অনসূয়া সুখ লোকে দয়া প্রাণিগণে;
সংসারে বৈরাগ্য সুখ কাম অতিক্রম,
অস্মি-মান পরিত্যাগ এ'সুখ পরম।"[১]

[১] উদানং, পৃঃ ২৬

"সুখোবিবেকো তুট্‌ঠস্‌স সুত ধম্মস্‌স পস্‌সতো
অব্যাপজ্জং সুখং লোকে পাণভূতেসু সংযমো।
সুখা বিরাগতা লোকে কামানং সমতিক্কমো,
অস্মিমানস্‌স যো বিনযো এতং বেপরমং সুখং।"

ইহার পর এই বর্গে আরও কয়েকটি সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। তার মধ্যে 'গব্ভিনী সুত্তং' 'সুপ্পবাসা সুত্তং', 'বিসাখা-সুত্তং' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নন্দ বর্গ—ইহাতে বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কথিত আছে 'নন্দ' অথবা সুন্দর নন্দ জনপদ কল্যানী নামক এক পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বুদ্ধ জানিতে পারিয়া নন্দকে বিবাহ বাসর হইতে ডাকাইয়া আনিয়া প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও নন্দ জনপদ কল্যানীর কথা ভুলিতে পারিলেন না। অন্যান্য সতীর্থ ভিক্ষুদের নিকট পুনঃপুনঃ জনপদ কল্যানীর বিষয় বলিতে থাকেন। ভগবান বুদ্ধ জনপদ কল্যানীর প্রতি নন্দের অত্যধিক অনুরাগের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে অলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শন করিয়া বশীভূত করেন। নন্দ নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। নন্দ অর্হত্ব লাভ করিয়া সংসার ধর্মের অসারতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন। ভগবান বুদ্ধ অর্হত্ব প্রাপ্তির বিষয় অবগত হইয়া নিম্নলিখিত প্রীতিগাথা আবৃত্তি করেন —

"আর্য মার্গ সেতু দিয়ে
ভবপঙ্ক হয়েছে যে পার,
সেই জ্ঞান দণ্ডাঘাতে
কাম কাঁটা মর্দ্দিত যাঁহার।
অবিদ্যার ক্ষয় জ্ঞান
যে ভিক্ষুর হয়েছে উদয়,
সুখে দুঃখে লোক-ধর্মে
সেই ভিক্ষু কম্পিত না হয়।"[১]

ইহা ছাড়া নন্দবর্গে 'কম্ম', 'যসোজ', 'সারিপুত্ত', 'কোলিত', 'পিলিন্দ',

---

১ উদান., পৃঃ ৬১

"যস্স নিত্তিন্না পঙ্কো চ
মদ্দিতো কামকণ্টকো,
মোহক্খযং অনুপ্পত্তো
সুখদুক্খেসু নবেধতি সভিক্খু"তি।

'কস্সপ', 'পিণ্ড', 'লোক' সিপ্প -প্রভৃতি ৯টি সূত্রের[১] অবতারণা করা হইয়াছে।

মেঘিয়-বর্গ - 'মেঘিয়' নামক স্থবির বহুদিন বুদ্ধের সেবা করেন। তিনি একবার নির্বাণ লাভের ইচ্ছায় কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া রমণীয় অম্ববনে ভাবনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি চিত্তের স্থিরতা আনয়ন করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশেষে তিনি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান বুদ্ধ মেঘিয় স্থবিরকে রাগ,দ্বেষ, মোহ, ও অন্যান্য মানসিক দুষ্প্রবৃত্তিসমূহের উৎপত্তি বিনাশের কারণসমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন যে, বিমুক্তি প্রয়াসী ভিক্ষু (১)'কল্যাণমিত্র' বা সৎগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, (২) তিনি সর্বপ্রকার পাপে ভয়দর্শী হইয়া শিক্ষাপদসমূহ যথাযথভাবে পালন করেন। (৩) তিনি এমন সকল আলাপ করেন যাহাতে মন নিষ্পাপ ও উন্মুক্ত হয়। আলাপসমূহ নিম্নরূপ : (ক) অল্পিচ্ছা কথা, (খ) সন্তুষ্টি কথা, (গ) বিবেক কথা, (ঘ) অসংসর্গ কথা, (ঙ) উদ্যোগারম্ভ কথা, (চ) শীলকথা, (ছ)সমাধি কথা, (জ) প্রজ্ঞাকথা, (ঝ) বিমুক্তি কথা, এবং (ঞ) বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন কথা। (৪) তিনি পুণ্যলাভের জন্য উৎসাহী ও দৃঢ়পরাক্রমশালী হন। (৫) তিনি প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানবান হন। দুঃখের কারণ জ্ঞাত হইয়া নির্বাণ লাভের জন্য সকল সময় সচেষ্ট হন।

ইহা ছাড়া নির্বাণ প্রয়াসী ভিক্ষু কামাসক্তি ত্যাগের জন্য অশুভ ভাবনা, ক্রোধ পরিত্যাগের জন্য মৈত্রী ভাবনা বিতর্ক ত্যাগ করিবার জন্য আনাপানাস্মৃতি এবং আমিত্ব ত্যাগ করিবার জন্য অনিত্য সংজ্ঞা ভাবনা করেন।

বুদ্ধের এইরূপ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করিয়া মেঘিয় ভিক্ষু অচীরে অর্হত্বফল লাভ করিতে সক্ষম হন। বুদ্ধ এই বিষয় অবগত করাইবার জন্য একটি প্রীতিগাথা উচচারণ করেন,—

> "ক্ষুদ্র-হীন কামতর্ক, উপজি অস্থির করে মানবের মন ;
> সুক্ষ্ম-দেশ জ্ঞাতির চিন্তায়, হৃদয় উদ্বেল স্থৈর্য্য হীন হয়ে যা।

১ তস্সুদ্দানং :—

> "কম্মং নন্দো যসোজো চ সারিপুত্তো চ কোলিতো,
> পিলিন্দি কস্সপো পিণ্ডো সিপ্পং লোকেন তেদসা তি।"

পরিজ্ঞাত নহে তাহা নরে, ভ্রান্ত চিত্ত সদাভব ভবান্তরে।
স্মৃতিমান বীর যেই জন, সেই কুবিতর্ক জেনে করে সংবরণ
চিত্ত ধ্বংসি উহা না জন্মিতে করেছেন ত্যাগ বুদ্ধ অশেষ রূপেতে।[১]''

সোণথেরর বর্গ'—ইহাতে রাজা প্রসেনজিৎ কর্তৃক বুদ্ধকে পরিদর্শন সুপ্পবুদ্ধ ও শ্রোণকোটিকর্ণের দীক্ষার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, মহাসমুদ্রের ন্যায় বুদ্ধের ধর্ম বিনয়েও আটটি অত্যাচর্য অদ্ভুত ধর্ম আছে যাহা দেখিয়া ভিক্ষুসংঘ ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়। সেই আটটি নিম্নরূপ :—

(১) মহাসমুদ্র যেমন ক্রমশঃ অগভীর হইতে অগাধ গভীর হয় সেই-রূপ বুদ্ধের ধর্মবিনয়ে শিক্ষার ক্রমিক স্তর অতিক্রম করিয়া শ্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব লাভ করিতে হয়। হঠাৎ কেহ অর্হত্ব লাভ করিতে পারেন না। ইহাই প্রথম অদ্ভুত আশ্চর্য ধর্ম।

(২) মহাসমুদ্র যেমন কখনও তীর অতিক্রম করে না বুদ্ধের ধর্ম বিনয়েও ভিক্ষুগণ বুদ্ধের প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদসমূহ জীবনের জন্যও লঙ্ঘন করেন না।

(৩) মহাসমুদ্রে যেমন মৃত পঁচা শব বাস করিতে পারে না, শীঘ্রই তীরে তুলিয়া দেয় সেইরূপ বুদ্ধের ধর্ম-বিনয়ে কোন দুঃশীল ব্যক্তি, অব্রহ্ম-চারী ব্রহ্মচারী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া শাসনে দীর্ঘদিন টিকিয়া থাকিতে পারে না।

(৪) গঙ্গা, যমুনা, অচিরবর্তী, সরভূ, মহী প্রভৃতি নদীসমূহ যেমন মহাসমুদ্রে আসিয়া পূর্বের নাম গোত্র পরিত্যাগ করে সেইরূপ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, সূদ্র, ধ্বনি, নির্ধন, উচ্চনীচ সকল জাতীয় লোক তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া নিজের নাম-গোত্র ত্যাগ করিয়া শাক্য-পুত্রীয় শ্রমণ নামে পরিচিত হন।

[১] উদানং, পৃ. ৯৫
"খুদ্দা বিতক্কা সুখুমা বিতক্কা অনুগতা মনসো উব্বিলাপা,
এতে অবিদ্বা মনসো বিতক্কে হুরাহুরং ধাবতি ভন্তচিত্তো।
এতে চ বিদ্বা মনসো বিতক্কে আতাপিযো সংবরতি সতীমা,
অনুগতে মনসো উব্বিলাপে অসেসমেতে পজহাসি বুদ্ধোতি।"

(৫) মহাসমুদ্রের জল যেমন সর্বদা একরূপ থাকে ; কোন সময় বাড়েও না কমেও না সকল সময় একরূপ থাকে সেইরূপ বুদ্ধের শিষ্য মণ্ডলীদের মধ্যে বহুজন নির্বাণ ধাতুতে নির্বাপিত হইলেও তাহাতে নির্বাণের পূর্ণতা বা উনতা দৃষ্ট হয় না। নির্বাণ চিরকাল একই রূপে বিদ্যমান।

(৬) মহাসমুদ্রের জল সর্বত্র যেমন লোনা আস্বাদযুক্ত সেইরূপ বুদ্ধের ধর্ম-বিনয়েও সর্বত্র বিমুক্তি রসে ভরপুর।

(৭) মহাসমুদ্রে যেমন মণি, মুক্তা, শঙ্খ, শৈবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি বিবিধ প্রকার রত্নের আকর সেইরূপে তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়েও বিবিধ প্রকার রত্ন বিদ্যমান। সেই রত্ন হইল —

১। চারিপ্রকার স্মৃতি প্রস্থান (চত্তারো সতিপট্ঠানা),
২। চারি প্রকার সম্যক প্রচেষ্টা (চত্তারো সম্মপ্পধানা),
৩। চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদা (চত্তারো ইদ্ধিপাদা),
৪। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় (পঞ্চিন্দ্রিয়ানি),
৫। পঞ্চ বল (পঞ্চ বলানি),
৬। সপ্ত বোধ্যঙ্গ (সত্ত ভোজ্ঝঙ্গানি),
৭। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ (অরিয়ো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো)।

জচ্চন্দ বর্গ— ইহাতে বুদ্ধের পরিনির্বাণের ঘটনাসমূহ বিধৃত হইয়াছে। তখন ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর চোপাল চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলেন। বুদ্ধ আনন্দকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তিনি তখন হইতে তিন মাস পরে কুশী নগরের যমকশাল বৃক্ষের অভ্যন্তরে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। আনন্দ তখনও সবেমাত্র স্রোতাপত্তি ফলে অধিষ্ঠিত হওয়ায় তথাগত বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষণের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাই ভগবানকে দীর্ঘদিন ইহলোকে অবস্থান করিয়া ধর্ম-বিনয় শিক্ষা দিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান নাই। এই বিবিধ প্রকার মিথ্যা দৃষ্টির বিষয়ও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

চুল বর্গ—এই অধ্যায়ে অন্যান্য বিবিধ প্রকার আলোচনার মধ্যে ভদ্দিয় স্থবিরের তৃষ্ণা মুক্তির বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে ইহাতে আরো বলা হইয়াছে যে, সারিপুত্র স্থবিরের ধর্মদেশনার দ্বারাই এত শীঘ্র ভদ্দিয় স্থবির অর্হত্ব লাভ করিতে সক্ষম হন।

পাটলি গামিয় বগ্গ—ইহাতে বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে নির্বাণ সম্পর্কে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করেন। পাটলি গ্রামের অবিদূরে বুদ্ধ স্বর্ণকার পুত্র চুন্দের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তৎপ্রদত্ত 'সুকরমদ্দব' ভক্ষণ করিয়া দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। বুদ্ধ কোন প্রকার কাতরোক্তি না করিয়া সমস্ত রোগ যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করেন। পরিনির্বাণের পূর্বে আনন্দকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "হে আনন্দ, তথাগতকে প্রদত্ত দুইটি পিণ্ডপাতের ফল সমান: (১) যাহার পিণ্ডপাত ভক্ষণ করিয়া বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভ করেন এবং (২) যাহার পিণ্ডপাত ভোজনান্তে বুদ্ধ অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে নির্বাপিত হন।" তৎপর বুদ্ধ সেই সময় এইরূপ প্রীতি গাথা উচচারণ করেন,—

"দদতো পুঞ্ঞং পবড্ঢতি সংযমতো বেরং ন চীযতি,
কুসলোব জহাতি পাপকং রাগদোস মোহক্খয়া পরিনিব্বুতো"তি।[১]

অনুবাদ

'দাতা মানবের পুণ্য হয় প্রবর্ধিত,
সংযমীর নহে কোন শত্রু উপচিত;
কৌশলী মানব ত্যজে যত অকুশল,
রাগ-দ্বেষ-মোহমায়ে পরিনির্বাপিত।'

ইহা ছাড়া বুদ্ধ এই অধ্যায়ে ধার্মিক ব্যক্তির পাঁচ প্রকার লাভ এবং অধার্মিক ব্যক্তির পাঁচ প্রকার ক্ষতি[২] বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন।

১ উদানং, পৃঃ ২১২।

২ দুঃশীল ব্যক্তির পাঁচটি অনর্থসাধিত হয়। তাহা নিম্নরূপ—
(১) পমাদাধিকরণং মহতিং ভোগজানিং নিগচ্ছতি;
(২) পাপকো কিত্তিসদ্দো অব্ভুগ্গচ্ছতি;
(৩) যঞ্ঞদেব পরিসং উপসঙ্কমতি যদি খত্তিযপরিসং যদি ব্রাহ্মণপরিসং যদি গহপতি পরিসং যদি সমন পরিসং অবিসারদো উপসঙ্কমতি মঙ্কুভূতো;
(৪) সম্মূল্হো কালং করোতি;
(৫) কাযসভেদা পরং মরণা আপায় দুগ্গতিং বিনিপাতং নিরয়ং উপপজ্জতি
উদানং, পৃঃ ২১৪।

।। ইতিবুত্তক ।।

ইহা সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের চতুর্থ গ্রন্থ।[১] ইহা পদ্যে ও গদ্যে রচিত। 'ইতিবুত্তক' শব্দের অর্থ হইল এই যে 'ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক বলা হইয়াছে' অথবা ভগবান বুদ্ধ ইহা বলিয়াছেন। গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ একরূপ নয়। কোন কোন স্থলে গদ্যাংশের বিষয়বস্তু পদ্যাংশের চেয়ে ভিন্ন। তবে একই উপদেশ ভিন্নভাবে প্রকাশ করিবার প্রয়াস লক্ষণীয়। গদ্যাংশের তুলনায় পদ্যাংশ প্রাচীনতর কিনা বলা কঠিন। প্রফেসর মুরের মতে গদ্যাংশ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের।[২] আবার সেইডেন স্টুকারের মতে গদ্যাংশের মধ্যে গ্রন্থের মূল বক্তব্য নিহিত। ইতিবুত্তকের বহু পরিচ্ছেদ যে বুদ্ধের সমসাময়িক ইহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। এ. জে. এডমণ্ড বলেন, 'ইতিবুত্তক' যদি বুদ্ধের বাক্য না হয় তবে ত্রিপিটকের কোন অংশই বুদ্ধ বাক্য নহে।"[৩]

ইতিবুত্তকের গল্পসমূহ সংক্ষিপ্তাকারের। ইহাদের সংখ্যা হইল ১১২টি। ইহাদের মধ্যে পঞ্চাশটি গ্রন্থের বক্তব্যসমূহ প্রথমে সংক্ষিপ্ত গদ্যে এবং পদ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হইয়াছে। অল্প কয়েকটি ছাড়া পদ্যাংশের অধিকাংশই গদ্যাংশের অনুরূপ নয়। অধিকন্তু ইহাতে বহু গাথা আছে যাহা উপরোক্ত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি না করিয়া বরঞ্চ পরিপূরক গাথার স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা ডক্টর উইন্টারনীট্‌স সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, "In a few cases only one verse has a counterpart in the prose, while several verses follow, to which nothing in the prose corresponds. In addition to these there are the numerous cases

১ ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে ইহা পালি টেক্স সোসাইটি লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। ই. উইণ্ডিচ ইহার সম্পাদনা করেন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে নিউইয়র্ক হইতে জে. এইচ. মুরের 'Sayings of Buddha' নামে ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে লাসিয়ানো হইতে ইটালীয় অনুবাদ এবং ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে লেইপজিগ হইতে জার্মেন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক সুরেন্দ্র নাথ বড়ুয়ার অনুদিত 'ইতিবুত্তকে'র কিছু অংশ নালন্দায় (প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ ১৭১) প্রকাশিত হইয়াছে।

২ J. H. Moore : *Sayings of Buddha*, Introduction.

৩ A. J. Edmounds : *Buddha and Christian Gospels, Vol. I, P. 83.*

in which prose and verses supplement each, whether the prose forms only a short intruduction to the ideas expressed in the verses or whether one uspect of an idea is treated in prose and the other in verse. In all these cases the spirit of the verses and of the prose is, on the whole, the some, and not infrequently an idea expressed more clearly and more pointedly and even more beautifully, in the prose than in the verses."[১]

ইতিবুত্তকের প্রত্যেকটি উপদেশ সংক্ষিপ্ত। গদ্য ও পদ্যের ভাষা খুব সরল। কোন প্রকার বাহুল্য ইহাতে নাই। উপমার ব্যবহার খুব বেশী নাই। তবে কোন কোন স্থলে সুন্দর সুন্দর রূপক দৃষ্ট হয়। পঁচাত্তর নম্বর গল্পে বলা হইয়াছে যে পণ্ডিত ব্যক্তি মেঘ হইতে বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায় উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে করুণা প্রদর্শন করেন। ছিয়াত্তর নম্বর গল্পে বলা হইয়াছে যে ঋষিগণ ভরত পক্ষীর বিষধর শর এড়ানোর ন্যায় অসৎ সংসর্গ বর্জন করেন। একশ নম্বর গল্পের বুদ্ধ নিজকে একজন সুদক্ষ শল্য চিকিৎসক ও রোগ-নিরাময়ক এবং শিষ্যদিগকে তাঁহার পুত্র এবং উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সাতাস নম্বর গল্পের গদ্যাংশ বিশ্ব মৈত্রীর চরম পরাকাষ্টা প্রদর্শন করা হইয়াছে।

কোন কোন পরিচ্ছেদের গদ্যাংশে বুদ্ধের নিজের জীবনস্মৃতি সম্পর্কীয় বর্ণনা আছে। কিন্তু ইহার অনুরূপ পদ্যাংশে দৃষ্ট হয় না। তিরিশ নম্বর পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধ দুইটি বিষয় প্রশংসা করেন না। সেই দুইটি বিষয় হইল: (১) সৎকর্ম না করা এবং (২) পাপকর্মে রত হওয়া। অপরপক্ষে বুদ্ধ দুইটি বিষয় প্রশংসা করেন। সেই দুইটি বিষয় হইল: (১) সৎকর্ম সম্পাদন, এবং (২) অসৎকর্ম পরিত্যাগ। উপরোক্ত বিষয় কবিতাংশে অন্যভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি কায়, বাক্য, ও মনের দ্বারা দুষ্কার্য সম্পাদন করে সে মৃত্যুর পর নিরয়ে উৎপন্ন হয়। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা পুণ্য সম্পাদন করে তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। বিরানব্বই পরিচ্ছেদের গদ্যাংশে বুদ্ধ এই একই ভাব অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। লোভী,

১ *History of Indian Literature, Vol. II*, P, 89.

অনুরাগ পরায়ণ ও ঈর্ষুক সে বুদ্ধের চীবর ধরিয়া থাকিলেও বুদ্ধের নিকট হইতে বহুদূরে। অপর পক্ষে নির্লোভ, বিগততৃষ্ণ, ও মৈত্রীভাবাপন্ন ব্যক্তি বহুদূরে অবস্থান করিলেও তিনি বুদ্ধের অতি নিকটে। ইহা কবিতায় অন্য-ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে দুর্মতি পরায়ণ, পাপী ব্যক্তি কোনদিন মুনি-ঋষির সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না। অপরপক্ষে জ্ঞানী ব্যক্তি সকল সময় জ্ঞানী ব্যক্তির সান্নিধ্যলাভ করিয়া ধন্য হন। কারণ ব্যক্তিরা সব সময় সৎকার্যে রত থাকেন।

এইভাবে দেখা যায় ইতিবুত্তকে বহু সূত্র আছে যাহাতে গদ্যাংশ ও পদ্যাংশের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পুনরায় কিছু গল্পের পদ্যাংশ কেবল গদ্যাংশেরই পুনরাবৃত্তি ভিন্ন অপর কিছু নয়। আবার কিছু কিছু গল্প আছে যাহাতে গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ সম্পূর্ণ ভিন্ন, এমনকি পরস্পর বিরোধীও বটে। পণ্ডিতেরা মনে করেন এই সমস্ত অংশ পরবর্তীকালের রচনা। হিউয়েন সাঙ অনূদিত চৈনিক ইতিবুত্তকে ও শেষের অংশগুলি পাওয়া যায় না[১] এবং কিছু অংশ আবার অঙ্গুত্তর নিকায়েও দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে গদ্যাংশকে পদ্যাংশের অর্থকথারূপে ধরিয়া লওয়া যায়। অবশ্য যে সমস্ত অংশ প্রাচীনতম ও প্রামাণ্য সেই সমস্ত অংশে কোথাও পদ্যাংশ গদ্যাংশকে অনুসরণ করে নাই। প্রামাণ্য গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ একত্র পাশাপাশি অবস্থান করিতেও দৃষ্ট হয়।

॥ সুত্তনিপাত ॥

সুত্তনিপাত খুদ্দকনিকায়ের পঞ্চম গ্রন্থ। ইহাতে পাঁচটি অধ্যায় আছে: (১) উরগ, (২) চুল, (৩) মহা, (৪) অট্ঠক ও (৫) পরায়ণ। উরগবর্গে ১৩টি সুত্ত। যথা—উরগ, ধনিয়, খগ্গবিসান, কসিভারদ্বাজ, চুন্দ, পরাভব, বসল, মেত্ত, হেমবত, আলবক, বিজয় এবং মুনি। দ্বিতীয় অধ্যায় চুলবর্গে পনরটি সুত্ত: রতন, আমগন্ধ, হিরি, মহামঙ্গল, সূচিলোম, ধর্মচরিয়, ব্রাহ্মণ ধম্মিক, নাবা, কংসীল, উট্ঠান, রাহুল, বঙ্গীস, ধম্মাপব্বাজনীয় এবং ধম্মিক।

---

১ C/o Watanabe : *Chinese Collection of Itivuttaka.* (J. P. T. S., 1907). P. 44ff.; A. J. Edmond : *Buddhist & Christian Gospels, Vol.* I, P. 20 ff.

তৃতীয় অধ্যায় মহাবর্গে দ্বাদশটি সুত্ত: পব্বজ্জা, পধান, সুভাসিত, সুন্দরিক ভারদ্বাজ, মাঘ, সভিয, সেল, সল্ল, বাসেট্‌ঠ, কোকালিয়, নালক এবং দযতানুপস্সনা। মহাবর্গের সুত্তগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। চতুর্থ বর্গে ১৬টি সুত্ত: কাম, গুহট্‌ঠক, দুট্‌ঠট্‌ঠক, সুদ্ধট্‌ঠক, পরমট্‌ঠক, জরা, তিস্সমেত্তেয, পসূরা, মাগন্দিয, পুরাভেদ, কলহবিবাদ, চূলবিযূহ, মহাবিযূহ, তুবট্‌ঠক অত্তদণ্ড এবং সারিপুত্ত। সর্বশেষ বর্গে অর্থাৎ পরায়ণ বর্গে সতরটি সুত্ত আছে। বত্থুগাথা, অজিত মানব পুচ্ছা, ধোতকমানব পুচ্ছা, উপজীব মানব পুচ্ছা নন্দমানব পুচ্ছা, হেমকমানব পুচ্ছা, তোদেয্যমানব পুচ্ছা, কপ্পমানব পুচ্ছা, জেতুকন্নিমানব পুচ্ছা, ভদ্রাযুধমানব পুচ্ছা, উদযমানব পুচ্ছা, পোসলমানব পুচ্ছা, মোঘরাজমানব পুচ্ছা এবং পিঙ্গিযমানব পুচ্ছা।

সুত্তনিপাত খুদ্দকনিকায়ের অতিপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ। ইহাতে গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আরও বহু প্রকার বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতে তদানীন্তন পাক ভারতের বহু শ্রমণ ব্রাহ্মণ এবং ছয়জন তির্তীয় আচার্যের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাহাদের সামগ্রিক চেষ্টার দ্বারা প্রাচীন ভারতে এমন এক সমাজ ও দর্শনের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন যাহার তুলনা বিশ্ব জগতের ইতিহাসে বিরল।[১]

এই চারিটি অধ্যায়ের মধ্যে চুয়ান্নটি প্রীতি গাথা আছে। পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ পরায়ণ বর্গের কবিতার মধ্যে ৬টি কবিতা ত্রিপিটকান্তর্গত আরও কয়েকটি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। এই সূত্রগুলি সম্ভবতঃ সূত্রনিপাত গ্রন্থ সংকলিত হইবার পূর্ব প্রয়োজনীয় সূত্র হিসাবে বহুল প্রচলিত ছিল। এইগুলি লোক সমাজে প্রবাদ বাক্যের মত গীত হইত। চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'অষ্টাধ্যায়ী' বলিয়া

এই সম্পর্কে কোমবল সাহেবে বলেন: "It is an important contribution to the right understanding of Primitive Buddhism for we see here a picture not of life in monesteries, but of life of the hermits in its first in its first stage. We have before us not the systematising of the later Buddhist Church but the first germs of system, the foundamental ideas of which Come out with sufficient clearness", (B. C. Law : History of Pali Literature, Vol 1. P. 233) প্রফেসর রীচ ডেবিডের মতে "It is the result of communistic rather than of individual efforts."

অভিহিত করা হয়। কারণ ইহার অন্তর্গত ৪টি সূত্রের প্রত্যেকটিতে আটটি করিয়া ভাগ আছে। সংযুক্ত নিকায়, বিনয় পিটক ও উদানে এইগুলির পৃথক পৃথক সূত্রাকারে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চম অধ্যায়ের নাম পরায়ণ বর্গ। ত্রিপিটকের আরও কয়েকটি স্থানে অনুরূপ সূত্র দৃষ্ট হয়। এই অধ্যায়ের এক তৃতীয়াংশ কবিতা ইংরেজী 'ব্যালড' জাতীয় কবিতার অন্তর্গত। এই সূত্রগুলি কোন একটি ঘটনা বলিবার ছলে বলা হইয়াছে। মূল উপদেশটি পদ্যে এবং ঘটনাংশ গদ্যে রচিত। পংবজ্জা, প্রধান, নালক প্রভৃতি সূত্রসমূহ এই জাতীয়।

॥ সুত্তনিপাতের বস্তুসংক্ষেপ ॥

(২)

১। **উরগ সুত্ত**—ইহাতে বলা হইয়াছে ভিক্ষু রাগ, দ্বেষ, মোহ, কামনা, বাসনা প্রভৃতি জাগতিক কোন প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ হন না। তিনি সর্ব প্রকারে ঋণমুক্ত হন। যিনি লোভ শল্য পরিহার করিয়া সর্বদা আধ্যাত্ম সাধনায় তৎপর হইয়া সর্ব দুঃখের মূল তৃষ্ণা ক্ষয় করিতে সমর্থ হন। জগতে তাঁহার জয়কে কেহ পরাজয়ে রূপান্তরিত করিতে পারে না। যিনি তৃষ্ণামুক্ত ও ভয়হীন তাঁহাকে চর্মবিহীন সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

২। **ধনিয় সুত্ত**—'ধনিয়' শব্দের অর্থ 'ধন্য'। বুদ্ধের সময়ে ধনিয় একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তিনি বহু গোধনের অধিপতি একজন সুখী কৃষক। এই সুত্তে ভগবান বুদ্ধ ও ধনিয়ের আলোচনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ধনিয় ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে পক্কান্ন, দুগ্ধ ক্ষীর তাহার আছে। তাঁহার গরুগুলি গোহালে আনা হইয়াছে। মশামাছি উহাদিগকে অত্যক্ত করিতে পারিবে না। তাহার স্ত্রী সেবাপরায়না, পুত্রেরা সবাই উপার্জনক্ষম ও নিরোগ। তিনি নিজের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল। তাহার বন্ধ্যা বৎসবতী, সঙ্গমবিবিক্তা গাভী আছে এবং গোধনের দলপতি ষাঁড়ও আছে। সেইগুলি উত্তমভাবে মঞ্জুঘাসের তৈরী দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। দুগ্ধবতী গাভীগুলি তাহা ছিড়িয়া ফেলিতে পারিবে না। এই জন্য তিনি সুখী জীবন যাপন করেন। বুদ্ধ বলিলেন তাঁহার কুঠি নাই; দুগ্ধবতী গাভী কিংবা স্ত্রী পুত্রও নাই। তিনি সমস্ত প্রকার বন্ধন ছেদন করিয়াছেন

এবং হস্তীর মত পুইলতাকে দলিত করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার পুনর্জন্ম রুদ্ধ।[১] তিনি পুনরায় গর্ভাশয়ে প্রবেশ করিবেন না। বুদ্ধের বাক্য শেষ না হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ধনিয় বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিয়া মুক্তির আস্বাদ অনুভব করিলেন। ভগবান বলিলেন, 'উপধি'[২] বা বন্ধনই সমস্ত দুঃখের কারণ। যাহার 'উপধি' বা বন্ধন নাই তাহার কোন দুঃখ নাই।[৩] অনাসক্ত বা বাসনাহীন ব্যক্তির অনুশোচনার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

৩। **খগ্গবিসান সুত্ত**—ইহাতে অসৎ সংসর্গ ও দুর্জনের সহবাস ত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। দুর্জনের সঙ্গে বাস করিলে বহু প্রকার বাদ বিসংবাদ ও স্বার্থের সংঘাত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। মানুষ বড়ই স্বার্থপর। তাহার হীন স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য না করিতে পারে এমন কার্য নাই। জ্ঞানী ও মেধাবী ব্যক্তি ইহা যথাযথ জানিয়া সর্বদা অসৎ সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া চলেন। অবশ্য সৎ ও গুণবান বন্ধু পাওয়া গেলে তাহার সঙ্গে সাহচর্য করিলে কোন দোষ নাই।[৪] এইরূপ গুণবান বন্ধুর সাক্ষাৎ পাওয়া সত্যই কঠিন। এই জন্য দুষ্ট লোকের সহিত বাস করার

---

১ "উসভোরিব ছেত্বা বন্ধনানি,
নাগো পতিলতং দালয়িত্বা ;
নাহং পুন উপেসসং গব্ভসেয্যং
অথ চে পত্থযসী পবস্স দেব।"

২ বৌদ্ধ সংস্কৃতে (দিব্যাবদান, পৃঃ ৫০, ২২৪, ৫৩৪) 'উপাধি' শব্দের অর্থ 'প্রতিষ্ঠা', 'নীচে ফেলা', 'পুনর্জন্মের হেতু' 'ভূমি' 'ভিত্তি' প্রভৃতি। ধর্মপদ অট্ঠকথাতে (Vol. IV. P. 33) ইহার অর্থ করিয়াছে 'বন্ধন' 'ক্লেশ', 'তৃষ্ণা', 'পুন জন্মের কারণ'। উপধি অর্থ বন্ধন বা 'আকর্ষণ (attachment)। স্ত্রী, পুত্র, ঘর, বাড়ী, গরু, ছাগল, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতিকে 'উপাদযো' বলা হয়। উপাধি বা বন্ধনই সমস্ত দুঃখের কারণ। ইহার অপর নাম 'সংগো'। উপধি দশ প্রকার : (১) তণ্হা, (২) দিট্ঠী, (৩) কিলেস, (৪) কম্ম, (৫) দুচ্চরিত, (৬) আহার, (৭) পটিঘ, (৮) কাম, (৯) সীলব্বত এবং (১০) অত্তবাদ।

৩ "উপধীহি নরসস সোচনা,
ন হি সোচতি যো নিরুপধি।"

৪ "সচে লভেথ নিপকং সহাযং সদ্ধিচরং সাধু বিহারী ধীরং ;
অভিভুয্য সব্বানি পরিস্সযানি, একোচরে খগ্গ বিসান কপ্পো।"

চেয়ে একক জীবন যাপন করাই শ্রেয়। ধম্মপদ[১], সংযুত্তনিকায়[২], মহাবস্তু ও জাতকে অনুরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়।

খগ্‌গবিসান সুত্র উরগবর্গের তৃতীয় সূত্র। এই শ্লোকগুলি পচ্চেক বুদ্ধের উপদেশবলিয়া পরিচিত। পচ্চেক ‌বুদ্ধগণ একেক সময় একেক অবস্থাতে একেকটি উপদেশ দিয়া থাকেন। এই জন্য প্রত্যেকটি শ্লোকই স্বতন্ত্র। একটির সঙ্গে আরেকটির কোন সম্পর্ক নাই। অনেক সময় একটি আরেকটির বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। যেমন,—

"মিত্তে সুহজ্জে অনুকম্পমানো,
হাপেতি অত্থং পটিবদ্ধো চিত্তো;
এতং ভয়ং সন্থবে পেকখমানো,
একোচরে খগগবিসান কপ্পো।"

"মিত্র সুহৃদের প্রতি অত্যধিক স্নেহ বস্তুতঃ চিত্ত আবদ্ধ হইলে বহু অনর্থ সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। এইরূপ ভয় অন্তরে জাগ্রত করিয়া খর্গ-বিসান বা গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়।" ইহার পরেই আমরা অপর একটি শ্লোক প্রাপ্ত হই যাহার অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। যথা—

"অদ্ধা পসংসাম সহায সম্পদং,
সেট্‌ঠা সমা সেবিতব্বা সহাযা;
এতে অলদ্ধা অনবজ্জ ভোজি
একো চরে খগ্‌গবিসান কপ্পো।"

"নিজের সমান কিংবা নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ বন্ধু পাওয়া গেলে তাহার সাহচর্য করা উত্তম। কিন্তু ঐরূপ বন্ধু পাওয়া পাওয়া না গেলে গণ্ডারের মত একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়।"

এই সুত্তে একচল্লিশটি শ্লোক আছে। এগার নম্বর শ্লোক ব্যতীত সমস্ত শ্লোকই নিম্নরূপভাবে সমাপ্ত হয়; "একোচরে খগ্‌গবিসান কপ্পো" অর্থাৎ গণ্ডারের মত একাকী বিচরণ কর। এই লাইনটি এমন জোরের সহিত বলা হইয়াছে যে, যে-কোন সাধারণ লোক ইহার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইয়া পারে না।

১ ধম্মপদ, ৩২৮, ৩২৯, ৩৪৫।
২ সংযুত্ত, ৫ম খণ্ড, ৩৫ ৩৮, ৪৫, ৪৬, ৬৯।

পচ্চেক বুদ্ধের উপদেশ লইয়া যে সমস্ত সুত্ত ত্রিপিটক গ্রন্থে পাওয়া যায় তার মধ্যে খর্গবিসান সূত্র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। পচ্চেক বুদ্ধের জীবন ও বাণী সম্পর্কে ইহার চেয়ে দীর্ঘতম সূত্র আর নাই। প্রত্যেক শ্লোকে পচ্চেক বুদ্ধের জীবনেতিহাস, আদর্শ, ও উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

এই সুত্তে একক জীবন যাপনের মাহাত্ম্য অতি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। পারিবারিক জীবন ও বন্ধুবান্ধবের সাহায্য বহু বন্ধনযুক্ত ও কর্তব্য বহুল। ইহাতে আবদ্ধ হইলে বহু অনর্থ সংগতি হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। কারণ সমাজে স্বার্থপর ব্যক্তিগণ নানাভাবে সম্যক জীবন যাপনের বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে। মানুষ বাঁশের ঝাড়ে আবদ্ধ হওয়ার মত সাংসারিক জীবনে জড়াইয়া পরিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। এই কারণে গার্হস্থ্য জীবন সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য এবং আকাশের মত উন্মুক্ত বৈরাগ্য জীবন সংসার দুঃখ অতিক্রম করিবার জন্য উপযোগী। এই তত্ত্বটি নানারূপ উপমার দ্বারা এই সূত্রে প্রস্ফুটিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যেমন,—

"সীহো চ অদ্দেসু অসন্তসন্তো
কতো ব জালমহি অসজ্জমানো ;
পদুমংব তোযেন অলিম্পমানো ;
একো চরে খগ্‌গবিসান কপ্পো।"

"সিংহকে খাঁচায় আবদ্ধ রাখিলে যেমন অশান্ত থাকে, বাতাসকে যেমন জালে আবদ্ধ করা যায় না, জল যেমন পদ্ম পত্রে লিপ্ত হয় না তদ্রূপ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সংসার ধর্মে অনাসক্ত হইয়া গণ্ডারের মত একাকী বিচরণ করেন।" এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত এই সুত্রে পাওয়া যায়। বাঁশের শাখা প্রশাখায় আবদ্ধ হওয়া অথবা কোবিলার ও পরিচ্ছত্তক বৃক্ষের পত্র ত্যাগ করার দৃষ্টান্ত সত্যই চমৎকার।

৪। **কাসীভারদ্বাজ সুত্ত**—কাশী ভারদ্বাজ একজন শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পরিশ্রম সহকারে জমি চাষ করত: নিজের স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করিতেন। একদিন বুদ্ধকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহার সুন্দর সুগঠিত দেহ থাকা সত্ত্বেও এইরূপ আলস্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন? বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে তিনি

কাশী ভারদ্বাজের মত পরিশ্রম করেন এবং তাহার চেয়ে অনেক বেশী শষ্য ফলান। তিনিও লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করিয়া তাহাতে শষ্য বপন করেন এবং তাহার ফল অতি উৎকৃষ্ট। শ্রদ্ধা তাহার বীজ, তপ বৃষ্টি, প্রজ্ঞা যুগনঙ্গল, লজ্জা ঈষ (Pole) মন যুক্ত (tie), স্মৃতি তাহার ফলপাচন Ploughshare and Good)।[1] বুদ্ধ তাহাকে বুঝাইলেন যে, তিনি সংসার দুঃখে অবিভূত জনমানবকে নির্বাণ নগরে লইয়া যাইবার জন্য পরিশ্রম করেন। তাহার উপদেশানুসারে কার্য করিলে বহুলোক তৃষ্ণাক্ষয় করিয়া নির্বাণ মার্গ লাভ করিতে পারেন। বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া কাশী ভারদ্বাজ অতীব প্রীত হইয়া বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি বুদ্ধের উপদেশানুসারে কার্য করিয়া ইহজীবনে অহর্ত্ব ফল লাভ করিয়া বাস করিতে সক্ষম হন।

৫। **চুন্দ সুত্ত** – চুন্দ একজন কর্মকার ছিলেন। তিনি বুদ্ধকে শ্রমণ কয় প্রকার জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুওরে বুদ্ধ জানান যে চার প্রকার শ্রমণ। যথা — মগ্গজিন, মগ্গদেসক মগ্গজীবিক এবং মগ্গদিট্‌ঠি। তৎপর বুদ্ধ প্রত্যেক প্রকার শ্রমণের মূলনীতি সম্পর্কে, উপদেশ প্রদান করেন। এই সূত্র হইতে প্রাচীন ভারতের ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়।

৬। **পরাভব সুত্ত**—ইহার অনুরূপ সূত্র সংযুক্ত নিকায়েও[2] দৃষ্ট হয়। পরাভব শব্দের অর্থ 'পরাজয়'। জয় পরাজয় মানুষের দৈনন্দিন ঘটনা। জয়ের দ্বারা মানুষ উচ্চসিত হইয়া উঠে এবং পরাজয়ের গ্লানি মানুষকে অবিভূত করিয়া ফেলে। একদিন জনৈক দেবতা জেতবনে আসিয়া বুদ্ধকে পরাজয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ জানান যে পরাজয়ের কারণ দ্বাদশ

---

১ সদ্ধাবীজং তপো বুট্‌ঠি পঞ্ঞা মে যুগনঙ্গং
হিরি ঈসা, মনোযুত্তং সতি মে ফালপাচনং।
কায়গুত্তো বচীগুত্তো আহারে উদরে যতো;
সচ্চং করোমি নিদ্দানং সোরচ্চং মে পমোচনং
বীরিযং মে ধুরধোরয়ং যোগক্খেমাধিবাহনং
গচ্ছতি অনিবত্তন্তি যত্থ গন্ত্বা ন সোচতি।
এবমেসা কসীকট্‌ঠা সা হোতি অমতপ্ফলা,
এতং কসিং কসিত্বান সব্বদুক্খা পমুচ্চতী'তি

২ সংযুত্ত নিকায় পৃঃ ১৮-২০।

প্রকার : (১) জ্ঞানী ব্যক্তির জয়, অজ্ঞানীর পরাজয়, ধার্মিকের জয় এবং অধার্মিকের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। (২) অসৎ ব্যক্তিকে যে প্রিয় মনে করে, সৎ ব্যক্তিকে প্রিয় মনে করে না এবং যে মিথ্যাদৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার পরাজয় নিশ্চিত।[১] (৩) যে ব্যক্তি শয়নে উপবেশনে নিদ্রালু, বাজে গল্পে সময় নষ্ট করে, যে উদ্দম বিহিন, আলস্য পরায়ণ ও ক্রোধী তাহার পরাজয় হয়, (৪) যে সক্ষম হইয়াও মাতাপিতার ভরণ-পোষণ করে না, সে ইহলোকে নিন্দিত ও পরলোকে দুঃখ ভোগ করে। (৫) যে নিষ্পাপ ব্রাহ্মণকে মিথ্যা কথায় বঞ্চনা করে তাহার পরাজয় হয়। (৬) যে জাতি, ধন এবং গোত্রের জন্য অহংকার করে এবং গরীব আত্মীয়দের ঘৃণা করে তাহার অমঙ্গল হয়।[২] (৮) যে সুরাপায়ী, অক্ষক্রিয়াসক্ত, তাহার লব্দ সম্পত্তি বিনষ্ট হয়।[৩] (৯) যে স্বীয় স্ত্রীর প্রতি উদাসীন্য প্রদর্শন করে এবং পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয় তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। (১০) যে বার্ধক্য বয়সে তরুণী ভার্যা বিবাহ করে তাহার পরাজয় নিশ্চিত, কারণ সেই তরুণী বৃদ্ধ স্বামীতে প্রীত না হইয়া পরপুরুষ গমন করে। ইহা দর্শন করিয়া বৃদ্ধ স্বামী ঈর্ষানলে দগ্ধ হয়। (১১) যে মধ্য-পানাসক্ত, ভোজন-বিলাসী পুরুষ অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে স্বীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদান করে তাহার ধন হানির দ্বারা পরাজয় হয়। (১২) যে অপ্রাপ্য ধন বা সমপত্তির জন্য অসম্ভব আশা পোষণ করে তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

উপরোক্ত দ্বাদশ প্রকার পরাজয়ের কারণ বর্জন করিয়া মঙ্গল সুত্রে বর্ণিত ৩৮ প্রকার মঙ্গলজনক কার্য করাই উন্নতিলাভের শ্রেষ্ট উপায়। যাঁহারা এইরূপ কর্ম করে তাঁহারা জগতের সর্বক্ষেত্রে জয়ী হন এবং মৃত্যুর পর মহাসুখ ভোগ করেন।

৭। বসল সুত্ত—এই সূত্রে ভগবান ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণকে বসল বা বৃষল সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। ভগবান একদিন ভারদ্বাজ গৃহে গমন করিলে তিনি ভগবানকে 'মুণ্ডক 'বৃষল' প্রভৃতি দ্বারা অপদস্ত করিবার চেষ্টা করে।

---

১ "অসন্তস্স পিযা হোন্তি, সন্তে ন কুরুতে পিযং
অসতং ধম্মং রোচেতি, তং পরাভবতো মুখং।"

২ "জাতিথদ্ধো ধনথদ্ধো, গোত্তথদ্ধো চ যো নরো
তং ঞাতিং অতিমঞ্ঞেতি, তং পরাভবতো মুখং।"

৩ "ইত্থী ধুত্তো, সুরাধুত্তো, অক্খ ধুত্তো, চ যো নরো
লদ্ধং লদ্ধং বিনাসেতি, তং পরাভবতো মুখং।"

বুদ্ধ তাহাকে 'বৃষল' শব্দের অর্থ কি জিজ্ঞাসা করেন। ভারদ্বাজ 'বৃষল' শব্দের অর্থ যথাযথভাবে বলিতে না পারায় বুদ্ধ উহার নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

যে ব্যক্তি ক্রোধ পরায়ণ, হিংসুক, পাপলিপ্ত, অকৃতজ্ঞ, পরলোক প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে না সে বৃষল নামে খ্যাত হয়। সে ব্যক্তি প্রাণীঘাতক ও নির্মম হয়। যে গ্রাম, নগর,সমূহ অবরোধ করিয়া ধ্বংস করে এবং মানুষের বহুপ্রকার অনিষ্ট সাধন করে। সে পরের ধন চুরি করে এবং ঋণ গ্রহণ করিয়া পরিশোধ করে না। সে সামান্য মাত্র ধনের আশায় পথিককে হত্যা করে, সে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে এবং জ্ঞাতী বন্ধু বান্ধবের স্ত্রীর প্রতি প্রিয়ভাব দেখাইয়া দূষিত করে। তাহার প্রচুর ধন সম্পত্তি সত্ত্বেও বৃদ্ধ মাতা পিতার ভরণ-পোষণ করে না। মাতা-পিতা ভ্রাতা-ভগ্নি সকলকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সে লোকের অহিত কামনা করে এবং তদনুরূপ কাজ করিবার জন্য অপরকে পরামর্শ দান করে।[১] সে সম্মুখে প্রশংসা করে এবং পশ্চাতে অনিষ্ট করে। সে পরের গৃহে উত্তম খাদ্য ভোজ্য ভোজন করিয়া নিজগৃহে নিকৃষ্ট খাদ্য প্রদান করে। সে নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সে অপরকে অবজ্ঞা করে। সে শ্রমণ ব্রাহ্মণদের মিথ্যা বাক্য দ্বারা বঞ্চনা করে। সে নির্লজ্জ, জয়হীন, প্রবঞ্চক, পাপিষ্ট, কৃপণ এবং সর্ব প্রকার দান কার্যের অন্তরায় সৃষ্টিকারী। সে ধর্ম বিদ্বেষী ও শ্রমণ ব্রাহ্মণদের তিরস্কার করে। এই সমস্ত কার্যের দ্বারা দেব, ব্রহ্ম ও মনুষ্য সকলের অপ্রিয় হন।

ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে জন্মের দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। কর্মের দ্বারাই বসল বা ব্রাহ্মণ হয়। চণ্ডাল ও সৎভাবে জীবন যাপন করিয়া শীলা-নুষ্ঠান ও প্রজ্ঞাভাবনা করিলে ব্রাহ্মণের পর্যায়ে উপনীত হইতে পারে।

১৩ "যো মাতরং বা পিতরং বা জিন্নকং গতযোব্বনং
পহু সন্তো ন ভরতি তং পরাভবতো মুখং।
যো মাতরং বা পিতরং বা, ভাতরং বা ভগিনিং সসুং
হন্তি রোসেতি বাচায, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।
যো অত্থং পুচ্ছিতো সন্তো অনত্থমনুসাসতি
পটিচ্ছন্নেন মন্তেতি, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।
যো কত্বা পাপকং কম্মং মামং জঞ্ঞা'তি ইচ্ছতি,
যো পটিচ্ছন্ন কম্মন্তো, তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।"

চণ্ডাল পুত্র তাহার সোপাক সৎকর্মের দ্বারা পরম যশ ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

৮। মেত্ত সুত্ত—এই সুত্রে মৈত্রীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। সংসারে রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া নির্বাণ সুখ লাভ করিবার জন্য মৈত্রীভাব পোষণ করা কর্তব্য। ইহাতে বলা হইয়াছে নির্বাণ লাভেচ্ছু ব্যক্তি দক্ষ, ঋজু, অভিমানিনী, যথালাভে সন্তুষ্ট চিত্ততা, মিতাহারী, শান্তেন্দ্রিয়, অচঞ্চলতা ও অনাসক্ত হন। তিনি দীর্ঘ, হ্রস্ব, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, দৃষ্ট, অদৃষ্ট সর্ব প্রকার প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হন। মাতা যেমন নিজের একমাত্র পুত্রকে জীবন দিয়াও রক্ষা করেন সেইরূপ সমস্ত প্রাণীর প্রতি অপ্রেমের মৈত্রীভাব পোষণ করেন।[১] উর্ধ্ব, অধঃ চতুর্দিকস্থ ছোট বড়, দীর্ঘ-হ্রস্ব সর্ব প্রকার প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব ত্যাগ করতঃ মৈত্রীচিত্তে বিহার করেন। তিনি শীলবান ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন। তিনি শয়নে, স্বপনে, জাগরণে দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট অবস্থায় চারি প্রকার বৃক্ষবিহারে রত থাকেন। তিনি সর্বপ্রকার ভোগলালসা পরিহার করিয়া মিতাহারী, শান্তেন্দ্রিয়, চাঞ্চল্যহীন ও অনাসক্ত হন।

৯। হেমবত্ত সুত্ত—সাতগির এবং হেমবত্ত নামক নামক দুইজন যক্ষ বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দেহাকুল হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। বুদ্ধ তাহাদের সন্দেহ দূর করিবার জন্য তাঁহার জীবনের বিবিধ অধ্যায়গুলি বর্ণনা করেন। যক্ষদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হন।

১০। আলবক সুত্ত—বুদ্ধ আলবীতে বাস করিবার সময় আলবক যক্ষ আসিয়া বুদ্ধকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পারিলে ক্ষতি সাধন করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন। আলবক যক্ষ প্রশ্ন করিবার ছলে বলেন, পুরুষের শ্রেষ্ঠ বিত্ত কি? সাধুতার রস কি? কিরূপ জীবন সবচেয়ে উত্তম? প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ জানান যে শ্রদ্ধাই মানুষের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, ধর্ম উত্তম রস এবং প্রজ্ঞাবান লোকের জীবনই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। তৎপর আলবক যক্ষ বলেন, কি করিয়া মানুষ অর্ণব অতিক্রম করে? কি করিয়া ধর্মার্জন করে? কি করিয়া কীর্তি লাভ করে এবং কি করিয়াই বা মিত্রলাভ করে? বুদ্ধের মতে শ্রদ্ধার দ্বারা সমুদ্র, অপ্রমাদের দ্বারা অর্ণব, উদ্যম বা

১ "মাতা যথা নিযং একপুত্তং অনুরক্খে
এবংপি সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমানং।"

বীর্যতার দ্বারা ধন, দানের দ্বারা কীর্তি এবং প্রজ্ঞার দ্বারা পরিশুদ্ধিতা অর্জন করিতে হয়। শুশ্রূষার দ্বারা অপ্রমত্ত ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করিতে সক্ষম হন। বুদ্ধের উত্তর শুনিয়া আলবক যক্ষ অতীব প্রীত হইলেন এবং বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হইয়া ভগবান বুদ্ধের বহু প্রকার সৎকার করিলেন।[১]

১১। বিজয় সুত্ত—এই সুত্তে মানব দেহের অসারত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে মানুষের দেহে ৩২ প্রকার অসূচী পদার্থে পরিপূর্ণ হইলেও মোহান্ধ মানুষ উহা উপলব্ধি করিতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহার যথাযথ রূপ উপলব্ধি করিয়া নির্বাণ সাধনায় রত হন।

১২। মুণি সুত্ত—এই সুত্তে মুণির প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে। অশোকের বাক্রুলিপিতে ইহাকে অতি প্রয়োজনীয় সূত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ধর্মপদ[২] ও সংযুক্ত নিকাশে[৩] মুণি সুত্রেরই কোন কোন শ্লোকের অনুরূপ শ্লোকে দৃষ্ট হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যিনি সর্ব প্রকার পাপমল বিধৌত করিয়াছেন, যাহার কোন প্রকার কামনা বাসনা নাই, লোভ, দ্বেষ, মোহ যাহার ক্ষীণ, যিনি সর্বদা সংযম আচরণ করেন এবং ধ্যান পরায়ণ তিনিই মুনি নামে অবিহিত হন।[৪]

১ "এবমেবং ভোতা গোতমেন অনেক পরিযাযেন ধম্মো পকাসিতো। এসাহং ভগবন্তং গোতমং সরণং গচ্ছামি ধম্মঞ্চ ভিক্খু সংঘঞ্চ। উপাসকং মং ভবং গোতমো ধারেতু অজ্জতগ্গে পানুপেতং সরণং গতন্তি।"

২ ধম্মপদ, ৫. ৩৫৩।

৩ সংযক্তনিকায়, ৫, ২১১, পৃ. ৩৬.

৪ ধম্মপদে (ধম্মট্ঠ বগ্গ, নং ২৬৮—২৬৯) নিম্নরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়।

"ন মোনেন মুনী হোতি মুল্হরূপে অবিদ্দসু,
যো চ তুলংব পগ্গযহ বরমাদায পণ্ডিতো;
পাপানি পরিবজ্জেতি স মুনী তেন সো মুনী
যো মুনাতি উভো লোকে মুনী তেন পবুচ্চতি।"

চুল বগ্‌গ

১। রতন সুত্ত—খুদ্দক পাঠেও অনুরূপ সূত্র দৃষ্ট হয়। কথিত আছে বুদ্ধ নিজেই বৈশালীতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দূর করিবার জন্য আনন্দ স্থবিরের দ্বারা বুদ্ধ ইহা পাঠ করাইয়াছিলেন। সূত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বৈশালীতে মূষলধারে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং উহাতে রোগ, অমনুষ্যভয়, দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইয়া ধরণী পবিত্র হইয়া উঠে।

এই সূত্রের প্রধান বিষয়বস্তু ত্রিরত্নের গুণ বর্ণন। ইহ-পরলোকে যত প্রকার রত্ন আছে তার মধ্যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ রত্নই শ্রেষ্ট। গৌতম বুদ্ধ রাগ, দ্বেষ, মোহ ক্ষয় করিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত নৈর্বানিক ধর্ম আচরণ করার সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যায়। তাঁহার প্রচারিত সমাধির মত অন্য কোন শ্রেষ্টতর সমাধি আর নাই। যে অষ্টবিধ পুদ্‌গলকে[১] বুদ্ধ প্রশংসা করিয়াছেন তাঁহারা মার্গস্থ ফলস্থ ভেদে চারিযুগল। তাঁহারা জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল প্রদান করে। চতুর আর্য সত্য সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গমকারী ব্যক্তি ইন্দ্রখীল তুল্য। শ্রোতাপত্তি ফল লাভী আর্য প্রমাদ বহুল হইলেও আটবারের অধিক এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন না। শ্রোতাপত্তি ফল লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সৎকারদৃষ্টি, সংশয় ও শীলব্রত পরামর্শ এই তিনটি দোষ "দূরীভূত হয়" তিনি সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হন। চারি প্রকার নিরয়ের দ্বার তাহার রুদ্ধ। তিনি তির্যক, অসুর, প্রেত ও নরকে গমন করেন না। ছয় প্রকার মহাপাপ অর্থাৎ মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎ হত্যা, বুদ্ধের চরণ হইতে রক্তপাত, সংঘভেদ ও অন্যশরণ গ্রহণ প্রভৃতি পাপ তিনি করিতে অক্ষম।[২] এইরূপ সংঘ রত্নের চেয়ে উত্তম

[১] স্রোতাপত্তি মার্গ, স্রোতাপত্তি ফল, সকৃতাগামী-মার্গ, সকৃদাগামী ফল, অনাগামী মার্গ অনাগামী ফল, অর্হৎ মার্গ, অর্হৎ ফল।

[২] "সহাবস্‌স দস্‌সনস্পদায
তযসস্সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি ;
সক্কাযদিট্‌ঠি বিচিকিচ্ছিতঞ্চ,
সীলব্বতং বা'পি যদত্থি কিঞ্চি।
চতুহপাবেহি চবিপ্পমুত্তো
ছচাভিট্‌ঠানানি অভবেবা কাতুং
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোত।"

আর নাই। আর্য শ্রাবকগণ সর্বপ্রকার পাপকার্যে বিরত হন। তিনি কোন কারণে কোন পাপ কার্য সম্পাদন করিলেও তাহা গোপন করিতে অক্ষম। চৈত্র মাসে বনজ বৃক্ষ লতাদিতে পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হওয়ার ন্যায় ভগবান বুদ্ধ তাঁহার নবলব্ধ ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার ধর্ম শ্রেষ্ঠ, নির্বাণগামী ও পরম শান্তিদায়ক। অর্হৎগণ প্রশান্ত চিত্ত, রাগ, দ্বেষ, মোহহীন। তাঁহাদের পুরাতন কর্মক্ষীণ এবং নূতন ধর্ম উৎপাদনের হেতু বিদ্যমান নাই। তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জন্মের আসক্তি নাই। সেই কর্মবীজ ক্ষয়প্রাপ্ত সৎপুরুষগণ নির্বাপিত প্রদীপের ন্যায় নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

"খীনং পুরানং নবং নত্থি সম্ভবং
বিরত্ত চিত্তা আযতিকে ভবস্মিং,
তে খীন বিজা অবিরূল্হি চছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথা'যং পদীপো।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পনীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।"

২। আমগন্ধ সুত্ত—'আমগন্ধ' বা আমিষ গন্ধ সম্পর্কে এই সূত্রে আলোচনা করা হইয়াছে। কস্‌সপ বুদ্ধ কোন ব্রাহ্মণকে বলেন যে কেবল মৎস্য মাংস সমন্বিত আহার ভোজন করিলে কেহ অপবিত্র হয় না। পবিত্রতা অপবিত্রতা মানুষের মানসিক ব্যাপার। কলুষিত অন্তঃকরণে কোন কাজ করিলে বা চিন্তা করিলে মানুষ অপবিত্র হয়। অপবিত্র অন্তঃকরণ লইয়া যাগযজ্ঞ করিলে মানুষ তাহাতে পবিত্রতা অর্জন করিতে পারে না। শুচি শুভ্র মনের দ্বারা যাহা কিছু করা যায় তাহাই পবিত্র হয়। ইহাই সংক্ষেপে আমগন্ধ সূত্রের মর্মার্থ।

৩। হিরি সুত্ত—এই সূত্রে প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, যে বন্ধু বিপদের সময় সাহায্য করে না কথায় ও কার্যে ভিন্ন রূপ আচরণ করে সে কখনও বন্ধু হইতে পারে না। যিনি বন্ধুর নিকট সকল গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করেন, বন্ধুর গুহ্য বিষয় কাহাকেও ব্যক্ত করেন না এবং বিপদের সময় সাধ্যানুসারে সাহায্য করেন তিনিই প্রকৃত বন্ধু।

৪। মঙ্গল সুত্ত—মানবের ৩৮ প্রকার সার্বিক মঙ্গলের বিষয় এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই আটত্রিশ প্রকার মঙ্গল নিম্নরূপ:—(১) মূর্খ

ব্যক্তির সেবা না করা, (২) পণ্ডিত ব্যক্তির সেবা করা, (৩) পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা, (৪) প্রতিরূপ দেশে বাস, (৫) কৃতপুণ্য স্মরণ, (৬) নিজকে সম্যক পথে পরিচালিত করা, (৭) বহুবিষয়ে জ্ঞানলাভ, (৮) বিবিধ প্রকার শিল্প শিক্ষা, (৯) বিনয়ী হওয়া, (১০) সুশিক্ষিত হওয়া, (১১) সুভাষিত বাক্য বলা, (১২) মাতাপিতার সেবা, (১৩) স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ, (১৪) নিষ্পাপ ব্যবসা দ্বারা জীবিকার্জন, (১৫) দান, (১৬) ধর্মাচরণ, (১৭) জ্ঞাতিবর্গের হিত সাধন, (১৮) অনবদ্য কর্ম সম্পাদন, (১৯) পাপে অনাসক্তি, (২০) পাপ বিরতি, (২১) মদ্যপানে অনাসক্তি, (২২) অপ্রমত্তভাবে ধর্মজীবন যাপন, (২৩) গুরুজনের প্রতি গৌরব, (২৪) নম্রতা, (২৫) কৃতজ্ঞতা, (২৬) সাময়িক ধর্ম শ্রবণ, (২৭) ক্ষান্তি, (২৮) সুবাদ্যতা, (২৯) সময়ে শ্রমণদের ব্রাহ্মণদের দর্শন, (৩০) সাময়িক ধর্মালোচনা, (৩১) তপশ্চরণ (৩২) ব্রহ্মচর্য পালন, (৩৩) চতুর আর্য সত্য দর্শন, (৩৪) নির্বাণ সাক্ষাৎ (৩৫) লোকধর্মে অবিচলিত থাকা, (৩৬) শোকহীনতা, (৩৭) রজহীনতা, (৩৮) পবিত্রতা। উপরোক্ত ৩৮ প্রকার মঙ্গল কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি সকল স্থানে জয়ী হয় বলিয়া এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। মঙ্গল সূত্রে বর্ণিত মঙ্গল কার্যসমূহ সম্পাদন করিলে কোন লোকের অমঙ্গল হইতে পারে না। বরঞ্চ এইরূপ কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি সর্বক্ষেত্রে জয়ী হন। তাহার সৌভাগ্য দিনের পর দিন বর্ধিত হয়।[১]

৫। **সূচীলোম সুত্ত**—সূচীলোম নামক যক্ষ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবান বুদ্ধ প্রকৃত শ্রমণ কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য কামনা বাসনার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রশ্ন করেন। বুদ্ধের যথাযথ উত্তর শুনিয়া তাহার সন্দেহের অবসান হয়।

৬। **কপিল সুত্ত**—এই সুত্তে বলা হইয়াছে যে ভিক্ষু সর্বাবস্থাতে সংযত হইয়া চলেন। তিনি কোন সময় প্রমাদপরায়ণ হন না। যে ভিক্ষু গৃহীদের হীন চক্রান্তে ভুলিয়া পাপাচরণে রত হন তাঁহার সংসার যাত্রা অতিশয় দীর্ঘ হয়। সেই ভিক্ষু পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া বহু দুঃখ ভোগ করে। এইজন্য প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু পাপ পথে বিচরণশীল গৃহীর সংসর্গ

১ "এতাদিসানি কত্বান সব্বত্থমপরাজিতা
সব্বত্থ সোত্থিং গচ্ছন্তি তং তেসং মঙ্গলমুত্তমং।"

সকল সময় পরিত্যাগ করিয়া চলেন এবং আত্মানুসন্ধানে রত হইয়া নির্বাণ মার্গ লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হন।

৭। **ব্রাহ্মণ ধম্মিক সুত্ত**—এই সূত্রে ব্রাহ্মণদের অধঃপতনের কারণ বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধের মতে প্রাচীনকালে মুনি ঋষিরা গো-হত্যা বা যাগযজ্ঞে পশুবধ করিতেন না। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণেরা নিজ স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ করিবার জন্য পশুবধ করিয়া যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ দান করেন। এবং রাজন্যবর্গকে এই কার্যে অনুপ্রাণিত করেন। প্রাচীন রাজর্ষি ও ধার্মিক ব্যক্তি এরূপ আচরণের নিন্দা করিতেন।[১] এই সূত্রে ইহাও বলা হইয়াছে যে প্রাচীন ঋষিগণ তথাকথিত ব্রাহ্মণদের মত লোভী পরশ্রীকাতর ও স্বার্থপর ছিলেন না। তাহারা সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জন করিয়া সংযত জীবন যাপন করেন।

৮। **নাবা সুত্ত**—ইহাতে সদগুরুর ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। জগতে সদগুরুর দর্শন পাওয়া কঠিন। সদগুরুর সান্নিধ্যে আসিলে বহু পুণ্য সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। অপরপক্ষে মূর্খ ব্যক্তির সংসর্গের দ্বারা বহু অনর্থ সংগঠিত হইতে পারে। মানুষ নানাবিধ পাপকার্যে লিপ্ত হইয়া নিজেই নিজের অনিষ্ট সাধন করে। মূর্খ ব্যক্তি নিজকে নিজে চালিত করিতে পারে না। সে অপরকে চালিত করিবে কি করিয়া। এইজন্য মূর্খের সঙ্গ সর্বদা পরিত্যাজ্য। পণ্ডিতের সংসর্গ ইহ-পরকালে সুখদায়ক।

৯। **কিংশীল সুত্ত**—পরমার্থ লাভের জন্য উৎসুক ব্যক্তি ঈর্ষা, মাৎসর্য্য, অবাধ্যতা, অসাধারণতা, সর্বদা ত্যাগ করা উচিত। তাহারা সর্বদা উদ্যমী ও তৎপর হইয়া জ্ঞান সাধনায় রত হন। তাহারা গুরুর সঙ্গে যথাসময়ে সাক্ষাৎ করিয়া নিজের অজানা বিষয় জানিয়া লন। তাহারা বিনয়ী, নম্র ও ভদ্র হইয়া বিদ্যার্জনে রত হন। তাঁহারা কোন প্রকার

১ ইহাতে বলা হইয়াছে যে পূর্বে মানুষের তিন প্রকার রোগ ছিল: ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বার্ধক্য। যজ্ঞের জন্য পশু হত্যা করার পর হতে মানুষের ৯৮ প্রকার রোগের আবির্ভাব হয়,

"তযো রোগা পুরে আসুং ইচ্ছা, অনসনং জরা
পাসুনঞ্চ সমারম্ভা অট্ঠনবুতি মাগমুং।"

প্রলোভনে বশীভূত হইয়া কার্য করেন না। সেইরূপ অপ্রমত্ত, সংযত ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম।

১০। **উট্‌ঠান সুত্ত**—জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি জাগতিক দুঃখ হইতে যাহারা ত্রাণ পাইতে চান তাঁহারা সর্বদা উদ্যমশীল হন। কারণ যাহারা রোগ, ব্যাধি শল্যের দ্বারা আক্রান্ত তাহারা কি কখনও স্বস্তিতে বিশ্রাম করিতে পারে? এই শরীর জরাজীর্ণ ও সর্বরোগের আধার। ইহার মধ্য হইতে সর্বদা অশুচি পদার্থ ক্ষরিত হইতেছে। ইহা ক্ষণভঙ্গুর ও ইহার পতন অবশ্যম্ভাবী। প্রাণিগণ জীবন মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকে। মৃত্যুর পর ইহা অসার পদার্থে পরিণত হয়। ইহার অস্থি কঙ্কালসমূহ অলাবুতুল্য কপোতবর্ণ ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া থাকে; পণ্ডিত ব্যক্তি ইহা ভালরূপে জ্ঞাত হইয়া প্রজ্ঞামার্গ লাভ করিবার জন্য তৎপর হন।

১১। **রাহুল-সুত্ত**—এই সুত্তে রাহুলকে জ্ঞানী ব্যক্তির সাহচর্য করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। পণ্ডিতের সাহচর্য সুখকর, মূর্খের সহবাস দুঃখদায়ক। এইজন্য তাঁহার পণ্ডিতের অনুগমন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বুদ্ধ আরও বলেন যে কামনা বাসনায় বশীভূত হওয়া পণ্ডিতের লক্ষণ নহে। মূর্খ ও আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিরাই এইরূপ কার্যে লিপ্ত হইয়া নিজের ও পরের বহু প্রকার অনিষ্ট সাধন করে।

১২। **বঙ্গীস সুত্ত**—নিগ্রোধ কপ্‌প পরলোকগত হইলে তাঁহার শিষ্য বঙ্গীস বুদ্ধের নিকট আসিয়া তাঁহার গুরুর কিরূপ গতি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ জানান যে নিগ্রোধ কপ্‌প নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৩। **সম্মাপরিব্বজনীয় সুত্ত**—এই সূত্রে ভিক্ষুদিগকে তাঁহাদের মহান আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। যে ভিক্ষু সমস্ত দুঃখের অন্তসাধন করিবার জন্য ইচ্ছুক তিনি সর্বপ্রকার পাপাচরণ ত্যাগ করিয়া কুশল কর্ম সম্পাদনের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি কখনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পার্থিবসমূহ দর্শন করিয়া তাহাতে তৃষ্ণা উৎপাদন করেন না। তিনি সর্বপ্রকার উপাধিসমূহ বর্জন করিয়া সোজা সরল হইয়া পাতি মোক্ষ সংবরণশীল পালন করেন। তিনি কোন প্রকার মান ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া কাহারও বিমতি উৎপাদন করেন না।

১৪। ধম্মিক সুত্ত—এই সুত্তে ভিক্ষু ও গৃহী উপাসকদের জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে আলোকপাত করা হইয়াছে। ভিক্ষু অসময়ে কোথাও ঘুরিয়া বেড়ান না। তিনি চতুর ঈর্যাপথে সংযত হইয়া সর্ব প্রকার ধর্মাচরণে রত হন। তিনি বৃথা সময় নষ্ট করেন না। তিনি বিদ্যার্জন ও ধর্মীয় আলোচনায় বহু সময় অতিবাহিত করেন। তিনি আধ্যাত্ম সাধনায় রত হইয়া দিনের পর দিন রত থাকেন। ধার্মিক উপাসক সর্বপ্রকার পাপাচরণ ত্যাগ করিয়া চলেন তিনি কখনও পঞ্চশীল ভঙ্গ করেন না। ত্রিরত্নের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সম্পন্ন হন এবং সর্বপ্রকার দানানুষ্ঠানে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন। তিনি চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও আমাবস্যার দিনে উপোসথ ব্রত পালন করেন। তিনি মাদক দ্রব্য বর্জন করিয়া নৃত্যগীত দর্শনে বিরত থাকেন।

মহাবগ্‌গ

১। পব্বজ্জা সুত্ত—এই সুত্তে শাক্যসিংহের বৈরাগ্য জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে সিদ্ধার্থ গৌতম গৃহত্যাগ করিয়া ক্রমশ বিচরণ করিতে করিতে রাজগৃহে যাইয়া উপস্থিত হন। মগধরাজ বিম্বিসার ইহা জ্ঞাত হইয়া পাণ্ডব পর্বতে যাইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ করেন এবং শাক্যসিংহকে তাঁহার রাজ্যের অর্ধেক গ্রহণ করিয়া রাজত্ব করিতে বলেন। সিদ্ধার্থ গৌতম তাহাতে অসম্মত হইয়া বলেন যে তাঁহার পার্থিব ভোগসুখে কোন লিপসা নাই। তিনি জগতের প্রাচীন সমাজকে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু হইতে অব্যাহতি দিবার জন্যই গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সাধনায় সাফল্যলাভ না হওয়া পর্যন্ত ক্রমাগত তপস্যা করিয়া যাইবেন।

২। পধান সুত্ত—ইহাতে বুদ্ধের সহিত মারের যুদ্ধের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধ যখন শৌত্রিয় প্রদত্ত একমুষ্টি ঘাসের উপর উপবিষ্ট হইয়া আধ্যাত্ম সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন মার আসিয়া বুদ্ধকে ভুলাইবার চেষ্টা করে। মার বুদ্ধকে দানানুষ্ঠান, শীলপালন, প্রভৃতি করিবার জন্য উপদেশ দেন। বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে মারকে জানান যে তিনি দানশীল ভাবনা অপর্যাপ্তভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। কোন প্রকার সৎকার্য তাহার অবশিষ্ট নাই। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনা, বাসনা, ভীরুতা, সন্দেহ, মান, মাৎসর্য্য প্রভৃতি কিছুই তাহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারিবে না। মার তখন তাঁহার সংকল্প ব্যর্থ

হইতেছে দেখিয়া চতুরঙ্গিনী সৈন্য সমেত বুদ্ধকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হন। বুদ্ধ মারের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। তিনি সংকল্প করেন যে পরাজিত হইয়া জীবন ধারণ করার চেয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া শ্রেয়ঃ। বুদ্ধের দৃঢ় পরাক্রম ও পরার্থপরতার কাছে মারের সমস্ত শক্তি পর্যুদস্ত হইয়া গেল। মার পরাজয়ের গ্লানি শিরে বহন করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

৩। **সুভাষিত সুত্ত**—ইহাতে সৎবাক্য, সদালাপ মিষ্টভাষণের প্রশংসা করা হইয়াছে। সুভাষিত বাক্যের ফল অপরিমেয়। সুভাষিত বাক্য বলিতে মিথ্যা, কর্কশ ও পৈশুন বাক্য বর্জিত বাক্যই বুঝায়। যে বাক্য কাহারও ক্ষতি করে না, যাহা ধর্মসম্মত, শাস্ত্রসম্মত, যাহা উত্তমরূপে জ্ঞানীদের দ্বারা প্রশংসিত তাহাই সুভাষিত বাক্য। ইহা অপরকে আঘাত করে না। ইহা সুমধুর ও মনমুগ্ধকর। এই বাক্যের দ্বারা কেহ রুষ্ট হয় না।

৪। **সুন্দরিক ভারদ্বাজ সুত্ত***

৫। **মাঘ সুত্ত**—এই সূত্রে মাঘ নামক কোন ধার্মিক যুবক আসিয়া কোন্ প্রকার পুরুষকে দান দিলে উত্তম ফল তাহা জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ জানান যে শীলবান, সংযমী, প্রজ্ঞাভাবনায় নিরত মহাপুরুষই দানের 'উপযুক্ত' পাত্র। উত্তম খাদ্য ও পানীয় দ্বারা তাহার পূজা করিলে মহাফল পাওয়া যায়।

৬। **সভিয সুত্ত**—সভিয় একজন পরিব্রাজক। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক ছয়জন বিখ্যাত আচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণের গুণাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। ছয়জন আচার্যই নিজেদের মতানুসারে ব্রাহ্মণের গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত করান। পরিব্রাজক সভিয় ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তৎপর বুদ্ধ উত্তম ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিলে সভিয় অতীব সন্তুষ্ট হইয়া বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হন। এই সূত্রে বহু প্রাচীন শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। যেমন—'ব্রাহ্মণ' 'সমন' 'নহাতক' 'খেত্তজিন', 'কুশল', 'পণ্ডিত', 'মুনি', 'বেদগু', 'অনুবিদিত' 'ধীর', 'অরিয়', 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি।

৭। সেল সুত্ত—কেনিয় নামক জটিল সন্ন্যাসী বুদ্ধকে পর দিনের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সেল নামক কোন ব্রাহ্মণ ইহা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্ম ও বিনয় সম্বন্ধে বহু প্রকার প্রশ্ন করেন। বুদ্ধ প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। ইহাতে সেল ব্রাহ্মণ অতীব প্রীত হইয়া উপাসকত্বে বরণ করেন।

৮। সল্ল সুত্ত—ইহাতে মানব জীবনের অসারত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। নশ্বর মানব জীবন বহু কর্মমুখর হইলেও মধ্যে মধ্যে সংসারের লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা প্রশংসা, সুখ এবং দুঃখে বিচলিত হইয়া উঠে। ইহা জগতের চিরন্তন ধর্ম। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহা ভালরূপে জ্ঞাত হইয়া সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে চাঞ্চল্য প্রদর্শন করেন না। তাঁহারা দুঃখে অভিভূত অথবা শোকে মুহ্যমান হন না। তাহারা সুখে সর্বাবস্থাতে অবিচল থাকিয়া কর্তব্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

৯। বাসেট্ঠ সুত্ত—এই সূত্রে বাসেট্ঠ ভারদ্বাজ নামক দুইজন ব্রাহ্মণ কুমার জাতির ব্রাহ্মণ হয় অথবা কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এই বিষয় লইয়া পরস্পর বাদানুবাদে রত হয়। তাঁহারা তর্কের মীমাংসা করিতে না পারিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বলেন যে পশু পক্ষীদের জীবন-যাত্রা ও গঠন প্রকৃতির মধ্যে যেরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় সেইরূপ মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। মানুষের জীবনযাত্রা, অভাব-অভিযোগ, বাস-স্থান, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছেদ, শারীরিক গঠনপ্রকৃতি প্রায় একরূপ। জাতির দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ হয়। কেহ নীচকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও নিজের সৎকর্মের দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সমাজে বহু প্রকার সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন, তাহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ না হইয়াও স্বীয় চারিত্রিক গুণ পরার্থপরতার দ্বারা সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন। অপর পক্ষে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেহ অনাচার সম্পন্ন হইলে সে ব্রাহ্মণত্ব দাবী করিতে পারে না। সমাজে সকলের কাছে সে অপাংক্তেয় হইয়া থাকে।

১০। কোকালিয় সুত্ত—এই সূত্রে (কি করিয়া) জনৈক কোকালিয় নামক ভিক্ষু সারিপুত্র মৌদগল্লায়নের অপবাদ করিতে যাইয়া কিভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই সূত্রে পদুম নামক নিরয়ের বর্ণনাও পাওয়া যায়।

১১। **নালক সুত্ত**—এই সূত্রের বোধিসত্ত্বের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। অসিত ঋষির অপর নাম কৃষ্ণশ্রী। তিনি একদিন দেবতাদের নিকট বোধিসত্ত্বের জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার ভাগিনা নালকের নিকট উপস্থিত হন এবং বোধিসত্ত্বের বুদ্ধত্ব লাভ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। নালক পরবর্তীকালে বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে বুদ্ধ তাঁহাকে ধর্মোপদেশে আপ্যায়িত করেন।

১২। **দ্বযতানুপস্সন সুত্ত**—সংযুক্ত নিকায়ে[১] ও অনুরূপ সুত্তদৃষ্ট হয়। এই সূত্রে দুঃখ উৎপত্তির কারণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে উপধি বা বন্ধনই সমস্ত দুঃখের মূলীভূত কারণ। অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, উদ্যম, আহার আরও নানা প্রকার সংস্কারসমূহ একের পর এক মানুষের দুঃখ উৎপত্তির জন্য সাহায্য করে।

অট্ঠক বগ্গ

১। **কাম সুত্ত**-এই সূত্রে কামসুখ উপভোগের পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে। কামসুখ অল্প স্বাদযুক্ত; ইহা বহু দুঃখ ও নিরাশার কারণ। ইহাতে আদিনবই অত্যধিক। মজ্ঝিম নিকায়ের অলগদোপম সূত্রের[২] কামভোগের পরিণাম ও বহু প্রকার অন্তরায় বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য পণ্ডিত ব্যক্তিগণ অল্পাস্বাদযুক্ত কামভোগে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন না।

২। **গুহট্ঠ সুত্ত**—দৈহিক সুখে উৎসুক ব্যক্তি মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া মহাযন্ত্রণা ভোগ করে। পণ্ডিত ব্যক্তি সকল প্রকার অসনে বসনে মাত্রজ্ঞ হইয়া বিহার করেন। তিনি সর্বপ্রকার সংযম অভ্যাস করতঃ ধ্যান সুখে নিমগ্ন হইয়া পরমার্থ সত্য উপলব্ধির জন্য তৎপর হন।

৩। **দুট্ঠক সুত্ত**—মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ অধার্মিক ব্যক্তিরা আত্ম-প্রশংসায় সময় ক্ষেপণ করে। পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করিয়া সংযম অভ্যাসে

১ Samyutta Nikāya, PP. 137—139, Vol. V. 505.

২ মজ্ঝিম নিকায়, No. 22
"কাম অস্থি-কঙ্কাল সদৃশ, মাংসপেশী সদৃশ, তৃণোল্কাসদৃশ, অঙ্গারিক সদৃশ, স্বপ্ন সদৃশ, যাচিতক সদৃশ, বিষবৃক্ষের ফল সদৃশ, অসিধারা সদৃশ, শক্তিশূল সদৃশ, সর্পশির সদৃশ, বহু দুঃখজনক, বহু নিরাশার কারণ, ইহাতে আদীনবই অত্যধিক।"

রত হন। তাঁহারা কখনও আত্ম-প্রশংসাপরায়ণ হন না। তাঁহারা সর্বপ্রকার অহমিকা ত্যাগ করিয়া কর্তব্য-কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। তাহারা সব সময় উৎসাহী ও উদ্যমী হন।

৪। সুদ্ধট্ঠক সুত্ত—ইহাতে বলা হইয়াছে মানুষ কেবল দার্শনিক সূত্র অবলম্বন করিয়া পারিশুদ্ধিতা অর্জন করিতে পারে না। সে একটির পর একটি দার্শনিক মত পরিবর্তন করিয়া বেড়াইতে পারে একটি গুরু পরিবর্তন করিয়া অন্য গুরুর আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু তাহার তৃষ্ণানুশয় ও কামনা বাসনা উচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত জ্ঞানার্জন সুদূরপরাহত। জ্ঞানার্জন না হইলে মুক্তি মার্গ লাভ করা অসম্ভব। জটিল দর্শন কিম্বা কেবল সদগুরুর উপদেশ নির্বাণ লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

৫। পরমট্ঠ সুত্ত—এই সুত্তে বলা হইয়াছে পণ্ডিত ব্যক্তি কোন দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় বৃথা সময় ক্ষেপণ করেন না। তিনি মুক্তি মার্গ লাভের জন্যে তৎপর হন এবং সর্বপ্রকার কামনা বাসনা ত্যাগ করিয়া সংযত জীবন যাপন করেন।

৬। জরা সুত্ত—স্বার্থপরতার জন্যই লোভ বৃদ্ধি হয়। আলয়বিহীন ভিক্ষু কখনও সংসার আশ্রমে রক্ষিত হন না। আকাশের মত উন্মুক্ত জীবন যাপন করেন। তিনি মুক্তি মার্গ লাভের জন্য কাহারও উপর নির্ভর করিয়া থাকেন না। স্বীয় উদ্যম ও আত্মশক্তির দ্বারা অমৃত মার্গ লাভ করিয়া অবস্থান করেন।

৭। তিস্স মেত্তেয় সুত্ত—ইহাতে বলা হইয়াছে কামচিন্তা হইতে হইতে সমস্ত প্রকার দুঃখের সৃষ্টি হয়। কামচিন্তা মানুষের পরম ক্ষতিকর। এইজন্য পণ্ডিত ও জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্বোতভাবে ইহা পরিহার করিয়া চলেন। তিস্স মৈত্রেয়কে উপলক্ষ করিয়া বুদ্ধ এই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

৮। পাসুর সুত্ত—পরস্পর কলহের দ্বারা কোন বিষয়ের মীমাংসা অসম্ভব। এইরূপ কলহের দ্বারা পরিশুদ্ধিতা লাভও সম্ভব নহে। মূর্খ ও জ্ঞানহীন ব্যক্তিরাই এইরূপ কলহে লিপ্ত হয়।

৯। মাগন্দিয় সুত্ত—বুদ্ধ ও মাগন্দিয় পরিব্রাজকের দার্শনিক আলোচনার মধ্য দিয়াই এই সূত্রের সূচনা হয়। মাগন্দিয় বুদ্ধকে তাহার কন্যা

সম্পদান করিতে চান। বুদ্ধ তাহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহাতে মাগন্দিয ক্রুদ্ধ হইয়া বুদ্ধকে দার্শনিক আলোচনার দ্বারা পারিশুদ্ধিতা লাভ সম্ভব নহে। আন্তরিক প্রশান্তি ও প্রকৃষ্ট জ্ঞানই পারিশুদ্ধিতা লাভের উত্তম উপায়। মুনিগণ সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব ও বাদানুবাদ ত্যাগ করিয়া আন্তরিক প্রশান্তি লাভে তৎপর হন।

১০। **পরাবেদ সুত্ত**—এই সূত্রে প্রাচীন ঋষিদের জীবনযাত্রার উত্তম চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মুনিগণ প্রশান্ত চিত্ত হন। তাঁহারা রাগ, দ্বেষ, মোহ সর্বোতভাবে পরিহার করিয়া চলেন। কোন প্রকার কাম চিন্তা বা পার্থিব বন্ধন তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারিত না। তাহারা আলস্য বিহীন; সংযতেন্দ্রিয় এবং পার্থিব ভোগ সুখে বীতস্পৃহ। তাঁহারা ধার্মিক ও সর্বমানবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন থাকিতেন। তাঁহারা বহু লোকের হিত ও সুখের জন্য কাজ করিতেন।

১১। **কলহ বিবাদ সুত্ত**—কলহ বিবাদের কারণ এই সূত্রের আলোচ্য বিষয়। প্রিয় বস্তু হইতে কলহের সূত্রপাত হয়। সাহচর্য হইতে প্রিয়, অপ্রিয়, মনোজ্ঞ, অমনোজ্ঞ প্রভৃতি ভাবের উদয় হয়।

১২। **চুল কলহ বিবাদ সুত্ত**—সত্যানুসন্ধানের জন্য মানুষ কলহে লিপ্ত হইয়া বহু দলে বিভক্ত হয়। এক দল অপর দলকে পরাস্ত করিবার জন্য বহু প্রকার যুক্তি তর্কের অবতারণা করেন। কিন্তু সত্য মাত্র একটি। যতদিন যুক্তি তর্ক ও বাদ বিসংবাদ অবসান না হয় ততদিন পৃথিবীর শান্তি সুদূর পরাহত।

১৩। **মহা বিযুহ সুত্ত**—তার্কিকের যুক্তি তর্কের কোন সীমা নাই অযৌক্তিক বাদানুবাদের দ্বারা পারিশুদ্ধি লাভ অসম্ভব। বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ এই অযৌক্তিক তর্ক ও বাদানুবাদ পরিহার করিয়া ধীর ও প্রশান্তভাবে জীবন যাপন করেন। ইহাই এই সূত্রের মূল বক্তব্য।

১৪। **তুবট্ঠক সুত্ত**—ভিক্ষুদের নির্বাণ লাভের জন্য সর্বপ্রকার প্রপঞ্চ ও তৃষ্ণা পরিহার করা কর্তব্য। জ্ঞানবান, ধ্যানী, অপ্রমত্ত ও প্রশান্ত চিত্ত ভিক্ষুই পরমার্থ লাভ করিতে সক্ষম।

১৫। **অত্তদণ্ড সুত্ত**—ইহাতে শুদ্ধচিত্ত ধ্যানাত্মা সাধনায় নিরত মুনির চরিত্রই অংকিত করা হইয়াছে। তিনি সর্বদা সত্যবাদী, সংযমী, কর্তব্য

পরায়ণ ও অপ্রমত্ত হন। তিনি কোন অবস্থাতে লোভ, দ্বেষ ও মোহের বশীভূত হন না. তিনি সর্বদা শুদ্ধচিত্ত ও জ্ঞানের সাধনায় তৎপর থাকেন।

১৬। **সারীপুত্ত সুত্ত**—এই সূত্রে বুদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণদের জীবন যাত্রার প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে লজ্জাশীল ভিক্ষু সর্ব প্রকার পাপকর্ম ত্যাগ করিয়া পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেন। তিনি কখনও লোভ, দ্বেষ ও মোহের বশীভূত হইয়া কোন কার্য করেন না। তিনি সর্বদা পাপে ভয়দর্শী সংযমপরায়ণ উৎসাহী হন। তিনি কোন সময় মিথ্যাদৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করেন না।

পরায়ণ বগ্‌গ

১। **বথ্‌গাথা** গোধাবরী নদীর তীরে বাবরী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদিন অপর এক ব্রাহ্মণ তাহার কাছে আসিয়া পাঁচ শত মুদ্রা ধার চায়। বাবরী উহা দিতে অস্বীকার করিলে সেই ব্রাহ্মণ তাহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দেয় যে সাতদিন পরে যেন তাহার মস্তক বিছিন্ন হইয়া যায়। তখন জনৈক দেবতা বাবরীকে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য পরামর্শ দেন। বাবরী তাহার ১৬ জন ব্রাহ্মণ শিষ্যকে বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করেন। শিষ্যগণ একে একে বুদ্ধকে বহু প্রকার প্রশ্ন করেন। বুদ্ধ যথাযথ উত্তর দানে তাহাদের প্রসন্নতা উৎপাদন করেন।

২। **অজিত মানব পুচ্ছা**—অজিত মানবকের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলেন যে এই জগতের অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ। জ্ঞানী ব্যাক্তির সংখ্যা খুব স্বল্প। লোভ, দ্বেষ, মোহের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া মানুষের হিতাহিত জ্ঞান রহিত হয়। নাম রূপের প্রতি মমত্ব ত্যাগ করিতে না পারিলে এই জগতে সাফল্য লাভ করা অসম্ভব। সুতরাং কামনা বাসনার অশেষ নিরোধ করাই পরমার্থ সত্য লাভের উত্তম উপায়।

৩। **তিসসমেত্তেয় মানব পুচ্ছা**—তিষ্য মৈত্রেয় মানবকের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ জানান, যে সমস্ত রাজা বা ব্রাহ্মণ পশুবলি দিয়া যাগযজ্ঞ করে তাহারা সবাই ইহার দ্বারা পার্থিব সমৃদ্ধি ও প্রশংসা কামনা করে। তাহাদের সেই পার্থিব সমৃদ্ধি কোন কারণে তাহাদের দ্বারা লাভ করা সম্ভব হইলেও

ইহার দ্বারা জন্ম, মৃত্যু ও বার্ধক্যজনিত দুঃখ অতিক্রম করা সম্ভব নহে। আত্মসংযম ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনার দ্বারাই জন্ম, মৃত্যু ও বার্ধক্য অতিক্রম করা সম্ভব।

এইভাবে মেত্তেয্যমানব, ধোতেয মানব, উপশিব মানব, নন্দমানব, হেমক মানব, তোদেয্য মানব, উদয় মানব, পোসাল মানব, মোঘরাজ মানব, পিঙ্গিয মানব সকলে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্ম বিষয়ক নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধ তাঁহাদের প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর দান করিয়া ত্রিরত্নের প্রশন্নতা উৎপাদন করেন। উপশিব মানব কি করিয়া নির্বাণ লাভ করা সম্ভব এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ বলেন যে, ইন্দ্রিয় সম্ভোগ ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ দৃষ্টি উৎপাদন করতঃ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারিলেই নির্বাণ লাভ সম্ভব। চিত্ত বিশুদ্ধি লাভের জন্য শাশ্বত ভাব ত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন। নন্দ মানবের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলেন যে কেহ জ্ঞান চর্চা, দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা কিংবা বাগ্মীতার জন্য মুনি বলিয়া পরিচিত হন না। আন্তরিক পারিশুদ্ধিতার দ্বারাই প্রকৃত মুনি, শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন। উদয় মানবকের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ জানান যে লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা প্রশংসা, সুখ এবং দুঃখ মানবের নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম। অত্যধিক ভোগ লালসা ত্যাগ করিতে না পারিলে নির্বাণ লাভ সম্ভব নহে। মেঘবাজ মানবক তিনবার বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন যে কি করিয়া মৃত্যুরূপ স্রোত অতিক্রম করা যায়? প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ জানান যে অনিত্য দুঃখ, অনাত্ম, জ্ঞানের দ্বারা এই সংসারের অসারত্ব সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারিলেই মৃত্যুরূপ স্রোত অতিক্রম করা সম্ভব। এইভাবেই পরায়ণ বর্গে বৌদ্ধ ধর্মের মূলতত্ত্বসমূহ প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর দেওয়ার ছলে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়াছেন।

সুত্তনিপাতের ভাষা ও ছন্দ

ত্রিপিটকান্তর্গত প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুত্তনিপাত অন্যতম। ইহার কিছু অংশের ভাষা ধর্মপদের চেয়ে পুরাতন বলিয়া পণ্ডিতগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশ গাথা বৈদিক জগতী, ত্রিষ্টুভ ছন্দে রচিত। ছন্দের লাইনগুলি ৮, ১১, ও ১২ অক্ষর যুক্ত। অক্ষর সংখ্যা যথাযথ হইলেও স্তবকের লাইন ও অবস্থিতির মধ্যে কিছু কিছু বৈষম্য দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা

এবং বংসট্‌ঠা ও ইন্দবংশের ব্যবহার বিরল নহে। অধ্যাপক বপৎ সুত্তনিপাতে ১৩ অক্ষরযুক্ত এমন কতকগুলি অতিজগতী ছন্দের ব্যবহার দেখাইয়াছেন (স্তবক নং ২২০, ৬৭৯-৬৮০, ৬৯১-৬৯৮) যেগুলি গণের নিয়মানুসারে সেই পর্যায়ে পড়ে না। গণ ও মাত্রাবৃত্ত প্রায়ই দৃষ্ট হয়। বৈতালীয় ও অনুপচ্ছন্দসিক স্তবকের অভাব নাই। (স্তবক নং ৩৩-৩৪, ৬৫৪-৬৫৯, ৮০৪-৮১৩, ৩৬১-৩৭৩) কোকালিয় সুত্রের ৬৬৩-৬৭৬, নবর-স্তবকসমূহে বেগবতী ছন্দের মিল লক্ষণীয়। অধ্যাপক বপৎ বলের, পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য ও নাটকের ন্যায় সুত্ত নিপাতের গাথাগুলিতে ছন্দ প্রকরণ পুরাপুরি অনুসৃত হয় নাই।"[১]

সুত্তনিপাতে বিধৃত ধর্ম

সুত্তনিপাতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীনতম রূপের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহার গাথাসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায় বৌদ্ধ ধর্ম তখনও উহার আদিম-রূপ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই। বৌদ্ধ ধর্ম জনগণের ধর্ম হিসাবে তখনও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। ইহার অধিকাংশ আচার অনুষ্ঠান কেবলমাত্র বৌদ্ধ সংঘাশ্রমে সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ধর্মকে নিজস্ব ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। বৌদ্ধ ধর্ম তখনও আপামর জন সাধারণের মরমে প্রবেশ করিয়া স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। ইহা তখন নিয়ম নীতিভিত্তিক ধর্ম। ইহার দার্শনিক চিন্তাধারা পুরাপুরি প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। চতুর আর্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং প্রতীত্য সমুৎপাদই ছিল বৌদ্ধ ধর্মের মূলমন্ত্র।

সুত্তনিপাতের অধিকাংশ সূত্র বৌদ্ধ নীতিমূলক। বৌদ্ধ ধর্মের সার্বজনীন চারিত্রিক নীতিসমূহ নানাভাবে মানুষের অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। এইভাবে দেখা যায় পরাভব সূত্রে মানুষ দৈনন্দিন জীবনে কেন পরাজিত হয় তাহার কারণসমূহ বিধৃত করা হইয়াছে। নাবা সূত্রে পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির সংস্পর্শে কি ভাবে ধর্মীয় জীবন যাপনের

১ Suttanepata, Devanagari Edi, Intro. P. XXIX ft.
"There is no inflexible regidilty in the existing scheme of versification as in the latter clessical Sanskrit literature of the Kavya and natakas"

সুযোগ হয় তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ধম্মিক সূত্রে পাপ ক্ষয় করিবার নীতি সমূহ একের পর এক দেখান হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে শীলানুশীলন কর্তব্যপরায়ণতা, বাসনা-শূন্যতা ধর্মীয় জীবন যাপনের মূলনীতি। ভিক্ষু যথাসময়ে বিচরণ করেন। তিনি রাগ, দ্বেষ, মোহের বশীভূত হন না। নাম, রূপ, শব্দ, গন্ধ, ও স্পর্শের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কোন কার্য করেন না। তিনি প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যাভিচার, মিথ্যা কথা, পরুষ বাক্য, সমপ্রলাপ সর্বদা পরিহার করিয়া চলেন। তিনি মাতাপিতার ভরণ-পোষণ, আত্মীয় জনের পরিচর্যা ও বন্ধু বান্ধবের যথাযথ সৎকার করিতে কুণ্ঠিত হন না। তিনি মদ, মাংস, অস্ত্র, প্রাণী ও বিষ বাণিজ্য পরিহার করিয়া কৃষি প্রভৃতি অনুকূল বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকার্জন করেন। তিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি পাতিমোক্ষের নিয়মগুলি যথাযথভাবে পালন করেন। তিনি কাহার উপর রুষ্ট হইয়া কথা বলেন না।

প্রধান সূত্রে বুদ্ধের সহিত মারের যে যুদ্ধের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে উহা মানুষের অন্তর্নিহিত পাশবশক্তির সহিত সৎপ্রবৃত্তির যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে মানুষের অকুশল বৃত্তির তুলনায় কুশল বৃত্তির শক্তি অধিক। মানুষের প্রবল ইচছা শক্তির সম্মুখে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, ভীতি, কামনা, বাসনা, আশা, আকাঙক্ষা কিছুই না।[১] মানুষ দৃঢ় বীর্য হইয়া কাজ করিলে জগতের কোন প্রলোভনই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

আবার কতকগুলি সূত্রে [আমগন্ধ সূত্র] মানুষের পবিত্রতা ও অপবিত্রা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হইয়াছে। এইগুলিতে বলা হইয়াছে যে কলুষিত মন ও অসৎ কার্যের দ্বারা মানুষ অপবিত্র হইয়া উঠে। আবার কতকগুলি সূত্র আছে যেগুলিতে বৌদ্ধ জীবন-দর্শনের সহিত ব্রাহ্মণ্য জীবনবাদেব পার্থক্য নির্দেশ করা হইয়াছে। এই পুস্তকে আরও এক ধরনের সূত্র দৃষ্ট হয়: যেমন উরগ, সম্মাপরিব্বাজনীয়, মাগন্ধিয়, পুরাবেদ, তুবটক, অত্তদণ্ড,

"নদীনং অপি সোতানি অযং বাতো বিসোসযে,
কিঞ্চ মে পহিতত্তসস লোহিতং নুপসুসযে।
লোহিতে সুস্সমানম্হি পিত্তং সেম্হংচ সুস্সতি,
মংসেসু খীযমানেসু ভিয্যোচিত্তং পসীদতি,
ভীয্যো সতি চ পঞ্ঞাচ সমাধি মম তিট্ঠতি।"
—পধান সুত্তং, ন; ৯-১০।

সারিপুত্ত, খগগবিসান, মুণি প্রভৃতি সূত্রে আদর্শ ভিক্ষু ও গৃহী উপাসকের জীবনালেখ্য প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও ঈশ্বর, আত্মা বা সৃষ্টি কর্তা সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্নের গুরুভারে এই গ্রন্থ জর্জরিত হইয়া পড়ে নাই। ইহাতে আছে এমন এক আদর্শ জীবনের নির্দেশ যে জীবন জগতের সর্ব প্রকার অনক্য ও অশান্তি ও উপদ্রবের উর্ধ্বে। জগতের কোন প্রকার মালিন্য সে জীবনকে স্পর্শ করিতে পারে না।

ভিক্ষু একদিকে যেমন দুস্তর তপশ্চরণ ত্যাগ করিবেন অপরদিকে সাংসারিক জীবনের কোন আকর্ষণ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি মনে প্রাণে হৃদয়ঙ্গম করিবেন যে এই সংসার অনিত্য, দুঃখপূর্ণ এবং অনাত্ম। তিনি জগতে অস্তি, নাস্তি, শ্বাসত উচেছদ কোন প্রকার বাদানুবাদে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিবেন না।

অট্ঠক বগ্গে বুদ্ধ পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি কোন প্রকার দৃষ্টিতে বিশ্বাসী নহেন। তদানীন্তন ভারতে বহু প্রকার দর্শন বা মতবাদ বর্তমান ছিল। লোকেরা ইহাদিগকে ধর্মের পর্যায়ে স্থান দিত। মানুষের পবিত্রতা অপবিত্রা মানুষের জ্ঞানের পরিধির উপর নির্ভর করে। প্রচলিত কিংবদন্তী, মতবাদ, ঐরূপ জ্ঞান লাভে সাহায্য করে। বুদ্ধদৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে তিনি ঐরূপ কোন দৃষ্টি বা মতবাদে বিশ্বাসী নহেন। ঐ সমস্ত মতবাদ অনুসরণ করিলে মানুষ মুক্তি পাইতে পারে না। কেবল দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা ও চর্চার দ্বারা মুক্তি লাভ অসম্ভব। পরমার্থ বা মুক্তি লাভের জন্য সাধনার প্রয়োজন। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক উদ্যম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধির দ্বারাই নির্বাণ লাভ সম্ভব।

এই পুস্তকে প্রকৃত মুণি বা ঋষির আদর্শ অতি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। মুনিসূত্রে মুনির যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহার সহিত অরণ্য বিহারী কোন ভিক্ষুর জীবনের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। পচেচক বুদ্ধগণ প্রায় অনুরূপভাবে জীবন যাপন করেন। সুত্ত-নিপাতে দুই প্রকার ধর্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে: ব্রাহ্মণ ও সমন। ব্রাহ্মণেরা আবার তিন সমপ্রদায়ে বিভক্ত। যথা, তৈর্থীক, আজীবিক এবং নিগণ্ঠ। সমনদের মধ্যেও চারিটি উপ-শাখা ছিল। যেমন—মার্গজিন, মার্গদেশক, মার্গ-

জীবিক, এবং মার্গ দূষিন।[১] উভয় সম্প্রদায়ের বহু বড় বড় আচার্য ছিলেন। তাঁহারা প্রায় পরস্পর দার্শনিক বিষয় লইয়া বাদানুবাদে রত হইতেন। ব্রাহ্মণেরা বহু প্রকার মন্ত্র তন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তন্মধ্যে সাবিত্রি নামক ব্রাহ্মণদের এক উপশাখায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা অগ্নির উপাসনাও করিতেন এবং সময়ে পশু বলি দিয়া পূজা করিতেন। বুদ্ধ এই সমস্ত মন্ত্র, তন্ত্র, পূজা অর্চনা ও পশুবলির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে দান, সংযম, শীলানুষ্ঠান, পরার্থপরতা ব্যতীত প্রকৃত যজ্ঞ করা সম্ভব নহে। পশুবলী ও কলুষিত অন্তঃকরণ লইয়া মন্ত্র আবৃত্তি করিলে কোন উল্লেখযোগ্য ফল লাভ হয় না। শীল, সমাধি প্রজ্ঞার সম্যক অনুশীলন ও চর্চার দ্বারাই পরমার্থ সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব। জাতির দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ হয় না। কর্মের দ্বারাই মানুষ জনসমাজে শ্রমণ বা ব্রাহ্মণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাসেট্ঠ সুত্তে[২] বলা হইয়াছে—

> "জাতির দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, জাতির দ্বারা কেহ অব্রাহ্মণও হয়না,
> কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়, কর্মের দ্বারা অব্রাহ্মণ হয়।
> কর্মের দ্বারা কৃষক হয়, কর্মের দ্বারা শিল্পী হয়।
> কর্মের দ্বারা বণিক হয়, কর্মের দ্বারা পেসক (ভৃত্য) হয়।
> কর্মের দ্বারা চোর হয়, কর্মের দ্বারা যোদ্ধ (সৈনিক) হয়।

১ মগগজীন, মগগদেসক মগগজীবিক এবং এবং মগ্গদূসিন।

২ "ন জচ্চা ব্রহ্মণো হোতি ন জচ্চা হোতি অব্রাহ্মণো।
কসসকো কম্মনা হোতি সিপ্পিকো হোতি কম্মনা।
বাণিজো কম্মনা হোতি পেসিসকো হোতি কম্মনা।
চোরোপি কম্মনা হোতি যোধাজিবো পি কম্মনা
যাজকো কম্মনা হোতি রাজাপি হোতি কম্মনা'
এবং এতং যথাভূতং কম্মং পসসন্তি পণ্ডিতা
পটিচ্চ সমুপ্পাদ দসসা কম্মবিপাক কোবিদা
কম্মনা বত্ততি লোকো কম্মনা বত্ততি পজা
কম্ম-নিবন্ধনা সত্তা রথসসানীব জাযতো।
তপেন ব্রহ্মচরিয়েন সংযমেন দমেন চ
এতেন ব্রহ্মণো হোতি এতং ব্রহ্মনং উত্তমং।"
—বাসেট্ঠ সুত্ত নং ২৩-২৮।

কর্মের দ্বারা যাজক হয়, কর্মের দ্বারা রাজা হয়।
পণ্ডিতগণ যথাযথভাবে কর্মের প্রভাব দর্শন করেন।
প্রতীত্য সমুদপাদ নীতিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম বিপাক জ্ঞাত হন।
কর্মের দ্বারা জগৎ প্রবর্তিত হয়, প্রজাগণ কর্মের দ্বারাই পরিচালিত হয়।
কর্মে আবদ্ধ সত্ত্বগণ রথে আবদ্ধ অশ্বের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।
তপ ব্রহ্মচর্য, সংযম, আত্মদমন প্রভৃতির দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয় এবং
তাহাকেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে।"

ব্রাহ্মণ ধার্মিক সূত্রে বলা হইয়াছে প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিগণ কখনও যজ্ঞ করিবার জন্য পশুবধ করিতেন না। তাহারা ফল, মূল, ঘৃত, নবনীত, চাল, ডাল দিয়াই যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন।[১] পরবর্তীকালে অত্যধিক লোভী অধার্মিক ব্রাহ্মণগণ তাহাদের স্ত্রী-পুত্র ভরণ-পোষণ করিবার জন্য বিবিধ প্রকার ক্রিয়াকাণ্ড ও যাগ-যজ্ঞের প্রবর্তন করে। এই সমস্ত যাগ-যজ্ঞে পশুবলী এমনকি মানুষ বলী দিবার জন্য তাহারা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। প্রাচীন রাজর্ষি ও সৎপুরুষগণ পশুবধ করিয়া যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন করাকে নিন্দনীয় আচরণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বুদ্ধের মতে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ ব্রাহ্মণদের ন্যায় পরশ্রীকাতর, লোভী ও হীনমনা ছিলেন না। তাঁহারা সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জন করিয়া একাহারী হইয়া সংযতভাবে জীবন-যাপন করিতেন। তাঁহারা কদাচিৎ চুরি, ব্যাভিচার ও মিথ্যা বাক্য ভাষণ করিতেন না। তাঁহারা তপশ্চরণ, সংযম, আত্মদমন প্রভৃতি দ্বারা লোকের নিকট প্রশংসাভাজন হইতেন।

১ ব্রাহ্মণ ধাম্মিক সুত্ত; নং ১০—১২.
"তণ্ডুলং সযনং বত্থং সপ্পিপতেলঞ্চ যাচিয,
ধম্মেন সমুদানেত্বা ততো যঞ্ঞং অকপ্পযুং
উপট্ঠিতস্মিং যঞ্ঞস্মিং নাস্সু গাবো হনিং সুতো।"
যথা মাতা পিতা ভাতা অঞ্ঞে বাপিচ ঞাতকা,
গাবো নো পরমা মিত্তা, যাসু জাযন্তি ওসধা।
অন্নদা বলদা চ'ঞা বন্নদা সুখদা তথা
এতং অত্থবসং ঞাত্বা নাস্সু গাবো হনিং সুতে।"

।। বিমান বত্থু ।।

বিমান বত্থু খুদ্দকনিকায়ের ষষ্ঠ গ্রন্থ।[১] ইহা পদ্যছন্দে রচিত। যে সমস্ত লোক ইহজীবনে সৎকর্ম করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া পরমসুন্দর দেব বিমান লাভ করিয়াছে এই পুস্তকে তাহার বিশেষ বর্ণনা আছে। সৎকর্মের দ্বারা মানুষ কিভাবে সুখ ভোগ করিতে পারে বিমান বত্থুর গল্পগুলিই উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই গল্পগুলি বলার প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষকে সৎকর্মে অনুপ্রাণিত করা। এই গ্রন্থে সুন্দর উদাহরণ সহযোগে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, মানুষ সৎকর্ম ব্যতীত ইহ-পরলোকে সুখী হইতে পারে না। অসৎকর্মের ফল আপাতদৃষ্টিতে মধুর মনে হইলেও পরিণামে দুঃখদায়ক হয়। দুষ্কর্ম করিয়া মানুষ বেশীদিন অপরকে ফাঁকি দিতে পারে না। দুষ্কর্মের ফল পরিপক্ব হইলেই দুষ্কৃতকারী মানুষের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয়। সে শুধু ইহজগতে কষ্ট পায় তাহা নহে পরজন্মেও মহাদুঃখ ভোগ করে।[২] অপরদিকে পুণ্যবান ব্যক্তির সুকর্মের খ্যাতি শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। দেবব্রহ্মগণও তাঁহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া সুনাম কীর্তনে তৎপর হন। তিনি ইহসংসারে পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হন এবং মৃত্যুর পর সুগতি লোকে জন্মধারণ করিয়া মহাসুখ উপভোগ করেন। এই গ্রন্থে ইহাও বলা হইয়াছে যে, সুকর্মের ফল দীর্ঘদিন স্থায়ী হইলেও

১ বিমান বত্থু এ. আ. গুণরতন কর্তৃক লণ্ডন পালি টেক্স্ট সোসাইটি হইতে ইংরেজী অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বাংলা কিংবা ইংরেজীতে ভাল অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি নালন্দা পালি ইনস্টিটিউট হইতে ইহার সুন্দর দেবনাগরী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

২ ধম্মপদে বলা হইয়াছে, 'সদ্যপ্রাপ্ত দুগ্ধ যেমন দধিতে পরিণত হয় না সেইরূপ পাপকার্যও আশুফল দায়ী নয়।' ফল পরিপক্ব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিষময় হইয়া উঠে। পাপকর্মের ফল প্রদান না করা পর্যন্ত মূর্খ ব্যক্তি উহাকে মধুময় মনে করে। দুষ্কর্মের ফল যখন প্রদান করিতে আরম্ভ করে তখন তাঁহার দুঃখের সীমা থাকে না :

> "নহিপাপং কতং কম্মং সজ্জুখীরং'ব মুচ্চতি
> ডহন্তং বালমন্বেতি ভস্মচ্ছন্নো'ব পাবকো,
> মধু'ব মঞ্ঞতি বালো যাব পাপং ন পচ্চতি,
> যদা চ পচ্চতি পাপং অথবালো দুঃখং নিগচ্ছতি।"

একদিন ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। পুণ্যক্ষয় হইলে সে আবার দুর্গতিজনক স্থানেও জন্মগ্রহণ করিতে পারে। এইজন্য ক্রিয়াকর্ম ও দানানুশীলনের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিলে চলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তানুদর্শন এবং ধ্যানানুশীলনও প্রয়োজন। ধ্যানানুশীলনের দ্বারা পাপপুণ্য উভয়ের ক্ষয় সাধন করিয়া পরম শান্তিময় অজর অমর নির্বাণ উপলব্ধি করাই বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকাদের চরম লক্ষ্য। লর্ড জেটল্যাণ্ড ঠিকই বলিয়াছেন, "The heavens and hells of which we read so much in the Vimanavatthu and the Petavatthu, may be said to exist for the purpose of providing a more elaborate stage than this earth can do, for they play of the ever revolving cycle of existance and all that involves. The descriptions of the pleasures of heaven and the sorrows of hell are interesting as showing the nature of the rewards and punishments which in those early days were considered appropriate to particular acts of piety and to particular sins."[১]

ডক্টর রীচ ডেভিড্স এই পুস্তক সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া যাহা বলিয়াছেন উহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল : "The whole set of beliefs exemplified in these books (Petavatthu end Vemanavatthu) is historically interesting as being in all probability the source of a good deal of mediaeval christian beliefs in heaven and hell. But the greater part of these of books, composed according to a set pattern, is avoid of style : and the collection is altogether of an evidently later date than the bulk of the books included in this Apendix."[২]

১ B. C. Law : Heaven and Hell in Buddhist Perspective, Forward.

২ Rhys Davids : Buddhism, its history and literature (American Lectures), P. 77.

।। পেতবত্থু ।।

ইহা খুদ্দকনিকায়ের সপ্তম গ্রন্থ। ইহা বঙ্গাক্ষরে যথোপযুক্তভাবে সংকলিত ও মুদ্রিত হয় নাই।[১] ইহাতে ছোট ছোট পদ্যের মাধ্যমে জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখের কাহিনীসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। থেরবাদীদের মধ্যে কোনপ্রকার মৃত পূর্বপুরুষের পূজা প্রচলিত নাই। এই গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, মানুষ কর্মের অধীন। কৃতকর্মের ফল কেহ এড়াইতে পারে না। যে যেইরূপ কর্ম করে সে সেইরূপ কর্মেরই ফল ভোগ করে। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে পাপী ব্যক্তি তাহার কৃতকর্মের ফল এড়াইবার জন্য অন্তরীক্ষে, সাগর জলে কিম্বা পর্বত গুহায় প্রবেশ করিলেও রক্ষা নাই। তাহাকে তাহার দুষ্কর্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে।[২] ধর্ম ও অধর্ম দুইটির ফল দুই প্রকার। অধর্ম মানুষকে দুঃখ প্রদান করে। অপরপক্ষে ধর্ম মানুষকে বহু প্রকার সুখ প্রদান করে। দূর প্রবাস হইতে প্রত্যাগত আত্মীয়ের ন্যায় কৃত পুণ্য মানুষকে আগু বাড়াইয়া লয়।

পেতবত্থু গ্রন্থে মানুষ দুষ্কর্মের ফলে কি প্রকারে প্রেতলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখ ভোগ করে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, মানুষ কর্মের তারতম্য অনুসারে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়া নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করে। এমন কতকগুলি প্রেত আছে যাহারা দিনের বেলায় দিব্যসুখ ভোগ করে এবং রাত্রিবেলায় মহাদুঃখ ভোগ করে। ইহাদিগকে 'বৈমানিক প্রেত' বলে। অপর এক প্রকার প্রেত আছে যাহারা রাত্রিতে সুখ ভোগ করে এবং দিনের বেলায় দুঃখ পায়। অন্য এক প্রকার প্রেত আছে যাহারা অবিরাম দুঃখ ভোগ করে, কোন কোন প্রেত আছে যাহারা অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত এবং দেখিতে ভয়ানক বিশ্রী। পালি সাহিত্যের বর্ণনায় প্রেত ছয় প্রকার: যেমন—(১) খত্তুজীবী, (২) ক্ষুৎপিপাসিক, (৩) নিজ্ঝামতৃষ্ণিকা, (৪) কালকঞ্জিক,

[১] প্রফেসর মিনায়েফ সেন্ট পিটার্সবার্গ কর্তৃক পালি টেক্স সোসাইটি হইতে ইহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন: E. Hardy : Notes for an edition of the Petavatthu (P. T.S.), 1904—1905 ; Dr. Stede : Die Gespenstergeschichten des Petavatthu, Leipzig, 1914.

[২] "ন অন্তলিকেখ ন সমুদ্দমজ্ঝে, ন পব্বতানং বিবরং পবিস্স ;
ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদেসো, যত্থট্ঠিতো পমুচ্চেয্য পাপকম্মা।"

(৫) পংশু পিশাচ এবং (৬) পরদত্তোপজীবী। পেতবত্থু অট্ঠকথায় ইহাদের বিস্তৃত বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

ইহজগতে যাহারা কৃপণ, লোভী, হিংসাপরায়ণ, নিজেও কুশলকর্ম সম্পাদন করে না, অপরকেও কুশলকর্ম সম্পাদনে উৎসাহিত করে না দানীয় বস্তু আত্মসাৎ করে; কোন ব্যক্তি উত্তম দান প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে নিরুৎসাহিত করে; পরশ্রীকাতর ও ঈর্ষুক তাহারা মৃত্যুর পর প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়। প্রেতগণ শতসহস্র বৎসর এমনকি কোটি কোটি বৎসর কিম্বা এক বুদ্ধান্তর কল্পকাল পর্যন্ত কোনপ্রকার আহার বা একবিন্দু জলের অভাবে মহাদুঃখ ভোগ করে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া রক্ত-মাংস শুষ্ক হয়। তাহাদের ভীতিজনক কঙ্কালময় কিম্ভূতকিমাকার দেহ দেখিলে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে। দেহাভ্যন্তরস্থ বড় বড় স্নায়ু-মণ্ডলী ভাসিয়া উঠে। পৃষ্ঠ কণ্ঠকের সহিত উদরের চর্ম লাগিয়া যায়। শরীরে ফাটল ধরে। গাত্র চর্মস্থিত কেশে কাহারও কাহারও মুখমণ্ডল আবৃত হয়। উলঙ্গ, দুর্বল, বিশ্রী, বিরাট দেহ পাঞ্জর এক বিরাট অবর্ণনীয় ব্যাপার। পূর্ব জন্মার্জিত পাপকর্ম স্মরণ করিয়া ইহারা নিয়ত অনুতাপানলে দগ্ধ হয় এবং খাদ্যের অন্বেষণে নিয়ত ছুটাছুটি করে। অবশেষে যেখানে সেখানে ক্লান্তদেহে পড়িয়া থাকে। বহু বৎসর পরে এমন বাণী শ্রুত হয়, "জল পান কর, ভোজন কর।" তাহারা এইরূপ আশার বাণী শ্রবণ করিয়া আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও উঠিতে না পারিয়া গড়াগড়ি ও হামাগুড়ি দিতে দিতে বহু যোজন অগ্রসর হয়। কিন্তু এইরূপভাবে অগ্রসর হইয়া কোথাও কোন খাদ্যদ্রব্য বা পানীয়দাতার সন্ধান পায় না। তাহারা মহাচীৎকার করিয়া উঠে, "একটু জল দাও, খাবার দাও," হায়। তাহারা তখন নিরাশ হইয়া শুনিতে পায়, "নাই নাই নাই।" ইহার পর তাহারা, "অহো দুঃখ, অহো দুঃখ" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া বলে, "তবে ইহা কি প্রহেলিকা, ইহা কি কেবল ফাঁকি?"

"কিন্নু সোসন্তি তে পেতা নত্থিসদ্দং সুদারুণং?
যেহি সন্তেসু দেয্যেসু খিত্তা নত্থী'তি যাচকা।
পেতলোকে ভবং দুক্খং অনন্তং সত্ত জীবিকা,
কথন্নু বণ্ণয়ন্তী'হ বিন্দু মত্তং বা বন্নিতং।"

বহুদিন পরে প্রেতলোকে এই 'নাই' শব্দটি শোনার কারণ কি? ইহার প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে যে, যাহারা মানবকুলে প্রচুর ধন-সম্পত্তি থাকা

সত্ত্বেও কাহাকেও দান করে না; কেবল 'নাই, নাই' বলিয়া যাচক ও আত্মীয়-স্বজনকে ফিরাইয়া দেয় তাহারাই প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়া বহুদিন পর পর এইরূপ শব্দ শুনিয়া থাকে।

এইভাবে প্রেতলোকে উৎপন্ন প্রাণীদের দুঃখের বর্ণনা বলিয়া শেষ করা যাইবে না। কোন পণ্ডিত তাহা একজন্মে বলিয়া শেষ করিতে পারিবে না।

তিরকুড্ড সুত্তে[১] বলা হইয়াছে যে, প্রেতলোকে কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন, স্বর্ণরৌপ্যের ক্রয় বিক্রয় নাই। সুতরাং কোনরূপ কাজকর্ম করিয়া সেখানে অন্ন সংস্থানের উপায় নাই। অনুকম্পাপরায়ণ জ্ঞানী ও পণ্ডিত আত্মীয়-স্বজনেরা তাহাদের উদ্দেশ্যে ইহলোকে সংঘদান ইত্যাদি করিলেই প্রেতাত্মারা তাহা তথায় প্রাপ্ত হইয়া সুখী হয় এবং উত্তম খাদ্য ভোজ্য উপভোগ করে। প্রেতযোনী প্রাপ্ত প্রেতাত্মাদের পাপকর্মের ফলে প্রচুর অন্ন, পানীয়, খাদ্য, ভোজ্য উপস্থিত থাকিলেও আত্মীয়গণ তাহাদের কথা স্মরণ করে না। মৃত প্রেত আত্মীয়গণ প্রাচীরের বাহিরে, গৃহকোণে বা দরজার চৌকাঠ অবলম্বন করিয়া অথবা চৌরাস্তার সঙ্গমস্থলে কিছু প্রাপ্তির আশায় দাঁড়াইয়া থাকে। এইজন্য কৃতজ্ঞ মানুষ মাত্রেই যথাসময়ে মৃত ব্যক্তিগণের অনুকম্পার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে উত্তম, শুচী, অন্ন-বস্ত্র, খাদ্য ভোজ্য এবং পানীয় প্রদান করা উচিত।[২] মৃত জ্ঞাতীদের জন্য রোদন, শোক, কিম্বা হা-হুতাশ করিলে প্রেতদের তাহা কোন উপকারে আসে না। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পুণ্য কর্মই তাঁহাদের বহু উপকার করে। ইহার দ্বারা কালগত জ্ঞাতিগণের প্রভূত উপকার সাধন করা হয়। উত্তম পুণ্যক্ষেত্রে সংঘকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং নিজেও এইভাবে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে। ইহাছাড়া প্রেতলোকে উৎপন্ন মৃত আত্মীয়দের উপকার করিবার অন্য কোন পন্থা নাই। এই কারণে সম্ভবতঃ সকল ধর্মেই মানুষের মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধ করিবার রীতি প্রচলিত আছে।

---

১ খুদ্দক পাঠো, সুত্তনং—৭

"নাহি তত্থ কসী অত্থি গোরক্‌খেত্থ ন বিজ্জতি,
বনিজ্জা তাদিসী নত্থি হিরঞ্ঞেন কয়াকযয়ং;
ইতোদিন্নেন যাপেন্তি পেতা কাল কতাতহিং।"

২ 'অদাসি মে অকাসি মে ঞাতিমিত্তা সখা চমে,
পেতানং দক্‌খিণং দজ্জা পুব্ব কতং অনুস্সরং'

॥ থেরগাথা ॥

'থেরগাথা' খুদ্দকনিকায়ের অষ্টম গ্রন্থ।[১] ইহাতে বুদ্ধের সমসাময়িক ২৬৪ জন[২] স্থবির, মহাস্থবির, শ্রাবক ও মহাশ্রাবকদের রচিত গাথা সংকলিত হইয়াছে। অবশ্য শ্রীমতি রীসডেভিডস প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণ থেরগাথায় বর্ণিত কবিদের মধ্যে কয়েকজনকে অশোকের সমসাময়িক বলিয়া অনুমান করেন। আবার কেহ কেহ এই কবিতাগুলি তাঁহাদের রচনা কিনা এ প্রশ্ন করেন। আমাদের মতে এইরূপ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, কবিতাগুলি যাঁহাদের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের আত্মোপলব্ধি ও ধর্মীয় জীবনের প্রতিচ্ছবিই ইহার মধ্যে প্রতিফলিত। তাঁহারা প্রত্যেকে ভগবান তথাগত বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করিয়া স্বীয় সাধনার দ্বারা শ্রামণ্য ধর্মের প্রত্যক্ষ ফল উপলব্ধি করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন। তাঁহাদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সমূহ, মার্গফল বর্ণনা করিবার ছলে, উদানাকারে, জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার জন্য, পরিনির্বাণ লাভ করিবার সময়ে অথবা বুদ্ধ শাসনের অবস্থা প্রদর্শন করিবার জন্য গাথাগুলি ভাষণ করিয়াছেন। রাজগৃহ,

---

১ ডক্টর ওলডেন বার্গ ও ডক্টর পিশেল কর্তৃক লণ্ডন পালি টেক্স সোসাইটি হইতে রোমান হরফে 'থেরগাথা' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বাংলা সংস্করণ রেঙ্গুন বুদ্ধিস্ট মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমতি রীস ডেভিডস কর্তৃক থেরগাথার ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার একাধিক সিংহলী, শ্যামী, বর্মী ও দেবনাগরী সংস্করণ বাহির হইয়াছে। সম্প্রতি নালন্দা পালি ইনষ্টিটিউট হইতে যে দেবনাগরী সংস্করণ বাহির হইয়াছে উহা পণ্ডিতদের দ্বারা সমাদৃত হইয়াছে।

২ থেরগাথায় পাঁচজন স্থবিরের দুইটি করিয়া কবিতা দৃষ্ট হয়। তাঁহারা হইলেন :

অধিমুত্ত,—CXIV, CCXLVIII.
কিম্বিল,—CXVIII, CXXXVIII.
মালুংক্যপুত্ত,—CCXIV, CCLII.
পারাপরিয়—CCXLIX, CCLVII,
রেবত—XLII, CCXLIV.

উপরোক্ত উপায়ে সংখ্যা দাঁড়ায় (২৬৪-৫=২৫৯) দুইশত উনষাট জন। C/o *Psalms of the Breathren*, P XXVII.

বৈশালী, ও পাটলিপুত্রের মহাসঙ্গতিতে সঙ্গীতীচার্যগণ কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত হইয়াছে।[১]

বুদ্ধের প্রধান প্রধান শিষ্যদের তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়: (১) অগ্রশ্রাবক, (২) মহাশ্রাবক এবং (৩) প্রকৃতি শ্রাবক। সারিপুত্র ও মহা মৌদ্গল্যায়ন এই দুইজনকে অগ্রশ্রাবক বলা হয়। ইঁহাদের মধ্যে একজন জ্ঞানে এবং অপর ঋদ্ধিবিধায় বুদ্ধশিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহারা দুইজনও মহাশ্রাবকদের মধ্যে গণ্য। তিন প্রকার শ্রাবকদের মধ্যে পার্থক্য হইল যে, মহাশ্রাবকগণ[২] কোন একজন অতীত বুদ্ধের নিকট হইতে আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সুদীর্ঘকাল পারমী পূর্ণ করিয়া থাকেন। অগ্রশ্রাবকদ্বয় এইরূপ পারমী পূর্ণ করেন। তবে তাঁহারা লক্ষ কল্পাধিক এক অসংখ্য কল্প পারমী পূর্ণ না করিয়া অগ্রশ্রাবকত্ব লাভ করিতে পারেন না। মহাশ্রাবকগণের এত দীর্ঘকাল পারমী পূর্ণ করিতে হয় না। অর্হৎ মাত্রই প্রকৃতি শ্রাবকের পর্যায়ে পড়ে। তাঁহারা প্রত্যেকে শীল বিশুদ্ধি, সতিপট্ঠান, সপ্তবোধ্যঙ্গ প্রভৃতি ভাবনা করিয়া দীর্ঘকাল পারমী পূর্ণ করিয়া মার্গফল লাভ করেন। অর্হৎগণ জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে চার ভাগে বিভক্ত: (১) প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত,

১ চুলবগ্গ, দ্বাদশ অধ্যায়, মহাবংস, তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় সামন্ত পাসাদিকা, ভূমিকা।

২ সারিপুত্র মৌদ্গল্যায়ন ছাড়া বুদ্ধের অন্যান্য মহাশ্রাবক হইলেন: অঞ্ঞাত কোণ্ডঞ্ঞো, বপ্পো, ভদ্দিযো, মহানামো, অস্সজি, নালকো, যসো কুলপুত্তো, বিমলো, সুবাহু, পুণ্ণজি, গবম্পতি, উরুবেল কস্সপো, নদী কস্সপো, মহাকস্সপো, মহাকচ্চায়নো, মহাকোট্ঠিতো, মহাকপ্পিনো, মহাচুন্দো, অনুরুদ্ধো, কঙ্খারেবতো, আনন্দো, নন্দকো, ভগু, নন্দো, কিম্বিলো, ভদ্দিযো, রাহুলো. সীবলী, উপালি, দব্বো, উপসেনো, খদিরবনিযো, রেবতো, পুণ্ণো মন্তানিপুত্তো, পুণ্ণসুনাপরন্তকো, সোনকোটিকণ্ণো, সোণকোলিবিসো, রাধো, সুভূতি, অঙ্গুলিমালো, বক্কুলি, কালুদায়ী, মহাউদায়ী, পিলিন্দবচ্ছো, সোভিতো, কুমার কস্সপো, রট্ঠপালো, বঙ্গীসো, সভিযো, সেলো, উপবানো, মেঘিয়ো, সাগতো, নাগিতো লকুণ্ঠকভদ্দিযো, পিণ্ডোল ভারদ্বাজো, মহাপন্থকো, চুলপন্থকো, বক্কুলো, কোণ্ডদানো, দারুচিরিযো, যসজো. অজিতো, তিস্সমেত্তেয্যো, পুণ্ণকো, মেত্তগু, ধোতকো, উপসিবো, নন্দো, হেমকো, তোদেয্যো, কপ্পো, চতুকণ্ণি, ভদ্রাবুধো, উদযো, পোসলো, মোঘরাজা, পিঙ্গিযো।

(২) সড়াবিজ্ঞ,[১] (৩) ত্রিবিদ্য[২] এবং (৪) সুক্ষ্ম বিদর্শক। এইভাবে মার্গস্থ ও ফলস্থ ভেদে আর্য শ্রাবকদের মধ্যে বহু প্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হয়। যেমন,—পারমী প্রাপ্তিভেদে পাঁচ প্রকার, অনিমিত্তাদি ভেদে ছয় প্রকার, শ্রদ্ধাধুর ও প্রজ্ঞাধুর ভেদে দুই প্রকার, অনিমিত্ত বিমুক্তি ও পর্যায় বিমুক্তি ভেদে সাত প্রকার, ধুর প্রতিপদা ভেদে আট প্রকার, শূন্যতা বিমুক্তাদি ভেদে ২৪০ প্রকার এবং ইন্দ্রিয়াধিক্য ভেদে ১২০০ প্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

সমস্ত থেরগাথা গ্রন্থে ২৬৪ জন শ্রাবকের ১৩৬০ টি গাথা দৃষ্ট হয়।[৩] গাথাগুলিকে সর্বমোট ২১টি 'নিপাতে' বিভক্ত করা হইয়াছে। গাথার সংখ্যানুসারে নিপাতগুলি শ্রেণীবদ্ধ। রচয়িতা ও গাথার সংখ্যানুসারে নিপাতসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে সাজান যায়:

নিপাত	স্থবির	গাথার সংখ্যা
একক নিপাত	১২০	১২০
দ্বিক ,,	৪৯	৯৮
তিক ,,	১৬	৪৮
চতুক্ক ,,	১২	৫২
পঞ্চক ,,	১২	৬০
ছক্ক ,,	১৪	৮৪
সত্তক ,,	৫	৩৫
অট্‌ঠক ,,	৩	২৪
নবক ,,	১	৯
দস ,,	৭	৭০
একাদস ,,	১	১১

১ ষড়াবিজ্ঞ: ছয় প্রকার অভিজ্ঞা—(১) পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান, (২) দিব্যচক্ষু, (৩) দিব্যশ্রোত, (৪) পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান, (৫) বিবিধ ঋদ্ধি এবং (৬) আসবক্ষয় বিজ্ঞান।

২ ত্রিবিদ্যা: পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান, দিব্যচক্ষু জ্ঞান এবং আসব ক্ষয় জ্ঞান।

৩ তাই অট্‌ঠকথায় বলা হইয়াছে:—

"বীসুত্তর সতং থেরা কতকিচ্চা অনাসভা,
একম্‌হি নিপাতম্‌হি সুসঙ্গীতা মহেসীহি।"

দ্বাদস	,,	২	২৪
তেরস	,,	১	১৩
চুদ্দস	,,	২	২৪
সোলস	,,	২	২৮
বীসতি	,,	১০	৩২
তিংস	,,	৩	১০৫
চত্তালিস	,,	১	৪২
পঞ্ঞাস	,,	১	৫৫
সট্ঠি	,,	১	৬৮
সত্ততি	,,	১	৭১
২১	নিপাত	২৬৪	১৩৬০

একক নিপাতে ১২টি বর্গ এবং প্রত্যেক বর্গে দশটি করিয়া ১২০ স্থবিরের গাথাসংখ্যা সংগৃহীত। শ্রীমতি রীসডেভিড্স তাঁহার, Psalms of the Brealtren" (Contents, ix-xvii) নামক গ্রন্থে প্রত্যেক স্থবিরের ক্রমিক নাম, নিপাত ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বৌদ্ধ যুগে রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে থেরগাথা' অন্যতম। স্থবির, মহাস্থবিরদের এই সমস্ত গাথা অতীতের সাহিত্য ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বলতম অবদান। কঠোর প্রব্রজ্যা জীবনকেন্দ্রিক ঘটনা এবং সন্ন্যাস জীবন পূর্ব কাহিনী অপূর্ব রূপ ধারণ করিয়াছে ছন্দের আবরণে। সামগ্রিক জীবনের পরিণতিই উপন্যাসে রূপ লাভ করিয়াছে। অন্য কথায় উপন্যাস সামগ্রিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই ক্ষেত্রে থেরগাথাও যেন একেকটি উপন্যাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লট (Plot). বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"উপন্যাস যদি লিখিতে চাও জাতক পড়, জাতক পড়।" থেরগাথা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের এই কথা প্রযোজ্য। একেকজন ভিক্ষুর মহাজীবনের প্রারম্ভিক পরিমণ্ডল পাঠক চিত্তকে বিস্মিত ও অভিভূত করিয়া তোলে। জীবনের জটিল জিজ্ঞাসা এবং জীবনকে উত্তরণ করার মহারহস্য পাঠককে ধাপে ধাপে এক অনির্বচনীয় রূপ ও রসলোকে উপনীত করায়। একেকটি ক্ষুদ্র ইতিবৃত্তের মধ্যে এক এক মহাজীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত, অথচ এইগুলি পাঠে পাঠকচিত্ত পর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে।

বঙ্গীশ ভিক্ষুর জীবন কাহিনী, অঙ্গুলিমাল, সারিপুত্র মৌৎগল্লায়ন জীবনী, আনন্দ, নন্দ, উপালি, তালপুট প্রমুখ মহাশ্রাবকদের জীবন-চরিত একেকটি চমকপ্রদ জীবন নাট্য। বৈচিত্রময় জীবন নাট্যের পরিণতি বেসুর বীণার যেন সুরময় ঝংকার। সেই মহাপুরুষদের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব প্রতিটি গাথায় উজ্জ্বল। তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের ছটা প্রতিটি গাথার পদে পূর্বাপর বিরাজিত।

বাগীশ বঙ্গীশ, দস্যু অঙ্গুলিমাল, নট তালপুট, মহাজ্ঞানী সারিপুত্র, মহাঋদ্ধিমান মৌৎগল্লায়ন প্রমুখ শক্তিমান মহাপুরুষদের, জীবনের পরিমণ্ডল যে ধীর পরিণতিতে অগ্রসর হইয়াছে তার গতিময়তা অপূর্ব, তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব পাঠকচিত্তকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। মনে হয় তাঁহাদের জীবন কাহিনী অতি আধুনিক—আমাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে বসবাসকারী কোন ব্যক্তিপুরুষেরই প্রতিচ্ছবি, অথচ পার্থিব ধরা-ছোঁয়ার উর্ধ্বে এক মহা ব্যক্তিত্বের আবরণে ঢাকা।

আনন্দ[১]—মহারূপবান অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন যুবক আনন্দ যেন এই যুগেরই যুব প্রতিনিধি। তিনি পূর্বাপূর্ব বুদ্ধগণের নিকট হইতে আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ে অমিতোদন শাক্যের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মক্ষণে জ্ঞাতিবর্গের আনন্দ বর্ধিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হয় 'আনন্দ'। তিনি ভদ্দিয় প্রমুখ রাজকুমার-গণের সহিত তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আয়ুষ্মান পূর্ণ মন্তানিপুত্রের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া শ্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। তিনি ভগবান বুদ্ধের নিকট হইতে আটটি বর[১] আদায় করিয়া বুদ্ধের সেবকত্ব লাভ করেন। তিনি শ্রোতাপন্ন অবস্থায় ২৫ বৎসর বুদ্ধের সেবা করেন।[২] বুদ্ধ কুশীনগরের যমক শাল বৃক্ষের নীচে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে আনন্দ শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি দারুণ শোকে ফাটিয়া পড়েন,—

"তদাসি যং ভীসনকং তদাসি লোম হংসনং,
সব্বাকার বরূপেতে সম্বুদ্ধে পরিনিব্বুতে।"

১ থেরগাথা, নং ২৬০

২ পন্নরীসতি বস্সানি সেখভূতসস মে সতো
ন মোহ সঞ্ঞা উপপজ্জি পাসসূ ধম্ম সুধম্মতং।

সর্বগুণ যুক্ত সর্বজ্ঞ বুদ্ধ পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইলে ভীষণভাবে ভূ-কম্পন ও অশনিপাত হইয়াছিল। সকলের লোমহর্ষ হইয়াছিল।

সারিপুত্র স্থবির নির্বাণপ্রাপ্ত হইলে নিম্নলিখিত গাথা ভাষণ করেন,—

"ন পেকখন্তি দিসা সব্বা ধম্মা নপ্পটিভন্তি মং,
গতে কল্যাণ মিত্তম্হি অন্ধকারং'ব খাযতি।
অব্ভতীত সাহ্যস্স অতীত গতস খুনো
নত্থি এতাদিসং মিত্তং যথা কায়গতাসতি।"

আমার চারিদিকে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আমি আমার অভ্যস্ত ধর্মসমূহ মনে করিতে পারি না। আমার কল্যাণমিত্র ধর্ম সেনাপতির পরিনির্বাণে সমস্ত জগৎ আমার নিকট অন্ধকার বলিয়া মনে হইতেছে।

শাস্তার মহাপরিনির্বাণের পর, কল্যাণমিত্রের অবর্তমানে 'কায়গতানুস্মৃতি'র ন্যায় অনাথ লোকের পক্ষে হিতাবহ মিত্র আর হইতে পারে না।

অনৈক হীনবীর্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

"বহুস্সুতং উপাসেয্য সুতঞ্চ ন বিনাসেয্য,
তং মূলং ব্রহ্মচরিযস্স তস্মা ধম্মধরো সিয়া।
পুব্বা পরঞ্ঞ অত্থঞ্ঞূ নিরুত্তি পদকোবিদো,
সুগ্গহিতঞ্চ গণহাতি অত্থঞ্চোপ পরিক্খতি।
বহুস্সুতং ধম্মধরং সপ্পঞ্ঞং বুদ্ধসাবকং
ধম্মবিঞ্ঞানকম্খং তং ভজেথ তথাবিধং।
বহুস্সুতো ধম্মধরো কোসারক্খো মহেসিনো,
চক্খু সব্বস্স লোকস্স পূজনীয়ো বহুস্সুতো।
ধম্মারামো ধম্মরতো ধম্মং অনুবিচিন্তয়ং,
ধম্মং অনুস্সরং ভিক্খু সদ্ধম্মান পরিহাযতি।"

বহুশ্রুতের নিকট উপস্থিত হইবে। পণ্ডিতের সেবা করিবে, শ্রুত

এই উদ্দেশ্যে তিনি ভাষণ করিয়াছেন,

"পন্নবীসতি বসস্সানি সেখ ভূতসস মে সতো,
ন কাম সঞ্ঞা উপপজ্জি পসস্ ধম্ম সুধম্মতং।
পন্নবীসতি বসস্সানি সেখ ভূতস্স মে সতো
ন দোস সঞ্ঞা উপপজ্জি পসস ধম্ম সুধম্মতং।

বিষয়ের সহিত পরিচিত হইবে, উহা বিনাশ করিবে না। ইহা ব্রহ্মচর্যের মূলস্বরূপ, সেই কারণে বিমুক্তিকামী ব্যক্তি ধর্মধর হন।

ধর্মদেশক পূর্বাপর জ্ঞাত হন, অর্থ ও নিরুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ হন অন্যান্য বিষয়েও অভিজ্ঞ হন। মনযোগের সহিত শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা বিষয়ে অভিজ্ঞ হন।

বহুশ্রুত, ধর্মধর, মহর্ষি বুদ্ধের ধর্মরক্ষক ভিক্ষু সর্বলোকের চক্ষু স্বরূপ তিনি বহুজনের পূজ্য।

ধর্মধর, ধর্মেরত পুনঃ ধর্ম চিন্তায় নিবিষ্ট ধর্ম অনুস্মরণকারী ভিক্ষুর সদ্ধর্মের কখনও পরিহানি হয় না।

"পন্নবীসতি বস্সানি ভগবন্তং উপট্ঠহিং,
মেত্তেন কায়কম্মেন ছায়াব অনপায়িনী।
বুদ্ধস্স চঙ্কমন্তস্স পিট্ঠিতো অনুচঙ্কমিং
ধম্মে দেসিয়মানম্হি এতানং মে উদপজ্জথ।

আমি ২৫ বৎসর বুদ্ধের সেবা করিয়া কায়-মন-বাক্যে মৈত্রীভাবনা করিয়াছিলাম।

বুদ্ধ চংক্রমন করিবার সময় আমিও পশ্চাতে পশ্চাতে চংক্রমন করিতাম। বুদ্ধ অপরকে দেশনা করিবার সময় তাঁহার সেই দেশনা শুনিয়া তাঁহার ধর্মে ব্যুৎপন্ন হই।

অঙ্গুলিমাল—অঙ্গুলিমাল, দস্যুবৃত্তি যার জীবিকা তিনি হইলেন অহিংসক ভিক্ষু। নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, যাহার নিকট বিদ্রূপের বস্তু, স্তন্যপায়ী নিজ জননীকে যে হত্যা করিতে উদ্যত, সেইরূপ নিষ্ঠুর নরঘাতক, দস্যু অঙ্গুলিমালা বুদ্ধের অপরিসীম প্রেম ও প্রীতির দ্বারা বশীভূত হইলেন। তিনি কোশলরাজের পুরোহিত ভগ্গব ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে শ্রাবস্তীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবিধ শিল্প শিক্ষা করিবার জন্য তিনি তক্ষশিলায় গমন করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আচার্যের ক্ষোভে পড়িয়া তাহাকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। তিনি বহুলোককে হত্যা করিয়াছিলেন। লোককে হত্যা করিয়া তাহার আঙ্গুল কাটিয়া লইয়া মালা রূপে ধারণ করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল 'অঙ্গুলিমাল'। কোশলরাজ তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য সৈন্য বাহিনী নিয়োগ করিয়াছিলেন। রাজার লোকজন বহু চেষ্টা করিয়াও চোর অঙ্গুলিমালাকে ধরিতে পারিলেন না।

অবশেষে রাজা ভেরী পিঠাইয়া ঘোষণা করিলেন যে চোর অঙ্গুলি-মালাকে ধরিয়া আনিবে তাহাকে পুরস্কৃত করা হইবে। চতুর্দিকে লোক ছুটিল অঙ্গুলিমালাকে বন্দী করিবার জন্য। কিন্তু কৃতকর্মের এমনই প্রভাব চোর অঙ্গুলিমালাকে বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধসংঘে যোগাযোগ করেন। তিনি অচিরে সর্বতৃষ্ণার নিবৃত্ত সাধন করিয়া অর্হত্ব লাভ করিয়া বাস করিতে থাকেন। কোশলরাজ বুদ্ধের মুখে অঙ্গুলিমালার বৌদ্ধ সংঘে যোগদানের বিষয় অবগত হইয়া অতীব প্রীত হন এবং ভিক্ষু অঙ্গুলিমালার জন্য চতুর প্রত্যয়ের ব্যবস্থা করেন। দেখিতে দেখিতে এই খবর চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। অঙ্গুলিমালা একদিন পিন্ডপাত করিবার জন্য বাহির হইলেন। স্থানীয় লোকেরা অঙ্গুলিমালাকে ঐভাবে গ্রামে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'চোর অঙ্গুলিমালা, দস্যু অঙ্গুলিমাল প্রভৃতি বলিয়া ঢিল, দণ্ড ছুড়িতে লাগিল। ঐগুলি একের পর এক আসিয়া অঙ্গুলিমালার শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। অঙ্গুলিমালা নীরবে সকল আক্রমণ সহ্য করিলেন এবং আক্রমণ-কারীদের মৈত্রীভাবাপন্ন হইয়া নিম্নলিখিত গাথা ভাষণ করেন,—

"দিসাপি মে ধম্মকথং সুনন্তু,
দিসাপি মে যুঞ্জন্তু বুদ্ধসাসনে;
দিসাপি মে তে মনুস্সে ভজন্তু
যে ধম্মামবাদাপযন্তি সন্তো।"

যাঁহারা আমার দ্বারা প্রিয়বিয়োগ দুঃখ ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা আমার ধর্মোপদেশ শ্রবণ করুন। আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া বুদ্ধ শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হউন; ধার্মিক ও কল্যাণমিত্রের ভজনায় আত্মনিয়োগ করুন এবং লোকুত্তর ধর্মে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সেবা করুন।

'দিসাপি খন্তিবাদং অবিরোধ পসংসিনং,
সুনন্তু ধম্মং কালেন তঞ্চ অনুবিধীয়ন্তু।
ন হি জাতু সো মং হিংসে অঞ্ঞং বা পনকিঞ্চনং,
পপ্পুয্য পরমং সন্তিং রক্খেয্য তস থাবরে।"

যাঁহারা খান্তিবাদী, মৈত্রীভাবাপন্ন, অপরের সুখাকাঙ্ক্ষী তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করুন এবং কথানুযায়ী কাজ করুন।

কেহ আমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া হিংসা করিবে না। অন্য কাহারও প্রতি সেইরূপ হিংসাভাব পোষণ করিবে না। পরম শান্তিময় নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় সত্ত্বদিগকে পুত্রবৎ জ্ঞান করিবে।

'দণ্ডেন একে দময়ন্তি, অঙ্কুসেহি কসাহি চ,
অদণ্ডেন অসত্থেন অহং দন্তোম্হি তাদিনা।"

কেহ দণ্ডের দ্বারা, কেহ কষাঘাত বা সেলবিদ্ধ হইয়া দমিত হয়। আমি বিনাদণ্ডে, বিনা শস্ত্রে দমিত হইয়াছি।

"অহিংসকো'তি মে নামং হিংসকস্স পুরে সতো,
অজ্জাহং সচ্চনামোম্হি ন নং হিংসামি কিঞ্চিনং।
চোরোহং পুরে আসিং অঙ্গুলিমাল'তি বিস্সুতো,
বুয্হমানো মহোঘেন বুদ্ধং সরণমাগমং।
লোহিত পানি পুরে আসিং অঙ্গুলিমালতি বিস্সুতো,
সরণ গমনং পস্স ভবনেত্তি সমুহতা।"

পূর্বে আমি হিংসক হইলেও অহিংসক নামে অভিহিত হইতাম, এখন অহিংসক নাম সার্থক হইয়াছে। আমি এখন আর কাহাকেও হিংসা করি না।

আমি পূর্বে চোর ছিলাম, 'অঙ্গুলীমালা' বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছিলাম। শরণাগমনের অপরিসীম প্রভাব। আমি মহাপ্লাবনে বাহিত হইয়া ত্রিশরণ গ্রহণ করি।

আমি পূর্বে 'লোহিত পানি অঙ্গুলিমালা' বলিয়া বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলাম। শরণাগমনের কী প্রভাব! এখন আমার ভবতৃষ্ণা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

তাদিসং কম্ম কত্বান বহুং দুগ্গতি গামিনং,
ফুট্ঠো কম্ম বিপাকেন অননো ভুঞ্জামি ভোজনং

আমি পূর্বে বহু প্রকার দুষ্কার্য করিয়া মহাদুর্গতি ভোগ করি। কর্মবিপাকের সেই ঋণ শোধ হইয়াছে। আমি অঋণি হইয়া এখন বিমুক্তি সুখ অনুভব করি।

"অরঞ্ঞে রুক্খমূলে বা পব্বতেসু গুহাসু বা,
তত্থ তত্থেব অট্ঠাসিং উব্বিগ্গো মানসো তদা,
সুখং সয়ামি ঠায়ামি সুখং কপ্পেমি জীবিতং,
অহত্থপাসো মারস্স অহো সত্থানুকম্পিতো।

অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে বা গুহায় যেখানেই অবস্থান করি না কেন, সেই সেই স্থানে অনুদ্বিগ্ন হইয়া অবস্থান করি।

আমি সুখে শয়ন করি, সুখে দাঁড়াই এবং সুখে জীবন যাপন করি। অহো। আমি মহাকারুণিক বুদ্ধের আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইয়া দুষ্টমতি মারের অগোচরে বাস করি।

"ব্রহ্মজচ্চো পুরে আসিং উদিচ্চো উভতো অহু,
সো'জ্জ পুত্তো সুগতস্স ধম্মরাজস্স সত্থুনো।
বীত তণ্হো অনাদানো গুত্তা দ্বারো সুসংবুতো,
অঘমূলং বমিত্বান পত্তো মে আসবক্খয়ো।
পরিচিন্নো ময়া সত্থা কতং বুদ্ধস্স সাসনং
ওহিতো গরুকো ভারো ভবনেত্তি সমূহতা।"

পূর্বে উদিচ্য ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি আজ ধর্মরাজ শাস্তা সুগত বুদ্ধের ঔরসজাত পুত্র।

এখন আমি বীততৃষ্ণ, গুপ্তেন্দ্রিয়, সুসংযত অনাসক্ত। আমার এখন কিছু গ্রহণ করিবার নাই। আমি এখন সমস্ত পাপের মূলোচ্ছেদ করিয়া অর্হত্বফল প্রাপ্ত হইয়াছে।

শাস্তা আমার পরিচিত। তাঁহার শাসনে আমি কৃতবিদ্য। পঞ্চস্কন্ধরূপ ভার অপনীত হইয়াছে। ভবতৃষ্ণা হইতে আমি বিমুক্ত।

বঙ্গীশ—মহাতার্কিক বঙ্গীশ এই যুগের যে কোন কবি ও সাহিত্যিকের প্রতিচ্ছবি। অতি আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মহাপণ্ডিত বহু শাস্ত্রবিদ বঙ্গীশ বুদ্ধশিষ্যদের মধ্যে যাঁহারা বিচিত্র কথিক তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি এক ব্রাহ্মণের ছেলে হিসাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি মৃত মানুষের মাথার খুলি পরীক্ষা করিয়া তিনি কোথায় জন্ম

গ্রহণ করিয়াছেন বলিতে পারিতেন। তিন বৎসরের পুরাতন খুলি হইলে তাঁহার অসুবিধা হইত না। তিনি প্রতিচ্ছন্ন যানে আরোহণ করিয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতেন। তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে তথাগতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধ তাঁহাকে বলেন, "বঙ্গীশ, তুমি কোন শিল্পবিদ্যা জান কি?" বঙ্গীশ উত্তর করিলেন, "ভন্তে, হাঁ। শবশির মন্ত্র জানি।" বুদ্ধ নিরয়, মনুষ্যলোক ও নির্বাণগত মনুষ্যের তিনটি খুলি আনাইয়া বঙ্গীশকে পরীক্ষা করিবার জন্য দিলেন। বঙ্গীশ প্রথমবার নখাঘাত করিয়াই প্রথম দুইটি মৃত শিরের ইতিবৃত্ত বলিয়া দিলেন। নির্বাণগত মনুষ্যশিরের আদিঅন্ত কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার শরীর ঘর্মাপ্লুত হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধসংঘে যোগদান করেন। নিগ্রোধকল্প স্থবিরই তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি ভিক্ষুত্ব গ্রহণের অল্পদিন পরেই বুদ্ধের নিকট হইতে কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া অর্হত্বফল লাভ করিতে সক্ষম হন। অর্হত্বে উন্নীত হইয়া তিনি যে দশটি গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল :—

"আমি পূর্বে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে কেবল কাব্য রচনা করিয়া বেড়াইতাম। এমনিভাবে একদিন সর্বজ্ঞ বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করি। সেই পরম কারুণিক মহামুনি আমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। তাহাতে আমি অতীব প্রীতি লাভ করি। বাস্তবিক বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্যই উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার মহান উপদেশে-পঞ্চস্কন্ধ দ্বাদশ আয়তন, আঠার প্রকার ধাতু অবগত হইয়া অনাগারিক প্রব্রজ্যাজীবন অবলম্বন করি। দুঃখ প্রপীড়িত বহু মানবের মঙ্গলের জন্যই ভগবান বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক উপাসিকাদের হিতের জন্য মহামুনি বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চ চক্ষুষ্মান আদিত্য বন্ধু কর্তৃক প্রাণীদের মঙ্গলের জন্য চতুর আর্য সত্য দেশিত হইয়াছে। শাস্তা যেভাবে দেশনা করিয়াছেন আমি সেইভাবেই তাহা গ্রহণ করিয়াছি। আমা কর্তৃক ধর্ম জ্ঞাত হইয়াছে। আমি সর্বতৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করিয়া অর্হত্বে উন্নীত হইয়াছি। আমার বুদ্ধের শাসনে আগমন সার্থক হইয়াছে। তাঁহার ধর্মসমূহের মধ্যে যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা আমি লাভ

করিয়াছি। ঋদ্ধিগুণ ও চিত্ত-চৈতসিক বিষয়ে আমি দক্ষতা অর্জন করিয়াছি।"[১]

বঙ্গীশ ছিলেন স্বভাব কবি। লোকে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভাষণ শ্রবণ করিতেন। তাঁহার প্রত্যেকটি ভাষণই স্বতঃস্ফূর্ত। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে তাঁহার কবিত্বের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করার পর তাঁহার জীবনের মোড় ফিরিয়া গেলেও তাঁহার কবি প্রতিভা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। তাঁহার শ্রামণ্য জীবনের প্রথম দিকে তাঁহাকে বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটাইয়া উঠিতে হয়। তাঁহার অন্তরের রিপুসমূহের সহিত তাঁহাকে বহু সংগ্রাম করিতে হয়। তাঁহার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রায়ই স্বতঃস্ফূর্ত কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিত। এইরূপ একটি কবিতার ভাবানুবাদ[২] প্রদত্ত হইল :

"গৃহ ছাড়ি গৃহহীন হইনু শ্রমণ,
তবু কেন কামচিন্তা জাগে অশোভন।
ধনুর্ধর বীরদল যদি ঘিরে রয়,
বীর পুঙ্গবের যথা কাঁপে না হৃদয়;
তেমনি রহিব আমি স্থির অচঞ্চল,
এর চেয়ে বেশী যদি আসে নারীদল।"[৩]

বঙ্গীশ মহাপ্রতিভাবান লোক ছিলেন। আলবীর কোন এক বিহারে বাস করিবার সময় বঙ্গীশ সতীর্থগণকে অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করেন। পরে যখন তিনি তাঁহার আন্তরিক দুর্বলতার বিষয় জ্ঞাত হইলেন তখন অনুতপ্ত হইয়া নিজেকে শাসন করিবার জন্য গাহিয়া উঠেন—

১ "কাবেয্যমত্তা বিচরিম্হ পুব্বে গামাগামং পুরাপুরং,
অথদ্দসাম সম্বুদ্ধং সম্মাধম্মান পারগুং।
সো মে ধম্মং অদেসেসি মুনি দুক্খস্স পারগূ,
ধম্মং সুত্বা পসীদিম্হ অদ্ধা নো উদপজ্জথ।
তস্সাহং বচনং সুত্বা খন্ধে আয়তনানি চ,
ধাতুযো চ বিদিত্বান পব্বজিং অনাগারিয়ং।
বহূনং বত অত্থায় উপ্পজ্জন্তি তথাগতা,
ইত্থীনং পুরিসানঞ্চ যে তে সাসনকারকা।
... ...
অভিঞ্ঞা পারমিপ্পত্তো সোতধাতুং বিসোধিতো,
তেবিজ্জো ইদ্ধিপত্তোমহি চেতোপরিয়ায়কোবিদো।"

২ শ্রদ্ধেয় শীলানন্দ ব্রহ্মচারী কৃত ভাবানুবাদ হইতে গৃহীত।

৩ "নিক্খন্তং বতমং সন্তং অগারস্মা অনাগারিযং,
বিতক্কা উপধাবন্তি পগব্ভা কণ্হতো ইমে।"
উগ্গপুত্তা মহিস্সাসা সিক্খিতা দল্হ ধন্বিনো,
সমন্তা পরিকীরেয়্যং সহস্সং অপলাযিনং।
সচেপি এত্তকা ভিয্যো আগমিস্সন্তি ইত্থিযো
নেব মং ব্যাধযিস্সন্তি ধম্মেসম্হি পতিট্ঠিতং।"

"মানং অহস্‌সু গোতম। মান পথঞ্চ অহস্‌সু
অসেসং মানপথস্মিং সমুচ্ছিতো বিপ্পটি সারহুবা চিররত্তং।
মক্‌খেন মক্‌খিতো পজা মানহতা নিরয়ং পতন্তি,
সোচন্তি জনা চির রত্তং মানহতা নিরয়ং উপপন্না।"

ভাবানুবাদ

হে গৌতম। ত্যাজ তুমি মান মানপথ,
তাহাতে মূর্চ্ছিত হয়ে ধরো না কুপথ।
গর্বোদ্ধত জনগণ মানহত হয়ে,
চিরতরে শোক পায় পড়িয়া নিরয়ে।

বঙ্গীশ নানাভাবে ভগবানের অনুমতি লইয়া তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্ব ভাব ব্যক্ত করিতেন। ভগবানেরও তাহা উপভোগ্য হইত। কোন কোন সময় গুরুস্থানীয় ভিক্ষুরাও তাঁহাকে কবিত্ব ভাব ব্যক্ত করার জন্য অনুমতি প্রদান করিতেন। একবার শ্রাবস্তীতে ভগবান বুদ্ধের ভাষণ শুনিয়া বঙ্গীশ এতই মুগ্ধ হন যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাহিয়া উঠিলেন,—

"তমেব বাচং ভাসেয্য যাযত্তানং ন তাপযে,
পরেচ ন বিহিংসেয্য সা বে বাচা সুভাসিতা।
পিয বাচং এব ভাসেয্য যা বাচা পটিনন্দিতা,
যং অনাদায় পাপানি পরেসং ভাসতে পিযং।
সব্বং বে অমতা বাচা এস ধম্মো সনন্তনো,
সচ্চে অথে চ ধম্মে চ আহ সন্তো পতিট্‌ঠিতা।
যং বুদ্ধো ভাসতি বাচং খেমং নিব্বান পত্তিযা,
দুক্‌খস্‌সন্ত কিরিযায় সা বাচান মুত্তমা।"

ভাবানুবাদ

বলিও এমন বাক্য যাতে নাহি তাপ,
হিংসার দহন নাই, নাহি কোন পাপ।
প্রিয়কথা কহ সদা যা হয় নন্দিত,
পাপলেশহীন যাহা করে পুলকিত।
সত্যে অর্থে ধর্মে স্থিত সদা সাধুজন,
নির্বাণের মন্ত্র দিতে বুদ্ধ যাহা ক'ন
তাহা সর্ব দুঃখহর উত্তম বচন।

গুরুস্তুতি করিবার সময় বঙ্গীশ মধ্যে মধ্যে কবিত্ব প্রকাশ করিতেন। ভগবান বুদ্ধ, সারিপুত্র মৌৎগল্লায়ন প্রমুখ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ভিক্ষুগণই তাঁহার স্তুতির পাত্র রূপে গণ্য হইত। এই জাতীয় তাঁহার সকল কবিতা ত্রিপিটকে স্থান পায় নাই। বুদ্ধকে স্তুতি করিবার জন্য তিনি যে কবিতা আবৃত্তি করিতেন তাঁহার একটি নমুনা প্রদত্ত হইল :

"পরোসহস্সং ভিক্খূনং সুগতং পয়িরুপাসতি,
দেসেন্তং বিরজং ধম্মং নিব্বানং অকুতোভযং।
নাগ নামোসি ভগবা ইসীনং ইসি সত্তমো,
মহামেঘোব হুত্বান সাবকে অভিবস্সতি;
দিবা বিহারা নিক্খম্ম সত্থু দসসন কাম্যতা
সাবকেতে মহাবীর। পাদে বন্দতি বঙ্গীসো।"

ভাবানুবাদ

সহস্র অধিক ভিক্ষু ভজে, তথাগতে
যিনি ক'ন পূতবাণী নির্বাণ দানিতে।
'নাগ' তব নাম প্রভু, মহর্ষি সপ্তম
অমৃতের ধারা ঢালো মহামেঘ সম,
তব দরশন লাগি হইয়া বাহির
বঙ্গীশ বন্দয়ে তোমা ওগো মহাবীর।

বঙ্গীশ স্থবিরের গাথাসমূহের সাহিত্যিক মূল্য কম নহে। এইগুলি যেমন ভাবগম্ভীর তেমন কবিত্বপূর্ণ। আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করাই এইগুলির প্রধান লক্ষ্য। কবি বঙ্গীশের সৃষ্টি গভীর ভাবানুভূতির আত্ম-প্রকাশ।

এইরূপভাবে নট তালপুট জীবনের চাওয়া-পাওয়া হতাশার মোহনায় এমন এক পরিণতিতে তাঁহার তরী ভিড়াইয়াছেন অপর এক উপকূলে। তাঁহার এই পরিবর্তন যেমন আশ্চর্য তেমন বিস্ময়কর। সোপাক শ্রামণের জীবন-কাহিনী বিচিত্র রহস্যে ভরপুর। সুন্দর নন্দের যৌবনের রোমান্টিক ঘাত-প্রতিঘাত, সিবলী, সারিপুত্র-মোগ্‌গাল্লায়ন, উপালি কপ্পক, অনুরুদ্ধ, চক্ষুপাল মহাপাল প্রমুখ স্থবির গণের ধাপে ধাপে অগ্রসর হইবার ইতিহাস, আশ্চর্য সংযম শক্তি ও আত্মত্যাগের কাহিনী জ্ঞাত হইলে যে-কোন লোকের চিত্ত আন্তরিক শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া আসে।

ক্ষুদ্র কলেবর এইসব গাথা রচয়িতাদের সুদক্ষ শৈল্পিক মনের পরিচয় বহন করে। কাহিনীর গতিময়তা, ভাষা ও ছন্দের গাঁথুনিতে, প্রকাশের প্রাঞ্জলতায় অপূর্ব। এইসব ক্ষুদ্র অথচ পূর্ণ জীবনালেখ্যের মধ্যে লেখক-গণের মার্জিত কাব্যিক মনের পরিচয় পরিস্ফুট। গাথার গতি জড়তা-হীন। শব্দ প্রয়োগের সচেতনতা লক্ষণীয়। পয়ার ছাড়াও নানাবিধ ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইহাতে চলিয়াছে।

বুদ্ধ ও নির্বাণ

থেরগাথায় যে বুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে সেই তথাগত বুদ্ধ হইলেন সাম্য ও মৈত্রী, সেবা ও করুণা, প্রেম ও প্রীতি, শান্তি ও ক্ষান্তির মূর্ত প্রতীক এবং ইহাতে বর্ণিত নির্বাণ এমন এক বস্তু যাহা জাগতিক কোন প্রকার যুক্তি, তর্ক, প্রমাণ, উপমা অথবা তুলনার দ্বারা বুঝানো যায় না। ইহা রাগ, দ্বেষ ও মোহের অতীত এমন এক অবস্থা যেখানে সাংসারিক কোন প্রকার দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অনটন, শোক-পরি-দেবন, পৌঁছিতে পারে না। ইহা এক অপরিবর্তনীয় চিরস্থায়ী ভাব বা অবস্থা যাহার তুলনা অপরিসীম। ইহা অজর, অমর, চির শান্তিময় ও চির সুখকর।

এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, সর্বমানবের মঙ্গলের জন্যই ভগবান তথাগত বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধত্ব বিশ্বব্যাপী। তাঁহার প্রেম মহা-মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ। ইহা সর্বোত্তম প্রেম। পূর্বে পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে, উপরে-নীচে সর্বদিকে ইহা বিরাজমান। বুদ্ধের মানবিকতা সর্বব্যাপী। তাঁহার উদারতার মধ্যে কোন প্রকার দৈন্য নাই। তিনি সর্বসাধারণের ভাষায় তাঁহার নব ধর্ম প্রচার করেন। আলোর মতই তাঁহার বাণী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, সকলেই তাঁহার ধর্মে সমানাধিকার লাভ করে। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি জাতি বিচার অস্বীকার করেন। তদানীন্তন কালে ইহা এক অভিনব বিপ্লব। সেইদিক দিয়া তিনি ইতিহাসে প্রথম বিপ্লবী। সকল শ্রেণীর লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সাধনার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়। সম্বোধির সাধনায় যথাযথ উদ্যম প্রদর্শন করিলে যে কেহ মার্গফল লাভ করিতে পারে। ব্রাহ্মণ কুলজাত সারিপুত্র, নাপিত কুলজাত উপালি,

ক্ষত্রিয় রাজপুত্র আনন্দ বা অনুরুদ্ধ শাক্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। রাজমহিষী মহা-প্রজাপতি গোতমী, কুলত্যাগিনী পটাচারা, গণিকা অম্বপালী, স্বামীহীনা, পুত্রহীনা অন্ন-বস্ত্রের কাঙাল থেরী দ্বন্দা, দাসী পুন্নিকা একই আসনে উপবিষ্ট। মহা-উপাসিকা বিশাখা এবং চণ্ডাল কন্যা মাতঙ্গের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। ফলে সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার সংঘভুক্ত হয়।[১] বুদ্ধ শাক্য বংশীয় রাজকুমার হইলেও তাঁহার প্রধান শিষ্যদের মধ্যে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ স্থান লাভ করিয়াছিল। তাঁহার দুই প্রধান শিষ্য ব্রাহ্মণ। পঞ্চবর্গীয় শিষ্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত পরিব্রাজক। নদী কশ্যপ, গয়া কশ্যপ, মহা-কশ্যপ, মহা-কাত্যায়ন, পুন্নমন্তানিপুত্ত সকলেই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে আনন্দ, রাহুল, অনুরুদ্ধ, কিম্বিল ভগু, দেবদত্ত, আরও অনেকে দেখিতে দেখিতে বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করেন। সমাজে প্রতিষ্ঠাবান লোকের মধ্যে সারিপুত্র মোগ্গল্লায়ন, সোণ কোলিবিস, সোন কোটিকর্ণ, উপালি কপ্পক, উদায়ী, কালুদায়ী, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত ব্যক্তিদের বৌদ্ধ সংঘে যোগদানের ফলে বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় তাঁহার নবধর্ম মগধ সাম্রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া সমস্ত বাঙলা-ভারতে ছড়াইয়া পড়ে।

এই নবলব্ধ ধর্ম প্রচারের মূলে ছিল ভগবান তথাগত বুদ্ধের অপরিসীম আত্মত্যাগ ও মহানুভবতা। তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও ঐকান্তিকতা

১ Mrs. Rhys Davids কর্তৃক থেরগাথায় বর্ণিত বৌদ্ধ কবি ও শ্রাবকদের নিম্নরূপ তালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে :—

১	ব্রাহ্মণ	...	১১৩
২	ক্ষত্রিয়	...	৬০
৩	কৃষক, জমিদার, জোতদার প্রভৃতি	...	৭
৪	শ্রেষ্ঠী, মন্ত্রীপুত্র, বণিক, ধনবান ব্যক্তির ছেলে প্রভৃতি	...	৫৩
৫	গাড়োয়ান, মাহুত ও সূত্রধর প্রভৃতি	...	৯
৬	নাট্যকার	...	১
৭	কৃতদাস, শ্রমিক, ফরিহা ইত্যাদি	...	১০
৮	রাজা অথবা ধনবান ব্যক্তির জারজ পুত্র	...	৩
৯	সাধারণ গৃহস্থের পুত্র	...	৩
			মোট — ২৫৯

C/o Pslams of the Breathren, Introduction, XXIII.

না থাকিলে এই ধর্ম ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সমস্ত জগতে বিস্তার লাভ করিতে পারিত কি-না বলা কঠিন। প্রফেসর কীত বলিয়াছেন, "the founder of Buddhism must rank as one of the most comanding personalities ever produced by eastren world."[১]

আমরা 'থেরগাথা'য় বিধৃত কবিদের রচনা আলোচনা করিলে এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। কবিগণ প্রত্যেকে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভগবান বহু মানবের হিতের জন্যই তাঁহার নবলব্ধ ধর্ম জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। বঙ্গীশ স্থবির লিখিয়াছেন,—

"সর্বগুণসম্পন্ন দুঃখ অতিক্রমকারী, অপরিমেয় তেজস্বী মুনিশ্রেষ্ঠ গৌতমকে শ্রাবকগণ পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন।

হে অঙ্গীরস মহামুনি! তুমি স্বীয় যশোবলে মেঘহীন সারদীয় আকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অথবা নভোস্থলে বীতমল সূর্যের ন্যায় শোভিত হও।"[২]

অপর এক স্থবির[৩] মন্তব্য করিয়াছেন,—

"সকলং সত্তমং রোগং সরভঙ্গো নাদ্দসং পুব্বে,
সো'যং রোগো দিট্ঠো বচন করেনাতি দেবস্স।"

"যশস্বী গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক আমার শিক্ষাপদসমূহ বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। পরিপূর্ণ পঞ্চস্কন্ধ রোগ শরভঙ্গ পূর্বে দেখে নাই। বুদ্ধের উপদেশে এখন তাহা মার্গজ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়াছে।

"যেনেব মগ্গেন গতো বিপস্সী,
যেনেব মগ্গেন সিখী চ বেস্সভূ;
ককুসন্ধ কোনাগমনো চ কস্সপো
তেনঞ্জসেন অগমাসি গোতমো।"

১ Kioth : Buddhist Philosophy, 147.

২ "এবং সব্বঙ্গ সম্পন্নং মুনিং দুক্খস্স পারগু,
অনেকাকারসম্পন্নং পয়িরুপাসন্তি গোতমং।
চন্দো যথা বিগত বলাহকে নভে,
বিরোচতি বীতমলো ভানুমা;
এবমপি অঙ্গীরস ত্বং মহামুনি.
অতিরোসসি যসস্ সব্বলোকং।"

৩ সরভঙ্গ, নং ২২৮.

যেই পথ অনুসরণ করিয়া বিপস্সী, শিখী, বেস্সভূ, ককুসন্দ, কোনাগমন ও কশ্যপ গমন করিয়াছেন, গৌতম বুদ্ধও সেই পথ অনুসরণ করিয়াছেন।

"বীতত্তণ্হা অনাদানা সত্তবুদ্ধা খযোগধা
যেযহং দেসিতো ধম্মো ধম্মভূতেহি তাদিহি।
চত্তারি অরিয় সচ্চানি অনুকম্পায পাণীনং,
দুক্খং সমুদযো মগ্গো নিরোধো দুক্খসঙখযো।"

বীত তৃষ্ণ ও উপাদানবিহীন হইয়া সাতজন বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করিয়াছেন। তাদৃশ বুদ্ধগণ দ্বারা প্রাণিগণের হিতের জন্য মার্গসত্য দেশিত হইয়াছে। সেনক স্থবির[১] বলিয়াছেন,—

"মহাপ্পভং গণাচরিযং অগ্গপত্তং বিনাযকং
সদেবকস্স লোকস্স জিনং অতুল দস্সনং।
মহানাগং মহাবীরং মহাজুতিমনাসবং,
সচ্চাসব পরিক্খীনং সত্থরমকুতোভযং।
চির সঙ্কিলিট্ঠং বতমং দিট্ঠি সন্দানসন্দিতং,
বিমোকখা যো ভগবা সব্বগন্থেহি সেনকন্তি।"

জ্যোতিষ্মান, জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল, ভিক্ষুগণের আচার্য, শীলাদি গুণযুক্ত, দেব মনুষ্যের শাস্তা, সদেব লোকবিজয়ী, ৩২ লক্ষণ ও অশীতি অণুব্যঞ্জন যুক্ত, অভিরূপ দর্শনীয়, ক্ষীণাসব শ্রেষ্ঠ, মারবিজয়ী, মহা-প্রতাপশালী, সর্বাসব পরিক্ষীণ নির্ভিক শাস্তাকে দর্শন করিলাম। তিনি অবিদ্যারূপ গ্রন্থি হইতে সেনক ভিক্ষুকে মুক্ত করিয়াছেন।

শ্রাবক ও মহা-শ্রাবকগণের বর্ণনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাণের সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়। এইজন্য ভিক্ষুদের মধ্যে কেহই ইহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা না করিয়া নিজদের অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে নির্বাণ অনির্বচনীয়। পণ্ডিতব্যক্তিগণই ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম। দেবমানবের কল্পনায় নির্বাণ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। ইহা সুখকর ও পরম শান্তিদায়ক। ইহা একবার প্রাপ্ত হইলে ইহা হইতে পুনরায় পতনের সম্ভবনা নাই। ইহা অনুত্তর যোগক্ষেম। কার্যকরণ সম্ভূত কোন প্রকার বস্তুর দ্বারা ইহার সীমা করা যায় না। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সংস্কারমুক্ত মন লইয়া অনাসক্ত অবস্থায় নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করেন।

---

১ থেরগাথা, শ্লো ১৯২.

থেরগাথায়ও নির্বাণ সম্পর্কে এইরূপ ব্যাখ্যায়ই শুনা যায়। নিম্নের কতিপয় উদ্ধৃতি হইতে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

বকুল স্থবির[১] বুদ্ধকে "জগৎ শান্ত কি অনন্ত, আত্মা ও বাহ্যিক দেহ এক না পৃথক, মৃত্যুর পর অর্হতের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে কি-না?" প্রভৃতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে জানান যে, এইসব তত্ত্বের উপর বুদ্ধের ধর্ম জীবন নির্ভর করে না। জন্ম-জরা, ব্যাধি-মৃত্যু, শোক-দুর্বিপাক, দুঃখ-হতাশা জগতে বর্তমান। এইগুলি কাহারও কাম্য নহে। এই সমস্ত দুঃখ হইতে মানুষ কিরূপে ত্রাণ পাইতে পারে, বুদ্ধের ধর্ম সেই পথেরই সন্ধান দেয়। দুঃখের নিবৃত্তি সাধন প্রত্যেক মানুষেরই কাম্য।

"যং হি কয়িরা তং হি বদে, যং ন কয়িরা ন তং বদে,
অকরোন্তং ভাসমানানং, তং পরিজানন্তি পণ্ডিতা।"

যাহা করিবে তাহাই বলিবে, যাহা করিবে না তাহা কখনও বলিও না। কেবল বাক্যব্যয়ে কোনও কাজ হয় না। বাগাড়ম্বর ব্যক্তিকে পণ্ডিত ব্যক্তি বাক্যোচ্চারণ ক্ষণেই চিনিতে পারেন।

চূলপন্থক স্থবির[২] বলিয়াছেন,—

"তস্সাহং বচনং সুত্বা বিহাসিং সাসনে রতো,
সমাধিং পটিপাদেসিং উত্তমত্থস্স পত্তিয়া।
পুব্বেনিবাসং জানামি দিব্বচকখুং বিসোধিতং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা কতং বুদ্ধস্স সাসনং"।

আমি তাঁহার (শাস্তার) বচন শুনিয়া উত্তমার্থ-প্রাপ্তির জন্য সমাধিতে রত হই।

পূর্বেনিবাস জ্ঞাত হই। আমার দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হয়, এবং ত্রিবিদ্যা লাভ করি। আমি এখন বুদ্ধশাসনে কৃতবিদ্য।

মহাকাশ্যপ স্থবির[৩] নিম্নলিখিত ভাবে স্বীয় প্রাপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন,—

১ থেরগাথা, নং ১৭২.

২ থেরগাথা, নং ২৩৬.

৩ থেরগাথা নং ২৬১.

"যাবতা বুদ্ধ খেত্তম্হি ঠপয়িত্বা মহামুনিং,
ধুতগুণে বিসট্‌ঠম্হি সদিসো মে ন বিজ্জতি।
পরিচিয়ো ময়া সত্থা কতং বুদ্ধস্‌স সাসনং,
ওহিতো গরুকো ভারো নত্থিদানি পুনব্ভবো।"

সমস্ত বুদ্ধশাসনে বুদ্ধব্যতিত ধুতগুণে আমার সমকক্ষ কেহ নাই।

আমাকর্তৃক শাস্তা পরিচিত হইয়াছে। বুদ্ধশাসনে আমি কৃতকার্য। আমার ভার অপনীত হইয়াছে। আমার পুনর্জন্ম নিরুদ্ধ।

॥ থেরীগাথা ॥

'থেরীগাথা' খুদ্দক নিকায়ের নবম গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানিতে ৭৩ জন বৌদ্ধ মহিলা কবিদের কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে।[১] প্রাচীন পাক-ভারতে এইরূপ একখানি গ্রন্থ বিরল ছিল। ইহাকে কেবল মাত্র কয়েক জন গৃহত্যাগিনী সংসার ধর্ম বিবর্জিতা সন্ন্যাসিনীর জীবন কাহিনী বলিলে ভুল হইবে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বহু তত্ত্ব ও তথ্যে গ্রন্থখানি ভরপুর।[২] ইহাতে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, ভারতের নারী সমাজ কোন কোন ব্যাপারে একটু ব্যতিক্রম থাকিলেও তাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পর্কীয় বিষয়ে পুরুষের সহিত সমানভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাঁহারা নৈতিক-উন্নতিতে কাহারও চেয়ে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বৌদ্ধনারীরা বিদ্যার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

১ ইহার ইংরেজী অনুবাদ শ্রীমতি রীস ডেভিড্‌স কর্তৃক: "Psalms of the Sisters" নামে পালি টেক্স সোসাইটি, লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সম্পর্কে বিশেষভাবে জানিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি খুব মূল্যবান: The women leaders of the Buddhist Reformation, as illustrated by Dhammapala's Comentary on the Theragatha. (Trans. of the 9th International Congress of the Orientalists, London, 1893) and "Buddhist women" by Dr. B. C. Law, pub, by Indian Antiquary (March, April and May, 1828); "Women Under primitive Buddhism" by I. B. Horner; বিজয় চন্দ্র মজুমদার 'থেরগাথা'র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

২ Introduction to Psalms of the Sisters, p. XXII.
"Anicca, dukkha, anatta, the four noble truths, the Aryan Path, the Seven Buddhas, Arhants as no less Buddha and Tathragata then their great Master, and so fourth, such is the range of the ancient Theravadism of these poems."

কোন কোন আধুনিক পণ্ডিত বুদ্ধকে নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য দায়ী করেন। তাঁহাদের মতে গৌতম বুদ্ধ নারীদের প্রথমে সংঘভুক্ত হইবার অনুমতি দেন নাই। ভিক্ষুদের চেয়ে ভিক্ষুণীদের সংঘ মধ্যে নিম্নশ্রেণীর বলিয়া গণ্য করা হইত। সংঘে যোগদান করিবার পরও নারীদের উপর নানারূপ বাধা-নিষেধ আরোপ করা হইত। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের এই অনুযোগ সত্য নহে। তদানীন্তন প্রাক্-ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধের এইরূপ ব্যবহার মোটেই আশ্চর্যজনক নহে। বৌদ্ধ ধর্মে জাতিভেদ স্বীকৃত হয় নাই। বুদ্ধের কাছে সকল মানুষই সমান। স্ত্রী-পুরুষ সমানভাবে পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল ভোগ করে। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কর্মফলই তাঁহার মুক্তি পথের সহায়। নারী জাতির প্রতি বুদ্ধের অকৃত্রিম স্নেহ ও মমতা সর্বজন স্বীকৃত। তাঁহার জীবন সমাজ পরিত্যক্তা, নিগৃহীতা, পতিতা রমণীদের উদ্ধারের গৌরবে মহিয়ান। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার তুলনা বিরল। বুদ্ধ পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ্য মতের মধ্যে বর্ণভেদের যুক্তিহীন আতিশয্যই নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য দায়ী। বরঞ্চ ভগবান বুদ্ধ জাতি বর্ণ নির্বিশেষে নারীদিগকে সংঘে প্রবেশের অধিকার দিয়া বহুবিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক নির্যাতন হইতে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বুদ্ধকে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। 'থেরীগাথা' নামক এই কাব্যগ্রন্থে ইহার প্রমাণ মিলে। প্রাক বৌদ্ধযুগে স্বর্গলাভের জন্য পুত্র-সন্তান উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হইত। বৌদ্ধধর্মে পুত্র-কন্যার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইত না। ব্রাহ্মণ্য সমাজে যাগ-যজ্ঞে নারীদের স্থান নির্দিষ্ট ছিল না, বন্ধ্যা ও বিধবারা এই সব অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিত না। বৌদ্ধ ধর্মে বন্ধ্যা ও বিধবার উপর এইরূপ কোন প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করা হইত না। পরমার্থ সাধনায় মানুষে মানুষে কোন প্রকার প্রভেদ নাই। ভগবান বুদ্ধ পুনঃ পুনঃ প্রচার করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকেরাও উচ্চতম শ্রামণ্যফল লাভের যোগ্যা ভিক্ষুণীদের আপাতদৃষ্টিতে সংঘমধ্যে ভিক্ষুদের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর বলিয়া মনে হইলেও আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাপারে তাঁহারা পুরুষের তুলনায় কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিলেন না। ধ্যানফল, বিবিধ বিদ্যা, মার্গফল, অভিজ্ঞা, এমনকি নির্বাণ সাক্ষাতকারের ব্যাপারেও ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য বিবেচিত হয় নাই। যে কোন ভিক্ষুণী আন্তরিকতার

সহিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলে ভিক্ষুদের মতই যথাসময়ে মার্গফলের অধিকারী হইতে পারিতেন। সামাজিক মর্যাদা, অকুলীনত্ব, জাত, কুল, স্ত্রী-পুরুষ কোনটাই মার্গফল লাভের অন্তরায় নয়। খ্যাতনামা ভিক্ষুণীরা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সমানভাবেই ভিক্ষুদের সহিত তুলনীয়। মহাথেরী ভদ্দাকপিলানী প্রায়ই নিজেকে মহাকাশ্যপ স্থবিরের সহিত তুলনা করিতেন :

"বহু জন্মজন্মান্তর ঘুরি মোরা দুইজন,
এবার লভেছি মুক্তি শান্তি পারাবার ;
দুঃখ-দৈন্য ত্রিতাপ দগ্ধ মোহান্ধ মানব,
ভোগে নিত্য জরা ব্যাধি অকাল-ভৈরব।
জগতের দুঃখ লাগি আজি মোরা সচেতন,
আত্মজয়ী, জীন দুঃখে মন নহে উচাটন"।[১]

ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের ন্যায় নিজেদের মানসিক প্রপঞ্চ দূর করিতে সক্ষম। তাঁহারাও ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করিলে পুরুষের ন্যায় অর্হত্ব লাভ করিতে পারেন। বুদ্ধ ও আনন্দের কথোপকথনের মধ্যে এই ভাব পরিস্ফুট। আনন্দের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ভগবান বুদ্ধ স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন, "পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও শ্রামণ্য ফলের অধিকারী হইতে পারেন।"[২] তিনি আরও বলিয়াছেন যে ক্ষেমা, উৎপল বর্ণা, ধম্মদিন্না, ভদ্দকপিলানীর ন্যায় ভিক্ষুণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাঁহার প্রবর্তিত শাসনের মঙ্গল ব্যতিত অমঙ্গল হইবে না। ধর্মানুরাগী উৎসাহী ভিক্ষুণীরা উপরোক্ত থেরিগণের ন্যায় তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তৎপর হন। এইরূপ ভিক্ষুণীর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি

---

১ Psalms of the Sisters, P. 49

২ "পুত্তো বুদ্ধস্স দায়াদো, কস্সপো সুসমাহিতো,
পুব্বেনিবাসং যো বেদি, সগ্গাপায়ঞ্চ পস্সতি :
অথো জাতিক্খয়ং পত্তো অভিঞ্ঞা বোসিতো মুনি,
এতাহি তীহি বিজ্জাহি, তেবিজ্জো হোতি ব্রাহ্মণো।'
"তথেব ভদ্দা কাপিলানী তেবিজ্জা মচ্চু হায়িনী.
ধারেতি অন্তিমং দেহং, জেত্বা মারং সবাহনং।
দিস্বা আদীনবং লোকে, উভো পব্বজিতো মযং;
ত্যম্হ খীনাসবা দন্তা সীতিভূতম্হ নিব্বুতা।"

পায় ততই শাসনের মঙ্গল। সদাচারসম্পন্ন শীলানুরাগী ভিক্ষুণীর সংখ্যা জগতে বিরল। তবে একেবারে নাই বা হইবে না একথা বলা যায় না। যে সমাজে সদাচারসম্পন্ন লোকের সংখ্যা বেশী ঐরূপ সমাজের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

বিনয় পিটকে ভিক্ষুণীদের যে চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে উহার মাপকাঠিতে স্ত্রী জাতির বিচার করিলে চলিবে না। যেহেতু বিনয় কেবল মাত্র অপরাধ ভঙ্গকারী ভিক্ষুণীদেরই ইতিকথা এবং সংঘ কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্ত অপরাধিনীর শাস্তি বিধানই উহার মূল বক্তব্য। তাহাতে সমাজে বসবাসকারী সকল রমণীদেরই চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। থেরীগাথা গ্রন্থখানির আলোচনা হইতে পাক-ভারতের নারী জাতির সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে ৭৩ জন ভিক্ষুণী বা থেরীর জীবন কাহিনী বর্ণিত আছে। তাঁহাদের রচিত গাথার সংখ্যা ৫২২। ইঁহাদের মধ্যে ২৩ জন সম্ভ্রান্ত বংশীয় রাজ পরিবারভুক্ত বধূ বা কন্যা, ১৩ জন শ্রেষ্ঠী বা বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত, ব্রাহ্মণ ও পূজারী ৭জন, বারবণিতা ছিলেন ১৫ জন। অবশিষ্ট ভিক্ষুণীরা সমাজের সাধারণ পরিবারভুক্ত গৃহস্থের মেয়ে।

প্রাচীন পাক-ভারতীয় নারী সমাজের পর্যালোচনা করিলে স্বভাবতই বৌদ্ধ নারী কবিদের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি সাহিত্যে উল্লেখিত মহিলাদের তুলনামূলক আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধনারী কবিগণ যেন উচ্চপর্যায়ে উন্নীত কোন এক অতিন্দ্রিয়, অতিমানব গগন বিহারী ভাবরাশির মধ্যে বিহার করেন। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি সাহিত্যের মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইল এইখানে। বৌদ্ধসাহিত্য মাত্রই বৈরাগ্য প্রধান। সুতরাং প্রেম, ভালবাসা, স্বভাব বর্ণন, বৈষয়িক অনুভূতি প্রভৃতি সাহিত্য সুলভ সাধারণ চিত্তবৃত্তির প্রভাব এখানে লক্ষ্য করা যায় না। বৌদ্ধ থেরিগণের রচনায় সাধারণ নারী হৃদয়ের সুকোমল কাতর নিবেদন নাই। তাহারা কখনও অন্যান্য নারী সমাজের ন্যায় মলয় পবন, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, বসন্ত সমাগম প্রভৃতির বর্ণনায় ভাবাবেগে বিভোর হইয়া বলেন নাই, "যে আগুন ঘর পোড়ায়, নগর দাহ করে, সেই আগুনই সর্বজন রক্ষক সর্বজন বল্লভ; আমার প্রেমাধীশ্বর যিনি তিনি আমাকে যতই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারুক না কেন, তিনি আমার দয়িত, আমার প্রিয়তম প্রাণসর্বস্ব।" বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরা বলিয়াছেন, "আমরা বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাই না, জগতের ক্ষণিক সুখভোগে আমাদের প্রয়োজন নাই; আমরা চাই অর্হত্ব, পরমার্থ, নির্বাণ, পরম মুক্তি।"

তাঁহাদের রচনায় সর্বত্র বৌদ্ধ আদর্শ পরিস্ফুট; ত্যাগ, ও নির্বাণের মহিমাই ইহার সর্বত্র কীর্তিত। ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ এই চারিটির মধ্যে ধর্ম এবং মোক্ষ ইহাতে প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়। অপর দুইটি যেন ইহাতে বিশেষ রূপে স্থান পায় নাই। এই সম্পর্কে শ্রীমতি রীস ডেভিড্স বলেন, "Inspite of their various defects the contents of it are substantially interesting as the expressions of religious minds—the mind expressed in it was intensely alive because it knew what it was and prepared itself instead of depending upon others merely saying Aman".[১]

থেরীগাথায় বিধৃত নারীচিত্তের যে প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহা কেবল অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে আকুল আর্তনাদ নয়, সেই চিত্ত সর্বদা জাগ্রত এবং সাফল্যের দীপ্তিতে চিরোজ্জ্বল। ইউরোপীয় নারী সমাজ প্রাকৃতিক পরিবেশে ক্ষত-বিক্ষত হতাশায় ম্রিয়মান হইয়া খৃষ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুণীগণ আত্মশক্তিতে বলীয়ান, সামাজিক পরিবেশ'ও অদৃষ্টের পরিহাসকে স্বীকার করিয়াও আত্মবিশ্বাস হারাননি। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বশক্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ হৃদয় লইয়া জীবন-সংগ্রামে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহারা অজানাকে জানার জন্য, অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্ত হইবার জন্য,অনধিগত বিষয় অধিগত হইবার জন্য সার্থক সব্যঞ্জন কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করিবার জন্য তাঁহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং সেই দুর্জয় সাধনায় তাঁহাদের কেহই ব্যর্থকাম হন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ফল ইহজীবনে প্রাপ্ত হইয়া অজর-অমর চির শান্তিময় নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়া অর্হত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই সমস্ত ভিক্ষুণীদের চিত্ত-চৈতসিক মনোবৃত্তি কতদূর উন্নত হইয়াছিল তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতির মধ্যে কতকটা পরিস্ফুট: "The bereaved mother, the childless widow, are emancipated from grief and contumely, the megdolen from the remorse, the wife of a Raja or richman from the satiety and emptiness of an idle life of luxury, the poor man's wife from care and drudgery, the girl from the humiliation of being handed over to the suiter who bids the highest, the

১. Psalms of the Sisters, 1909, Introduction, P. XIII.

thoughtful woman from the ban imposed upon her intellectual development by convention and tradition."[১]

থেরীগাথায় বৈষয়িক বর্ণনার প্রাচুর্য থাকিলেও ভিক্ষুদের তুলনায় ভিক্ষুণীগণ নির্বাণ সাধনায় কম সাফল্য লাভ করেন নাই। ডক্টর উইন্টারনীট্‌সের গণনানুসারে থেরীদের আধ্যাত্মানুভূতি ২৩% এবং ভিক্ষুদের ১৩%[২]। ভিক্ষুণীগণ সংঘমধ্যে ভিক্ষুদের সম মর্যাদা পাইতেন না। অধ্যাত্ম সাধনার ব্যাপারেও ভিক্ষুণীগণ শ্মশানে ও অরণ্যে ধ্যান সমাধি করিবার জন্য যাইতে পারিতেন না। সর্বত্র একাকী বিচরণ করাও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অধিকাংশ ভিক্ষুণী[৩] সংসারের নানা অসুবিধা, অভাব-অনটন, দুঃখ-দৈন্য, সামাজিক রীতি-নীতির যুপকাষ্ঠ হইতে মুক্তি লাভের আশায় গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বামী-পরিত্যক্তা, বাল্যবিধবা, পুত্র-কন্যাহারা

১ Winternitz: *Indian literature*, Vol, II. P., 105, *Psalms of the Sisters*. P. XXIV, See also *Aniguttara Nikaya* II, P: 7., *Dipavaimsa*, III, P. 5

২

	সংখ্যা	বহিরানুভূতি	মিশ্র	আধ্যানুভূতি
ভিক্ষুণী	৭৩	৪২	৫	২৬
ভিক্ষু	২৬৪	১১৪	৯	১৪১

C/o Geschiete der Indischen literature, 1913. Vol. II. 1. 83.

৩ থেরীগাথায় বিধৃত ভিক্ষুণীদের জীবনী পর্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা দুইটি কারণে ভিক্ষুণী ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন—(ক) প্রথম প্রকারের ভিক্ষুণীরা সংসারের অভাব অনটন প্রভৃতি নানারূপ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভের প্রত্যাশায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ভিক্ষুণীদের নাম উল্লেখযোগ্য—(১) ইসিদাসী—বেচারী তিনবার বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনবারই স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হন। (২) মুক্তা—তাঁহার বিবাহ হয় নিষ্ঠুর কুজোঁর সঙ্গে। (৩) নন্দা—তাঁহার বর বিবাহের পূর্বক্ষণেই মারা যায়। (৪) সুমঙ্গলা—স্বামী রান্নাঘরের অত্যাচারে অস্থির। (৫) শ্যামা—বন্ধুর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত। (৬) উব্বিরি—একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে ধৈর্য হারাণ। (৭) পটাচারা—দুই পুত্র, স্বামী, মাতা-পিতা ও ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকগ্রস্তা। (৮) বিধবা চন্দা—দরিদ্রা, সর্বস্বহীনা, ও নিঃসহায়া। (৯) বৈসিখি—পুত্রহারা। (১০) কিসাগোতমী—স্বামী ও পুত্রের মৃত্যুতে অধীর। (১১) ভদ্দাকুণ্ডল কেশা—আত্মরক্ষার জন্য স্বামীকে হত্যা করেন। (১২) উৎপলবর্ণা—নিজের অজ্ঞাতে আপন কন্যার স্বামীর সহিত বিবাহিতা হন। (খ) যাহারা সংসারের পর্যাপ্ত ভোগসুখে লালিত পালিত হইয়াও নৈর্বাণিক সুখের প্রত্যাশায় ভিক্ষুণীধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন: (১) ধর্মা—তিনি পরম আদরে লালিত-পালিত হন। উপযুক্ত পাত্রের

ভিক্ষুণীও অনেক। থেরীদের মধ্যে অনেকে প্রব্রজ্যা জীবনে সকলকাম হইয়াছিলেন। সংসার যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে পটাচারা, কীসাগোতমী, অম্বপালী বদ্ধা কুণ্ডলকেসা, ইসিদাসী, অড়ঢকাসী, বিমলা, অভয়ের মাতার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

পটাচারা—শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠী কন্যা ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর এক সুন্দর যুবকের প্রেমে পড়েন এবং পরে মাতা-পিতার অজ্ঞাতে তিনি তাহার সহিত চলিয়া যান। কিন্তু কর্ম বিপাকে অতিশীঘ্র তাঁহার স্বামী সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া দুইটি পুত্র-সন্তান লইয়া পিতৃগৃহাভিমুখী যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁহার দুইটি পুত্র জলে ডুবিয়া মারা যান। এদিকে তাঁহার পিতৃগৃহে আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার ভ্রাতা ও মাতা-পিতা গৃহ বিধ্বস্ত হইয়া মারা যান। তিনি এই ভীষণ দুর্বিপাকে শোক-সংবরণ করিতে না পারিয়া ইতস্তত: ঘুরাফেরা করিতে করিতে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। তাঁহার শরীরের ভারসাম্য হারাইয়া ফেলেন। তাহার শরীরের বস্ত্র পর্যন্ত খসিয়া পড়ে। অবশেষে তিনি একদিন বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া পান। এবং শ্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হন। অব্যবহিত পরে তিনি জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া অর্হত্বে উপনীত হইলেন।

কিসাগোতমী—ইনি শ্রাবস্তীর এক দরিদ্র গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। উপযুক্ত বয়সে বিবাহের পর এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। এবং পরে যখন সেই পুত্র সন্তান মারা যায় তখন তিনি অত্যন্ত শোকে অধীর হইয়া পড়েন। মৃত পুত্রকে কোলে করিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। বুদ্ধ তাঁহাকে জগতের অনিত্যতা সম্পর্কীয় উপদেশ প্রদান করায় তিনি অর্হত্বফল লাভ করেন। তিনি সেই দিনই ভিক্ষুণী সংঘে দীক্ষা লাভ করিয়া শাসনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন।

সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সংসারের প্রতি তাঁহার আসক্তি ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করেন। (২) অনোপমা — বহুলোক তাঁহার পাণিপ্রার্থী হন। কিন্তু তিনি সবাইকে প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। (৩) শুভা— বিবাহে সম্পূর্ণ অরাজী ছিলেন। (৪) রোহিনী — সাংসারিক ভোগসুখে সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণ। (৫) সুমেধা — রাজপুত্র বরকে প্রত্যাখ্যান করিয়া শুধু নিজে প্রব্রজ্যা ধর্ম অবলম্বন করেন নাই, স্বীয় মাতাপিতাকেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করাইয়াছিলেন।

ভদ্দা কুণ্ডলকেশা—রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠী গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর এক পুরোহিত পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামীর নাম ছিল 'সথুক'। সথুক একজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক। সে ভদ্দাকে মোটেই ভালবাসিত না। সে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া তাঁহার অলঙ্কারসমূহ অপহরণ করিবার উদ্যোগ করে। ভদ্দা ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার স্বামী সথককে কৌশলে হত্যা করিয়া নিগ্রন্থ সন্ন্যাসীদের আশ্রমে যোগদান করে। তিনি তথায় মহাতার্কিক বলিয়া পরিচিতা হন। একদিন বুদ্ধের মহাশ্রাবক সারিপুত্রের সহিত তর্কে পরাস্ত হইয়া বৌদ্ধসংঘে যোগদান করেন। অচিরে তিনি প্রতিসম্ভিদা সহ অর্হত্ব লাভ করিয়া সংসারদুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করেন।[১] এই মহিয়সী মহিলা তাঁহার পরিণত বয়সে তাঁহার অভিজ্ঞতা সতীর্থগণের নিকট বর্ণনা করেন। সেইগুলি পরবর্তীকালে কবিতাকারে থেরীগাথায় স্থান লাভ করে।

অড্‌ঢকাসী—প্রথম বয়সে তিনি কাশীর এক বারবণিতা ছিলেন। তিনি বুদ্ধ কর্তৃক দূত প্রেরিত হইয়া ভিক্ষুসংঘে দীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার রচিত কবিতায় স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতার চিত্রগুলি অতি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। অর্হত্ব লাভ করিবার পরেই তিনি কবিতাগুলি রচনা করেন।

ইসিদাসী—ইনি উজ্জয়িনীর এক বিত্তশালী ধার্মিক শ্রেষ্ঠী গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত বয়সে বহুবার তাঁহার বিবাহ হয়। প্রত্যেক বারই স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হন। অবশেষে তিনি থেরী জীনদত্তার নিকট ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষালাভ করেন। অব্যবহিত পরে তিনি সর্বদুঃখের অন্তসাধন করিয়া অজর-অমর-চির শান্তিময় নির্বাণ সাক্ষাত করিয়া বৌদ্ধ শাসনে অলঙ্কৃতা হন। অন্তিম বয়সে তিনি যে সমস্ত কবিতা রচনা করেন, উহাতে তাঁহার বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতার চিত্র প্রস্ফুটিত।[২] ইহাতে বাস্তব জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও পরিণত জীবনের আধ্যাত্মিক সুর ঝংকৃত।

---

১ থেরীগাথা অট্ঠকথায় উল্লেখ আছে ভিক্ষুণীদের মধ্যে তাঁহার মত তার্কিক অপর কেহ ছিলেন না। একমাত্র সারিপুত্রের সঙ্গেই তাঁহার উপমা চলে। সারিপুত্রই একমাত্র তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

২ থেরীগাথা, নং ৪৩৫—৪৩৬.

"মাতাপিতু অভিবাদয়িত্বা সব্বং চ ঞাতিগণ বগ্গং,
সত্তাহং পব্বজিতা, তিস্সো বিজ্জা অফস্সযিং।
জানামি অত্তনো সত্ত, জাতিয়ো যস্সযং ফলবিপাকো,
তং তব আচিক্খিস্সং, তং একমনা নিসামেহি।"

অম্বপালি—যে সমস্ত স্ত্রীলোক বুদ্ধের শাসনে প্রবেশ করিয়া নিজেদের ধন্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অম্বপালি অন্যতম। তিনি তাঁহার প্রথম জীবনে একজন গণিকা ছিলেন। আম্রবৃক্ষের কোটরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে 'আম্রপালি' বলা হইত। যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রূপ লাবণ্যবতী হইয়া উঠেন। বহু গণ্যমান্য শ্রেষ্ঠীপুত্র এমনকি রাজকুমারেরাও তাঁহার পাণিপ্রার্থী হন। একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে সকলকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নহে বলিয়া গণিকাবৃত্তি অবলম্বনের জন্য তাঁহাকে বাধ্য করা হয়। কথিত আছে 'অম্বপালি' বা আম্রপালির জন্যই বৈশালী প্রাচীন ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।[১] তাঁহার পরিচর্যা লাভ করিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে দর্শনার্থীর ভিড় হইত। সকলকে তিনি আথিত্য দান করিতে পারিতেন না বলিয়া অনেকে ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া যাইতেন। তিনি এক রাত্রির জন্য পঞ্চাশ কহাপণ দাবী করিতেন। বৈশালীতে তিনি বহু সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন।

ভগবান বুদ্ধ বৈশালীতে পদার্পণ করিলে এই নগর শোভিনী পতিতা রমণী তাঁহার গণিকাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া তথাগত প্রবর্তিত ভিক্ষুণীসংঘে যোগদান করেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বৌদ্ধসংঘের হিতসাধনের জন্য দান করেন। রূপসী অম্বপালি অতিশীঘ্র তাঁহার পুত্র বিমল কোণ্ডাণ্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্হত্বে উন্নীত হন।[২] থেরী অম্বপালি পরিণত বয়সে যে গাথা রচনা করেন তাহাতে যৌবনের উত্তপ্ত ঔজ্জ্বল্য নাই, আছে জীবন সন্ধ্যার করুণ লাবণ্য। প্রথমে জীবনের রূপের মনোহর জৌলুস শেষ অধ্যায়ে অপরূপ শান্তিতে ভরিয়া উঠে। তথাগত বুদ্ধের মধ্যে তিনি তাঁহার সেই প্রশান্তি খুঁজিয়া পান। তাঁহার রচিত কবিতাগুলির মধ্যে সেই আশ্বাসের সুরই ঝংকৃত। বহু দুঃখ-দৈন্য এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া থেরী অম্বপালি ভগবান তথাগত বুদ্ধের বাণী নিজের জীবনে প্রতিফলিত দেখিয়াছেন।

অম্বপালি রচিত কবিতাগুলি, কেবল অধ্যাত্মতত্ত্বের বাহন হিসাবে ধর্মীয় কবিতায় পর্যবসিত হয় নাই। ইহার কাব্যিক মূল্যও অনন্যসাধারণ।

১ ধর্মরত্ন মহাস্থবির : মহাপরিনিব্বান সুত্তং, পৃঃ ২১৭-২১৮। এক পন্নক—জাতক, ১৪৯।

২ Psalms of the Early Buddhist Breathen, Part—I. See also Psalms of the Sisters, P. 120; Rhys Davids: Buddhist Suttas, S. B. E. XII., P. 30—33.

বৌদ্ধ জনসাধারণেরা উহার মধ্যে যেমন অনিত্য ও নশ্বরতার বাণী খুঁজিয়া পান তদ্রূপ কাব্য রসিক ব্যক্তিরাও কবিতাগুলির বাক-নির্মিতির শিল্প-কৌশল দেখিয়াও মুগ্ধ হন। যশস্বী থেরী অম্বপালি কয়েকটি সার্থক চিত্রকল্পের সাহায্যে অতীত যৌবন ও বর্তমান বার্ধক্যের ছবি তাঁহার রচনার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভাষার চমৎকারিত্ব এবং বর্ণনার স্বচ্ছতা ও বাঙময়তায় কবিতাগুলি অনবদ্য। তিনি তাঁহার কেশরাশির বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"কালকা ভমর বন্নসদিসা
বেল্লিতগ্গা মুদ্ধজা অহুং ;
তে জরায় সানবক সদিসা।
বাসিতো ব সুরভি করণ্ডকো
পুসফং মম উত্তমঙ্গভু ;
কান নং ব সহিতং সুরোপিতং
কোচ্ছ সূচি বিচিতগ্গ সোভিতং।
সন্থগন্ধক সুবন্নমণ্ডিতং
সোভতে সো বেনীহি অলংকতং ;
তং জরায় বিরল তহিং তহিং।"[১]

অনুবাদ—পূর্বে আমার চুলের রং ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ছিল, বেনীপর্ণ ছিল কুঞ্চিত, কেশগুচ্ছ সুরোপিত কাননের ন্যায় ঘন কৃষ্ণবর্ণ। স্বর্ণ সূত্রে গ্রথিত পত্র-পল্লবের ন্যায় তাঁহার খোঁপা বিচিত্র ও শোভমান ছিল। আজ তাহা বার্ধক্যহেতু সেই সুন্দর কেশগুচ্ছ ও কবরী শ্বেত শণের ন্যায় আলুথালুভাব ধারণ করিয়াছে।

থেরী অম্বপালির কবিতায় তদানীন্তন ভারতের কেশ বিন্যাসের এক সুন্দর চিত্র পরিস্ফুট। ইহা ছাড়া তিনি তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য হইতে যে সত্যটি উদ্ধার করিয়াছেন তাহাও মর্মস্পর্শী। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, যৌবন যতই ভোগ-সুখের হউক না কেন তাহা চিরস্থায়ী নহে। উহার পরিণাম ভয়াবহ। সুতরাং ভোগ-সুখের মধ্যেও দুঃখের ছায়া চির বিরাজমান।

১ থেরীগাথা, নং ২৫২—২৫৪।

অক্ষিযুগলের বর্ণনায়ও তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার আঁখি ছিল আয়ত ও সুনীল, ভ্রূযুগল ছিল অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত। উহা নীল রঙের তুলিতে আঁকা একখানা ছবি। অলোক বিচ্ছুরিত মনির ন্যায় আঁখি ছিল সুরুচির ও ভাস্বর।[১]

কোকিলের মধুর তানে বনভূমি ঝংকৃত। নগর শোভনা সুকন্ঠী আম্র-পালি সুর ঝংকারে বৈশালী নগরী নিনাদিত। জীবন-গোধূলিতে সেই স্মৃতি পুনর্জাগরিত:

"কানন কুন্তলা বনবিহারিনী
মধুর ঝংকারে কুজিতা কোকিলা।"[২]

উপবনের কোলিকার সঙ্গে বৈশালীর রূপসী আম্রপালির তুলনা অপ-রূপ অর্থবাহী।

কম্বুকণ্ঠী আম্রপালির দেহের বর্ণ ছিল স্বর্ণের ন্যায় দুগ্ধধবল। গ্রীবা-টিকে মনে হইত সুগঠিত একটি শঙখ। সুধাম সৌন্দর্যের অধিকারিণী রূপসী বারবণিতার বাহুযুগলের বর্ণনা অপূর্ব—

"বর্তুল অর্গল সম মোর দুটি বাহু,
দু'পাশে ধরে কিবা অপরূপ শোভা।"[৩]

আজ নবরূপে প্রকাশিত এই শ্রামণ্য জীবনে তিনি এক অপরূপ আনন্দ-লোকের সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহার সুন্দর সুঠাম বাহুযুগল আর নাই। ইহা 'জরায় যথা দুর্বল পাটলী।"

১ "চিত্রকার সুকতা ব নেত্তিতা
সোভতে সু ভমুকা পুরে মম ;
তা জরায় বলিহি পলম্বিতা।
ভসসরা সুরুচিরা যথা মনি
নেত্তাহেসুং অভিনীল মায়তা।"

২ থেরীগাথা, নং ২৬১
"কাননম্হি বনসণ্ডচারিণী, কোকিলা ব মধুরং নিকূজিতং,
তং জরায় খলিতং তহিং তহিং, সচ্চবাদি বচনং অনঞ্ঞথা।"

৩ থেরীগাথা, নং ২৬৩
"বট্টপলিঘসদিসোপমা উভো, সোভরে সু বাহা পুরে মম,
তাহা জরায় যথ পাটলিব্বলিতা, সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞথা।"

বিচিত্র বিভূষণে বিভূষিতা মনিবন্ধযুগলের সেই সৌন্দর্য আর নাই। বার্ধক্যের লোলচর্ম ভেদ করিয়া কৃষ্ণ শিরা সকল জাগিয়া উঠিয়াছে। যৌবনের সুগঠিত কুচযুগল বিগত যৌবনা আম্রপালির চরম পরিণতি ঘোষণা করিতেছে। সুগঠিত স্তনযুগল আজ বংশদণ্ডের ন্যায় প্রলম্বিত, জলশূন্য চর্মমোশক সদৃশ।[১]

কাঞ্চন ফলকের ন্যায় সুঠাম একদা যৌবন বিহ্বলা এই নারীর চরণে ছিল মঞ্জীর। চরণশ্রীর বর্ণনায় তিনি রূপসী রমণীর চলমান গতানুগতিক রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাহার বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন—

"তূলপুন্ন সদিসোপমা উভো
সোভতে সুপাদা পুরে মম।
তং জরায় ফুটিতা বলিমতা।"[২]

বহু দুঃখের নিলয় স্বরূপ মানব জীবনের বর্ণনায় আম্রপালি ভগবান বুদ্ধের বাণীকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করিয়াছেন নানা উপমার মাধ্যমে:

"এদিসে অহু অয়ং সমুচ্চযো,
জজ্জরো বহু দুকখান মালযো;
সোপলেপপতিতো জরাঘরো।"[৩]

দেওয়ালের চুনবালি খসিয়া পড়িয়া যেমন ইটের পাঁজর দৃশ্যমান হইয়া উঠে তদ্রূপ যৌবনের অবসানেও একদিন মানুষের দেহে জরাজীর্ণতা দেখা দেয়। ইহা মানবজীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। এইভাবে নানারূপ চিত্রের সাহায্যে মানবজীবনের উপমা অম্বপালির কবিতায় সার্থক রূপ লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁহার গাথাসমূহ একটি বিশেষ সত্যের

১ থেরীগাথা, নং ২৬৫

"পীনবট্ট সহিতুগ্গতা উভো, সোভরে সু থনকা পুরে মম,
থেবি কীব লম্বন্তি নোদকা, সচ্চবাদিবচনং অনঞ্‌ঞথা।"

২ থেরীগাথা, নং ২৬৯

৩ থেরীগাথা, নং ২৭০

স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে যেন তৎপর। তাই তাঁহার কাব্যপ্রেরণা স্থির সংযত, একনিষ্ঠ ও অচঞ্চল লক্ষ্যে প্রবহমান।

বিমলা—ইনিও বৈশালীর অপর এক বারবনিতা। ইনি রূপের পসরা সাজাইয়া অগ্রশ্রাবক মহামোগ্গল্লায়নকে মোহিত করিয়া বশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; পরে অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের কাছে পরাজিত হইয়া ভিক্ষুণী সংঘে দীক্ষালাভ করেন। পরিণত বয়সে তিনি যে গাথা রচনা করেন উহার মধ্যে তাঁহার অভিজ্ঞতার ছবি পরিস্ফুট। তিনি লিখিয়াছেন—

"যৌবনে আমি সৌন্দর্যের সৌরভে মত্ত ছিলাম। আমার অহঙ্কারের সীমা ছিল না। অনিন্দ্যসুন্দর দেহ সৌষ্ঠব, খ্যাতি ও সাফল্যের গৌরবে স্ফীত হইয়া আমি যৌবনমদে মত্ত হইয়াছিলাম। সত্য-পথ পরিহার করিয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি আমার দেহকে নিপুণ বর্ণ প্রলেপের দ্বারা দুঃসাহসিক সজ্জায় সাজাই। গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া আমি কুশলী শিকারীর ন্যায় কৌশলজাল বিস্তার করিয়া নির্লজ্জভাবে আমার দেহকে আবৃত করি। আমি বহুলোকের ধর্ম নষ্ট করি। কিন্তু আমি আজ মুণ্ডিত মস্তকে অষ্টপরিষ্কার ধারণ করিয়া উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই। আমার অন্তর নৈর্বাণিক শান্তিতে পূর্ণ।"[১]

থেরী অপদানে[২] কতিপয় ভিক্ষুণীর অধ্যাত্ম সুখ ও নৈর্বাণিক আনন্দের

১ থেরীগাথা, পৃঃ ৪১৫

"মত্তা বণ্ণেন রূপেন সোভগ্গেন যসেন চ,
যোব্বনেন রূপথদ্ধা, অঞ্ঞাসমতি মঞ্ঞিঞহং।
বিভূসেত্বা ইমং কায়ং, সুচিত্তং বাললাপনং,
অট্‌ঠাসিং বেসিদ্বারম্হি, লুদ্দো পাসমিবোড্ডিয়।
পিলন্ধনং বিদংসেন্তো গুয্হং পকাসিকং বহুং,
অকাসিং বিবিধং মায়ং উজ্জগ্ঘন্তী বহুং জনং।
সাজ্জপিণ্ডং চরিত্বান, মুণ্ডা সংঘাটি পারুতা,
নিসিন্না রুক্খমূলম্হি, অবিতক্কস্স লাভিনী।
সব্বে যোগা সমুচ্ছিন্না, যে দিব্বা যে চ মানুসা,
খেপেত্বা আসবে সব্বে, সীতিভূতম্হি নিব্বুতা।"

২ Therī—Apadāna, PP. 521–525.

বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে মনে হয় ভিক্ষুণীরা যেন গৃহস্থ জীবনের দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অনটন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কি এক অপার্থিব আনন্দ অনুভব করিতেছেন যাহার তুলনা বিশ্বজগতে বিরল। তাঁহারা বন্ধনমুক্ত পাখীর ন্যায় যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ। কোন এক ভিক্ষুণী আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠিয়াছেন :

"আমি স্বচ্ছন্দে বৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্ন হই
অহো! আমি মুক্ত, আমি কিরূপ স্বাধীন!"[১]

অপর এক ভিক্ষুণী দুঃখ-কষ্ট জয় করিয়া মুক্তির আনন্দে বলিয়া উঠিয়াছেন,

"আমি এখন বুঝিতে পারি কি কারণে
এত দুঃখ ভোগ করিয়াছিলাম।"

থেরী মুক্তা বলিয়াছিলেন,—

"সুমুত্তা সাধু মুত্তমহি তীহি খুজ্জেহি মুত্তিয়া,
উদুক্‌খলেন মুসলেন পাতিনা খুজ্জকেন চ ;
মুত্তম্‌হি জাতিমরণা ভবনেত্তি সমূহতা।"[২]

অনুবাদ—আমি মুক্ত। ত্রিবিধ বক্র পদার্থ হইতে মুক্ত ; উদুকখল, মুষল এবং কুব্জদেহ স্বামী। আমার এই মুক্তি গৌরবময়। ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর মুক্তি আমি লাভ করিয়াছি। আমি তৃষ্ণার বন্ধন ছিন্ন করিয়া জাতিমরণের গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছি।

অপর দিকে থেরী সেলা বলিয়াছিলেন,—

"সত্তি সূলূপমা কামা খন্ধানং অধিকুট্টনা,
যং ত্বং কামরতিং ব্রূসি অরতি দানি সা মমং।
সব্বত্থ বিহতা নন্দি তমোকখন্ধো পদালিতো,
এবং জানাহি পাপিম নিহতো ত্বমসি অন্তক।"[৩]

১ থেরীগাথা, পৃঃ ৪০৭

"সুমুত্তিকা সুমুত্তিকা, সাধুমুত্তিকামহি মসলস্‌স,
অহিরিকো মে হত্তকং বা পি, উক্‌খলিকা মে দেড্‌ডভং বাতি।
রাগং চ অহং দোসং চ, চিচ্চিটি চিচিটোতি বিহনামি,
সারুক্‌খ মূল মুপগম্ম, অহো সুখং তি সুখতো ঝায়ামীতি।"

২ থেরীগাথা, নং ১১

৩ ঐ, নং ৫৮-৫৯

অনুবাদ—ভোগসুখ শূলের ন্যায় আমার নশ্বর দেহকে বিদ্ধ করে। তুমি যাকে সুখ বল, তাহা আমার কাছে মূল্যহীন। কামসুখের প্রতি আমার কোন অনুরাগ নাই। অজ্ঞানরূপ অন্ধকার আমার দূরীভূত হইয়াছে। হে পাপিম মার! তুমি চিরতরে আমার নিকট হইতে দূর হইয়াছ।

এইভাবে বহুস্থানে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের বলিতে শুনি, আমি বুদ্ধবাক্য শরণ করিয়া সংবিদ প্রাপ্ত হইয়াছি (নং ২৯, ৪০); নির্বাণই আমার একমাত্র কাম্য, আমি বুদ্ধকন্যা (নং ৩১, ৪৬); আমি সর্বজ্ঞ বুদ্ধ, ধর্ম ও তাঁহার সংঘের শরণ লইয়াছি (নং ৩৩, ৫৩); বুদ্ধের আদেশ পালিত হইয়াছে; ষড়-অভিজ্ঞা আমার জ্ঞাত হইয়াছে (নং ৩৮, ৭১); মার সর্বদা তাঁহাদের কাছে পরাজিত হইয়াছে।

অর্হত্বে উন্নীত নির্বাণ প্রাপ্ত ভিক্ষুণীরা নির্বাণের যে বর্ণনা দিয়াছেন 'অস্তি নাস্তি' কোনটার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; তাঁহাদের মতে নির্বাণ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পুনর্জন্ম ও মৃত্যু রুদ্ধ হয়। পার্থিব কোন প্রকার প্রমাণ বা যুক্তির দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাত করা সম্ভব নয়। ইহা এমন একটি নিরাপদ স্থানের সহিত তুলনীয় যাহা দীর্ঘ পথ ভ্রমণের পর পথিক গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া সুখ বোধ করে। ভিক্ষুণীরা সংসার রূপ স্রোত অতিক্রম করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহা এমন একটি স্থান যাহা সময় ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ইহা অতুলনীয় আনন্দ ও অপরিমেয় শান্তি:

"Peace on earth.
No peace that grows by Lethe, scentless flowers,
There is white languages to decline and cease,
But peace whose names are also rapture, power,
Clear sight and love:
For those are parts of peace."

১ Psalms of the Sisters, P. 40. See also
"To-day my heart is healed, my yearning stayed.
An all within is purity and peace."
c/o Rhys Davids: American Lectures, P. 38.
"Exceeding store of joy and impassioned quititude."
—William Watson.

যেই উদ্দেশ্য লইয়া ভিক্ষুণীরা সংঘে যোগদান করুক না কেন তাঁহারা কখনও কোন ঈশ্বর, অব্যক্ত পুরুষ অথবা শক্তির নিকট নিজকে সমর্পণ করেন নাই। তাঁহারা কখনও বলেন নাই 'আমি আমার প্রিয়ের অথবা আমার প্রিয় আমার।' তাঁহারা সকল সময় ধর্মের সহিত নিজেদের একাত্মতা ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেন, "অত্তাহি অত্তনো নাথো, কোহি নাথো পরো সিয়া।"

বহু ভগ্নহৃদয়া ভিক্ষুণী মুক্তি লাভের পর নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। ভিক্ষুণী সুভার ইতিকথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভিক্ষুণী সুভা তাঁহার প্রথম জীবনে পরম সুন্দরী ছিলেন। বহু যুবক তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তিনি সবাইকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ভিক্ষুণী সংঘে যোগদান করিয়া অর্হত্বে উন্নীত হন। এই সময় তাঁহার প্রতি অনুরাগী এক যুবক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রেম নিবেদন করে। সুভা সেই যুবককে তাঁহার প্রতি এত অনুরক্ত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যুবক প্রত্যুত্তরে জানান যে, তাঁহার ঐ অক্ষিযুগলই তাহাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। তখন বুদ্ধগত প্রাণা যশস্বী সুভা তাঁহার অক্ষি-যুগল উৎপাটিত করিয়া যুবকের হস্তে অর্পণ করেন। তিনি তাহাকে বলেন,

"Lo, thou art wanting to walk where no path ;
Thou seekest to capture
Moon from the skies for thy play ;
Thou woudest jump o'ver the ridges of Meru,
Thou who presumest to lie in wait,
for a child of the Buddha."[১]

সে যুবক থেরী সুভার এবংবিধ ত্যাগ, ঐশ্বর্য ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হইয়া অন্তরের অন্তস্থল হইতে নীরবে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে।

১ Psalms of the Sisters, P. 152.
সংযুক্ত নিকায়ে (১ম খণ্ড, পৃঃ ২১২—২১৩) উল্লেখ আছে থেরী শুভা একজন বড় বক্তা ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য শুধু মানুষ নয়, দেব, নাগ, ও যক্ষেরাও উৎসাহ বোধ করিতেন। একবার একজন যক্ষ শুভার বক্তৃতা শুনিবার সময় চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "শুভা ভিক্ষুণী তাঁহার বক্তৃতায় যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছেন, যাহার ইচ্ছা তিনি তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করুন।"

সংযুক্ত নিকায়ে[১] কীসাগোতমী, সোমা, বিজয়া, চালা, উপচালা, উপ্পলাবন্না শিশুপচালা, সেলা ও বিজয়ার বিচিত্র জীবনালেক্ষ্য বর্ণিত আছে। তাহাতে তাঁহারা কিভাবে মার কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং দুষ্ট-মতি মারকে কিভাবে তাঁহারা পরাভূত করেন উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। থেরীগাথার বর্ণনা হইতে জানা যায় বেশীর ভাগ ভিক্ষুণীরাই মারকে পরাস্ত করিয়া সত্যোপলব্ধি করিয়াছিলেন। ধর্মানুরাগী থেরীরা দিবসের বেশী ভাগ সময় ধ্যান সমাধিতে কাটাইয়া দিতেন। পাতিমোক্ষ আবৃত্তি; নব-দীক্ষিতদের শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান থেরী ভিক্ষুণীদের দৈনন্দিন কর্তব্যের অঙ্গ ছিল। নব দীক্ষিত ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান ও 'ওবাদ' পরিচালনা করা সহজ ব্যাপার নহে। এইজন্য কেবলমাত্র উপযুক্ত ও পণ্ডিত ভিক্ষুণীদের ঐ কার্যে নিয়োজিত করা হইত। কথিত আছে থেরী বুদ্ধ-মাতা এইরূপ একজন উপযুক্ত ভিক্ষুণী ছিলেন। থেরীগাথা অট্‌ঠ-কথায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভিক্ষুদের ন্যায় উপসম্পদা গ্রহণের দিন হইতে ভিক্ষুণীদের বয়স গণনা করা হয়। থেরী ভিক্ষুণীদের জন্য ভোজনশালায় আসন নির্দিষ্ট থাকিত। কথিত আছে থেরী ধম্মদিন্না একজন দার্শনিক ভিক্ষুণী ছিলেন। মজ্‌ঝিমনিকায়ে[২] উল্লেখ আছে তিনি এবং তাঁহার পূর্বতন স্বামী বিশাখ গৃহপতির মধ্যে দার্শনিক বিষয়ে আলোচনা হয়। বিশাখ থেরী ধম্মদিন্নাকে সৎকায়দৃষ্টি, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, সংস্কার এবং নিরোধ সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। থেরী ধম্মদিন্না ধর্ম-সভায় দাঁড়াইয়া অতি সুন্দরভাবে ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

১ সংযুক্তনিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৮-১৩৩।

২ মজ্‌ঝিমনিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯ দীপবংসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ধম্মদিন্না ও রাজরাণী ক্ষেমা বিনয়ে পারদর্শী থেরীদের অন্যতম ছিলেন।

।। জাতক ।।

পালি ভাষায় রচিত জাতকসমূহ শুধু বৌদ্ধ সাহিত্যে নয় বিশ্ব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বৌদ্ধদের মতে জাতক ভগবান বুদ্ধের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত। গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের বিচিত্র কাহিনীগুলি জাতকাকারে লিপিবদ্ধ। পালি সাহিত্য মতে বুদ্ধ এক জন্মের পূণ্য কর্মের ফলে বুদ্ধ হন নাই। বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভের জন্য তাঁহাকে জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া সাধনা করিতে হইয়াছে। পালি সাহিত্যে[১] উল্লেখ আছে বুদ্ধ হইতে হইলে দশটা পারমী[২] তিন প্রকারে[৩] পূর্ণ করিতে হয়। এই পারমীগুলি পূর্ণ করিবার জন্য বোধিসত্ব বা বুদ্ধাভুরকে অসংখ্যবার জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ভগবান তথাগত তাঁহার নানা জন্মের পরম্পর সূত্রবদ্ধ জীবনে দশ পারমিতার অনুষ্ঠানের দ্বারা সম্যক সম্বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার জাতিস্মর জ্ঞান লাভ হয়। তিনি জাতিস্মর জ্ঞানের দ্বারা অতীত জীবনের কাহিনীগুলি তাঁহার শিষ্যদের নিকট ধর্মোপদেশ দিবার ছলে বলিতেন। ইহাতে ধর্মোপদেশগুলি শিষ্যদের কাছে অতীব মনোরম ও চমকপ্রদ হইত। শিষ্যেরা অতি সহজে ধর্মের গভীর তত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। তিনি 'স্পন্দন' 'দর্দ্দভ' 'লুটকিক' 'বৃক্ষধর্ম' ও 'সম্মোদমান' জাতক বলিয়া দুই 'বিবদমান' জাতি শাক্য ও কৌলিয়দিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। মহা ধর্মপাল জাতক শুনাইয়া বুদ্ধ স্বীয় পিতাকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং চন্দনকিন্নর জাতক (৪৮৫) বলিয়া রাহুল মাতা[৪]কে তাঁহার পাতিব্রত্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১ জাতকত্থবন্ননা, পৃঃ ১-৯৮।

২ দশ পারমী নিম্নরূপ: দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, বীর্য, ক্ষান্তি, মৈত্রী, সত্য, ভাবনা, অধিষ্ঠান ও উপেক্ষা।

৩ দশ পারমী, দশ উপপারমী, দশ পরমার্থ পারমী। পারমী শব্দের প্রকৃত অর্থ 'পূর্ণতা' বা **Perfectionary Virtues.**

৪ তিনি সিদ্ধার্থ গৌতমের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম রাহুল ছিল বলিয়া তাঁহাকে 'রাহুল মাতা' বলা হইত। তাঁহার প্রকৃত নাম 'যশোধারা'। সিদ্ধার্থ

সম্যক সম্বুদ্ধ হওয়ার পূর্বে ভগবান তথাগত যখন পারমী পূর্ণ করিতে-ছিলেন, তখন তিনি 'বোধিসত্ত্ব' নামে পরিচিত হইতেন জাতকার্থ বর্ণনামতে এই অবস্থায় তিনি দশ পারমী, দশ উপপারমী, দশ পরামর্থ পারমী এবং লোকার্থচর্যা, জ্ঞাতিচর্চা এবং বুদ্ধার্থচর্যা প্রভৃতি তিন প্রকারের চর্যা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি কর্মফলে কখনও রাজা, কখনও প্রজা, দেবতা, বণিক, সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভদ্রলোক চন্ডাল আবার কখনও হস্তী, অশ্ব, ময়ূর, কিংবা রাজহংস রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতি জন্মেই কোন না কোন পারমী পূর্ণ করিয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

পালি ভাষার ক্রমবিকাশ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে জাতকের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই জাতককে কেন্দ্র করিয়া এক সময় উত্তর ভারতে ও লঙ্কাদ্বীপে পালি ভাষার চর্চা ও গবেষণা হইয়াছিল। অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমগ্র উত্তর ভারতে পালি ভাষা জনসাধারণের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। তখন মূল পালিকে অবিকৃত রাখার জন্য বহু সাহিত্য ও ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। জাতকের রচয়িতা কে এই বিষয় লইয়া পন্ডিতদের মধ্যে বহু তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে। অনেকে মনে করেন বুদ্ধ ঘোষই সম্ভবতঃ জাতকের রচয়িতা। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন যুক্তিসংগত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। জাতকের রচয়িতা বলিয়া আরও কয়েকজন সিংহলী পন্ডিতের নাম পাওয়া যায়। যেমন ভদন্ত রেবত, সংঘ-পাল, অত্থদর্শী, বুদ্ধমিত্র প্রভৃতি। ইহার দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর বহু পূর্বে ভারত ও সিংহলে জাতকের পঠন-পাঠন বর্তমান ছিল। তবে ইহা সত্য যে, জাতকের রচয়িতা হিসাবে বুদ্ধ ঘোষের নামের গুরুত্ব দেওয়া না হইলেও তাঁহার দ্বারাই পালি ভাষা ও জাতকের প্রভাব সিংহলে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল ইহাতে দ্বিমতের অবকাশ নাই। এইজন্য বোধ হয় পরবর্তীকালে ভাষ্যকারগণ জাতকথ-

কুমার বোধিজ্ঞান লাভ করিয়া কপিলাবস্তুতে প্রত্যাবর্তন করিলে রাহুল মাতা তাঁহার ছেলে সাত বৎসর বয়স্ক রাহুল কুমারকে 'দায়াদ' হিসাবে শাক্য রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করেন। তথাগত তাঁহার একমাত্র পুত্র রাহুলকে রাজ্যের পরিবর্তে প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, রাহুল মাতাও পরবর্তীকালে মহাপজাপতি গৌতমীর সহিত ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুণীদের অগ্রগণ্যা হইয়াছিলেন।

বন্ননার রচয়িতা হিসাবে বুদ্ধ ঘোষের নাম করিতে কুন্ঠিত হন নাই। এখনও আমাদের দেশে বহু লোকের বিশ্বাস যে, মহাভারত ও রামায়ণের রচয়িতা যথাক্রমে কাশীরাম ও কৃত্তিবাস। কারণ এই দুই জন লোকই রামায়ণ মহাভারতের পঠন-পাঠনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। একই কারণে বোধ হয় বুদ্ধ ঘোষেব নামও জাতক রচনার সহিত জড়িত।

প্রত্যেক জাতকের তিনটি প্রধান ভাগ[১] প্রত্যুৎপন্ন বস্তু, অতীত বস্তু, এবং সমাধান। বর্তমান ঘটনাকে 'প্রত্যুৎপন্ন বস্তু' বা 'পচচপ্পন্ন বথু' বলে, ভগবান বুদ্ধ গল্পটি কোথায়[২] কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এবং তখনকার, স্থান, কাল বা পাত্র সম্পর্কে যে ঘটনাব সমাবেশ তাহাই প্রত্যুৎপন্ন বস্তু, ইহাকে জাতকের উপক্রমণিকা বা ভূমিকা বলা যায়। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে উপলক্ষ্য করিয়া তথাগত মূল জাতকটির অবতারণা করেন। এই মূল জাতকটিই অতীত জীবনের কাহিনী শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত করেন। অতীত জীবনের সহিত বর্তমান জীবনের যে সামঞ্জস্য বিধান অর্থাৎ অতীতেব বোধিসত্ত্বই বর্তমানের বুদ্ধ। অতীত, জীবনের পাত্রাপাত্রের সহিত বর্তমান জীবনের পাত্রাপাত্রের সম্পর্ক স্থাপনই 'সমোধান' বা সমানধান।

জাতক বর্ণনায় ৩৭২টি জাতকে বারাণসী রাজ ব্রহ্মদত্তের উল্লেখ আছে। 'বারাণসী রাজ ব্রহ্মদত্তের' বিষয় লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বহু প্রকার আলোচনা হইয়াছে। কেহ মনে করেন ইহা গল্প আরম্ভ করিবার একটা পদ্ধতি মাত্র। পাশ্চাত্য কথাকাবেরা যেমন 'Once upon a time' দিয়া মামুলিভাবে গল্প আরম্ভ করেন। জাতক রচয়িতারাও সেইভাবে

[১] জাতকেব প্রত্যেকটি গল্পকে আবার পাঁচ ভাগেও বিভক্ত করা যায়। অপর দুইটি বিভাগ হইল 'গাথা' এবং 'বেয্যাকরণং'। প্রত্যেক জাতকে এক বা একাধিক গাথা আছে। সেই গাথার বিস্তৃত ব্যাখ্যাও জাতকে দেওয়া আছে।

[২] কতটি জাতক কোথায় ভাষণ করিয়াছিলেন তাহার একটি তালিকা দেওয়া যায়। জেতবন বিহারে—৪১০টি, বেনুবনে—৩৯, শ্রাবস্তীতে—৬, রাজগৃহে—৫, কৌশাম্বীতে—৫, কপিলাবস্তুতে—৪, আলবীতে—৩, কুণ্ডল দহে—৩, কুশীনগরে—২, মগধে—২, লটঠিবনে—১, দক্ষিণ গিরিতে—১, মৃগদাবে—১, মিথিলায়—১ এবং গঙ্গাতীরে—১ এইভাবে জাতকের সংখ্যা দাঁড়ায় সর্বশুদ্ধ ৪৯৮। বাকীগুলি সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে সংযুক্ত করা হইয়াছে।

জাতকের ভণিতা করিতেন। আবার কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মদত্ত কাহারও কল্পিত নাম নয়। সত্য সত্যই ব্রহ্মদত্ত নামে রাজা ছিলেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মদত্ত কাহারও নাম নহে। ইহা একটি রাজ বংশের উপাধি। এই বংশে যত রাজা জন্মিয়াছিলেন তাহাদের প্রত্যেকেরই উপাধি ছিল ব্রহ্মদত্ত এবং রাজধানী ছিল বারানসীতে। বর্তমানে ইংলণ্ডের রাজার যেমন 'জর্জ' 'এডওয়ার্ড' প্রভৃতি এবং জাপানের 'মিকাডো', রাশিয়ার 'জার' সেইরূপ 'ব্রহ্মদত্তও' একটি উপাধি বিশেষ। অধিকাংশ পালি পণ্ডিত এইরূপ সিদ্ধান্তের সহিত একমত।

বৌদ্ধরা জন্মান্তরবাদের সমর্থক। অথচ তাঁহারা শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে মানুষ কর্মফলে জন্মান্তর গ্রহণ করে। মানুষের দেহ, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, এবং বিজ্ঞান নিয়েই গঠিত। ইহাদের সমষ্টিই পঞ্চস্কন্ধ। মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে এই পঞ্চস্কন্ধের বিলোপ সাধিত হয়। কর্মফলে আবার নূতন নূতন পঞ্চস্কন্ধ গঠিত হয়। পুরাতন পঞ্চস্কন্ধের সহিত নূতন পঞ্চস্কন্ধের সম্পর্ক কেবল কর্মের মাধ্যমেই হয়। তৃষ্ণার কারণেই মানুষের পুনর্জন্ম হয়। তৃষ্ণার নিরোধেই পুনর্জন্মের নিরোধ। জন্মের কারণে ভব "ভবের কারণে জন্ম, উপাদানের কারণে ভব; ভবের কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান। বেদনার কারণে তৃষ্ণা, স্পর্শের কারণে বেদনা; ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ। নামরূপ বা পঞ্চস্কন্ধের কারণে ষড়ায়তন, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ। সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, অবিদ্যার কারণে সংস্কার।" ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার কারণেই মানুষ জন্মান্তর গ্রহণ করে। বার বার জন্মগ্রহণ করাটাই দুঃখ। কারণ সংসারে জন্মগ্রহণ করিলেই জরা ব্যাধি, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বিচ্ছেদ বা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

এই জন্ম-মৃত্যুর শৃংখল হইতে মুক্তি পাইতে হইলে দান, শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলনের প্রয়োজন। ধ্যানানুশীলনের দ্বারা মানুষ মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। মানুষ পরম জ্ঞানের অধিকারী হয়।[১] এই

[১] ধর্মপদং নং ২৮৩

"যোগা বে জায়তী ভূরী অযোগা ভূরীসংখযো,
এতং দ্বেধাপথং ঞত্বা ভবায় বিভবায় চ
তথত্তানং নিবেশেয্য যথা ভূরি পবড্‌ঢতী, সতি।

জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ বুঝিতে পারে যে তৃষ্ণার কারণেই সে জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণ করিয়াই পুঞ্জিভূত দুঃখ ভোগ করে। এই দুঃখের চির অবসান করিতে হইলে তৃষ্ণার নিরোধ অবশ্যম্ভাবী। তৃষ্ণার নিরোধই সমস্ত উপসর্গের নিরোধ। অতএব দুঃখের সম্যক উপলব্ধিই দুঃখ বিনাশের হেতু। অষ্টাঙ্গিক মার্গের[১] অনুশীলনই দুঃখ মুক্তির উপায়। দুঃখের বিনাশই নির্বাণ। জাতক-সমূহে বুদ্ধ এই নির্বাণের মাহাত্ম্যই বর্ণনা করিয়াছেন। নিজে কি করিয়া নির্বাণ উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাই লোকের নিকট উদাহরণস্বরূপ ব্যক্ত করেন।

মূল জাতক গদ্য ও পদ্যে রচিত। পন্ডিতদের মতে পদ্যাংশটি (গাথা) অপেক্ষাকৃত পুরানো এবং ইহা জাতকের প্রাণস্বরূপ। গল্পের সারাংশ সাধারণতঃ গাথা আকারে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত থাকে। গদ্যাংশ সম্ভবতঃ পরে জাতকের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। এই গাথাগুলিকে 'অভিসম্বুদ্ধ' গাথা বলে। ইহাদের নীচে এক প্রকারের 'অর্থকথা' বা ব্যাখ্যা আছে উহাকে পালি সাহিত্যে 'বৈয়্যাকরণ বলে। গাথার সংখ্যানুসারে জাতককে ২২টি নিপাতে বিভক্ত করা হয়। প্রথম নিপাতে একটি গাথা সম্বলিত ১৫০টি গল্প আছে। দুইটি শ্লোকের একশতটি, তিনটি শ্লোকের পঞ্চাশটি এবং এইভাবে সমস্ত জাতকে ২২টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়।

প্রত্যেক অধ্যায়ে গাথার সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে গল্পের সংখ্যা কমিয়া যায়। জাতকার্থ বর্ণনা মতে জাতকের সংখ্যা ৫৫০। প্রকৃত জাতকের সংখ্যা ইহার চেয়ে কিছু বেশীও হতে পারে।[২] কারণ জাতকার্থ বর্ণনা

১ অষ্টাঙ্গিক মার্গ : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক কর্ম, সম্যক বাক্য, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

২ মূল জাতকের সংখ্যা নির্দেশ করা কঠিন। উদিচ্য বৌদ্ধদের তালিকায় ৩৪টি জাতকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন এই ৩৪টি জাতকই আদি জাতক। এইগুলি হইল : ব্যাঘ্রী, শিবি, কুল্মাষপিণ্ডি, শ্রেষ্ঠী, অবিষহ্য শ্রেষ্ঠী, শশ, অগস্ত্য, মৈত্রীবল, বিশ্বন্তর, যজ্ঞ, শক্র, ব্রাহ্মণ, উন্মাদয়ন্তী, সুপারগ, মৎস, বর্তহপোতক কুম্ভ, অপুত্র, বিস, শ্রেষ্ঠী (২য়) চুল্লবোধি, হংস, মহাবোধি, মহাকপি, শরভ, রুরু, মহাকপি (২য়) ক্ষান্তি, ব্রহ্ম, হস্তী, সুতসোম, অযোগৃহ, মহিস, শতপত্র। ব্যাঘ্রী, মৈত্রীবল, অপুত্র ও হস্তী এই চারিটি ব্যতীত অন্যগুলি জাতকার্থ বর্ণনায় দৃষ্ট হয়। কারণ মহাবস্তুতে ৮০টি এবং তিব্বতে প্রাপ্ত জাতকমালায় ৫৬৫টি জাতকের উল্লেখ করা হইয়াছে। চতুর্বিংশ জাতক বলিয়া উদিচ্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধদের দাবী সত্য

মতে খুদ্দক নিকায়ের দশম গ্রন্থে বিধৃত জাতকই সমগ্র জাতক নহে। সুত্তপিটকের অন্যান্য স্থানে এবং শ্যাম প্রভৃতি দেশে কয়েকটি স্বতন্ত্র জাতকও পাওয়া গিয়াছে।

ফলতঃ জাতকের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই।[১] জাতক গল্পগুলি আখ্যায়িকার সামিল। সুবিধামত ইচ্ছা করিলে বোধিসত্ত্বকে নায়কের পর্যায়ে ফেলিয়া প্রচলিত আখ্যানকে বৌদ্ধভাবে সজ্জিত করিয়া জাতকরূপে চালাইয়া দেওয়া যায়। সেদিক দিয়া ইহাকে আরব্য উপন্যাসের সমগোত্রীয় বলা যাইতে পারে। তিব্বতে এবং সিংহলে এই রকম বহু জাতক রচিত হওয়া অসম্ভব নয়। জাতকের সংখ্যা গণনা করিয়া ইহাকে যদি উপাখ্যান হিসাবে ধরি তবে উপাখ্যানের সংখ্যা দাঁড়াইবে তিন হাজারের উপর। কেবল মাত্র মহা উম্মগ্‌গ জাতকেই শতাধিক উপাখ্যান পাওয়া যায়। এই হিসাবে জাতকেই শতাধিক উপাখ্যান পাওয়া যায়। এই হিসাবে জাতকের গল্প পৃথিবীর যে-কোন প্রকাণ্ড গ্রন্থের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় জাতক সম্পর্কে বলিয়াছেন, "পৃথিবীর নানা দেশীয় প্রচলিত কথাকোষের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, কেবল তাহা নহে, পরে প্রদর্শিত হইবে যে ইহ সর্বাপেক্ষা প্রাচীনও বটে।[১]

নহে। গৌতম বুদ্ধকে ইহা ছাড়া ৩৭টি জাতক জানা অসাধারণত্বের পরিচায়ক নহে। অতএব আর্য শূরের 'জাতকমালা' বর্ণিত ৩৪টি জাতকই মূল জাতক এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এতদ্‌ব্যতীত অধ্যাপক হজসন তিব্বতে ৫৬৫টি গল্প বিশিষ্ট একটি জাতকগ্রন্থ আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐতিহাসিকদের মতে উদিচ্য সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ শাস্ত্র থেরবাদী পালি গ্রন্থের বহু পরে রচিত হইয়াছে। উহাতে পরিষ্কারভাবে জাতকের সংখ্যা ৫৫০ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

সম্ভবতঃ পালি গ্রন্থকারগণ চিরাচরিত প্রথানুযায়ী জাতকের সংখ্যা ৫৫০ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। জাতকার্থ বর্ণনার গল্পগুলি পর্যালোচনা করিলেই এই সংখ্যার অসারত্ব প্রমাণিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে প্রথম খণ্ডের ৩১ নং জাতকে (কুলায়) বোধিসত্ত্ব দুইবার জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে এবং ভিন্ন চারিটি আখ্যায়িকা ইহার সহিত জড়িত করা হইয়াছে। আবার একই জাতক ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন নামে কোথাও একই নামে বিভিন্ন খণ্ডে পুনরুক্ত হইয়াছে। যেমন, প্রথম খণ্ডের মুনিজাতক (৩০), মৎস জাতক (৩৪), আরাম দূষক জাতক (৪৬), বানরেন্দ্র জাতক (৫৭), যথাক্রমে দ্বিতীয় খণ্ডের শালুক জাতক (২৮৬), মৎস জাতক (২১৬), আরাম দূষ জাতক (২৬৮), কুম্ভীর জাতক (২২৪) প্রভৃতি গল্পগুলির উপাখ্যানাংশ এক, কেবল গাথার সংখ্যা ভিন্ন। আবার প্রথম খণ্ডের সর্ব সংহারক প্রশ্ন (১১০), গদ্দভ প্রশ্ন (১১১), অমরাদেবী (১১২), এবং দ্বিতীয়

জাতকের প্রাচীনত্ব লইয়া অনেক গবেষণা হইয়াছে। পন্ডিতদের ধারণা সুত্ত ও বিনয় পিটক রচনার পরেই জাতক সংকলিত হয়। বৌদ্ধদের মতে ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই রাজগৃহের প্রথম সঙ্গীতিতে ত্রিপিটক সংকলিত হয়।

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের পন্ডিতেরা ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে বৈশালীর মহাসঙ্গীতিতে ত্রিপিটকের সংকলন হয়। ইহা সত্য হইলে জাতকের রচনা কাল দাঁড়ায় খ্রীস্টজন্মের ৩৭০ বৎসর পূর্বে। জাতকের তুলনায 'বৃহৎকথা' 'কথাসরিৎ সাগর' ও 'পঞ্চতন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ মাত্র সেদিনকার। ইহা ছাড়াও জাতকের গল্পগুলি অনুধাবন করিলে ইহা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কতকগুলি জাতক যেমন, 'অপন্নক',' ন্যাগ্রোধ মৃগ', 'লোশক', 'খঙ্গিরাঙ্গর' প্রভৃতি জাতক বুদ্ধের সমকালেই রচিত হইয়াছিল। কারণ ইহার মধ্যে বৌদ্ধভাব এতই পরিস্ফুট যে, ইহা বুদ্ধের সমকালীন না হইয়া পারে না। অনেকে আবার তর্ক করেন 'রামায়ণ মহাভারত' জাতকের চেয়ে প্রাচীন। অতএব, বৌদ্ধ লেখকেরা উহার থেকে অপহরণ করিয়া নিজের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। ইহা কতদূর সত্য বলা কঠিন। তবে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে জাতকের রচনা পদ্ধতি 'রামায়ণ' 'মহাভারত' 'পঞ্চতন্ত্র' 'হিতোপদেশ'-এর চেয়ে অমার্জিত, অসংস্কৃত ও কাব্যোৎকর্ষ' বর্জিত। পক্ষান্তরে পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ বর্ণনা-চাতুর্যে, ভাব-মাধুর্যে ও চরিত্র বিশ্লেষণে অদ্বিতীয়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, জাতকের আখ্যানসমূহ ইহাদের বহু পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

খণ্ডের কৃকণ্ঠক জাতক (১৭০), শ্রী কাল কর্ণী জাতক (১৯২) ও মহাপ্রণাদ জাতক (২৬৪) কেবল সংখ্যা পূরনের জন্য পুনরুক্ত হইয়াছে। উপরোক্ত প্রথম পাঁচটির আখ্যায়িকা মহাউন্মার্গ জাতকে (৫৪৬) এবং ৬ষ্ঠ গল্পটি সুরুচি জাতকে (৪৮৯) দৃষ্ট হয়। একই খণ্ডে ও আখ্যায়িকায় পুনরুক্তি বিরল নহে। প্রথম খণ্ডের ভোজাজানেয়-জাতক (২৩) এবং আজন্ন জাতক (২৪), প্রথম মিত্রবন্দক জাতক (৯৯) এবং পরবশ জাতক (১০১) ধ্যানশোধন জাতক (১৩৪) এবং চন্দ্রভা জাতক (১৩৫) প্রভৃতি গল্পগুলির আখ্যায়িকা প্রায় একরূপ, কেবল ভিন্নাকারে বর্ণিত।

ভারহুত[1] শিলালিপিতে বহু জাতকের চিত্র[2] উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নির্মাণকার্য খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝিতে সম্পন্ন হইয়াছিল। অতএব, উল্লিখিত জাতকসমূহের সৃষ্টি ইহার বহু পূর্বে হইয়াছিল ইহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। অশোকের সময়েও বহু জাতকের পঠন-পাঠন বর্তমান ছিল।

জাতকের বিশেষত্ব

অন্যান্য সংস্কৃত গল্পের চেয়ে জাতক আখ্যায়িকার একটা বিশেষত্ব আছে। ইহা মুখ্যত ধর্মীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া রচিত হইলেও ইহার মধ্যে বাস্তবধর্মিতাগুণ অনেক বেশী। ইহার মধ্যে উদাসীন ও নির্লিপ্ত তপোবনের আলোচনা আছে বটে, কিন্তু সেই শান্ত রসাস্পদ গ্রামের গণ্ডী হইতে বহুদূরে অবস্থিত নহে। তাই সংসার জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, লোভ-হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য প্রভৃতি বিবিধ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আশ্রমবাসী গৃহত্যাগীরা ব্যতিব্যস্ত না হইয়া পারিত না। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা গ্রামের অনতিদূরে বিহার বা সংঘারামে বাস করিলেও প্রতিদিন গ্রামে ও নগরে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য আসিতেন। তাহাতে তাঁহারা মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার হইতেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান রাখিতেন। কোন কোন স্থানে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণও করিতেন। কেবল তাহা নহে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সংসার ত্যাগী বৈরাগ্য ধর্মের আদর্শ অনুসরণ করিলেও তাহাদের মধ্যে নানা দোষ, ভণ্ডামী, শীল, ঔদাসীন্য প্রভৃতি ভুল-ভ্রান্তির ছবি জাতকের গল্পে সুস্পষ্ট। তাহারাও সাংসারিক লোকের ন্যায় সাধারণ বিষয় লইয়া নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি,

[1] ভারহুত মধ্যপ্রদেশের সাতনা স্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত। ভারহুত ও সাঁচী পাটলিপুত্র হইতে উজ্জয়িনী যাইবার পথে অবস্থিত। এই দুইটি স্থান মহিন্দের জন্মস্থান বিদিশা হইতে তিন ক্রোশ দূরে।

[2] ভারহুত স্তূপে নিম্নলিখিত জাতকগুলি চিত্রিত দৃষ্ট হয়: মখাদেব (৭), ন্যাগ্রোধ মৃগ (১২), নৃত্যজাতক, অরামদূষক জাতক (৪৬), অব্বভূত (৬২), দুভিয়মক্কট (১৭৪), অসদৃশ (১৮১), কুরুঙ্গমৃগ (২০৬), কর্কট (২৬৭), সুজাত (৩৫২), কুক্কুট (৩৮৩), মৃগকথ (৫৩৮), লটুকিক (৩৫৩), দশরথ (৪৬১), চন্দকিন্নর (৪৮৫), ষড়দন্ত (৫১৪), ঋষ্যশৃঙ্গ (৫২৩), বিধুর (৫১৫), মহাজন (৫১৯)।

ঝগড়া, পরস্পর পরস্পরে দোষারোপ প্রভৃতি কর্মের বশীভূত হইতেন। ঐরূপ নিরহঙ্কার ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সমসাময়িক সাহিত্যে বিরল।

জাতকের বিশেষত্ব হিতোপদেশ নয়। গল্প বলাটাই প্রধান। সমসাময়িক সাহিত্যের ন্যায় ইহাতে অতিপ্রাকৃত ও অতিরঞ্জনের ছাপ খুব বেশী সুস্পষ্ট নয়। পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের ন্যায় ইহাতে পশু চরিত্রে অবাস্তবতা আরোপ করার চেষ্টা নাই। পশু চরিত্রের যাহা বিশেষত্ব তাহাই এখানে পরিস্ফুট। বৌদ্ধ জাতক এই দিক দিয়া বেশ উপভোগ্য।

বৌদ্ধ জাতকের আর একটা বিশেষত্ব হইল গল্পের নায়ক বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুরকে কোথাও অতিমানবরূপ চিত্রিত করিবার কোন তাগিদ নাই। তিনি একজন সাধারণ মানুষ। মানুষের দোষগুণ তাঁহার চরিত্রে বর্তমান। সাধারণ মানুষের মতই বোধিসত্ত্ব সূত্রধর, শুঁড়ি, নাপিত, কর্মকার, শ্রেষ্ঠী, বণিক, তক্ষণ শিল্পী, স্বর্ণকার, পাচক, পশুপালক, এমনকি একটি জাতকে তিনি চোরের সর্দার[১] হইয়াও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ-সত্ত্বেও বৌদ্ধ লেখকের কোথাও বুদ্ধ চরিত্রে আলৌকিত্ব আরোপ করিতে ছাড়েন নাই। তবে তাহারা সমসাময়িক সাহিত্যিকদের ন্যায় ধর্ম প্রতিষ্ঠাতার চরিত্র বর্ণনায় বাস্তবতার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া পরিমিত বোধকে বিস্মৃত হইয়া যান নাই। এই ব্যাপারে পালি ভাষায় রচিত জাতকসমূহ সরল বর্ণনা মাধুর্যে সহজ-সরল ভাষাও প্রসাদগুণে বিশ্বসাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ।

জাতকের অবদান

জাতকের গল্পগুলি প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। প্রাচীন ইতিহাসের বহু তত্ত্ব ও তথ্য ইহাতে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া

১ কতবার কি হইয়া বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন উহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ
রাজা—৮৫টি জাতকে, ঋষি—৮৩, বৃক্ষদেবতা—৪৩, আচার্য—২৬, অমাত্য—২৪, ব্রাহ্মণ—২৪, রাজপুত্র—২৪, ভূম্যাধিকারী—২৩, পণ্ডিত—২২, ইন্দ্র—২০, বানর —১৮, শ্রেষ্ঠী—১৩, ধনী—১২, মৃগ—১১, সিংহ—১০, রাজ হংস—৮, বর্তক—৬, হস্তী—৬, কুক্কুট—৫, দাস—৫, গৃধ্র—৫, অশ্ব—৪, গো—৪, ব্রহ্মা—৪, ময়ূর—৪, সর্প—৪, কুম্ভকার—৩, নীচ জাতীয় লোক—৩, গোধা—৩, মৎস—২, গজচালক—২, মূষিক—২, শৃগাল—২, কাক—২, কাষ্ট-কুট্টিক—২, চোর—২, শূকর—২, কুকুর—১, বিষবৈদ্য, ধূর্ত, কর্মকার, বর্ধকী একক বার করিয়া। এইরূপ গণনায় ৫৩০টি জাতকের নাম পাওয়া যায়।

আছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন সংগঠনের জন্য ইহার মূল্য অনস্বীকার্য। যে সমস্ত কথাসাহিত্য লোকপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে আদিম অবস্থায় ইহারা কিরূপ ছিল, কিভাবে পরিবর্তিত হইল, কেন রচিত হইয়াছিল, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ইহার কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হইল ইত্যাদি বিষয় জানিতে হইলে জাতকের পঠন-পাঠন একান্ত-ভাবে প্রয়োজন। এইরূপ উপযোগিতার বিষয় লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য পন্ডিত সমাজ বহুদিন পূর্বেই জাতক অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ম্যাক্সমূলার, ই. বি. কাওয়েল, রীচ ডেভিডস, ফসবল, চার্লস এলিয়ট, কীত স্কোপেন, হাওয়ার, টমাস, আই. বি. হোরনার প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় সমগ্র পালি ত্রিপিটক ও জাতকার্থ বর্ণনা রোমান অক্ষরে মুদ্রিত ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে তাঁহারা জাতকের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সমাপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, ইহার মধ্য হইতে চিত্তরঞ্জক আখ্যানসমূহ সংগ্রহ করিয়া নানা প্রকার শিশু পাঠ্যগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জাতকের উপযোগিতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব

জাতক প্রাচীন ইতিহাসের অমূল্য ভাণ্ডার স্বরূপ। জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে পাক-ভারত-বাংলাদেশের বহু ইতিকাহিনী লুক্কায়িত আছে। ইহার যথাযথ আলোচনা, গবেষণা, পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নের দ্বারা প্রাচীন ইতিহাসের বহু নূতন তথ্য উদঘাটিত হইতে পারে। কাশী-কোশল, অঙ্গ, মগধ, বৈশালী, কুরু, কোসাম্বী, অবন্তী, বংস, কলিঙ্গ, সুরসেন, সাকেত, পাঞ্চাল, প্রভৃতি স্থানের ইতিহাস জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যেভাবে পাওয়া যায় অন্য কোথাও সেইরূপ নাই। কোন ঐতিহাসিক যদিও জাতকের এই অংশ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন তথাপি ইহা তত প্রাচীন নয়। জাতকের ভাষা, রচনাপদ্ধতি, ঘটনা পরিবেশই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পাঠে জানা যায় যে, মগধরাজ বিম্বিসারই রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন।[১] তিনি বুদ্ধের

---

[১] 'বিম্বিসার' অথবা 'শ্রেণিক বিম্বিসার' একজন মহাক্ষমতাশালী উৎসাহী রাজা ছিলেন। তদানীন্তন ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন।

সমসাময়িক রাজা ছিলেন। বয়সে বুদ্ধের চেয়ে পাঁচ বৎসরের ছোট। বুদ্ধ যখন গৃহ ত্যাগ করিয়া মগধে আসেন তখন বিম্বিসার তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার রাজ্যের কিছু অংশে রাজত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সিদ্ধার্থ কুমার তাহার সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কারণ তিনি সর্বজ্ঞতা লাভের প্রেরণায় নিজের রাজ্যও ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তখন তিনি সিদ্ধার্থ গৌতমকে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তাঁহার রাজ্যে সর্বপ্রথম আগমন করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কথিত আছে, তথাগত বুদ্ধ সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। মগধ রাজা সেনিয় বিম্বিসার শুধু ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি নব দীক্ষিত ভিক্ষু সংঘকে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা যেন কোন প্রকারে অত্যুক্ত করিতে না পারে সেইজন্য কয়েকটি নূতন আইনেরও প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে বুদ্ধের নবধর্ম প্রচার করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত রাজশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই শুভ প্রচেষ্টার দ্বারা মগধ সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মও সেই রাজ্যে বিস্তার লাভ করে।

বিম্বিসারের মৃত্যুর পর অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অজাতশত্রু অথবা 'কুণিক অজাতশত্রু' মগধ রাজা বিম্বিসারের পুত্র। তাঁহার

তিনি বুঝিয়াছিলেন উত্তর দিকে বজ্জীরা শক্তিবৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। শ্রাবস্তী ও উজ্জয়িনীর শাসকগোষ্ঠী ক্রমশঃ তাঁহাদের রাজ্যসীমা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাইতেছে (মহাবগ্‌গ, সপ্তম অধ্যায়)। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া শ্রেণিক বিম্বিসার তক্ষশিলার অধিপতির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তিনি অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের চিকিৎসার জন্য নিজের ব্যক্তিগত চিকিৎসক জীবককে প্রেরণ করেন (ঐ, পৃ:২৭৬-২৭৭)। জীবক বুদ্ধের প্রধান ভক্ত ছিলেন। তিনি রাজা প্রদ্যোৎকে চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলেন। রাজা প্রদ্যোৎ জীবকের পরামর্শে বুদ্ধকে অবন্তী রাজ্যে আমন্ত্রণ জানান এবং পরবর্তীকালে বুদ্ধের অন্যতম খ্যাতনামা শিষ্য মহাকাত্যায়নের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন (থের গাথা, অষ্টম অধ্যায়, নং ২২৯)। ইহা ছাড়া বিম্বিসার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া কোশল ও বৈশালীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করেন। কাশী ও অঙ্গরাজ্য কৌশলে নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। (The Book of the Kindred Saying. Ch. I. P. 109. ft. A. L. Basham : Wonder that was India, PP. 46—47)। জৈন শাস্ত্র মতে অভিষেকপ্রাপ্ত রাজকুমার অজাতশত্রু অঙ্গরাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। বিম্বিসারের সাম্রাজ্যে সর্বমোট ৮0,000 নিগম ছিল বলিয়া মহাবগ্‌গে উল্লেখ আছে।

মাতা বৈদেহী মহাকোশলের কন্যা এবং রাজা প্রসেনজিতের ভগিনী। প্রসেনজিৎ মহাকোশলের পুত্র এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। প্রসেনজিৎ ও শ্রেণিক বিম্বিসার পরস্পরের ভগ্নিপতি ছিলেন। মহাকোশল স্বীয় কন্যা বৈদেহীর বিবাহের যৌতুকস্বরূপ বিম্বিসারকে কাশী রাজ্য অর্পণ করেন। বৈদেহী পুত্র অজাতশত্রু ষোড়শ বর্ষ বয়সে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। অজাতশত্রু, মাতৃগর্ভে স্থিত অবস্থায় মাতৃরক্ত পান করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে 'অজাতশত্রু' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে অজাতশত্রু প্রথম জীবনে এইরূপ ছিলেন না। পাপাশয় দেবদত্তের কুহক পড়িয়াই তিনি স্বীয় পিতাকে হত্যা করিবার সংকল্প করেন। একদিন অসি হস্তে পিতৃহত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইলে রাজার দেহরক্ষীরা অজাতশত্রুকে ধরিয়া ফেলেন। বিচারের জন্য পুত্রকে বিম্বিসারের সম্মুখে হাজির করা হইলে রাজা সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করেন, "বৎস, তুমি কি কারণে পিতৃহত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছ?" অজাতশত্রু সোজাসুজি উত্তর দিলেন, "রাজ্য লাভের প্রত্যাশায়"। তখন বিম্বিসার পরম সমাদরে,পুত্রকে কোলে তুলিয়া লন এবং মহা সমারোহের সহিত অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অজাতশত্রুকে রাজ্যভার অর্পণ করেন। কিন্তু অজাতশত্রু রাজসিংহাসন লাভ করিয়াও নিজকে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ মনে করিতে পারিলেন না। রাজকুমার অল্প বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়া আপন কর্তব্য ভুলিয়া গেলেন। হীন বুদ্ধিপরায়ণ অসত্যবাদীরা রাজার পরামর্শদাতা নির্বাচিত হইলেন। তরুণ রাজকুমার তাঁহাদের পরামর্শে নানা প্রকার দুষ্কার্য করিতে লাগিলেন। ফলে অজাতশত্রু বৌদ্ধ ধর্ম বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। দুঃশীল পাপমতি দেবদত্ত তাঁহার পরম সহায় হইল। তিনি তাঁহার পরামর্শে স্বীয় ধার্মিক পিতাকে হত্যা করেন।

বিম্বিসারের অকালমৃত্যুতে মহারাণী কোশলাদেবী অতিশয় শোকমগ্না হইলেন। তিনি স্বীয় পুত্রের এবংবিধ দুষ্কার্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বামীশোকে অধীর হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। এই খবর দেখিতে দেখিতে চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। রাজা প্রসেনজিৎ প্রিয় ভগ্নির মৃত্যু এবং অজাতশত্রুর এবংবিধ নিষ্ঠুর আচরণের আচরণের দ্বারা অতীব রুষ্ট হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন "যে পিতাকে হত্যা করিতে পারে সেইরূপ নিষ্ঠুর নরঘাতক দস্যুকে কাশী রাজ্যের অধিকার দেওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই।" এইরূপ

চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহাকে কাশী রাজ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। কাশী রাজ্যের অধিকার লইয়া দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধের প্রথমদিকে কাশীরাজ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইতে লাগিলেন। প্রসেনজিৎ মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি স্ত্রীদিগকে ডাকাইয়া এক পরামর্শ-সভার আয়োজন করিলেন। পরামর্শ অনুসারে শকটব্যূহ নির্মাণ করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য স্থিরীকৃত হইল। কথানুযায়ী কাজ হইল। কোশল রাজ শকটব্যূহ নির্মাণ করিয়া অজাতশত্রুকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে প্রসেনজিৎ শুধু মগধরাজের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন তাহা নহে, অজাতশত্রুকেও জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করিলেন। পরদিন প্রসেনজিৎ বিহারে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার বুদ্ধকে জ্ঞাত করাইলেন। বুদ্ধ নানা প্রকার ধর্মকথা শ্রবণ করাইয়া রাজাকে প্রীত করিলেন। তৎপর দুইটি বন্ধু রাষ্ট্রের দীর্ঘকাল ব্যাপী রক্তক্ষয় সংগ্রামের অবসান ঘটাইবার জন্য তাঁহার অমৃতময় বাণী উচচারণ করিলেন,—

"জয়ং বেরং পসবতি দুকখং সেতি পরাজিতো
উপসান্ত সুখং সেতি হিত্বা জয়ং পরাজয়ং।"

বিজয়ীর শত্রু বৃদ্ধি পায়, পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে শয়ন করে; জয় পরাজয় বিহীন উপশান্ত ব্যক্তিই সুখে নিদ্রা যাপন করে।

বুদ্ধের উপদেশে দুই দেশের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। প্রসেনজিৎ স্বীয় কন্যা বজীরার সহিত অজাতশত্রুর বিবাহ দিলেন। বিবাহের যৌতুক স্বরূপ কাশী গ্রামখানি পুনরায় অজাতশত্রুকে অর্পণ করিলেন। এইভাবে দুই রাজ্যের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হইল।

ইহার পরও কুণিক অজাতশত্রু পাটলিপুত্রে দুর্গ নির্মাণ করিয়া সজ্জিত করেন এবং পিতৃরাজ্যের সীমা ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকেন। তিনি কেবল কোশলের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কাশী, লিচ্ছবী ও মল্লকীদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাভত করিয়া বজ্জীদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং বৈশালীকে নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়া ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অবন্তী রাজের সহিতও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে

থাকে।[১] রাজা অজাতশত্রুর রাজত্বকালে পাক-ভারত-বাংলাদেশের ইতিহাসের কয়েকটি প্রধান প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়। তাঁহার রাজত্বকালেই বুদ্ধ মহা-পরিনির্বাণ লাভ করেন। রাজা অজাতশত্রুর বদান্যতায় প্রথম বৌদ্ধ মহা সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় এবং এই বৎসরই ত্রিপিটক শাস্ত্র সংকলিত হয়। এই সময় রাজা প্রসেনজিৎ বিরূড়বের সেনাপতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রাজগৃহের অনতিদূরে একটি পান্থশালায় দেহত্যাগ করেন। জাতকে আরও বলা হইয়াছে যে, অজাতশত্রু মহাসৎকারে মাতুলের দেহ সংকার করিয়া-ছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে রাজা অজাতশত্রু প্রথম জীবনে বুদ্ধ বিরোধী থাকিলেও শেষ জীবনে তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তৎপর তিনি তাঁহার সর্বস্বপণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের হিত সাধন করিয়াছিলেন। উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে জাতকের আলোচনা ব্যতীত পাক-ভারত-বাংলাদেশের যথাযথ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়।

জাতকের আখ্যায়িকায় কিছু কিছু অতিশয়োক্তি থাকিলেও পারি-পার্শ্বিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। নানা প্রসঙ্গে সম-

এই দুই রাজ্যের (অবন্তী ও মগধ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা অজাতশত্রুর পরবর্তী উত্তরাধিকারী উদায়ীভদ্দ, অনুরুদ্ধ, মুণ্ড, নাগদাসের আমল পর্যন্ত স্থায়ী হন। মহাবংশে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অজাতশত্রুর পরবর্তী সব কয়টি রাজাই পিতৃহত্যা করিয়া-ছিলেন। অবশেষে অমাত্যগণ একত্রিত হইয়া এই বংশের শেষ রাজা নাগদাসকে বিতাড়িত করিয়া শিশু নাগকে মগধের সিংহাসন প্রদান করেন। শিশুনাগ পাটলিপুত্র ও বৈশালী দুই স্থানেই রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। শিশুনাগের পর কালা-শোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পাটলিপুত্র হইতে বৈশালীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। (Divyāvadāna, P. 369 ; Geiger : Mahāvamsa, Ch. XII)। কালাশোক বৌদ্ধ ছিলেন কি-না বলা কঠিন তবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তাঁহার আমলেই বৈশালীর বালুকারাম বিহারে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অধিবেশন বসে। কথিত আছে রাজপথ দিয়ে যাইবার সময় কোন এক ব্যক্তি তাহাকে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করে। গ্রীক লেখক-দের প্রদত্ত তথ্যানুসারে 'কালাশোক' বা কাকবর্ণের দশপুত্র পর পর রাজত্ব করেন (মহাবোধি বংশ)। তাঁহারা হইলেন : ভদ্রসেন, কোরণ্ডবর্ণ, মঙ্গুর, সর্বঞ্জহ, জালিক, উভক, সঞ্জয় কৌরব্য, নন্দিবর্ধন এবং পঞ্চমক। দিব্যাবদানের তালিকানুযায়ী কাক বর্ণের পুত্রদের নাম হইল : সহলিন, তুলকুচি, মহামণ্ডল এবং প্রসেনজিৎ। কালাশোকের অন্যতম পুত্র 'নন্দিবর্ধন' এবং খারবেলের শিলালিপিতে বর্ণিত 'নন্দ রাজা' একই ব্যক্তি বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। বিষ্ণুপুরাণের

সাময়িক বিধি ব্যবস্থা, রাজনীতি, সমাজনীতি সংপর্কে অস্পষ্ট চিত্র তুলিয়া ধরা খুবই স্বাভাবিক। এই আখ্যায়িকা হইতে সমাজের নিখুঁত চিত্র উদ্ধার করা কষ্টকর নহে। আমরা জাতকের আখ্যায়িকার বিশেষ করে প্রত্যুৎপন্ন বস্তুর যথাযথ আলোচনায় জানিতে পারি। প্রাচীনকালেও এই দেশীয় ধনী লোকেরা সপ্তভূমিক প্রাসাদে বাস করিতেন। বণিকেরা বাণিজ্য ব্যাপদেশে পোতে আরোহণ করিয়া দেশ-বিদেশে যাইতেন। জল-পথে জল নিয়ামক,স্থলপথে স্থলনিয়ামক, গণ (Pilot)পথ প্রদর্শন করিতেন। বৃহৎ বৃহৎ নগরের অধিবাসীরা চাঁদা প্রদান করিয়া অনাথাশ্রম চালাইতেন। পাঠশালায় বালকেরা কাষ্ঠফলক বা তক্তাতে লিখিত। তক্ষশীলা বিদ্যা চর্চার সর্বোৎকৃষ্ট কেন্দ্র ছিল। এখানে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দিবারও সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। শল্য চিকিৎসকের মধ্যে বহু প্রকার বিভাগ বর্তমান ছিল। দেশে দাসত্ব প্রথা বর্তমান ছিল। ধনী ব্যক্তিরা টাকা দিয়া দাস ক্রয় করিতে পারিতেন। তখনকার শাসন প্রণালী সাধারণতঃ রাজতন্ত্র হইলেও অত্যাচারী রাজাকে তাড়াইবার অধিকার প্রত্যেক প্রজারই ছিল। রাজা অত্যাচারী হইলে প্রজারা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হয়। কখনও কখনও তাহাকে নিহত করিয়া তাহার স্থলে অন্য লোককে রাজা মনোনয়ন করিতে দৃষ্ট হয়। অত্যাচারী

মতে কালাশোকের পরবর্তী রাজার নাম ছিল 'মহাপখনন্দ'। কোন এক নাপিতের ঔরসে বেসিকার গর্ভে মহাপখনন্দের জন্ম হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। পালি শাস্ত্রানুসারে সকল নন্দই একত্রে ২২ বৎসর রাজত্ব করেন এবং সর্বশেষ নন্দের নাম ছিল 'সকল্প'। কাহারও মতে 'ধননন্দই' নন্দ বংশের শেষ রাজা। নন্দ বংশের শেষ রাজা যিনিই হউক না কেন তাহাকে হত্যা করিয়াই 'চন্দ্রগুপ্ত' নামক কোন ব্যক্তি মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। 'চানক্য' নামক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চন্দ্রগুপ্তকে এই কার্যে সাহায্য করেন। বৌদ্ধ মতে চন্দ্রগুপ্ত দাসী গর্ভজাত পুত্র নয়। শাক্যগণ বিরূঢ়ব কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর বিন্দুসার এবং বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তৎপুত্র অশোক মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। অশোকের আমলেই মগধ সাম্রাজ্যের সীমা সমস্ত উত্তর-ভারত অতিক্রম করিয়া উত্তর-পশ্চিমদিকে আফগানিস্তান, কাবুল, কান্দাহার এবং পূর্বদিকে আসাম ও মনিপুর এবং দক্ষিণ দিকে মহীশূর রাজ্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সিংহল দক্ষিণ-ভারতের বহু রাজা তাঁহার আধিপত্য মানিয়া চলিতেন।

রাজার পুত্রেরাও পিতার বিরুদ্ধে কখনও কখনও অভ্যুত্থান করিতেন। এইজন্য রাজাদের সকল সময় নিয়মানুগ হইয়া রাজ্য শাসন করিতে হইত। পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারীরা কামিনী কাঞ্চনকে ভয় করিতেন। তাঁহারা নারী চরিত্রের প্রতি ঘোর অবিশ্বাসী ছিলেন। সাধারণ অবস্থায় নারী শিক্ষায় কিছু কিছু বাধা-বিপত্তি থাকিলেও ধর্মীয় ব্যাপারে নারীদের সমানাধিকার ছিল। অল্প বয়স্ক বিধবারা পুনরায় স্বামী গ্রহণ করিতে পারিত। বিশাখা, উৎপলবর্ণা, ধর্মদিন্না, আম্রপালী, বিশাখা, ভদ্দা কুণ্ডলকেশা প্রভৃতি নারীদের আখ্যায়িকা পড়িলে জানা যায় যে ধর্ম চর্চায় নারীরাও পুরুষের সমকক্ষ ছিল।

আমরা জাতক পাঠে আরও জানিতে পারি তখন উত্তর-ভারতে বহু নগরীর মধ্যে চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কোসাম্বী ও বারানসী বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। বারানসীতে কৌশেয় বস্ত্রের খুবই সমাদর ছিল। বৈশালী সমৃদ্ধশালী হইলেও শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, ও বারানসীর সঙ্গে তুলনাই হয় নাই। বৈশালীতে গণতন্ত্র শাসন প্রচলিত ছিল। লিচ্ছবিগণ একত্রিত হইয়া সম্প্রীতভাবে রাজ্য শাসন পরিচালনা করিতেন। লিচ্ছবিগণ প্রত্যেকে এক-একজন 'রাজা' বলিয়া পরিচিত হইতেন। এইরূপভাবে জাতকের আখ্যায়িকা ও প্রত্যুৎপন্ন বস্তু হইতে ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব সম্পর্কীয় বহু বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা যায়।

শিল্প-কলা

গ্রীক শিল্পে যেমন হোমার ও হেসিয়ডের প্রভাব সুস্পষ্ট সেইরূপ পাক-ভারত-বাংলাদেশী শিল্পও বৌদ্ধ প্রভাবে সমৃদ্ধ। সাঁচী, ভারহুত, অমরাবতী, নাগার্জুনকোন্ড, বোধগয়া, সারনাথ, অজান্তা, ইলোরা, তক্ষশিলা, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, পুরুষপুর, মান্দালয়, বড় বুধুর প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করিলে বৌদ্ধ জাতকের অপরিমেয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধ গয়া মন্দিরের প্রাচীরগাত্রেও ভারহুত-সাঁচীর ন্যায় জাতক বর্ণিত বুদ্ধের জীবন লীলা উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। ইহার চিত্র শিল্পসমূহ ভারহুত ও সাঁচীর ন্যায় বৈচিত্রময় না হইলেও অপেক্ষাকৃত উন্নততর। উপরোক্ত তিনটি স্থানের শিল্পরীতিসমূহ বিচার করিলে নিঃসন্দেহে বলা যায় ভারতীয় শিল্পীরা জাতক কাহিনী সম্পর্কে খুবই সজাগ ছিলেন। পূর্বোক্ত

পূর্বোক্ত তিনটি শিল্প পাঠে কোথাও বুদ্ধমূর্তি অংকিত করা হয় নাই। বোধিবৃক্ষ দ্বারাই বুদ্ধের উপস্থিতি নির্দেশ করা হইয়াছে। বৈচিত্র্যের দিক দিয়া সাঁচী শিল্পরীতি ভারহুতের চেয়ে উন্নত। ইহাতে ভগবান বুদ্ধের পূর্ব ও বর্তমান জীবনকে রূপায়িত করা হইয়াছে। বুদ্ধগয়া মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে বুদ্ধ-জীবনের যথেষ্ট সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, তথাপি বুদ্ধের চিত্র অংকিত করা হয় নাই। তবে ইহার শিল্পকীর্তিসমূহ পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তথাকার শিল্পীরা শিল্পীর কলা-কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের সৌন্দর্যানুভূতি শুধু সূক্ষ্মতর নহে, তাঁহারা মানুষের শ্রদ্ধা, আদর্শ ও অনুভূতিকে শিল্পে রূপায়িত করিতেও সমর্থ।

সাঁচীস্তূপের প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত বুদ্ধ-জীবনের কাহিনী ও চিত্রগুলি যেমনি অদ্ভুত তেমনি আশ্চর্য এবং মনে হয় ইহা যেন বৌদ্ধ প্রস্তর-শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন। পশ্চিমের বিদিসা নগরী অশোকের বাল্যজীবনের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। তিনি বিদিসা রানীর সন্তান ছিলেন বলিয়া বাল্যকালে এই স্থানে বর্ধিত হইয়াছিলেন। সাঁচী স্তূপটি বিদিসা নগরীর নিকটস্থ চেতিয়গিরিতে অবস্থিত। বিশাল দ্বারের জন্য ইহা পৃথিবীবিখ্যাত। মন্দিরটি অশোকের দ্বারা নির্মিত হইলেও অন্ধ্র ও গুপ্ত রাজারা ইহার সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করাইয়াছিলেন[১]। জোড়েন গাত্রে অঙ্কিত জাতকের কাহিনী-গুলির শিল্প-নৈপুণ্য যেইরূপ সুন্দর তেমনি চমকপ্রদ। পৃথিবীর অন্য কোথাও এইরূপ শিল্পসম্ভার আছে কিনা বলা কঠিন।

ভারহুত ও সাঁচীর পর এই জাতীয় শিল্পের মধ্যে অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইগুলির কোন কোনটির রচনা-কাল খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। এই দেশের বণিকেরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য করিয়া প্রভূত মণিমুক্তা আনয়ন করতঃ এই বৌদ্ধ কীর্তিসমূহের পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। অমরাবতীর প্রায় অধিকাংশ বিহারই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ইহার বিশাল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে হইতে যে শিল্প-নৈপুণ্য ও কলা-কৌশল আবিষ্কৃত হয় আধুনিক পৃথিবীর যে কোন স্থানের স্থাপত্য

১ প্রাচীরের একটি শিলালেখ হইতে জানা যায় যে ইহার একটি 'জোড়ন' বিদিসার এক হস্তিদন্ত বিক্রেতার দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। অন্য আর একটি জোড়ন রাজা শ্রী সাতকর্ণির কারিগর দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল।

শিল্পের সহিত তাহা তুলনীয়। ইহার স্মৃতিচিহ্নগুলি ভারতে ও ভারতের বাহিরে অনেকগুলি সংগ্রহশালাতে রক্ষিত আছে। অমরাবতীর বিশাল স্তূপে সুবর্ণ কারুকার্য রচিত চারিটি দ্বার বিশিষ্ট বিশাল প্রাচীরে আবৃত। মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে জাতকে বর্ণিত বুদ্ধ-জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি খোদিত আছে। বাঘ ও অজান্তার অনুকরণে অংকিত অমরাবতী ও নাগর্জুনকোণ্ডের প্রাচীর চিত্রগুলি প্রাচীন ভারতের শিল্প নৈপুণ্যের অমরকীর্তি। ইহা বৌদ্ধ কলা শিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। আধুনিক সিংহলের চুনা পাথরের কার্যাবলী, ভাস্কর্য স্তম্ভ ও প্রাচীরগাত্রাঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে দক্ষিণ-ভারতীয় চিত্র-কলার ছাপ পরিস্ফুট। সিংহলস্থ মিহিংতেইল কন্ঠক মন্দিরের নির্মাণ-কৌশল ইহাদের অনুকরণে নির্মিত।

বাঘ, অজান্তা ও ইলোরার বিহারগুলি সাধারণ বিহারের মত নয়। এইগুলি বিরাট বিরাট পর্বত খোদিয়া চৈত্য, সংঘারাম, সভাগৃহ ও উপাট্ঠান শালা প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে। ইহাদের শিল্প-নৈপুণ্য অপরিসীম। এই গুহা বিহারগুলির প্রাচীর সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। ইহার গঠন পদ্ধতি ও নির্মাণশৈলী বড়ই চমৎকার। দেখিলে ইহা মনুষ্যনির্মিত কিনা ভ্রম হয়। এইরূপ শিল্প পদ্ধতি প্রথমে সম্রাট অশোক কর্তৃক আরম্ভ করা হয়। পরবর্তী কালে পশ্চিম-ভারতে ইহা বহুলাংশে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়। থেরবাদী বৌদ্ধ কর্তৃক প্রথমে ইহার সূচনা করা হইলেও পরবর্তী কালে মহাযানী বৌদ্ধেরা ইহা দখল করিয়া লন।

এই গুহা বিহারগুলি একেকটির দৈর্ঘ্য ১১৫ ফুট, প্রস্থ ৪৬ ফুট এবং ছাদের উচ্চতা ৪৫ ফুট। ইহার, এক পার্শ্বে একটি গম্বুজাকৃতি চৈত্য বিদ্যমান। প্রাঙ্গণের দুই পার্শ্বে চিত্র বিচিত্র শিল্প সম্ভারে সাজানো। ইহার শিল্প-নৈপুণ্য ভারতের নিজস্ব। সম্মুখের প্রবেশদ্বার দেখিবার মত বটে। এই দ্বারের উপরদিকে একটি ফটক আছে। উহার দ্বারা মূল সভাগৃহে আলো প্রবেশ করে। সম্মুখের ও পশ্চাতের দেওয়াল বিবিধ কারুকার্যের দ্বারা চিত্রিত। উহাতে কতকগুলি রাজা ও রানীর চিত্র খোদিত আছে। তাঁহারা হইলেন এই গুহা চৈত্যের প্রতিষ্ঠাতা। বাঘ ও অজান্তার প্রাচীর চিত্রগুলির শিল্প-নৈপুণ্য পৃথিবী বিখ্যাত। ইহাদের অধিকাংশই জাতকের চিত্র হইতে সংকলিত। বোধি-সত্ত্ব, পদ্মপানি, অবলোকিতেশ্বর, যশোধারা ও রাহুলের মূর্তি সত্যিই দেখিবার

মত। ইহার শিল্প নৈপুণ্য কেহ স্বচক্ষে দর্শন না করিলে কল্পনা করা বৃথা। কেবল এই কারণেই অজান্তার শিল্পকলা বিশ্বশিল্পের রূপ লাভ করিয়াছে। জাপানস্থ নারার বুদ্ধমূর্তি অজান্তার বোধিসত্ত্ব মূর্তির অনুকরণে নির্মিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ শিল্পকলার ইতিহাসে গান্ধার শিল্পের স্থান কম নয়। কুষাণ রাজাদের দ্বারাই ইহা প্রসার লাভ করে। কুষাণ রাজাদের মধ্যে রাজা কনিষ্কই অশোকের ন্যায় বহু স্তূপ ও মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু স্থানে আজিও ইহার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। তক্ষশিলা তখন কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল, কনিষ্কের রাজধানী ছিল 'পুরুষপুর' বা আধুনিক পেশোয়ারে। 'সুন উন' নামক একজন চৈনিক পরিব্রাজক ষষ্ঠ শতাব্দীতে পুরুষপুরে ১৩৫ তালাবিশিষ্ট একটি বিশাল প্রাসাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ প্রাসাদের উচ্চতা ছিল ৭০০ ফুট। কুষাণ আমলের সমস্ত নির্মাণ কার্যে গান্ধার শিল্পের প্রাধান্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাপিস, হর্দ্দ ও বামিয়ামে বিরাট বিরাট গুহা ও বিহার এবং চৈত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলিতে বাঘ ও অমরাবতীর শিল্পরীতির সহিত গান্ধার শিল্পের অপূর্ব সংমিশ্রণ সাধিত হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে স্থানীয় প্রাধান্য ফুটিয়া উঠিয়া শিল্পকে এক অভিনব রূপদান করিয়াছে। একমাত্র বামিয়ামে এক মাইল ব্যাপী ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু বিহার ও মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিরাট বিরাট হল যাহার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি রক্ষিত হইয়াছে। উহাদের একেকটির উচ্চতা ১২০ ফুট হইতে ১৭৫ ফুট পর্যন্ত। এই বুদ্ধমূর্তি দেখিলে চীনের লংমেন গুহা ও য়ুন কাঙ অথবা জাপানের নারার বিশাল বুদ্ধমূর্তির কথা মনে পড়ে।

ইহা ছাড়া তিব্বত, মধ্যএশিয়া, মঙ্গোলিয়া, চীন, কোরিয়া ও জাপানে বহু বিহার ও সংঘারাম নির্মিত হইয়াছে। খননকার্যের ফলে প্রাচীন বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটিতে জাতকে বর্ণিত শিল্প কলার প্রভাব পরিস্ফুট। অবশেষে আমরা জাতকে বর্ণিত বৌদ্ধ ধর্মের জীবন্ত রূপ দেখিতে পাই দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে। বর্মা, লাওস, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও জাভা বৌদ্ধ ধর্মের পিঠস্থান। খৃষ্টীয় পঞ্চম ও অষ্টম শতাব্দীতে জাভা, সুমাত্রা ও সেলিবিস শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময় এতদ্দেশে বৌদ্ধ ধর্মের সমধিক উন্নতি সাধিত হয়। সুমাত্রার 'পেলোবাঙা' একদা বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থান বলিয়া পরিগণিত হইত।

চৈনিক পরিব্রাজকেরা ভারতে আসিবার পথে এখানে কিছুদিন সংস্কৃত চর্চা করিতেন। যবদ্বীপের বোরোবুধুর মন্দির বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বৌদ্ধ বিহার। এত বড় মন্দির পৃথিবীতে আর একটিও নাই। ইহার শিল্প-নৈপুণ্য অপরিসীম। তিন মাইল ব্যাপী স্তূপ ও প্রাকার শ্রেণী মর্মর পাথরে গাঁথা। উহার উপর জাতকে বর্ণিত ভগবান বুদ্ধের বর্তমান ও অতীত জীবনের কাহিনী অবলম্বনে কতই না চিত্র অংকিত হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে ঐগুলি মানুষ নির্মিত কিনা ভ্রম হয়। আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যবদ্বীপের বোরোবুধুর মন্দির দর্শন করিয়া উদাত্তকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—

"সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া,
তাই আসিয়াছে দিন;
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন।
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে,
শুনিবারে—
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির,
কোলাহল ভেদকারী শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র বুদ্ধের শরণ লইলাম।"
[বোরোবুধুর, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭]

ব্রহ্মদেশকে স্বচক্ষে দর্শন না করিয়া ঐ দেশের জনচিত্তকে বৌদ্ধ ধর্ম ও পাক-ভারত-বাংলাদেশী সংস্কৃতি কিরূপভাবে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা বর্ণনা করা কঠিন। ব্রহ্মদেশে এমন কোন পর্বত বা টিলা নাই যেখানে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে একটা না একটা মন্দির, স্তূপ, বিহার, বা সংঘারাম নির্মিত হয় নাই।

বহির্ভারতীয় সাহিত্যে জাতকের প্রভাব

বহির্ভারতীয় বহু সাহিত্যে জাতকের প্রভাব সুস্পষ্ট। খ্রীস্টজন্মের বহু পূর্বে গ্রীক দেশের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বর্তমান ছিল। কথিত আছে গ্রীক দার্শনিক পীথাগোরাস খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্য সম্রাট দরায়ুসের রাজত্বকালে ভারতে আসেন। তিনি এখানে ভারতীয় দর্শন ও জ্যামিতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বেও পারস্য রাজসভায় ভারতীয় পণ্ডিত ও গ্রীক দার্শনিকদের আনাগোনা ছিল। দরায়ুস পাঞ্জাবের কিছুটা অংশ দখল করিয়াছিলেন। এই সময় কিছু সংখ্যক জাতকের গল্প যে গ্রীক দেশে যায় নাই এইরূপ বলা কঠিন। কারণ ডেমোক্রিটাস ও প্লেটোর গল্পে জাতকের প্রভাব সুস্পষ্ট। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে গ্রীক দেশের সহিত পাক-ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও মধুর হয়। এই সময় পাশ্চাত্য দেশের সহিত এই দেশের অবাধ মেলামেশার সুযোগ প্রকট হয়। এই যোগাযোগের ফলে বহু জাতকের গল্প প্রতীচ্য দেশে বিস্তার লাভ করে।

তৃতীয় সঙ্গীতির অবসানে অশোক বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ঐ সমস্ত দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে বহু জাতকের গল্প এতদ্দেশে প্রচার করেন। কথিত আছে এই সময় মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বহু লোক বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন। গ্রীকরাজ মিলিন্দ বা মিনান্দ্রস সমস্ত মধ্যএশিয়া ও ভারতের বিশাল ভূ-খণ্ড অধিকার করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। পালি সাহিত্যে 'মিলিন্দ' প্রশ্ন (মিলিন্দ পনহ) নামক গ্রন্থ রাজা মিলিন্দ বা ভদন্ত নাগসেনের কথোপকথন লইয়া রচিত। প্লুটার্কের মতে মিলিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার পবিত্র পূতাস্থি (Relics) আটটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাও বৌদ্ধ প্রভাবের সুস্পষ্ট পরিচয়। কেহ কেহ বলেন প্লাটিনাম জাতকে বর্ণিত বৌদ্ধনীতি দ্বারা প্রভাবিত। জেমস মকাট বলেন "খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মরু সাগরের অধিবাসী এসিনিসেরা"[২] বৌদ্ধদের ন্যায় শীল পালন করিত।" ইহাতে

১ কুকুর ও তাহার প্রতিবিম্ব=চুল্লধনুগ্গহ-জাতক।
সিংহচর্ম পরিবৃত গর্দভ=সিংহ চর্ম-জাতক।

২ তদানীন্তন কালে ইহুদীরা তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। যথা—
(১) সিডিউসিস, (২) পরিসিস ও (৩) এনিসিস। এই এনিসিস সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে যীশুখ্রীস্টের উদ্ভব হয়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ধর্মীয় ব্যাপারে উদার-নৈতিক মত পোষণ করিতেন।

বৌদ্ধ প্রভাব বর্তমান। কারণ অনাগারিক ব্রহ্মচর্য জীবন ও ধ্যান চর্চা তদানীন্তন কালে ইহুদী ধর্মবিরুদ্ধ ছিল।

ইহুদীদের মধ্যে বহু জাতকের কাহিনী প্রচলিত আছে। ঈশপস ফেবলের অনেক গল্পের সহিত জাতকের মিল আছে।[১] উহা উন্মার্গ জাতকের বিচার কাহিনীর সঙ্গে বাইবেল বর্ণিত সলোমানের বিচার পদ্ধতির সঙ্গে বহুস্থানে মিল আছে। পণ্ডিত হোইজেজের মতে এই গল্পটি ভারতীয় সূত্রেই রোমে বিস্তার লাভ করে। 'ইল্লিস-জাতক' 'মতের সুসমাচার' প্রায় একরূপ। এই দুইটি গল্পে দেখা যায় যথাক্রমে ভগবান বুদ্ধ ও যীশু অল্প খাদ্যে বহু লোকের ক্ষুধা মিটাইয়াছিলেন।[২] ভগবান বুদ্ধ ও যীশুখ্রীস্টের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। এমনকি বাইবেল বর্ণিত দশটি নীতির (Ten Commendments) সহিত জাতকের দশ পারিশুদ্ধি শীলের[৩] অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধ রহিয়াছে। খৃস্টান মঠের নিয়ম কানুন ও বৌদ্ধ বিহারের অনুষ্ঠানের সহিত খুব বেশী পার্থক্য নাই। সেডেল থাই সিঙ্গারের মতে বাইবেল লেখকদের বৌদ্ধবাণী গ্রহণের

১ নিম্নে ঈশপ্‌স আখ্যানের সহিত কয়েকটি জাতকের গল্পের তুলনা করা হইল:

নৃত্যজাতক (৩২)=The Joy and the Peacock.
মসক-জাতক (৪৪)=The Boldman and Fly.
সুবর্ণ হংস-জাতক (১৩৬)=The Goose and Golden Eggs.
মুনি জাতক (৩০)=The Ox and the Calves.
সীহচম্ম জাতক (১৮০)=The Ass and the Lion skin
কচ্ছপ জাতক (২৯৫)=The Egle and the Tortoise
জম্বু জাতক (২৯৪)=The Crow and the Fox.
জব সকুন জাতক (৪২৬)=The Wolf and the Crane.
চুল্ল ধনুগ্গহ-জাতক (৩০৮)=The Dog and the Shadow.
দীপি-জাতক (৪২৬)=The Wolf and the Lamb.
এইরূপ আরও বহু গল্পের সহিত ঈশপরচিত আখ্যানের মিল আছে।

২ ইল্লীসজাতক (জাতক মঞ্জুরী পৃ. ৬২—৬৯)

৩ পালিতে শীল শব্দের অর্থ চরিত্র রক্ষার উপায়। দশ পারিশুদ্ধি নিম্নরূপ: (১) প্রাণী হত্যা বিরতি, (২) চৌর্য বিরতি, (৩) মিথ্যা বাক্য বিরতি, (৪) অব্রহ্মচর্য বিরতি, (৫) সুরাপান বিরতি, (৬) পরনিন্দা বিরতি, (৭) কর্কশ বাক্য বিরতি, (৮) সম্প্রলাপ বিরতি, (৯) অন্যের অনিষ্ট চিন্তা না করা, (১০) মিথ্যা বাক্য পরিত্যাগ।

ফলেই এই রূপায়ণ সম্ভব হইয়াছে[১]। থালোক্রিপাস গসপেলে বর্ণিত খ্রীস্ট জীবনের বহু কাহিনী বুদ্ধ জীবন কাহিনীরই নামান্তর।

মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের আবিভার্বের বহু পূর্বে তদানীন্তন সাহিত্যে বৌদ্ধ জাতকের প্রভাব সুস্পষ্ট। খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইরান ও তুর্কিস্থানে প্রচলিত বারলাম ও জোসা ফাইটের আখ্যায়িকা রাজপুত্র শাক্য সিংহ ও সিদ্ধার্থ কুমারের মহাভিনিস্ক্রমণের সহিত তুলনীয়। অনেকে অনুমান করেন জোসাফাইট শব্দটি সংস্কৃতে বোধিসত্ত্বেরই নামান্তর।[২]

কিম্বদন্তী অনুসারে জোসাফাইট বাংলাদেশ-পাক-ভারতের কোন এক রাজ্যের রাজ কুমার। ক্যালভিন নামক কোন এক দৈবজ্ঞ শিশু জোসাফাইটকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই শিশু ভবিষ্যতে একজন জ্ঞানী হইবেন। তাহার ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া পিতা তাহাকে বহির্জগতের সুখ-দুঃখ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য এক সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। পিতার শত চেষ্টা সত্ত্বেও যুবরাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও বিকলাঙ্গ, রুগ্ন, বৃদ্ধ ও মৃতদেহ দেখিয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া গৃহত্যাগ করেন। বারলাম একজন স্বর্ণ-কারের বেশে রাজপুত্র জোসাফাইটকে খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষা দান করেন। এইভাবে দেখা যায় যে, খ্রীস্ট ধর্ম যাজকেরা মধ্যপ্রাচ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য তাহাদের পুরাবৃত্তিতে বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ইতালীয় পণ্ডিত কম্পারো ীর মতে সিন্দবাদের আদি পুরুষ মিত্রবিন্দই ছিলেন জাতকে বর্ণিত মিত্রবিন্দক।[৩] দিব্যাবদানে 'মিত্রবিন্দক', 'মিত্র কন্যক' নামে পরিচিত। মিত্র বিন্দকের ভ্রমণ বৃত্তান্তের সহিত হোমার বর্ণিত ওডিসিয়ুসের এবং আরব্য উপন্যাসের উপাখ্যানাবলীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়।[৪] সিন্দ-বাদের ন্যায় মিত্রবিন্দক বহুবার সমুদ্র যাত্রা করিয়া নূতন নূতন বিপদের

১ জগৎজ্যোতি বুদ্ধ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৫৭, পৃ. ৯৬।

২ যশোধরাপতি > যশোপতি > Josaphaet. সংস্কৃত সাহিত্যে বুদ্ধের স্ত্রীর নাম 'যশোধরা' বলিয়া উল্লেখ আছে। যশোধরাপতি অর্থাৎ যশোধরার স্বামী। পালি সাহিত্যে বুদ্ধের স্ত্রীর নাম পাওয়া যায় না। তাঁহাকে 'রাহুল মাতা' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। আমাদের দেশে অনেক মহিলা ছেলের নামে পরিচিতা হন। ইহা পালি সাহিত্যে প্রভাব বলিয়া মনে হয়।

৩ জাতক, নং ৮২।

৪ কালান্তর, বৃহত্তর ভারত।

সম্মুখীন হইয়াছিলেন। জাতকের একাধিক গল্পে মিত্রবিন্দকের কথা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে চতুর্দ্বার জাতক (৪৩৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিগ্রো সাহিত্যের মধ্যেও জাতকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ কেরোলিনায় প্রচলিত বিমানে কাকার গল্পের সহিত জাতকের সাদৃশ্য বিদ্যমান। চিত্র দ্বারা কাহিনীর ব্যাখ্যা পূর্ব ইউরোপে প্রচলিত ছিল না। ইহা বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুকরণে ইউরোপবাসীরা গল্প প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছেন।

ইহাছাড়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অর্থাৎ সিংহল, বর্মা, শ্যাম, কম্বোডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্যে, ভাস্কর্য, শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতির উপর পালি সাহিত্যের প্রভাব অপরিসীম। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই সমস্ত দেশে দেশে শুধু তাহাদের ধর্মপ্রচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তাহাদের মাধ্যমে পাক-ভারত-বাংলাদেশীয় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নীতি, ধর্ম, শিল্প, লিপি, ভাষা ও সাহিত্যের বীজ ঐ দেশসমূহে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া মহীরূহে পরিণত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শ্যাম দেশের বিশ্ব সংস্কৃতির জীবন্ত রূপ দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন "ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্র পারে সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে বসে ধূলি কলুষিত হওয়ার ভিতর দিয়ে ভারত বর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাহির থেকে।

যবদ্বীপে বোরো বদুর মন্দিরে জাতকে বর্ণিত গল্পের জীবন্তরূপ প্রাচীর গাত্রে অংকিত দেখিলে যে কোন লোকের চিত্ত অপার আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিবে। মৈত্রীর গুরুত্ব জগতে অপরিহার্য। কারণ পরম কারুণিক তথাগত বুদ্ধের বিশ্ব হিতৈষণার আদর্শ শুধু কল্পনা বিলাস নহে। প্রাণীজগতের সার্বিক কল্যাণের প্রেরণা ও প্রচেষ্টার উৎস ইহার মধ্যে নিবদ্ধ। বোধি চর্যাবতারে বলা হইয়াছে, "করুণা যেখানে সমাপ্ত বৌদ্ধ ধর্ম সেখানে"।[১] পীড়িত পুত্রের প্রতি পিতার যেমন স্নেহ সেইরূপ সমস্ত জগৎবাসীর জন্য বুদ্ধের প্রেম অপরিসীম।[২] ভগবান তথাগতের ধর্ম জীবন. চরিত্র রক্ষা, স্বর্গ বা ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য, যশ বা খ্যাতির জন্যও নহে। সব মানবের হিতের জন্য, মঙ্গলের জন্য, সুখের জন্যই তাঁহার ধর্ম জীবন ও চরিত্র রক্ষা।[৩]

১ বোধি চর্যাবতার, ৯।৭।৬
২ ঐ ৯।৭।৭
৩ শিক্ষা সমুচ্চয়, পৃ. ১৪৭., মৈত্রী সাধনা, পৃ. ১৮।

এইভাবে বিশ্বসাহিত্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহাতে পালি জাতকের প্রভাব সুস্পষ্ট। উল্লিখিত দেশসমূহ ছাড়াও তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও জাপানের সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে পালি জাতকের প্রভাব অপরিসীম।

শিক্ষা ব্যবস্থা

জাতকের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন ভারতের শিল্প-ব্যবস্থা সম্পর্কে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ভাবে যে বর্ননা আছে তাহা হইতে একটি সামগ্রিক রূপ কল্পনা করা সহজ নয়। নালন্দা, বলভী, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরি প্রভৃতি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ত তখন স্থাপিত হয় নাই। তবে ইহা অনুমান করা ভুল হইবে যে, তখনকার পাক-ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা মোটেই উন্নত ছিল না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গুরুরা স্থানে স্থানে নিজেদের প্রয়োজনে বিদ্যালয় খুলিয়া বসিতেন। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্রগণ আসিয়া সেখানে ভিড় করিত। দেশের রাজা, মহারাজা, ধনবান শ্রেষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা আচার্য স্থানীয় ব্যক্তিদিগের নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। গুরুশিষ্যের সর্ম্পক ছিল পিতা পুত্রের ন্যায়ই মধুর ও গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ। গুরুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে ছাত্ররা বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিতেন এবং গুরু ও ছাত্রদের মেধানুসারে নানা প্রকার শাস্ত্র ও শিল্প শিক্ষা দিতেন। সত্য, ধর্ম, ত্যাগ, সংযম ও অধ্যবসায়ের উপরই তাঁহাদের সাফল্য নির্ভর করিত। জাতকে বলা হইয়াছে যে, অপ্রমত্ত বিচক্ষণ ও শুশ্রূষাপরায়ণ ব্যক্তিই বিদ্যার্জন করিতে সক্ষম।[১] গুরুকে আচরিয' এবং শিষ্যকে অন্তেবাসিক বলা হইত।

তক্ষশিলা ও বারানসী

তক্ষশিলা ও বারানসী এই দুইটি স্থান প্রাচীন ভারতে শিক্ষা কেন্দ্র রূপে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বারানসীর চেয়েও তক্ষশিলার প্রাধান্য বেশী ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ মিথিলা (সুরাটি—৪৮৯), উত্তর পাঞ্চাল (ব্রহ্মদত্ত —৩২৩), কাশী (বিসপুপ্প —৩৯২ মহাধর্মপাল ৪৪৭), নিগম গ্রাম (অস্থিসেন ৪০৩) এবং বারানসী (তুষ-৩৩৮ অনভিরতি-১৮৫, সুসীম-১৬৩) প্রভৃতি স্থান হইতে তক্ষশিলায় ছাত্রগণ বিদ্যার্জনের জন্য সমবেত হইতে দৃষ্ট

১ "সুস্সুসা লভতে পঞ্ঞং অপ্পমত্তো বিচকখনো।"

হয়। তক্ষশিলার পাঠ্যসূচীর মধ্যে এমন কতকগুলি বিষয় ছিল যাহা বারানসীতে এমনকি ভারতের অন্য কোন বিদ্যা কেন্দ্রে ছিল না ইহা ছাড়াও পশু, চিকিৎসা, যাদুবিদ্যা, মন্ত্রশক্তি, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি বিদ্যার চর্চা এখানেই কেবল বর্তমান ছিল।

জাতক পাঠে জানা যায় যে, বারানসীর অনেক রাজকুমার শ্রেষ্ঠীপুত্র, সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্রাহ্মণ কুমারেরা, বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় আগমন করিতেন[১]। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষা শেষে সর্বশাস্ত্রবিদ হইয়া বারানসীর শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে অধ্যাপনা করিতেন[২]। রাজগৃহের অন্যতম প্রধান ভক্ত জীবক কুমার তক্ষশিলা হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া রাজা বিম্বিসারের প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বারানসী ধর্মশিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে বেশ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। নগরের এক পার্শ্বে গুরুগৃহই পাঠশালা রূপে গণ্য হইত। বারানসীর অধিবাসীরা গুরুর খাওয়া-পড়ার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। লোসক ও মিত্র বিন্দক জাতকে উল্লেখ আছে ছাত্রগণ অবৈতনিকভাবে শিক্ষা কেন্দ্রে অধ্যয়ন করিতেন। গুরু ও শিষ্য একত্রে নিজেদের কার্য সম্পন্ন করিতেন। পাঁচশত ছাত্র একত্রে অধ্যয়ন করিত। অবৈতনিক ছাত্ররা পূর্ণ শিষ্য বলিয়া পরিচিত হইত। ইহাতে দুই প্রকার ছাত্রের উল্লেখ আছে, আবাসিক ও অনাবাসিক। আবাসিক ছাত্রেরা গুরুর সহিত একত্রে বাস করিতেন এবং অনাবাসিক ছাত্রগণ প্রত্যেকদিন বাহির হইতে আসিয়া পাঠশালায় অধ্যয়ন করিত।[৩]

আবার অপর এক শ্রেণীর বিদ্যালয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। হিমালয়ের পাদদেশে বা অরণ্যের উন্মুক্ত প্রান্তরে শিষ্যগণ গুরুকে ঘিরিয়া বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত। ইহার নিকটেই গুরুর আবাস ছিল। গুরু সকল শিষ্যদের আহার্য যোগাইতেন। স্থানীয় অধিবাসীরা অনেক সময় আহার্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী আচার্যকে উপহার স্বরূপ দান করিতেন।

১ সুসীম—১৬৩; তিলমুট্ঠি-জাতক—২৫২; তুস-জাতক—৩৩৮।

২ অনভিরতি-জাতক—১৮৫।

৩ কটাহক-জাতক;

প্রথম হাতে খড়ি

আচার্য তিথি নক্ষত্র দেখিয়া শিষ্যদের পাঠ দান শুরু করিতেন। প্রাথমিক শিক্ষা কিভাবে হইত কত বৎসর স্থায়ী ছিল সেই সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় না। জাতকে এই বিষয়ে বিভিন্নরূপ মতামত দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন মতের পর্যালোচনার দ্বারা বুঝা যায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিতে কৈশোর প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। সংস্তব জাতকে উল্লেখ আছে পঞ্চদশ বৎসর পর্যন্ত জননীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। আবার ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়া অনেকে তক্ষশিলায় বিদ্যা শিক্ষার্থে গমন করিতেন।[১] ইহাতে মনে হয়, ছাত্রগণ যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তক্ষশিলায় গমন করিতেন। এখানে আচার্য শিষ্যগণের কুশলা কুশল ও পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া ক্লাশে ভর্তি করাইতেন। শিক্ষার্থীর জীবন ছিল আড়ম্বরহীন ও কঠোর সংযমের শৃংখলে আবদ্ধ।

ব্যবহারিক শিক্ষা

ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষাদান সেকালের শিক্ষার একটি অঙ্গ ছিল। কটাহক জাতক হইতে জানা যায় কটাহক অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল। তক্ষশিলা ও বারানসীর শিক্ষনীয় বিষয়ের মধ্যে বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, পুরান, স্মৃতি, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা, গান্ধর্ববিদ্যা, অস্ত্রচিকিৎসা, ভেষজবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, গজশাস্ত্র প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যবহারিক শিক্ষাও এই অষ্টাদশ শিল্পের অন্তর্গত ছিল। উদয় জাতক (৪৫৮) ও অনুশোচনীয় জাতকে (৩২৮) ভাস্কর্য শিল্পে দক্ষতার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। উপরোক্ত দুইটি জাতকের নায়ক উদয় ও বোধিসত্ত্ব শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যা-গমন করিলে মাতাপিতা তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে বলেন। তাঁহারা উভয়ে সুবর্ণ বর্ণ একটি মনোহারিণী নারীমূর্তি নির্মাণ করিয়া বলেন যে, উক্ত প্রকার লাবণ্যবতী রমণী পাইলে বিবাহ করিতে প্রস্তুত। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, তখন ছাত্রেরা শিল্পেও দক্ষতা অর্জন করিত।

১ তিলমুট্‌ঠি-জাতক—২৫২; তুষ-জাতক; অকীর্তি-জাতক—৪৮০; সংস্তব-জাতক —১৬২; অসদৃশ-জাতক—১৮১; দরীমুখ-জাতক—৩৭৮।

গুরুর পাণ্ডিত্য

জাতকে অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বহু তথ্য বিদ্যমান। বড় বড় আচার্যগণ শুধু ত্রিবেদ ও অষ্টাদশ পুরানে অভিজ্ঞ হইতেন তাহা নহে তাহারা আরও বহু প্রকার বিদ্যায় পারদর্শী হইতেন। শিক্ষাদানেও তাহাদের বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের ব্যবহারিক যে অভিজ্ঞতা জীবনে জন্মাইত তাহাদ্বারা ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। বিদ্যা প্রারম্ভে ও বিদ্যা সমাপণান্তে গুরুদক্ষিণা দেওয়ার বিধি প্রবর্তিত ছিল।[১] যাহারা শিক্ষায়তনে প্রবেশ করিবার সময় গুরুদাক্ষিণ্য দিতে পারিতনা, তাহারা শিক্ষা শেষ করিয়া গুরুকে আপ্যায়িত করিত। দরিদ্র শিষ্যগণ আচার্যকে শুশ্রূষা দ্বারা সন্তুষ্ট করিত। তাহাদিগকে 'ধন্মান্তেবাসিক' বলা হইত। রাজা, মহারাজা, ও ধনবান গৃহস্থের পুত্রেরা বিদ্যা আরম্ভের সময় গুরুদক্ষিণা প্রদান করিত।[২] এইরূপ যে দক্ষিণা দেওয়া হইত উহাকে 'আচরিয়ভাগ' বলা হইত।

কোন কোন আচার্য ছাত্রদের মধ্য হইতে কয়েকজন মেধাবী ছাত্রকে 'জেট্ঠ ধর্মান্তে বাসিক' রূপে নিয়োগ করিতেন। এই সব ছাত্র আচার্যকে নানাভাবে সাহায্য করিত। প্রয়োজনবোধে আচার্যের অবর্তমানে তাহারা অধ্যাপনার কাজও করিতেন। কোন কোন জাতকে তাহাদিগকে 'পৃষ্ঠাচার্য'[৩] বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

নারী শিক্ষা

স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্য জাতকে পৃথক পৃথক কোন বন্দোবস্ত ছিল কি-না বলা কঠিন। তবে স্ত্রীলোকেরাও যে শিক্ষা দীক্ষায় যথেষ্ট উন্নত তাহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান।

উপদেশাত্মক গল্প

পালি ভাষায় রচিত এই জাতক লোকহিতকর মহা উপদেশপূর্ণ অমূল্য রত্নভাণ্ডার। ইহার প্রত্যেকটি বাণী পরম জ্ঞানের আধার ও মুক্তি পারাবার'

১ দূত-জাতক—৪৭৮; সুশীল-জাতক—১৬৩; তিলমুট্ঠি—২৫২; মহাধম্মপাল-৪৪৭; লাঙ্গলিসা—১২৩; বরুণ—৭১।

২ সুসীম—১৬৩; তিলমুট্ঠি—২৫২।

৩ অনভিরতি—১৮৫; মহাসুতসোম—৫৩৭।

ইহতে অবশ্য পাঠ্য, নিত্য প্রতিপাল্য ও বহু সদবাক্যে ভরপুর। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ভোগী, ত্যাগী, ঋষি, সাধু-সজ্জন, উপাসক, উপাসিকা সকলেই ইহার মধ্য হইতে নিজেদের উপযোগী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান লাভ করিতে পারেন। নির্মল আনন্দ মিশ্রিত উপদেশাত্মক গল্পের বিচারে পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার তুলনা নেই। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা জাতকের ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান।

।। মহানিদ্দেস ও চূলনিদ্দেস ।।

'নিদ্দেস' দুইভাগে বিভক্ত: মহানিদ্দেস ও চূলনিদ্দেস।[১] এই দুইটি গ্রন্থ একত্রে খুদ্দকনিকায়ের একাদশ ও দ্বাদশ গ্রন্থ। ইহাতে ভগবান বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য সারিপুত্র কর্তৃক সুত্তনিপাতের তেত্রিশটি সূত্রের (কাম সূত্র হইতে খগ্গবিসান সূত্র পর্যন্ত) ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।[২] সূত্রগুলি 'অত্থবগ্গ' ও পরায়ন বগ্গ' এই দুইটি বর্গের অন্তর্গত। বাংলা ভাষায় গ্রন্থ দুইটির কোনরূপ সংস্করণ কিম্বা উপযুক্ত সমালোচনা কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। মহানিদ্দেসে কেবলমাত্র অট্ঠকবগ্গের সূত্রসমূহের আলোচনা করা হইয়াছেন অট্ঠকবগ্গ দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। চূলনিদ্দেসে

---

১ L. Dc. La Vallee Paussin and E. G. Thomas কর্তৃক পালিটেক্স সোসাইটি, লণ্ডন হইতে 'মহানিদ্দেসের একটি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুঁথি ও প্রকাশিত গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া ইহা সংকলিত হইয়াছে : (১) শ্যামী ভাষায় প্রকাশিত ত্রিপিটক (Vol. XXVII), (২) বর্মী অক্ষরে প্রকাশিত তালপাতার পুঁথি (৩) সিংহলী হরফে প্রাপ্ত তালপাতার পুঁথি (৪) বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত Phayre সাহেবের পুঁথি (৫) চূলনিদ্দেশের সিংহলী পুঁথি এবং (৬) শ্যামী ভাষায় প্রকাশিত রাজকীয় ত্রিপিটক।

২ সূত্রগুলি: অত্তকবগ্গ: (১) কাম, (২) গুহট্ঠক (৩) দুট্ঠট্ঠক, (৪) সুদ্ধট্ঠক, (৫) পরমট্ঠক, (৬) জরা (৭) তিসমেত্তেয্য (৮) পসুর (৯) মাগন্দিয় (১০) পুরাভেদ, (১১) কলহবিবাদ, (১২) চূল বিয়ূহ (১৩) মহাবিয়ূহ (১৪) তুবটক, (১৫) অত্তদণ্ড (১৬) সারিপুত্ত, পরায়ণবগ্গ: (১) বত্থুগাথা, (২) অজিতমানবপুচ্ছা, (৩) ধোতকমানবপুচ্ছা, (৪) পুন্নকমানবপুচ্ছা, (৫) তিস্সমানব পুচ্ছা, (৬) মেত্তগুমানবপুচ্ছা, (৭) উপসীবমানবপুচ্ছা, (৮) নন্দমানবপুচ্ছা, (৯) হেমক মানব পুচ্ছা, (১০) তোদেয্য মানব পুচ্ছা, (১১) কপ্পমানব পুচ্ছা (১২) জতুকন্নিমানবপুচ্ছা (১৩) ভদ্রাবুধ মানব পুচ্ছা (১৪) উদয় মানব পুচ্ছা, (১৫) পোসাল মানব পুচ্ছা, (১৬) মোঘরাজ মানব পুচ্ছা, (১৭) পিঙ্গির মানব পুচ্ছা।

পরায়ণ বগগ ও খগ্গবিসান সূত্রের ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। প্রফেসর রীচ ডেভিড্স কর্তৃক লণ্ডন পালি টেক্স সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

স্থান ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষার পরিবর্তন হয়। বাচনভঙ্গী ও শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কেও এই কথা সত্য। বুদ্ধের সমসাময়িক কালে পাক-ভারত-বাংলাদেশে বহু ধর্মমত প্রচলিত ছিল। অনেক সময় ধর্ম প্রবর্তকেরা বিবিধ অর্থে একই শব্দ প্রয়োগ করিতেন। এই জন্য এক জনের সহিত অপর জনের পার্থক্য নির্ধারণ করা অনেক সময় কষ্টকর হইত। সেই কারণেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের প্রথম যুগ হইতে বুদ্ধের বাণী সমূহের যথাযথ অর্থ ও ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অটঠ্কথার প্রয়োজন হইত। ইহাতে প্রায় সময় শব্দার্থের দ্বিরুক্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অনেকসময় ত্রিপিটকের অপর স্থান হইতে অবিকল উদ্ধৃতিও প্রদান করিতে দৃষ্ট হয়। এই ব্যাপারে ডক্টর Stade-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "This interpretation is repeatad at every place where the word is found in the text, and is literally the same all through. Very seldome a paraphrase of a sentence or part of a sentence is give and in some cases a quotation from Canonical books takes the place of an explanation, but the rule is that, once the words are made clear, the stanza is expected"[১]

মহানিদ্দেসে প্রদত্ত কতকগুলি শব্দার্থের নমুনা প্রদত্ত হইল; কুসলা শব্দের অর্থকরা হইয়াছে এখানে অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ, পরিজ্ঞাত। যিনি স্কন্ধ, আয়তন, প্রতীত্যসমুৎপাদ, স্মৃতুপস্থান, সম্যক প্রধান, ঋদ্ধি- পাদা, ইন্দ্রিয়, বোধ্যঙ্গ, মার্গ, ফল ও নির্বাণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।

কাম—ইহাতে দুই প্রকার কামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। একটির নাম 'বস্তুকাম' এবং অপরটির নাম' ক্লেশ কাম'। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অর্থাৎ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, প্রভৃতির প্রতি যে আকর্ষণ তাহাকে বলে বস্তুকাম। অপর পক্ষে ছন্দ, রাগ, সংকল্প, প্রভৃতি দৃষ্টিবাদের জন্য যে আসক্তি তাহাকে ক্লেশকাম বা 'কিলেস কাম' বলে।

মুনি— ভগবান বুদ্ধের মতে 'মুনি' শব্দের অর্থমুক্ত পুরুষ যিনি পাপ মুক্ত, আত্মসংযমী এবং গভীরজ্ঞানের অধিকারী। কায়, বাক্য, ও মনের

১ Dr. Stade : Cullaniddesa, P. T. S., London, Intro., p. XXII.

দ্বারা যিনি কোন প্রকার পাপ কর্ম করেন নাই তিনি মুনি নামে অভিহিত। কায় দুচ্চরিত, বচীদুচ্চরিত এবং মন দুচ্চরিত যিনি সম্পূর্নরূপে ত্যাগ করিয়াছেন এবং যাহার চিত্ত কোন প্রকার কালিমা লিপ্ত নহে তিনিই প্রকৃত মুনি।[১] ইহাতে মুনিকে ছয়ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা,— অগারমুনি, অনাগার সেখ, অসেখ, পচ্চেকবুদ্ধ, এবং মহামুনি বা বুদ্ধ তথাগত।

সিকখা—নিদ্দেশ গ্রন্থে 'সিকখা'কে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা,—অধিসীলশিক্ষা, অধিচিত্তশিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞাশিক্ষা। ক্ষুদ্রশীল স্কন্ধ মহাশীলস্কন্ধ এবং দশ শীল প্রভৃতি অধিশীল স্কন্দের পর্যায়ে পড়ে। চারি প্রকার ধ্যান অধিচিত্ত শিক্ষার অন্তর্গত। চতুর আর্যসত্যই সংক্ষেপে অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষার অন্তর্গত।

ভিকখু—ইহাতে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি সাত প্রকার দোষ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই ভিক্ষু নামে পরিচিত হন। দোষগুলি হইল: সৎকায় দৃষ্টি, শীলব্রত পরামর্শ, বিচিকিৎসা, রাগ, দ্বেষ, মোহ, এবং মান।

দোনো—'দোনো' শব্দের অর্থ হইল জ্ঞান বা বিদ্যা।

ওঘ—'ওঘ' চারি প্রকার: কাম ওঘ, ভব ওঘ, দৃষ্টি ওঘ, এবং অবিদ্যা ওঘ।

কাম কথা—বিবিধ প্রকার খোস-গল্প। রাজা, চোর, সৈনিক, যুদ্ধ, পানীয়, সকট, জ্ঞাতী, স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় সকল প্রকার খোস-গল্পই এই পর্যায়ে পড়ে।

লোক—ইহাতে নিম্নলিখিত লোকের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। নিরয়-লোক, তিরচ্ছান লোক, পিত্তিবিসয়, মনুস্স, দেব খন্ধ, ধাতু, অয়তন, অয়ং লোক, পরলোক, সব্রহ্ম-লোক, সদেব-লোক।

১ ধম্মপদে (২২৫ নং) বলা হইয়াছে যে, মুনিগণ সকল সময় কায়, বাক্য ও মনে সংযত হন। তাঁহারা সকল সময় মৈত্রী ভাবনায় রত থাকেন। সেইজন্য তাঁহারা এমন এবস্থানে গমন করেন যেখানে গমন করিলে কোন প্রকার শোক করিতে হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা ইহলোকে নির্বাণ উপলব্ধি করিয়া অবস্থান করেন।

"অহিংসকা যে মুনযো নিচ্চং কায়েন সংবুতা,
তে যন্তি অচ্চুতং ঠানং যত্থ গন্ত্বা ন সোচরে।"

এজা—ইহার অর্থ হইল 'তনহা বা তৃষ্ণা।

গণ্ঠানি—গ্রন্থী বা বন্ধন। ইহা চারি প্রকার: অভিজ্ঝা, ব্যাপাদ, শীলব্রতপরামর্শ, ইদং সচ্চাভিনিবেস অর্থাৎ একঘেঁয়েমী।

পুব্বাসব—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, এবং সংস্কার।

বিবটচকখু—ইহার অর্থ 'বিবৃতচক্ষু', উন্মুক্তচক্ষু, অথবা 'নিরপেক্ষ চক্ষু', 'প্রজ্ঞাচক্ষু', বুদ্ধচক্ষু', এবং 'সমন্তচক্ষু'।

পরিস্সয়—ইহার অর্থ বিপদ, সংকট বা ঝুঁকি। ইহা দুই প্রকার: (১) পাকট-সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, প্রভৃতি হইতে ভয় অথবা কলেরা, টায়ফয়েড, কুষ্ঠ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগের ভয়। (২) পটিচ্ছন্ন—আন্তবিপদ অর্থাৎ ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য, কামনা-বাসনা প্রভৃতি হইতে ভয়।

কন্হ—ইহার অর্থ 'মার'। ইহাকে 'নমুচি'ও বলা হয়।

মহানিদ্দেসে এইরূপ বহু প্রকার আলোচনা দৃষ্ট হয়। যেমন,-

চত্তারো দাসা—ইহাতে চারি প্রকার ক্রীত-দাসের উল্লেখ দৃষ্ট হয়:[১] (১) আজন্ম দাস (২) কৃত ক্রীত দাস, (৩) স্বকৃত ক্রীত দাস, (৪) যে ভীত হইয়া ক্রীতদাসত্ব গ্রহণ করে।

চত্তারো বন্ধু—চার প্রকার বন্ধু: জ্ঞাতিবন্ধু, গোত্রবন্ধু, মন্ত্রবন্ধু এবং শিল্প বন্ধু।

নরো—মানুষের মধ্যে নিম্নলিখিত বিভাগ দৃষ্ট হয়: ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেব এবং মনুষ্য।

রোগের তালিকা—চক্ষুরোগ, সোতরোগ, ঘ্রাণ রোগ, জিহ্বা রোগ, কায়রোগ, শীর্ষরোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ; কাশ, শ্বাস, পিনাস, ডাহ, জরো, কুচ্ছিরোগ, মুচ্ছা, পকখন্দিকা, শূলা, বিসূচিকা, কুট্ঠং, গণ্ডো, কিলাস, সোস, অপমারো, দদ্দু, কণ্ডু, কচ্ছু, রকখসা, বিতকিচ্ছা, লোহিতপিত্তং, মধুমেহ, অংস, পিলকা, ভগন্দর, পিত্তসমুট্ঠান, সেম্হসমুট্ঠান, বাতসমুট্ঠান, সন্নিপাতিকা, উতুপরিনামজ ব্যাধি, বিসমপরিহারজ ব্যাধি।

১ নিদ্দেস, ১ম খ., পৃঃ ১১

"অন্তো জাতকো দাসো, ধনক্কিতকো দাসো, সামং বা দাস বিসযং উপেতি, অকামকো বা দাসবিসয়ং উপেতি।"

ধর্মীয় তত্ত্ব—বুদ্ধ কতকগুলি ধর্মীয় তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই গুলি স্বর্গমোক্ষদায়ক বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। উহারা হইল: শাশ্বতবাদী, অশাশ্বতবাদী, অন্তরালোক, অনন্তরালোক তং জীবং তং সরীরং এবং অঞ্ঞং জীবং অঞ্ঞং শরীরং

ধর্মসম্প্রদায়—ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: হস্তী, অশ্ব, গরু, কুকুর, অগ্নি, সর্প, গোবলিন, ডিমন, সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, ব্রহ্ম, দেবতা, কৃষ্ণ, বলরাম, চতুর্দিক, পরী, পুনর্ভদ্র (যক্ষ) প্রভৃতির উপাসক[১]

।। পটিসম্ভিদামগ্‌গ ।।

পটিসম্ভিদা মার্গ খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত ত্রয়োদশ গ্রন্থ।[২] ইহা তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা,—মহাবর্গ, যুগনদ্ধবর্গ, এবং প্রজ্ঞাবর্গ। প্রত্যেক অধ্যায়ে দশ প্রকার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আলোচনাসমূহ নিম্নরূপ; জ্ঞান কথা, যুগনদ্ধ কথা, মহাপ্রজ্ঞা কথা ইত্যাদি।

পটিসম্ভিদা মার্গে প্রথম বর্গে (মহাবর্গ) তিনটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের-মাতিকা দ্বারা আলোচনা শুরু হইলেও সমস্ত পুস্তকের মাতিকা ইহাতে উল্লেখ করা হয় নাই। কেবল জ্ঞান কথা অর্থাৎ বিনয়ের প্রথম অধ্যায়েরই মাতিকা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে কোন মহাবর্গের মাতিকাই দেওয়া হয় নাই।

অধ্যায়গুলি সংক্ষিপ্তাকারে প্রদত্ত হইল:

মহাবর্গ—এই অধ্যায়ে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মলক্ষণ, চতুরার্যসত্য, প্রতীত্য সমুৎপাদ, কামাবচর রূপাবচর, অরূপাবচর, অপরিয়াপ্রজ্ঞা, যমক

---

১ Niddesa, Vol. I. p. 89
"হত্থিবতিকা, অস্সবতিকা, গোবতিকা কুক্কুরবতিকা, কাকবতিকা, বাসুদেব বত্তিকা, বলদেব বতিকা, পুন্নভদ্দ বত্তিকা, অগ্গি বত্তিকা, নাগ বতিকা, মনিভদ্দ বত্তিকা, সুপন্ন বতিকা, যক্খবত্তিকা, অসুরবতিকা, গন্ধব্বৰতিকা, মহারাজচন্দ, সুরিয়, ইন্দ, ব্রহ্ম, দেব বত্তিকা, দিস বতিকা।"

২ বর্মী ও সিংহলী ভাষায় একাধিক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। Mr. Arnold C. Taylor কর্তৃক পালিটেক্সট সোসাইটি লণ্ডন হইতে ইহার ইংরেজী সংস্করণ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। "Mabel Hunts"-এর "Index to the Patisambidamagga" (J. R. A. S), 1908 একখানি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

প্রতিহার্য, অলৌকিক ঋদ্ধি, পঞ্চিন্দ্রিয়, তিন প্রকার বিমোক্ষ,[১] কর্মবিপাক, কুশল ও অকুশলকর্মের তাৎপর্য, নিত্য, সুখ, আত্মবাদ, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ, শ্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী, এবং অর্হৎ সম্পর্কীয় বিষয়ের আলোচনা আছে, প্রত্যেকটি আলোচনা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও গভীর তাৎপর্য পূর্ণ।

যুগনদ্ধবর্গ—ইহাতে চতুরার্যসত্য, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, লোকুত্তর ধর্ম, চারি প্রকার সম্যক উদ্যম, চারি প্রকার ঋদ্ধি বিদ্যার কারণ, পঞ্চিন্দ্রিয়, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, শ্রামণ্য-ধর্মের প্রত্যক্ষ ফল এবং নির্বাণের তাৎপর্য আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে ৬৮ প্রকার বলের উল্লেখ আছে।

প্রজ্ঞাবর্গ—ইহাতে আট প্রকার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। চর্যা-সমূহ হইল: চতুর ঈর্যাপথ, আয়তন, স্মৃতি, সমাধি, জ্ঞান, পত্তিচরিয়া, মার্গ, এবং লোকুত্তর চর্যা। ইহাছাড়া ইহাতে স্মৃতির প্রয়োগ, প্রতিহার্য আদেশনা, অনুসাসনি, এবং উপায় কৌশল্য সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা আছে।

॥ অপদান ॥

'অপদান' বা 'অবদান'[২] খুদ্দকনিকায়ের ষোড়শতম গ্রন্থ। ইহাতে বৌদ্ধ শ্রাবক শ্রাবিকাদের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। অপদান[৩] একটি বিরাট গ্রন্থ। ইহাতে সর্বমোট ৫৫০ শ্রাবক ও ৪০ জন শ্রাবিকার জীবন চরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহারা সবাই গৌতম বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় বর্তমান ছিলেন। অপদানকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়: (১) পচ্চেক বুদ্ধাপদান, (২) বুদ্ধাপদান, এবং (৩) থের-থেরী অপদান। থের-থেরী

---

১ তিন প্রকার বিমোক্ষ: সঞঞতো, অনিমিত্ত এবং অপ্পনিহিত।

২ 'অপদান' বা সংস্কৃত 'অবদান' শব্দের প্রকৃত অর্থ হইল 'সৎকর্ম', অথবা 'বীর-জনোচিত কার্য'। অপদান ও জাতক প্রায়ই সমগোত্রিয়। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে, অপদানে শ্রাবক, শ্রাবিকা এবং অর্হৎদের ইহজন্ম ও পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। জাতকে কেবল বুদ্ধের পূর্বজন্মের বিষয় জানা যায়।

৩ পালিটেক্সট সোসাইটি লণ্ডন হইতে দুইখণ্ডে 'অপদান' ইংরেজী অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে।

অপদানে সর্বমোট ৫৪৭টি স্থবিরের জীবন চরিত বর্ণিত। স্থবিরদের মধ্যে সারিপুত্র, মহামৌৎগল্লায়ন, মহাকাশ্যপ, অনুরুদ্ধ, পূর্ণ মন্তানি পুত্র, উপালি, অজ্ঞাত কৌণ্ডান্য, পিণ্ডোল ভারদ্বাজ, খদির বনিয়, রেবত, আনন্দ, নন্দ, পিলিন্দ, বৎস, রাহুল, রট্টপাল, সুমঙ্গল, সুভূতি, উত্তিয়, মহাকাত্যায়ন, কালুদায়ী, চুন্দ, সেল, বক্কুল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। থেরী অপদানে বর্ণিত গল্পের মধ্যে-গোমতী, ক্ষেমা, পটাচারা, ভদ্দাকুণ্ডলকেশা, ধম্মদিন্না, অম্বপালি, যশোধরা, ভদ্দাকপিলানী, অভিরূপনন্দা, এবং সেলার নাম করা যাইতে পারে।

অপদানে বর্ণিত গল্পসমূহের যথাযথ অর্থ অনুধাবন করিতে হইলে মেবেল বোর্ডে কর্তৃক রচিত "Legends of Ratthapala in the Pali Apadana and Buddhaghosa's Commentary" পড়া প্রয়োজন। ইহাতে মিঃ বোর্ডে গ্রন্থদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। পালি ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ ও ধর্মপাল রট্টপালের জীবন-কাহিনী যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। অপদানে রট্টপালের জীবনী সম্পর্কীয় বহু বিষয় বর্ণিত হয় নাই। তিনি দেবতা ও রাজা হিসাবে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি কি কাজ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা অবদানে পাওয়া যায় না। বুদ্ধঘোষ তাঁহার 'মনোরথ পূরনী' নামক অট্‌ঠকথায় বহু নূতন বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। 'পপঞ্চসূদনী' নামক অবদান অট্‌ঠকথায় রট্‌ঠপালের বর্ণনা আরও চমকপ্রদ, বিস্তৃত ও তথ্যবহুল।

অপদান গল্পসমূহের প্রধান বিশেষত্ব হইল এই যে, ইহাতে ধর্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের চেয়েও পার্থিব বিষয়ের বর্ণনায় যেন অধিক যত্নশীল। ইহলোকীয় প্রয়োজনের তুলনায় পরলোকীয় আদর্শ যেন ইহাতে অধিক-ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। ফলে অবদান গল্পসমূহ অধিকতর জীবন্ত হইয়া মানব সম্মুখে প্রতিভাত হয়। চতুর আর্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্য সমুৎপাদ, পঞ্চস্কন্ধ প্রভৃতি ধর্মীয় তত্ত্বের তুলনায় পূজা অর্চনা, দান, বন্দনা, সূত্রাবৃত্তি, প্রদীপ পূজা, উৎসব-পার্বণের উপযোগীতা ইহাতে যেন অধিকভাবে পরিস্ফুট। "They examplify by the lives of Theras and Theris how the heavenly rewards so obtained continue until arahatship is obtained. They show the importance of worship in shrines, relics, and topes and

they also emphasise the charitable and humanitarian aspects of the faith."[১]

অপদান ত্রিপিটক গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে সর্বাধুনিক বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কারণ স্বরূপ এডোয়ার্ড মূলার দেখাইয়াছেন যে, থেরীগাথা অট্ঠকথায় অপদানের ৪০টি গল্পের মূল দৃষ্ট হয়।[২] কোন কোন অপদানে কথাবত্থুরও উদ্ধৃতি আছে। প্রফেসর রীসডেভিডসের মতে অপদান ত্রিপিটকান্তর্গত পরবর্তী রচনার অন্যতম।[৩] কারণ বুদ্ধের সংখ্যা প্রথমে দেওয়া হইয়াছে ছয়জন (দীর্ঘনিকায়), পরে বলা হইয়াছে ২৪জন (বুদ্ধবংস), অপদানে ইহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৫জন।[৪] অর্থাৎ বুদ্ধবংশের চেয়ে আরও ১১জন বেশী।

।। বুদ্ধ বংশ ।।

'বুদ্ধবংশ' খুদ্দকনিকায়ের চতুর্দশ গ্রন্থ। ঐতিহাসিক গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী ২৪জন বুদ্ধের[৫] ইতিকথা ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

১ B. C. Law : A History of Pali Literature, Vol. I, pp. 302—303.

২ Apadana, P. T. S. Pt. I, p. 37.

"অভিধম্মনয়োঞ্ঞং কথাবত্থু বিসুদ্ধিয়া
সব্বেসং বিঞ্ঞাপেত্বান বিহরামি অনাসবো।"

৩ Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. I, p. 603.

৪ Edward Muller's article : "Les Apadana dusud" in the proceedings of the Oriental Congress at Geneva, 1894, p. 167.

৫ ত্রিপিটকের বিভিন্ন স্থানে ২৮ জন বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। তবে প্রথমোক্ত তিন জনের (তৃষ্ণঙ্কর, মেধঙ্কর ও শরণঙ্কর) সময়ে গৌতম বুদ্ধের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই কারণে সম্ভবতঃ বুদ্ধবংশে ২৫ জন বুদ্ধের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

বুদ্ধের তালিকা : তণ্হঙ্করো মহাবীরো মেধঙ্করো মহাযসো,
সরণঙ্করো লোকহিতো দীপঙ্করো জুতিন্ধরো,
কোণ্ডঞ্ঞো জনপামোক্খো, মঙ্গলো পুরিসাসভো,
সুমনো সুমনো ধীরো, রেবতো, রতি বদ্ধনো,
সোভিতো গুণসম্পন্নো অনোমদস্সী জনুত্তমো,
পদুমো লোকপজ্জোতো নারদো বর সারথী।

ইহারা গৌতম বুদ্ধের পূর্বে ১২ কল্পের মধ্যে জগতে আবির্ভূত হইয়া প্রাণীগণের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক হিতসাধন করিয়া আয়ুক্ষয়ে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তাঁহাদের নাম হইল যথাক্রমে, দীপঙ্কর, কোণ্ডান্য, মঙ্গল, সুমন, রেবত্ত, সোভিত, অনোমদর্শী, পদুম, নারদ, পদুমুত্তর সুমেধ, সুজাত, পিয়দস্সী, অত্তদস্সী, ধর্মদস্সী, সিদ্ধত্থ, তিস্স, ফুসয, বিপস্সী, সিখি, বেস্সভু, ককুসন্ধ, কোনগমন, এবং কস্সপ। উপরোক্ত তালিকায় শেষের ছয় বুদ্ধের বিষয় দীঘনিকায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই তালিকানুযায়ী সিদ্ধার্থগৌতম হইলেন পঞ্চবিংশতিতম বুদ্ধ। বুদ্ধবংশ গ্রন্থে প্রত্যেকটি বুদ্ধের পৃথক পৃথক পরিচয় দৃষ্ট হয়। এই পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, সিদ্ধার্থ গৌতম কপিলাবস্তুর নিগ্রোধারামস্থিত রতন চংক্রমণে চংক্রমণ করিবার সময়ে ২৪জন বুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবন চরিত সম্পর্কীয় পালি সাহিত্যের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা নিম্নরূপ :

দীপঙ্কর— পঞ্চবিংশতি বুদ্ধের তালিকায় প্রথম[*] বুদ্ধ হইলেন দীপঙ্কর। তাঁহার জন্মভূমির নাম ছিল রম্যবতী। পিতার নাম ছিল সুদেন ক্ষত্রিয় এবং মাতার নাম সুমেধা। সুমঙ্গল ও তিষ্য অগ্রশ্রাবক এবং নন্দা ও সুনন্দা ছিলেন অগ্রশ্রাবিকা, সাগত নামক স্থবির ভিক্ষু ছিলেন উপস্থায়ক। পিপ্পলিবৃক্ষ বোধিদ্রুম, তিনি অশীতি হস্ত উচ্চ ছিলেন। তাঁহার পরমায়ু ছিল একলক্ষ বৎসর। তাঁহার প্রথম সভায় একশত কোটি, দ্বিতীয় সভায় একলক্ষ, তৃতীয় সভায় নব্বই হাজার দেব, ব্রহ্মা, ও মানুষ ধর্মামৃত পান করেন।

পদুমুত্তরো সত্তসারো, সুমেধো অগ্গপুগ্গলো,
সুজাতো সব্বলোকগ্গো, পিয়দস্সী নরাসভো।
অত্থদস্সী কারুণিকো, ধম্মদস্সী তমোনুদো,
সিদ্ধত্থো অসমো লোকে, তিস্স বরদ সংবরো।
ফুস্সো বরদসম্বুদ্ধো বিপস্সী চ অনুপমো,
সিখীসব্বহিতো সত্থা বেস্সভূ সুখদায়কো,
ককুসন্ধো সত্থবাহো কোণাগমনো বণঞ্জহো,
কস্সপো সিরি সম্পন্নো গোতমো সক্যপুঙ্গবো

মহাবস্তুতে ও পূর্ব-বুদ্ধের একটি দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। C/o B. C. Laws A Study of Mahavastu, Part I, Chapter—I.

তৎকালে আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধ সুমেধ তাপসরূপে অমরাবতী নগরীর এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জগতে জন্ম গ্রহণ করা দুঃখদায়ক চিন্তা করিয়া তাঁহার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি দরিদ্র জনসাধারণকে বিলাইয়া দিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক হিমালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় একদিন গ্রামবাসীরা দীপঙ্কর বুদ্ধকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গ্রামবাসীরা রাস্তাঘাট পরিষ্কার করিতেছিলেন। এই সুমেধ তাপস আকাশ মার্গে গমন করিবার সময় এই বিষয় অবগত হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবার জন্য লোকদের সঙ্গে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। কার্য সম্পন্ন না হইতেই সশিষ্য দীপঙ্কর বুদ্ধ রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। তখন পথিমধ্যে একটি কর্দমাক্ত স্থান ছিল। সুমেধ তাপস ঐস্থানে শুইয়া পড়িয়া দীপঙ্কর বুদ্ধকে যাইবার জন্য রাস্তা করিয়া দিলেন। দীপঙ্কর বুদ্ধ সুমেধ তাপসের অপরিমেয় আত্মত্যাগের বিষয় লোকসমক্ষে জ্ঞাত করাইবার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, তিনি (সুমেধ তাপস) ভবিষ্যতে গৌতম নামক বুদ্ধ হইবেন। দীপঙ্কর বুদ্ধের স্ত্রীর নাম ছিল পদুম এবং উভয়স্কন্ধ ছিল তাঁহার একমাত্র পুত্র।

কোণ্ডান্য—তিনি রম্যবতী নগরের এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সুনন্দ ক্ষত্রিয়, মাতার নাম সুজাতা, স্ত্রী ও পুত্রের নাম যথাক্রমে রুচিদেবী ও বিজিত সেন। ভদ্র ও সুভদ্র অগ্রশ্রাবক, অনুরুদ্ধ সেবক, তিষ্যা ও উপতিষ্যা নামক দুইজন অগ্রশ্রাবিকা, শালকল্যাণী বৃক্ষ বোধিবৃক্ষ, তাঁহার দেহের পরিমাণ ছিল ৮৮ হস্ত এবং আয়ু ছিল লক্ষ বৎসর। তাঁহার প্রথম সভায় কোটিশত হাজার, দ্বিতীয় সভায় সহস্র কোটি এবং তৃতীয় সভায় নব্বই কোটি দেব, মনুষ্য ও ব্রহ্মা ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমাদের গৌতম বুদ্ধ 'বিজেতাবী' নামক চক্রবর্তী রাজা ছিলেন।

মঙ্গল—তিনি উত্তর নামক নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। মাতাপিতার নাম ছিল যথাক্রমে উত্তরা দেবী ও উত্তর; পুত্রের নাম সীলব এবং স্ত্রীর নাম ছিল যশবতী। সুদেব ও ধর্মসেন নামক দুইজন অগ্রশ্রাবক, পালিত সেবক, সীবলী ও অশোকা অগ্রশ্রাবিকা। তিনি নাগবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহের পরিমাণ ছিল ৮৮ হস্ত এবং তাঁহার পরমায়ু

ছিল ৯০ লক্ষ বৎসর। তাঁহার দেহের প্রভায় দিবারাত্রি একরূপ মনে হইত। তাঁহার প্রথম ধর্মসভায় কোটিশত সহস্র, দ্বিতীয় সভায় সহস্রকোটি এবং তৃতীয় সভায় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আনন্দসহ ৯০ কোটি নর-দেব-ব্রহ্ম ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধ সুরুচি নামক ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুমন—মেখলা নামক নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল সুদত্ত এবং মাতার নাম সিরিমা, স্ত্রীর নাম বটংসিকা দেবী, একমাত্র পুত্রের নাম ছিল অনুপম। সেবকের নাম উদেন, দুইজন অগ্রশ্রাবকের নাম শরম ও ভাবিত, সোনা ও উপসোনা অগ্রশ্রাবিকা, দেহের উচ্চতা ৯০ হস্ত এবং আয়ু পরিমাণ ছিল ৯০ হাজার বৎসর। তাঁহার প্রথম সভায় কোটিসহস্র, দ্বিতীয় ধর্মসভায় ৯০ কোটি এবং তৃতীয় ৮০ কোটি সহস্র নর-দেব-ব্রহ্ম ধর্মজ্ঞান লাভ করেন। সেই সময় বোধিসত্ব অতুল নামক নাগরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রেবত—তিনি সুধঞ্ঞক নগরীর এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিপুল এবং মাতার নাম ছিল বিপুলাদেবী, স্ত্রীর নাম সুদস্সনা এবং পুত্রের বরুণ, সম্ভব সেবক, বরুণ ও ব্রহ্মদেব অগ্রশ্রাবক, ভদ্রা ও সুভদ্রা অগ্রশ্রাবিকা এবং নাগবৃক্ষের নীচে উপবেশন করিয়া তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন; তাঁহার উচ্চতা ছিল ৮০ হস্ত এবং পরমায়ু ৬০ হাজার বৎসর। তাঁহার প্রথম ধর্মসভায় সংখ্যাতীত, দ্বিতীয় ধর্মসভায় কোটিশত সহস্র এবং তৃতীয় ধর্মসভায় কোটিসহস্র প্রাণী ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তখন আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধ ছিলেন 'অতিদেব' নামক ব্রাহ্মণ।

সোভিত—তিনি সুধম্ম নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সুধম্ম ও মাতার নাম সুধম্মা, অসম ও সুনেত্র অগ্রশ্রাবক, অনোম সেবক, নকুলা ও সুজাতা অগ্রশ্রাবিকা এবং তিনি নাগবৃক্ষের নীচে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তাঁহার উচ্চতা ৫৮ হাত এবং আয়ুর পরিমাণ ছিল নব্বই হাজার বৎসর। তাঁহার প্রথম ধর্মসভায় কোটিশত, দ্বিতীয় ধর্ম সভায় ৯০ কোটি এবং তৃতীয় ধর্ম সভায় ৮০ কোটি প্রাণী ধর্মজ্ঞান লাভ করেন। সেই সময় আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধ 'অজিত' নামক ব্রাহ্মণ ছিলেন।

অনোমদস্‌সী—চন্দ্রবতী নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা যসবা এবং মাতার নাম ছিল যশোধরা। স্ত্রীর নাম সিরিমা, পুত্রের নাম উপবান, নিসভ ও অনোম অগ্রশ্রাবক, বরুণ সেবক, সুন্দরী ও সুমনা অগ্রশ্রাবিকা। তিনি অর্জুন বৃক্ষের নীচে বোধিজ্ঞান লাভ করেন। তাঁহার দেহের উচ্চতা ৫৮ হস্ত এবং আয়ুর পরিমাণ ছিল এক লক্ষ বৎসর। তাঁহার প্রথম সভায় ৮ লক্ষ, দ্বিতীয় সভায় ৭লক্ষ এবং তৃতীয় সভায় ৬লক্ষ লোক ধর্মামৃত পান করেন।

পদুম—বুদ্ধগণের তালিকায় তিনি হইতেছেন অষ্টম। চম্পক নগরে তিনি জন্ম করেন। তাঁহার মাতাপিতার নাম যথাক্রমে অসমা ও অসম, স্ত্রীর নাম উত্তরা এবং রম্ম ছিল তাহার একমাত্র পুত্র। সাল ও উপসাল অগ্রশ্রাবক, বরুণ সেবক, রামা ও সুরমা অগ্রশ্রাবিকা তিনি সোম বৃক্ষের নীচে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তাঁহার দেহের পরিমাণ ছিল ৫৮ হাত ও পরমায়ু ছিল একলক্ষ বৎসর। তখন আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধ সিংহরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ধ্যান সাধনায় রত হইয়াছিলেন।

নারদ—তিনি ধঞ্ঞবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সুদেব তাঁহার পিতা এবং অনোমা তাঁহার মাতা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম জীতসেনা, পুত্র নন্দুত্তর, উত্তরা ও ফাল্‌গুনী অগ্রশ্রাবিকা, ভদ্রশাল ও জীতমিত্র অগ্রশ্রাবক, বাসেট্ট সেবক এবং মহাশোন বৃক্ষের নীচে বোধিজ্ঞান লাভ করেন। তাঁহার দেহের উচ্চতা ৮৮ হস্ত, আয়ুপরিমাণ লক্ষ বৎসর, এবং দেহ প্রভা ১২ যোজন বিস্তৃত ছিল। সেই সময় আমাদের বোধিসত্ত্ব জটিল নামক সন্ন্যাসী ছিলেন।

সুমেধ—সুদস্সন নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সুদত্ত, মাতার নাম সুদত্তা, স্ত্রী সুমনা এবং সুমিত্ত ছিল একমাত্র পুত্র। শরণ ও সর্বকাম অগ্রশ্রাবক, রামা ও সুরামা অগ্রশ্রাবিকা, সাগর ছিল অগ্রসেবক। 'মহনীপ' নামক বৃক্ষের নীচে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। দেহের উচ্চতা ৮৮ হস্ত, আয়ুপরিমাণ ছিল ৯০ হাজার বৎসর। সেইসময় আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধ উত্তর নামক মানবক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ৮০ কোটি ধন পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সুজাত—সুমঙ্গল নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম উগ্গত, মাতা প্রভাবতী, স্ত্রীর নাম সিরিনন্দা, পুত্র উপসেন,

তাঁহার অগ্রশ্রাবক ছিলেন দেব ও সুদর্শন, সেবক নারদ, অগ্রশ্রাবিকা নাগা ও নাগসমালা এবং তিনি মহাবেনু বৃক্ষের নীচে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তাঁহার দেহের উচ্চতা ৫৩ হাত এবং আয়ুপরিমাণ ছিল ৯০ হাজার বৎসর। তখন আমাদের বোধিসত্ব চক্রবর্তী রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজত্ব ত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

পিয়দস্সী—তিনি হইলেন ত্রয়োদশ বুদ্ধ। তাঁহার পিতার নাম সুদত্ত ও মাতার নাম সুচন্দা, স্ত্রীর নাম বিমলা, কাঞ্চনবেল ছিল একমাত্র পুত্র। তিনি সুধঞ্ঞ নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। পালিত ও সর্বদর্শী অগ্রশ্রাবক, সুজাতা ও ধম্মদিন্না অগ্রশ্রাবিকা, সোভিত অগ্রসেবক, এবং পিয়ঙ্গ বৃক্ষের নীচে তিনি বোধিজ্ঞান লাভ করেন। তাঁহার দেহ ৮০ হস্ত উচ্চ এবং নব্বই হাজার বৎসর পরমায়ু ছিল। তখন আমাদের শাক্যমুনি কাশ্যপ নামক ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কোটিশত সহস্র ধন ব্যয় করিয়া একটি সংঘারাম নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

অত্তদস্সী—তিনি সোভন নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সাগর তাঁহার পিতা, সুদস্সনা তাঁহার মাতা, স্ত্রীর নাম বিশাখা, একমাত্র পুত্রের নাম ছিল সেন। সন্ত ও উপসন্ত অগ্রশ্রাবক, ধর্মা ও সুধর্মা অগ্রশ্রাবিকা, তাঁহার দেহের উচ্চতা ৮০ হাত, আয়ু পরিমাণ লক্ষ বৎসর এবং তিনি চম্পক বৃক্ষের নীচে বোধিজ্ঞান লাভ করেন। সেই সময় আমাদের শাক্যমুনি বোধিসত্ব 'সুসীম' নামক মহাঋদ্ধিমান তাপস ছিলেন। তিনি দেবলোক হইতে ছত্রপ্রমাণ মান্দার পুষ্প আনাইয়া বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিলেন।

ধম্মদস্সী—'সরণ' নামক এক সমৃদ্ধশালী নগরীতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সরণ, মাতার নাম সুনন্দা, তাঁহার স্ত্রীর নাম বিচিতোলী এবং একমাত্র পুত্রের নাম ছিল 'পুঞ্ঞ বড়ঢন'। পদুম ও ফুস্সদেব অগ্রশ্রাবক, ক্ষেমা ও সর্বনামা অগ্রশ্রাবিকা, সুনেত্র ছিল অগ্রসেবক, দেহের উচ্চতা ৮০ হস্ত এবং আয়ুপরিমাণ ছিল লক্ষ বৎসর। তখন আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধ ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র।

সিদ্ধত্থ—তিনি বেভার নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম উদেন, মাতার নাম সুফস্সা, স্ত্রীর নাম সুমনা, একমাত্র পুত্র অনুপম, অগ্রশ্রাবক সম্বহুল ও সুমিত্র, সেবক রেবত, অগ্রশ্রাবিকা শীবলী ও সুরমা,

বোধিদ্রুম ছিল, কনিকার বৃক্ষ, দেহের উচ্চতা ৬০ হস্ত এবং তাঁহার আয়ু পরিমাণ ছিল লক্ষ বৎসর। আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব ছিলেন তখন অভিজ্ঞালাভী মঙ্গল তাপস। তিনি জম্বুফল দ্বারা ভগবানকে পূজা করিয়াছিলেন।

তিস্‌স—ক্ষেমক নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জনসন্ধ তাঁহার পিতা, পদুমা তাঁহার মাতা, সুভদ্দা তাঁহার স্ত্রী, আনন্দ একমাত্র পুত্র, ব্রহ্মদেব ও উদয় অগ্রশ্রাবক, ফুস্যা ও সুদত্তা অগ্রশ্রাবিকা, সম্ভব অগ্রসেবক, দেহের উচ্চতা ৬০ হস্ত, আয়ু পরিমাণ ছিল এক লক্ষ বৎসর। তখন আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধ ছিলেন সুজাত নামক ক্ষত্রিয়। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। এবং স্বর্গ হইতে মান্দার ও পরিচ্ছত্তক পুষ্প আনিয়া ভগবানকে পূজা করিয়াছিলেন।

ফুস্‌স—কাসিক নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার নাম জয়সেন, মাতার নাম সিরিমা, কীসাগোমতী তাঁহার স্ত্রী, একমাত্র পুত্র আনন্দ, সুরক্ষিত ও ধর্মসেন অগ্রশ্রাবক, চপলা ও উপচালা অগ্রশ্রাবিকা, সভিয় অগ্রসেবক, বোধিদ্রুম আমলকি বৃক্ষ, আয়ুপরিমাণ ৯০ হাজার বৎসর এবং দেহের উচ্চতা ছিল ৫৮ হস্ত। তখন আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধ ছিলেন 'বিজীতাবী' নামক ক্ষত্রিয়। তিনি ফুস্‌স বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ত্রিপিটকে পারদর্শী হইয়াছিলেন।

বিপস্‌সী—তিনি বন্ধুমতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বন্ধুম মাতার নাম বন্ধুমতি, সুতনা তাঁহার স্ত্রী, সংবট্টকখন্দ তাঁহার একমাত্র পুত্র, খণ্ড ও তিষ্য অগ্রশ্রাবক, চন্দ্রা ও চন্দ্রমিত্রা অগ্রশ্রাবিকা, অশোক অগ্রসেবক, বোধিদ্রুম পাটলি বৃক্ষ, দেহের উচ্চতা ৮০ হস্ত, আয়ু পরিমাণ আশী হাজার বৎসর এবং দেহ প্রভা সাত যোজন বিস্তৃত ছিল। সেই সময় শাক্যমুনি বুদ্ধ অতুল নামক নাগরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সিখি—অরুণবতী নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম অরুণ, মাতার নাম প্রভাবতী, সব্বকামা ছিলেন স্ত্রী, অতুল ছিলেন একমাত্র পুত্র, অভিভূ ও সম্ভব অগ্রশ্রাবক, মখিলা ও পদুমা অগ্রশ্রাবিকা, ক্ষেমঙ্কর অগ্রসেবক, বোধিদ্রুম ছিল পুণ্ডরিক বৃক্ষ, দেহের উচ্চতা ৩৭ হস্ত,

আয়ু পরিমাণ ৩৭ হাজার বৎসর এবং দেহপ্রভা তিন যোজন ব্যাপৃত ছিল। সেই সময় আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধ 'অরিন্দম' নামক রাজা ছিলেন।

ককুসন্ধ—ক্ষেমবতী নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অগ্গিদত্ত একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাঁহার মাতার নাম বিশাখা, স্ত্রীর নাম বিরোচনা, উত্তর তাঁহার একমাত্র পুত্র; বিধুর ও সঞ্জীব অগ্রশ্রাবক, সামা ওচমাকা অগ্রশ্রাবিকা, বুদ্ধিজ ছিলেন সেবক, বোধিদ্রুম ছিল সিরিশ বৃক্ষ, দেহের উচ্চতা ৪০ হাত, তাঁহার আয়ুপরিমাণ ছিল ৪০ হাজার বৎসর। তখন আমাদের গৌতম বুদ্ধ ছিলেন 'ক্ষেম' নামক রাজা।

কোনাগমন—তিনি হইলেন একবিংশতিতম বুদ্ধ। শোভাবতী নগরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ যঞ্ঞদত্ত ছিলেন তাঁহার পিতা, উত্তরা গর্ভধারিণী মাতা, স্ত্রী রুচিগত্তা, সথবাহু এক মাত্র পুত্র, ভিশোপ ও উত্তর অগ্রশ্রাবক, সমুদ্রো ও উত্তরা অগ্রশ্রাবিকা, স্বস্তিজ অগ্রসেবক, বোধি-দ্রুম ছিল উদুম্বর বৃক্ষ, দেহের উচ্চতা ৩৭ হস্ত, ৩০ হাজার বৎসর পরমায়ু। তখন আমাদের গৌতম বুদ্ধ 'পর্বত' নামক রাজা ছিলেন।

কস্সপ—তিনি হইলেন সিদ্ধার্থ গৌতমের ঠিক পূর্ববর্তী বুদ্ধ। বারানসী নগরীতে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদত্ত ছিলেন তাঁহার পিতা, মাতার নাম ধনবতী, স্ত্রীর নাম সুনন্দা, বিজিতসেন ছিল তাঁহাদের একমাত্র পুত্র; তিষ্য ও ভারদ্বাজ অগ্রশ্রাবক, অতুলা ও উরুবেলা অগ্র-শ্রাবিকা, সর্বমিত্র অগ্রসেবক, বোধিদ্রুম ছিল নিগ্রোধ বৃক্ষ, দেহের উচ্চতা ২০ হাত, আয়ুপরিমাণ ছিল ২০ হাজার বৎসর। সেই সময় আমাদের গৌতম বুদ্ধ ছিলেন ত্রিবেদ পারদর্শী 'জ্যোতিপাল' নামক ব্রাহ্মণ। তিনি তাঁহার বন্ধু ঘটিকারের সহিত কস্সপবুদ্ধের নিকট প্রবজ্যা গ্রহণ করিয়া ত্রিপিটক শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন।

গৌতম বুদ্ধ—পঞ্চবিংশতি বুদ্ধের তালিকায় শাক্য সিংহ বা সিদ্ধার্থ কুমার ছিলেন সর্বশেষ বুদ্ধ। কপিলাবস্তু ও দেবদহের মধ্যবর্তী লুম্বিনী নামক রাজোদ্যানে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কপিলাবস্তুর রাজা সুদ্ধোদনের ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভদ্দাকচ্চানা ছিলেন তাঁহার স্ত্রী এবং রাহুল কুমার ছিলেন তাঁহার একমাত্র পুত্র। বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম মূলে সিদ্ধার্থকুমার বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করেন। পঁয়তাল্লিশ বৎসর তিনি তাঁহার নব লব্ধ ধর্ম প্রচার করেন। আশী বৎসর বয়সে শুভ

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কুশীনগরের জমকশাল বৃক্ষের নীচে তিনি মহাপরি নির্বাণ প্রাপ্ত হন। আজ হইতে কিঞ্চিদধিক আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে এই ঘটনা সংগঠিত হয়।

।। চরিয়া পিটক ।।

'চরিয়া পিটক' খুদ্দকনিকায়ের পঞ্চদশ গ্রন্থ।[১] অনেকে ইহাকে অশোকের পরবর্তী রচনা বলিয়া অনুমান করেন। ইহাতে গৌতম বুদ্ধ কিভাবে তাঁহার পূর্বজন্মে দশ পারমী পূর্ণ করিয়া বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হন উহার বিশদ বর্ণনা আছে। ইহাতে গৌতম বুদ্ধের ৩৪ টি পূর্ব জন্মের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। গল্পগুলি জাতকে বর্ণিত গল্পের অনুরূপ। চরিয়া পিটকের বর্ণনা দিতে যাইয়া রিচার্ড মরিস মন্তব্য করিয়াছেন,— "These birth stories presupposes a familier acquintance with all the incidents of the corresponding prose tails."[২] গল্প-গুলি কবিতার ছন্দে রচিত। ইহাতে অনুষ্টুভ ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল এবং রচনারীতি ধম্মপদের অনুরূপ। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 'চরিয়া পিটক' প্রথম সঙ্গীতিতে পাঁচ শত অর্হৎ ভিক্ষু কর্তৃক পঠিত হয়। ডক্টর মরিস তিনটি ব্যতীত সমস্ত গল্পেরই অবস্থিতি পিটকের বিভিন্ন স্থানে লক্ষ্য করিয়াছেন; অবশিষ্ট তিনটি গল্প হইল মহাগোবিন্দ, ধম্মাধম্ম, ও চন্দ কুমার। এই গ্রন্থে বোধিসত্ত্বগণ কিভাবে দশ পারমী পূর্ণ করেন উহার বিবরণ দৃষ্ট হয়। প্রথমে দশটি গল্পে দান ও শীল পারমীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। অভিনিষ্ক্রমণ, বীর্য, জ্ঞান, ক্ষান্তি, সত্যবাদিতা, অধিষ্ঠান, মৈত্রী, এবং উপেক্ষা এই আটটি পারমী পরবর্তী ১৫টি গল্পে বর্ণিত হইয়াছে। সমস্ত গল্পগুলির গৌতম বুদ্ধের মুখ

ডক্টর রিচার্ড মরিস কর্তৃক পালিটেক্সট সোসাইটি হইতে ইহা ইংরেজী অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। ডক্টর বিমলাচরণ লাহা তাঁহার দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশিত 'চরিয়া পিটকে'র ভূমিকায় ধর্মপদের কতিপয় গাথার সহিত চরিয়া পিটকের গাথায় তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন।

Cariyapitaka edited by Dr. Richard Maris, P. T. S., London, see also Dr. B. C. Daw's Devanagari edition of the Cariyapitaka, published by Messers Matilal Baranas Das, Saidmitta Street, Lahore.

দিয়া বলান হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হইল : অকত্তি, সংখ, ধনঞ্জয়, সুদস্সন, বোধিদ, তিমি, চন্দকিন্নর, সিবি, বেনুসাস্তর, সসপণ্ডিত, সীলব নাগ, ভুরিদত্ত, চম্পেষ্য, চূলবোধি, মহিংসরাজ, রুরুমিগ, মাতঙ্গ, ধম্মাধম্ম, দেবপুত্ত, জয়দ্দিস, সংখপাল, যুদ্ধঞ্জয় সোমনস্স, অয়োধর, ভীস, সোনপণ্ডিত, তেমিয়, বানরিন্দ, সচ্চহবয়, বট্টপোতক, মচ্ছরাজ, কণ্হদীপায়ণ, সুতসোম, সুবন্নসাম, একরাজ, এবং মহালোম হংস।

গল্পগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :

অকত্তি—তিনি অরণ্যের মধ্যে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক আত্মত্যাগ পুন্যার্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া স্বর্গের ইন্দ্র পর্যন্ত স্থির থাকিতে পারিলেন না। স্বয়ং ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে অকত্তিকে পরীক্ষা করিবার জন্য সংগৃহীত বৃক্ষপত্র ইন্দ্ররূপী ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া বুদ্ধত্বজ্ঞান লাভের জন্য পারমী পূর্ণ করেন।[১]

ধনঞ্জয়—তিনি তখন ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে একবার কলিঙ্গদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। কলিঙ্গবাসীরা ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া ধনঞ্জয়ের নিকট হইতে তাঁহার মঙ্গল হস্তী যাচঞা করেন। রাজা বুদ্ধত্বলাভের প্রত্যাশায় কলিঙ্গবাসীদের দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনাবৃষ্টি দূরীকরণের জন্য তাঁহার মঙ্গল হস্তী সমর্পণ করেন। কথিত আছে, মঙ্গল হস্তী কলিঙ্গদেশে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত হয় এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দূরীভূত হয়।[২]

সুদস্সন—তখন রাজা সুদস্সন কুশাবতীতে রাজত্ব করিতেন।[৩] তিনি মহা দানশীল রাজা ছিলেন। তিনি ডেরী বাজাইয়া মহাদান করিতেন। অন্ন, বস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাব-পত্র প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী, অকাতরে প্রজাদের বিতরণ করিতেন। তিনি নিজের সর্বপ্রকার সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া বুদ্ধত্বলাভের প্রত্যাশায় ত্যাগ স্বীকার করিতেন। এইরূপ আত্মত্যাগের তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

১ অকত্তি জাতক, জাতক ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩৬—৩৪২।

২ জাতক, ২য় খণ্ড, কুরুধম্ম জাতক।

৩ মহাসুদস্সন জাতক, ১ম খণ্ড।

গোবিন্দ- তিনি পর পর সাতজন রাজার পুরোহিতরূপে কাজ করেন। তাঁহার অর্জিত সমস্ত টাকা বুদ্ধত্বলাভের প্রত্যাশায় পরহিতার্থে ব্যয় করিয়াছিলেন।[১]

চন্দকুমার—তিনি একরাট ছিলেন। পুষ্পবতী নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি মহাদানশীল রাজা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উদার রাজা জগতে বিরল। তিনি ভিখারীকে কিছু না দিয়া কখনও ভক্ষণ করিতেন না।[২]

শিবি—তিনি অরিটঠপুরে রাজত্ব করিতেন। তিনি মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন যে, জগতে এমন দান করিবেন যাহা অপর কেহ কোনদিন করে নাই। তাবতিংসাধিপতি ইন্দ্র দান দেওয়ার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিকতা পরীক্ষা করিবার জন্য রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া চক্ষু যাচঞা করেন। রাজা বিনা দ্বিধায় ব্রাহ্মণকে বোধিজ্ঞান লাভের প্রত্যাশায় তাঁহার দুই চক্ষু প্রদান করেন।[৩]

সংখ—ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সংখ বুদ্ধত্বলাভের প্রত্যাশায় একজন প্রত্যেক বুদ্ধকে ছাতা ও এক জোড়া কাষ্ঠ নির্মিত পাদুকা দান করেন। বুদ্ধত্বলাভের জন্যই তিনি এইরূপ দানকার্যে রত হইয়াছিলেন।

সসপণ্ডিত—বোধিসত্ত্ব একবার খরগোস হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এক বনে অপর তিনজন বন্ধুর সহিত চন্দ্রের আকার ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া উপবাস ব্রত পালন করিতেন। তিনি বন্ধুদের উপদেশ দিতেন যে, উপোসথ দিবসে দান করিলে মহাফল প্রসব করে। তাঁহার অন্যান্য বন্ধুগণ নিজেদের সাধ্যানুসারে স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দান করিয়াছিলেন। শশ পণ্ডিতের খাদ্য ছিল একমাত্র ঘাস। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, তাঁহার তৃণ কেহ ভক্ষণ করে না। কাজেই কোন যাজক তাঁহার কাছে আসিলে তিনি অসদৃশ্য দান করিবেন। এইরূপ সংকল্পের বিষয় জ্ঞাত হইয়া ইন্দ্র তাঁহার আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাইবার জন্য স্বয়ং ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া সস পণ্ডিতের সম্মুখে

১ জাতক, ষষ্ঠ খণ্ড, নিমি জাতক।
২ জাতক, ষষ্ঠ খণ্ড, খণ্ডহাল জাতক।
৩ জাতক, ৪র্থ খণ্ড, শিবি জাতক।

আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ভিক্ষা যাচঞা করিলেন। শশ পণ্ডিত ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রকে আগুন জ্বালিবার জন্য বলিলেন। ব্রাহ্মণ কথানুযায়ী আগুন প্রজ্বলিত করিলে শশ পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে আগুনে পরিপক্ক তাঁহার মাংস ভক্ষণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তৎপর নিজের শরীরকে ঝাড়িয়া বীজানু মুক্ত করিয়া একলম্ফে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। আশ্চর্যের বিষয় অগ্নিতে তাঁহার দেহ দগ্ধ হইল না। সরোবরে ভাসমান ভেলার ন্যায় তিনি অগ্নিকুণ্ডে শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে শশকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া বোধিসত্ত্বের অসদৃশ ত্যাগের মহিমা ঘোষণা করিলেন। একমাত্র বুদ্ধত্ব লাভ করিবার জন্যই এইরূপ অসদৃশ দানে ব্রতী হইয়াছিলেন।

সীলব নাগ—আমাদের শাক্যমুনি বোধিসত্ত্ব একবার হস্তীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল 'সীলব নাগ।' তিনি গভীর জঙ্গলে বৃদ্ধমাতার সেবায় নিরত ছিলেন। বনচরেরা সীলব নাগের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া রাজাকে জানাইল যে, সেই হস্তীই একমাত্র মঙ্গল হস্তী হইবার উপযুক্ত। রাজার নিযুক্ত হস্তীবিশারদগণ বনে বনে ঘুরিয়া সীলনাগকে তাঁহার মাতার জন্য পদ্মকোরক সংগ্রহ করিতে দেখিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। সীলবনাগ তাঁহার শীল ভঙ্গ হইবে ভাবিয়া মাতার প্রতি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও কোন প্রকার ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই।

ভুরিদত্ত—বোধিসত্ত্ব একবার নাগরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল ভুরিদত্ত। তাঁহাকে দেবরাজ বিরূপাক্ষ একবার দেবলোকে লইয়া গিয়াছিলেন। ভুরিদত্ত দেবলোকের বৈভব দর্শন করিয়া ঐখানে উৎপন্ন হইবার জন্য উপোসথ ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্বাহ্নে অল্প আহার গ্রহণ করিয়া উইয়ের ঢিবির নীচে শুইয়া শীলানুস্মৃতি ভাবনা করিতে লাগিলেন। এইসময় একজন লোক তাঁহাকে বাঁধিয়া বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাইয়া নাচিতে বাধ্য করে। তাঁহাকে এইভাবে বহু কষ্ট প্রদান করে। ভুরিদত্ত নাগ শীল ভঙ্গ হইবে ভাবিয়া কষ্ট প্রদানকারীর প্রতি ও কোন রূপ আক্রোশ ভাব পোষণ করেন নাই।

চম্পেয়্যক—বোধিসত্ত্ব একবার চম্পেয়্যক নামক নাগরাজ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন উপোসথ ব্রত পালন করিবার সময় এক

সাপুড়িয়া কর্তৃক তিনি ধৃত হন। সেই সাপুড়িয়া তাঁহাকে নানাস্থানে লইয়া যাইয়া নাচাইতে থাকে। চম্পেয্যক নাগরাজ নানা প্রকার অদ্ভুত শক্তির অধিকারী ছিলেন।[১]

মহিংস রাজ—শাক্যমুনি বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব থাকাকালে একবার জঙ্গলের মহিষ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে কিম্ভূতকিমাকার ভীষণাকৃতি ও মহাশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে যেখানে সেখানে শুইতে পারিতেন। সেই অবস্থায়ও তিনি অরণ্যের এক নিভৃত স্থানে বসিয়া শীল পালন করিতেন। এক বানর তাঁহাকে উপদ্রব করিত। কোন এক যক্ষ ঐ বানরকে হত্যা করিবার জন্য মহিষরাজকে বলেন। মহিষ রাজ শীল ভঙ্গের ভয়ে ঐরূপ কার্য হইতে বিরত হন।

রুরু-মিগ—সেই সময় বোধিসত্ত্ব হরিণরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া গঙ্গা নদীর ধারে সুন্দর রমণীয় ভূ-ভাগে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল 'রুরু'। এক সময় একটি লোক তাঁহার প্রভু কর্তৃক উত্যক্ত হইয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়াছিল। লোকটি নদীর স্রোতে বাহিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। রুরু তাহাকে অতি যত্নের সহিত বাঁচাইয়া তুলিলেন এবং তাহাকে পুনঃ পুনঃ বলিলেন যে, সে যেন বাড়ীতে যাইয়া কাহাকেও রুরু-মৃগের বাসস্থান বলিয়া না দেয়। পাপিষ্ঠ ব্যক্তি দেশে ফিরিয়াই লোভের বশবর্তী হইয়া রাজাকে মৃগের বাসস্থান বলিয়া দিল। রাজা এই খবর জ্ঞাত হইয়া হরিণটিকে ধরিয়া ফেলিল। রুরু-মৃগ যথাসময়ে রাজাকে লোকটির কৃতঘ্নতার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। রাজা লোকটিকে মারিয়া ফেলিবার জন্য উদ্যত হয়। বোধিসত্ত্ব রূপী রুরু- মিগটি এইবারও তাহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

মাতঙ্গ—আমাদের বোধিসত্ত্ব যখন মাতঙ্গ জটিল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তিনি একজন ব্রাহ্মণের সহিত গঙ্গানদীর ধারে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ ঈর্ষাপরবশ হইয়া বোধিসত্ত্বকে এমন সাপ দিল যে তাহার মস্তক যেন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়। বোধিসত্ত্বের পুণ্যতেজে ব্রাহ্মণের দেওয়া শাপ ব্রাহ্মণের উপরই প্রযোজ্য হইল। কিন্তু মাতঙ্গ জটিল

১ জাতক চতুর্থ খণ্ড, চম্পেয্যক জাতক।

পারমী পূর্ণ করিবার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়াও ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিলেন।

ধম্মাধম্মদেব পুত্ত—'ধম্ম' নামক যক্ষ অতীব পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। লোকের মঙ্গল করাই তাঁহার কর্তব্যকর্ম ছিল। তিনি তাঁহার শিষ্য সংঘ পরিবৃত হইয়া প্রায় সময় দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন এবং লোককে দশ প্রকার পুণ্য কর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। অপর পক্ষে 'অধম্ম' নামক যক্ষ দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া লোককে দশ প্রকার পাপকর্ম করিবার জন্য উপদেশ দিতেন। একদিন দুইজনের সাক্ষাৎ হইলে ধার্মিক যক্ষ শীল-পারমী পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার প্রতি-পক্ষকে জয়ের মালা পরাইয়া দিলেন।

জয়দ্দিস—বোধিসত্ব একবার পাঞ্চালরাজ জয়দ্দিসের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল সুতধম্ম। সুতধম্ম ধার্মিক ও প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। একদিন রাজা সুতধম্ম মৃগয়া করিতে যাইয়া এক যক্ষ কর্তৃক ধৃত হন। যক্ষ তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা তাহাকে মৃগ ভক্ষণ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। যক্ষ তাহার কথায় সম্মত হইল। বোধিসত্ব নিজের কথানুযায়ী কাজ করিয়াছিলেন। [illegible] উপযুক্ত লোকের হস্তে সমর্পণ করিয়া রাজা সুতধম্ম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত না হইয়া যক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন।

সংখপাল—বোধিসত্ব তখন সংখপাল নাগরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সেই অবস্থায় ভয়ানক বিষধর এবং বহু প্রকার অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি শীল গ্রহণ করিয়া চৌমাথার মোড়ে ভিক্ষুকদের দান করিবার জন্য বসিয়া থাকিতেন; তখন ভোজরাজ কুমার অতিশয় দুর্দান্ত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বোধিসত্বকে ঐরূপ অবস্থায় দড়ি দিয়া বন্ধন করতঃ বহু কষ্ট প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধিসত্ব শীলভঙ্গের ভয়ে ভোজ রাজপুত্রের উপর ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই।

যুদ্ধঞ্জয়—তখন শাক্যমুনি বুদ্ধ কুরুরাষ্ট্রে 'যুদ্ধঞ্জয়' নামক রাজপুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধঞ্জয় বাল্যকালে সূর্যের তাপে শিশির বিন্দু শুকাইয়া যাইতে দেখিয়া গৃহত্যাগ পূর্বক ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ

করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধত্বলাভের জন্য পারমী পূর্ণ করিবার ইচ্ছায় প্রজাদের অনুনয় বিনয়, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, রাজত্ব সকলই উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

সোমনসস্—বোধিসত্ব একবার ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে সোমনস্স নামক রাজপুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন রাজার কুলগুরু ছিলেন কুহক তাপস। রাজা তাপসকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি তাপসের জন্য একটি সুন্দর মনোরম উদ্যান নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সোমনস্স একদিন তাপসকে তাহার দুর্ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করেন, "তুমি নির্লজ্জ, তুমি অধার্মিক, শ্রমণের গুণাবলী হইতে তুমি বিচ্যুত হইয়াছ, তোমার মধ্যে কোন সৎগুণাবলী নাই।" কুহক বোধিসত্ব কর্তৃক এইভাবে তিরস্কৃত হইয়া অতীব মর্মাহত হইল। কুহক রাজাকে বোধিসত্বের বিরুদ্ধে এমনভাবে লাগাইল যে, রাজা তাঁহাকে বিতাড়িত করিতে উদ্যত হইলেন। রাজার আদেশে কুমারকে মাতৃ অঙ্ক হইতে ছিনাইয়া আনা হইল। কিন্তু বোধিসত্ব পিতৃ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পিতার ক্রোধের উপশম করাইতে সমর্থ হইলেন। রাজা বোধিসত্বকে রাজ্যভার অর্পণ করিতে চাইলে তিনি তাঁহার নৈষ্ক্রম্য পারমী পূর্ণ করিবার জন্য ঋষি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন।

অয়োঘর—বোধিসত্ব কাশীরাজের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অয়োঘরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'অয়কুমার' বলা হইত। বোধিসত্ব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজ্যভার প্রত্যাখ্যান করিয়া নৈষ্ক্রম্য পারমী পূর্ণ করেন।

ভিস—বোধিসত্ব তখন সাতজন ভ্রাতা-ভগ্নির অন্যতম পুত্ররূপে এক ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতাপিতা ভ্রাতাভগ্নি ও অন্যান্য আত্মীয়গণ তাঁহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাইতে চাহিলে তিনি বুদ্ধত্ব লাভের প্রত্যাশায় নৈষ্ক্রম্য পারমী পূর্ণ করেন।

সোনপণ্ডিত—তখন বোধিসত্ব 'ব্রহ্মবড্ঢচন' নগরের এক ধনাঢ্য গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতা-পিতা, আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে সংসার-ধর্ম আচরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি সকলের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া বুদ্ধত্বলাভের ইচ্ছায় গৃহত্যাগ করিয়া নৈষ্ক্রম্য পারমী পর্ণ করেন।

তেমিয়—বুদ্ধত্বলাভের জন্য দশ প্রকার পারমী পূর্ণ করিতে হয়। একেকটা পারমী পূর্ণ করিতে মানুষকে বহু প্রকার আত্মত্যাগ করিতে হয়। আমাদের বোধিসত্ত্ব তেমিয় কুমার এক জন্মে অধিষ্ঠান পারমী পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি কাশীরাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন এই নগরীতে পূর্বে একবার রাজারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া মৃত্যুর পর মহাদুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং পূর্বজন্মের দুঃখের বিষয় স্মরণ করিয়া এবং বুদ্ধত্বলাভের জন্য পারমী পূর্ণ করিবার ইচ্ছায় তিনি পঙ্গু না হইয়াও পঙ্গু, বোবা না হইয়াও বোবার ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। এবং পরিশেষে নিজের মনস্কামনা পূর্ণ করেন।

বানরিন্দ—এই জন্মে বোধিসত্ত্ব তাঁহার সত্যপারমী পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই সময় বোধিসত্ত্ব বানর রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া মহাবলশালী হইয়া গঙ্গা নদীর তীরে একগুহায় বাস করিতেন। তিনি নদীর মধ্যে অবস্থিত একটি দ্বীপে যাতায়াত করিয়া ফলমূল ভক্ষণ করিতেন। ঐ নদীতে একটি কুমীর বাস করিত। কুমীরটি বানরেন্দ্রের হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার গতিপথের উপর অবস্থিত একটি পাথরের উপর দাঁড়াইয়া বোধিসত্ত্বকে আহবান করিলেন। বোধিসত্ত্ব কুমীরের চালাকী উপলব্ধি করিয়া "আসিতেছি" বলিয়া একলম্ফে কুমীরের মস্তকে পদার্পণ করতঃ পরপারে চলিয়া গেলেন। কুমীর বানরেন্দ্রের অসাধারণ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া বিস্ময় বোধ করিলেন।

সচ্চহ্বয—সেই সময় বোধিসত্ত্ব 'সচচহবয়' নামক ঋষি পরিব্রাজক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সকলকে সত্যবাদী হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি সত্যবাদিতার দ্বারা বহুলোকের মধ্যে ঐক্যভাব আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এইভাবে তিনি সত্যপারমী পূর্ণ করিয়াছিলেন।

বট্টপোতক—বোধিসত্ত্ব বর্তকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন সবেমাত্র শিশু, তখন পক্ষ গজায় নাই সেই সময় তাহার মাতা-পিতা তাহাকে বাসায় রাখিয়া খাদ্যান্বেষণে বহির্গত হয়। এই সময় ঐ অঞ্চলে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। অন্যান্য পক্ষীরা উড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেল

বোধিসত্ত্বের পক্ষোদগম না হওয়ায় অন্যত্রও যাইবার ক্ষমতা ছিল না। পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল স্মরণ করিয়া তিনি সত্যক্রিয়া করেন। ইহাতে তাহার বাস গৃহের দিকে অগ্রসর হইয়া অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যায়। এই জন্মেও তিনি সত্য পারমী পূর্ণ করেন।

মচ্ছরাজ—এই জন্মে বোধিসত্ত্ব একটি বৃহৎজলাশয়ে মৎসরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শকুন, কাক, রাজহাঁস প্রভৃতি প্রাণীরা বোধিসত্ত্বের আত্মীয়গণকে উপদ্রব করিত। বোধিসত্ত্ব উপায়ান্তর না দেখিয়া সত্যক্রিয়া করেন। উহাতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া পুষ্করিণী প্লাবিত হইয়া যায়। মৎসেরা মনের আনন্দে এদিকে ওদিকে চলিয়া যায়।

কণ্হ দীপায়ন—তখন বোধিসত্ত্ব কণ্হদীপায়ন ঋষিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাকী অরণ্যমধ্যে অতি পবিত্রভাবে ঋষিধর্ম পালন করিতেন।

একবার 'মাণ্ডব্য' নামক এক ব্রহ্মচারী সপরিবারে তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। মাণ্ডব্যের একপুত্র ঐ স্থানের এক সর্পকে উত্যক্ত করায় সর্পটি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দংশন করে। মাণ্ডব্য পুত্রের শোকে বিমূঢ় হইয়া পড়ে। কণ্হ দীপায়ন সত্য ও মৈত্রী পারমীর উল্লেখ করিয়া সত্যক্রিয়ার দ্বারা মাণ্ডব্যের সর্পদৃষ্ট পুত্রকে আরোগ্য করিতে সমর্থ হন।

সূতসোম—সেই সময় বোধিসত্ত্ব রাজা 'সূতসোম' হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার রাজা সূতসোম একযক্ষ কর্তৃক ধৃত হন। তিনি যক্ষের নিকট হইতে মুক্তি পাইয়াও সত্য রক্ষার জন্য প্রভূত ধন সম্পত্তি বিসর্জন দিয়া পুনরায় যক্ষের নিকট গমন করিয়াছিলেন। যক্ষ অবশেষে তাঁহার মহানুভবতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার একশত জন রাজন্যবর্গকে মুক্তিপ্রদান করেন।

সুবন্নসাম—বোধিসত্ত্ব এই জন্মে মৈত্রী পারমী পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি গভীর অরণ্যে মৈত্রী ভাবনা করিয়া কাটাইতেন। তাঁহার মৈত্রী ভাবনার প্রভাবে অরণ্যের পশু পক্ষীরা পর্যন্ত তাঁহার অনুগত হইয়া চলিত। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি প্রেরণ করেন। বোধিসত্ত্ব সমস্ত প্রকার পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। মৈত্রী ভাবনা পরায়ণ লোক সর্বত্র নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারেন।

একরাজ—এই জন্মে বোধিসত্ত্ব মহাপ্রভাবশালী রাজা হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল একরাজ। তিনি নিজে শীল পালন করিতেন এবং অপরকে শীল পালন করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেন।

তিনি নিজে দশ প্রকার কুশল কর্ম সম্পাদন করিতেন। এবং অপরকেও অনুরূপ কার্য করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি বৃহৎসংঘের চতুর্প্রত্যয় সরবরাহ করিতেন। তিনি শত্রুর প্রতিও কোন দিন অমৈত্রী ভাব পোষণ করেন নাই। তাঁহার সদাশয়তার খবর প্রাপ্ত হইয়া 'দব্বসেন' নামক এক শত্রুরাজা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া বহু প্রজা ও মন্ত্রীবর্গকে হত্যা করেন। অবশেষে তাঁহার স্ত্রীকেও বন্দী করেন। একরাজ ইহাতেও 'দব্বসেনের' প্রতি কোন প্রকার অমৈত্রী ভাব পোষণ করেন নাই জানিয়া অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি নিজেই স্বতপ্রণোদিত হইয়া একরাজের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

মহালোমহংস—এক জন্মে বোধিসত্ত্ব 'মহালোমহংসক' রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্মশানে বাস করিতেন। এবং মৃত মানুষের অস্থি-কঙ্কালের উপর শয়ন করিতেন। গ্রামের লোকেরা বহু প্রকার খাদ্যদ্রব্য বিছানাপত্র তাহাকে প্রদান করিতেন। কিন্তু উহাদের কোনটার প্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি সকল উপেক্ষা ভাবনায় রত থাকিতেন। তিনি পার্থিব সুখ, দুঃখ, অভাব-অনটন, এইরূপ বিবিধ প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থাকে সকল সময় উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেন। এইভাবে তিনি উপেক্ষা পারমী পূর্ণ করিয়াছিলেন।

বেশ্বান্তর—ইহা গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত। এই জন্মের পরের জন্মে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এই জন্মে তাঁহার নাম ছিল বেশ্বান্তর। তাঁহার পিতার নাম সঞ্জয়, মাতার নাম ফুসতী। তাঁহার পিতা জেতুত্তরে রাজত্ব করিতেন। বোধিসত্ত্বের বয়স যখন সবেমাত্র আট বৎসর, তখন মনে মনে সংকল্প করেন যে, যদি কেহ তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রক্ত, মাংস, হৃদয়, যাচঞা করে তবে তিনি তাহা দিতে কার্পণ্য করিবেন না। এইজন্মে তিনি পাঁচ প্রকারের মহাদান করিয়াছিলেন। তিনি বয়প্রাপ্ত হইয়া এমন ভাবে দান করিতে থাকেন যে, প্রজারা অবশেষে সমবেত হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বঙ্ক পর্বতে নির্বাসিত করেন। বঙ্কপর্বতে

তিনি স্ত্রী মাদ্রীর অবর্তমানে নিষ্ঠুর যজুক ব্রাহ্মণকে তাঁহার আদরের পুত্র জালী ও কন্যা কৃষ্ণাকে দান করেন। ইহার পর তিনি অনুমতি লইয়া তাঁহার স্ত্রী মাদ্রীকে ও অপর একজন ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করেন। এই রূপ মহাদানের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। স্ত্রী পুত্র, রাজ্য, এবং সম্পদের প্রতি তাঁহার মমতা কম ছিল না তাহা নহে। তিনি একমাত্র বোধিজ্ঞান লাভের জন্যই তাঁহার সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

।। অভিধর্ম পিটক।

।। অভিধর্ম ।।

'অভিধর্ম' ত্রিপিটকের অন্তর্গত অন্যতম পিটক। ইহাকে ত্রিপিটকের অন্তর্গত তৃতীয় বিভাগ বা শেষ অধ্যায় বলা যায়। প্রথম দুইটি সঙ্গীতিতে[১] অভিধর্ম পিটকের উল্লেখ না থাকায় ইহার প্রাচীনত্ব লইয়া কোন কোন পণ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। চুল্লবগ্গের একাদশ বা দ্বাদশ অধ্যায়ে যেখানে বুদ্ধবচন সংগ্রহের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তথায় ত্রিপিটকের উল্লেখ করা হয় নাই। উহাতে বুদ্ধ কর্তৃক কথিত 'ধর্ম-বিনয়' (ধম্মঞ্চ বিনয়ঞ্চ) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কেবল পাটলিপুত্রের অশোকারাম বিহারে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতেই সর্বপ্রথম ত্রিপিটকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[২] কিন্তু বৌদ্ধগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, বুদ্ধ পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই ত্রিপিটক সংগৃহীত হইয়াছিল। রাজগৃহের সপ্তপর্ণি গুহায় অনুষ্ঠিত প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে স্থবির আনন্দ মহাকাশ্যপ কর্তৃক অভিধর্ম পিটক সংগৃহীত হয়। 'অভিধর্ম' শব্দটি পৃথকভাবে উল্লেখ করা না হইলেও ইহা ধর্ম বা সূত্রপিটকের সহিত যুক্ত ছিল বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ভগবান তথাগত বুদ্ধ দর্শনের অতলসমুদ্র। তাঁহাকে বাদ দিয়া বৌদ্ধ দর্শনের কল্পনাই করা যায় না। তাঁহার প্রত্যেকটি কথাই গভীর তাৎপর্য পূর্ণ ও অর্থবহ।

---

১ Mahāvaṃsa, Ch. III, & IV.; H. Kern: Manuel of Buddhism; P.; Sāmantapāsādhikā C/o M. A. Pali Course. Part. II, pp. 646-666.

২ Māhavaṃsa, Ch. V.

"থেরো অনেক সংখ্যাবুত্থা ভিকখুসংঘা বিসারদে,
ছলভিঞ্ঞে তেপিটকে পভিন্ন পটিসম্ভিদে:
ভিকখুসহস্সং উচ্চীনি কাতুং সদ্ধম্মসংগহং,
তেহি অসোকারামম্হি অকা সদ্ধম্মসঙ্গহং।"

বলাবাহুল্য তাঁহার সেই দার্শনিক তত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বমূলক দেশনাই 'অভিধর্ম' নামে অভিহিত।

বিখ্যাত পালি অর্থকথাকার বুদ্ধঘোষ তাঁহার অথসালিনীর ভূমিকায়[১] নিম্নলিখিত ভাবে অভিধর্ম পিটকের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,

"পরম কারুণিক ভগবান তথাগত বুদ্ধ চারি অসংখ্য লক্ষকল্প পারমী পূর্ণ করিবার পর ছয় বৎসর কঠোর তপশ্চরণ করিয়া বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমে উপবিষ্ট হইয়া সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেন। তিনি সেই বোধিদ্রুম মূলে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি এই আসনে উপবেশন করিয়া আড়াই হাজার ক্লেশ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একাসনে এক সপ্তাহ কাটাইয়া দেন। তৎপর অনতিদূরে দাঁড়াইয়া বোধিপল্লঙ্কের দিকে অনিমেষ নয়নে একসপ্তাহ

---

১ অথসালিনী, পৃ. ১২-১৭।

"অযং হি ভগবা বোধিমূলে নিসিন্নো 'ইমং পটিবিজ্ঝিত্বা ইমং বত মে ধম্মং এসন্তস্স গবেসন্তস্স কপ্পসতসহস্সাধিকানি চত্তারি অসংখেয্যানি বীতিবত্তানি, অথ মে ইমস্মিং পল্লঙ্কে নিসিন্নেন, দ্বিযড্ঢং কিলেসসহস্সং খেপেত্বা অযং ধম্মো পটিবিদ্ধোতি'। পটিবিদ্ধো ধম্মং পচ্চবেকখন্তো সত্তাহং একপল্লঙ্কেন নিসীদি। ততো তস্মা পলঙ্কা বুট্‌ঠায় 'ইমস্মিং বত মে পল্লঙ্কে সব্বঞ্ঞুতঞাণং পটিবিদ্ধন্তি' অনিমিসেহি চকখুহি সত্তাহং পল্লঙ্কং ওলোকেন্তো অট্‌ঠাসি। ততো দেবতানং 'অজ্জাপি নূন সিদ্ধত্থস্স কত্তব্বকিচ্চং অত্থি, পল্লঙ্কস্মিং হি আলয়ং ন বিজহতি' পরিবিতক্কো উদপাদি। সত্থা দেবতানং বিতক্কং ঞত্বা তাসং বিতক্কং বূপসমত্থায় বেহাসং অব্ভুগ্গন্ত্বা যমক পটিহারিযং দস্সেসি। মহাবোধি পল্লঙ্কস্মিং হি কতপাটিহারিয়ং ঞাতিসমাগমে কত-পটিহারিযং চ পাটিকপুত্তসমাগমে কতপটিহারিয়ঞ্চ সব্বং গণ্ডম্বরুকখমূলে যমকপটি-হারিয়সদিসং এব অহোসি। এবং যমক পাটিহারিয়ং কত্বা পল্লঙ্কস্স চ ঠিতট্‌ঠানস্স চ অন্তরে আকাসতো ওরুয্হ সত্তাহং চঙ্কমি। ইমেসু এক বীসতিয়া দিবসে একদিবসে পি সত্থু সরীরতো রস্মিযো ন নিকখন্তা। চতুত্থে পন সত্তাহে পশ্চি-মুত্তরায় দিসায় রতনঘরে নিসীদি। রতনঘরং নাম সত্তরতন ময়ং গেহং সত্তন্নং পন পকরণানং সম্মসিতট্‌ঠানং রতনঘরং তি বেদিতব্বং। তত্থ ধম্মসঙ্গনিং সম্মসন্তস্সাপি সরীরতো রস্মিযো ন নিকখন্তা, বিভঙ্গপ্পকরণং ধাতুকথং পুগ্গল পঞ্ঞত্তিং কথা-বত্থুপকরণং যমকপ্পকরণং সম্মসন্তস্সা পি সরীরতো রস্মিযো ন নিকখন্তা। যদা পন মহাপ্পকরণং ওরুয্হ হেতুপচ্চয়ো আরম্মন পচ্চয়ো—পে—অবিগতপচ্চয়ো তি সম্মসনং আরভি অথ অস্স চতুবীসতিসমন্ত পট্‌ঠানং সম্মসন্তস্স একন্ততো সব্বঞ্ঞুত ঞাণং মহাপকরণে এব ওকাসংলভি।

দৃষ্টিপাত করেন। সেই সময় দেবতারা চিন্তা করিতে থাকেন, বোধহয় আজও সিদ্ধার্থ কুমারের কৃত্য শেষ হয় নাই। তিনি আজও হয়ত: আসন পরিত্যাগ করিবেন না।' ইত্যাদি বিষয়ে তর্ক করিতে থাকেন। শাস্তা দেবগণের চিত্তবিতর্ক জ্ঞাত হইয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া যমক প্রতিহার্য প্রদর্শন করেন। মহাবোধি পল্লঙ্কে কৃত প্রতিহার্য, জ্ঞাতীসমাগমে কৃত প্রতিহার্য, এবং পটিকপুত্ত সমাগমে কৃত প্রতিহার্য প্রায় একরূপ।' ইহার পর তিনি বোধিপল্লঙ্ক ও দণ্ডায়মান অবস্থায় স্থিত স্থানের মধ্যবর্তী স্থানে আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া সপ্তাহকাল চংক্রমণ করেন। এই তিন সপ্তাহের মধ্যে বুদ্ধের কোন প্রকার জ্যোতি নির্গত হয় নাই। চতুর্থ সপ্তাহে ভগবান বুদ্ধ বোধিপল্লঙ্কের উত্তর পশ্চিম দিকে রতনঘর চৈত্যে উপবেশন করেন। এই স্থানে উপবেশন করিয়া সপ্ত প্রকরণ অভিধর্ম চিন্তা করিয়াছিলেন। এইজন্য রত্নগৃহের নামকরণ করা হইয়াছে 'রতন ঘর চৈত্য'। সপ্ত প্রকরণ অভিধর্মের মধ্যে 'ধম্মসঙ্গনী', 'বিভঙ্গ', 'ধাতুকথা', 'পুগ্গল পঞ্‌ঞত্তি,' 'কথাবত্থু' 'যমক' প্রভৃতি ছয় খণ্ড অভিধর্ম বিষয়ে চিন্তা করা সত্ত্বেও বুদ্ধের শরীর হইতে ষড়বর্ণ রশ্মি নির্গত হয় নাই। সপ্তম খণ্ড পট্‌ঠান প্রকরণে বর্ণিত হেতু-প্রত্যয়, যখন আরম্মন-প্রত্যয় প্রভৃতি চব্বিশ প্রকার প্রত্যয় সম্পর্কীয় আলোচনায় রত হন, তখনই ভগবানের দেহ হইতে নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, মঞ্জিষ্টা, পভাস্বর প্রভৃতি ষড়বর্ণ রশ্মি নির্গত হয়। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, বিশাল তিমির মৎস্য যেমন ৮৪ হাজার যোজন গম্ভীর মহাসমুদ্রে অবস্থান করে সেইরূপ সর্বজ্ঞতাজ্ঞান সত্যিই মহাপট্ঠানেই স্থিত হইয়া অবকাশ লাভ করে।[১]

ভগবান শরীর হইতে নির্গত ষড়রশ্মি প্রথমে ঘন মহাপৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়। তাহাতে মহাপৃথিবী সুবর্ণ পিণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। পরে পৃথিবী ভেদ করিয়া উদকে পরিব্যাপ্ত হয়। উদকে নিক্ষিপ্ত রশ্মি ক্রমে বাতাসে পরিব্যাপ্ত হয়। বাতাস হইতে আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। আকাশে ছড়ানো রশ্মি চতুর মহারাজিক দেবলোকে পরিব্যাপ্ত হয়। চতুর্মহারাজিক দেবলোক তাবতিংস-তুষিত-নির্মাণরথি-পরনির্মিত-যামলোক

---

১ "যথা হি তিমির তিমিঙ্গল মহামচ্ছো চতুরাসীতিযোজনসহস্‌সগম্ভীরে মহাসমুদ্দে এব ওকাসংলভতি এবমেব সব্বঞ্‌ঞুত ঞানং এতস্মিং মহাপকরণে যেব ওকাসং লভি।"—ঐ, পৃষ্ঠা ১৩.

বিস্তার লাভ করে। যামলোক হইতে রূপ ব্রহ্মলোকে, তথা হইতে অরূপ ব্রহ্মলোকে বিস্তার লাভ করে। এই ষড়রশ্মির প্রভা এতই বিস্তৃত ও প্রভাবশালী ছিল যে, চন্দ্র সূর্যের কিরণ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের কিরণ বুদ্ধ হইতে নির্গত নিকট খদ্যোতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহাছাড়া বুদ্ধের চতুর্দিকে আশীহস্ত বিস্তৃত রশ্মি মণ্ডল সর্বক্ষণ শোভা পাইতে থাকে।

এইভাবে রত্নঘর চৈত্যে বুদ্ধ এক সপ্তাহ অবস্থান করিয়া নিজের পরিজ্ঞাত ধর্মের আলোচনা ও গবেষণা করিয়া অতিবাহিত করেন। একসপ্তাহের আলোচিত ধর্ম অপরিমেয়। ইহাই বুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক দেশনা। এই সময়ে বুদ্ধ কর্তৃক চিন্তিত ধর্ম শত বৎসর সহস্র বৎসর প্রচার করিলেও শেষ হইবার নহে। এই ধর্মই ভগবান তথাগত বুদ্ধ তাবতিংস দেবলোকে পরিচ্ছত্তক বৃক্ষের নীচে পাণ্ডুকম্বল শীলাসনে উপবেশন করিয়া মাতৃপুত্র দেবতা প্রমুখ দেবতাদের সমাগমে বিবিধ প্রকারে বিশ্লেষণ করিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন,। তিনমাস ধরিয়া একাক্রমে এইরূপ দেশনা চলে। উপুড় অবস্থায় স্থিত কলসী হইতে জলধারা নির্গত হওয়ার ন্যায় অথবা 'আকাশ গঙ্গা'র, ন্যায় দ্রুতগতিতে বুদ্ধের মুখমণ্ডল হইতে ধর্ম দেশনা নির্গত হইতে থাকে। বুদ্ধগণ কর্তৃক সত্ত্বদিগের দানানুমোদন কালীন দেশনা দীঘ-মজ্ঝিম প্রমাণ হয়। ভোজন সমাপণান্তের দেশনা সংযুক্ত অঙ্গুত্তর নিকায় প্রমাণ হয়। সুতরাং তিন মাস ধরিয়া একাক্রমে বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ধর্মের পরিমাণ করা অসম্ভব। সহস্র বৎসর অধ্যয়ন করিয়াও ইহার শেষ হইবেনা।

তাবতিংস ভবনে দশ সহস্র চক্রবালবাসী দেবতাদের সমাগমে ভগবান একাক্রমে তিনমাস অভিধর্ম দেশনা করিলেও পিণ্ডপাত করিয়া যথাসময়ে ভোজন করিতেন। ভগবান বুদ্ধ কালজ্ঞ ছিলেন। তিনি ভোজনের সময় বুঝিয়া নিজের একটি প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া 'এই সময়ে এই পরিমাণ ধর্ম দেশনা করুক' এইরূপ অধিষ্টান করিয়া পাত্র-চীবর গ্রহণ করতঃ অনোবতপ্ত হ্রদে গমন করিতেন। তথায় হ্রদে স্নান করিয়া চীবর পারুপন করিয়া পরিধান করতঃ চতুর্মহারাজ প্রদত্ত সেলময় পাত্র হস্তে উত্তর কুরুতে পিণ্ডাচরণ করিয়া ভোজন করিয়া চন্দন বনে দিবা বিহার করিবার জন্য গমন করিতেন। ধর্ম সেনাপতি সারীপুত্র তথায় যাইয়া বুদ্ধের সেবাশুশ্রূষা

করিতেন। বুদ্ধ সারিপুত্র স্থবিরকে তাঁহার দেশীত ধর্মের সংক্ষিপ্ত সার জ্ঞাপন করিতেন। সারিপুত্র স্থবির বুদ্ধের নিকট হইতে শ্রুত অভিধর্ম নিজের শিষ্যদের নিকট দেশনা করিতেন। ভগবান বিশ্রাম সমাপণান্তে পুনরায় দেবলোকে চলিয়া যাইতেন। অল্প শক্তিমান দেবব্রহ্মগণ বুদ্ধের অনুপস্থিতি উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। মহাশক্তিমান দেব ব্রহ্মগণ নির্মিত বুদ্ধ ও প্রকৃত বুদ্ধের পার্থক্য নির্ধারণ করিতে পারিতেন।

'ধর্ম' ও 'অভিধর্মের' মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নাই। 'ধর্ম' শব্দের যেই অর্থ 'অভিধর্ম' শব্দেরও সেই অর্থ। 'ধর্ম' শব্দের সহিত 'অভি' উপসর্গ যোগ করিয়া 'অভিধর্ম' পদ গঠিত হয়। 'অভি', 'অতি', 'অধি' প্রভৃতি সমার্থক উপসর্গ। ইহার অর্থ 'অধিক', 'বেশী', 'অতিরিক্ত', 'বিশিষ্ট' অথবা 'অধিকতর'। সুতরাং 'অভিধর্ম' শব্দের অর্থ 'বিশিষ্ট-ধর্ম', 'অতিরিক্ত ধর্ম', 'অধিকতর ধর্ম'। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে 'ধম্মাতি-রেক ধম্ম বিসেসত্থেন অভিধম্মো' অর্থাৎ সূত্রাতি-রিক্ত ধর্মই অভিধর্ম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ছত্র অতিশয় রঞ্জিত ও বৃহৎ আকারবিশিষ্ট তাহাকে যেমন 'অতিচ্ছত্র' বলা হয় অথবা যেই পতাকা নানা প্রকার বিচিত্র সোভাসম্পন্ন উহাকে 'অতিধ্বজ' যে রাজকুমার ভোগ ও ঐশ্বর্যযুক্ত তাহাকে যেমন 'অধিরাজ কুমার', যে দেবতা আয়ু, বর্ণ, রূপ ও ঐশ্বর্যে শোভমান তাঁহাকে যেমন 'অধিদেব' বলা হয়, সেইরূপ ধর্মাতিরিক্ত অর্থাৎ সূত্রাতিরিক্ত বুদ্ধোপদেশই 'অভিধর্ম'।[১] বলিতে গেলে ধর্ম ও অভিধর্মের আলোচ্য বিষয় প্রায় একরূপ। বিষয় বিন্যাস ও প্রচার কুশলতা ব্যতিত উভয়ের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই। সূত্রপিটকে যাহা সাধারণভাবে উপদেশিত হইয়াছে অভিধর্মপিটকে তাহাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। সূত্রপিটকে যে ধর্ম লৌকিক ভাবে দেশনা করা হইয়াছে তাহাই অভিধর্ম

১ "যথা বহুসু ছত্তেসু চেব ধজেসু চেব চ যং অতিরেক পমানং বিসেসবণ্ণসণ্ঠানং চ ছত্তং তং অতিচ্ছত্তং তি বুচ্চতি। যো অতিরেকপমানো নানা বিরাগবণ্ণ বিসেস সম্পন্নো চ ধজো সো অতিধজোতি বুচ্চতি। যথা চ একতো সন্নিপতিতেসু বহুসু রাজকুমারেসু চেব দেবেসু চ যো জাতি-ভোগ-যস-ইস্সরিয়াদি সম্পত্তী তি অতিরেকতরো চেব বিসেসবন্তুতবো চ দেবো অতিদেবোতি বুচ্চতি। তথারূপে ব্রহ্মা পি অতিব্রহ্মা তি বুচ্চতি এবং এব অযং ধম্মো ধম্মাতিধম্ম বিসেসট্ঠেন অভিধম্মো'তি বচ্চতি।" অথসালিনী, পৃ-২.

পিটকে অসাধারণভাবে বা পরমার্থিক উপায়ে আলোচিত, বিভাজিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[১] বৌদ্ধদার্শনিক বীরেন্দ্র লাল বড়ুয়ার ভাষায় "সূত্রের ভাষা আছে, সে ভাষায় তরঙ্গ আছে, উচ্ছ্বাস আছে, উদান আছে, গাথা আছে, উদ্দীপনা আছে, অপায় আছে, অপায় ভয় আছে, দেব-ব্রহ্মা আছে, দেব-ব্রহ্ম-লোকের আকর্ষণ আছে, নির্বাণের সুসমাচার আছে। অভিধর্ম যেন ভাষাহীন,—শুধু ছেদন, বিশ্লেষণ, বিভাজন, পর্যবেক্ষণ এবং নৈর্ব্যক্তিক পরম সত্য-জ্ঞানের উদ্ভাবন। সঙ্গে সঙ্গে চির চঞ্চল ব্যবহারিক জগতের নিরবশেষ বিলয় সাধন।"[২]

ভগবান তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম মাত্রেই মনোবিজ্ঞান সম্মত এবং নীতি প্রধান। ইহাকে বিভজ্যবাদও বলা হয়। ত্রিপিটকের সর্বত্র ধর্মকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়; অভিধর্মপিটকে প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসারে যথোপযুক্ত পরিভাষা ও প্রজ্ঞপ্তি দ্বারা পরিজ্ঞেয় বিষয়ের পরিচয় প্রদান ও শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। অপর কথায় বলিতে গেলে অভিধর্ম পিটকে যে নাম রূপের স্বরূপ উদঘাটন করা হইয়াছে, তাহাই সূত্র পিটকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া পুনরায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই কারণে সূত্র পিটকের ভাষা ব্যবহারিক বা 'বোহারবচন'। যেমন—সত্ত্ব, আত্মা, জীব, জন্ম, মৃত্যু, দেব, ব্রহ্ম, তুমি, আমি, মনুষ্য ইত্যাদি। অপর দিকে অভিধর্মের বিষয়বস্তু পরমার্থ সম্পর্কীয় পরমত্থবচন।

১ ত্রিপিটক সম্পর্কে বুদ্ধঘোষের মন্তব্য নিম্নরূপ:
"এৰ হি বিনয় পিটকং আণারহেন ভগবতা আণা বাহুল্লতো দেসিতত্তা আণা-দেসনা, সুত্তন্তপিটকং বোহারকুসলেন ভগবতা বোহারবাহুল্লতো দেসিতত্তা বোহার দেসনা; অভিধম্মপিটকং পরমত্থকুসলেন ভগবতা পরমত্থবাহুল্লতো দেসিতত্তা পরমত্থ-দেসনাতি বুচ্চতি। ....তীসু পি চ এতেসু তিস্‌সো সিকখা তীনি পহানানি চতুব্বিধো গম্ভীরোভাবো বেদিতব্বো তথাহি বিনয় পিটকে বিসেসেন অধিসীল সিকখা বুত্তা, সুত্তপিটকে অধিচিত্ত সিকখা, অভিধম্মপিটকে অধিপঞ্ঞা সিকখা। বিনযপিটকে চ বিতিক্কম পহাণং কিলেসাণং বীতিকুম পটিপকখপত্তা সীলস্স সুত্তন্ত-পিটকে পরিযুট্‌ঠান পহাণং পরিযুট্‌ঠান পকখত্তা সমাধিস্‌স, অভিধম্মপিটকে অনু-সযপ্পহানং অনুসয়পটিপকখত্তা পঞ্ঞায়।"

—অত্থসালিনী, পৃ. ২১—২২.

২ বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি: অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, পৃ. ২৩

যথা,— স্কন্ধ, আয়তন, ইন্দ্রিয়, ধাতু, চ্যুতি, প্রতিসন্ধি, সন্ততি, আত্মা, বল, বোধ্যঙ্গ, নির্বাণ ও প্রজ্ঞপ্তি ইত্যাদি।

অভিধর্ম বৌদ্ধ মননশীলতার চরম বিকাশ। অভিধর্মে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ব্যতিত কেহ উত্তম ধর্ম কথক হইতে পারে না। সূত্রপিটকে বলা হইয়াছে যে, প্রাণীহত্যা করা উচিত নয়। ইহা অকুশল কর্ম। ইহার পরিণাম দুঃখ-জনক। কেন প্রাণী হত্যা করা অনুচিত সূত্র পিটকে ইহার মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ ও প্রমাণ পাওয়া কঠিন। অভিধর্ম পিটকেই ইহার যথাযথ কারণ ও প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে কাল্পনিক কোন বিষয়ের অবতারণা করিয়া মূল বক্তব্যকে চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা নাই। কার্য-কারণ-সম্পর্ক নির্ণয়ের সাহায্যে বক্তব্য বিষয়ের বিশ্লেষণ করাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব। এই বিষয়ে অভিধর্মকে দূরবগাহ অথবা অনবগাহ বলিয়া মন্তব্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অভিধর্মের মূল আলোচ্য বিষয় বৌদ্ধ দর্শন ও পরমার্থ সত্য। পরমার্থ মাত্রই জটিল ও সাধনালভ্য। সংস্কার মন ও কঠোর সাধনা ব্যতিত ইহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। শীলবান ব্যক্তি একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারাই ইহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অত্যধিক কামনা বাসনা পরায়ণ দুঃশীল ব্যক্তির জন্য সত্যিই ইহা দূরবগাহ। দর্শন আলোচনার জন্য কিছুটা মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। সেইরূপ মানসিক প্রস্তুতি ও শীল সম্পন্ন না হইয়া পরমার্থিক বিষয়ে মনসংযোগ করা যায় না। এই জন্য অভিজ্ঞ বৌদ্ধাচার্যগণ প্রথমে ধর্ম-বিনয় শিক্ষা ও অনুশীলন করিবার পরই অভিধর্ম চর্চা করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন।

অভিধর্ম সম্পর্কে বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় ভিক্ষুগণ কিরূপ ধারণা পোষণ করিতেন, তাহা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে পরিস্ফুট হইবে। ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র মোগ্গল্লায়নকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'বন্ধু, মোগ্গল্লায়ন। অতিশয় রমণীয় এই গোশৃঙ্গ-শালবন। জোৎস্না রাত্রি। অমল-ধবল-চন্দ্র কিরণ চতুর্দিকে শোভমান। চতুর্দিকে সুগন্ধ পুষ্প প্রস্ফুটিত। দিব্যগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। বন্ধু মোগ্গল্লায়ন, কিরূপ ভিক্ষু এই পরিবেশে গোশৃঙ্গ শাল বনের শোভা বর্ধন করিবে?"[১]

১ মজ্‌ঝিমনিকায়, মহাগোসিঙ্গ সুত্ত,
"রমণীযং, আবুসো মোগ্গল্লান, গোসিঙ্গ সালবনং, দোসিনা রত্তি, সব্ব-ফালিফুল্লা সালা, দিব্বা মঞ্ঞে গন্ধা সম্পবায়ন্তি। কথং রূপেন, আবুসো মোগ্গল্লান, ভিকখুনা গোসিঙ্গসালবনং সোভেয্যাতি?"

মোগ্গল্লায়ন উত্তর করেন, "বন্ধু সারিপুত্র এইখানে দুইজন ভিক্ষু অভিধর্মের গভীর তত্ত্ব লইয়া আলোচনায় রত থাকিবেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে ঐ বিষয় সম্পর্কীয় প্রশ্ন করিবেন। কেহ তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিবে না। তাঁহাদের আলোচনা চলিতেই থাকিবে। এইরূপ ভিক্ষুসংঘই ঈদৃশ বনের শোভা বর্ধন করিবেন।"[১]

অমল-ধবল-জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রে কামনা-বাসনা বিবর্জিত অনাসব অগ্রশ্রাবকদের চিত্তপ্রবাহে যেই সুরের তরঙ্গ দোলায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, উহারই দার্শনিক পরিভাষা হইল সৌমনস্য সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত ক্রিয়াচিত্ত। অভিধর্মের আলোচনা ও গবেষণা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সাধারণ মানুষ ইহাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু যাহাদের অন্তঃকরণ ধর্মীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ ও জ্ঞান সাধনায় কৃতবিদ্য তাঁহারা উহাতে তন্ময় হইয়া পড়েন। প্রাথমিক বাধা অতিক্রম করিবার পর ক্রমে শিক্ষার্থী ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের অন্তঃকরণ কি এক অপার্থিব আনন্দে ভরিয়া উঠে। তাঁহাদের সৌমনস্য-সহগত ক্রিয়াচিত্ত সর্ববিধ লোকীয় প্রতিক্রিয়ার উর্ধ্বে উত্থিত হইয়া নির্মলানন্দ অনুভব করে। এই কারণে অভিধর্ম শিক্ষা ও গবেষণার উপযোগিতা অত্যধিক।

বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য বুদ্ধদত্তের মতে অভিধর্ম পিটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় চারিটি : চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ।[২] এই চারিটি বিষয়কে সংক্ষেপে দুইটি বিষয়ে রূপান্তরিত করা যায় : রূপ ও অরূপ। যাহা চিন্তা করা যায় তাহাই চিত্ত। চিত্তের অপর নাম 'মন,' 'অন্তকরণ,' 'হৃদয়,' 'বিজ্ঞান' প্রভৃতি। ইহাদের যে কোন একটি অপরটির প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। মনন, চিন্তন ও বিজাননই 'মন' বা 'চিত্তের' ধর্ম। 'আলম্বন', 'আরম্মন' বা 'অবলম্বন' বিষয়ে চিন্তা করা বা জ্ঞাত হওয়ায়ই চিত্তের স্বভাব।

১ "ইধাবুসো সারিপুত্ত,—দ্বে ভিকখূ অভিধম্ম-কথং কথেন্তি, তে অঞ্ঞমঞ্ঞং পঞ্হং পুচ্ছন্তি, অঞ্ঞমঞ্ঞস্স পঞ্ঞং পুট্ঠা বিসজ্জেন্তি, নো চ সংসাদেন্তি, ধম্মী চ নেসং কথা পবত্তনী হোতি। এবরূপেন খো আবুসো সারিপুত্ত, ভিকখুনা গোসিঙ্গ-সালবনং সোভেয্যাতি।"

২ "তত্থ বুত্তাভি ধম্মত্থা চেতধা পরমত্থতো,
চিত্ত চেতসিকং নামং বিনিব্বানমিতি সব্বদা।"

চিত্ত সাধারণতঃ ভাস্বর। চৈতসিক বা চিত্তবৃত্তি সহযোগে ইহা সংশ্লিষ্ট হয়। চিত্ত ও চৈতসিক এক নয় আবার ভিন্নও নয়। চিত্ত ব্যতিত চৈতসিকের কল্পনা করা বৃথা। চৈতসিকে মনের সহিত একসঙ্গে উৎপন্ন হয় এবং একসঙ্গে নিরুদ্ধ হয়। এইরূপ চিত্ত বা চিত্তবৃত্তির সংখ্যা বায়ান্ন। এই বায়ান্ন প্রকার চৈতসিকই মনের সহিত যুক্ত হইয়া উনানব্বই (বা বিস্তৃতভাবে একশত একুশ) প্রকার চিত্ত উৎপত্তির হেতু হয়। প্রত্যেক চিত্তে কত প্রকার চিত্তবৃত্তি একক বা দলবদ্ধভাবে উৎপন্ন হয় অভিধর্ম পিটকে উহা সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ দর্শনে রূপকে ইহার গুণাবলীতে বিভাগ করিয়া পরমার্থিক ভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। আটাশ প্রকার রূপস্কন্ধই রূপ। ইহা জড় পদার্থের অন্তর্গত। ইহা শৈত্যে বা উত্তাপে পরিবর্তিত হয়। অভিধর্ম পিটকে আটাশ প্রকার রূপকে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক, অবস্থা পরিবর্তনের কারণ, কলাপ, ও উৎপত্তিক্রম অনুসারে বিভাগ করিয়া বর্ণনা করিয়া ইহাতে বলা হইয়াছে যে, মনোজগতের ন্যায় রূপ জগতকেও ইহার গুণ ও শক্তিতে পরিণত করা যায়। ইহাও অন্তর্জগতের ন্যায় চিরন্তর পরিবর্তনশীল প্রবাহ মাত্র।

নির্বাণ অতুলনীয়। ইহার অস্তিত্ব, রূপ, সংস্থান, বয়স, প্রমাণ, উপমা, হেতু বা যুক্তির দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয়। নির্বাণ শান্ত, প্রণীত, ও সুখদায়ক। লোক সংস্কৃত ধর্ম। নির্বাণ অসংস্কৃত ধর্ম। সংস্কৃত বস্তু মাত্রেরই ধ্বংস অনিবার্য। অসংস্কৃত বস্তুর ধ্বংস নাই। অতএব নির্বাণ অপরিবর্তনীয়। পার্থিব বস্তুর অস্থায়িত্ব দুঃখদায়ক। নৈর্বাণিক আনন্দে স্থায়িত্ব বর্তমান। নির্বাণ শ্রেষ্ঠ। ইহা অনুত্তর যোগক্ষেম। দেব মানবের কল্পনায় নির্বাণ পরম শ্রেষ্ঠ। ইহা এমন এক অমৃতপদ যাহা পরম শান্তিপ্রদ। সুখদুঃখ নিরপেক্ষ অজর, অমর, অব্যাধি বর্জিত অনুত্তর যোগক্ষেমই নির্বাণ। অভিধর্মপিটকে ইহার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত। অপর দুইপিটকে পরমার্থ সত্যের এইরূপ বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, চিত্ত স্বভাবতঃ নির্মল, নিরঞ্জন, ও প্রভাস্বর। আগন্তুক দোষে ইহা প্রদুষ্ট হয়। সেই আগন্তুক দোষ হইল: চারিপ্রকার আসব। যথা: কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টাসব ও অবিদ্যাসব। আসবসমূহ সুপ্তাকারে চিত্ত সন্ততিতে অবস্থান করিয়া 'অনুশয়' উৎপাদন করে।

মানুষের চিন্তা, ভাবনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, নিরুৎসাহ প্রভৃতি সর্ব প্রকার কার্যাবলী এই অনুশয়েরই বহির্প্রকাশ। আসবের কবল হইতে চিত্তকে মুক্ত করাই চরম মুক্তি বা নির্বাণ। কেবল পাপ হইতে বিরতি ও দানাদি পুণ্যকার্যে বাহ্যাচারের দ্বারা পাপ-অকুশল সমূলে উৎপাটিত হয় না। সমূলে অনুৎপাটিত বৃক্ষের ন্যায় অকুশল মূল সমেত উচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা বিদ্যমান। সর্বদুঃখের মূল হইল ভব তৃষ্ণা বা নন্দিরাগ এবং অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা। এই দুইয়ের অশেষ নিরোধ করিতে না পারিলে চিত্তকে অকুশল মুক্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং আসবের মূলীভূত কারণ অনুশয়ের উৎপাটন অত্যাবশ্যক। নিকায়ের ভাষায় বলিতে গেলে শিরশ্চিন্ন তালবৃক্ষের ন্যায় যে আসব সংক্লেশ-কর, পুনর্ভব কর, দুঃখ পরিণামী, ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মৃত্যু-প্রদায়ী তাহা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন মূল, অস্তিত্ব বিরহিত ও অনুৎপাদ ধর্মী করিতে পারিলেই চিত্ত আসব মুক্ত হইতে পারে। ধর্মপদে বলা হইয়াছে যে, জল হইতে উৎক্ষিপ্ত মৎস্য যেমন পুনরায় জলে ফিরিয়া যাইবার জন্য ছটফট করিতে থাকে সেইরূপ মানুষের চঞ্চল চিত্তও অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে নির্মল অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার জন্য অর্থাৎ মার রাজ্য ত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়।[১] চিত্ত যখন সুখ-দুঃখ, কুশলা-কুশল প্রভৃতির সহিত বিজড়িত হইয়া পঞ্চুপাদানস্কন্ধের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া সংসারাভিমুখী হয়, তখনই ইহার অস্বাভাবিক অবস্থা। সংসারাভিমুখী চিত্ত বীথিযুক্ত গতিতে অবস্থান করে। ইহা চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থা নয়। মনোদ্বারের নিম্নে বীথিমুক্ত গতিই চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থা। তখন ইহার সুখ-দুঃখ, কুশলা-কুশল প্রভৃতির উর্ধে উত্থিত হইয়া নির্বাণাবলম্বী হইয়া পরমানন্দে অবস্থান করে।

মধ্যমনিকায়ের রথবিনীতসূত্রে ও বিশুদ্ধিমার্গের প্রজ্ঞানির্দেশে সপ্ত বিশুদ্ধির আলোচনা আছে। ঐ সপ্ত বিশুদ্ধি মোটামুটি তিন প্রকারে বিভক্ত: শীল, চিত্ত এবং জ্ঞান। বারিত শীল ও চারিত্র শীলের যথাযথ আচরণ ও অনুশীলনই 'শীল বিশুদ্ধি'। 'চিত্ত-বিশুদ্ধির' প্রকৃষ্ট উপায়

[১] ধম্মপদং, নং ৩৪.

"বারিজো'ব থলে খিত্তো ওকমোকতো উব্ভতো,
পরিফন্দতীদং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে।"

হইল 'শমথ ভাবনা'। বিদর্শন ভাবনার অনুশীলন ব্যতিত জ্ঞান বিশুদ্ধি পূর্ণ হয় না।

সূত্র ও বিনয় পিটকের সর্বত্র পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, কর্ম বিশ্ব নিয়ন্তা। অভিধর্ম পিটকেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকুত্তর এই চারিভূমিতে কি কারণে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করে ইহার বর্ণনা করিতে যাইয়া ইহাতে কুশলা-কুশল প্রভৃতি কর্ম সমূহের অবতারণার প্রয়োজন হয়। এই কর্মসমূহের মধ্যে জনক কর্ম, উপস্তম্ভক কর্ম, উপ-পীড়ক কর্ম, উপঘাতক কর্ম, পরিপোষক কর্ম, গুরুকর্ম, মহগ্গতকর্ম, আনন্তর্য কর্ম, আসন্ন কর্ম, অহোসি কর্ম, প্রভৃতি কর্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা অভিধর্ম পিটকে দৃষ্ট হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, পুণ্য কর্ম পুনঃ পুনঃ করা উচিত। অকুশল কর্ম প্রমাদ বশতঃ একবার সম্পাদন করিলেও পুনরায় ইহা করা উচিত নহে। এমন কি অকুশল কর্ম স্মৃতিতেও জাগরিত করা অনুচিত।[১]

যাহা চিন্তা করা যায়, বাক্য উচ্চারণ করা হয় এবং শরীরের দ্বারা যে কার্য সম্পাদন করা হয় তাহাই 'কর্ম'। মনের চিন্তিত বিষয় কায় ও বাক্যদ্বারে অভিব্যক্তি ঘটে। মূলতঃ চেতনাই কর্ম। 'চেতনা' সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক। হেতু যুক্ত হইয়া 'চেতনা' কর্মে পরিণত হয়। লোভ, দ্বেষ ও মোহ সর্বপ্রকারে অকুশলের হেতু এবং অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ সর্বপ্রকার কুশলের মূল। সংস্কার চিত্তসন্ততিতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে, সুযোগ পাইলে কায় ও বাক্যদ্বারে প্রকাশ পায়। চেতনা ব্যতিত কর্ম হয় না। বধ-চেতনা লইয়া সর্পভ্রমে রজ্জুকে আঘাত করিলেও পাপ হয়। আবার বধ-চেতনা বিহীন চিত্তে রজ্জু ভ্রমে সর্পকে আঘাত করিলেও পাপকর্ম সম্পাদিত হয় না। চেতনা ব্যতিত কায়, বাক্য বা মানসিক কোন কর্মই

ধম্মপদং, গা° ১১৭—১১৮।

"পাপঞ্চে পুরিসো কয়িরা, নতং কয়িরা পুনপ্পুনং,
নতম্হি ছন্দং কয়িরাথ দুক্খো পাপস্স উচ্চযো।
পুঞ্ঞঞ্চে পুরিসো কয়িরা কয়িরাথেন পুনপ্পুনং,
তম্হি ছন্দং কয়িরাথ সুখো পুঞ্ঞস্স উচ্চয়ো।"

সম্পাদিত হইতে পারে না। জগতের অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির ন্যায় কর্মও একটি প্রবল শক্তি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ন্যায় মানুষ স্বীয় কর্মফলে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। সেইরূপ আবার স্বীয় কর্মফলে সমস্ত দুঃখের অবসান করিয়া নির্বাণ লাভ করিতে সক্ষম।

কর্মের আদি অনির্ণেয় হইলেও ইহার কারণ অজ্ঞাত নয়। নাম-রূপ সৃষ্ট জীব কর্ম করিতে বাধ্য। বহির্জগতের সহিত অনবরত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্তর্জগতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেই সম্পর্ক বা আঘাত হইতে বেদনা উৎপন্ন হয়। বেদনা হইতে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। বেদনা সম্পর্কে সজাগ থাকিলে তৃষ্ণা উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং তৃষ্ণাই কর্ম উৎপাদনের হেতু। বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, 'কর্মের কারক নাই, বিপাকেরও ভোক্তা নাই। কেবল চিত্ত-চৈতসিক ধর্মই প্রবাহিত। ইহাই "বিশুদ্ধ জ্ঞান"[১] বৌদ্ধগণ অজর, অমর, অব্যয়, কিম্বা অবিনশ্বর কোন প্রকার শাশ্বত আত্মায় বিশ্বাসী নহেন। পঞ্চস্কন্ধ ব্যতিত কোন শাশ্বত আত্মা, দেবতা, বা অন্য কোন সত্ত্বের আকারে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান নাই। জীব শুধু চলমান কর্মশক্তিরই বহির্বিকাশ। ব্যবহারিকভাবে ইহাকে সত্ত্ব নামে অভিহিত করা হয়। পরমার্থিক ভাবে এইরূপ সত্ত্ব বা প্রাণীর অস্তিত্ব নাই। সত্ত্ব বা প্রাণী নামরূপের সমষ্টি মাত্র। কর্মশক্তিতেই এই সত্ত্ব পরিচালিত। মন বা চিত্ত উৎপত্তি-বিলয়-শীল চিত্তবৃত্তিরই সংমিশ্রণ। কর্মের যদি কোন কারণ থাকে তবে তাহা হেতুযুক্ত চেতনা। কর্মের ফলভোক্তা হইল বেদনা চেতনা ও বেদনা উভয়ই চৈতসিক। পার্থিব অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ইহারাও অনিত্যধর্মী। যদি বলা হয় কর্ম কোথায় থাকে? ইহার উত্তর হইল এই যে উৎপত্তি বিনয়শীল অনিত্যধর্মী চিত্তের কোন এক স্থানে কর্ম জমাট হইয়া থাকেনা। পঞ্চস্কন্ধের অন্যতম স্কন্ধেও অবস্থান করে না। আম্রবৃক্ষে মুকুল উদগমনের ন্যায় অবকাশ পাইলেই পঞ্চস্কন্ধাশ্রিত চিত্তে কর্মের ক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। কর্ম এক প্রকার মানসিক শক্তি। নৈসর্গিক শক্তি অথবা নীতির সহিতই ইহা তুলনীয়। বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'কর্মের গতি অচিন্তনীয়'। তিনি বলেন, "হে ভিক্ষুগণ, কর্মের ফল যদি একান্তই ভোগ করিতে হইত, তবে বুদ্ধের ধর্মজীবনের কোন প্রয়োজন হইত না। কারণ এইরূপ হইলে দুঃখ

---

১ "কম্মস্স কারকো নত্থি, বিপাকস্স চ বেদকো,
সুদ্ধ ধম্মা পবত্তন্তি, এবেতং সম্মদস্সনং।"

মুক্তির অবকাশ কোথায়? যদি বলা হয়, 'যেমন কর্ম তেমন ফল' তবে মানুষের পুণ্যকর্মের উপযোগীতা আছে; মানুষ সম্পূর্ণরূপে দুঃখ মুক্ত হইতে পারে।"

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দ্বাদশ অকুশলই অকুশলকর্ম এবং অষ্টপ্রকার মহাকুশল চিত্তও নয়প্রকার মহদ্গত চিত্তই কুশলকর্ম। মানুষ নিজ নিজ কর্মের প্রতিমূর্তি স্বরূপ। কর্মের শক্তি বিশ্বব্যাপী। সর্বব্যাপী কর্মশক্তি মানুষের প্রচ্ছন্ন চিত্তবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। পৃথকজন বা সাধারণ মানুষ সম্পর্কে মন্তব্য করা সহজ নয়। কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ অবস্থায় কিরূপ কর্ম করিবে তাহা বহু অবস্থার উপর নির্ভরশীল। সকলেরই ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। মৃত্যু মানুষের ক্ষণস্থায়ী পরিণাম। ইহা মানুষের পুরাতন দেহকে অসাড় করিয়া ফেলে এবং পুনরায় নূতন দেহ উৎপাদন করে। এই নবোৎপন্ন দেহ পূর্ববর্তী দেহের ন্যায়ও নহে উহা হইতে ভিন্নও নহে। কারণ মরণাপন্ন কর্মই পরবর্তী শরীর উৎপন্ন করে এবং কর্মের স্রোত তখনও উহাতে বর্তমান থাকে। সেই হিসাবে মাতাপিতা ও সন্তানের সাহায্য-কারী অন্যতম হেতু মাত্র। মূল উপাদান নয়। বিশ্বজগতের যাবতীয় ঘটনাই এক সুশৃঙ্খল নিয়মে সংঘটিত হয়। কোন লীলাময়ের লীলায় কিম্বা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় কিছু সংঘটিত হয় না। মৃত্যুর পর পুনর্জন্মও এইভাবে সংঘটিত হয়।

কোন বস্তুর পরিত্যাগই দান। দান সর্বপ্রকার কুশলের মূল। দান চেতনার দ্বারা লোভ দূরীভূত হয়। লোভ বা তৃষ্ণাই সর্বপ্রকার দুঃখের মূলীভূত কারণ। ত্যাগ এই তৃষ্ণার মূলে কুঠারাঘাত করে। দান দুইপ্রকার: আমিষ দান এবং নিরামিষ দান। আমিষ দান-লৌকিক কুশল কর্ম এবং নিরামিষ দান লোকুত্তর কুশলকর্ম। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য যে দান তাহাই আমিষ দান এবং তৃষ্ণা পরিত্যাগের দ্বারা যে দান সম্পন্ন করা হয় তাহাই নিরামিষ দান। উভয় প্রকার দানই চিত্ত বিশুদ্ধির সহায়ক। জ্ঞান বিশুদ্ধি, শীল ও চিত্ত বিশুদ্ধির পরিপূরক। বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে মানুষ লৌকিক ও পারমার্থিক সত্যের পার্থক্য নির্ধারণ করিতে পারে না। তাহারা সুখকে দুঃখ, দুঃখকে সুখ, সত্যকে অসত্য, অসত্যকে সত্যজ্ঞান করিয়া থাকে। এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টির জন্য নিত্য নূতন তৃষ্ণা জালে আবদ্ধ হয়। বস্তুর যথাযথ রূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য সম্যক দৃষ্টির প্রয়োজন। সম্যকদৃষ্টি জ্ঞান সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ। জ্ঞান সাধনার দ্বারা প্রজ্ঞা বৃদ্ধি

হয়।[১] জ্ঞান সাধনার দুইটি ধারা : শমথ ভাবনা ও বিদর্শন ভাবনা। কুশল চিত্তের উৎপাদনও বর্ধনই ভাবনার প্রধান লক্ষ্য। চিত্তকে ৪০ প্রকার আলম্বনের অন্যতম আলম্বনে সমাহিত ও শক্তিশালী করারই অপর নাম 'শমথ-ভাবনা'। শমথ ভাবনায় চিত্ত একাগ্র হয়। নিবরণাদি চিত্তের অকুশল বৃত্তিসমূহ শান্তভাব ধারণ করে।

নাম-রূপকে ত্রিলক্ষণাকারে (অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম) দর্শনই বিদর্শন ভাবনায় সমাহিত চিত্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে নাম-রূপকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখে। ত্রিলক্ষণ জ্ঞানের উৎপাদন ও বর্দ্ধনই 'বিদর্শন ভাবনা'র প্রধান লক্ষ্য।

ধর্মপদে বলা হইয়াছে যে, যখন যোগী চিত্ত সংযম বিষয়ক দুই প্রকার সাধনায় (অর্থাৎ শমথ বিদর্শন) দক্ষতা অর্জন করে তখন তাঁহার সমস্ত বন্ধন বা সংযোজন ছিন্ন হয়।[২]

অভিধর্ম-পিটকে আরও বলা হইয়াছে যে, নির্বাণ লোকুত্তর ধর্ম। ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। চারি প্রকার আর্য মার্গ শ্রামণ্যফল প্রভৃতি অসংস্কৃত ধর্মই লোকুত্তর ধর্ম।[৩] পরমার্থিকভাবে ইহা (নির্বাণ) বিদ্যমান।[৪] কারণ ইহা শুধু অভাবার্থক নহে। ইহা পরমার্থিকভাবে বিদ্যমান আছে বলিয়াই মার্গ-চিত্ত ও ফল-চিত্তের আলম্বন হয়। নির্বাণাবলম্বন ব্যতিত মার্গ-চিত্ত ও ফলচিত্ত উৎপন্ন হয় না।

১ 'যোগা বে জাযত্তি ভূরি অযোগা ভূরিসঙ্খযো,
এতং দেধাপথং ঞত্বা ভবায বিভবায চ ;
তথত্তানং নিবেসেয্য যথা ভূরি পবড্‌ঢতি।
—ধম্মপদং, নং ২৮২

২ ধম্মপদং, নং ৩৮৪।
"যথাদ্বেযেস্থু ধম্মেসু পারগু হোতি ব্রাহ্মণো,
অথসস্‌ সব্ব সংযোগা অত্থং গচ্ছন্তিজানতো।"

৩ ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, "কত মে ধম্মা লোকুত্তরা? চত্তারো চ অরিযমগ্গা, চত্তারি চ সার্মঞ্‌ঞফলানি অসঙ্খতা চ ধাতু, ইমে ধম্মা লোকুত্তরা'তি।"

৪ "অত্থিভিক্খবে অজাতং, অকতং, অসঙ্খতং ; নো চেতং ভিকখবে, অভবিস্‌স অজাতং, অভূতং অকতং, অসঙ্খতং, নযিমসস জাতসস, ভূতসস, কতস্‌স নিস্সরণং পঞ্‌ঞাযেথ। যস্মা চ খো ভিকখবে, অত্থি অজাতং, অভূতং, অকতং, অসঙ্খতং তস্মা জাতস্‌স, ভূতস্‌স কতস্‌স, সঙ্খতস্‌স নিস্সারণং পঞ্‌ঞাযতীতি।"

'নি' উপসর্গের সহিত 'বান' শব্দ সহযোগে 'নিব্বান' পদ সিদ্ধ হয়। 'নি' উপসর্গের অর্থ 'নাই' এবং 'বান' শব্দের অর্থ 'বন্ধন' বা 'তৃষ্ণা'। সুতরাং 'নাই বন্ধন বা তৃষ্ণা যাহার' তাহাই 'নির্বাণ'। তৃষ্ণা মানুষকে কোথায় আবদ্ধ করিয়া রাখে? তৃষ্ণা সত্ত্বগণকে তিন প্রকার লোকে (কাম, রূপ ও অরূপ) আবদ্ধ করিয়া রাখে;[১] ইহাতে মানুষ আবদ্ধ হইয়া জন্ম জন্মান্তরে বহু দুঃখ ভোগ করে। ঈদৃশ বন্ধন হইতে মুক্তিই নির্বাণ।

।। ধম্মসঙ্গনী ।।

'ধম্মসঙ্গনী' অভিধর্ম পিটকের প্রথম গ্রন্থ। সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের মতে ইহার অপর নাম 'সঙ্গীতি পরিয়ায় পদ'।[২] এডোয়ার্ড মূলার কর্তৃক লণ্ডন পালি টেক্স সোসাইটি হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।[৩] 'ধম্মসঙ্গনী' শব্দের মূল অর্থ 'ধর্ম সংগণনা' বা Enumeration of conditions' অথবা 'ধর্মের সংক্ষিপ্ত দেশনা' (Exposition of Dhamma) বলা যায়।[৪] চাইল্ডার সাহেবের মতে ইহাকে 'ধম্মসঙ্গনী' বলিবার কারণ এই যে, ইহাতে

১ "ধর্ম্মাদি ভেদে তেভূমকে ধম্মে হেট্ঠুপরিয বসেন বিননতো সংসিব্বনতো বান সঞ্ঞতায় তণ্হায় নিক্খন্তত্তা বিসযাতিক্কম বসেন অতীতত্তা।"—বিভাবনী।

২ 'সঙ্গীতি পরিয়ায়' মহা কৌঠিল্যের রচনা। অবশ্য চৈনিক পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে সারিপুত্র স্থবিরই ইহা রচনা করেন। কিন্তু সর্বাস্তিবাদ আচার্য যশোমিত্রের মতে ইহা মহাপণ্ডিত মহা কৌঠিল্য কর্তৃক রচিত। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ ইহার চৈনিক অনুবাদ প্রকাশ করেন। প্রফেসর টাকা কুসু দীঘনিকায়স্থ সঙ্গীতিসূত্রের সহিত ইহার বহু মিল দেখাইয়াছেন।

৩ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত বর্মী পুঁথি ও সিংহলের বনতোটস্থ 'বনবাস বিহারে প্রাপ্ত সিংহলী পুঁথির উপর ভিত্তি করিয়া ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। সিংহলরাজ প্রথম বিজয়বাহু (খৃ. ১০৬৫—১১২০ অব্দ) ইহার একটি সিংহলী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমতি রীসডেভিড্স "A Buddhist Manual of Psychological Ethics" নামে একটি ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছেন।

৪ "কামাবচর রূপাবচরাদি ধম্মে সঙ্গয্হ সংখিপিত্বা বা গনয়তি সংখ্যাযতি এত্থাতি ধম্ম-সঙ্গনী।"

কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক ও নির্বাণ সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ সুন্দর ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সংগ্রথিত করা হইয়াছে।[১] শ্রীমতি রীসডেভিড্স বলেন, "It is, in the first place, a manual or test book, not a treatise or disquistion, elaborated and randered attractive and edifying after the manner of most of the Sutta Pitaka. And then, that its subject is ethics, but that the inquiry is conducted from a psychological standpoint, and indeed, is in great part an analysis of psychological and psychophysical data of ethics."[২]

বুদ্ধঘোষ তাঁহার অত্থসালিনীতে নিম্নলিখিতভাবে ধম্মসঙ্গনীর সারার্থ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"তত্থ ধম্মসঙ্গনীপ্পকরণে চতস্সো বিভত্তিযো : চিত্তবিভত্তি, রূপবিভত্তি নিক্খেপরাসি অত্থুদ্ধারোতি। তত্থ কামাবচর কুসলতো অট্ঠ, অকুসলতো দ্বাদশ, কুসলবিপাকতো সোলস, অকুশলবিপাকতো সত্ত, কিরিযতো একাদশ ; রূপবচর কুসলতো পঞ্চ, বিপাকতো পঞ্চ, কিরিয়তো পঞ্চ, অরূপাবচর কুসলতো চত্তারি, বিপাকতো চত্তারি, কিরিয়তো চত্তারি, লোকুত্তর কুসলতো চত্তারি, বিপাকতো চত্তারি' ইতি একূনবুতি চিত্তানি চিত্ত বিভত্তি নাম।

চিত্তুপ্পাদকণ্ডন্তি পি এতস্সে নাম। তং বাচনমগ্গতো অতিরেক ছভাণবারা বিত্থারিয় মানং পন অনন্তং অপরিমানং চ হোতি। তদনন্তং একবিধেন দুবিধেনাতি আদিনা নয়েন মাতিকং ঠপেত্বা বিত্থারেন বিভজিত্বা দেসিতো রূপবিভত্তি নাম। রূপকণ্ডংতি তস্স এব নামং।

তং বাচনামগ্গতো অতিরেক ভাণবারং বিত্থারিয়মানং পন অনন্তং অপরিমানং হোতি। তদনন্তরং মূলতো খন্দতো দ্বারতো ভূমিতো অত্থতো ধম্মতো নামতো লিঙ্গতোতি এবং মূলাদীনি নিকখিপিত্বা দেসিতো নিক্খেপরাশি নাম-পে-সো মূলতো খন্ধতো চাপি দ্বারতো চাপি ভূমিতো অত্থতো ধম্মতো চাপি লিঙ্গতো নিক্খিপিত্বা দেসিত্বা নিক্খেপোতি পবুচ্চতীতি।

নিক্খেপকণ্ডং তি তস্সেব নামং

১ Pali Dictionary, p. 447.

২ Psychological Ethics, p. XXXII.

তং বচনামগ্গতো তিমত্তা ভাণবারা বিত্থারিয়মানং পন অনন্তং অপরিমাণং হোতি। তদনন্তরং পন তেপিটকস্‌স বুদ্ধবচনস্‌স অথ্‌দ্ধারিভূতং যাব সরণ দুক্কানিক্‌খিত্তং অটঠকথাকণ্ডং নাম। যতো মহাপকরনীযা ভিক্‌খু মহাপকরণে গণনাচারং অসল্লকেখন্তা গণনং সমানেন্তি। তং বাচনা মগ্গতো দ্বিমত্তা ভাণবারা বিত্থারিয মানং পন অনন্তং অপরিমাণং হোতি।

ইতি সকলং পি ধম্মসঙ্গনীপ্পকরণং বাচনামগ্গতো অতিরেক ছমত্তা ভাণবারা বিত্থারিয় মানং পন অনন্তং অপরিমানং হোতি। এবং এতং,—

"চিত্তবিভত্তি রূপং চ নিক্‌খেপ অত্থজোতনা,
গম্ভীরং নিপুণং ঠানং তংপি বুধেন দেসিতং।"

কাহারও কাহারও মতে ধম্মসঙ্গনীকে অভিধর্মপিটকের সারাংশ বলা যায়।[১] ইহাতে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম যাবতীয় ব্যাপার-সমূহকে চিত্ত, চৈতসিক ও জড় পদার্থের মাধ্যমে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। নাম-রূপকে কার্য-কারণ-নীতি অনুসারে কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত এই তিন বিভাগে বিভাগ করা হয়। উপরোক্তভাবে ধম্মসঙ্গনীর আলোচ্য বিষয় তিনভাগে বিভক্ত করা হয়; (১) চিত্ত চৈতসিকের পরিচয়, (২) রূপা বা জড় পদার্থের পরিচয়, (৩) পূর্বোক্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার বা নিক্ষেপ।

চিত্ত-চৈতসিকের পরিচয় দিতে যাইয়া ধম্মসঙ্গনীতে কুশল চিত্তকেই সর্বপ্রথম আলোচ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। চারি প্রকার ভূমি ভেদে[২] কুশল চিত্তের সংখ্যা হইল ২১টি। এই একুশ প্রকার কুশলচিত্ত

১ E. R. Rost তাঁহার "The Nature of Consciousness" নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিতভাবে ধর্মসঙ্গনীর মর্মার্থ প্রদর্শন করিয়াছেন, "The range of beings in the universe and the great range of super-normal consciousness may come as shock to the materialistic scientist, who pays all his attention to the study of a few objects on this earth. But to the mathmetical astronomer the idea cannot appear to be new, and must, indeed, be obvious. If my scientific proof is scanty, it is because our knowledge of the Universe is scanty. In the astronomical time-scale mankind is at the very beginning of its existence on this earth."

২ কামাবচর—৮, রূপাবচর—৫, অরূপাবচর—৪, লোকুত্তর—৪, সর্বমোট=২১।

চারিভাগে বিভক্ত: কামাবচর, রূপাবচর অরূপাবচর এবং লোকুত্তর। কামাবচর কুশল চিত্তের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে একটি। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার সম্প্রযুক্ত হইয়া বিবিধ প্রকার হয়। যেমন বেদনানুসারে সৌমনস্য সহগতা অথবা উপেক্ষসহগত, সংস্কারভেদে অসংস্কারিক ও সসংস্কারিক জ্ঞান সম্প্রযুক্ত ও জ্ঞান বিপ্রযুক্ত নানাভাবে বিভক্ত করা যায়।

তৎপর অকুশল চিত্তের বিভাগ। বার প্রকার অকুশল চিত্তের মধ্যে ৮টি লোভমূলক, দুইটি মোহমূলক, এবং দুইটি দোষমূলক।[১]

ছত্রিশ প্রকার বিপাক চিত্তের মধ্যে কামাবচর বিপাক ২৩, রূপাবচর বিপাক ৫, অরূপাবচর ৪, এবং লোকুত্তর ৪।

বিশটি ক্রিয়াচিত্তের মধ্যে কামাবচর ক্রিয়াচিত্ত ১১, রূপাবচর ক্রিয়া ৫ এবং অরূপাবচর ক্রিয়াচিত্ত ৪। অন্যভাবে ৮৯ চিত্তকে ১২১ প্রকারে[২] ও বিভক্ত করা হয়।

কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর এবং লোকুত্তর এই চারি প্রকার চিত্তের মধ্যে কেবল প্রথম প্রকারের চিত্তগুলিকে সাধারণ চিত্ত বা কামাবচারী চিত্ত বলা যায়। ইহাদের প্রতিক্রিয়া কুশল অথবা অকুশল, ক্রিয়ান্বিত

১ "অট্‌ঠধা লোভ মূলানি দোসো মূলানি চ দ্বিধা,
মোহোমূলানি চ দে দ্বাদসাকুসলং সিযা।"

২ ৮ প্রকার লোকুত্তর চিত্তকে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা প্রভৃতি ধ্যানাঙ্গের পঞ্চবিধ যোগ অনুসারে ৮×৫=৪০ প্রকারে বিভক্ত করা যায়। এইরূপ গণনানুসারে পাঁচ প্রকার স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত হইল: (১) বিতর্ক-বিচার-প্রীতি-সুখ-একাগ্রতা সহিত প্রথম ধ্যান স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত, (২) বিচার-প্রীতি-সুখ-একাগ্রতা সহিত দ্বিতীয় ধান স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত, (৩) প্রীতি-সুখ-একাগ্রতা সহিত তৃতীয় ধ্যান স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত, (৪) সুখ-একাগ্রতা সহিত চতুর্থ ধ্যান স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত, (৫) উপেক্ষা একাগ্রতা সহিত পঞ্চম ধ্যান স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত।

অনুরূপভাবে পাঁচ প্রকার সকৃতাগামী-মার্গ-চিত্ত, পাঁচ প্রকার অনাগামী-মার্গ-চিত্ত, এবং পাঁচ প্রকার অর্হৎ-মার্গ-চিত্ত, সর্বশুদ্ধ বিংশতি প্রকার মার্গ-চিত্ত। এইভাবে স্রোতাপত্তি ফল-চিত্ত—৫, সকৃতাগামী-ফল-চিত্ত—৫, অনাগামী-ফল-চিত্ত—৫ এবং অর্হত্ব-ফল-চিত্ত—৫, সর্বমোট ২০ প্রকার ফল চিত্ত। এইভাবেই কামাবচর—৫৪, রূপাবচর—১৫, অরূপাবচর—১২, লোকুত্তর—৪০, সর্বমোট =১২১ প্রকার।

অথবা বিপাকী, সংস্কারিক অথবা অসংস্কারিক, সহেতুক অথবা অহেতুক বিবিধ প্রকার হয়। কামভূমির উর্ধ্বে অবস্থিত রূপাবচর ও অরূপাবচর চিত্তসমূহ ধ্যানচিত্ত। ইহাদের প্রতিক্রিয়া কুশলজনক। এতদ্ব্যতিত লোকুত্তর চিত্তসমূহ জাগাতিক কুশলা-কুশলের উর্ধ্বে অবস্থিত। ইহারা ক্রিয়ান্বিত ও ফলপ্রসূ হয়। কামাবচর হইতে অরূপাবচর ভূমি পর্যন্ত চিত্তগুলি ভবাভিমুখী ও ভবাবলম্বী। সুতরাং ইহারা লৌকিক। অপরপক্ষে লৌকিক চিত্তসমূহ ইহাদের বিপরীত অর্থাৎ নির্বানাভিমুখী ও নির্বানাবলম্বী।

কামাবচর ব্যতিত অপর তিন প্রকারের ধ্যানচিত্তসমূহকে নয় প্রকারের সমাপত্তিতে বিভাগ করা হয়। সমাপত্তিগুলির নাম হইল যথাক্রমে প্রথম রূপ ধ্যান সমাপত্তি, দ্বিতীয় রূপ ধ্যান সমাপত্তি, তৃতীয় রূপ ধ্যান সমাপত্তি, চতুর্থ রূপ ধ্যান সমাপত্তি, প্রথম অরূপ ধ্যান সমাপত্তি, দ্বিতীয় অরূপ ধ্যান সমাপত্তি, তৃতীয় অরূপ ধ্যান সমাপত্তি, চতুর্থ অরূপ ধ্যান সমাপত্তি এবং সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি। ইহাদের মধ্যে রূপাবচর সমাপত্তি অংশে চিত্তের চারিটি স্তর অরূপাবচরে চারিটি স্তর এবং লোকুত্তর অংশে মার্গ ও ফল ভেদে চিত্তের আটটি স্তর হয়। সূত্রপিটকে বর্ণিত চারি প্রকার, রূপ ধ্যান সমাপত্তিকে অভিধম্মপিটকের গণনানুসারে পাঁচ প্রকারের রূপ ধ্যান সমাপত্তিরূপেও গণনা করা যায়। কিন্তু অরূপধ্যান সমাপত্তির ব্যাপারে অনুরূপ নিয়ম প্রযোজ্য হয় নাই।[১]

চতুর্ভূমি অনুসারে চিত্ত বিভাগ প্রদর্শন করিবার পর চৈতসিক বা চিত্ত বৃত্তির আলোচনা দৃষ্ট হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, চিত্ত বা

বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দির মতে "পঞ্চবিধ রূপাবচর ধ্যানে আলম্বনের কোন পার্থক্য আবশ্যক করে না।' এক প্রকার আলম্বনেই পাঁচ প্রকার ধ্যান উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু অরূপাবচর চিত্তে ধ্যানাঙ্গের বিবর্জনতা নাই, এইজন্য এই চিত্তসমূহ সর্বথা পঞ্চম ধ্যানিক এবং উপেক্ষা ও একাগ্রতাই ইহাদের ধ্যানাঙ্গ। এই অরূপাবচর-ধ্যান-চিত্তের আলম্বনের পার্থক্য হেতু ইহা চতুর্বিধ।' —অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ, পৃ. ৪৩ ডক্টর বেনীমাধব বড়ুয়া ও মুৎসুদ্দি মহাশয়ের ব্যাখ্যা সমর্থন করেন। তাঁহার মতে পঞ্চনিকায়ের কতকগুলি সূত্র ব্যতিত কোথাও নয় সমাপত্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। পাতঞ্জলদর্শনে বর্ণিত চারি সমাপত্তি হইল: সবিতর্ক, নির্বিতর্ক সবিচার ও নির্বিচার। সুতরাং এই সমস্যার [illegible]র জন্য বাধ্য হইয়া 'আলম্বন' বা ধ্যেয়বস্তুকেই সমাপত্তি গণনার মাপকাঠি হিসাবে ধরিয়া লইতে হয়।

মন সাধারণতঃ ভাস্বর। চৈতসিক সহযোগেই ইহা চৈতসিকের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে সমস্ত ধর্ম চিত্তের সঙ্গে একসঙ্গে উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয় এবং একইরূপ আলম্বন ও বাস্তু গ্রহণ করে, এমন চিত্তযুক্ত ৫২ প্রকার চিত্তবৃত্তির নামই চৈতসিক।[১] চিত্ত-চৈতসিক[২] পরস্পরে সাহায্যভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। চৈতসিক বা চিত্ত-বৃত্তির সংখ্যা ৫২ হইলেও মূল চৈতসিক মাত্র সাতটি। উহারা হইল: স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয় এবং মনস্কার। এই সাত প্রকার চৈতসিকের সম্মিলনেই চতুর ভূমির চিত্তসমূহ গঠিত হয়। এইজন্য এই সমস্ত চৈতসিক "সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক" নামেও খ্যাত। সেই সাতটি চৈতসিক হইল:

স্পর্শ (ফস্‌স)—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণই স্পর্শ। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিষয়ের সহিত মনের যে সম্মিলন বোধ তাহাই স্পর্শ। ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত বিষয় বস্তুর সম্মিলন হওয়া সত্বেও মন যদি উহাতে যোগ না দেয় তবে স্পর্শবোধ হওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য অভিধর্মের ভাষায় উহাকে স্পর্শ বলা যায় না। সুতরাং চক্ষুসংস্পর্শ উৎপাদনের জন্য চক্ষু, বর্ণ ও মন এই তিনটির যুগপৎ কাজ করা প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে যে কোনটির অভাবে স্পর্শবোধ হয় না। আলোক প্রভৃতির প্রত্যয়ই অপরিহার্য। সেইরূপ শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এইভাবে বিশ্লেষণ করিলে ষড়িন্দ্রিয় অনুযায়ী স্পর্শ ছয় প্রকার: চক্ষু-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, জিহ্বা-সংস্পর্শ, কায়-সংস্পর্শ এবং মনোসংস্পর্শ। চক্ষু, শ্রোত্র, এবং মনোদ্বারের সংস্পর্শ প্রত্যক্ষভাবে ঘর্ষণাকারে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কায়, ঘ্রাণ এবং জিহ্বা এই তিন দ্বারে যে সংস্পর্শ সংগঠিত হয় তাহা প্রত্যক্ষভাবে সংঘর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন হয়। জিহ্বায় তেতুল সংঘর্ষণের

১ "একুপ্পাদ নিরোধা চ একারম্মন বত্থুকা,
চেতোযুত্তা দ্বিপঞ্ঞাস ধম্মা চেতসিকামতা।"

২ চিত্ত-চৈতসিকের আলোচনা খুবই জটিল। কারণ ইহার আলোচনায় কতকগুলি ধারা আছে। প্রথমতঃ রূপের পরিভাষায় অরূপকে বিশ্লেষণ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ দেহের পরিভাষায় মনকে প্রকাশ করা সহজ নয়। 'আলম্বন' ও 'বাস্তু' দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থির করিতে হয়। চিত্ত-চৈতসিকের সম্মিলনেই উহা সংগঠিত হয়। এই দুইটির মধ্যে কোনটি আগে কোনটি পরে তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। দুইটি যুগপৎ অবিচ্ছেদ্যরূপে সমুদিত হয়। নাম-রূপ ও চিত্ত-চৈতসিকের স্বরূপ ও সম্বন্ধ নির্ণয় সত্যিই বড় কঠিন। এই সম্পর্কে আচার্য বুদ্ধঘোষের অভিমত প্রণিধানযোগ্য।

ন্যায় উহার দর্শন, শ্রবণ, এবং মননেও জিহ্বা হইতে লালা নির্গত হয়। এইজন্য বলা হয় 'সলায়তন পচ্চযা ফস্সো'। কেবল ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্মিলনকে অভিধর্মের ভাষায় 'স্পর্শ' বলা হয় না। সেই সম্মিলন সম্পর্কে চিত্তের অবগতিই প্রকৃত পক্ষে স্পর্শ। এই অর্থেই স্পর্শ একটি মনোবৃত্তি এবং ইহা চৈতসিকের অন্তর্গত। ইহা সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক।

বেদনা—চিত্তের আলম্বন সম্পর্কে সুখ, দুঃখ এবং উপেক্ষাজনক অনুভূতির নামই 'বেদনা'। আলম্বনে রমণবোধই ইহার স্বভাব। রসানুভবের অভাব হইলে সে আলম্বন গ্রহণযোগ্য হয় না। সুতরাং রসবোধই আলম্বনের প্রধান কৃত্য। আলম্বন যখন সুখের হয় তখন উহা গ্রহণযোগ্য হয়। আবার যখন দুঃখজনক হয় তখন উহা পরিত্যজ্য। এইভাবে বিচার করিলে কায়িক ও মানসিক ভেদে বেদনা ছয় প্রকার। যথা—(১) সুখ বেদনা, (২) দুঃখ-বেদনা, (৩) অদুঃখ-অসুখ বেদনা, (৪) সৌমনস্য (৫) দৌর্মনস্য এবং (৬) উপেক্ষা। উপরোক্ত ছয় প্রকার বেদনার মধ্যে প্রথমোক্ত তিন প্রকার বেদনা কায়িক এবং শেষোক্ত তিন প্রকার বেদনা মানসিক। আবার কায়েন্দ্রিয় ও মনেন্দ্রিয় ভেদে বেদনা পাঁচ প্রকার হইতে পারে। যেমন চক্ষু সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনা, এবং কায় সংস্পর্শজ বেদনা। এই মনের ব্যাপারেও অনুরূপ বিভাগ প্রযোজ্য। এইজন্য বলা হয় 'ফস্স পচ্চযা বেদনা'।

সংজ্ঞা—ইন্দ্রিয় পথে প্রতিভাত 'আলম্বন' সম্পর্কীয় জ্ঞানের নামই সংজ্ঞা। সংজ্ঞা, বিজ্ঞান, অভিজ্ঞা এবং প্রজ্ঞা প্রভৃতি আলম্বন সম্বন্ধীয় ক্রমোন্নততর অবস্থা জ্ঞাপক প্রতিশব্দ। তন্মধ্যে 'সংজ্ঞা' আলম্বন সম্বন্ধীয় অবিজ্ঞতার প্রাথমিক স্তর। কোন কিছু সম্পর্কে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করা সংজ্ঞার দ্বারা সম্ভব নয়। ইহার দ্বারা কেবল প্রাথমিক আভাস মাত্র লাভ করা যায়। সংজ্ঞা যদিও প্রজ্ঞার প্রাথমিক স্তর তথাপি উহাকে একেবারে অবহেলা করা যায় না। কারণ এই সংজ্ঞার অভাব হইলে কোন বস্তু বা প্রাণীকে চিহ্নিত বা নামকরণ করা সম্ভব নয়। অন্ধের হস্তী দর্শন সম্পর্কীয় ধারণা যতই অস্পষ্ট হউক না কেন ইন্দ্রিয়পথে গৃহীত আলম্বন চিত্তে যে ভাবে প্রতিভাত হয়, তেমন জ্ঞানটুকুই 'সংজ্ঞা'। অবস্থার ইতর বিশেষ অনুসারে সংজ্ঞার তারতম্য হয়। সুকুমার শিশু যে তাঁহার প্রতিকৃত

বিড়ালকে পরিচিহ্নিত করিতে পারে তাহাও কেবল তাহার পূর্ব লব্ধ 'বিড়াল সংজ্ঞা'র প্রভাবেই।

চেতনা—'চিন্তা করে' এই অর্থে 'চিত্ত'। কোন বিষয়ে যাহা চিন্তা করা যায় তাহাই 'চেতনা'। চেতনাই লোভ, দ্বেষ ও মোহের বশীভূত হইয়া কর্মে পরিণত হয়। এইজন্য বলা হয়, "চেতনাহং ভিকখবে কম্মং বদামি"। হে ভিক্ষুগণ, আমি চেতনাকেই কর্ম বলি। কর্ম সংস্কার রূপে চিত্ত সন্ততিতে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে। সুযোগ পাইলে কায় ও বাক্যদ্বারে আত্মপ্রকাশ করে। চেতনা দুই প্রকার: (১) সহজাত চেতনা এবং (২) নানা ক্ষণিক চেতনা। যে চেতনা সহজাত চৈতসিকগুলিকে স্বীয় কার্যে প্রবৃত্ত করায় এবং কর্ম সিদ্ধির জন্য আলম্বন গ্রহণ করাইয়া কার্যের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করিয়া দেয় তাহাই সহজাত চেতনা। কর্মরূপে আত্ম-প্রকাশকারী চেতনা যখন প্রবর্তিত হয় তখন উহাকে নানাক্ষণিক চেতনা বলে। নানাক্ষণিক চেতনার কর্মসম্পাদন কাল ও ফলোৎপত্তিকাল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

একাগ্রতা—কোন একটি বিষয়ে চিত্তের নিশ্চল অবস্থায়ই 'একাগ্রতা' (একগ্গতা)। একাগ্রতার পরিপূর্ণ অবস্থার নাম 'সমাধি'। সমাধিস্থ অবস্থায় চিত্ত আলম্বনে পরিপূর্ণভাবে স্থিত থাকে। বিষয় হইতে চিত্তের অবিক্ষে-পণতাই একাগ্রতার বিশেষ লক্ষণ। চিত্ত যখন আলম্বন বিষয়ে নিশ্চল হয়, তখন উহাতে নিবদ্ধ থাকে। বিষয়ে নিবদ্ধ একাগ্র চিত্ত সহোৎপন্ন চৈতসিকের সহিত অবস্থান করে তাহা নহে, উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করে। একাগ্রতার দ্বারা চিত্ত প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত চিত্তই সমাধি লাভ করে। সমাহিত চিত্ত পার্থিব বস্তুর পরিণাম বা স্বভাব যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে। এই একাগ্রতার প্রভাবেই মানুষ ক্রমে ক্রমে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়া প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভে সক্ষম হন। প্রকৃষ্ট জ্ঞানই চরম মুক্তি বা নির্বাণ।

মনস্কার—মনোযোগ বা মনন ক্রিয়াই মনসিকার বা মনস্কার। বুদ্ধঘোষের মতে মনস্কার চিত্তকে পূর্বাবস্থা হইতে ভিন্নাবস্থায় পরিবর্তিত করে।[১] মনস্কার তিন প্রকার: (১) আলম্বন-প্রতিপাদক-মনস্কার, (২) বীথি-প্রতিপাদক মনস্কার এবং (৩) মনোদ্বারাবর্তন মনস্কার।

১ "পুরিম মনতো বিসদিসং মনং করোতীতি মনসিকারো।"

(১) সারথি কর্তৃক অশ্বকে পরিচালনা করার ন্যায় যেই মনস্কার চিত্তকে লক্ষ্যস্থলে পরিচালিত করিয়া আলম্বনে প্রতিষ্ঠিত করে উহাকে আলম্বন প্রতিপাদক মনস্কার বলে। এই রূপ মনস্কারে চিত্তের আলম্বন সংযোগ ক্ষমতা বর্তমান থাকে।

(২) বীথি প্রতিপাদক মনস্কারে চিত্ত ভবাঙ্গাবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চদ্বারে আবর্তিত হয়। এইরূপ অবস্থায় মনস্কার চিত্ত-সন্ততিকে আলম্ব-নাভিমুখী করে। ইহাতে মনস্কারের প্রাধান্য স্বতই বিদ্যমান থাকে।

(৩) মনোদ্বারাবর্তন মনস্কারকে যবন প্রতিপাদক মনস্কারও বলা হয়। ইহাতে আলম্বন সর্বদা যবনাভিমুখী থাকে।

জীবিতেন্দ্রিয়—চিত্তের 'জীবনী শক্তি'কেই জীবিতেন্দ্রিয় বলে। জীবনী-শক্তি চিত্তে সন্ততির উপর আধিপত্য করে বলিয়া ইহাকে জীবিতেন্দ্রিয় বলে। চিত্ত-প্রবাহ পুনঃ পুনঃ ভঙ্গ ও উৎপন্ন হয়। স্কন্ধের নির্বাণ না হওয়া পর্যন্ত ইহা চিত্ত-সন্ততিতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে থাকে। প্রত্যেক চৈতসিকের স্ব স্ব কৃত্য বর্তমান। জীবিতেন্দ্রিয় স্বীয় কৃত্য ছাড়া অন্যান্য চৈতসিকের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করে। এই জন্য অনুপালন ইহার লক্ষণ। বুদ্ধ ঘোষ বলিয়াছেন, "অনুপালেতি উদকং বিয উপ্পলাদীনি" অর্থাৎ মৃণালস্থিত জল যেমন পদ্মের সজীবতা রক্ষা করে সেইরূপ জীবিতেন্দ্রিয়ও চৈতসিকসমূহকে সজীব রাখে। জীবিতেন্দ্রিয় ব্যতিত সহজাত চৈতসিকের অবস্থান অপরিকল্পনীয়। জীবিতেন্দ্রিয় ইহাদের জীবনী-শক্তি প্রদায়ক।

উপরোক্ত সপ্ত সাধারণ চৈতসিক ছাড়া আরও ৪৫ প্রকার চৈতসিক[১]

---

১ ইহারা (৪৫ প্রকার চৈতসিক) ছয় ভাগে বিভক্ত :

(১) প্রকীর্ণ চৈতসিক : বিতর্ক, বিচার, অধিমোক্ষ, বীর্য, প্রীতি ও ছন্দ।

(২) অকুশল চৈতসিক : মোহ, অহ্রী, অনপত্রপা, ঔদ্ধত্য, লোভ, দৃষ্টি, মান, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য, স্ত্যান, মিদ্ধ ও বিচিকিৎসা।

(৩) শোভন চৈতসিক : শ্রদ্ধা, স্মৃতি, হ্রী, অনপত্রপা, অলোভ, অদ্বেষ, তত্রমধ্যস্থতা, কায়-প্রশ্রব্ধি, চিত্ত-প্রশ্রব্ধি, কায়-লঘুতা, চিত্ত-লঘুতা, কায়-মৃদুতা, চিত্ত-মৃদুতা, কায়-কর্মন্যতা, চিত্ত-কর্মন্যতা, কায়-প্রগুণতা, চিত্ত-প্রগুণতা, কায়-ঋজুতা এবং চিত্ত-ঋজুতা।

(৪) বিরতি-চৈতসিক : সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, এবং সম্যক আজীব।

(৫) অপ্রমেয় চৈতসিক : করুণা ও মুদিতা।

(৬) প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক : একটি।

আছে। ইহারা এবং সপ্ত সাধারণ চৈতসিক একত্রে চিত্তের সহিত যুক্ত হইয়া চতুর ভূমির চিত্তসমূহ উৎপন্ন করে।

এই বায়ান্ন প্রকার চৈতসিক কোন্ প্রকার চিত্ত কিভাবে সম্প্রযুক্ত হইয়া কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় প্রভৃতি নানাপ্রকার বিষয়সমূহ ইহাতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

রূপের বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া ধম্মসঙ্গনীতে বলা হইয়াছে যে, রূপ বলিতে সাধারণতঃ জীব-জগৎ, জড়-জগৎ, জীবন্ত-দেহ, মৃত-দেহ এবং তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় ও বস্তু বুঝায়। মৃতদেহ বিজ্ঞান-রহিত হইলে শুষ্ককাষ্ঠবৎ অচেতন পদার্থে পরিণত হয়। জড় পদার্থের সহিত উহার তখন কোন পার্থক্যই থাকে না। এইরূপ জীবদেহের সংস্থানাদি লইয়া শরীর-বিজ্ঞানীরা আলোচনা করিয়া থাকেন। মনস্তাত্ত্বিকদের নিকট এইরূপ আলোচনার উপযোগীতা নাই বলিলেই চলে। পঞ্চিন্দ্রিয় প্রভৃতি অন্তরায়তন সমণ্বিত জীবন্ত দেহই তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ চিত্ত বা অন্তরের দ্বার স্বরূপ। ইহাদের মাধ্যমে চিত্ত অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের সম্বন্ধ স্থাপন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, চক্ষুর প্রসাদ অংশের সহিত (Retina, Sensitive Portion) মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক। প্রসাদ-অংশ বর্তমান থাকাতেই চক্ষু গোচরগত রূপ বা দৃশ্য বস্তুর সহিত চক্ষুর ঘট্টন-প্রতিঘট্টন হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয় ও দৃশ্য বস্তুর ঘট্টন-প্রতিঘট্টন ব্যতিত কোন প্রকার স্পর্শোৎপত্তি সম্ভব নয়। চক্ষুরিন্দ্রিয় ও বাহ্যবস্তুর ঘট্টন-প্রতিঘট্টন ও চক্ষু বিজ্ঞান সংযোগই স্পর্শোৎ-পত্তির কারণ। এইরূপভাবে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় প্রভৃতি অন্তরায়তন এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, এবং স্পর্শ প্রভৃতি বহিরায়তনের ঘট্টন-প্রতিঘট্টনের মাধ্যমেই অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের সম্বন্ধ স্থিরিকৃত হয়।

পৃথিবী, অপ, তেজ এবং মরুৎ বা বায়ুই জড়পদার্থের মূল উপাদান। ইহা-দিগকে চারি মহাভূত বলা হয়। পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় এই চারিটিকে এক কথায় 'দ্রব্য' বা 'বস্তু' বলে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের ভাষায় পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু প্রভৃতি চারিটি মহাভূত চারিটি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণ ছাড়া অপর কিছু নয়। ইহাদিগকে যথাক্রমে কাঠিন্য বা ব্যাপকত্ব, স্নেহত্ব, উষ্ণত্ব, এবং গতি-শীলত্ব প্রভৃতি গুণে সীমাবদ্ধ করা যায়। মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যাবতীয় রূপই জীবন্ত দেহ ও জড়পদার্থের বিবিধ প্রকার অভিব্যক্তি অথবা বিবিধ প্রকার গুণ।

ইহা ছাড়া ধর্মসঙ্গনীতে রূপোৎপত্তি ক্রম ও চিত্তোৎপত্তির ধারা বুঝাইবার জন্য জীবজগতের শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বনিম্নে কামলোক, তৎপর রূপলোক, তদূর্ধ্বে অরূপ লোক। কামলোকের তিনটি স্তর। যথা — নরক, মনুষ্যলোক ও দেবলোক। কামলোকের সর্বনিম্নে নিরয়, মধ্যে মনুষ্যলোক এবং সর্ব উর্ধ্বে ছয়টি দেবলোক। নরক আবার চার ভাগে বিভক্ত। যথা : নিরয়, প্রেত, তির্যক ও অসুর। রূপলোকের ১৬টি স্তর এবং অরূপলোকের ৪টি স্তর। লোকুত্তর জগৎ ইহাদের সহিত সম্পর্ক বর্জিত। কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংস্কৃত এবং লোকুত্তর জগৎ অসংস্কৃত। সংস্কৃত বস্তুর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী কিন্তু অসংস্কৃত লোকুত্তরজগতের চিরস্থায়ী। এই জগতে একবার উৎপন্ন হইতে পারিলে উহাতে পুনরায় পতনের কোন সম্ভাবনা নাই। ইহাই বুদ্ধ প্রবর্তিত নির্বাণ। এই নির্বাণের স্বরূপ উৎঘাটনই অভিধর্ম পিটকের প্রধান উদ্দেশ্য।

॥ বিভঙ্গ ॥

'বিভঙ্গ' অভিধম্মপিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থ। সর্বাস্তিবাদীদের মতে ইহার অপর নাম 'ধর্মস্কন্ধ'; শ্রীমতি রীস ডেভিড্স কর্তৃক ইহা পালিটেক্স সোসাইটি লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সিংহলী, বর্মী, ও শ্যামী ভাষায় ইহার একাধিক সংস্করণ আছে। সম্প্রতি নালন্দা পালি ইনস্টি-টিউট, বিহার শরীফ হইতে ইহার একটি সুন্দর দেবনাগরী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কোন বাংলা সংস্করণ কিম্বা বঙ্গানুবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। বিষয় বস্তুর দিক্ দিয়া ইহা ধর্মসঙ্গনীর সমগোত্রীয় হইলেও ইহার রচনা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধর্মসঙ্গনীর সম্পাদন প্রণালী বিশ্লেষণ মূলক বলিয়া ধরিয়া লইলে বিভঙ্গের রচনা প্রণালী সংশ্লেষণমূলক বলা যায়। দুইটি গ্রন্থের মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকিলেও বিষয়বস্তু এক নয়। বিভঙ্গে এমন বহু শব্দ ও সংজ্ঞা আছে যাহা ধর্মসঙ্গনীর কোথাও দৃষ্ট হয় না।[১]

১ স্বর্গীয় বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দির মতে এক কথায় বিভঙ্গকে ধর্মসঙ্গনীর পরিপূরক এবং ধাতুকথার ভিত্তিমূল বলা যায়। কারণ ধাতুকথায় বিভঙ্গের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়সমূহই নানাভাবে প্রশ্নোত্তরের ছলে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।
—অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, ভূমিকা, পৃঃ ২০।

বিষয়বস্তুর বিচারে বিভঙ্গকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) সুত্ত ভাজনীয়, (২) অভিধম্ম ভাজনীয় এবং (৩) পঞ্‌ঞাপুচ্ছক। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে খন্ধ বিভঙ্গের আলোচনা আছে। খন্ধ বলিতে পঞ্চস্কন্দ বুঝায়। যথা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। সুত্তভাজনীয় অংশে উপরোক্ত পঞ্চস্কন্ধের স্থান, কাল ও পাত্রভেদে কোনরূপ রূপান্তর ঘটে কিনা উহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে। তৎপর অভিধর্মের ব্যাখ্যানুসারে নাম রূপের প্রত্যেকটি অংশকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, যাহা শীতে সঙ্কুচিত হয় এবং উত্তাপে প্রসারিত হয় তাহাই 'রূপ'। সাধারণ অর্থে রূপ হইল 'জড়পদার্থ', লৌকিক 'বর্ণ' বা 'আকার' এবং বিশেষ অর্থে জড় পদার্থের গুণাবলীকেই বুঝায়। অভিধর্মে ইহাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। জড় পদার্থের একটি প্রধান গুণ হইল এই যে, ইহা কোন একটি স্থান অধিকার করিয়া থাকে। 'বিস্তৃতি' বা স্থানাবরোধতা'ই ইহার মৌলিক গুণ। ইহার অন্তর্গত কঠিনতা ও কোমলতা গুণ পদার্থের মৌলিক পার্থক্য নির্ণয়ের সহায়ক। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে কার্পাস দুগ্ধের তুলনায় কঠিন কিন্তু মাটির তুলনায় কোমল। সুতরাং কার্পাসকে কঠিন বা কোমল বলা অন্য বস্তুর সহিত ইহার পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। জড় পদার্থের বিস্তৃতি, কঠিনতা, ও কোমলতা গুণের পরিভাষাই 'পৃথিবী ধাতু'। 'পত্থরতি' শব্দ হইতে 'পঠবী' বা 'পথবী' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'পত্থরতি' শব্দের অর্থ 'বিস্তৃত হওয়া'। সুতরাং পৃথিবী বলিতে কেবল আমাদের বাসভূমি বলিলে ভুল হইবে। অবশ্য পৃথিবী ও জড় পদার্থের অন্তর্গত। অন্যান্যগুণের সহিত 'পৃথিবী ধাতু' গুণ ও ইহার সহিত বর্তমান। জড়ের এই বিস্তৃতিগুণকে ধাতু বলা হয়; কারণ জড় পদার্থ সকল অবস্থায়ই উহার বিশিষ্ট গুণ বা স্বভাব বিস্তৃতি অবধারণ করিয়া থাকে।

জড়ের অপর একটি গুণ 'সংসক্তি'। এইরূপ গুণের দ্বারাই জড় পিণ্ডীভূত হইতে পারে। জল তরল পদার্থ হইলে ও সংসক্তির গুণে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পুনরায় জড়ীভূত হয়। এই সংসক্তির দার্শনিক পরিভাষা হইল 'আপধাতু'। 'আপ্' শব্দের অর্থ হইল বন্ধন। এই 'আপধাতু' বা 'সংসক্তি' জলে যেমন বিদ্যমান সেইরূপ লৌহদণ্ড, তাম্রখণ্ড, সুবর্ণখণ্ডেও সেইরূপ বিদ্যমান। জড়ের অপর একটি গুণ 'তাপ'। তাপহীন পদার্থ জগতে

বিদ্যমান নাই। উষ্ণ কিম্বা শীতল তুলনামূলক অবস্থা মাত্র। ইহার দার্শনিক পরিভাষা হইল 'তেজধাতু'। উত্তপ্ত, আলোকিত, উদ্ভাসিত, পরিপাক করিবার যে শক্তি উহাকে 'তেজধাতু' নামে অভিহিত করা হয়। জড়ের চতুর্থ গুণ 'গতিশীলতা'। আভিধর্মিক ভাষায় ইহার নামকরণ করা হইয়াছে 'বায়ু ধাতু'। যাহা গতিশীল বা প্রবাহিত হয় তাহাই হইল বায়ু। অনন্ত আকাশের অগণিত গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য এই বায়ু ধাতুর প্রভাবেই নিজ নিজ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। জড়ের যদি এই গতিশীলতা গুণ না থাকিত তবে গতি, বেগ, ভারিত্ব, ধারণ, বাধাদানে, বায়ু প্রবাহ, জোয়ার-ভাটা প্রভৃতি কোন প্রকার 'গতিক্রিয়া' সম্ভব হইত না। তেজধাতু ও বায়ু ধাতু পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং উত্তাপের উৎপাদক। জড় জগতে বায়ুধাতু এবং তেজধাতু যেমন পরস্পরের সম্পূরক সেইরূপ মনোজগতে চিত্ত ও কর্মই পরস্পরের পরিপূরক। পৃথিবী ধাতু, আপধাতু, তেজধাতু এবং বায়ুধাতু পরস্পরের আশ্রিত, সহজাত, এবং একত্র সম্বন্ধীভূত। ইহারা একত্রে বর্ণ, গন্ধ, রস, ও ওজের সহিত সম্পর্কযুক্ত। কেবল সংযোগের মাত্রাধিক্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার অবস্থা ও আকার প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী ধাতুতে কাঠিন্য, আপে সংসক্তি, তেজে বায়ুধাতুতে বেগের আধিক্য বর্তমান।

এইভাবে আরও বলা হইয়াছে যে, রূপ বা জড়শক্তি মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত। মহাভূত রূপ ও মহাভূতোৎপন্ন রূপ। এই দ্বিবিধ রূপকে পুনরায় একাদশ ভাগে বিভক্ত করা হয়।[১] ইহাকে অন্যপ্রকারেও

---

[১] একাদশ প্রকার রূপ

(১) মহাভূতরূপ : পৃথিবী-ধাতু, আপ-ধাতু, তেজ-ধাতু ও বায়ু-ধাতু
(২) প্রসাদরূপ : চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায়।
(৩) গোচররূপ : রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্য।
(৪) ভাবরূপ : স্ত্রীভাব ও পুংভাব।
(৫) হৃদয়রূপ : হৃদয় বাস্তু।
(৬) জীবিতরূপ : জীবিতেন্দ্রিয়।
(৭) আহাররূপ : কবলীকৃত আহার।
(৮) পরিচ্ছেদরূপ : আকাশ ধাতু।
(৯) বিজ্ঞপ্তিরূপ : কায় বিজ্ঞপ্তি, বাক বিজ্ঞপ্তি।
(১০) বিকাররূপ : লঘুতা, মৃদুতা, কর্মণ্যতা।
(১১) লক্ষণরূপ : উপচয়, সন্ততি, জড়তা ও অনিত্যতা।

বিভাগ করা যায়। যেমন— (ক) নিজ স্বভাব অনুসারে, (খ) মুখ্য লক্ষণ অনুসারে, (গ) বিভিন্ন প্রত্যয় অনুসারে, (ঘ) পরিবর্তনশীলতা অনুসারে, (ঙ) আলম্বন গ্রহণ অনুসারে। অনুরূপভাবে বেদনা, সংস্কার, সংজ্ঞা, এবং বিজ্ঞান সম্পর্কেও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়।

বিভঙ্গের অন্যান্য আলোচ্য বিষয় হইল : দ্বাদশ আয়তন : চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহবা, কায়, মন, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস স্প্রষ্টব্য এবং ধর্মায়তন ; অষ্টাদশ ধাতু : চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহবা, কায়, মন, রূপ শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য, ধর্ম, চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহবা বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান, এবং মনোবিজ্ঞান। চতুর আর্য সত্য : দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ সত্য ; দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয় : চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, স্ত্রী, পুরুষ, জীবিত, মন, সুখ, দুঃখ, সৌমনস্য, উপেক্ষা, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, অজ্ঞতাকে জানিবার চিন্তা, লোকুত্তর জ্ঞান, লোকুত্তর জ্ঞানী ; প্রতীত্য সমুৎপাদনীতি, চারি প্রকার স্মৃত্যুপস্থান : কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন, এবং ধর্মানুদর্শন।

চারি সম্যক প্রধান : উৎপন্ন পাপ পরিত্যাগের চেষ্টা, অনুৎপন্ন পাপ অনুৎপাদনের চেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশল উৎপাদনের চেষ্টা, উৎপন্ন কুশল পরিবর্ধনের চেষ্টা। চারিপ্রকার ঋদ্ধিপাদ : ছন্দ, বীর্য, চিত্ত এবং মীমাংসা। সপ্ত বোধ্যঙ্গ : স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি এবং উপেক্ষা। অষ্টাঙ্গিক মার্গ : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক বাক্য, সম্যক সংকল্প, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, এবং সম্যক সমাধি। ধ্যান : বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা, সৌমনস্য, দৌর্মনস্য, এবং উপেক্ষা। চারিপ্রকার অপ্রমেয় : মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা। পঞ্চশীল : প্রাণীহত্যা, চৌর্য, ব্যাভিচার, মিথ্যা বাক্য ও মাদকদ্রব্য বর্জন করা। চারি প্রকার প্রতি সম্ভিদা : ধর্ম, অর্থ, নিরুক্তি, এবং পটিভান। ইহা ছাড়া ইহাতে জ্ঞান-বিভঙ্গ, ক্ষুদ্রবস্তু-বিভঙ্গ, এবং ধর্ম-হৃদয়বিভঙ্গের আলোচনা আছে। তন্মধ্যে জ্ঞান-বিভঙ্গের পরিধি নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে।[১] ক্ষুদ্রবস্তু

১ অভিধর্মার্থ সংগ্রহে দশবিধ বিদর্শন জ্ঞানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা,—(১) সংস্পর্শন জ্ঞান, (২) উদয়ব্যয় জ্ঞান, (৩) ভঙ্গ-জ্ঞান, (৪) ভয়-জ্ঞান, (৫) আদীনব-জ্ঞান, (৬) নির্বেদ-জ্ঞান, (৭) মুমুক্ষা-জ্ঞান, (৮) প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান, (৯) সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান, এবং (১০) অনুলোম জ্ঞান।

বিভঙ্গে চিত্তের অকুশলাবস্থার দীর্ঘ তালিকা প্রদর্শিত হইয়াছে। ধর্ম-হৃদয় বিভঙ্গে পূর্ব বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত-সার সংকলিত হইয়াছে।

॥ ধাতুকথা ॥

'ধাতুকথা' অভিধর্ম পিটকের তৃতীয় গ্রন্থ।[১] সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের মতে 'ধাতুকথা' বা 'ধাতুকায়পদ' অভিধর্ম পিটকের পঞ্চম গ্রন্থ। 'ধাতুকথা' শব্দের অর্থ ধাতুসম্পর্কীয় কথা বা 'talk on elements' শ্রীমতি রীস ডেভিড্স তাঁহার 'A manual of Buddhism' নামক গ্রন্থে (পৃঃ ২৮) এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিত ইহাকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়াও স্বীকার করিতে রাজী নহেন। তাঁহাদের মতে বিষয়বস্তুর বিচারে ইহাকে ধর্মসঙ্গনীর অন্তর্ভুক্ত করাই বাঞ্ছনীয়। বুদ্ধঘোষ তাঁহার 'অথসালিনী' নামক ধর্মসঙ্গনীর অটঠকথায় নিম্নলিখিতভাবে ধাতুকথার বিষয় বস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন —

"তং সঙ্গহো অসঙ্গহো, অসঙ্গ হিতেন অসঙ্গহিতং অসঙ্গহিতেন সঙ্গহিতং, সঙ্গহিতেন সঙ্গহিতং সঙ্গহিতেন অসঙ্গহিতং।

সম্পযোগো বিপ্পয়োগো, সম্পযুত্তেন বিপ্পযুত্তং, বিপ্পযুত্তেন সম্পযুত্তং, সম্পযুত্তেন সম্পযুত্তং, বিপ্পযুত্তেন বিপ্পযুত্তং, সঙ্গহিতেন সম্পযুত্তং বিপ্পযুত্তং, সম্পযুত্তেন সঙ্গহিতং অসঙ্গহিতং অসঙ্গহিতং অসঙ্গহিতেন, সম্পযুত্তং বিপ্পযুত্তং, বিপ্পযুত্তেন সঙ্গহিতং, অসঙ্গ হিতং' তি চুদ্দসবিধেন বিভত্তং।"[২]

ইহাতে যোগী বা ধ্যানপরায়ণ ভিক্ষুর মানসিক বৃত্তি বা চিত্ত চৈতসিক সম্পর্কীয় আলোচনায় ভরপুর। আলোচনার বিষয়বস্তুসমূহ: পঞ্চস্কন্দ— রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, ও বিজ্ঞান। দ্বাদশ আয়তন—চক্ষু, শ্রোত্র,

১ ইহা E. R. Gunaratana কর্তৃক লণ্ডন পালি টেক্স সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উ. নারদ (মূল পট্‌ঠান সেয়াদ) স্থবির থিয়েন ন্যুনের সহায়তায় পালিটেক্স সোসাইটি লণ্ডন ১৯৬২ ইংরেজীতে ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। (Pali Text Society Translation Series No. 34.) বঙ্গানুবাদ কিম্বা বঙ্গাক্ষরে ইহার কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। একাধিক বর্মী, শ্যামী এবং সিংহলী সংস্করণ আছে।

২ Edward Mullar: The Atthasalini, London, 1897.

ঘ্রাণ, জিহবা, কায়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, মন এবং ধর্ম। আঠার প্রকার ধাতু—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহবাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, মন, মনোবিজ্ঞান, ধর্ম চারি প্রকার ধ্যান—প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, এবং চতুর্থ ধ্যান। পঞ্চবল—শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, এবং প্রজ্ঞা। সপ্ত বোধাঙ্গ—স্মৃতি সমবোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচায় সমবোধ্যঙ্গ, বীর্য সমবোধ্যঙ্গ, প্রীতি সমবোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি সমবোধ্যঙ্গ, সমাধি সমবোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সমবোধ্যঙ্গ। অষ্টাঙ্গিক মার্গ—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

॥ পুগ্গল পঞ্ঞত্তি ॥

'পুদ্গলপ্রজ্ঞপ্তি' বা 'পুগ্গল পঞ্ঞত্তি' অভিধর্ম পিটকের চতুর্থ গ্রন্থ। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে অভিধর্ম পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থ বলিয়াও স্বীকার করিতে রাজী নহেন। ডক্টর রীস্ ডেভিড্স ইহাকে অভিধর্ম পিটকের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।[১] বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁহার অট্ঠকথায়[২] এই গ্রন্থটি বুদ্ধ কর্তৃক ত্রয়ত্রিংশ দেবলোকে দেশিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই গ্রন্থের রচনা, সত্য বিশ্লেষণ, বর্ণন প্রক্রিয়া, বিষয় বস্তুর বিন্যাস প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, অভিধর্ম পিটকের চেয়ে সূত্র পিটকের সহিতই ইহার মিল অধিক। অভিধর্ম পিটকের বিজ্ঞানসম্মত পরমার্থিক বিষয়ের ব্যবস্থাপনায় ইহা যেন খাপ খায় না। অধিকন্তু আলোচ্য বিষয়ের বর্ণন ভঙ্গিমা সুত্তপিটকের অঙ্গুত্তনিকায় অথবা দীঘনিকায়ের সঙ্গীতি সূত্রের সহিতই যেন বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। ডক্টর রিচার্ড মরিস তাঁহার সম্পাদিত 'পুগ্গল পঞ্ঞত্তি'র ভূমিকায় অঙ্গুত্তর নিকায় ও সঙ্গীতি সূত্রের সহিত কোথায় কোথায় 'পুগ্গল পঞ্ঞত্তির মিল

১ Buddhist India, PP. 188.

২ পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অট্ঠকথা, উপসংহার।

"যং বে পুগ্গল পঞ্ঞত্তিং লোকে অপ্পটি পুগ্গলো,
নাতি সংখেপতো সত্থা দেসেসি তিদসালয়ে।"

আছে তাহা তালিকা সহযোগে দেখাইয়া দিয়াছেন।[১] অভিধর্ম পিটকের অন্যান্য গ্রন্থে চিত্ত চৈতসিক, নাম, রূপ, ও নির্বাণ প্রভৃতি পরমার্থ সত্য সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ যেভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে সেইভাবে ইহাতে ধর্মসমূহের নির্দেশ করা হয় নাই। উপরোক্তভাবে বিচার করিলে পুদ্‌গল প্রজ্ঞপ্তি গ্রন্থখানিকে সুত্রপিটকের অন্তর্গত করা অযৌক্তিক নয়। অপর পক্ষে বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানুযায়ী 'অভিধর্ম' শব্দের অর্থ যদি 'ধর্ম ও বিশিষ্ট ধর্ম'[২] উভয়ই বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে ইহাকে অভিধর্মের পর্যায়-ভুক্ত করা অযৌক্তিক নয়। কারণ ইহাতে 'পুদগল' বা ব্যক্তি বিশেষের স্বরূপ ও ইহার বিকাশ দেখাইবার জন্য পুদগলকে নানাভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে। যেমন—পৃথকজন, শৈক্ষ্য, অশৈক্ষ্য, অনার্য, আর্য শ্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী, অনাগামী, অর্হৎ, প্রত্যেক বুদ্ধ, সম্যক সম্বুদ্ধ প্রভৃতি। ইহাদের প্রত্যেককে স্বভাবের বৈচিত্র্যানুসারে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

'পুদ্‌গল প্রজ্ঞপ্তি' অথবা পালি 'পুগ্গল পঞ্ঞত্তি' এই শিরোনামটি দুইটি শব্দের সমবায়ে গঠিত। 'পুদ্‌গল' বা 'পুগ্গল' শব্দটির অর্থ ব্যবহারিক সত্যানুসারে—'ব্যক্তি, 'পুরুষ', 'সত্ব' বা 'আত্মা'। 'পরমার্থ সত্যানুসারে পুদ্‌গলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। ইহা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল 'চিত্ত সন্ততি মাত্র'। 'প্রজ্ঞপ্তি' বা পঞ্ঞত্তি শব্দের অর্থ 'প্রজ্ঞাপনা', 'জ্ঞাত করা', 'দর্শন করা', 'প্রকাশ করা', অথবা যথার্থ বলিয়া নির্দেশ করা। সুতরাং পুদ্‌গল প্রজ্ঞপ্তি' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যেই পুস্তক পুদ্‌গল বা ব্যক্তিবিশেষের পরিচয় প্রদান করে।

আলোচ্য গ্রন্থে স্কন্দ, আয়তন, ধাতু, সত্য, ইন্দ্রিয়, এবং পুদ্‌গল এই ছয় প্রকার প্রজ্ঞপ্তির[৩] উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বুদ্ধঘোষ প্রমুখ আচার্যগণ

১ ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে পুদ্‌গল প্রজ্ঞপ্তির ইংরেজী সংস্করণ ডক্টর রিচার্ড মরিস কর্তৃক পালি টেক্স সোসাইটি, লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ঞানতিলক স্থবির কর্তৃক জর্মান ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে ডক্টর বিমলাচরণ লাহা কর্তৃক ইহা ইংরেজী ভাষায় অনূদিত এবং পালিটেক্স সোসাইটি, লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি ইহার একটি বাংলা সংস্করণও (মূল ও অনূদিত) পণ্ডিত জ্যোতিপাল কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত হইয়াছে।

২ "ধম্মাতিরেক ধম্ম বিসেসট্ঠেন অভিধম্মো"।

৩ খন্ধ পঞ্ঞত্তি, আয়তন পঞ্ঞত্তি, ধাতু পঞ্ঞত্তি, সচ্চ পঞ্ঞত্তি, ইন্দ্রিয় পঞ্ঞত্তি এবং পুগ্গল পঞ্ঞত্তি।

আরও বহু প্রকার প্রজ্ঞপ্তির[১] উল্লেখ করেন। অভিধম্মখসঙ্গহে বুদ্ধঘোষ নির্দেশিত প্রজ্ঞপ্তিসমূহের মধ্যে প্রথম ছয়টির পরিচয় আছে। বিভঙ্গ প্রকরণে স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, সত্য, ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পাঁচটি প্রজ্ঞপ্তির বিস্তৃত বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বক্ষ্যমান গ্রন্থে ব্যতিত পুদ্গল প্রজ্ঞপ্তির বিস্তৃত বর্ণনা অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। বিবিধ প্রকার পুদ্গলের যথাযথ পরিচয় প্রদানই এই গ্রন্থের মূল লক্ষ্য।

গ্রন্থের প্রারম্ভেই আলোচ্য বিষয়ের সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমে ষড়বিধ প্রজ্ঞপ্তি কি কি উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। তৎপর একবিধ পুদ্গল, দ্বিবিধ পুদ্গল, ত্রিবিধ পুদ্গল, চতুর্বিধ পুদ্গল, পঞ্চবিধ পুদ্গল, ষড়বিধ পুদ্গল, সপ্তবিধ পুদ্গল, অট্ঠবিধ পুদ্গল, নববিধ পুদ্গল এবং দশবিধ পুদ্গলের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

পুদ্গলের ব্যাখ্যার প্রতিপাদ্য বিষয় হইল:

(১) কাল বিমুক্ত, (২) অকাল বিমুক্ত, (৩) বিনাশ ধর্মী, (৪) অবিনাশ ধর্মী, (৫) পরিহানীয়, (৬) চেতনা ভব্য, (৭) অনুরক্ষণ ভব্য, (৮) পৃথকজন, (৯) গোত্রভূ, (১০) অপরিহানীয়, (১১) ভয়াবরুদ্ধ, (১২) অকুতভয়, (১৩) উন্নত জীবন লাভে সক্ষম, (১৪) উন্নত জীবন লাভে অক্ষম, (১৫) নিয়ত, (১৬) অনিয়ত, (১৭) প্রতিপন্ন, (১৮) ফলে স্থিত, (১৯) সমশীর্ষক, (২০) স্থিত কল্প, (২১) আর্য, (২২) অনার্য, (২৩) শৈক্ষ্য, (২৪) অশৈক্ষ্য, (২৫) শৈক্ষ্যও নহেন অশৈক্ষ্যও নহেন, (২৬) ত্রিবিদ্ধ, (২৭) ষড়াবিজ্ঞ, (২৮) সম্যক সম্বুদ্ধ, (২৯) প্রত্যেকবুদ্ধ, (৩০) উভয় ভাগ বিমুক্ত, (৩১) প্রজ্ঞাবিমুক্ত, কায়সক্ষী, (৩৩) দৃষ্টিপ্রাপ্ত, (৩৪) শ্রদ্ধাবিমুক্ত, (৩৫) ধর্মানুসারী, (৩৬) শ্রদ্ধানুসারী, (৩৭) সাতজন্ম পরিগ্রাহক, (৩৮) কুল কুলান্তর জন্ম পরিগ্রাহক, (৩৯) এক বীজি, (৪০) সকদা গামী, (৪১) অনাগামী (৪২) অন্তরা পরিনিব্বায়ী, (৪৩) উপহচ্চ পরিনিব্বায়ী, (৪৪) অসঙ্খার পরিনিব্বায়ী,

১ যথা,—বিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি, অবিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি, বিদ্যমানের দ্বারা অবিদ্যমানের প্রজ্ঞপ্তি, অবিদ্যমানের দ্বারা বিদ্যমানের প্রজ্ঞপ্তি, উপাদা প্রজ্ঞপ্তি, উপনিধা প্রজ্ঞপ্তি, সমাধান প্রজ্ঞপ্তি, উপনিক্ষিপ্ত প্রজ্ঞপ্তি, তৎজ্ঞাত প্রজ্ঞপ্তি, সন্ততি প্রজ্ঞপ্তি, কৃত্য প্রজ্ঞপ্তি, সংস্থান প্রজ্ঞপ্তি, লিঙ্গ প্রজ্ঞপ্তি, ভূমি প্রজ্ঞপ্তি, প্রত্যাত্ম প্রজ্ঞপ্তি এবং অসংস্কৃত প্রজ্ঞপ্তি।

(8৫) সসংস্কার পরিনিকায়ী, (8৬) উৰ্দ্ধস্রোতা-বিশিষ্ট অকনিষ্ঠগামী, (8৭) স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তি-ফল লাভার্থ সচেষ্ট; (8৮) সকৃতাগামী, সকৃতাগামী-ফল লাভার্থ সচেষ্ট, (8৯) অনাগামী, অনাগামী-ফল লাভার্থ-তৎপর, (৫০) অর্হৎ, অর্হত্ব-ফল লাভার্থ তৎপর।

।। কথাবথ্‌ ।।

'কথাবথ্‌' অভিধর্ম পিটকের পঞ্চম গ্রন্থ।[১] 'সুমঙ্গল বিলাসিনী' নামক দীর্ঘনিকায়ের অট্‌ঠকথায় ইহাকে অভিধর্ম পিটকের তৃতীয় গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাকে বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কীয় তর্কশাস্ত্র গ্রন্থ বলা যায়। ইহা Mr. A. C. Taylor কর্তৃক লণ্ডন পালিটেক্স সোসাইটি হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।[২] শ্রীমতি রীস ডেভিড্‌স ও শ্রী এ. জে. আউং 'Points of Controversy' নামে একটি ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া শ্রীমতি রীস ডেভিড্‌স তাঁহার 'Buddhist Psychology' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের কোন অধ্যায়ে কথাবথ্‌ গ্রন্থে উল্লেখিত বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

এই গ্রন্থটি লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বহু তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ হইল এই যে, তৃতীয় সঙ্গীতির অবসানে তিস্‌স মোগ্‌গলিপুত্ত কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হওয়া সত্ত্বেও কেন ইহাকে ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হইল? কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, ত্রিপিটকের অন্তর্গত

[১] সর্বাস্তিবাদ অভিধর্মপিটকে ইহা 'বিজ্ঞানবাদ' নামে পরিচিত। এই গ্রন্থ সম্পর্কে সবিশেষ জানিবার জন্য ডক্টর রীস ডেভিড্‌সের নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি খুবই উপযোগী: 'Questions discussed in the Kathavatthu', T. R. A. S., 1892. The Buddhist Notes, The Five points of Mahadeva, and the Kathavatthu, J. R. A. S., 1910.

[২] নিম্নলিখিত পুঁথিসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া কথাবত্থুর ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

১ Paper Manuscript from the collection of Rhys Davids.
২ Palm-leaf manuscripts belonging to R. A. S.
৩ Palm-leaf manuscripts belonging to Professor Rhys Davids.
8 Mandalay palm-leaf manuscripts preserved in the India Office Library.

বিষয়বস্তু লইয়াই ইহা রচিত। ইহাতে এমন কোন বিষয় যুক্ত করা হয় নাই, যাহা ত্রিপিটকের কোথাও না কোথাও দৃষ্ট হয় না। মূল ত্রিপিটকে যাহা আছে ইহাতে উহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু পণ্ডিতগণ ইহাতে একমত নন। তাঁহাদের মতে এই গ্রন্থের কিছুটা অংশ অশোকের সমসাময়িক। অবশিষ্ট অংশ অশোকের পরে রচনা করিয়া মূল গ্রন্থের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেই অংশে 'শৈল,' বৈটুল্লক, সংকন্তিক, হৈমবতিক, উত্তরাপথক প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়ের অবতারণা করা হইয়াছে, সেই অংশই অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের বলিয়া অনুমান করা হয়। কারণ প্রাক অশোক যুগে ঐ নিকায়গুলির অস্তিত্ব বর্তমান ছিল কিনা অন্য কোথাও উল্লেখ নাই। Professor Winternitz is of openion that "Tissa Moggaliputta might have compeled a Kathavatthu in the third century B. C., but that work was augmented by additional portions of every time when a naw heresy cropped up."[১]

খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বুদ্ধঘোষ যখন কথাবত্থুর উপর ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন তখন ইহা ২৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক অধ্যায়ে ৮ হইতে ১২টি প্রশ্ন এবং উহাদের উত্তর প্রত্যুত্তর দেওয়া আছে। প্রশ্নগুলি সাধারণতঃ বিবিধ প্রকার জটিল মিথ্যাদৃষ্টি সম্পর্কীয়। ইহাতে প্রত্যেকটি প্রশ্ন যথাযথ প্রযুক্ত হইয়াছে। উত্তরগুলি যথাযথ কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য ত্রিপিটকের বিভিন্ন স্থান হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করা হইয়াছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিনয় ও সূত্রপিটক হইতে উত্তরগুলি লওয়া হইয়াছে।[২] আবার কিছু কিছু বাক্য বা বাক্যাংশ অভিধর্ম পিটকের 'ধম্মসঙ্গনী' ও 'বিভঙ্গ' হইতেও লওয়া হইয়াছে। ইহার দ্বারা যে সমস্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করা হইয়াছে ঐ সমস্ত গ্রন্থের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। ধাতুকথা, যমক ও পুগ্গল পঞ্ঞত্তির কোন উদ্ধৃতি কথাবত্থু গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

১ Indian Literature, Vol. II, P. 170.

২ এইজাতীয় উদ্ধৃতিসমূহ পরীক্ষা করিবার জন্য টায়লরের 'কথাবত্থু' গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী। পৃঃ ৬৩৩।

মোগ্গলিপুত্ত স্থবির এই গ্রন্থে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, 'থেরবাদ' বা 'স্থবিরবাদ'ই বুদ্ধের মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাকে 'বিভজ্জবাদ' ও বলা হয়। মিথ্যাদৃষ্টিকদের যুক্তি বা মত খণ্ডন করিবার জন্যই এই গ্রন্থের রচনা। প্রাক-মৌর্য যুগে এবং অশোকের সমসাময়িক কালে বহু মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন সন্ন্যাসী বৌদ্ধ সংঘে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নানা প্রকার অনাচারের দ্বারা সংঘের সুনাম নষ্ট করিতেছিল। তাঁহারা শুধু বিনয়ের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া চলিত তাহা নহে, কেহ কেহ আবার নানা প্রকারের ভিন্ন মতও পোষণ করিত। এইরূপ অবস্থায় কে সৎ বা প্রকৃত ভিক্ষু এবং কে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ভিক্ষু তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কথিত আছে, এই সময় সংঘের অবস্থা এমন হইয়া পড়িয়াছিল যে, শীলবান ভিক্ষুরা সংঘের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বহুদিন পাটলিপুত্রের অশোকারাম বিহারে পাতিমোক্ষ উপোসথ বন্ধ ছিল। সর্বাস্তিবাদ, মহাসাঙ্ঘিক, সম্মিতীয়, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরা নিজেদের মতই বুদ্ধ প্রচারিত মতের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রচার করিতে থাকে। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন পরস্পর বিরোধী মত সমূহের সামঞ্জস্য বিধান ও পরমত খণ্ডনই এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। গ্রন্থকার প্রত্যেকটি মতই যুক্তি সহকারে খণ্ডন করিয়া বিভজ্‌জবাদই বুদ্ধের মূল নীতি বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থকার অশোকের সমসাময়িক কতিপয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এমন কতকগুলি সম্প্রদায়ের মত তিনি খণ্ডন করিয়াছেন যাহাদের অস্তিত্ব তখন বর্তমান ছিল কিনা বলা কঠিন। ডক্টর উইন্টারনীচের মতে গ্রন্থের কিছু অংশ অশোকের সময়ে নিশ্চিতভাবে রচিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট অংশ পরবর্তীকালে কোন এক সময়ে রচিত হয়। কোন্ অংশ পরে এবং কোন্ অংশ পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলা কঠিন। তবে ইহা বলা অযৌক্তিক নহে যে, যে অংশ শৈল, বৈতুল্লক, সংকন্তিক, হৈমবত, উত্তরাপথক প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাই সম্ভবতঃ পরবর্তীকালের রচনা।

ত্রিপিটকান্তর্গত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'কথাবত্থু' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। রচনা-নৈপুণ্য, আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য এমন কি ভাষার

দিক দিয়াও ইহা অন্যান্য গ্রন্থের চেয়ে বৈচিত্র্যময়। যেই ধারাবাহিক গতানুগতিকতায় ত্রিপিটক গ্রন্থসমূহ রচিত তাহা হইতে কথাবত্থুর রচনা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ত্রিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থে কোথাও লেখকের নামোল্লেখ করা হয় নাই। কথাবত্থুতে রচয়িতার নাম স্পষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। অশোকের গুরু মোগ্গলিপুত্ত স্থবিরই এই বিশাল গ্রন্থের রচয়িতা। অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অবসানেই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন।

মহাথের মোগ্গলিপুত্ত তাঁহার গ্রন্থ রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থের আলোচনা হইতে জানা যায় যে, তিনি শুধু একজন চরিত্রবান ভিক্ষু ছিলেন না, পুস্তকের গ্রন্থনায়ও তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাব, ভাষা, ও রচনার বৈশিষ্ট্যে ইহা ত্রিপিটক গ্রন্থের চেয়ে মিলিন্দ প্রশ্নের সঙ্গেই বিশেষভাবে তুলনীয়।[১] বিভিন্ন জটিল দার্শনিক তত্ত্বের উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রদান রচয়িতার কুশলীশক্তি ও অভিজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। ইহাতে লেখকের সুগভীর মননশীলতা ও সুরুচি পূর্ণ সাহিত্যিক অনুরাগ পরিস্ফুট।

মিলিন্দ প্রশ্নে দেখা যায়, স্থবির নাগসেন বৌদ্ধ সম্প্রদায় বহির্ভূত রাজা মিলিন্দের বিবিধ প্রকার জটিল প্রশ্নের যথাযথ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া স্বীয় মতের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু কথাবত্থুতে মোগ্গলিপুত্তের সহিত বৌদ্ধসংঘে অনুপ্রবিষ্ট বিভিন্ন মতবাদীদের কথোপকথন হয় এবং পরস্পর উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, লেখকের মতই যুক্তি-যুক্ত। থেরবাদ সম্বন্ধে লেখক তিষ্যের সজ্ঞান আলোচনায় এই গ্রন্থ সমৃদ্ধ।

১ B. C. Law : A History of Pali Literature, Vol. I, P. 326. "The differences between them are just as one might expect (a) from the difference of date, and (b) from the fact that the controversy in the older book is carried on against a member of the same community, whereas in the Milindapanha we have defence of Buddhism as against the outsider."

।। যমকপ্রকরণ ।।

ইহা অভিধর্মপিটকের ষষ্ঠ গ্রন্থ। সর্বাস্তিবাদ অভিধর্মপিটকে ইহা 'প্রকরণ পাদ' বলিয়া পরিচিত। লণ্ডন পালিটেক্স সোসাইটি হইতে শ্রীমতি রীস ডেভিড্স কর্তৃক ইহা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। লেডি সেয়াদ কর্তৃক যমক প্রকরণের উপর রচিত একটি সুন্দর প্রবন্ধ ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে পালিটেক্স সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্মী ভাষায় ব্যতিত অভিধর্ম ও থেরবাদ বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কীয় এইরূপ আলোচনা আর নাই বলিলেই চলে। গ্রন্থখানি বিবিধ প্রকার যমকে বিভক্ত। যেমন, মূল-যমক, খন্ধ-যমক, আয়তন-যমক, ধাতু-যমক, সচ্চ-যমক, সঙ্খার-যমক, অনুশয়-যমক, চিত্ত-যমক, ধম্ম-যমক এবং ইন্দ্রিয়-যমক।

মূল-যমকে কুশল, অকুশল, ও তাহাদের মূল সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, ১৪ প্রকার অকুশল চৈতসিক স্বভাবানুসারে নয়টি ভাগে বিভক্ত। যথা,—আসব, ওঘ, যোগ, গ্রন্থি, উপাদান, নীবরণ, অনুশয়, সংযোজন ও ক্লেশ। ইহাদের মধ্যে কোন কোন চৈতসিক কোন প্রকার অকুশল গুচ্ছে সংগৃহীত তাহাও বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে।[1] [পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সর্বপ্রকার কুশলকার্য সম্পাদন ও চিত্ত-চৈতসিকের উৎকর্ষ সাধন ব্যতিত বোধিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। যে সমস্ত কুশলকার্য বোধিজ্ঞান লাভের সহায়ক তাহাই বোধিপক্ষীয় ধর্ম। ইহাদের সংখ্যা ৩৭। কিন্তু চৈতসিক হিসাবে ইহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র চৌদ্দ। অর্থাৎ অভিধর্মের ভাষায় ১৪ প্রকার সোভন চৈতসিকই কালক্রমে ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মে পরিণত হয়।[2] চৌদ্দ প্রকার শোভন-চৈতসিক কিভাবে ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মে পরিণত হয় তাহা একটি চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা যায়:

	১ সংকল্প	২ প্রশ্রব্ধি	৩ প্রীতি	৪ উপেক্ষা	৫ ছন্দ	৬ চিত্ত	৭ সম্যক্বাক্য	৮ সম্যক্কর্ম	৯ সম্যক আজীব	১০ বীর্য	১১ স্মৃতি	১২ একাগ্রতা	১৩ শ্রদ্ধা	১৪ প্রজ্ঞা	মোট
৪ স্মৃতি-প্রস্থান											৪				= ৪
৪ সম্যক-প্রধান										৪					= ৪
৪ ঋদ্ধিপাদ					১	১				১				১	= ৪
৫ বল										১	১	১	১	১	= ৫
৫ ইন্দ্রিয়										১	১	১	১	১	= ৫
৭ বোধ্যঙ্গ		১	১	১						১	১	১		১	= ৭
৮ মার্গাঙ্গ	১						১	১	১	১	১	১		১	= ৮
৩৭ বোধি পক্ষীয় ধর্ম	১	১	১	১	১	১	১	১	১	৯	৮	৪	২	৫	= ৩৭

১৪ প্রকার অকুশল চৈতসিক স্বভাবানুসারে কি প্রকারে নয়টি গুচ্ছে বিভক্ত হয়, উহা একটি diagram বা চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হইল :

	মোহ	অহিরী	অনপত্রপা	ঔদ্ধত্য	লোভ	দৃষ্টি	মান	দ্বেষ	ঈর্ষা	মাৎসর্য	কৌকৃত্য	স্ত্যান	মিদ্ধ	বিচিকিৎসা	মোট
৪ আসব	১				১	১									= ৩
৪ ওঘ	১				১	১									= ৩
৪ যোগ	১				১	১									= ৩
৪ গ্রন্থি					১	১		১							= ৩
৪ উপাদান					১	১									= ২
৬ নীবরণ	১			১	১			১			১	১	১	১	= ৮
৭ অনুশয়	১				১	১	১	১						১	= ৬
১০ সংযোজন	১			১	১	১	১	১	১	১				১	= ৯
১০ কেশ	১	১	১	১	১	১	১	১				১		১	= ১০
	৭	১	১	৩	৯	৮	৩	৫	১	১	১	২	১	৪	

ইহারা সাত শ্রেণীতে বিভক্ত: (১) চতুর স্মৃতিপস্থান, (২) চতুর্বিধ সম্যক প্রধান, (৩) সপ্ত বোধ্যঙ্গ, (৪) অষ্টাঙ্গিক মার্গ, (৫) চতুর ঋদ্ধিপাদ, (৬) পঞ্চিন্দ্রিয়, এবং (৭) পঞ্চবল। বীর্য, স্মৃতি, একাগ্রতা, শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞা যথাক্রমে ৯, ৮, ৪, ২, ৫ বার গ্রহণ করাতেই ইহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭। শীলবান ব্যক্তির সমাধি মহাফলদায়ক। দুঃশীল ব্যক্তির সমাধি লাভ হয় না। সমাধি ব্যতিত জ্ঞান প্রকৃষ্ট লাভ সুদূর পরাহত। প্রজ্ঞা অপরিপুষ্ট চিত্ত আসব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ সমস্ত প্রকার লোকুত্তর চিত্তে বিদ্যমান। বিতর্ক চৈতসিক দ্বিতীয় ও তদূর্ধ্ব ধ্যানে এবং প্রীতি চৈতসিক চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্যানে বর্তমান থাকে না। শীল-বিশুদ্ধি, চিত্ত-বিশুদ্ধি, দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, কঙ্খা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি, মার্গামার্গজ্ঞান বিশুদ্ধি, প্রভৃতি ছয় প্রকার বিশুদ্ধিযুক্ত লোকীয় চিত্তে কখন কখন বোধিপক্ষীয় ধর্ম বিদ্যমান থাকে।

খন্দ-যমকে পঞ্চস্কন্ধের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। আয়তন-যমকে আলোচনার বিষয় বস্তু হইল বার প্রকার আয়তন: চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, মন ও ধর্ম। ধাতু-যমকে অষ্টাদশ প্রকার ধাতুর বিস্তৃতার্থ বর্ণিত হইয়াছে। সচচ-যমকে চতুর আর্য সত্যের আভিধার্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সংখার যমকের আলোচ্য বিষয় হইল তিন প্রকার সংস্কার। যথা, কায়-সংস্কার, বাক্য সংস্কার ও মনঃসংস্কার। অনুশয়-যমকে বিবিধ প্রকার অনুশয়ের দার্শনিক বিচার করা হইয়াছে। ইহারা হইল: কাম-রাগ, পটিঘ, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান, ভবরাগ, এবং অবিদ্যা। এই অনুশয়গুলির স্বভাব হইল এই যে, ইহারা সুপ্তভাবে চিত্ত-সন্ততিতে অবস্থান করে। উপযুক্ত পরিবেশ পাইলে ইহারা সক্রিয় হইয়া উঠে। এই অনুশয় চৈতসিকগুলির শক্তি অপরিসীম। এইজন্য ইহাদিগকে 'অনাগত-চিত্ত ক্লেশ' বলা হয়। কালভেদে ইহাদের স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয় না। ইহাদের মধ্যে কামরাগানুশয় ও ভব-রাগানুশয় লোভ চৈতসিকের অন্তর্গত। কেবল আলম্বনের তারতম্য অনুসারে ইহাদের এইরূপ পার্থক্য ঘটে। কাম রাগানুশয় সুখ-সৌমনস্য ও উপেক্ষা, প্রতিঘানুশয় দুঃখ-দৌর্মনস্য, মানানুশয় সুখ-সৌমনস্য-উপেক্ষা বেদনায় এবং দৃষ্টি অনুশয় সৎকার-দৃষ্টিযুক্ত যাবতীয় চিত্তে ও বিচিকিৎসা অনুশয় অধিমোক্ষ বিরহিত চিত্তে সুপ্তভাবে অবস্থান করে। ভবরাগানুশয় রূপ ও অরূপাবচর চিত্ত এবং অবিদ্যানুশয় ক্ষীণাসবদের ফল-চিত্ত ব্যতিত সর্বপ্রকার চিত্তে

প্রচ্ছন্ন অবস্থায় লুক্কায়িত থাকে। স্রোতাপন্ন ও সকৃতাগামী ফল-লাভী আর্যপুদগলের নিকট দৃষ্টি ও বিচিকিৎসা অনুশয় ছাড়া অপর পাঁচ প্রকার বর্তমান থাকে। অনাগামী ফল-লাভী ব্যক্তিদের নিকট মান, ভবরাগ, ও অবিদ্যা এই ত্রিবিধ অনুশয় বিদ্যমান। কেবল অর্হতের চিত্তে কোন প্রকার অনুশয় বিদ্যমান থাকে না। কামানুরাগ ও প্রতিঘানুশয় পরস্পর সাপেক্ষ। একটির সহিত অপরটিও বিদ্যমান। কিন্তু মানানুশয়ের সঙ্গে কামরাগানুশয় বর্তমান থাকে না।

চিত্ত যমকে চিত্ত ও চৈতসিক বৃত্তি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ধর্ম যমকে কুশল ও অকুশল ধর্মের তাৎপর্য বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-যমকে ২২ প্রকার ইন্দ্রিয়ের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। উপরোক্ত দশ প্রকার যমক সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া স্বর্গীয় বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি তাঁহার অভিধর্মার্থ সংগ্রহের ভূমিকায় বলিয়াছেন, "ইহাকে যমক বলা হয়,—কারণ স্বপক্ষীয় ও প্রতিপক্ষীয় প্রশ্নযুগল ও তদুত্তর দ্বারা উক্ত দশ অধ্যায়ে ব্যবহৃত সমগ্র পারিভাষিক শব্দের অর্থকে বিশদ ও নিশ্চয়ার্থ বোধক করা হইয়াছে যেন তাহাতে দ্ব্যর্থ বা কল্পিতার্থ বা অন্য কোন রূপ উদ্দেশ্য বহির্ভূত অর্থ আরোপ করা না যায়।"[1] সত্য যমক হইতে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন,

প্রশ্ন : 'সর্বপ্রকার দুঃখ-বেদনা' কি? দুঃখ সত্য?

উত্তর : হাঁ।

প্রশ্ন : দুঃখ-সত্য কি সর্বপ্রকার দুঃখ-বেদনা?

উত্তর : না। সুখ-বেদনা দুঃখ নহে বটে কিন্তু দুঃখ-সত্য।

উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, 'দুঃখ সত্য' জাতি বা 'genus' এর সহিত তুলনীয় এবং সুখ, দুঃখ, অদুঃখ, অসুখ প্রভৃতি সর্বপ্রকার বেদনা উহার শ্রেণী বিশেষ। বেদনাসমূহ অনিত্যধর্মী হওয়ায় দুঃখ প্রদায়ী। সুখ বেদনা, দুঃখ-বেদনা, সৌমনস্য, দৌর্মনস্য, এবং উপেক্ষা, প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বেদনা তৃষ্ণাযুক্ত কিম্বা তৃষ্ণা বিমুক্ত যেইরূপই হউক না ইহাদের পরিণাম দুঃখকর।[2] সুখ-বেদনা দুঃখ না

১ বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি : অভিধর্মার্থ সংগ্রহ।

২ "সুখ-বেদনা ঠিতা সুখা, বিপরিণাম দুক্খা। সুখ-বেদনা লক্খনো দুক্খায বেদনায অত্তাবতো সুখ-বেদনং বেদয়মানো সুখং বেদনং বেদয়ামীতি পজানাতি।"

হইলেও ইহা দুঃখ আর্য-সত্যের অন্তর্গত। কারণ ইহা ভাবী দুঃখমুক্ত নয়। দুঃখ-বেদনা দুঃখ প্রদায়ক বলিয়া দুঃখ আর্যসত্যের অন্তর্গত। এইভাবে সৌমনস্য, দৌর্মনস্য, এবং উপেক্ষা সর্বপ্রকার বেদনাই ভাবী দুঃখদায়ক। প্রত্যয়োৎপন্ন বস্তু মাত্রই বিলয়ধর্মী। এই কারণে কোন প্রকার বেদনাই 'আমার নহে', 'আমি নহি' এবং বেদনা 'আমার আত্মা নহে'। বেদনা সম্পর্কে এইরূপ পুনঃ পুনঃ স্মৃতি উৎপাদন করার নামই বেদনানুদর্শন।

॥ পট্ঠান ॥

'পট্ঠান' বা 'সামন্ত মহাপট্ঠান'[১] অভিধম্মপিটকের সপ্তম গ্রন্থ। 'নাম-রূপ' সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারের পরস্পর সম্পর্ক ও কারণ নির্ণয় করাই ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যাহাকে আমরা আমি, তুমি, মাতা, পিতা, শত্রু, মিত্র, রাজা প্রজা, পৃথিবী, নদী, পর্বত, গরু, ছাগল, নগর, গৃহ প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত করি, তাহাই আবার পরমার্থিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে 'উৎপত্তি-বিলয়-শীল' ব্যাপার মাত্র। এইরূপ বিচারে 'পট্ঠান'কে প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি বা জন্ম-মৃত্যু-রহস্যেরই বিশেষ বিশ্লেষণ বলা যায়। সুত্তপিটকের অন্তর্গত প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতিতে যাহা দ্বাদশ প্রকার নিদানাকারে সজ্জিত করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাই পুনরায় অভি-ধম্মপিটকের পট্ঠানগ্রন্থে ২৪ প্রকার প্রত্যয়রূপে বিভাগ করিয়া বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অভিধম্মপিটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নাম রূপের অনিত্যতা ও অনাত্মতা। অভিধম্ম পিটকের পট্ঠান প্রকরণে ইহার যথার্থ ও চূড়ান্ত বিশ্লেষণ যথার্থভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

---

১ সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের মতে পট্ঠানের অপর নাম 'জ্ঞান প্রস্থান-সূত্র'। ইহা তাঁহাদের অভিধর্মপিটকের সপ্তম গ্রন্থ। পালিটেক্সট সোসাইটি লণ্ডন হইতে শ্রীমতি রীসডেভিড্সের সম্পাদনায় ইহার ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত: এক পট্ঠান, দুক পট্ঠান এবং তিক পট্ঠান। বর্মী, সিংহলী ও শ্যামী ভাষায় ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি নালন্দা পালি ইনস্টিটিউট, বিহার শরীফ হইতে ইহার সুন্দর দেবনাগরী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার অনুবাদ কিম্বা বাংলা সংস্করণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

'পট্ঠান' শব্দের অর্থ 'মূল কারণ', 'প্রকৃত কারণ', অথবা 'প্রধান কারণ'। ইহার আলোচ্য বিষয় ২৪ প্রকার প্রত্যয়। 'প্রত্যয়' শব্দের অর্থ 'কারণ', 'নিদান', 'হেতু'। যাহার সহায়তায় কোন কার্য সম্পন্ন হয়, ঘটনা সংগঠিত হয়, ফল উৎপাদিত হয়, তাহাই ঐ কার্য, ঘটনা বা ফলের প্রত্যয়। সুতরাং এই অর্থে 'প্রত্যয়' শব্দ 'সাহায্যকারক' বা 'উপকারক' রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। সংস্কারের উৎপাদনে অবিদ্যা সহায়করূপে কার্য করে। 'অবিদ্যার' সহায়তা ব্যতিত 'সংস্কার' উৎপন্ন হইতে পারে না। দধি উৎপাদনের জন্য দুগ্ধ সাহায্যকারক। দুগ্ধের সাহায্য ব্যতিত দধি উৎপন্ন হইতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে দধি উৎপাদনের জন্য দুগ্ধ প্রত্যয় রূপে কাজ করিয়াছে। জগতে বিনাকারণে কোন কিছু সংগঠিত হয় না। প্রত্যেক কার্যের মুখ্য ও গৌণ অনেকগুলি কারণ থাকে। প্রত্যেকটি কারণই এককটি প্রত্যয়রূপে কাজ করে। প্রত্যেকের সাহায্যের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। যেমন কোন কিছু বা পক্ষী দর্শন করিবার জন্য কতগুলি বিষয় একত্রে কাজ করে। চক্ষু, আলোক, মনস্কার, বস্তু প্রভৃতি নানাভাবে স্ব স্ব কার্য নিষ্পন্ন করিলেই তবে সেই বস্তুর সম্ভব হয়। চক্ষু বস্তুর আকারে, বস্তু অবলম্বন হইয়া, আলোক উপনিশ্রয় হইয়া কাজ করিলেই সেই বস্তু বা পক্ষী দেখা সম্ভব হইবে। এইভাবেই সংখ্যা শাস্ত্রের দশটি সংখ্যার ন্যায় পট্ঠানে জড়াজড়ের যাবতীয় ঘটনাকে ২৪টি প্রত্যয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই প্রত্যয়সমূহ হইল ; হেতু, আরম্মন, অধিপতি, অনন্তর, সমনন্তর, সহজাত, অঞ্ঞমঞ্ঞ, নিস্সয়, উপনিস্সয়, পুরেজাত, পচ্ছাজাত, আসেবন, কম্ম, বিপাক, আহার, ইন্দ্রিয়, ঝান, মগ্গ, সম্পযুত্ত, বিপ্পযুত্ত, অত্থি, নত্থি, বিগত এবং অবিগত প্রত্যয়।

উপরোক্ত ২৪ প্রকার প্রত্যয়কে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ;

(১) নামের সহিত নামের ছয় প্রকার প্রত্যয় হয়। সেই প্রত্যয়সমূহ হইল : অনন্তর, সমনন্তর, নাস্তি, বিগত, আসেবন, এবং সম্প্রযুক্ত।

(২) নামের সহিত নাম রূপের পাঁচ প্রকার প্রত্যয় হয় : যেমন,—হেতু, ধ্যান, মার্গ, কর্ম এবং বিপাক।

(৩) নামের সহিত রূপের একপ্রকার প্রত্যয় হয়। পূর্বজাত এই কায়ার সহিত পশ্চাজাত চিত্ত-চৈতসিকের এক-প্রকার প্রত্যয়।

(৪) রূপের সহিত নামের এক প্রকার প্রত্যয় হয়। ছয়-বাস্তু-সপ্তবিজ্ঞান ধাতুর প্রবর্তন কালে পূর্বজাত প্রত্যয় হয়।

(৫) প্রজ্ঞপ্তি ও নাম-রূপের সহিত নামের দুই প্রকার প্রত্যয় হয়। তাহা হইল: আলম্বন ও উপনিশ্রয়।

(৬) নামরূপ নামরূপের সহিত ছয় প্রকার প্রত্যয় হয়; প্রত্যয়সমূহ হইল: অধিপতি, সহজাত, অন্যোন্য, নিশ্রয়, আহার, ইন্দ্রিয়, বিপ্রযুক্ত, অস্তি এবং অবিগত।

পুনরায় ২৪ প্রত্যয়কে আলোচনার সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত চারিটি প্রত্যয়ের সমষ্টিভূত করা যায়। যথা,—(১) আলম্বন, (২) উপনিশ্রয়, (৩) কর্ম, এবং (৪) অস্তি। প্রত্যয়সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল:

আলম্বন—ইহার অপর নাম 'অবলম্বন', 'আরম্মন', 'গোচর', 'বিষয়', বা 'আয়তন'। চিত্ত-চৈতসিক ইহাতে রমিত হয় বলিয়া 'আরম্মন', ইহাকে ভোগ্যবস্তুরূপে গ্রহণ করে বলিয়া 'বিষয়', ইহাতে বিচরণ করে বলিয়া 'গোচর' এবং ইহা চিত্ত-চৈতসিকের আবাসস্থল বলিয়া 'আয়তন' নামেও পরিচিত হয়। 'আলম্বন' বা 'অবলম্বন'ই চিত্ত-চৈতসিকের ক্রীড়া-ভূমি। জরা-জীর্ণ রুগ্ন ব্যক্তি যেমন যষ্ঠীর উপর ভর করিয়া উত্থিত হয়। সেইরূপ চিত্ত-চৈতসিক ও রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, প্রভৃতির অবলম্বনে উৎপন্ন হয়। সেইরূপ যাহার আশ্রয়ে চিত্ত-চৈতসিক উৎপন্ন হয় তাহাই উহার 'অবলম্বন' বা 'আরম্মন'। এইরূপ আলম্বনের উপরই চিত্ত-চৈতসিক ঝুলায়মান থাকে। আলম্বন ব্যতিত চিত্ত-চৈতসিকের ক্রিয়া নিরুদ্ধ বলা যায়। সুতরাং এই আলম্বন গ্রহণ, প্রতিগ্রহণ, নির্বাচন, এবং উহাতে চিত্তের অবস্থানের উপরই মানুষের কুশলাকুশল নির্ভর করে। চিত্ত-চৈতসিক ও আলম্বন পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ। একটি ব্যতিত অপরটির অস্তিত্ব অকল্পনীয়। উভয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ই সামন্ত মহাপট্‌ঠানে আলম্বন-প্রত্যয় বলিয়া আখ্যা লাভ করিয়াছে।

অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটনই দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অবলম্বন গ্রহণের মাধ্যমেই অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু চিত্ত-চৈতসিক হইল আমাদের অন্তর্জগৎ এবং আলম্বন হইল বহির্জগৎ। বুদ্ধ বহির্জগৎকে কল্পনামাত্র বলিয়া কখনও

দেন নাই। আলম্বন বা বহির্জগৎ সম্পর্কে সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ার জন্যই তিনি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

আলম্বন ছয় প্রকার : রূপাবলম্বন, শব্দালম্বন, গন্ধাবলম্বন, রসাবলম্বন, স্প্রষ্টাবলম্বন, এবং ধর্মাবলম্বন। দৃশ্যমান সর্বপ্রকার রূপই রূপাবলম্বন। সেই-রূপ সকল প্রকার শব্দই শব্দাবলম্বন; গন্ধ গন্ধাবলম্বন; রস রসাবলম্বন। পদার্থসমূহের কাঠিন্য, কোমলতা, উত্তাপ, উত্তাপহীনতা, গতিভারিত্বই স্প্রষ্ট্যাবলম্বন। ধর্মাবলম্বন ছয়ভাগে বিভক্ত : প্রসাদরূপ, সূক্ষ্মরূপ, চিত্ত, চৈতসিক, নির্বাণ ও প্রজ্ঞপ্তি।

উপনিশ্রয়-প্রত্যয়—'নিশ্রয়' এবং আশ্রয় একার্থক। ভূমিতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। এইরূপ অবস্থায় ভূমি উদ্ভিদের নিশ্রয়। যে আরোহী নৌকায় করিয়া নদী উত্তীর্ণ হয়। সেই লোকের পক্ষে নদী পার হইবার জন্য নিশ্রয় বা আশ্রয়। চক্ষু-বাস্তু চক্ষু-বিজ্ঞানের নিশ্রয়। চক্ষ-বিজ্ঞানের পূর্বে চক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া চক্ষু পূর্বেজাত-নিশ্রয়। চিত্ত-চৈতসিক পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহারা সহজাত প্রত্যয়। নিশ্রয়-প্রত্যয় প্রত্যয়োৎপন্ন বস্তুকে উৎপত্তিক্ষণে সাহায্য করে। শক্তিমান নিশ্রয়কেই উপনিশ্রয়-প্রত্যয় বলে। 'নিশ্রয়' শব্দের সহিত 'উপ' উপসর্গের সহযোগে 'বলবান-কারণ', 'প্রধান-উপায়' অথবা 'বলবান-নিশ্রয়' এর অর্থ প্রকাশ পায়। উপনিশ্রয় প্রত্যয় তিন প্রকার : (১) আলম্বনোপ নিশ্রয় (২) অনন্তরোপ নিশ্রয়। প্রথমোক্তটি দুইপ্রকার হইতে পারে : আলম্বনাধিপতি ও সহজাধি-পতি। কোন আলম্বন যখন অতীব প্রিয়, মনোজ্ঞ ও লোভজনক হয়, তখন উহা আলম্বাধিরূপে পরিচিত হয়। ছন্দ, বীর্য, চিত্ত, মীমাংসা বা প্রজ্ঞাই সহজাতিপ্রত্যয়। দ্বিহেতুক জবন ১৮, ত্রিহেতুক জবন ৩৪ ও তৎসম্প্রযুক্ত চৈতসিক ও চিত্তজ রূপই ইহাদের প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম। অনন্তরোপনিশ্রয় অনন্তর প্রত্যয়ের অনুরূপ। পূর্বকৃত দান-শীল, উপোসথ উদ্‌যাপন ইত্যাদি সৎকার্যসমূহ শ্রদ্ধার সহিত পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা হয়। বর্তমানে প্রত্যবেক্ষণ-জনিত চিত্তই প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম এবং পূর্বকৃত পুণ্যকার্যসমূহ ইহার আলম্বন। প্রত্যয়বেক্ষণ চিত্তের গৌরবময় আলম্বন বলিয়াই ইহাকে আলম্বনোপনিশ্রয় বলা হয়। এক চিত্ত বিরুদ্ধ হইবার পূর্বক্ষণেই অবিচ্ছেদ্যভাবে অপর একটি চিত্ত উৎপন্ন হয়। যেই চিত্তের উপর নির্ভর করিয়া পরবর্তী চিত্ত উৎপন্ন হইল উহাই অনন্তর প্রত্যয় ধর্ম এবং নূতন উৎপন্ন ধর্মটি প্রত্যয়োৎপন্ন

ধর্ম। ভবাঙ্গ চিত্তের সহিত আবর্তন চিত্তের সহিত দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞানের দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞানের সহিত সম্প্রতিচ্ছের, আসন্নচিত্তের সহিত চ্যুতিচিত্তের, চ্যুতি-চিত্তের সহিত প্রতিসন্ধিচিত্তের, প্রতিসন্ধিচিত্তের সহিত ভবাঙ্গের, ভবাঙ্গের সহিত ভব নিকান্তি নামক লোভ যবনচিত্তের—এইরূপ ভাবে অনাদি অনন্ত-কাল হইতে অনুপাদি শেষ নির্বাণ লাভ না করা অবধি চিত্ত-চৈতসিক পরম্পরা উৎপত্তি ও বিলয়ের অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ চিত্তের আবর্তন বিবর্তন প্রবাহ ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া অর্হত্বে উপনীত হইয়া পরাকাষ্ঠা লাভ করে। তখন মানুষের চেতনা ও কর্মপ্রবাহ সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া যায় এবং পুনরুৎপত্তির কারণ ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় পুনরায় জন্মগ্রহণ করাও তখন সম্ভব নয়। অনন্তর প্রত্যয় যথাযথভাবে উপলব্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বত-উচ্ছেদ প্রভৃতি মিথ্যাদৃষ্টি সমূহ দূরীভূত হয়। মানুষ সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন এবং দুঃখ সত্য তিনি পুরাপুরিভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তিনি সেই সঙ্গে সঙ্গে আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেন।

প্রকৃতি উপনিশ্রয় বহু প্রকার : ৮৯ প্রকার চিত্ত, ৫২ প্রকার চৈতসিক, ২৮ প্রকার রূপ, নির্বাণ ও প্রজ্ঞপ্তি সকলই প্রকৃতি উপনিশ্রয় প্রত্যয় ধর্ম। অবস্থার তারতম্য অনুসারে ইহারা সর্ববিধ চিত্ত-চৈতসিকের প্রত্যয় হয়। যেমন, (১) কুশল কুশলের উপনিশ্রয়, (২) কুশল অব্যাকৃতের উপনিশ্রয় (৩) কুশল অকুশলের উপনিশ্রয়, (৪) অকুশল অকুশলের উপনিশ্রয়, (৫) অকুশল কুশলের উপনিশ্রয়, (৬) অকুশল অব্যাকৃতের উপনিশ্রয়, (৭) অব্যাকৃত-ধর্ম অব্যাকৃত ধর্মের উপনিশ্রয়, (৮) অব্যাকৃত ধর্ম কুশলধর্মের উপনিশ্রয় এবং (৯) অব্যাকৃত ধর্ম অকুশলের উপনিশ্রয়।

কর্ম প্রত্যয়—চিত্তের চেতনাই কর্ম।[১] যাহা চিন্তা করা যায় তাহাই চেতনা (চেতেতী'তি চেতনা)। চিত্ত প্রয়োগে সাহায্য করাই কর্ম-প্রত্যয়। চেতনা দুই প্রকার : সহজাত চেতনা এবং নানাক্ষণিক চেতনা। যে চেতনা চৈতসিকগুলিকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া কর্মসিদ্ধির জন্য প্ররোচিত করে তাহাই সহজাত চেতনা। পুনরায় চেতনা লোভাদি হেতুযুক্ত হইয়া কর্মে পরিণত হয়, সংস্কার রূপে চিত্ত সন্ততিতে সুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে।

১ "চেতনা'হং ভিকখবে কম্মং বদামি"।

সুযোগ পাইলে ইহা কায় ও বাক্যের দ্বারে ক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহা কুশলাকুশল দুই প্রকার হয়। কর্ম সম্পাদন কাল ও ফলোৎপত্তি কাল ভিন্ন বলিয়া ইহাকে নানাক্ষণিক চেতনা বলে। চেতনার তারতম্য অনুসারে কর্মপ্রত্যয়। চিত্ত, চেতনা, চিত্তজ রূপ, প্রতিসন্ধিজনিত কর্মজ রূপ ও প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্মই সহজাত কর্ম প্রত্যয়ের প্রত্যয় ধর্ম। অতীতজন্ম পরম্পরায় ৩৩ প্রকার কুশলাকুশল চেতনাই নানাক্ষণিক কর্মপ্রত্যয়ের প্রত্যয় ধর্ম। ৩৬ প্রকার বিপাক চিত্ত ও কর্মজ রূপই ইহার প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম।

নানাক্ষণিক কর্ম প্রত্যয়ের শক্তি অপরিসীম। চেতনা থামিয়া গেলেও ইহা স্তব্ধ হয় না। ইহা সুপ্তভাবে সংস্কারাকারে চিত্তপ্রবাহে বর্তমান থাকে এবং সুযোগ পাইলে পরবর্তীভাব ও চ্যুতি চিত্তের পর ব্যক্তি বিশেষ রূপে জন্মগ্রহণ করায়। এইজন্য বলা হয়, প্রত্যেক 'কম্মস্সকো' ইহা নির্বাণ লাভ না হওয়া অবধি চিত্ত সন্ততিতে সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যখন সুযোগ পায় তখনই ফল প্রদান করে।

অস্তি-প্রত্যয়—কোন বস্তু সহজাত হইয়া বিদ্যমান থাকুক অথবা পূর্বজাত হইয়া অবস্থান করুক, আছে অর্থাৎ অবস্থান করে এই অর্থে 'অস্তি প্রত্যয়' হয়। উৎপত্তি স্থিতি ভঙ্গক্ষণে ইহা পরিপোষকতা লাভ করে। ইহা জনকগুণ বিশিষ্ট নহে। পরিপোষণ বা উপস্তম্ভনই ইহার প্রধান গুণ। ইহা নিশ্রয়াকারে প্রত্যয় হয় না, আছে বা 'অস্তি' অর্থে প্রত্যয় হয়। সহজাত, পূর্বজাত, পশ্চাজাত, রূপজীবিতেন্দ্রিয় এবং কবলী কৃতাহার প্রভৃতি প্রত্যয়াদির যে অস্তিত্ব ভাব বর্তমান, তাহাই উহার অস্তি-প্রত্যয়। অস্তি প্রত্যয় দুই প্রকার: অন্যোন্য অস্তি প্রত্যয় ও সন্ততি অস্তি-প্রত্যয়। মহাভূতের সহিত মহাভূতোৎপন্ন বস্তুর যে অস্তিত্ব ভাব বর্তমান, তাহাই সন্ততিভাবে অস্তি-প্রত্যয়। মহাভূতে যে অন্যোন্য ভাব বর্তমান, তাহাই অন্যোন্যভাবে অস্তি-প্রত্যয়।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক প্রত্যয়ই নিজ নিজ প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্মের 'উপনিশ্রয়' এবং চিত্ত-চৈতসিকের আলম্বন হয়। কর্ম হেতু ব্যতিত নামরূপ বা লোকোৎপত্তি সম্ভব নয়। কর্মই লোকোৎপত্তির কারণ। এই বিষয়ে লৌকিক ও পরমার্থিক সত্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এই কারণে পট্‌ঠানে ব্যবহৃত ২৪ প্রকার প্রত্যয়কে আলম্বন,

উপনিশ্রয়, কর্ম, ও অস্তি প্রভৃতি চারি প্রকার প্রত্যয়ের সমষ্টিভূত করা অযৌক্তিক হয় নাই।

সময়ের বিচারে অনন্তর, সমনন্তর, আসেবন, নাস্তি ও অবিগত প্রত্যয় সমূহ অতীত কালীয়। আলম্বন, অধিপতি ও উপনিশ্রয়— এই তিনটি প্রত্যয়ে ত্রৈকালিক ও কাল বিমুক্ত। নানাক্ষণিক প্রত্যয় অতীত কালীয়, এবং সহজাত কর্ম প্রত্যয় বর্তমান কালীয়।

প্রত্যয়-সমূহকে পুনরায় আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক এই দুই প্রকারে বিভাগ করা যায়। আলম্বন, অধিপতি, সহজাত, অন্যোন্য, নিশ্রয়, উপনিশ্রয়, পূর্বজাত, আহার, অস্তি, অবিগত প্রভৃতি এই দশ প্রকার প্রত্যয় আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক দুইপ্রকার হইতে পারে। এইগুলি ছাড়া অবশিষ্ট ১৪ প্রকার প্রত্যয় কেবল আধ্যাত্মিক বলা যায়। অন্য কথায় চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহবা কায়, এবং লোভ, দ্বেষ, শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞা প্রভৃতির সহিত সম্পর্কযুক্ত সকল প্রত্যয়ই আধ্যাত্মিক। এতৎব্যতিত বহিরায়তন, পুদগল, ঋতু, ও আহার্যাদির সহিত সম্পর্কযুক্ত সকল প্রত্যয়ই বাহ্যিক।

প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম মাত্রই সমবায় কৃত বা সংস্কৃত। নির্বাণই কেবল অসংস্কৃত। আলম্বন, অধিপতি, ও উপনিশ্রয় এই তিনটি প্রত্যয় অসংস্কৃত নির্বাণকে আলম্বন করিয়া প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম উৎপন্ন করে। অবশিষ্ট ২১ প্রকার প্রত্যয়ের ন্যায় ঐ তিনটি প্রত্যয়ও সংস্কৃত বস্তুর সহিতও প্রত্যয়ীভূত হয়।

এইভাবে সামন্ত মহাপট্ঠানে ২৪ প্রকার প্রত্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়। সুত্ত, বিনয়, কিম্বা, অভিধর্ম পিটকের অন্য কোন গ্রন্থে প্রত্যয়সমূহের এইরূপ বিবিধ প্রকারে বিশ্লেষণ করা হয় নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

।। বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি ।।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বৌদ্ধ সঙ্গীতির সহিত গভীরভাবে সম্পৃক্ত।[১] ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ হইতে বর্তমান কাল অবধি কতগুলি সঙ্গীতি সংগঠিত হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে বহু প্রকার মতানৈক্য বর্তমান। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সকল বৌদ্ধগণ এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, সর্বমোট ছয়টি মহাসঙ্গীতি সংগঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটির অধিবেশন বসে ভারতবর্ষে, চতুর্থটি সিংহলে এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ সঙ্গীতির অধিবেশন বসে বর্মায়। কিন্তু কোন কোন সিংহলী তথ্যমতে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সঙ্গীতির অধিবেশন বসে সিংহলে যথাক্রমে রাজা দেবানম্প্রিয় তিষ্য, দুট্টগামনী ও বট্টগামনীর আমলে। এই সমস্ত সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক পঠিত ও সংগৃহীত হয়। আবার বর্মী তথ্যমতে ইহা সত্য নয়। তাঁহাদের মতানুসারে পঞ্চম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি বসে বর্মার মান্দালয়ে রাজা মিণ্ডন-মিনের সৌজন্যে বর্মী ও সিংহলী উভয় তথ্যানুসারে চতুর্থ সঙ্গীতির অবসানে সিংহল রাজ দুট্টগামনীর নির্দেশে সমগ্র ত্রিপিটক ভূর্জপত্রে লিখিত হয়। পঞ্চম সঙ্গীতির পর ত্রিপিটক গ্রন্থসমূহ বর্মার মান্দালয়ে ৭২৯ খানা মার্বেল পাথরে খোদিত করা হয়। ১৯৫৪-১৯৫৬ ইংরেজীতে ব্রহ্মদেশে যে ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অধিবেশন বসে উহাতে সমগ্র ত্রিপিটক আবৃত্তি এবং টেইপে রেকর্ড করা হয়।

হীনযান ও মহাযান তথ্যানুসারে ও প্রথম দুইটি সঙ্গীতি বুদ্ধ পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে যথাক্রমে রাজগৃহে ও বৈশালীতে সংগঠিত হয়। দ্বিতীয় সঙ্গীতির অব্যবহিত পরে মহাসাঙ্ঘিকদের তত্ত্বাবধানে যে উপ-অধিবেশন বসে থেরবাদী কোন গ্রন্থে উহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অন্যদিকে

---

১ 'সঙ্গীতিবংস' নামক গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সঙ্গীতিবংসের রচয়িতা রাজগুরু ভদন্ত বনরতন। ১৭৮৯ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ ২৩৩২ বুদ্ধাব্দে শ্যামরাজ প্রথম রামের রাজত্বকালে। ব্যাঙ্ককের ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে এই গ্রন্থের দুইটি পুঁথি রক্ষিত আছে। ইহা ১৯২৩ খৃস্টাব্দে পঞ্চম রামের পুত্র চতুর্থ রামের আদেশে প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় অধিবেশন যাহা মৌর্য সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় পাটলিপুত্র নগরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল উহার কোন উল্লেখ মহাযান সূত্রে নাই। ইঁহাদের মতে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় কাশ্মীরের জলন্ধরে সম্রাট কনিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায়। শ্যামী কিম্বদন্তী অনুসারে সর্বমোট নয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি ভারতবর্ষে, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সিংহলে এবং অষ্টম ও নবম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় শ্যামে। মহাবংশে প্রদত্ত বর্ণনা অনুসারেও চতুর্থ ও পঞ্চম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি সিংহলে আহূত হয়। নিম্নে ছয়টি বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

।। প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি ।।

প্রথম সঙ্গীতির কারণ সম্পর্কে সকল সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদের মধ্যে খুব বেশী মতদ্বৈধতা নাই। কথিত আছে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময় মহাকাশ্যপ স্থবির কুশীনগরে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি পাবা হইতে কুশীনগর যাইবার পথে কোন এক আজীবক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বুদ্ধের পরিনির্বাণের বিষয় জ্ঞাত হন। তিনি ইহাও জানিতে পারেন যে, 'সুভদ্র' নামক এক দুর্বিনীত ভিক্ষুর অসৌজন্যমূলক উক্তিতে পণ্ডিত ও বিনয়ী ভিক্ষুদের প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তিনি ভিক্ষুদের বুদ্ধ পরিনির্বাণের পর ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের এই বলিয়া শান্ত করেন যে, বুদ্ধ তাঁহাদের নানা ব্যাপারে 'ইহা উচিত' 'উহা উচিত নয়' ইত্যাদির দ্বারা সকলকে অত্যুক্ত করিয়া তুলিতেন। এখন সেই মহাশ্রমণের অবর্তমানে তাহারা সুখে কাল কাটাইতে পারিবেন। কারণ কোন ভিক্ষু তাঁহাদিগকে বিনয় সম্পর্কীয় ব্যাপারে আর অত্যুক্ত করিতে পারিবে না।[১] হিউয়েন সাঙ এবং তিব্বতী দুলবা মতে অধিকাংশ দুর্বিনয়ী ভিক্ষুদের ইহাই ছিল অভিমত। সাধারণ ভিক্ষুদের ধারণা, ঐরূপ অবস্থা বর্তমান থাকিলে তাঁহারা বিনয়ের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ইচ্ছানুসারে চলিতে পারিবেন। মহাকাশ্যপ স্থবির[২] ও অন্যান্য শ্রদ্ধাবান ভিক্ষুরা বুদ্ধ শাসনের পরিহানির

১ "তেন খো পন সময়েন সুভদ্দো নাম বুড্ঢ পব্বজিতো তস্সং পরিসায়ং নিসিন্নো হোতি। অথখো সুভদ্দো বুড্ঢপব্বজিতো তে ভিক্খু এতদবোচ: অলং আবুসো মা সোচিত্থ, মা পরিদেবিত্থ, সুমুত্তা ময়ং তেন মহাসমণেন। উপদ্দুতা চ হোম: 'ইদং বো কপ্পতি, ইদং বো ন কপ্পতী'তি। ইদানি পন ময়ং যং ইচ্ছিস্সাম তং করিস্সামা'তি।—দীঘ নিকায়, সূত্র নং

২ মহাবংস, ৩য় অধ্যায়; Anderson's Pali Reader, পৃ: ১০৯-১১০।

বিষয় ভাবিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা চিন্তা করিলেন যে, বুদ্ধের মরদেহ বর্তমান থাকিতেই যদি ভিক্ষুদের মধ্যে এইরূপ ধারণার সূত্রপাত হয়, তবে অচিরে বুদ্ধ শাসন জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। ধ্যানী ও প্রবীণ ভিক্ষুবৃন্দ বুদ্ধশাসনকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য সঙ্গায়নের উপযোগিতা উপলব্ধি করিলেন। মহান ভিক্ষুবৃন্দ মহাকাশ্যপ স্থবিরের নেতৃত্বে রাজা অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া সঙ্গীতি উদযাপনের উপযোগিতা সম্পর্কে রাজাকে অবহিত করাইলেন। কথিত আছে, রাজা অজাতশত্রু ভিক্ষুবৃন্দের কথায় উৎসাহের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বুদ্ধঘোষের অট্ঠকথায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাজা অজাতশত্রু সঙ্গীতি কারক ভিক্ষুদের স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য দীর্ঘ ও জমকালো উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন।[১]

সঙ্গীতির স্থান এবং সময় লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈধ বর্তমান। পরিনির্বাণ সূত্র ছাড়া অন্যান্য সকল সূত্র হইতে প্রমাণিত হয় যে, রাজগৃহেই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। তবে রাজগৃহের কোন স্থানে সঙ্গীতির অধিবেশন বসে এই বিষয় বহুদিন ধরিয়া স্থিরীকৃত হয় নাই। অন্তত: তিনটি স্থানের বিষয়ে এখনও কিছু কিছু মতদ্বৈধতা বর্তমান। সেই তিনটি স্থান হইল, বেলুবন, গৃধ্রকূট এবং সপ্তপর্ণী গুহা। কেবল পরিনির্বাণ সূত্রেই সঙ্গায়নের স্থান 'কুশীনারা' বা কুশীনগর[২] বলিয়া উল্লেখ করা

---

১ J. B. O. R. S., Vol. XXIII, 1937., P. 120 ff.; Ancient India, No. IX, (1953), P. 144. ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের রাজগৃহ বা রাজগীরের খননকার্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, উহাতে চারিটি স্তর বর্তমান ছিল। শেষ স্তরে যে N. B. P. পাত্র পাওয়া গিয়াছে উহাদের কাল খৃ: পূ: পঞ্চম হইতে দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে নহে। রাজা অজাতশত্রুর দুর্গ প্রাচীরেই এইরূপ পাত্রের সন্ধান মিলে। অপরাপর স্থানের মধ্যে 'সোনাভাণ্ডার'ই সপ্তপর্ণী গুহা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বর্তমানে আরও খননকার্যের ফলে জানা গিয়াছে যে, কানিংহাম যেখানে প্রথম মহাসঙ্গীতির স্থান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন তাহা সত্য নহে। প্রকৃত পক্ষে বৈভার পর্বতের পার্শ্বে জৈন আদিনাথ মন্দিরের নীচের দিকে সপ্তপর্ণী গুহা অবস্থিত ছিল। বর্তমানে ইহা 'ওণ্ডরিয়া ভণ্ডরিয়া' নামে পরিচিত।

২ কানিংহাম সাহেবের মতে বর্তমান 'খাসিয়া'ই তখনকার কুশীনগর। ইহা 'গোরক-পুর' বা 'দেওরিয়া' জিলায় অবস্থিত। C/o *Ancient Geography of India*, P. 493; A. S. R. I., P. 76 ff.: J. R. A. S., (1902), P. 139 ff.; E. H. I. (4th Ed.), p. 167. No. V.; Pargitar: J. R. A. S. (1913), P. 152.

হইয়াছে। সম্ভবতঃ কুশীনগরে বুদ্ধ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অবশ্য ইহা সত্য যে, বুদ্ধ পরিনির্বাণের পরে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তথায় বৃহৎ ভিক্ষু সমাগম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরিনির্বাণের স্থানকে কেন্দ্র করিয়া একটি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত ইহাও সম্ভব যে, সমস্ত ভিক্ষু কুশীনগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারাই বৈশালী হইয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে কালক্রমে রাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং অবশেষে সম্রাট অজাতশত্রুর সৌজন্যে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম মহাসঙ্গীতির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তিব্বতী দুলবা মতে নিগ্রোধারামেই প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন বসে। আবার লোকুত্তরবাদীগণ এবং মহাকবি অশ্বঘোষ এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে গৃধ্রকূট পর্বতের 'বৈভার' অথবা 'ইন্দশাল' গুহায় প্রথম মহাসঙ্গীতির অধিবেশন বসে। পালি কিম্বদন্তী অনুসারে[১] বৈভার পর্বতের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম মহাসঙ্গীতির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজা অজাতশত্রু গুহার সম্মুখে বিরাট মণ্ডপ তৈরী করাইয়া সঙ্গীতিকারক ভিক্ষুদিগকে ছয় সপ্তাহ ধরিয়া অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্ষাবাস প্রারম্ভের দ্বিতীয় মাসে সঙ্গীতির কার্য আরম্ভ হয়।

থেরবাদী মতানুসারে মহাকাশ্যপই সর্বসম্মতিক্রমে সঙ্গায়নের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁহার পরামর্শানুসারে সভায় ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে, সঙ্গায়নে অংশ গ্রহণকারী সকল সদস্যই অর্হৎ হইবেন এবং তাঁহারা সবাই প্রতিসম্ভিদা সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আনন্দ ও উপালি যথাক্রমে ধম্ম ও বিনয় আবৃত্তির জন্য নির্বাচিত হন।[২] মহাকাশ্যপ নিজেই প্রশ্নকর্তা নির্বাচিত হন। সঙ্গায়নের সদস্যসংখ্যা পাঁচ শতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। তবে হিউয়েন সাঙের

১ Mahāvamsa, ch. III.

"সত্তপন্নি-গুহে রম্মে থেরা পঞ্চসতা গনী,
নিসিন্না পবি ভজ্জিংসু নবঙ্গং সত্থুসাসনং।
সুত্তং গেয্যং বেয্যাকরণং গাথুদানিতিবুত্তকং,
জাতকব্ভুতবেদল্লং নবঙ্গং সত্থুসাসনং।"

২ চুল্লবগ্গ, একাদশ অধ্যায়, মহাবংস, ৩য় অধ্যায়, দীঘনিকায়, মহাপরিনিব্বানসুত্ত।

মতে সঙ্গায়নের সদস্য-সংখ্যা ছিল এক হাজার।[১] আধুনিক পণ্ডিতগণ ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। মহিসাসক, ধর্মগুপ্তিয় ও মহাসাংঘিক বিনয় মতে নিম্নলিখিতভাবে সঙ্গায়নে অংশ গ্রহণকারী ভিক্ষুদের নাম করা যাইতে পারে: অজ্ঞাত কৌণ্ডিণ্য, পূরণ, ধার্মিক, দসবল, কাশ্যপ, ভদ্রকাশ্যপ, উপালি এবং অনুরুদ্ধ। মহিসাসক, ধর্মগুপ্তিয় ও হৈমবতিক বিনয়ে সুভদ্রের পরিবর্তে উপনন্দ ভিক্ষুর নাম করা হইয়াছে। মহাসাঙ্ঘিক বিনয় মতে মহাকাশ্যপ ও সুভদ্র দুইজনেই চাহিয়াছিলেন যে, ধর্ম যেন অধর্মের দ্বারা, বিনয় অবিনয়ের দ্বারা এবং নীতি দুর্নীতির দ্বারা যেন নষ্ট না হয়। তাঁহারা উভয়ে ভিক্ষুদের বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, বিধর্মী পাষণ্ডের হাতে পড়িলে ধর্ম এবং অধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না। তাই ধর্মকে এই অধর্মের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য সঙ্গায়ন করা বাঞ্ছনীয়।[২] বিনয় চুলবর্গে বলা হইয়াছে যে, আনন্দকে প্রথমে সঙ্গীতিতে গ্রহণ করা হয় নাই। কারণ তিনি তখন অর্হৎ পর্যায়ে উন্নীত হন নাই। তবে তাঁহার জন্য সঙ্গীতি মণ্ডপে একটি স্থান নির্দিষ্ট ছিল। সঙ্গীতি প্রারম্ভের ঠিক পূর্বক্ষণে আনন্দ স্থবির অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় শক্তি বলে নিজ আসন অধিকার করেন। সর্বাস্তিবাদ বিনয়ের আনন্দের উল্লেখ করা হইয়াছে বটে কিন্তু তাঁহার কোন অগুণ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় নাই; অশোকাবদান ও ধর্মগুপ্তিয়[৩] বিনয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আনন্দ বৈশালীতেই অর্হত্ব ফল লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বিনয় চুলবগগ এবং অন্যান্য থেরবাদী গ্রন্থসমূহে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, আনন্দ স্থবির রাজগৃহে সঙ্গীতি মণ্ডপের অনতিদূরে কোন একস্থানে অধ্যাত্ম সাধনায় রত হইয়া অর্হত্বফল লাভ করিতে সমর্থ হন। বুদ্ধের মহাজ্ঞানী শিষ্যেরা সকলেই পূর্ব হইতে আনন্দের গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।[৪] এইজন্যই তিনি অর্হত্বে উন্নীত না হওয়া সত্ত্বেও সঙ্গীতি মণ্ডপে তাঁহার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট রাখা হয়।

১ R. C. Majumder : *Buddhistic Studies,* পৃ: ৩৩; ১৬৩-১৬৮; *Indian Antiquary,* 1908, p. 155.; Prof. J. Przyluski : *Le Council de Rajagaha* (Mahisāsaka Vinaya), P. 168 ; Dr. B. C. Law : *Buddhistic Studies,* p. 26-27.

২ *Le Council de Rājagaha,* P. 24 ff.

৩ *Ibid,* pp. 137-174.

৪ *Samantapāsādikā,* Introduction, XII.
"চঙ্কমং বিরিয় সমণং বোজ্ঝঙ্গসমানীতি, চঙ্কমনারোহিত্বা পাদধোবনট্ঠানে ঠত্বা পাদে

পর্যায়ক্রম

সঙ্গীতির কার্যসমূহ তিনভাগে বিভক্ত: (১) ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি, (২) আনন্দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং (৩) ছন্নের বিচার।

ধর্ম-বিনয়-আবৃত্তি—ধর্ম-বিনয় আবৃত্তিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা,—(১) বিনয় সংগ্রহ ও (২) সূত্র বা ধর্ম সংগ্রহ। 'বিনয় ধর' নামে কথিত উপালির নেতৃত্বে বিনয় গ্রন্থসমূহ সংগৃহীত হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সঙ্গীতির প্রত্যেকটি কার্য সমাপ্ত হয়।[১] থেরগণ জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ অনুসারে সারিবদ্ধভাবে উপবেশন করেন। মহাকশ্যপ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সর্বসম্মতিক্রমে উপালি বিনয় সম্বন্ধীয় প্রশ্নসমূহের জবাব দেওয়ার জন্য মনোনীত হন। উপালি ধর্মাসনে উপবেশন করিলে মহাকাশ্যপ স্থবির সংঘের সম্মতি অনুসারে চতুর পারাজিকা কখন প্রজ্ঞাপ্ত হয়, কাহাকে উপলক্ষ করিয়া প্রজ্ঞাপ্ত হয়, কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়, মূল প্রজ্ঞপ্তি ও অনুপ্রজ্ঞাপ্তি প্রভৃতি সম্পর্কীয় বিষয়ে উপালি স্থবিরকে প্রশ্ন করেন। উপালি স্থবির ধর্মাসনে উপবেশন করিয়া একে একে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। এইভাবে ১৩টি সঙ্ঘাদিসেস, দুইটি অনিয়ত, চতুর পটিদেশনীয়া ধর্ম, ৫০টি নিস্সগিগয়, ৯২টি পাচিত্তিয় প্রভৃতি একে একে স্থিরিকৃত হয় এবং সঙ্গীতিকারক ভিক্ষু সম্মতি অনুসারে তাহা অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।[২] এইভাবে উভয় বিভঙ্গ, মহাবগ্গ, চুলবগ্গ ও পরিবার পাঠো। যেভাবে সঙ্গীতিতে বিনয় সংগ্রহের কার্য

ধোবিত্বা বিহারং পবিসিত্বা মঞ্চকে নিসীদিত্বা থোকং বিস্সমিস্সামীতি কাযং মঞ্চকে অপনামেসি। দ্বেপাদে ভূমিতো মুত্তা সীসং বিম্বোহনং অসম্পত্তং, এতস্মিং অন্তরে অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুত্তং চতুর ইরিয়াপথং বিরহিতং থেরস্স অরহত্তং অহোসি। তেন ইমস্মিং সাসনে অনিপন্নো অনিসিন্নো অথিতো অবঞ্চমন্তো কো ভিক্খু অরহত্তং পত্তোতি বুত্তে, আনন্দ থেরোতি বুত্তং বুত্তি।"

১ C/o Anderson: *Pali Reader*, p. 109.

"উপালিং বিনয়ং পুচ্ছিত্বা ধম্মং আনন্দ সব্হযং,
অকংসু ধম্মসঙ্গহং বিনয়ং চাপি ভিক্খবো।"

২ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা গ্রন্থের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে উহার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সংগ্রহ পদ্ধতিতেও সকল স্থানে একরূপ নীতি অনুসৃত হয় নাই:—

পরিচালনা করা হয়, উহার কিছু নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল[১]: " আয়ুস্মান মহাকাশ্যপের সংঘকে জ্ঞাপন করিলেন, 'মাননীয় সংঘ, আমি সংঘের শ্রীবৃদ্ধির জন্য উপবিল স্থবিরকে বিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।' আয়ুস্মান উপালিও সংঘকে জানাইলেন, 'যদি সংঘের মঙ্গল হয় তবে আমি আয়ুস্মান মহাকাশ্যপের জবাব প্রদান করিব।' এইভাবে সম্মত হইয়া আয়ুস্মান উপালি আসন হইতে উত্থিত হইয়া একাংশে উত্তরাসঙ্গ পরিধান করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদিগকে প্রণাম করিয়া বিজনী গ্রহণ করতঃ ধর্মাসনে উপবেশন করিলেন।

অতঃপর মহাকাশ্যপ স্থবির স্থবিরাসনে উপবেশন করিয়া উপালিকে বিনয় সম্পর্কীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন : বন্ধু উপালি, ভগবান কোথায় প্রথম পারাজিকা প্রজ্ঞাপ্ত করেন?

উপালি : বৈশালীতে ভন্তে।
মহাকাশ্যপ : কাহাকে উপলক্ষ করিয়া?
উপালি : সুদিন্ন কলন্দক পুত্রকে।
মহাকাশ্যপ : কি সম্পর্কীয় বিষয়ে?
উপালি : মৈথুন সম্পর্কীয় বিষয়ে।

---

(১) মহিসাসক বিনয়—চতুর পারাজিকা এবং অন্যান্য নীতিসমূহ।
(২) ধর্মগুপ্তিয় বিনয়—চতুর পারাজিকা, সংঘাদিসেস, অনিয়ত, নৈসর্গিক, প্রতিদেসনিয়, শিক্ষাপদ, বর্ষা, প্রবারণা, একোত্তর, ভিক্ষুণী বিনয়, উপসথ, কঠিন প্রভৃতি।
(৩) হৈমবত বিনয়—ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বিনয়, কঠিন, মাত্রিকা ও একোত্তর।
(৪) মহাসাংঘিক বিনয়—La pure´te´ de lazone interdite,
(b) La pure´te´ de la loi territoriale.
(c) La pure'te' de la pratique des defenses.
(d) La pure´te´ de la des venerables.
(e) La pure´te´ du vulgaire.

১ সামন্ত পাসাদিকা, ভূমিকা।
"অথ খো আযস্মা মহাকস্সপো সংঘং ঞাপেসি, সুনাতু মে আবুসো সংঘো যদি সংঘস্স পত্তকল্লং, অহং উপালিং বিনয়ং পুচ্ছেয়্যংতি। আয়স্মা পি উপালি সংঘং ঞাপেসি: সুনাতু মে ভন্তে সংঘো। যদি সংঘস্স পত্তকল্লং অহং আয়স্মতা মহাকস্সপেন বিনয়ং পুট্‌ঠো বিস্সজ্জেয্যংতি। এবং অত্তানং সম্মন্নিত্বা আয়স্মা উপালি বুট্‌ঠায়াসনা একংসং চীবরং কত্বা থেরে ভিক্খু বন্দিত্বা ধম্মাসনে নিসীদি দন্তখচিতং বীজনিং গহেত্বা।

অতঃপর মহাকাশ্যপ উপালিকে প্রথম পারাজিকার বত্থু, নিদান, পুদ্গল, প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, আপত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। প্রথম পারাজিকার ন্যায় দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পারাজিকার বত্থু, নিদান পুদ্গল, প্রজ্ঞপ্তি, অনু-প্রজ্ঞপ্তি আপত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। উপালি স্থবির ধর্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। এইভাবে ভিক্ষুণী বিভঙ্গ সংগৃহীত হওয়ার পরে ভিক্ষুণী বিভঙ্গের আট প্রকার পারাজিকা, ১৭ প্রকার সংঘাদিসেস, ৩০ প্রকার নিস্সগ্গীয়', ৬৬ প্রকার পাচিত্তিয়, আট প্রকার পটিদেশনীয়া ৭৫ টি সেখিয়া এবং ৭ প্রকার অধিকরণ ধর্ম সংগৃহীত হয়। ভিক্ষুবিভঙ্গের নিয়মে খন্দক ও পরিবার সংগৃহীত হয়। এবং পঞ্চশত অর্হৎ সংগৃহীত বিনয় নিয়ম আবৃত্তি করিয়া অনুমোদনের জন্য গৃহীত হয়। বিনয় সঙ্গায়ন সমাপ্ত হইলে উপালি স্থবির ধর্মাসন ত্যাগ করিয়া থেরাসনে উপবেশন করেন।

(২) ধর্ম ও বিনয়ের মধ্যে বিনয় কেন প্রথম সংগ্রহ করা হয় এই বিষয় লইয়া পরবর্তীকালে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। অর্থকথাকারগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, বিনয় বুদ্ধ শাসনের আয়ু স্বরূপ।[১] শাসনে বিনয়ধর

ততো মহাকস্সপো থেরাসনে নিসীদিত্বা আয়স্মন্তং উপালিং বিনয়ং পুচ্ছি : পঠমং আবুসো উপালি পারাজিকং কত্থ ভগবতা পঞ্ঞত্তং তি। বেসালিয়ং ভন্তে তি। কং আরব্ভা তি? সুদিন্নং কলন্দকপুত্তং আরব্ভা তি। কিস্মিং বত্থুস্মিং তি? মেথুনধম্মেতি।

অথ খো আয়স্মা মহাকস্সপো আযস্মন্তং উপালিং পঠমস্স পারাজিকস্স বত্থুং পি পুচ্ছি, নিদানং পি পুচ্ছি, পুগ্গলং পি পুচ্ছি, পঞ্ঞত্তিম্পি পুচ্ছি, অনু-পঞ্ঞত্তিম্পি পুচ্ছি, আপত্তিং পি পুচ্ছি, অনাপত্তিং পি পুচ্ছি। যথা চ পঠমস্স তথা দুতিয়স্স তথা ততিয়স্স তথা চতুত্থস্স পারাজিকস্স বত্থুং পি পুচ্ছি... পে......অনাপত্তিং পি পুচ্ছি, পুট্ঠো পুট্ঠো উপালি থেরো বিস্সজ্জেসি।" তথো ইমানি চত্তারি পারাজিকানি পারাজিকাকণ্ড নাম; ইদংতি সঙ্গহং আরোপেত্বা তেরস সংঘাদিসেসানি তেরসকং তি ঠপেসুং। দ্বে সিক্খাপদানি অনিয়তানীতি ঠপেসুং তিংস সিক্খাপদানি নিস্সগ্গীয় পাচিত্তিয়ানীতি ঠপেসুং। দ্বে নবুতি সিক্খাপদানি পাচিত্তিয়ানীতি ঠপেসুং। চত্তারি সিক্খাপদানি পটিদেসনিয়ানীতি ঠপেসুং পঞ্চসত্ততি সিক্খাপদানি সেখিয়ানীতি ঠপেসুং। সত্তধম্মে অধিকরণ সমথাতি ঠপেসুং। ... ... বিনয়সংগহাবসানে উপালি থেরো দন্ত কচিতং বীজনিং নিক্খিপিত্বা ধম্মাসনা ও রহিত্বা বুড্ঢে ভিক্খু বন্দিত্বা অত্তনো পত্তাসনে নিসীধি।"

[১] "বিনয় নাম বুদ্ধ সাসনস্স আয়ু।"

ভিক্ষু বর্তমান থাকিলে ধর্মের অন্তর্ধান হইলেও উহা পুনর্জীবিত করা সম্ভব হইবে। কিন্তু বিনয়ের অবর্তমানে বুদ্ধ শাসন জগতে বর্তমান থাকিতে পারে না। বিনয় সংকলনের ন্যায় সূত্রসংগ্রহের সময়ও মহাকাশ্যপ স্থবির থেরাসনে উপবিষ্ট হইয়া 'বহুসসুত' নামে কথিত আনন্দ স্থবিরকে[১] সূত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। আনন্দ ধর্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। কোন কোন সূত্র পর্যায়ক্রমে আবৃত্তি হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন।[২] থেরবাদ সম্প্রদায়ের মতানুসারে মহাকাশ্যপ যেভাবে আনন্দ স্থবিরকে সূত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করেন উহার কিছু নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

মহাকাশ্যপ : বন্ধু, আনন্দ। ব্রহ্মজাল সূত্র ভগবান কোথায় প্রথম দেশনা করেন?

আনন্দ : রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী অম্বলট্ঠিকার রাজাগারকে।

মহাকাশ্যপ : কাহাকে উপলক্ষ করিয়া?

আনন্দ : সুপ্রিয় ও ব্রহ্মদত্ত নামক পরিব্রাজকদ্বয়কে উপলক্ষ করিয়া।

১ থেরীগাথা, তিংস নিপাত,

"বহুস্সুতো ধম্মধরো কোসারক্খো মহেসিনো,
চক্খু সব্বসস লোকস্স অন্ধকারো তমনুদো।
গতিমন্তো সতিমন্তো ধীতিমন্তো চ যো ইসি,
সদ্ধম্মধারকো থেরো আনন্দ রতনাকরো।"

২ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থে যেভাবে পর্যায়ক্রমে সূত্রাবৃত্তির নমুনা দেওয়া হইয়াছে উহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

(১) ধর্মগুপ্তিয়—ব্রহ্মজাল, একোত্তর, দসোত্তর, সঙ্গীতি, মহানিদান, শক্রদেবেন্দ্র (দীর্ঘ), মধ্যম, একোত্তর, সংযুক্ত, জাতক, বৈপুল্য, অদ্ভুধর্ম, অবদান, উপদেশ, অর্থপদ, ধর্মপদ, পরায়ণ, এবং স্থবির গাথা (La de Councile Rajagrha, 187-195)।

(২) হৈমবতিক—দীর্ঘাগম, মধ্যমাগম, একোত্তরাগম, সংযুক্তাগম, ধর্মপদ, অর্থপদ, পরায়ণ, প্রভৃতি ও কোরও কতকগুলি উপদেশ এবং অভিধর্ম।

(৩) মহাসাঙ্ঘিক—দীর্ঘ, মধ্যম, সংযুক্ত, একোত্তর এবং ক্ষুদ্রক।

(৪) মহিসাসক—একোত্তর, দশোত্তর, মহানিদান, শক্র, সঙ্গীতি, ব্রহ্মজাল, কাশ্যপ, প্রভৃতি সূত্র দীর্ঘনিকায়ে এবং মধ্যম, সংযুক্ত, একুত্তর, এবং ক্ষুদ্রক (=Tsa-Tsang)।

মহাকাশ্যপ : কোন বস্তুতে ?

আনন্দ : বর্ণাবর্ণ উপলক্ষ করিয়া।

অতঃপর মহাকাশ্যপ স্থবির আয়ুস্মান আনন্দকে ব্রহ্মজাল সূত্রের নিদান, পুদ্গল প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। শ্রামণ্য ফল সূত্র সম্পর্কেও এই ভাবে প্রশ্ন করেন। আনন্দ স্থবির সমস্ত প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন। এই উপায়ে একে একে দীঘনিকায়, মধ্যম নিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, খুদ্দকনিকায় প্রভৃতি সংগৃহীত হয়। প্রথম চতুর নিকায় সংগৃহীত হওয়ার পর অবশিষ্ট বুদ্ধ বচনসমূহ খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আনন্দ তাঁহার প্রত্যুত্তরে প্রত্যেকটি সূত্রের সুন্দর ভূমিকা প্রদান করেন। এই ভূমিকাসমূহ শুধু সুন্দর নয় অর্থবহও বটে। বুদ্ধঘোষ তাঁহার সামন্ত পাসাদিকা[১] নামক অট্ঠকথায় প্রথম সঙ্গীতিতে গৃহীত সূত্রসমূহের সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। দীপবংসে বলা হইয়াছে যে, প্রথম সঙ্গীতিকারকগণ উপালি ও আনন্দ স্থবিরের নেতৃত্বে যথাক্রমে 'বিনয় ও ধর্ম' সংগ্রহ করিলেও সকলের সামগ্রিক প্রচেষ্টার ফলেই ইহা সম্ভব হয়।

এই সঙ্গীতির ব্যাপারে একটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেইটি হইল এই যে, সঙ্গীতিকারকগণ পৃথকভাবে কোথাও অভিধর্ম পিটকের উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তীকালে ইহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। অবশ্য থেরবাদী বৌদ্ধগণ মনে করেন যে, অভিধর্ম ধর্মের সহিত সংযুক্ত ছিল। পৃথকভাবে উল্লেখ না থাকিলেও এমন কিছু আসে যায় না। মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন।

১ "মহাকস্সপো আনন্দত্থেরং ধম্মং পুচ্ছি। ব্রহ্মজালং আবুসো আনন্দ কত্থ ভাসিতং তি? অন্তরা চ ভন্তে রাজগহং অন্তরা চ নালন্দং রাজাগারকে অম্বলট্ঠিকায়ং তি। কং আরব্ভা তি? সুপ্পিয়ঞ্চ পরিব্বাজকং ব্রহ্মদত্তঞ্চ মানবকং তি। কিস্মিং বত্থুস্মিং, বণ্ণাবণ্ণেতি।

অথখো আয়স্মা মহাকস্সপো আয়স্মন্তং আনন্দং ব্রহ্মজালস্স নিদানং পি পুচ্ছি, পুগ্গলংপি পচ্ছি। সামঞ্ঞফলং পনাবুসো আনন্দ কত্থ ভাসিতং তি? রাজগহে ভন্তে জীবকম্ববনে তি, কেন সদ্ধিংতি? অজাতসত্থুনা বেদেহিপুত্তেন সদ্ধিংতি। অথ খো আয়স্মা মহাকসসপো আয়স্মন্তং আনন্দং সামঞ্ঞফলস্স নিদানং পি পুচ্ছি, পুগ্গলং পি পুচ্ছি। এতেনেব ওপায়েন পঞ্চ পি নিকায়ে পুচ্ছি। পঞ্চ নিকায়া নাম দীঘনিকায়ো মজ্ঝিমনিকায়ো সংযুত্তনিকায়ো অঙ্গুত্তরনিকায়ো খুদ্দকনিকায়ো তি। তত্থ খুদ্দকনিকায়ো নাম চত্তারো নিকায়ে ঠপেত্বা অবসেসং বুদ্ধবচনং।"

আনন্দের দোষ স্বীকার

প্রথম সঙ্গীতিতে আনন্দের উপযোগিতাই সবচেয়ে বেশী ছিল সঙ্গীতি উদ্‌যাপনের জন্য, তিনি যথেষ্ট প্রয়াস স্বীকার করিয়াছেন। তবু তিনি দোষ মুক্ত ছিলেন না। তাঁহাকে কয়েকটি ব্যাপারে সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমাবধি আনন্দ অর্হত্বে উন্নীত না হওয়ায় কোন কোন ভিক্ষু আনন্দের সঙ্গীতিতে অংশ গ্রহণ করিবার উপযুক্ততা আছে কিনা এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে আনন্দ অর্হত্ব ফল লাভ করায় এই প্রকার দোষারূপ হইতে মুক্ত হন। তিনি সকলকে আশ্চর্যান্বিত করিয়া সঙ্গীতি মণ্ডপে প্রবেশ করেন। সঙ্গীতি অবসানেও তাঁহাকে নিম্নলিখিত-ভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়:

(১) আনন্দ 'ক্ষুদ্দকানুক্ষুদ্দক' শিক্ষাপদ কোনগুলি তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। সেই সময় আনন্দের প্রচুর অবসর থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়া উহার ব্যাখ্যা জানিয়া লন নাই। এইজন্য সংঘকে পরবর্তী কালে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

(২) আনন্দ নারীদের প্রতি অনুকম্পা করিয়া সর্বপ্রথমে মহাপরিনির্বাণ মঞ্চে শায়িত বুদ্ধকে প্রদর্শন করান। আনন্দের পক্ষে এরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই।

(৩) আনন্দ বুদ্ধের কাপড় সেলাই করিবার সময় উহা তাঁহার পা দিয়া মাড়াইয়াছিলেন।

(৪) তিনি মহাপজাপতি গোতমীর নেতৃত্বে মহিলাদের ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

(৫) তিনি বুদ্ধকে এক লক্ষ বৎসর জীবিত থাকিয়া পৃথিবীতে ধর্মপ্রচার করিবার জন্য অনুরোধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

উপরোক্ত দোষসমূহ যদিও ইচ্ছাকৃত নয় তথাপি আনন্দ নিজের বিনয় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য এবং সংঘের গৌরব বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে অভিযোগসমূহ স্বীকার করেন এবং যথাযথ উপায়ে 'আপত্তি দেশনা'

করেন। ভিক্ষুসংঘ আনন্দের সুনম্র ব্যবহার এবং ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জ্ঞাত হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ছন্নের বিচার

ছন্ন ছিলেন বুদ্ধের সারথী। সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমনের সময়ে তিনি বুদ্ধকে অনুসরণ করিয়াছিলেন।[১] পরবর্তীকালে ছন্ন বুদ্ধের শিষ্যভুক্ত হইয়া সংঘে যোগদান করেন। এই ভিক্ষুটি কেবলমাত্র পরুষভাষী ছিলেন না, স্বীয় দুর্ব্যবহারের দ্বারা প্রত্যেকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। প্রথম সঙ্গীতির অবসানে ভিক্ষুসংঘ তাঁহার উপর 'ব্রহ্মদণ্ড' প্রদান করেন। এই দণ্ডটি হইল সম্পূর্ণভাবে এক ঘরে করা। এইরূপভাবে সকলের নিকট পরিত্যক্ত হইয়া ছন্ন ভিক্ষু আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। তিনি অচিরে সমস্ত পার্থিব গ্লানি বিদূরিত করিয়া অর্হত্বে উন্নীত হন। ফলে তিনি আপনা হইতেই দণ্ডমুক্ত হন।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, হীনযান মহাযান বহু গ্রন্থে প্রথম মহাসঙ্গীতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তবুও আধুনিক কালের কোন কোন পণ্ডিত প্রথম সঙ্গীতি সম্পর্কীয় বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ওল্ডেনবার্গের মতে প্রথম সঙ্গীতির বিষয় সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কারণ নিকায়সমূহে সঙ্গীতির উল্লেখ থাকিলেও কোথায়ও ইহার কার্যক্রম সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হয় নাই।[২] প্রফেসর ফিনটের মতে চুল্লবগ্গ[৩] ও দীঘনিকায়ে[৪] যেখানে সঙ্গায়নের বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা মূলতঃ একই স্থানে সন্নিবেশিত ছিল (অর্থাৎ চুলবর্গে)। পরে উহা পৃথক পৃথক গ্রন্থে লিখিত হয়। লা. ভেলী পৌসিনের মতে ওল্ডেন বার্গের মন্তব্য পূর্ব সংস্কার প্রসূত। আই. পি. মিনায়েফ্ এই সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সঙ্গীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আনন্দ ও ছন্নের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা। কিন্তু এমন সময়ে সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যখন বিনয়ের নিয়মসমূহ পুরাপুরি যথাযথভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় নাই। কালক্রমে পাতিমোক্ষ আবৃত্তি সভাও ইহার সহিত সংযুক্ত

১ নিদানকথা পৃঃ ৬২-৬৪

২ দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, ১৬; I. H. Q., (VII 1923), পৃঃ ২৪১-৪৬

৩ চুল্লবগ্গ, একাদশ অধ্যায়।

৪ দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৪।

করা হয়। ইহা ছাড়াও ধর্ম ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্পর্কীয় কিছু বিষয়ে উপস্থিত ভিক্ষুদের মধ্যে আলোচনা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমাদের মতে সঙ্গীতি প্রথমতঃ পাতিমোক্ষ সভার আকারে আরম্ভ হইলেও উহার কার্যাবলী কেবল বিনয়ের নিয়মসমূহ আবৃত্তি এবং পারস্পরিক দোষ স্বীকারের (দেসনা) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। খুব সম্ভবতঃ 'ক্ষুদ্রকাণুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ' সম্পর্কেও দীর্ঘ আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। মহাপরিনির্বাণ সূত্রের আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

অতএব, পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে ইহা অনুমান করা ভুল হইবে না যে, বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে একটি বৃহৎ পাতিমোক্ষ সভা সংঘটিত হয়। উহাতে বিনয় সম্পর্কীয় 'খুদ্দানুখুদ্দ সিক্খাপদ' ছাড়াও বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্ম ও বাণী সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রথম সঙ্গীতির ঐতিহাসিকত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করার অতীত। ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য। ইহা কাল্পনিক নয়। ওল্ডেন বার্গের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই সমস্ত কারণ বিবেচনা করিয়া ডক্টর নলীনাক্ষদত্ত বলেন, 'খুদ্দাণুখুদ্দ' শিক্ষাপদ কি স্থির করিবার জন্যই প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন বসে। কারণ মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন যে, ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করিলে 'ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ' পরিবর্তন করিতে পারে। এই বিষয় লইয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রবল মতভেদের সূত্রপাত হয়। মহাকাশ্যপ স্থবির ইহা এড়াইবার জন্য প্রধান প্রধান ভিক্ষুদের লইয়া একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। এই সভার সিদ্ধান্তসমূহ উপালি স্থবিরের দ্বারা অনুমোদন বা আবৃত্তি করাইয়া লন। কারণ জীবিতাবস্থায় বুদ্ধ উপালিকেই বিনয়ধর ভিক্ষুদের অগ্রগণ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।"

দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি ॥

দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির ঐতিহাসিকত্ব সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে কোন মতদ্বৈধতা নাই। সকল সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণই ইহাতে একমত। ইহা বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে রাজা কালাশোকের রাজত্বকালে বৈশালীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় মগধের রাজধানী বৈশালীতে ছিল কিনা বলা কঠিন। তবে এই ব্যাপারে সকলেই একমত যে রাজা কালাশোকের

আসলে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। পুরাণ ও সিংহলী কিম্বদন্তী অনুসারে শৈশুনাগের পরেই কালাশোক[১] মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহাবংস মতে প্রথম সঙ্গীতি সাত মাস এবং দ্বিতীয় সঙ্গীতি আট মাস স্থায়ী হইয়াছিল[২] এবং সাতশত অর্হৎ ভিক্ষু দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতি কারক সমস্ত ভিক্ষুই ত্রিপিটকে পারগু ছিলেন।[৩]

সঙ্গীতি উদ্‌যাপনের প্রথম কারণ হইল এই যে বজ্জী পুত্রিয় কতিপয় ভিক্ষু বিনয়ের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অন্যায়ভাবে চলাফেরা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শুধু তাহা নয় তাঁহারা অপরাপর বিনয় ধর ভিক্ষুদেরও ঐ ব্যাপারে তাঁহাদের সমর্থন জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। স্থবির যস কাকন্দকপুত্র বর্জী ভিক্ষুদের এইরূপ আচরণের প্রতিবাদ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে ঐরূপ গর্হিত কাজ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ধার্মিক

১ কাব্যমীমাংসায় (৩য় সংস্করণ, পৃ. ৫০) কালাশোক সম্পর্কে বহু চমৎকার গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তিনি তাঁহার অন্দরমহলে তালব্য বর্ণের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পুরাণে উল্লেখ আছে শৈশুনাগের পর 'কালাশোক' বা 'কাকবর্ণ' মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। যেকবী, গাইগার ও ভাণ্ডারকারের মতে 'কাকবর্ণ' ও 'কালাশোক' একই ব্যক্তি ছিলেন। অশোকাবদানে মুণ্ডের পরে কাকবর্ণের উল্লেখ আছে। উহাতে কোথাও কালাশোকের উল্লেখ করা হয় নাই (দিব্যাবদান, ৩৬৯; মহাবংস, পৃ. (XII)। তাঁহার রাজত্বের সর্বপ্রধান ঘটনা হইল দুইটি: একটি পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তর এবং অপরটি দ্বিতীয় সঙ্গীতির অনুষ্ঠান। হর্ষচরিতে (কে. পি. পেরেরের সংস্করণ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯১৮, পৃ ১৯৯) কালাশোকের শোচনীয় মৃত্যুর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, কাকবর্ণ শৈশুনাগ নগরের মধ্যবর্তী রাস্তায় ঘাতকের চুরিকাঘাতে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দশটি পুত্র পর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারা হইলেন ভদ্রসেন, করণ্ডবর্ণ, মঙ্গুর, সর্বঞ্জয়, জলিক, উভক, সঞ্জয়, কৌরব্য, নন্দিবর্ধন, ও পঞ্চমক (দীব্যাবধান, পৃ. ৩৬৯)।

২ মহাবংস, IV. তারানাথ: History of Buddhism, পৃ. ৪১; দীপবংস, IV-V.

৩ মহাবংস, IV.

"পুব্বে কতং তথা এব ধম্মং পচ্ছা ব ভাসিতং,
আদায় নিট্‌ঠপেসুং তং এতং মাসেহি অট্‌ঠহি।
এবং দুতিয় সঙ্গীতিং কত্বা তে পি মহাযসা,
থেরা দোসক্খয়ং পত্তা, পত্ত কালেন নিব্বুতিং।"

লোকদিগকে আহ্বান করিলেন। বজ্জী ভিক্ষুরা ইহা জানিতে পারিয়া যস স্থবিরকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ঐরূপ অপবাদ করিতে বারণ করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার বিনয় বহির্ভূত আচরণের জন্য উপাসক উপাসিকাদের নিকট দোষ স্বীকার করেন। বজ্জীভিক্ষুগণ যস স্থবিরেরকে' 'পটিসারনীয় কম্ম' নামক দণ্ড প্রদান করেন। যস স্থবির অপরাধী ভিক্ষুদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বৈশালীবাসী গৃহীদের নিকট অধর্মের হাত হইতে ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য আবেদন জানাইলেন। ইহাতে বজ্জী ভিক্ষুরা আরও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যস স্থবিরের উপর 'উকেখপনীয় দণ্ডকর্ম' আরোপ করিলেন। ইহার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে যস স্থবিরকে সংঘ হইতে বহিষ্কার করা হয়। ফলে সংঘ দুইভাগে বিভক্ত হয়। বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষুগণ যে সকল নিয়ম ভঙ্গ করেন ঐগুলিকে একত্রে 'দসবথূনী' বলা হইত। নিয়মগুলি :

(১) **সিঙ্গিলোণ কপ্‌প**— মহিষের সিং-এ করিয়া লবণ বহন করা ৩৭নং পাচিত্তিয়া নিয়মানুসারে ভিক্ষুদের খাদ্যদ্রব্য 'সন্নিধি' বা জমা করিয়া রাখা চলে না।

(২) **দ্বঙ্গুল কপ্প** — সূর্যের ছায়া দুই আঙ্গুল অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও খাদ্য গ্রহণ করা। ইহা দ্বারা প্রকাশ করা হয় যে, ভিক্ষুগণ শুধু পূর্বাহ্নে খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে তাহা নহে সূর্যের ছায়া দুই আঙ্গুল হেলাইয়া গেলেও খাদ্য গ্রহণ করা যায় কিন্তু ভিক্ষু পাতিমোক্ষের নিয়মানুসারে দিবা মধ্যাহ্নের পর ভিক্ষুরা কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিতে পারেন না।

(৩) **গামান্তরকপ্‌প**—গ্রামে একই দিনে দ্বিতীয়বার আহার গ্রহণ করা। এই নিয়মের দ্বারা ভিক্ষুদের গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের অসুবিধা বিবেচনায় খাওয়া দাওয়ার নিয়ম শিথিল করা হয়। কিন্তু ইহা পাতিমোক্ষের ৩৫নং পাচিত্তিয়ার নিয়মের ব্যতিক্রম। ভিক্ষুদের এইরূপ করা বিধেয় নহে।

(৪) **আবাস-কপপ**—এই নিয়মের দ্বারা উপোসথাগারের বাহিরে বিহারের অন্যান্য কোন স্থানে উপোসথ, পবারণা, উপসম্পদা, মানত্ত, আবোন প্রভৃতি কর্ম সম্পাদন করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। ভিক্ষুগণ কোন অসুবিধা না থাকিলে উপোসথাগারেই তাঁহাদের বিনয় কর্ম করিতে পারেন। উপোসথাগারের বাহির বিনয় কর্ম সম্পাদন করিলে 'সীমা ও আবাস' সম্পর্কীয় নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়।

(৫) **অনুমতি-কপপ**—সাময়িকভাবে (Provisionally) কোন নিয়ম গ্রহণ করার পরে সংঘের অনুমতি লওয়া। ইহার দ্বারা কোন ব্যক্তি বিশেষকে সংঘের অনুমতি ব্যতিত কাজ করিবার অধিকার দেওয়া হয়। সাধারণ অবস্থায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংঘ সভার অনুমতি ব্যতিত কোন নিয়মের রদ বদল করা যায় না। কোন কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে হইলেই পূর্ব থেকেই সংঘের অনুমতি লইতে হয়। পরে লইলে হইবে না। 'অনুমতি কপ্পে'র প্রধান সংঘ নিয়ম ভঙ্গ করা হয়।

(৬) **আচিন্ন-কপ.প**—চিরাচরিত নিয়ম পালন করা। বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে বলিয়া উহা বিনয়সম্মত না হইলে কখনও গ্রহণ করিবার পদ্ধতি নাই। কেবল প্রচলিত নিয়ম হইলে চলিবে না। উহা ধর্ম ও বিনয় সম্মত হওয়া চাই।

(৭) **অমথিত-কপপ**—বিকালে ঘোল ভক্ষণ করা। ইহার দ্বারা প্রকাশ পায় যে, ভিক্ষুরা এমনকি বিকালেও ঘোল প্রভৃতি তরল খাদ্য ভক্ষণ করিতে পারেন। কিন্তু ভিক্ষু পাতিমোক্ষের ৩৫ নম্বর পাচিত্তিয়ায়[১] বলা হইয়াছে যে, ভিক্ষুরা মধ্যাহ্নের পর পঞ্চবিধ ভোজ্য বস্তুর মধ্যে যে কোনটির এক বিন্দু পরিমাণ ভক্ষণ করিলেও পাচিত্তিয়া আপত্তি হয়।

(৮) **জলোগিং পাতুং**—তাড়ি পান করা। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করিলে তালবৃক্ষ হইতে প্রস্তুত মদ্য বা তাড়ি সেবন করিতে পারে। পাতিমোক্ষের ৫১নং পাচিত্তিয়ায় কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।[২]

(৯) **অদসকং নিসীদনং**—ঝুল যুক্ত কম্বল ব্যবহার। ইহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভিক্ষুরা ইচ্ছা করিলে ঝুল যুক্ত রেশমী কম্বলও ব্যবহার করিতে পারেন। ভিক্ষু পাতিমোক্ষের ৮৯নং পাচিত্তিয়ায় ভিক্ষুদের আস্তরণ

১ "যো পণ ভিক্খু ভুত্তাবী পবারিতো অনতিরিত্তং খাদনীয়ং বা ভোজনীয়ং বা খাদেয্য বা ভুঞ্জেয্য বা পাচিত্তিয়ন্তি।"

২ "সুরা মেরয় পানে, পাচিত্তিয়ন্তি।"

প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।[১] এই প্রণালী বহির্ভূত আস্তরণ তৈরী করিলে ভিক্ষুদের আপত্তিগ্রস্ত হইতে হয়।

(১০) জাতরূপ রজতং—সোনা, রূপা অথবা টাকারূপে ব্যবহৃত কোন কিছু গ্রহণ করা। ভিক্ষুগণ কোন জাতরূপ রজত গ্রহণ করিতে পারেন না। গ্রহণ করিলে পাতিমোক্ষের ১৮নং নিস্সগ্গিয় নিয়ম ভঙ্গ করা হয়।

উপরোক্ত দশ প্রকার নীতি ভঙ্গ করিয়া বজ্জী ভিক্ষুগণ লোকের মধ্যে বিচরণ করিতেছিল। চুল্লবর্গে বলা হইয়াছে যে, যস স্থবির প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন ভিক্ষুরা এই রূপ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া চলিতে পারে না। তিনি ক্রমে ক্রমে চতুর্দিকে বিনয়ী ভিক্ষুদের নিকট খবর পাঠাইলেন। অবন্তী ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের ভিক্ষুরা একত্রিত হইয়া উৎপত্তি স্থলেই-বিবাদের মীমাংসা করিবার জন্য মত প্রকাশ করিলেন। অন্যান্য স্থানের-ভিক্ষুরাও যস স্থবিরের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সহানুভূতি সূচক পত্রপ্রদান করিয়া সংঘের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইলেন।

সেই সময় মহামান্য সম্ভূত সানবাসী অহোগঙ্গ পর্বতে অবস্থান করিতে-ছিলেন। তিনি মহাতার্কিক ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি দশ বত্থুনী সম্পর্কে যস স্থবিরের মন্তব্যে আস্থা জ্ঞাপন করেন। এই সময় পশ্চিম-ভারতে ৬০জন গণ্যমান্য ভিক্ষু অহোগঙ্গ পর্বতে যাইয়া সম্ভূত সানবাসীর সহিত সাক্ষাত করেন। দক্ষিণ-ভারতেরও ৮৮জন ভিক্ষু তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। উপস্থিত সমস্ত ভিক্ষুরা এই ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করেন। তাঁহারা সমস্বরে বলিলেন যে, 'দশ বত্থুনী' বিষয়ে একটা মীমাংসা না হইলে ভবিষ্যতে শাসনের সমূহ ক্ষতি সাধিত হইতে পারে। তাঁহারা সানবাসীর পরামর্শে সকলে মহামান্য রেবত মহাস্থবিরের সহিত সাক্ষাত করেন। রেবত স্থবির সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া যস কাকন্দপুত্রের পক্ষে রায় প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, 'দশ বত্থুনী' বিনয়সম্মত নয়। বজ্জী ভিক্ষুগণের ইহা পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

---

১ "নিসীদন পন ভিক্খুনা কারয়মানেন পমানিকং কারেতব্বং, তত্রিদং পমানং—দীঘসো দে বিদত্থিযো সুগতবিদত্থিয়া, তিরিয়ং দিযড্ঢং দসা বিদত্থি; তং অতিক্কাময়তো ছেদনকং, পাচিত্তিযন্তি।"

এই সময় বর্জী ভিক্ষুরা ও অলসভাবে বসিয়া থাকেন নাই। তাঁহারাও নিজেদের পক্ষে লোক সংগ্রহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাঁহারা রেবত স্থবিরকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। রেবত স্থবির অবস্থার গুরুত্ব উপলব্দি করিয়া তাঁহাদের সেই উপঢৌকন ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তৎপর বর্জী পুত্রিয় ভিক্ষুগণ রেবত স্থবিরের শিষ্য উত্তরের সাহায্য পাইবার আশা করিয়াও ব্যর্থ মনোরথ হইলেন। ইহার পর উপস্থিত ভিক্ষুবৃন্দ রেবত স্থবিরের পরামর্শে বৈশালীতে যাইয়া বিবাদের মীমাংসা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদের পরামর্শানুসারে সাত শত অর্হৎ ভিক্ষু বৈশালীর বালুকারাম বিহারে[১] সমবেত হইলেন। সেই খানে দুইপক্ষের ভিক্ষুদের মধ্যে বহু প্রকার বিষয় লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে আটজন ভিক্ষু লইয়া একটি কার্যকারক সভা গঠিত হয়। পূর্ব ভারতীয় ৪জন এবং পশ্চিম ভারতীয় ৪জন ভিক্ষু ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। মহাবংশে নিম্নলিখিতভাবে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে যথা—সব্বকামী, সাল্‌হ, খুজ্জসোভিত, বসভ (এই চারজন প্রাচীনকা) এবং রেবত, সম্ভূত সানবাসী, যস কাকন্দক পুত্ত এবং সুমন (এই চারিজন পাবেয়্যকা)।[২] এই আটজন মহাপণ্ডিতদের দ্বারা গঠিত কারক সভায় 'দস বত্থূনী সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়। অবশেষে সর্বসম্মতভাবে 'দসবত্থূনী' অবিনয় সম্মত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তৎপর সর্বজন সমক্ষে পুনরায় সমস্ত বিষয় সর্বসম্মতিক্রমে আলোচিত হইবার পর 'দস বত্থূনী' অবিনয়

১ মহাবংস, চতুর্থ অধ্যায়,
"পভিন্নবাদিঞাণানং পিটকত্তযধারিনং,
সতানি সত্ত ভিকখূনং অরহন্তানং উচ্চিনি।
তে সব্বে বালিকারামে কালাসোকেন রক্‌খিতা,
রেবতথের পামোক্‌খা অকরুং ধম্মসঙ্গহং।"

২ "সব্বকামী চ সাল্‌হো চ খুজ্জ সোভিতনামকো,
বসভ গামিকো চাতি থের পাচিনকা ইমে।
রেবত সান সম্ভূত যসো কাকন্দক ব্রহ্মো,
সুমনো চাতি চত্তারো থের পাবেয়্যকা ইমে।"

সম্মত বলিয়া গৃহীত হয়। চুলবগ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে সব্বকামী সঙ্গীতি সভায় ধর্মাসন অলঙ্কৃত করেন এবং রেবত স্থবির সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া সঙ্গায়নের কার্য পরিচালনা করেন। প্রথম মহাসঙ্গীতির অনুকরণে সমস্ত কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।[১]

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বর্জীপুত্রিয় ভিক্ষুদের আচরণের সমালোচনা করা হয় এবং 'দস বত্থুনী' বিনয় সম্মত নহে বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। চুল্লবর্গ ও সিংহলী ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। দীপবংস[২] ও মহাবংস[৩] উভয় গ্রন্থে স্বীকার করা হইয়াছে যে, রাজা কালোশোকের আমলেই সঙ্গীতি সমাপ্ত হয় এবং রাজা নিজে প্রথমতঃ বর্জী ভিক্ষুর পক্ষভুক্ত থাকিলেও পরে সঙ্গীতিকারকদের প্রতি

১ সামন্তপাসাদিকায় (Introduction) নিম্নলিখিতভাবে সঙ্গীতির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে : "তেসং মজ্জে আয়স্মতা রেবতেন পুট্ঠেন সব্বকামীথেরেন বিনয়ং বিস্সজ্জেন্তেন তানি দসবত্থুনি বিনিচ্ছিতানি অধিকরণং বূপসমিতং। অথ থেরা পুন ধম্মং চ বিনয়ং চ সঙ্গায়িস্সামা'তি তিপিটক ধরে পত্তপটিসম্ভিদে সত্তসতে ভিকখু উচ্চিনিত্বা বেসালিয়ং বালুকারামে সন্নিসীদিত্বা মহাকস্সপথেরেন সঙ্গায়িত-সদিসং এব সব্বং সাসনমলং সোধেত্বা পুন পিটকবসেন নিকায়বসেন অঙ্গবসেন ধম্মক্খন্ধবসেন চ সব্বং ধম্মং চ বিনয়ং চ সঙ্গায়িংসু। অযং সঙ্গীতি অট্ঠহি মাসেহি নিট্ঠিতা, যা লোকে,—

সতেহি সত্তহি কতা তেন সত্তসতা তি চ ;
পুব্বে কতং উপাদায় দুতিয়া তিচ বুচ্চতী'তি
সা পনায়ং—যেহি থেরেহি সঙ্গীতা সঙ্গীতি তেসু বিস্সুতা
সব্বকামী চ সাল্হো চ রেবতো খুজ্জ সোভিতো,
যো সো চ সানসম্ভূতো এতে সদ্ধিবিহারিকা,
থেরা আনন্দথেরস্স দিট্ঠপুব্বা তথাগতং।
সুমনো বসভগামী চ ঞেয়্যা সদ্ধিবিহারিকা,
দ্বে ইমে অনুরুদ্ধস্স দিট্ঠপুব্বা তথাগতং।
দুতিয়ে পন সঙ্গীতো যেহি থেরেহি সঙ্গহো,
সব্বে পি পন্নভারা তে কতকিচ্চা অনাসবাতি।
অয়ং দুতিয়সঙ্গীতি।"

২ দীপবংস, ভাণবার ৫।

৩ মহাবংস, ষষ্ঠ অধ্যায়, গাথা নং ১৭, ১৮, ১৯।

আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং সঙ্গীতিতে উপস্থিত সকল ভিক্ষুদের সেবা শুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। দীপবংসে উল্লেখ আছে, দুই দলের মধ্যে এক দল সঙ্গীতির সিদ্ধান্ত পুরাপুরি মানিয়া লইতে পারেন নাই। পক্ষ বহির্ভুত ভিক্ষুরা সংখ্যায় দশ হাজার। তাঁহারা পুনরায় অপর একটি সঙ্গীতির অনুষ্ঠান করেন। দুঃখের বিষয়, এখনও আমরা ঐ সঙ্গীতি সম্পর্কে কোন কিছু জানিতে পারি নাই।

তিব্বতী ও চৈনিক তথ্যানুযায়ী দ্বিতীয় সঙ্গীতির বিবরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। বসুমিত্রের রচিত গ্রন্থই তিব্বতী ও চীনাভাষায় অনূদিত হয়। ঐ সকল বিবরণ হইতে জানা যায় যে, মহাদেবের পঞ্চনীতির জন্যই ভিক্ষুরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, মহাদেব প্রথমাবস্থায় মথুরার এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। পাটলি পুত্রে যাইয়া সংঘভুক্ত হইবার পরে তিনি রাজার অনুগ্রহ লাভ করেন। তাঁহার প্রবর্তিত নীতিসমূহ: (১) অর্হতেরা ধর্মবিনয় সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত নাও হইতে পারেন। (২) অসতর্ক অবস্থায় অর্হতেরা অন্যায় করিতে পারেন। (৩) নিজের অজ্ঞাতসারেও অর্হৎ হইতে পারে। (৪) কোন গুরুর সাহায্য ছাড়া কেহ অর্হত হইতে পারে না। (৫) উদান আবৃত্তির মাধ্যমে মার্গ ফল লাভ করা যায়।[১]

উভয় তথ্যানুসারে ইহা সত্য যে, তথাগতের পরিনির্বাণের এক শত বৎসর পরেই দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। ভিক্ষুরা দুইদলে বিভক্ত হইয়াছিল: স্থবিরবাদী ও মহাসাঙ্গিক। স্থবিরবাদীদের গৃহীত সিদ্ধান্ত মানিয়া না লওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী ভিক্ষুদের সংঘ হইতে বহিষ্কার করা হয়। এই বহিষ্কৃত ভিক্ষুরা সংখ্যায় অনেক। ইহারা যে সঙ্গীতি আহ্বান করেন উহার নাম 'মহাসঙ্গীতি'। বহিষ্কৃত ভিক্ষুদের মতে তাঁহাদের কৃত সঙ্গীতি 'ধর্ম-বিনয়' সম্মত।

দল বহির্ভূত ভিক্ষুরা শুধু নিজেদের জন্য পৃথক সঙ্গীতি করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তাঁহারা নিজেদের সংঘকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্নের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা প্রথম সঙ্গীতিতে গৃহীত বহুনীতিকে

১ কথাবত্থু, ২য় অধ্যায়, ১-৪; একাদশ অধ্যায়, ৪; *Varities of Religions Experience,* PP. 382-391.

বাদ দিয়া অপর কতকগুলি নীতিকে বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ের অর্ন্তভুক্ত বলিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহারা প্রথম সঙ্গীতিতে গৃহীত 'পরিবার,' 'অভিধর্ম,' 'পটিসম্ভিদামার্গ,' 'নিদান' এবং জাতকের কিছু অংশকে[১] বুদ্ধের নীতি নহে বলিয়া ঘোষণা করেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের মতে মহাসাঙ্ঘিকদের পৃথক ত্রিপিটক ছিল। তিনি নিজেও দক্ষিণ ভারতীয় দুইজন পণ্ডিতের নিকট মহাসাঙ্ঘিক অভিধর্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং মহাসাংঘিক ত্রিপিটকের ১৫ খানি গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। অমরাবতির পুরাতাত্বিক নিদর্শন হইতেও মহাসাংঘিক ত্রিপিটকের পরিচয় মিলে। যে সমস্ত স্থানে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির বিবরণ পাওয়া যায়, সেইগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় :

(১) বিনয় চুলবর্গ, মহাবংশ, দীপবংশ বুদ্ধঘোষের অর্থ কথা, (২) বিনয় ক্ষুদ্রবস্তু, বিনীতদেব, বসুবন্ধু ও ভাব্য প্রভৃতির রচনায় দ্বিতীয় সঙ্গীতির বিবরণ পাওয়া যায় (৩) চৈনিক পরিব্রাজকদের (ফা-হিয়েন, হুয়ান ছোয়াঙ, ই-সিং) ভ্রমণ কাহিনীতে দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। উপরোক্ত তিন প্রকার উৎসের মধ্যে প্রথমটিতে ইহাই বলা হইয়াছে যে, বর্জী ভিক্ষুদের 'দস বথূনী' বিষয়ক আলোচনার সূত্র হইতে দুই দল ভিক্ষুর মধ্যে মতবিরোধ আরম্ভ হয়। ঐ মত বিরোধ দূর করিবার জন্যই দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন বসে। দ্বিতীয় প্রকার তথ্যমতে মহাদেবের 'পঞ্চ নীতিই (dogma) দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহূত হইবার মূল কারণ। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হি-য়েনের মতে উপরোক্ত দুই প্রকার কারণেই সঙ্গীতির অধিবেশন আহূত হয়। সঙ্গীতির পর্যায়-ক্রমসমূহ নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। মহাদেবের পূর্বে অর্থাৎ কালাশোকের রাজত্বের প্রারম্ভে কতকগুলি বিনয় সম্পর্কীয় নীতি লইয়া প্রথমে ভিক্ষুদের মধ্যে মতভেদের সূত্রপাত হয়। ইহার

১ বর্তমান পণ্ডিতদের মধ্যেও কেহ এই কয়টি পুস্তক সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও মতে 'পরিবার' গ্রন্থটি পরবর্তীকালে সিংহলী লেখকেরা ত্রিপিটক ভুক্ত করিয়া লন। চুলবর্গে যেখানে সঙ্গীতির বিবরণ আছে, তথায় অভিধর্ম পিটকের উল্লেখ নাই। নিদ্দেস, পটিসম্ভিদামার্গ এবং জাতকের কিয়দংশকে ত্রিপিটকভুক্ত করা যাবে কিনা এই বিষয়ে পণ্ডিতেরা এখনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

কিছুদিন পরে (সম্ভবতঃ পাঁচজন নন্দ রাজাদের সময়ে) মহাদেব পঞ্চনীতি উহার সহিত জড়িত হয়। কেবল পালি ত্রিপিটক ও উহার অর্থ কথায় দস বথুনীর বিষয় জানা যায়। চৈনিক ও তিব্বতী গ্রন্থে এবং বসুমিত্রের রচনায় মহাদেবের পঞ্চনীতির বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা ভুল হইবে না যে, 'দস বথুনী' যেহেতু বিনয় সম্পর্কীয় সম্ভবতঃ সেই কারণেই থেরবাদী বৌদ্ধগণ উহার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। অপর পক্ষে বসুমিত্র ও অন্যান্য লেখকগণ দার্শনিক বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই বৈশালী ভিক্ষুদের বিনয় সম্পর্কীয় 'দস-বথুনী'র উল্লেখ করেন নাই। চৈনিক পরিব্রাজকগণ প্রধানতঃ ভ্রমণ-কারী হওয়ায় ধর্ম ও বিনয় উভয় প্রকার বিষয়কেই সঙ্গীতি উদ্‌যাপনের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মতে বিনয় বহির্ভূত দশটি নীতি বিনয়ান্তর্গত করিবার জন্যই প্রধানতঃ ভিক্ষুদের মধ্যে মতভেদের সূত্রপাত হইলেও পরে ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কীয় কিছু বিষয়ও উহার সহিত জড়িত হয়।

সঙ্গীতির ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে, ঝগড়ার মূল কারণ প্রথম সঙ্গীতিতেই নিহিত ছিল। তিব্বতী দুলবা মতে গবম্পতি প্রথম সঙ্গীতির সিদ্ধান্ত মানিয়া লন নাই।[১] বুদ্ধ নিজেও বিবাদ পরায়ণ ভিক্ষু-দের কিছুতেই শান্ত করিতে পারেন নাই। এক দল ভিক্ষু প্রায়ই সংঘের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া চলিতেন। তাঁহারা কোন প্রকার বিধিবদ্ধ নিয়ম পালনে ইচ্ছুক ছিলেন না। এই কারণে বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে ক্ষুদ্রানু-ক্ষুদ্র শিক্ষাপদ প্রভৃতি লইয়া ভিক্ষুদের মধ্যে দলাদলির সুত্রপাত হয়। অবশেষে ইহা ঘনিভূত হইয়া ধর্ম ও বিনয় লইয়া সংঘে বহু প্রকার মতদ্বৈধতা বিরাজ করে। ফলে সংঘ বিভক্ত হইয়া পড়ে। বৈশালীর বজ্জী পুত্রিয় ভিক্ষু-দের কার্যকলাপের দ্বারাই সংঘ সর্বপ্রথম দুই ভাগে বিভক্ত হয়। কোন্দল প্রিয় ভিক্ষুরা সংঘে নানা প্রকার বিবেদ সৃষ্টি করে। এই প্রকারে সংঘে দল ও উপদলের উদ্ভব হয়। বুদ্ধ পরিনির্বাণের তিন শতাব্দীর মধ্যেই সংঘ ১৮ নিকায়ে বিভক্ত হয়। দ্বিতীয় সঙ্গীতির পরেই সংঘ সর্বপ্রথম

১ JRAS, 1892-93; *Beal*: Fa-Hien, pp. 95-98.

থেরবাদী ও মহাসাঙ্ঘিক[১] এই দুই নিকায়ে বিভক্ত হয়। কালক্রমে থেরবাদ সংঘে ১১টি এবং মহাসাংঘিক সংঘে ৭টি উপদলের উদ্ভব হয়। পরবর্তী কালে এই দলসমূহ প্রত্যেকে পৃথক পৃথক নিকায়রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তিব্বতী সূত্রে প্রত্যেকটি নিকায়ের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়।

॥ তৃতীয় বৌদ্ধমহাসঙ্গীতি ॥

পালি সাহিত্য ও বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাস রচনার জন্য 'তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীত'র মূল্য অত্যধিক। ইহাতে শুধু বিবিধ প্রকার বিনয় সম্পর্কীয় মতভেদের বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা নহে, 'কথাবথু' নামক মূল্যবান একটি গ্রন্থ রচনার পটভূমিকাও তৈরী হয়। কথাবথু গ্রন্থে বৌদ্ধ দর্শনের বহু মূল্যবান তত্ত্ব প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচিত হয়। অশোকের সাঁচী, কোশাম্বী ও সারানাথ এই তিনটি স্তম্ভে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে মতভেদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই সংগীতির অপর একটি ফলশ্রুতি হইল এই যে, ইহার অব্যবহিত পরই বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য দেশবিদেশে ভিক্ষু সংঘ প্রেরিত হয়।[২] যে সমস্ত দেশে প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল উহাদের মধ্যে মধ্য-এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন আহবান অশোকের রাজত্বের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কলিঙ্গ যুদ্ধের বিভীষিকা দর্শনে সম্রাট অশোকের অন্তরে

১ খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়সমূহে বিভক্ত হয়: একব্যোহারিক, লোকুত্তবাদিন, কুকুতিক, বহুশ্রুতিক, প্রজ্ঞপ্তিবাদী, শৈল, চেতিয়বাদী (চৈত্যক)। তিব্বতী কাজুরে প্রদত্ত তালিকায় কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ভাষ্যের মতে প্রথমতঃ স্থবিরবাদ ও মহাসাঙ্ঘিক এই নিকায়ে বিভক্ত হয়। স্থবিরবাদীরা পরে নিম্নলিখিত উপদলে বিভক্ত হয়: স্থবির অথবা হৈমবত, সর্বাস্তিবাদ, বৈবদ্যবাদী, হেতুবাদী, (মরুত্তক), বাৎসিপুত্রিয়, ধর্মোত্তরিয়, ভদ্রযানীয়, সম্মিতিয় (অবন্তক অথবা কুরুকুল্লক), মহিসাসক, ধর্মগুপ্তিয়, সধর্মবর্ষক, (কাশ্যপিয়), উত্তরিয় (সংক্রান্তিবাদী)। মহাসাংঘিক সম্প্রদায় নিম্নলিখিত উপদলসমূহে বিভক্ত হয়: মহাসাংঘিক, একব্যোহারিক, লোকুত্তরবাদী, বহুশ্রুতিক, প্রজ্ঞপ্তিবাদী, চৈত্তক, পূর্বশৈল এবং অপরশৈল। (জগজ্জ্যোতি, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা)।

২ মহাবংস, দ্বাদশ অধ্যায়, *Rock Ediet,* XIII, সামন্তপাসাদিকা, ভূমিকা।

যে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল উহাই কালক্রমে তাঁহাকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছিল। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তিনি নিগ্রোধ শ্রামণের দ্বারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ করেন।

তৃতীয় সঙ্গীতির অধীবেশন আহবান অশোকের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কলিঙ্গ যুদ্ধের বিভীষিকা দর্শনে আশোকের মনে যে আলোড়নের সূত্রপাত হয় উহাই কালক্রমে তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে।[১] ইহার অব্যবহিত পরে নিগ্রোধ শ্রামণের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। নিগ্রোধ শ্রামণের সৌম্য ব্যবহার তাঁহাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। তিনি তাঁহাকে গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রমণ অন্যকোন ভিক্ষুর অনুপস্থিতি জ্ঞাত হইয়া একেবারে রাজ-সিংহাসনে যাইয়া উপবেশন করেন।[২] ইহাতে সম্রাট নিগ্রোধ শ্রামণের মাহাত্ম্য অধিকতরভাবে উপলব্ধি করেন এবং নিজের সর্বস্ব ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। ইহার পর হইতে অশোক বৌদ্ধ সংঘের হিত-সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ষাট হাজার ভিক্ষুর নিত্য আহারের ব্যবস্থা করেন। দেশে বহু সংঘারাম ও বিহার নির্মাণ করান। সিদ্ধার্থ কুমারের জীবনের সহিত জড়িত সমস্ত তীর্থস্থান সমূহ পরিদর্শন করিয়া প্রত্যেকটি স্থানে বিশালকায় স্তূপ নির্মাণ করাইয়া উহাতে শিলালিপি ক্ষোধিত করাইয়া দেন। ঐ সমস্ত শিলালিপিতে তাঁহার আদেশসমূহ লিপি-বদ্ধ করান। বর্তমানে বহু স্থানে সেই শিলালিপিসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিকবৃন্দের আলোচনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অশোক

---

১ *Bihara Through the Ages*, P. 191-192 ; *Girner Rock Edicts* XII, 9.

২ মহাবংস,

"সন্তায় ইরিয়ায়স্মিং পসীদি সোমহীপতি,
পুব্বেভু সন্নিবাসেন পেমং চস্মিং অজায়থ।
নিব্বিটঠপেমো তস্মিং সো রাজাতি তুরিতো ততো,
পক্কোসাপেসি তং সো তু সন্তাবুত্তি উপাসমি।
"নিসীদ তাতানুরূপে আসনে"তি আহ ভূপতি,
অদিস্বা ভিকখুং অঞ্ঞং সো সীহাসনং উপাগমি।
তস্মিং পল্লঙ্কং আযন্তে রাজা ইতি বিচিন্তয়ি;
"অজ্জায়ং সামণেরো মে ঘরে হেস্সতি সামিকো।"

স্বধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান হইলেও অপর ধর্মের প্রতি কোনরূপ অসূয়া প্রদর্শন করিতেন না। তিনি সকল সাম্প্রদায়ের প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরোধী কোন কার্যে তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার রাজত্বে সকল সম্প্রদায়ের প্রজারা সমান ভাবে ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করিত।[১] তিনি সকল সম্প্রদায়ের সারমর্ম জানিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। তিনি সকল প্রকার সৎকার্যে উৎসাহ প্রদান করিতেন।[২] তিনি তাঁহার দ্বাদশ শিলালিপিতে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমভাব পোষণ করা পুণ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (সমবায় এব সাধু)। তিনি আজীবিক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের জন্য একটি গুহা দান করিয়াছিলেন বলিয়াও ইহাতে উল্লেখ আছে। এই-ভাবে অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মর্যাদা বহুলভাবে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভিক্ষুসংঘের এইরূপ সৌভাগ্য দর্শন করিয়া অনেক অভিক্ষুও সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য পাত্র-চীবর গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। তাঁহারা অসদুপায় অবলম্বন করিয়া কোন কোন স্থানে বিহার ও মন্দির দখল করিয়া বাস করিতে থাকে। তাহারা ধর্মকে অধর্ম এবং অধর্মকে ধর্ম বলিয়া প্রকাশ করে। ইহাতে ধার্মিক ও বিনয়ী ভিক্ষুরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। মোগ্গলিপুত্ত স্থবির সংঘে এই রূপ দুর্নীতির আবির্ভাব হইয়াছে জানিয়া অহোগঙ্গ বনাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ

১ Dr. B. M. BARUA.; *Asoka and his Inscriptions*, PP. 30, 315.
"Asoka no where in inscriptions gives us to understand that his Buddhist faith stood in the way of honouring other sects... Buddhism was not made a state religion by Asoka. It was his personal religion, and he publicly stated that it was so. But the principles of the Dhamma that he had advocated was neither propounded nor promulgated in the name of good faith or any other religion."

২ Rhys Davids, *Buddhism*, PP. 222.; N. Dutt. *E. M. B.*, Vol. 1, P. 158.
"That Asoka was an out and out redicalist and rationalist is clearly revealed in his edict. He cared neither for the Brahmanical rituals and traditions nor for Jaina or Buddhist forms of Ceremonies and observances...He had his own ideal of religion—an ideal which would not bar a sectarian name."

করিলেন। দেখিতে দেখিতে দুর্নীতি পরায়ণ মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ ভিক্ষুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ধর্মবাদী ভিক্ষুরা তাঁহাদের প্রতি পাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবার সুযোগ হইতেও বঞ্চিত হইলেন। যেখানে সেখানে অধর্মবাদী ভিক্ষুরা যাইয়া উৎপাত আরম্ভ করিল। ফলে পাটলি পুত্র নগরে বহুদিন ধরিয়া পাতিমোক্ষ উপোসথ বন্ধ রহিল।[১] অশোকারাম বিহারের ধার্মিক ভিক্ষুরা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ভিক্ষুদের সহিত উপোসথ, প্রবারণা' উপসম্পদা প্রভৃতি বিনয়কর্ম সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিলেন। অধর্মবাদী ভিক্ষুরা চক্রান্ত করিয়া সম্রাট অশোকের নিকট হইতে উপোসথ করিবার জন্য একটি আদেশ জারী করাইলেন। আদেশ যথাযথভাবে পালিত হইল না। ধার্মিক ভিক্ষুরা কিছুতেই অভিক্ষুর সহিত বিনয় সম্ভোগ করিতে রাজী হইলেন না। ফলে অনভিজ্ঞ মন্ত্রীর আদেশে বহু ধার্মিক ভিক্ষুকে হত্যা করা হয়। অশোক এই খবর জ্ঞাত হইয়া অতীব মর্মাহত হন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার জন্যই কতকগুলি পুণ্যাত্মা ভিক্ষুর প্রাণসংহার করা হইল। এই প্রকার পাপ কার্যের জন্য প্রকারান্তরে অশোকই দায়ী কিনা জানিবার জন্য অহোগঙ্গ পর্বত হইতে মোগ্গলিপুত্ত স্থবিরকে আনিবার জন্য মন্ত্রীবর্গকে প্রেরণ করলেন। স্থবির মোগ্গলিপুত্ত প্রথমে আসিতে সম্মত না হইলেও সংঘের সার্বিক কল্যাণ কামনার বিষয় ভাবিয়া নৌকাযোগে পাটালিপুত্রে আগমন করেন। অশোক মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন। সম্রাট্ নিজেও পণ্ডিত স্থবিরকে আগু বাড়াইয়া লইবার জন্য অগ্রসর হন এবং স্থবিরকে হাত ধরিয়া অভর্থ্যনা জ্ঞাপন করেন। মহান স্থবিরকে রাখিবার জন্য রাজো-দ্যানে স্থান নির্দিষ্ট হয়। রাজোদ্যানে উপস্থিত হইয়া স্থবির রাজার অনুরোধে কতিপয় অলৌকিক প্রতিহার্য প্রদর্শন করেন। তৎপর রাজা অতি বিনয়ে স্থবিরকে তাঁহার অপরাধের বিষয় জ্ঞাপন করেন। স্থবির বলেন যে, পাপ চেতনা না থাকিলে সে কার্যে কোন অপরাধ হয় না। রাজা স্থবিরের পাণ্ডিত্যপূর্ণ উত্তরে সন্দেহ মুক্ত হন। তৎপর রাজা এক সপ্তাহ ধরিয়া

---

১ "তিথিযানং বহুত্তা চ দুকচত্তা চ ভিকখবো,
তেসং কাতুং ন সক্খিংসু ধম্মেন পটিসেধনং।
তেনেব জম্বুদীপম্হি সব্বারামেসু ভিকখবো,
সত্তবস্সানি নাকংসু উপোসথ পবারণা।"

স্থবিরের নিকট বুদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ করেন। স্থবির রাজাকে ধীরে ধীরে সংঘ, উপোসথ, প্রভৃতি সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করেন। তাঁহার পরামর্শে রাজা সমস্ত ভিক্ষুদিগকে এক স্থানে উপস্থিত করাইয়া এক একজন করিয়া পর্দার অন্তরালে লইয়া যাইয়া বুদ্ধ 'কোন মতবাদী জিজ্ঞাসা' করেন। বিধর্মী মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ ভিক্ষুরা কেহই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। কেবল ধার্মিক ভিক্ষুরা এক বাক্যে বলেন যে, বুদ্ধ 'বিভজ্জবাদী'। ইহাতে অশোক বুঝতে পারেন যে, কোন ব্যক্তি ভিক্ষু এবং কে প্রকৃত ভিক্ষু নয়।[১] সম্রাট তখন অভিক্ষুদিগকে শ্বেত পরিধান করাইয়া সংঘ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিলেন। বহু দিন পরে আবার সংঘ রাহু গ্রাস হইতে মুক্তি পাইয়া মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকে। তৎপর বিশুদ্ধ সংঘ একত্রিত হইয়া অশোকারাম বিহারে উপোসথ ক্রিয়া সমাপ্ত করেন।

এইভাবে সংঘ পুনরায় বিশুদ্ধ হইল। উপস্থিত সংঘের মধ্য হইতে মোগ্গলিপুত্র স্থবির এক হাজার প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত ত্রিপিটকজ্ঞ অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচিত করিলেন। নির্বাচিত ভিক্ষুমণ্ডলী সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে গৃহীত ত্রিপিটককে বুদ্ধের শ্রীমুখ নিসৃত বাণী বলিয়া

১ মহাবংসে (৫ম অধ্যায়) উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যেসমস্ত অভিক্ষু সংঘ হইতে অশোক কর্তৃক বিতাড়িত হন, তাহাদের সংখ্যা ৬০,০০০ হাজারের মত। মহাবংসে নিম্নরূপভাবে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে:

"থেরেন সহ একন্তে নিসিন্নো সানি-অন্তরে,
একেকলদ্ধিকে ভিক্খু পক্কোসিত্বান সন্তিকং।
"কিংবাদী সুগতো ভন্তে?" ইতি পুচ্ছি মহীপতি,
তে সস্সতাদীকং দিট্‌ঠিং ব্যাকরিংসু যথাসকং।
তে মিচ্ছাদিট্‌ঠীকো সব্বে রাজা উপ্পব্বজাপয়ি,
সব্বে সট্‌ঠি সহস্সানি আসুং উপ্পব্বজিতা।
অপুচ্ছি ধম্মিকে ভিক্খু: "কিংবাদী সুগতো?" ইতি,
বিভজ্জবাদি'ত্তা'হংসু। তং থেরং পুচ্ছি ভূপতি:
"বিভজ্জবাদী সম্বুদ্ধো হোতি ভন্তে?" ইতি আহ সো
থেরো: "আমা"তি; তং সুত্বা রাজা তুট্‌ঠমনো তদা
"সংঘো বিসোধিতো যস্মা, তস্মা সংঘো উপোসথং
করোতু ভন্তে" ইচ্চেবং বত্বা থেরস্স ভূপতি।

স্বীকার করিলেন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে অনুসৃত নিয়মানুসারে সমস্ত ধর্ম ও বিনয় পুনরায় পাঠ এবং সংঘ কর্তৃক অনুমোদন করাইয়া লইলেন। প্রথম সঙ্গীতিতে মহাকাশ্যপ স্থবির এবং দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে যশ স্থবির যেভাবে সভাপতির কার্য পরিচালনা করেন, সেইভাবে মোগ্গলিপুত্ত স্থবিরও তৃতীয় সংঙ্গীতিতে সভাপতির কার্য সমাধা করেন।[১] নয় মাস যাবৎ সঙ্গীতির কার্য চলে। অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে শুভ পবারণা তীথিতে ইহার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই সঙ্গীতি মণ্ডপে বসিয়া মোগ্গলিপুত্ত স্থবির কথাবত্থু নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি অভিধর্ম পিটকের সহিত সংযুক্ত করা হয়। কথাবত্থু গ্রন্থটিতে সঙ্গীতি সম্পর্কীয় বহু বিষয় লিপিবদ্ধ আছে।

পালি সাহিত্য ও বৌদ্ধ সংঘের ইতিহাসে তৃতীয় সংঙ্গীতির স্থান অপরিমেয়। তৃতীয় সংঙ্গীতির ঐতিহাসিকত্ব সম্পর্কে কাহারও সন্দেহের অবকাশ নাই। 'হীনযান' মহাযান গ্রন্থ ছাড়াও অশোকের শিলালিপিতে তৃতীয় সঙ্গীতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সঙ্গীতির একটি প্রধান বিশেষত্ব হইল এই যে, ইহাতেই সর্বপ্রথম পৃথকভাবে অভিধর্ম পিটকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অপর দুই সঙ্গীতিতে কোথাও ত্রিপিটকের উল্লেখ নাই। বুদ্ধের বাণীকে কেবল 'ধম্মঞ্চ বিনয়ঞ্চ' অর্থাৎ ধর্ম ও বিনয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতেই সর্বপ্রথম বুদ্ধবচনকে ,ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

'ত্রিপিটক, বলিতে' 'সুত্রপিটক', 'বিনয় পিটক' এবং 'অভিধর্ম পিটক' এই ত্রিপিটককে বুঝায়। এই সংঙ্গীতির অপর একটি বিশেষত্ব হইল এই যে, ইহা সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই অশোক ভিক্ষু সংঘকে দেশ-বিদেশে

---

১ "মহাকস্সপ থেরো চ যসথেরো চ কারয়ুং,
যথা তে ধম্মসঙ্গীতিং, তিস্স থেরো পিতংতথা।
কথাবত্থুপ্পকরণং পরবাদপ্পমদ্দনং
অভাসি তিস্স থেরো চ তস্মিং সঙ্গীতি মণ্ডপে।
এবং ভিক্খুসহস্সেন রক্খায়াসোকরাজিনো,
অয়ং নবহি মাসেহি ধম্মসঙ্গীতি নিট্ঠিতা।
রঞ্ঞো সত্তরসে বস্সে দ্বাসত্ততিসমো ইসি
মহাপবারণায় সো সঙ্গতিং তং সমাপয়ি।"

ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। অশোকের প্রেরিত ধর্মপ্রচারকগণ শুধু পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে ধর্মপ্রচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, তাঁহারা ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষা ও সভ্যতাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানবপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

।। চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি ।।

মহাযানী বৌদ্ধমতে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে পাটলিপুত্রের অশোকারাম বিহারে যে সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় উহা সার্বজনীন নয়। উহাতে কেবল মাত্র থেরবাদী ভিক্ষুরাই অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাযানী বা সর্বাস্তিবাদী কোন ভিক্ষু উহাতে আহূত হন নাই। অপর পক্ষে সম্রাট কণিষ্কের রাজত্ব কালে ,পুরুষপুর, বা 'জলন্ধরে' যে সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় উহাতে থেরবাদী কোন ভিক্ষু যোগদান করেন নাই। আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ উহাকে চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি, বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। থেরবাদী বৌদ্ধগণ উহা স্বীকার করেন না।[১] তাঁহাদের মতে কনিষ্কের তত্বাবধানে কোন এক সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হইলেও উহার সহিত থেরবাদ সংঘ ও ত্রিপিটক সংকলনের কোন সম্পর্ক নাই। সেই জন্য সম্ভবতঃ থেরবাদী কোন গ্রন্থে ঐ সঙ্গীতির কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সম্রাট কনিষ্ক পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার বৃহৎ অংশ (কাবুল, কান্দাহার, সিন্ধু, লাদক, কাশ্মীর ও উত্তর ও পশ্চিম ভারতের) অধিকার করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি ধর্মপ্রাণ সম্রাট্ ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্য তিনি তাঁহার সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। তিনি ভিক্ষুদের সংহতি আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তিনি পণ্ডিত ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া প্রায় সময় ধর্মালোচনায় রত থাকিতেন। প্রথম জীবনে তিনি বৌদ্ধধর্মের কোন বিষয়

B. C. Law : *Buddhistic Studies*, P. 71 ; Smith : *E. H. I.*, PP. 28.
সঙ্গীতির স্থান লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু কিছু মতদ্বৈধতা বর্তমান। প্রাচীন পন্থীদের মতে কাশ্মীরেই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা বলেন যে, ধর্মপ্রাণ পণ্ডিতবৃন্দ কাশ্মীরের 'কুণ্ডলবন বিহারে' উপবিষ্ট হইয়াই সঙ্গীতির কার্য সমাধা করিয়াছিলেন। বসুমিত্র এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বুদ্ধের মূল উপদেশ সংগ্রহ করাই সঙ্গীতি আহ্বানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহার মধ্যে বহু মিথ্যা ধারণা বর্তমান ছিল। কিন্তু পার্শ্বের সংস্পর্শে আসার পর হইতে তিনি ঐসমস্ত মিথ্যাদৃষ্টি হইতে মুক্ত হন। তখন সম্রাট কী ভাবে সদ্ধর্মের স্থায়ী মঙ্গল করা যায় জানিতে চাইলে রাজগুরু পার্শ্ব তাঁহাকে সঙ্গীতি আহবান করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। পরামর্শ অনুসারে কার্য হইল। সম্রাট্ সমস্ত সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া পুরুষ্পুর বা জালন্ধরে এক বৃহৎ সভার অনুষ্ঠান করেন। উপস্থিত ভিক্ষু সংঘের মধ্য হইতে পাঁচ শত ভিক্ষু সঙ্গীতি কারক নির্বাচিত হন। সম্রাট কনিষ্কএই ভিক্ষুদের অবস্থানের জন্য একটি সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। পরবর্তী কালে ইহা 'কুণ্ডল বন বিহার' নামে পরিচিত হইয়াছিল। ইহার অপর একটি বিশেষত্ব হইল এই যে, ইহাতে ব্যবহৃত ভাষা পালি ছিল না। সংস্কৃত শ্লোকে অট্ঠকথাসমূহ রচিত হইয়াছিল। এই সংঙ্গীতিতে ত্রিপিটক সংকলিত হয় নাই। ত্রিপিটকের অট্ঠকথা সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে যে সমস্ত অট্ঠকথা সংগৃহীত হয়, উহাকে 'বিভাসা শাস্ত্র' বলে। বিভাসা শাস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত। যথা, (১) উপদেশ বিভাসা শাস্ত্র (২) বিনয় বিভাসা শাস্ত্র ও (৩) অভিধর্ম বিভাসা শাস্ত্র। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের মতে প্রত্যেকটি বিভাসা শাস্ত্র ১0C000 লক্ষ শ্লোকে সমাপ্ত। চৈনিক ত্রিপিটকে বিভাসা শাস্ত্রের বর্ণনা আছে।

বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে 'কণিষ্কসঙ্গীতি' বা সর্বাস্তিবাদী সঙ্গীতির মূল্য অত্যধিক। কারণ এই সঙ্গীতিতে সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়। ইহার পূর্বের সঙ্গীতিসমূহে ত্রিপিটক গ্রন্থের বাহন হিসাবে পালি ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই সঙ্গীতিতে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত অংশ গ্রহণ করেন। কথিত আছে—বসুবন্ধু, নাগার্জুন, পার্শ্ব, সঙ্ঘরক্ষ ছাড়াও বিশ্ববিশ্রুত মহাকবি অশ্বঘোষ[১] এই সঙ্গীতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাপণ্ডিত বসুবন্ধু এই সভায় সভাপতি এবং মহাকবি অশ্বঘোষ সহ-সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

---

১ চতুর্থ মহাসঙ্গীতি ও মহাকবি অশ্বঘোষ সম্পর্কে উত্তর ভারতে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কাহারও মতে অশ্বঘোষ ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট মগধাধিপতির সভাকবি ছিলেন। সম্রাট কনিষ্ক উত্তর ভারত অধিকার করিয়া মগধরাজকে এই বলিয়া চরমপত্র প্রদান করেন যে, হয় অশ্বঘোষকে তাঁহার রাজসভায় প্রেরণ করিবেন নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবেন। মগধরাজ কনিষ্কের চরমপত্র পাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন কিনা জানিনা। সম্ভবতঃ তিনি সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই অশ্বঘোষকে কনিষ্কের রাজসভা অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সর্বাস্তিবাদ ত্রিপিটকের সহিত বিভাসা শাস্ত্রের বেশ মিল আছে। বসুবন্ধুর 'অভিধর্মকোষ', এবং যশোমিত্রের 'পুটার্থাঅভিধর্মকোষ ব্যাখ্যা' বিভাশা শাস্ত্রের অনুকরণে রচিত। ঘোষকের 'অভিধর্মকোষ' সম্রাট্ কনিষ্কের সমসাময়িক বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এই কারণেই কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা সর্বাস্তিবাদী ভিক্ষুরাই কণিষ্কসঙ্গীতিতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। থেরবাদ বহির্ভূত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সর্বাস্তিবাদীরাই পালির সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। সিংহলী কোন গ্রন্থে কণিষ্ক সঙ্গীতির উল্লেখ না থাকিলেও পরোক্ষভাবে থেরবাদী ভিক্ষুরাও ইহার সহিত জড়িত ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে সঙ্গীতি সমাপ্তির পর সম্রাট কণিষ্কের আদেশে সমস্ত বিভাসা শাস্ত্র তাম্রফলকে খোদাই করা হয়। পরে ঐ তাম্রফলকসমূহ পাথরের বাক্সে তালাবদ্ধ করিয়া উহার উপর বৃহৎ স্তূপ নির্মাণ করা হয়। দুঃখের বিষয়, এইরূপ তাম্রফলকে নিবদ্ধ বিভাসা শাস্ত্রের কোন অংশ এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

থেরবাদী কোন বৌদ্ধ তাঁহাদের গণনানুসারে ইহাকে তৃতীয় বা চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহেন।[১] তাঁহাদের মতে সিংহলেই চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অধিবেশন বসে। ইহা খ্রীস্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজা বট্টগামনীর আমলে (১০১—৭৭ খ্রীঃ পূঃ অথবা ৮৮—৪৬ খ্রীঃ পূঃ) সিংহলের আলুবিহারে (মতান্তরে আলোক বিহার) অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির ন্যায় ৫০০ শত পণ্ডিত ভিক্ষু ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাননীয় রক্ষিত স্থবির এই সঙ্গীতির সভাপতি নিযুক্ত হন। শ্রীলঙ্কার মেথেইল গ্রামস্থ আলুবিহারে এই সঙ্গীতি সংগঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা 'আলুবিহার সঙ্গীতি'

কনিষ্ক সঙ্গীতির ঐতিহাসিকত্ব লইয়া পণ্ডিতগণ খুব বেশী মাথা ঘামান নাই। তবে ইহাতে কিছু কিছু অতিরঞ্জনের ছাপ আছে বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন। আমরা ইহার ঐতিহাসিকত্ব অস্বীকার করি না অথবা লা ভেলি ফৌসিনের ন্যায় ইহাকে একটি 'এপোলোজেটিক কোন্ত্রাসি-ইনভেনসান' বলিয়াও বিশ্বাস করিতে রাজি নহি। ইহাতে কিছু অতিরঞ্জনের ছাপ থাকিলেও এই সঙ্গীতির ঐতিহাসিকত্ব অনস্বীকার্য। বৌদ্ধ সাহিত্যের বাহন হিসাবে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার এই সঙ্গীতির একটি দিগ্‌নির্ধায়ক ঘটনা।

নামেও পরিচিত।[১] এই সঙ্গীতির অপর একটি বিশেষত্ব হইল এই যে, ইহাতে ত্রিপিটকের অটঠকথাও সংকলিত হইয়াছিল। এই সঙ্গীতি আহবানের প্রধান উদ্দেশ্য হইল যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষের বস্তুবাদী ভাবপ্রবণতা ও সংসারমুখিতা নিরুদ্ধ করা। সঙ্গীতি অবসানে সমস্ত ত্রিপিটক ও অট্‌ঠকথা রাজা বট্টগামনীর আদেশে তালপত্রে বা ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রত্যেকটি পুঁথি লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে পুনঃ পুনঃ ইহার খাঁটিত্ব ও যথার্থতা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

।। ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি ।।

"ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি" বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে এক উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। খৃস্টীয় ১৯৫৪ ইংরেজীর মে মাসে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনীতে ইহা সংঘটিত হয়। এই অধিবেশন দুই বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার থেরবাদী বৌদ্ধগণ এই সঙ্গীতির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। থেরবাদী বৌদ্ধেরা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, ভগবান তথাগতের পরিনির্বাণের পর হইতে সর্বমোট পাঁচটি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম তিনটি সঙ্গীতি বুদ্ধ পরিনির্বাণের তিন শত বৎসরের

কিম্বদন্তী অনুসারে সিংহলে সর্বমোট পাঁচটি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে (কেবল আলুবিহারে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতিই 'মহাসঙ্গীতি' নামে পরিচিত) প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় রাজা দেবানম্পিয়ের রাজত্বকালে (২৪৭-২০৭ খৃঃ পূঃ) এই সঙ্গীতিতে এক হাজার ভিক্ষু অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহিন্দের প্রথম শিষ্য অরিট্‌ঠ স্থবির ইহাতে সভাপতিত্ব করেন। সিংহলের 'থেরপরম্পরায়' অরিট্‌ঠ স্থবির হইলেন সপ্তম। অনুরাধাপুরের থূপারাম বিহারে ইহার অধিবেশন বসে। দ্বিতীয় সঙ্গীতি হয় সিংহলরাজ বট্টগামনীর আমলে। বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির তালিকায় ইহা চতুর্থ। তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাজা মহানামের রাজত্বকালে। ইহাতে ত্রিপিটক ব্যতীত সমস্ত অর্থকথা বুদ্ধ-ঘোষ কর্তৃক সিংহলী ভাষা হইতে মাগধী বা পালি ভাষায় অনূদিত হয়। ('সঙ্গীতিবংস' নামক পুস্তকে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়)। চতুর্থ সঙ্গীতি আহুত হয় ষোড়শ খৃস্টাব্দে রাজা পরাক্রম বাহুর রাজত্বকালে। ত্রিপিটক সহ সমস্ত অট্‌ঠকথা পূর্বোক্ত নিয়মে পঠিত হয় এবং মাননীয় মহাকাশ্যপ স্থবির ইহাতে সভাপতিত্ব করেন। পঞ্চম সঙ্গীতি আহূত হয় থের সুমঙ্গলের নেতৃত্বে ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে। সিংহলের রতনপুরে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা পাঁচ মাস স্থায়ী হইয়াছিল। সমস্ত ত্রিপিটক ও অট্‌ঠকথা ইহাতে পঠিত ও গৃহীত হয়।

মধ্যে মগধে অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ সঙ্গীতি সিংহলে এবং পঞ্চম মহাসঙ্গীতি রাজা মিণ্ডনমিনের রাজত্বকালে মান্দালয়ে আহূত হয় (১৮৭১ খৃঃ)। পূর্বোক্ত পাঁচটি সঙ্গীতিতেই ত্রিপিটক আবৃত্তি ও সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। চতুর্থ সঙ্গীতির অবসানে সিংহল-রাজ বট্টগামনীর আদেশে সমস্ত ত্রিপিটক ও অট্‌ঠকথা ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পঞ্চম সঙ্গীতির অবসানে ত্রিপিটক গ্রন্থসমূহ মান্দালয় হিলে ৭২৯-খানা মার্বেল প্রস্তরে খোদিত করা হয়।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে ব্রহ্মদেশের ভিক্ষুবৃন্দ ও সুধীসমাজ একটি সঙ্গীতির উপযোগীতা উপলব্ধি করেন। বেশীদিন অতিক্রান্ত না হইতেই এতদ্দেশীয় বিদ্বজ্জন সঙ্গীতি আহবানের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা করিবার জন্য তৎপর হন। পঞ্চম সঙ্গীতি আহূত হওয়ার মাত্র ৮৩ বৎসর গত না হইতেই অপর একটি মহাসঙ্গীতির অধিবেশন আহ্বান করা সত্যিই উৎসাহজনক ব্যাপার নয়। এতৎসত্ত্বেও পণ্ডিত সমাজ সঙ্গীতি আহ্বান করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। বহুদিন ব্যাপী বিদেশী শাসনের ফলে সমাজে এমনভাবে দলাদলি ও ধর্মীয় ব্যাপারে শৈথিল্য উপস্থিত হইয়াছে যে, উহা দূর করা সহজ ব্যাপার নহে। পূর্ববর্তী ত্রিপিটকে ও খোদাইকারদের প্রমাদবশতঃ কিছু ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের সার্ধ দ্বিসহস্রতম পরিনির্বাণ বার্ষিকী উদ্‌যাপনও সঙ্গীতি আহবানের অন্যতম প্রধান কারণ। উপরোক্ত কারণসমূহ বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্মী সরকারী গেজেটে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়: "সমস্ত বৌদ্ধের এরূপ একটি বিশ্বাস আছে যে, ২৫00 হাজার বৎসর পূর্তির সময় বৌদ্ধ ধর্ম আবার নব কলেবরে জাগরিত হইয়া উঠিবে। রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য প্রপীড়িত মানুষ হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ভুলিয়া গিয়া বুদ্ধের মৈত্রী, করুণা ও প্রেমের বাণীর পরশে ধন্য হইয়া উঠিবে। পৃথিবীতে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।"[১] ধর্মীয় কারণসমূহ

১ 'The Sixth Great Buddhist Council', Burma, *The Sixth Anniversary*, vol, IV, Jan, 1954, P-2.
"There is a common belief in all the Buddhist countries that this anniversary will iniciate a great revival of Buddhism throughout the world when the Buddhist way of life and thus universal peace will prevail."

সমূহ বাদ দিলেও স্বাধীনোত্তর ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণও এই মহাসঙ্গীতি আহবান করার অন্যতম কারণ বিবেচিত হইতে পারে।

প্রথমতঃ সঙ্গায়নের প্রকৃত তারিখ, উদ্যোগ-আয়োজন, স্থান প্রভৃতি বিষয় লইয়া বহু আলোচনা হয়। ১৯৫১ ইংরেজীতে নুতন দিল্লীতেই প্রধানমন্ত্রী থাকিন নু সর্বপ্রথম সঙ্গীতি উদ্‌যাপনের বিষয় ঘোষণা করেন।[১] এই মহান সঙ্গীতি উদ্‌যাপন বিষয়ক উদ্যোগ আয়োজনের জন্য ধর্মীয় মন্ত্রীর (Ministry of Religions) উপর ভারার্পণ করা হয়। বেশ কিছু দিন ধরিয়া উচ্চ সরকারী পর্যায়ে এই বিষয় লইয়া আলোচনা হয়। অবশেষে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে 'বুদ্ধ শাসন কাউন্সিল'ই এই সঙ্গীতির উদ্যোগ আয়োজন করার উপযুক্ত সংস্থা। কারণ ব্রহ্মদেশীয় ধার্মিক বৌদ্ধদের দ্বারাই এই সংস্থা গঠিত।[২] এই সংস্থার উপর সঙ্গীতি আয়োজনের ভারার্পণ করা হইলে জনসাধারণ প্রভৃত পুণ্যার্জনের সুযোগ লাভ করিবে। সরকারের পক্ষ হইতে ইহার ব্যবস্থা করা হইলে অনেক সময় সর্বসাধারণ লোকের পুণ্যার্জনের অসুবিধা হইতে পারে।[৩] সরকারের পক্ষে সবকার্য যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া 'কোসন' পূর্ণিমায় অর্থাৎ ১৭ই মে, ১৯৫৪ ইংরেজীতে এই সঙ্গীতি উদ্বোধন করিবার দিন স্হিরীকৃত হয়।

১৯৫২ ইংরেজীর ফেব্রুয়ারী মাসে ভিক্ষুদের সহযোগিতা লাভের আশায় ব্রহ্মদেশের ৫৩ জন প্রবীণ 'সেয়াদ'[৪] কে লইয়া একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই প্রবীণ ও বিজ্ঞ মহাস্হবিরদের সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব-সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি:

(১) দীর্ঘদিন ধরিয়া পুনঃ পুনঃ ত্রিপিটক গ্রন্থ বিভিন্ন লোকের দ্বারা খোদিত ও লিখিত হয়। তাহাতে ত্রিপিটকের বহু স্হানে খোদাইকারীদের প্রমাদবশতঃ বহু ভুল দৃষ্ট হয়। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্হিরীকৃত হয় যে, ত্রিপিটকের অন্তর্গত বুদ্ধ বাণীর যথাযথভাবে পুনরায় লিপিবদ্ধ-করণের

১ The Nation, October 26, 1951.

২ Chaṭṭha Saṅgayana, 2500th Buddha Jayanti Celebration, Rangoon, 1956.

৩ সরকারীভাবে ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি উদ্‌যাপন এবং ইহার সংগঠনের জন্য বুদ্ধ শাসন কাউন্সিলের উপর ভারার্পণ করা হইলেও সমস্ত ভিক্ষুসংঘের সহযোগিতা ব্যতিত ইহা মোটেই সুসম্পন্ন হইবে না। কারণ ভিক্ষুসংঘই সঙ্গীতিকার্য পরিচালনার উপযুক্ত পাত্র। গৃহীদের দ্বারা সঙ্গায়ন উদ্‌যাপন করা যায় না। তাঁহারা কেবল সঙ্গায়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং এই মহান কার্য সম্পাদনের জন্য সংঘের স্বপ্রণোদিত সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

৪ Loc. Cit. : The Nation, February, 6, 1952.

জন্য 'ষষ্ঠ সঙ্গীতি' আহূত হওয়া প্রয়োজন। এই সভায় ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, বুদ্ধের উপদেশসমূহ পুনরায় সঠিকভাবে পাঠ ও লিপিবদ্ধ করা উচিত।

(২) ব্রহ্মদেশে অন্যান্য থেরবাদী বৌদ্ধদেশের সহায়তায় দেশবিদেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিবে। বুদ্ধশাসনের উন্নতি এবং থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য ষষ্ঠমহাসঙ্গীতি উদ্‌যাপনের উপযোগিতা অত্যধিক। উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া এই সভায় ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতি আহবান করিবার বিষয় স্থির করা হয়।

ভিক্ষুদের সহিত আলাপ আলোচনা, সঙ্গায়নের জন্য উপযুক্ত ভিক্ষু বাছাই করণ এবং সঙ্গায়নে অংশ গ্রহণকারী ভিক্ষুদের কার্য পরিদর্শনের জন্য ২৪ জন সদস্য বিশিষ্ট 'Supreme Sangha Council' নামে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সংস্থা গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই সংস্থাই সঙ্গায়ন পরিচালনার জন্য সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদে রূপান্তরিত হয়। এই সংস্থার সকল সদস্যই প্রবীণ এবং বিনয়ধর।

এই মহাসঙ্গীতির অধিবেশন বসিবার নিমিত্ত রেঙ্গুনের অনতিদূরে 'কাবা আয়ে বিশ্বশান্তি পেগোডার'[১], স্থান নির্দিষ্ট হয়। ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শারীপুত্র মৌদ্গল্লায়নের পবিত্র শারীরিক ধাতু এই পেগোডায়

(1) "Resolved that there being plenty of misspelling made by the Scribes in repeatedly copying the five Nikayas and the teachings of the Buddha, it is expedient to hold the Chatta Sanga'yana for the purpose of purifying the texts, scrutinizing, editing, reciting and arranging all the teachings of the Buddha.

(2) Resolved that in order to enable the Union of Burma in collaboration with the other Buddhist countries of the world to propagate Theravada Buddism in foreign lands, and to promote the Buddhas sasana as per as practicable, it is expedient to hold sixth great Buddhist Council."

১ ১৯৫২ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পেগোডার নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়। স্থানটি রেঙ্গুনের নিকটস্থ একটি অনুচ্চ টিলার উপর অবস্থিত। উ. নু. ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী থাকা অবস্থায় সরকার কর্তৃক এই পেগোডার নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। এই পেগোডা নির্মাণ করার জন্য উ. ন. 'পয়া থাগা' আখ্যাপ্রাপ্ত হন।

রক্ষিত আছে। এই বিশ্বশান্তি পেগোডার সন্নিকটে একটি বিস্তীর্ণ স্থান জুড়িয়া 'ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতি' বসিবার জন্য নূতন প্রাসাদ নির্মিত হয়। এই উদ্দেশ্যে নির্মিত হর্ম্যাবলীর মধ্যে 'মহাপাষাণ গুহা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ভারতস্থিত রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহার[১] নিয়মেই নির্মিত। সপ্তপর্ণী গুহাতেই প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। এই 'মহাপাষাণ গুহা'তে একটি বিরাট সভামণ্ডপ আছে। উহাতে ১০,০০০ লোকের একত্র বসিবার ব্যবস্থা আছে। ইহার আকার একটি উচ্চ টিলার ন্যায়, চতুর্দিকে মাটির আস্তরণে আবৃত। ইহাতে ছয়টি প্রবেশ দ্বার এবং ২৪টি গবাক্ষ আছে। ছয়টি দরজা রাখার অর্থ হইল এই যে, গুহাটি ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতির উদ্দেশ্যেই নির্মিত হইয়াছিল। ২৪টি গবাক্ষের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি 'মহা পট্‌ঠান' গ্রন্থে বর্ণিত ২৪ প্রকার প্রত্যয় বুঝায়।[২] প্রধান মন্ত্রী উ. নু. কর্তৃক এই মহাপাষাণ গুহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিবার পূর্বে ৫০০ জন ভিক্ষু এই স্থানটিতে তিন দিন ধরিয়া একাক্রমে পরিত্রাণ পাঠ করেন। ইহা নির্মাণ করিতে প্রায় ২০,০০০০০ ডলার ব্যয় হইয়াছিল। ১৪ মাস ধরিয়া ইহার নির্মাণ কার্য চলে। ১৯৫৩ ইংরেজীর ১৫ই জানুয়ারী নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। ইহা নির্মাণ করিবার জন্য বহু লোক (৬০,০০০) স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন। অনেকে আবার

১ The Saptaparni Cave was discovered at Ra'jgir, the ancient Capital of Magadha. The Sonbhander' or the treasure of the Goldfield was identified with Sattaparni Cave. Fxcavation shows two perpendicular and horizontal cracks on the north wall as encloser of a space 6×4½ feet which had been considered as safety of the untold tressure. Cunninghum's identification of Saptaparni Cave was wrong. It has been proved by effective excavation that the place of the first Buddhist Council is situated in the rocky scrap of the vaibhara mountain just below the Jaina temple of Adinath. It is known as 'Andariya Bhandariya''

২. *The Sangaya'na Sauvenir,* p. 14.

ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতি উপলক্ষে নির্মিত অন্যান্য প্রাসাদগুলি হইল: (১) সীমাগৃহ, (২) পাঠাগার, (৩) হাসপাতাল, (৪) ভোজনশালা—ইহাতে একসঙ্গে ১৫০০ হাজার ভিক্ষু ভোজন করিতে পারে, (৫) ৪টি হোটেল—প্রত্যেকটিতে ১,০০০ হাজার ভিক্ষু থাকিবার ব্যবস্থা আছে।

আর্থিক সাহায্যও প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় APPEAL বড় বড় ছয়টি স্তম্ভ নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য করে।

ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতির অধিবেশন বসিবার প্রাক্কালে ভিক্ষু সংঘের পরামর্শে কাজের সুবিধার জন্য কতকগুলি নিয়মের প্রবর্তন করা হয়। এই নিয়মগুলি 'ছট্ঠ সঙ্গায়ন সংঘ নীতি' নামে পরিচিত। এই নীতি অনুসারে সংঘের দ্বারা গঠিত উচ্চপর্যায়ের সংস্থার নির্দেশসমূহ সঙ্গায়নে অংশ গ্রহণকারী ভিক্ষু, শ্রমণ, স্থবির মহাস্থবির সকলে এক বাক্যে মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন। এই উদ্দেশ্যে নির্মিত কতিপয় নিয়ম এবং সংস্থাসমূহ নিম্নরূপ:

১। ছট্ঠ সঙ্গায়ন ওবাদচরিয় সংঘনায়ক সংস্থা

ইহাতে অংশগ্রহণকারী ভিক্ষুগণ নিম্নরূপ:

(ক) অগ্গ মহাপণ্ডিত উপাধিধারী মহাস্থবির অথবা অনুরূপ পদবীপ্রাপ্ত প্রামাণ্য ভিক্ষু।

(খ) ইউনিয়ন ও ওবাদচরিয় মহাথের।

(গ) ভারনিত্থারক মহাথের কর্তৃক নিযুক্ত ভিক্ষুমণ্ডলী:

(১) দুইজন উত্তর শান ষ্টেইটের থের ভিক্ষু

(২) দুইজন দক্ষিণ শান ষ্টেইটের নির্বাচিত থের ভিক্ষু

(৩) দুইজন কচ্ছিন ষ্টেইট হইতে নির্বাচিত থের ভিক্ষু।

(৪) মূল বর্মার জিলাসমূহ হইতে একেকজন প্রতিনিধিস্থানীয় ভিক্ষু।

(৫) তিনজন পণ্ডিত মহাথের (গণ পামোকখ পরিযত্তি বিসারদ পাকট)

(৬) সিংহলী সংঘ কর্তৃক নির্বাচিত ৫ জন মহাথের।

(৭) থাইল্যাণ্ড হইতে নির্বাচিত ৫ জন মহাথের।

(৮) কম্বোডিয়া হইতে প্রেরিত ৩ জন ভিক্ষু।

(৯) লাওস হইতে প্রেরিত দুইজন ভিক্ষু।

(ঘ) ইউনিয়ন বিনয়ধর মহাথেরগণ।

ছট্ঠ সঙ্গায়ন ওবাদচরিয় সংঘনায়ক সংস্থার প্রধান কার্যসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) ভারনিত্থারক মহাথেরদের নিকট ছট্ঠ সঙ্গায়ন সম্পর্কীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য সুপারিশ করা।

(গ) ভিক্ষুদের চতুর্প্রত্যয় সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের জন্য সরকার বা ইউনিয়ন বুদ্ধ শাসন কাউন্সিলকে পরামর্শ দান।

২। ছটঠ সঙ্গায়ন ভার নিথারক সংস্থা

(ক) গঠন পদ্ধতি : (১) ওবাদচরিয় সংঘ কর্তৃক নির্বাচিত ২৫ জন মহাথের[১]

(২) সিংহল, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, লাওস প্রভৃতি অন্যান্য দেশ হইতে সঙ্গায়নে অংশ গ্রহণকারী একেকজন প্রতিনিধি ভিক্ষু।

(খ) কার্যের পরিধি ও কর্তব্য :

ছটঠ সঙ্গায়ন ওবাদচরিয় সংঘনায়ক সংস্থার নির্দেশাধীনে সমস্ত প্রকার কার্য করিবার ক্ষমতা ইহাদের আছে। ইঁহারা সঙ্গায়নে যোগদানকারী স্থবির, মহাস্থবিরদের সমস্ত কার্যের তত্ত্বাবধান এবং ঔচিত্য ও অনুচিত সম্পর্কে নির্দেশ দান করিতে পারিবেন।

ইহাছাড়া প্রয়োজনবোধে নিম্নলিখিত সংস্থাসমূহ গঠন করিবার ক্ষমতা ইঁহাদের আছে।

(ক) ছটঠ সঙ্গায়নে অংশ গ্রহণকারী ভিক্ষুদের কার্যের সুবিধার জন্য যে-কোন প্রকার উপসংস্থা গঠন।

(খ) এইরূপ উপসংস্থাকে যে-কোন কার্যের ভার অর্পণ করা।

(গ) সময় সময় এইরূপ সংস্থাদের উপদেশ ও আদেশ প্রদান।

(ঘ) ইউনিয়ন বুদ্ধ শাসন কাউন্সিলের কার্যের তত্ত্বাবধান করা।

(ঙ) সঙ্গীতিকারক ভিক্ষুদের উপদেশ বা পরামর্শ দান।

(চ) সময়ে প্রয়োজনবোধে ভিক্ষুদের আদেশ বা নির্দেশ প্রদান।

উপরোক্ত কার্যগুলি ছাড়াও ভারনিথারক সংস্থা নিম্নরূপ কার্যের জন্য বহুপ্রকার উপসংস্থা গঠন করেন।

(ক) পালি বিভাগ নয়োপদেশক—পালি পুস্তক বা পুস্তকাংশের নির্বাচন, সংশোধন ও পুনরাবৃত্তির জন্য ভিক্ষুদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করা।

(খ) পালি বিসোধক—পালি সূত্র বা সূত্রাংশের জন্য সংশোধক উপদল গঠন।

---

১ Sanga yana Sauvenir, R. No 238. April-May, 1958.

(গ) পালি পটিবিসোধক—পালি সূত্র বা সূত্রাংশের সংশোধনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত ভিক্ষুর উপর ভারার্পণ।

(ঘ) মরন্ম ভাসা পটিবিসোধক—বর্মী ভাষা অনুবাদক উপদল।

(ঙ) সঙ্গীতি বিধায়ক—সঙ্গীতিকারক এবং কার্যসূচী নির্ধারক উপদল।

(চ) সিকখা বিধায়ক—নিয়মানুবর্তিতা ও আচার-আচরণ বিষয়ক উপসংস্থা

(ছ) কথা বিসজ্জক—বুদ্ধের উপদেশ সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান সম্পর্কীয় উপদল।

(জ) বেথ্যাবচ্ছকারক—সংবর্ধনা সংসদ।

(ঝ) পাবত্তিসং পবেদক—ভিক্ষুদের খবরাখবর নেওয়ার জন্য উপদল।

৩। পালি ত্রিপিটক সংশোধক সভা

ইহার গঠনপ্রণালী অনুসারে ব্রহ্মদেশ হইতে ওবাদচরিয় সংঘনায়কদের দ্বারা নির্বাচিত ভিক্ষুগণই ইহার সভ্য হইবার উপযুক্ত। এই সভার সভ্যবৃন্দের কতকগুলি অসাধারণ গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। গুণাবলীগুলি:

(ক) তিনি বিশিষ্ট ধর্মাচরিয় হইবেন।

(খ) তিনি ২০ বৎসরের অধিক বয়স্ক ভিক্ষু হইবেন এবং তাঁহাকে প্রদত্ত কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(গ) ত্রিপিটকের অংশসমূহ সম্পর্কে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান থাকিতে হইবে।

(ঘ) তিনি একজন বিনয়ধর ভিক্ষু বলিয়া বহুলোকের প্রশংসা অর্জন করিবেন।

আবার এমন কতকগুলি ভিক্ষু এই সংস্থাতে থাকিবেন যাহারা সিংহল, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া কিংবা লাওসের সংঘ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

ত্রিপিটক সংশোধক সভাকে যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে সেইরূপ তাঁহাদের দায়িত্বও কম নহে। ত্রিপিটক গ্রন্থকে যথাযথ নির্ভুলভাবে প্রকাশ করা তাহাদের ঐকান্তিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং সর্বোপরি তাহাদের পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করে।

তাঁহারা ওবাদ সংঘনায়কদের উপদেশ ও নির্দেশানুসারে ত্রিপিটক অথবা উহার অর্থকথাসমূহ বিভিন্ন সংস্করণের সহিত মিলাইয়া শুদ্ধ-অশুদ্ধ সম্পর্কে

স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। এই কার্যের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কারণ তাহাদের কার্যের উপরই সঙ্গায়নের সাফল্য নির্ভর করে।

ত্রিপিটক সংশোধক বোর্ডকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন—

(১) সম্পাদকীয় বোর্ড—ইহার কর্তব্য হইল সংশোধক সভার নির্দেশ অনুসারে ত্রিপিটক গ্রন্থের খসড়া প্রণয়ন।

(২) সংশোধক সভা—ইহার কাজ হইল সম্পাদকীয় বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত অংশের মৌলিকত্ব পরীক্ষা করা।

(৩) পরীক্ষা-নিরীক্ষা বোর্ড—এই সংস্থার কার্য হইল সবচেয়ে কষ্টকর এবং কঠিন। কারণ এই সংস্থা শুধু সম্পাদকীয় বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুত খসড়ার মৌলিকত্ব ও খাঁটিত্ব পরীক্ষা করিবেন তাহা নহে। এতৎসঙ্গে নির্বাচিত খসড়ার ভাষা ও মৌলিকত্ব সম্পর্কেও পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। ত্রিপিটকের নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশের জন্য ইহারাই সর্বাপেক্ষা বেশী দায়ী।

এই ত্রিপিটক সংশোধনী সভার অধীনে আরও কয়েকটি উপসংস্থা একযোগে কাজ করে। যেমন—

(১) ত্রিপিটকের বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন ধরনের লোক নির্বাচক উপ-সভা, (২) ত্রিপিটক পুনর্সম্পাদন উপ-সভা, (৩) বর্মী ভাষা অনুবাদক উপ-সভা, (৪) নির্দেশক উপ-সভা। ইহারা সবাই একযোগে পালি ত্রিপিটক সংশোধনী সভার আদেশ ও উপদেশ অনুসারে নিজেদের ন্যস্ত কার্যসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন করিয়া থাকেন।

৪। সঙ্গায়ন কার্য পরিচালক সভা

এই সংস্থার কার্য হইল এই যে, সঙ্গায়নে আগত সমস্ত ভিক্ষু-শ্রমণদের পাতিমোক্ষের নিয়ম অনুযায়ী চলাফেরা করিবার জন্য উপদেশ প্রদান। যাহাতে চতুর ঈর্যাপথে[১] ভিক্ষু শ্রামনেরগণ সংযত হইয়া বুদ্ধের নির্দেশ মানিয়া চলে, সেইজন্য এই সভা তাহাদের অনুপ্রাণিত করে।

---

১ চতুর ঈর্যাপথ—দাঁড়ান, উপবেশন, শয়ন এবং গমন।

৫। উপ-অভ্যর্থনা সভা

ইহার কার্যগুলি নিম্নরূপ :

(১) ভিক্ষুদের জন্য চতুর প্রত্যয়[১] সংগ্রহ করা, খাদ্য চীবর, শয়নাসন, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থার জন্য ইহারাই দায়ী থাকিবে।

(২) উপরোক্ত দ্রব্যগুলি রক্ষণাবেক্ষণ,

(৩) বিনয়ের নিয়ম অনুসারে ভিক্ষুদের জন্য উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা।

(৪) বাহিরের উপাসক-উপাসিকাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ও প্রয়োজন অনুসারে ভিক্ষু সংঘ প্রেরণ।

(৫) রুগ্ন ভিক্ষুদের সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করা,

(৬) ভিক্ষুদের আবাসগৃহ, শৌচাগার, বাহ্যপ্রস্রাবের স্থান, স্নানাগার সমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

(৭) স্নান, মুখ প্রক্ষালন প্রভৃতির জন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

(৮) গামছা, বিছানাপত্র, লেপ-তোষক ইত্যাদি পরিষ্কাব-পরিচ্ছন্ন রাখা।

(৯) ভিক্ষুদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা।

৬। খবরাখবর ও সংবাদ পরিবেশক সভা

এই সংস্থার কার্যগুলি নিম্নরূপ :

(১) সঙ্গায়ন সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা।

(২) সঙ্গীতিকারক সকল ভিক্ষু, স্থবির এবং মহাস্থবিরদের সহিত যোগাযোগ করা।

(৩) সঙ্গীতিতে যোগদান ইচ্ছুক সকল ভিক্ষুদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন।

(৪) প্রতি সপ্তাহে সঙ্গায়ন সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ ভারনির্বাহক মহা-স্থবিরদের গোচরে আনয়ন করা।

(৫) সঙ্গায়ন সম্পর্কীয় অপর কোন কাজ তাহাদের উপর ন্যস্ত হইলে উহা সুচারুরূপে সম্পাদন করা।

(৬) সঙ্গায়নের সমস্ত খবরাখবর পালি, বর্মী এবং অন্যান্য ভাষায় সংবাদপত্রে প্রেরণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

খবর প্রকাশের ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখিতে হইবে।

(ক) ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতি আহুত হইবার কারণ,
(খ) ষষ্ঠ সঙ্গায়ন সংস্থা ও ভারার্পণ,
(গ) ইউনিয়ন বুদ্ধ শাসন কাউন্সিলের ভূমিকা,
(ঘ) ষষ্ঠ সঙ্গায়নকে একটি আন্তর্জাতিক রূপ দানের প্রচেষ্টা,
(ঙ) ষষ্ঠ সঙ্গীতি কার্যের অগ্রগতি,
(চ) মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত ভিক্ষুর সঙ্গায়ন সম্পর্কীয় বক্তৃতা সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশ ও অন্যান্য বিশ্ব বৌদ্ধ সংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যথাযথ ব্যবস্থা করা।

ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতির উদ্বোধন করিবার পূর্বে পালি ত্রিপিটক সম্পর্কীয় বহু কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সঙ্গায়ন মঞ্চে ত্রিপিটক গ্রন্থে বিধৃত বাণীসমূহ পুনর্মুদ্রণের খসড়া প্রণয়ন এবং এই সম্পর্কে ভিক্ষু সংঘের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছাড়া অপর কিছুই করা সম্ভব হয় নাই। অভিজ্ঞ গৃহস্থগণ বুদ্ধ-শাসন কাউন্সিল গৃহে বেশ কিছু আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা পঞ্চম সঙ্গীতিতে (১৮৯১ খৃঃ) গৃহীত ত্রিপিটক গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম খসড়া প্রণয়ন করেন এবং তৎপর উহার সহিত সিংহল, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া এবং পালি টেক্সট সোসাইটির প্রকাশিত গ্রন্থের সহিত উহার তুলনা করেন। দ্বিতীয় পর্বে ১১২৯ জন উপযুক্ত বর্মী মহাথের ১১৬টি দলে বিভক্ত হইয়া প্রথম খসড়াটি পুনর্বার পরীক্ষা ও মিলাইয়া দেখেন।[১] সঙ্গে সঙ্গে অপর সিংহলী ভিক্ষুগণ (১৮৫ জন) ৩৭টি দলে বিভক্ত হইয়া পুস্তকসমূহ পৃথকভাবে পরীক্ষা ও মিলাইয়া দেখেন। এইভাবে পুনঃ পুনঃ পৃথকভাবে মিলাইবার পর পুনরায় বর্মী, সিংহলী এবং থাই মহাস্থবিরগণ একত্রে সমস্ত ত্রিপিটক শাস্ত্র পরীক্ষা ও মিলাইয়া দেখেন। এইভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় মধ্যে মধ্যে সিংহলী ও বর্মী সংস্করণের ব্যাপারে দুই দলে বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়।[২] অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে পরিবর্তিত খসড়া সঙ্গীতিতে পাঠের জন্য গৃহীত হয়।

১ If the number of editors seems large, it must be remembered that the Pali cannon when printed in its enterity, will come to about fifty volumes of 400—500 pages each.

২ Chattha San'gayana, pp. 57. 64—65. ; The Nation, May 13, 1954.

ষষ্ঠ সঙ্গীতি উদ্বোধনের দুইমাস পূর্বে উ. নু. পার্লামেন্টে একটি নূতন বিলের পত্তন করেন। এই বিলের নাম হইল 'পিটক বিল'। ইহার দ্বারা ভুল-ভ্রান্তিমূলক কোন ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। উ. নু. নিজেই পার্লামেন্টে অনুযোগ করেন যে, বহু অসাধু ব্যবসায়ী ত্রিপিটক গ্রন্থের ভুল মুদ্রণ প্রকাশ করে। তাহাতে সৎ ও ধর্মানুযায়ী উপাসক-উপাসিকারা বহু প্রকার বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় মাননীয় সংঘ কর্তৃক সংশোধিত ও গৃহীত ত্রিপিটক গ্রন্থ সর্বসাধারণের জন্য মুদ্রিত করা একান্ত প্রয়োজন। এরূপ করা হইলে ভবিষ্যতে কোন অসাধু ব্যবসায়ী ভুল-ভ্রান্তিজনক কোন ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হইবে না। উপরন্তু শ্রদ্ধাবান উপাসকবৃন্দ উৎসাহবোধ করিবেন এবং জ্ঞানান্বেষী জনসাধারণেরও ত্রিপিটক সম্পর্কীয় ভুল ধারণা দূরীভূত হইবে। তাহাতে শাসনের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে।[১]

সঙ্গায়ন প্রারম্ভের কিছুদিন পূর্বে উ. নু. তিন সম্প্রদায়ের[২] প্রধান প্রধান ভিক্ষুদের লইয়া একটি আলোচনা সভার ব্যবস্থা করেন। এই সভায় বহু আলোচনার পর তিন নিকায়ের ১৭ জন সেয়াদ একটি সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সক্ষম হন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিন সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরাই সঙ্গায়নে অংশ গ্রহণ এবং এক সাথে সূত্রাবৃত্তি করিতে পারিবেন। কিন্তু সীমা প্রতিষ্ঠা, উপোসথ দিবসে পাতিমোক্ষ আবৃত্তি এবং অন্যান্য কর্মে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ইচ্ছানুসারে অংশ গ্রহণ বা বর্জন করা যাইবে। উপরোক্ত ব্যাপারে তিন সম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের মধ্যে একটি লিখিত দলিল সম্পাদিত হইল।[৩]

এই সঙ্গীতিকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও স্মরণীয় জাতীয় উৎসবে রূপদানের জন্য বর্মী সরকারের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। বন্দীদের তিন মাসের কারাদণ্ড মওকুফ করা হয়। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সঙ্গায়নে আগমনকারী দর্শকদের রেল ও স্টীমারের অর্ধেক ভাড়া মাপ করিয়া দেওয়া হয়। সঙ্গায়ন

১. The Nation, March 15, 1954.
২. থুধম্ম, শোয়েজিন এবং দ্বার নিকায়।
৩. The Nation, May 16, 1954.

প্রারম্ভের প্রথম ৪ দিনের জন্য ব্রহ্মদেশের সমস্ত কসাইখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

১৯৫৪ ইংরেজীর ১৭ই মে অপরাহ্নে ষষ্ঠ সঙ্গীতির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের প্রারম্ভে ১২ মি: ৩০ সে: ধরিয়া একাক্রমে শঙ্খ, ঘন্টা, কাঁশর, এবং ঘঙ্ প্রভৃতি বাজান হয়। সঙ্গীতির প্রথম তিন দিন বিবিধ প্রকার উদ্বোধনী সভা, উপস্থিত সুধীবৃন্দের ভাষণ, রাষ্ট্রনায়কদের শুভেচ্ছা বাণী পাঠ প্রভৃতির মধ্যদিয়া সময় অতিবাহিত করা হয়।[১] প্রধান মন্ত্রী উ. নু. তাঁহার বক্তৃতায় ব্রহ্মদেশের চিরাচরিত প্রথাসমূহের উল্লেখ করেন। ব্রহ্মদেশের কিম্বদন্তী অনুসারে বুদ্ধ নিজেই ২০,000 ভিক্ষু সমভিব্যাহারে দক্ষিণ বর্মার রাজধানী থাটনে আগমন করিয়াছিলেন। শুধু তাহা নয়, বুদ্ধ প্রায়ই আকাশ মার্গে উত্তর বর্মায় যাতায়াত করিতেন। উ. নু. বলেন যে, ভিক্ষু সংঘের প্রধান কর্তব্য হইল ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও অনুশীলন। ধর্ম জানাই যথেষ্ট নয়। দৈনন্দিন কার্যের দ্বারা পঠিত বিষয়সমূহ নিজের জীবনে প্রতিফলিত করাই ভিক্ষু-জীবনের প্রধান কর্তব্য। এইরূপ করিতে না পারিলে তাঁহাদের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। ব্যর্থতার গ্লানি জীবনে দুর্বিসহ। ভিক্ষু সংঘের নিকট তাহার অনুরোধ ও প্রার্থনা তাঁহারা যেন নির্ভয়ে তাঁহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কাজ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত সম্পাদন করেন। তাঁহারা কাহারো অনুগ্রহ উৎপাদনের জন্য যেন কোন কার্য না করেন। বুদ্ধ-শাসনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে সংযমের প্রতি তাঁহাদের একান্ত নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের উপর। ভগবান বুদ্ধ ও তাঁহার প্রধান শিষ্যদের উদাহরণই যেন তাঁহাদের জীবনের পাথেয় হয়। তাহারা যেন সকল সময় মনে রাখেন, "স্বাধীন ব্রহ্মের প্রত্যেকটি নাগরিক তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আছেন।"[২]

সঙ্গায়নের প্রথম কয়েক সপ্তাহের কাজ হইল কমিটি কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্তিত ত্রিপিটকের আনুষ্ঠানিক পাঠ ও অনুমোদন। সমস্ত ত্রিপিটক উপরোক্তভাবে পাঠ ও অনুমোদন করিতে ভিক্ষু-সংঘের দুই মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। ইহার জন্য সর্বমোট ২৫টি সভার অধিবেশন বসে

১ *Burma Weekly Bulletin*, May, 19 & 26, 1954.

২ থাকিন.নু: *Forward with the people*, Ministry of Education Rangoon, 1955, pp 144-169.

প্রথম অধিবেশনে বিনয়-পিটক আবৃত্তি ও অনুমোদিত হয়।[১] প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ব্রহ্মদেশের সবচেয়ে সম্মানিত রাষ্ট্রগুরু মহাস্থবির ন্যায়োংগান-সেয়াদ। তিনি দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। দ্বিতীয় অধিবেশন চলা অবস্থায় তিনি দেহত্যাগ করেন। তৃতীয় অধিবেশনকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম অংশে সভাপতিত্ব করেন কম্বোডিয়ার মহামান্য সংঘনায়ক। তৃতীয় অধিবেশনের ২য় অংশে যিনি সভাপতিত্ব করেন, তিনি হইলেন লাওসের মহামান্য সংঘনায়ক। থাইল্যাণ্ডের মহামান্য সংঘরাজই চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সিংহলস্থিত শ্যামনিকায়ের প্রবীণ মহাস্থবির মহাথের মানওয়াত্তের সংঘনায়ক।

এই মহাসঙ্গীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যে সমস্ত রাষ্ট্রগুরু মহাস্থবির, স্থবির-ভিক্ষু বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ২৫ জন ভারনিশ্বারক মহাথেরদের (Wunzaung Sayaduwr) নাম করা যাইতে পারে।[২] ইহারা প্রত্যেকে মহাপণ্ডিত এবং সমাজে ইহাদের প্রতিপত্তি সর্বজনগ্রাহ্য।

১ বিনয় পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলির নাম হইল: পারাজিকা, পাচিত্তিয়া, মহাবগ্গ, চুল্লবগ্গ এবং পরিবার। ইহাদের একত্রে পৃষ্ঠাসংখ্যা হইল, ২,২৬০ পৃষ্ঠা।

২ ভারনিশ্বারক মহাথেরদের নাম: (১) অভিদ্ধজ রট্‌ঠগুরু মহাথের রেবত, ক্রোমিয়ন সেয়াদ, মোগৌং-তৈক, মান্দালয়; (২) উ. ইন্দসভা মহাথের, অগ্গ মহাপণ্ডিত পয়াগ্য-তৈক, মান্দালয়; (৩) উ. ও ককনস মহাথের, অগ্গ মহাপণ্ডিত, পর্যাগ্য তৈক মান্দালয়; (৪) উ. বিসুদ্ধ মহাথের, পরিয়ত্তি ধম্মাচরিয়, বিজ্জালঙ্কার-তৈক, মান্দালয়; (৫) উ. জনক মহাথের, অগ্গ মহাপণ্ডিত মহাগন্ধারাম-তৈক, মান্দালয়; (৬) 'উ. নন্দিমা মহাথের, অগ্গ মহাপণ্ডিত, খিমকর্ণ-তৈক, মান্দালয়। (৭) উ. ঞাণবংস, অগ্গ মহাপণ্ডিত, বিসুদ্ধারাম-তৈক, মান্দালয়; (৮) উ. সুরিয় মহাথের, অগ্গ মহাপণ্ডিত, মান্দালয়; (৯) উ. পণ্ডিতা মহায়ের অনিসখং গ্রোব, সগাইং। (১০) উ, ইন্সরিয় মহাথের, ইউনিয়ন বিনয়ধর, অসিন আদিচ্চ বংস বিহার, রেঙ্গুন; (১১) উ. কোন্ডঞ্ঞ মহাথের, অগ্গ মহাপণ্ডিত পয়ার্গ্য-তৈক, রেঙ্গুন; (১২) উ. নন্দ সামী মহাথের, ইউনিয়ন বিনয়ধর, সাসনালঙ্কার বিহার, রেঙ্গুন; (১৩) উ. নাগ বংস মহাথের, পরিয়ত্তি ধম্মাচরিয়, বাগয়ন্তেওয়ে, রেঙ্গুন; (১৪) উ. সেৎমা মহাথের, অগ্গ মহাপণ্ডিত, সহাসি-সেয়াদ, থাটন-তৈক, রেঙ্গুন; (১৫) উ. তিলোকাভি বংস মহাথের, পয়যন্তি

১৯৫৪ ইংরেজীর ২৪শে মে ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতির শেষ অধিবেশন বসে। ভগবান তথাগত বুদ্ধের ২৫০০তম পরিনির্বাণ বার্ষিকীর দিনই মহা সমারোহের সহিত ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। শুধু ব্রহ্মদেশ নয়, পৃথিবীর সমস্ত বৌদ্ধ দেশে মহা ধুমধামের সহিত এই দিনটি উদযাপিত হয়। সেদিন হইতে ২৫০০ হাজার বৎসর পূর্বে কুশী নগরের যমকশাল তরুর মূলে ভগবান তথাগত বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণে নির্বাপিত হন। উহারও ৪৫ বৎসর পূর্বে বুদ্ধ গয়ার বোধি বৃক্ষমূলে সিদ্ধার্থ গৌতম বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। ইহার ৩৫ বৎসর পূর্বে লুম্বিনীর বিখ্যাত রাজোদ্যানে সিদ্ধার্থ কুমার মায়াদেবীর ডান পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হন। এইসব কারণে এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দানের জন্য পৃথিবীর প্রত্যেকটি জ্ঞানান্বেষী মানুষ মাত্রেই উৎসাহবোধ করেন। পাক-ভারত-বাংলা উপ-মহাদেশের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, মহোৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়। ব্রহ্মদেশে এই দিনটিকে মোহনীয় করিবার জন্য স্মারক ডাকটিকিট বাহির করে। দুই হাজার স্বল্প অপরাধী কয়েদীর মুক্তি প্রদান করা হয়। গুরুতর অপরাধী কয়েদীদের বেলায় কয়েক মাসের দণ্ড মওকুফ করা হয়। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ১৫ জন অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ব্রহ্মদেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য সভাসদ সমবিভ্যাহারে ঐদিন বিশ্বশান্তির পেগোডার নিকটস্থ গুহাকারে নির্মিত ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতি সভামণ্ডপে উপস্থিত হন এবং সঙ্গীতি কারক মহান

ধম্মাচরিয়, বাগয়া-তৈক, রেঙ্গুন; (১৬) উ. কেসর মহাথের, মূল ধম্মাচরিয়, মঙ্গলা সুখ-তৈক, রেঙ্গুন; (১৭) উ. আলার মহাথের, অগগ মহাপণ্ডিত, কণবে, রেঙ্গুন; (১৮) উ. নেমিন্দ মহাথের, পরিয়ত্তি ধম্মাচরিয়, খগ্যিকৌং-তৈক, চৌড়ি; (১৯) উ. নন্দ বংস মহাথের, অগগ মহাপণ্ডিত, মহাবিসুদ্ধারাম-তৈক পকোক্ক; (২০) উ. এসিক মহাথের, পরিয়ত্তি ধম্মাচরিয়, শোয়ে জেদি-ক্যং, হেণাণ জৌং, মগোত্তরে বিভাগ; (২১) উ. সোভনা মহাথের, গ্রন্থকারক থবেদিন-তৈক, হেনজাদা, (২২) উ. পন্দিচ্চ মহাথের, মূলধম্মা চরিয়, মিংক্যং মৌল-মেইন; (২৩) উ. ধম্মানন্দ মহাথের, মূল ধম্মাচরিয় মিয়ক্কম্য-ক্যং-তৈক, বেসিন; (২৪) উ. মরসীহ মহাথের, মূল ধম্মাচরিয়, বর্মা হিল ট্রেক্ট মিশন বিহার, আকিয়াব; (২৫) উ. ক্ষেয্যা মহাথের, মূল ধম্মাচরিয়, লেদিসন-ক্যং, পীনুমনা। (C/o Sangayana Sauvenir R. No. 238, April, May, 1954. pp, 42-45)

ভিক্ষু-সংঘকে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। এই মহাতিথি উপলক্ষে ঐ দিন ২৬৬৮ জন যুবক[১] ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। উপসম্পদা কার্য ঐ গুহার নিকটস্থ ভিক্ষু সীমায় সম্পাদিত হয়।

সমস্ত ব্রহ্মদেশে এই উপলক্ষে উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়। বহু কিশোর এই উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। গ্রামে গ্রামে ভিক্ষুদিগকে আনুষ্ঠানিকভাবে চতুর্প্রত্যয় প্রদান করা হয়। মাংস ও মদ্যের দোকান বন্ধ থাকে। অনেকে পশু-পক্ষী ছাড়িয়া দিয়া মুক্তির আস্বাদ অনুভব করে। বিহার, মন্দির, পেগোডা, সীমাগৃহ সজ্জিত করা হয়। ধর্মীয় নাচগান, ড্রামা, নাটক প্রভৃতি সারাদিন, সারা রাত ধরিয়া চলে। বলিতে গেলে ব্রহ্মদেশের আকাশ বাতাস উৎসবের আনন্দে মাতিয়া উঠে।

ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতির অবসানে 'কাবা আযে' নির্মিত দালানগুলি International Buddhist University-কে দেওযাব পরিকল্পনা ছিল। আমেরিকাব ফোর্ড ফাউন্ডেশন এই উদ্দেশ্যে কিছু টাকাও দান করিয়াছিলেন। প্রাবম্ভিক কার্য হিসাবে এখানে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে উ. পে. আউঙ্গ-এর তত্ত্বাবধানে 'Institute of Advanced Buddhistic Studies' নামে একটি পতিষ্ঠান খোলা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয় সাধন। এখানে আসিয়া সকল ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দ বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কীয় গবেষণা কার্য পরিচালনা করিবেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া ইহার কার্য পুরাদমে চলে। বিশ্ব বৌদ্ধ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য এখন খুব সন্তোষজনক চলিতেছে বলা যায় না। ইতিমধ্যে কাবা-আযের দালান মেরামতের অভাবে জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

ব্রহ্মদেশের ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতির ফল ও বৈশিষ্ট্য সুদূরপ্রসারী। রাষ্ট্রীয় ধর্মীয়, জাতীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইহা বিস্তৃত। ইহার বৈশিষ্ট্য প্রতীকধর্মী। ইহার ফলে সরকার অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংঘ, উপাসক ও সাধারণ মানুষের নিকট পরিচিত হয়। এই মহাসঙ্গীতির উদ্বোধন

---

১ পূর্বে ২৫০০ জন যুবককে উপসম্পদা দেওয়ার বিষয় স্থিরিকৃত হইযাছিল। উপসম্পদা প্রার্থী যুবক ও অবিভাবকদের আগ্রহাতিশয্যে ঐরূপ (অর্থাৎ ২৫০০ হাজারেব পবিবর্তে ২৫৬৮ জন) অধিক সংখ্যক লোককে উপসম্পদা প্রদান কবা হয়।

করিতে যাইয়া প্রধানমন্ত্রী উ. নু. এবং তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ বর্মী-বৌদ্ধদের ব্যক্তিগত জীবনেও প্রভুত প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। বৌদ্ধ ভক্তদের প্রাণে অভূতপূর্ব আশার সঞ্চার হয়। এক কথায়, ইহা দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসনের পর সমগ্র এশিয়ায় শান্তি ও প্রগতির বাণী বহন করিয়া আনে। বুদ্ধের বাণী খৃষ্টধর্মের প্রভাবকে প্রতিহত করিয়া এশিয়াবাসীর অন্তর্জগতে এক অবিস্মরণীয় পরিবর্তনের সূচনা করে। বর্মী জাতীয়তা-বাদেও এই সঙ্গীতির অবদান নিতান্ত কম নয়। ইহার ফলে তাঁহাদের সংগঠন-শক্তি অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সমগ্র থেরবাদ বৌদ্ধসংঘ ইহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। তাঁহারা নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চায় অধিকতরভাবে মনোনিবেশ করেন।[১]

---

১. *The Nation*, December 5-6, 1960 and March 13, 1961.

॥ পরিশিষ্ট ২ ॥

সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ সাহিত্য

পালি ছাড়া সংস্কৃত ও আধা-সংস্কৃত ভাষায় হুবহু বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এইগুলি পালি সাহিত্যের ন্যায় পর পর সাজানো ও সুরক্ষিত না হইলেও ইহাদের প্রকাশ ভঙ্গী, রচনা শৈলী, বর্ণনা-চাতুর্য ও ভাব বিশ্লেষণে কোন বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থের চেয়ে কম নয়। অধিকাংশ গ্রন্থ ভারতীয় পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত হইলেও উহাদের বেশীর ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহু গ্রন্থের চৈনিক ও তিব্বতী অনুবাদ ছাড়া এখনও মূল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবুও তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, মধ্যএশিয়া, চীন, কোরিয়া ও জাপানে সংরক্ষিত কিছু কিছু গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাই।[১] পণ্ডিতদের চেষ্টায় এই গ্রন্থসমূহের কিছু কিছু ইংরেজী ও অন্যান্য আধুনিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলি পালি সাহিত্যের ন্যায় ত্রিপিটকাকারে সাজানো নয়। আবার এইগুলি কোন একটি বিশেষ নিকায় বা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তও নহে। একেকটি গ্রন্থ একেকটি নিকায়ের দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। তবুও তিব্বত,

---

১ বুনিও নানজিওর প্রদত্ত তালিকা অনুসারে চৈনিক ত্রিপিটকে সর্বমোট ১৬৬২ খানা গ্রন্থ আছে। উহাদের সমস্তই সংস্কৃত অথবা পালিগ্রন্থ হইতে অনুবাদ করা হইয়াছে। এইগুলি চার ভাগে বিভক্ত: (১) সূত্রপিটক, (২) বিনয় পিটক, (৩) অভিধর্ম পিটক (৪) বিবিধ। হোবোগিরিন প্রদত্ত তালিকানুযায়ী চৈনিক বৌদ্ধগ্রন্থের সংখ্যা হইল ২১৮৪ খানা। 'তৈসো' সংস্করণে ইহা ৫৫ খণ্ডে বিভাগ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তিব্বতী ভাষায় বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে। এইগুলি দুইভাগে বিভক্ত: (১) কাঞ্জুর (Bkahhgyur)—১১০৪ খানা গ্রন্থ। এবং (২) তাঞ্জুর (Bstanhgyur)—৩৪৫৪ খানাগ্রন্থ। কাঞ্জুর পুনরায় সাত ভাগে বিভক্ত: (১) বিনয়, (২) প্রজ্ঞাপারমিতা, (৩) বুদ্ধাবতংসক, (৪) রত্নকূট, (৫) সূত্র, (৬) নির্বাণ এবং (৭) তন্ত্র। তাঞ্জুর আবার দুইভাগে বিভক্ত: তন্ত্র এবং (২) সূত্র। (C/o Chan Hsing Kaung: History of Chinese Buddhism, pp. 203-205) জাপানী ভাষায় চৈনিক বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের কমপক্ষে তিনটি অনুবাদ বর্তমান। তাঞ্জুর, কাঞ্জুর, জাপানী অনুবাদ ছাড়াও বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ মাঞ্চুরিয়ান ও মঙ্গোলিয়া ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

চীন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ও জাপানে নিম্নলিখিত নয়টি গ্রন্থ 'মহাযান সূত্র' বা 'মহাযান বৈপুল্য সূত্র' বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সেইগুলি হইল: 'সদ্ধর্ম পুণ্ডরিক,' 'লঙ্কাবতার,' 'ললিতবিস্তর', প্রজ্ঞা-পারমিতাসূত্র, 'কারণ্ড ব্যূহ', 'সমাধিরাজ সূত্র', 'সুবর্ণ-প্রভাস', 'দশভূমিক' এবং 'গণ্ড ব্যূহ-সূত্র'। এইগুলি ছাড়া অশ্বঘোষের বুদ্ধ চরিত, সুন্দরনন্দ কাব্য, নাগার্জুনের 'মূল মাধ্যমিক কারিকা', বসুবন্ধুর 'অভিধর্ম কোষ', 'বিংশিকা,' 'ত্রিংশিকা' শান্তি দেবের 'বোধিচর্যাবতার', 'শিক্ষাসমুচ্চয়,' প্রভৃতি গ্রন্থ শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে নয় সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ। নিম্নে প্রধান প্রধান গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল:

(১) **সদ্ধর্মপুণ্ডরিক ঃ** এই গ্রন্থটি জাপানে সবচেয়ে বেশী সমাদর লাভ করিয়াছে। জাপানের প্রতিটি মন্দিরে দুইবেলা পঠিত হয় এবং ইহার উপদেশগুলি পরম ভক্তি সহকারে পালন করা হয়। এই সূত্র অবলম্বনে চীনে 'তিয়েন-তাই' এবং জাপানে 'তেন্তাই,' 'নিছিরেন' 'ঝেন' প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।[১] সদ্ধর্ম পুণ্ডরিক অথবা Lutus Sutra এই সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রধান গ্রন্থ। নানজিওর মতে এই গ্রন্থটির নয়টি চৈনিক অনুবাদ আছে। ইহা মহাযান সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইহার কিছুটা অংশ রচিত হয়।[২] কিন্তু শব্দ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ইহা এত প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহা হীনযান মহাযান ভাগ হওয়ার সময় রচিত হইয়াছিল। এই কারণে

১ Charles Eliot. *Japanese Buddhism,* Second Impression, New York 1959, pp. 322. ff. *Indian Literature* by Winternitz, Vol. II, p. 305.

২ ইহার চৈনিক অনুবাদ পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় ২২৩ অব্দে। পরে ২৮৬, ২৮৩ খৃষ্টাব্দে ও চৈনিক ভাষায় অনূদিত হয়। প্রথম অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুবাদক হইল ধর্মরক্ষা ও কুমার জীব (Winternitz Indian Literature Vol. II, p. 275) ইহা ছাড়া বিখ্যাত দার্শনিক নাগার্জুনের গ্রন্থে সদ্ধর্ম পুণ্ডরিক হইতে বহু উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই গ্রন্থটি নাগার্জুনের পূর্ববর্তী রচনা।

ইহাকে মহাবস্তু ও ললিতবিস্তর গ্রন্থের পরবর্তী রচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ইহা গদ্যে ও পদ্যে রচিত। পদ্যাংশ অর্ধ-সংস্কৃতে এবং গদ্যাংশ পুরা সংস্কৃতে রচিত। পদ্যাংশ গদ্যাংশের চেয়ে প্রাচীন। ইহা একটি বিরাট গ্রন্থ। ইহাতে সাতাশটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে ইহাকে 'মহাযান বৈপুল্য সূত্র' বলিয়া আখ্যা করা হইয়াছে। তৎপর কি করিয়া বুদ্ধ সর্বপ্রথম ইহা দেশনা করেন এবং বড় বড় বোধিসত্ত্ব কর্তৃক রক্ষিত হয় এবং উহার বিষদ আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয় যে, একমাত্র বুদ্ধই পরম জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। পঞ্চম অধ্যায়ে বুদ্ধকে প্রথম কারুণিক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি সর্বজীবের প্রতি অপার করুণা পোষণ করেন। মেঘ ও সূর্য যেমন কোন জীবের প্রতি জল ও আলোক বিতরণ করিতে কার্পণ্য প্রদর্শন করে না, তদ্রূপ বুদ্ধের করুণারও সীমা নাই। বুদ্ধকে অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও করুণাময় পিতার সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, মানুষ জন্মগ্রহণ করার সময় অন্ধ থাকে। বুদ্ধ তাহার চক্ষুর আবরণ উন্মোচন করিয়া দেন।[১] বুদ্ধের কাছে বড় ছোট কোন প্রাণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব নাই। তিনি সর্বপ্রাণীর প্রতি সমান করুণা প্রদর্শন করেন।

চতুর্দশ অধ্যায়ে বুদ্ধকে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বুদ্ধ তাঁহার অলৌকিক শক্তির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। হাজার হাজার বোধিসত্ত্ব তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী সমুদ্রের তলদেশে

---

১ "*Saddharmapundurika*, Ch V., *SBE* 21; PP. 11 ff ; 128 ff; Even as a mighty rain-clouds gathers, and waters and refreshes by its moiture all the grasses, herbs and trees, even as the latter absorbs the moiture of the earth and blossom forth in renewed vigure. So the Buddha appears in the world and refreshes all creatures, bringing them blessed repose. Again, even as the sun and the moon send down their rays, equally, all over the world, on the good and the bad, on the high and lowly, So the preaching of the Buddha is for all the world alike,"

অবস্থিত নাগলোকে যাইয়া সদ্ধর্মপুণ্ডরিক সূত্র দেশনা করেন।[১] নাগ কন্যারা এই সূত্র শ্রবণ করিয়া দুঃখ হইতে মুক্ত হন। অনেকের এই সূত্র শ্রবণের ফলে সেই স্থানে স্ত্রীযোনিত্ব চলিয়া যায়।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে এই সূত্রের শ্রবণের ফল বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে সদ্ধর্মপুণ্ডরিক সূত্রকে তৃষ্ণার্তের পুষ্করিণী, শীত নিবারণের অগ্নি, বস্ত্রহীনের বস্ত্র, বণিকের শকট-চালক, মাতৃহীনের মাতা, পথিকের পাথেয়, ফেরী ঘাটের খেয়া এবং অন্ধকারের আলো স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[২] যে এই সূত্রের অংশবিশেষ নিজে লিখে বা লিখায় তিনি বিপুল পুণ্যের অধিকারী হন। যে স্ত্রী এই সূত্র শোনে তাহার স্ত্রীত্ব চিরস্থায়ী হয়। যাহারা এই সূত্রের আবৃত্তি শ্রবণ করিয়া সাধুবাদ প্রদান করে তাহাদের মুখ হইতে পদ্মগন্ধ, এবং শরীর হইতে চন্দনগন্ধ বাহির হয়। এই প্রকার অতিশয়োক্তি কোন থেরবাদী গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহা কেবল হীনযানী গ্রন্থ ও হিন্দু পুরাণেরই বিশেষত্ব।[৩] চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে মানবের ত্রাণকর্তা বলিয়া আখ্যা করা হইয়াছে। যিনি অবলোকিতেশ্বরের স্মরণ গ্রহণ করেন তিনি সমস্ত বিপদ-আপদ হইতে মুক্ত হন। অবলোকিতেশ্বরকে শাস্তি দিবার সময় দণ্ডদাতার দণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। তাহার নাম উচ্চারণে সর্বপ্রকার জাগতিক বন্ধন শিথিল হইয়া আসিবে। সমুদ্রে পোতভঙ্গ অথবা মরুপথে ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত লোকদের তিনিই রক্ষা করেন। সন্তানহীনা নারীরা তাঁহার স্মরণে স্ত্রী বা পুরুষ সন্তান লাভ করিতে পারে।

১ Winternitz; *Indian Literature* : Vol II, PP 299—300.

২ *SBF*, Vol.. P. 388.

৩ *Amitayurdhayana Sutra*, 28 (*SBF*, Vol. 49. Part. 2, P. 195) "If there be any one who commits many evil deeds provided that he does not speak evil of the Mohavaipulya Sutra, he, though himself a very stupid man, and neither ashamed nor sorry for all evil action that he has done, yet, while dying may meet a good and learned teacher who will recite and land the headings and titles of the twelve divisions of the Mahayana scriptures. Having thus heard the names of all the sutras he will be freed from the greatest sins which would involve him in birth and deaths during a thousand kalpas."

"He who invokes him, is delivered from every danger. The executioner's sword is shivered into fragments, if he who is sentenced to death, prays to him. All fatters are loosened if his which is attached by robbers. A woman who desires a son or a beautiful daughter needs only a invoke Avolokitesvara, and her which is fulfilled."[১]

এই পুস্তকের শেষের অংশের শ্লোকগুলি অবলোকিতেশ্বরের গুণ-কীর্তনের জন্যই রচিত হইয়াছে। কিছু কিছু শ্লোক অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের রচনা বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।[২] বুদ্ধ সর্বজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যত বিবেচনা করিয়া মানবকে উপদেশ দেন। এই সূত্রে বুদ্ধভক্তি, ধাতুপূজা, মূর্তিপূজা বা আদর্শ পূজার বহুল প্রশংসা করা হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এই গ্রন্থ পাঠের উপকারিতা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজক, হৎ-সিঙ, উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহার গুরু হুই-শি, দৈনিক এক বার করিয়া যাট বৎসর ধরিয়া 'সদ্ধর্মপুণ্ডরিক' সূত্র পাঠ করিয়াছিলেন।[৩] ইহার দ্বারা এই সূত্রের গুরুত্ব ও বহুলপ্রচার বুঝা যায়।

(২) **লঙ্কাবতার সূত্র:** ইহা যোগাচার দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এই গ্রন্থ রচিত হয়।[৪] ইহা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার গদ্যে ও পদ্যে রচিত। ইহাতে দশটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, লঙ্কার রাজা রাবণকে উপদেশ দিবার ছলে বুদ্ধ এই সূত্র দেশনা করেন। রাবণ বুদ্ধকে যোগাচার দর্শন সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ উহার যথাযথ উত্তর দেন। যোগাচার সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করেন যে, 'বিজ্ঞপ্তি মাত্র' জগৎ কিন্তু লঙ্কাবতার সূত্র মতে চিত্ত

১ Winternitz: *Indian Literature*, Vol II, P. 303.

২ Kern, *SBE, 21, P. XIII* f; XXI f.

৩ This book was translated from Chinese three times. First in 443 by Gunabhadra in 513 Bodhiroci and in 700-704 A. D. by Siksananda. In the first translation Chapters I. IV and X are missing. So some scholars are of opinion that these Chapters may be of latter edition (See *Nanjio Edition*, preface viii ff. Bagchi I, PP. 2 5. 38)

৪ *I-tsing translated* by J. Takaksu. P 205.

মাত্রই জগৎ। The world is nothing but the creation of the mind পৃথিবীর সবকিছু 'চিত্ত' বা 'মনের' সৃষ্টি। মনকে নিজের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে জগতের সবকিছুই জানা হইবে। অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের পার্থক্য ছিন্ন করিতে পারিলেই 'তিত্তমাত্র' বা 'বিজ্ঞপ্তি' মাত্রকেই জানা হইবে।

লঙ্কাবতার সূত্র মাধ্যমিকদের মত বহির্বিশ্বকে স্বীকার না করিলেও 'চিত্ত-মাত্র' (Phenomena of Conciousness) অথবা বিজ্ঞপ্তি 'মাত্র' (Store Consciousness) স্বীকার করেন। দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ পদ্যে (৮৮৪) শ্লোকে রচিত। বাকী অংশ পদ্য ও গদ্যে রচিত। ইহাতে মাংস ভক্ষণ, ধারণী প্রভৃতি আরও খুঁটিনাটি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। বোধিসত্ব, বোধিচিত্ত, বিজ্ঞপ্তিমাত্র ও চিত্তমাত্র, প্রভৃতির বিশদ আলোচনা ইহাতে পাওয়া যায়। দশম অধ্যায়ে ঘটনাচক্রে কতকগুলি ঐতিহাসিক নামের উল্লেখ করিয়াছেন যেমন ব্যাস, কণাদ, ঋষব, কপিল, পানিণি, অক্ষপাদ, বৃহস্পতি, যাজ্ঞবল্ক্য, ময়ুরাক্ষ, কৌটিল্য, আশ্বলায়ন প্রভৃতি। এইগুলি ঐতিহাসিকদের কাছে মূল্যবান হইতে পারে। এই গ্রন্থে আলোচিত 'বিজ্ঞানবাদ' দর্শনের সহিত মৈত্রেয় নাথ অসঙ্গ এবং মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ সূত্রে বর্ণিত দর্শনের খুব বেশী পার্থক্য নাই।

(৩) **ললিতবিস্তর :** বুদ্ধের জীবনী[১] সম্পর্কীয় যত পুস্তক সংস্কৃতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ললিতবিস্তর সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। মহাযান সম্প্রদায়ের লোকেরা ইহাকে 'বৈপুল্য সূত্র' বা 'দীর্ঘ সূত্র' বলিয়া ধারণা করে। যদিও এই গ্রন্থখানি মূলতঃ সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের রচিত তথাপি ইহাতে বুদ্ধ-জীবনের কাহিনীগুলি মহাবগ্গের মত পদ্যে ও গদ্যে বর্ণিত আছে। ইহা কোন সময় রচিত হয় সঠিকভাবে বলা কঠিন। অন্যান্য মহাযান গ্রন্থের মত ইহা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়।[২]

---

১ বুদ্ধের জীবনী সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হইল অশ্বঘোষের বুদ্ধ চরিত মহাবস্তু মঞ্জুশ্রী মূলকল্প প্রভৃতি।

২ For the relationship between Lalita vistara and the Pali tradition, see Oldenberg in Oc. Berlin, 1882 Vol. 2, PP. 107—122; Kern : *SBE.* Vol 21., P xiff. and Burnaup : *Lutus de le bonne Loi*, P. 864 ff.

সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দী।[১]

নানজিওর মতে ইহা প্রথম চৈনিক ভাষায় অনূদিত হয় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কিন্তু বর্তমানে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী মনে করেন, 'পো-পেন-হিং-কিং'। খৃষ্টীয় ৬৮ অব্দে) ললিত বিস্তরের অনুবাদ। ডঃ ইউন্টারনিচের মতে ইহা সত্য নহে।[২] ললিতবিস্তরের সঠিক অনুবাদ পাওয়া যায়, খৃষ্টীয় ৩০৮ শতাব্দীতে। ভারতীয় পণ্ডিত ধর্মরক্ষই ইহার সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন। নবম শতাব্দীতে ইহা তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। সম্ভবতঃ ইহা সংস্কৃতেও অনুবাদ করা হইয়াছে।[৩] ইহা ছাড়া নবম শতাব্দীতে নির্মিত বড় বুদ্ধর মন্দিরে ললিতবিস্তরে বর্ণিত বুদ্ধ-জীবনের বহু ঘটনাবলী উৎকীর্ণ আছে।[৪] এই চিত্রগুলি এতই জীবন্ত যে, মনে হয় চিত্রকর বুঝি স্বয়ং গ্রন্থ অনুধাবন করিয়া এইমাত্র চিত্রণ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

ললিতবিস্তরের বিষয়বস্তুগুলি পালি 'নিদান কথার' অবিদূরে নিদানের সহিত তুলনীয়। কেবল পঞ্চ ব্রাহ্মণের দীক্ষাটা ইহার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ললিতবিস্তরে বর্ণিত বুদ্ধ-জীবনের কাহিনীগুলি একটু এলোমেলো হইলেও সিদ্ধার্থের শিক্ষা, দেবমন্দির, পরিদর্শন, যশোধরার সঙ্গে বিবাহ, মার পরাভব, কৃষিগ্রামে ধ্যান, যুদ্ধবিদ্যা প্রদর্শন, বিম্বিসারের দীক্ষা প্রভৃতি ঘটনাগুলি ললিতবিস্তরের মত আর কোথাও এত বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করা হয় নাই। ইহার বর্ণনার মধ্যে কোন কোন স্থানে অতিরঞ্জনের ছাপ অতীব পরিস্ফুট। ললিতবিস্তরের এক জায়গায় বলা হইয়াছে যে, বোধিসত্ত্ব চৌষট্টি প্রকারের বর্ণমালা জানিতেন।[৫] তার মধ্যে চীনা ও হুন বর্ণমালাও বাদ যায় না।[৬] সমস্ত বইটি সাতাইশ

---

১ Bagchi : I.C., P. 87 fl : Winternitz : WZKM 26, 1912, P. 241ff.

২ *Indian Literature*, Vol II, P. 253.

৩ *Rgya-techer-rot-pa* (French translation, Tibatan du Lalita vistara by Ph. E. Foucaux.

৪ The Life of the Buddha on the Stupa of Barabudu according to *Lalitvistara Texts*, the Hague, 1926. C/o Speyor, Le Museon N. S. IV. 1903, P. 124ff.

৫ *History of Indian Literature*, Vol II, P. 252

৬ Rhys David : *Buddhism*, London, 1903. P. II.

অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ও শেষের অধ্যায়ে মহাযান দর্শন আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি পদ্যে ও গদ্যে লিখিত। পদ্যাংশগুলি বিষয়বস্তু সমূহের যথার্থ প্রতিপাদনের জন্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ললিতবিস্তরের ঘটনা পালি মহাবগ্গের তুলনায় অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। এখানে বুদ্ধের জীবনীতে বহু প্রকার অলৌকিকত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যেমন দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বহু বিষয় ললিতবিস্তর ছাড়া আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।[১] মহাবগ্গে[২] বর্ণনা করা হইয়াছে যে, বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভের পর বোধিবৃক্ষের চারিপার্শ্বে সাত সপ্তাহ পরম শান্তি উপভোগ করিয়া কাটাইয়াছিলেন।

কিন্তু ললিতবিস্তরে[৩] উল্লেখ আছে যে, তিনি এইগুলি ছাড়া দ্বিতীয় সপ্তাহে শতসহস্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া চতুর্দশ হইতে ছাব্বিশ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনাগুলি অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে প্রায় এক। বোধিসত্ত্বের চতুর্নিমিত্ত[৪] দর্শন, গৃহত্যাগ, সন্ন্যাস বিম্বিসারের সহিত সাক্ষাৎ, আরাঢ় কালামের নিকট ধ্যানাভ্যাস, দুস্তর তপশ্চরণ, মার পরাভব, বুদ্ধত্ব লাভ, পঞ্চ ব্রাহ্মণের দীক্ষা[৫] ও ধর্মপ্রচার প্রভৃতি ঘটনাবলী একরূপ। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে ললিতবিস্তরকে পুরাপুরি মহাযান গ্রন্থ রূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে না। সম্ভবতঃ ইহা সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা সর্বপ্রথম রচনা করেন এবং পরে মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা ইহার মধ্যে অলৌকিকত্ব আরোপ করিয়া মহাযান গ্রন্থে রূপান্তরিত করেন। বহু দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিতেরা এই গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অধ্যাপক উইন্টারনিচ্ বলেন:

The work is of immense value from the point of view of history of Religion. From the point of view

১ C/o Winternitz ; WZKM, 26 1912, P. 237 ff.

২ পটমং বোধিপল্লঙ্কং দুতিয়ে অনিমিসং পিচ
তিতিয়ে চঙ্কমনং সেট্ঠং চতুত্থং রতনং ঘরং।
পঞ্চমং অজপালং চ মুসলিন্দঞ্চ ছট্ঠমং
সত্তমং রাজায়তনং বন্দেতং বোধিপাদপং। —মহাবগ্গ, প্রথম পরিচ্ছেদ।

৩ *Lalitavistara* by Lefmann, P. 377.

৪ জরা, ব্যাধি, বার্ধক্য এবং মৃত্যু। C/o Anderson's *Pali Reader*, pp. 63-64.

৫ পঞ্চ বর্গীয় শিষ্য। যথা: কোণ্ডঞ্ঞো, বপপ, ভদ্দিয, মহানাম ও অসসজি।

of history of Literature, too, Lalitavistara is one of the most important work of Buddhist Scriptures. Though it is not yet an actual Buddha epic: and it is the Ballads and episodes as preserved in the earliest portions of the Lalitavistara, though probably not from the Lalitavistara itself, that Asvaghosa, the greatest poet of the Buddhists created his magnificient epic Buddacarita, "Life of the Buddha." ১

(৪) **প্রজ্ঞা পারমিতা সূত্র:** ধর্মীয় ইতিহাস নির্ধারণের জন্য যে সমস্ত পুস্তক বেশী প্রয়োজনীয় তাহার মধ্যে প্রজ্ঞা পারমিতা সূত্র সবচেয়ে প্রাচীনতম। প্রজ্ঞা পারমিতা সূত্রের প্রধান বিষয়বস্তু ছয় পারমিতা।২ যথা: দান, শীল, ক্ষান্তিবীর্য, ধ্যান ও জ্ঞান বিশেষ করিয়া শেষের পারমিতাটি অর্থাৎ 'প্রজ্ঞা' বা 'জ্ঞান' পারমিতাই এখানে আলোচিত হইয়াছে। পূর্বে এই প্রকার প্রজ্ঞার নাম শূন্যতা। জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানই শূন্যতা অর্থাৎ উৎপন্ন বস্তু মাত্রেরই ধর্ম বিনাশশীল ও দুঃখজনক কাজেই নশ্বর এবং পরমার্থতঃ ইহার কোন অস্তিত্ব নাই।

প্রজ্ঞা পারমিতার আলোচ্য বিষয় মহাযান দর্শন। ইহার উপদেশগুলি পালি সূত্রের মত গাথাকারে লিখিত, ভগবান বুদ্ধ কথোপকথন ছলে প্রধান শিষ্য সুভূতিকে ধর্মোপদেশ দিতেছেন। এই গ্রন্থটি ১৭৯ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। সম্ভবতঃ কোন পণ্ডিত ইহা দাক্ষিণাত্যে সর্বপ্রথম রচনা করেন এবং পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচার করেন।

প্রজ্ঞা পারমিতা শ্লোকের সংখ্যা প্রথমে কত ছিল বলা কঠিন। নেপালী পণ্ডিতদের মতে সর্বপ্রথম ১২৫000 শ্লোকে প্রজ্ঞা পারমিতা লিখা হয়। পরে ইহা যথাক্রমে ১00,000; ২৫,000; ১0,000; ৮,000 শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করা হয়। অপর মতানুসারে আদি প্রজ্ঞা পারমিতা ৮,000 শ্লোকে লিখা হইয়াছিল, পরে ইহা পরিবর্ধিত হয়। সর্বপ্রকারের প্রজ্ঞা পারমিতা সূত্র এখন তিব্বত ও চীনে বর্তমান আছে। কথিত আছে, হিউয়েনসাঙ বার

১ *Indian Literature,* Vol. II, p. 256.

২ *Dharmasangraha,* 17. C/o Hardy: *Mannual of Buddhism,* 1860. pp. 98, 101 ff.

প্রকার প্রজ্ঞা পারমিতা সূত্র চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ক্ষুদ্রতম প্রজ্ঞা পারমিতার মাত্র একশত পঞ্চাশটি শ্লোক ছিল। প্রজ্ঞা পারমিতা সূত্র চৈনিক ও তিব্বতী ত্রিপিটকের বিশেষ অংশ জুড়িয়া আছে। তিব্বতী কাঞ্জুরের 'যোরপিন' অধ্যায়ে প্রজ্ঞা পারমিতা স্থান পাইয়াছে। ইহাতে একুশটি বই আছে। তিব্বতে এই বইটির যে কত মূল্য, তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে বেশ বুঝা যাইবে।

"There are translations of the Prajnaparamitas of 100,00; 25,000; 18,000; 10,000; 8,000; 700: and 500 Slokas of Vajracchedika (with 300 slokas) right down to a 'Alpaksara' or Salpaksara of (very) few Syllables' and even a Bhagavati Prajnaparamita Sarvia, Tathagata-Mata-Ekaksara; the Sacred Prajna paramita of one syllable of the Tathagata; in which the perfection of wisdom is concentrated in the one sound' 'a'.[১]

সংস্কৃত সাহিত্যে ও প্রজ্ঞাপারমিতার বহু সংস্করণ পাওয়া যায় যথা: 'সত সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা,' পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, সার্ধদ্বিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, সপ্ত সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা', বজ্রচ্ছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, 'অল্পাক্ষরা প্রজ্ঞাপারমিতা', প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়-সূত্র' প্রভৃতি।[২]

এই সূত্রে ভগবান বুদ্ধের অপার করুণা প্রাণিগণের হিত সাধনের জন্য কিভাবে নিয়োজিত হইয়াছে, নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে তাহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইবে। তিনি তাঁহার এক শিষ্য সুভূতিকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন:

---

১ C/o Rajendra Lal Mitra; *Astashasrika Prajma-Paramita* P. IV. F.; Indian Historical Quarterly, Vol I, (1925). 211.ff. Mullers Introduction Vajraechedika Sutra, SBE. XLIX.

২ S. Wellser; Prajnaparmita, P. 15 ff. Csoma de karos in Asiatic Researches, Vol. 20 (1836). P. 39 ff. and AMG, 11, 119 ff,; Buddhist Bible, Dwight Coddard, Thetford, Vermont, USA, 2nd Ed 1938.

"O Subhuti, Bodhisattva a, great being, who desires to advance to unsurpassable complete enlightment, must behave alike towards all beings. In this way he must train himself in being protector of all beings and he himself must be steadfast in surpressing all evil, he must give alms, observe the moral law, train himself a patience, he must show himself, energetic, must devote himself to meditation and achieve the victory in wisdom, he must complete formula of the causally condition origin both in regular and inverted order, he must teach it to others, extol in it their presence and enable them to take delight in it." (History of Indian Literature, Vol. II. P-320)

(৫) কারণ্ড ব্যূহ—কারণ্ড ব্যূহ অর্থাৎ অবলোকিতেশ্বর গুণ কারণ্ড ব্যূহ কখন রচিত হয়, তাহা সঠিকভাবে বলা কঠিন। সঠিক তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যায় ৬১৬ খৃষ্টাব্দে। উহার মধ্যে কোন আদি বুদ্ধের কল্পনা পাওয়া যায় না। ঐ পুস্তকের প্রধান বক্তব্য বিষয় হইতেছে, বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের গুণকীর্তন।

এই গ্রন্থের দুইটা সংস্করণ পাওয়া যায়। প্রাচীন সংস্করণটি গদ্যে এবং শেষের সংস্করণটি পদ্যে রচিত হইয়াছে।[১] শেষের সংস্করণে জগতের শাশ্বত ও অশাশ্বতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কি করিয়া সর্বপ্রথম সমস্ত বস্তুসমূহের সৃষ্টি হইল আদি বুদ্ধ স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ আদি নাথ কি করিয়া ধ্যানের মাধ্যমে জগতের সৃষ্টি করিলেন উহার বর্ণনা এখানে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, আদি বুদ্ধ হইতে সর্বপ্রথম অবলোকিতেশ্বরের সৃষ্টি হয়। অবলোকিতেশ্বরেরই পরে দেবতাদের সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টি রহস্য আলোচনা করিলে হিন্দু পুরাণের কথা মনে পড়ে। এই গ্রন্থ যে হিন্দু পুরাণের দ্বারা প্রভাবান্বিত তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। অবলোকিতেশ্বরের কল্পনা বোধ হয়

Rajendra Lal Mitra : *Napalese Buddhist Literature*, P. 95 FF; 10 1 f. CP. Burnoup Introduction, PP. 196-206.

পঞ্চম শতাব্দীর আগে হয় নাই। কারণ চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন চরম বিপদে পড়িয়া কেবল বোধিসত্ত্বের কাছে পরিত্রাণ ভিক্ষা করিয়াছেন।[১]

গদ্য ও পদ্য সংস্করণ বেশীর ভাগ তন্ত্রকে অনুসরণ করিয়াছে। দুই সংস্করণেরই প্রধান বক্তব্য বিষয় অবলোকিতেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন। অবলোকিতেশ্বরকে এখানে বোধিসত্ত্ব হিসাবে কল্পনা করা হইয়াছে। তিনি সর্বগুণের আধার। তিনি মানবের হিতের জন্য তাঁহার সর্বস্ব পণ করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াও মানব-মঙ্গলের জন্য নির্বাণ লাভ করেন নাই। তিনি সর্বপ্রাণীর মাতাপিতা সদৃশ; সর্বপ্রাণীর সর্বপ্রকার মঙ্গল সাধন করাতেই তাঁহার পরম তৃপ্তি। কারণ্ড ব্যূহের প্রথম অধ্যায়ে তিনি কি করিয়া প্রাণীদের হিতের জন্য আটটি নরকে পদার্পণ করেন, তাহার বর্ণনা আছে। তাহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, তাঁহার নিরয়ে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে নরকাগ্নি নির্বাপিত হইয়া যায়। তিনি অবিচি নরক হইতে বাহির হইয়া প্রেতলোক, অসুরলোক ও সুদূর সিংহল পর্যন্ত মানবের হিতের জন্য পরিভ্রমণ করেন।

কারণ্ড ব্যূহ সূত্রে ভক্তিবাদের আধিক্য বেশী। ইহাতে ভক্তিবাদের কি রকম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে তাহা বিশেষ ভাবে বুঝা যাইবে :

"Avalokiteswara is not only a helper full of loving kindness, but he is also a comic being, out of forth: The Sun and the Moon came forth from his eyes, Maheswara from his brow, Brahman and other Gods from his soulders, Narayana from his heart, Sarawati from his two corner teeth, the winds from his mouth, the earth from his feet, Varuna from his stomach."[২]

---

১ Fa-Hien visited India in the year 399 A. D. He prayed to Budhisattva for deliverance while he was overtaken by storm in the Bay of Bengal. (L. A. Waddel: TRAS. 1894. P. 57)

২ Winternitz: *History of Indian Literature*, Vol II, P. 308ff.

এই পুস্তকে বোধিসত্বকে মহাকারুণিক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি মানব-হিতের জন্য তাঁহার সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে উহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে :

"The Bodhisattva Avalokiteswara the great being, a Lamp for the blind, a Sun-shade for those who are seorched by the great heat of the Sun, a river for those who are dying of thirst, he gives safety to those who are in fear of danger, he is physician to those who are tormened by sickness, he is a father and mother to the unfortunate, he points the way to Nirvana to those who have decended into hell."[১]

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেশীর ভাগ অংশই এই সূত্র পাঠের এবং অবলোকিতেশ্বরের নাম কীর্তনের উপকারিতা সম্পর্কে বলা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, অবলোকিতেশ্বরের নাম কীর্তনে যে পুণ্য হয় তাহার তুলনা নাই। তাহার নাম কীর্তনের সর্বপ্রধান বিষয় হইল "ওঁ মনি পদ্মে ওম্" এই প্রার্থনা বর্তমানেও সমস্ত তিব্বতীদের কাছে শুনা যায়।

"Oh, noble youth, I can count every single grain of sand in the oceans, but it is impossible for me to count up the sum of merit which one acquires by a single recitation of the great Knowledge of six sybllables."[২]

এই সূত্রের অবলোকিতেশ্বরের কল্পনার সহিত সুখাবতী ব্যূহে বর্ণিত অমিতাভ এবং সদ্ধর্মপুণ্ডরিক সূত্রে বর্ণিত শাক্যমুনি বুদ্ধের তুলনা করা যাইতে পারে। এই তিনটি সূত্র প্রায় একই নিয়মে লেখা হইয়াছে এবং বিষয়বস্তু প্রায় একরূপ।

(৬) **সমাধিরাজ সূত্র :** সমাধিরাজ সূত্র অর্থাৎ King of Meditation (সমাধির রাজা) পরবর্তী মহাযান সূত্রের অন্যতম, ইহার চৈনিক নাম, ("যুএই-তেঙসান-মেই-চিঙ)"। খৃষ্টীয় ৪৫০ হইতে ৫৫৭

১ Ibid, P. 308 ff. *Jataka No.* 196.

২ Karandaravuha, P 70. C/o *History of Indian Literature*, Vol. 11. P. 308 ff.

অব্দে ইহা চীনা ভাষায় অনূদিত হয়।[১] শিক্ষা সমুচ্চয় গ্রন্থে ইহাকে 'সুরঙ্গম সমাধি' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আবার গ্রন্থের প্রধান বক্তার নামানুসারে ইহাকে 'চন্দ্রপ্রদীপ' অথবা 'চন্দ্রপ্রভ'[২] সূত্র বলিয়াও অভিহিত করা হয়। কারণ ইহার প্রধান নায়ক বুদ্ধের সঙ্গে চন্দ্রপ্রভের বিভিন্ন প্রকার সমাধি সম্পর্কে আলোচনা হয়।

এই সূত্রে সমাধি লাভের জন্য বহুপ্রকার প্রাথমিক কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধপূজা, প্রার্থনা, সন্ন্যাস, সর্বপ্রাণীর প্রতি অপার করুণা ও মৈত্রী, পরের উন্নতির জন্য নিজ জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য, পার্থিব সুখের অসারত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সর্বোপরি জগতের বস্তুমাত্রেরই শূন্যতা জ্ঞান সমাধি লাভের জন্য অপরিহার্য। শান্তি দেবের শিক্ষা সমুচ্চয় গ্রন্থে ইহার বহু উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। যেমন এক জায়গায় বলা হইয়াছে, 'সাধক কখনও সদ্ধর্ম হইতে চ্যুত হইবেন না। কখনও কোন রমণীর বশীভূত হইবেন না। সর্বদা ভগবান বুদ্ধের বাণীর ধারক ও বাহক হইবেন। তিনি সর্বদা স্মরণ রাখিবেন মানসিক শান্তিই সব সুখের মূল।' তিনি মানুষের মধ্যে যুবরাজ সদৃশ হইবেন। তিনি সর্বপ্রাণীর চিকিৎসক হইবেন এবং সকলের সুখের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকিবেন। তিনি দুঃস্থ লোকদের পায়ের কাঁটা উঠাইয়া যন্ত্রণা নিবারণ করিবেন। তিনি উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে যত প্রাণী আছে সকলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য জীবন-প্রাণ পণ করিবেন।

তিনি মানুষের মধ্যে চন্দ্র-সূর্যের মত দীপ্তিমান হইবেন। তাঁহার অপার মৈত্রী দ্বারা সমস্ত বিশ্বকে প্লাবিত করিবেন। তিনি কখনও ক্রুদ্ধ হইবেন না। জগতে সুখে, দুঃখে সর্ব অবস্থাতেই অবিচলিত থাকিবেন। তাঁহার উপর অত্যাচার করিলে অথবা কেহ তাঁহার শরীরের চামড়া উঠাইয়া নিলেও অত্যাচারীর অমঙ্গলের জন্য তিনি কিছু করিবেন না। তিনি সর্ব অবস্থাতেই স্মরণ রাখিবেন যে, সন্তোষই পরম ধন।[৩]

---

১ *Nanjio No. 191. TRAS.* 1907, 663; Both these two titles are also mentioned in Tibetan Kanjur, S. Karas, in AMG 11, 249.

২ R. L. Mitra: *Napalese Buddhist Literature*, pp 209-221, *Siksa-Samuccay* ed, Beudell, P. 368.

৩ *Siksa Samuccaya*, P. 942 ff.

শিক্ষা সমুচ্চয়ে আরও উল্লেখ আছে যে, সমাধি রাজ সূত্র (জ্ঞানবতী অধ্যায়ে) মতে সাধকের মাংস খাওয়া নিষেধ। তবে কোন রোগ নিবারণের উপায় হিসাবে মাংস ভক্ষণে আপত্তি নাই। ইহা ছাড়াও সমাধি রাজ সূত্রে কি করিয়া সাধনার দ্বারা সংসার-দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, উহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

(৭) সুবর্ণ প্রভাস: ইহাও পরবর্তী মহাযান গ্রন্থের অন্যতম, ইহাকে সুবর্ণ দীপ্তি বা 'Splendour of Gold' বলা হয়। এই গ্রন্থে অসংবদ্ধভাবে দার্শনিক তত্ত্ব ও বৌদ্ধধর্মের নৈতিক উপদেশসমূহ আলোচনা করা হইয়াছে। এই দার্শনিক তত্ত্ব ও নীতি গল্পের মাধ্যমে সুন্দরভাবে বিবৃত করিবার যথেষ্ট প্রয়াস এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। শেষের অধ্যায়গুলি প্রায় তান্ত্রিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত। দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থটি ইংরেজী অথবা আধুনিক কোন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয় নাই। রাজেন্দ্র লাল মিত্র তাঁহার Napalese Buddhist Literature নামক গ্রন্থে এই পুস্তকের কিছু কিছু অংশের উদ্ধৃতি এবং অনুবাদ করিয়াছেন।[১]

এই সূত্রের প্রথম অধ্যায়ে বুদ্ধ ধাতুর অস্তিত্ব, ধর্মকার বুদ্ধের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধ কখনও পার্থিব দেহ লইয়া এই মরজগতে আবির্ভূত হন নাই, অথবা এখানে নির্বাণপ্রাপ্ত হন নাই। কেবল বুদ্ধের 'ধর্মকায়'[২] মানব হিতের জন্য নির্বাণ মার্গ দেশনা করিয়াছিলেন। চতুর্থ অধ্যায়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ও মৈত্রী ভাবনার ফল বর্ণনা আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে শূন্যতার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে সুবর্ণ প্রভাস আবৃত্তির প্রশংসা, বিভিন্ন প্রকার ধারণীর এবং সরস্বতী মহাদেবীর (Godess of Shri) উল্লেখ আছে। মহাযান মতাবলম্বীদের কাছে এই সূত্রের মাহাত্ম্য অত্যধিক। মধ্যএশিয়ায় এই গ্রন্থের কিছু কিছু অসম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩] কথিত আছে, খৃষ্টীয় ৫৮-৭৫ অব্দে রাজা 'মিঙ-তি'র আমলে

১ R. L. Mitra : *Napalese Buddhist Literature*, P 241.

২ Morgan : *The Path of Buddha*, New york, 1956, P, 278 ff. According to Mahayana the three bodies of Buddha are: (1) Earthly body (Nirmanakaya), (2) Subtle body (Sombhoga Kaya) and (3) Unmanifested body (Prajna dharma Kaya),

৩ *History of Indian Literature*, Vol. II, P. 341.

কাশ্যপ মাতঙ্গ সর্বপ্রথম এই সূত্র চীন দেশে প্রচার করিয়াছিলেন।[১] সর্বপ্রথম ভারতীয় পন্ডিত ধর্মরক্ষই খ্রীষ্টীয় ৪১৪-৪৩৩ অব্দে এই গ্রন্থ চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহার পরে পরমার্থ ও 'ইৎ-সিং' যথাক্রমে ৫৫২-৫৫৭ এবং ৭০৩ অব্দে ইহা চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেন।

(৮) **দশ ভুমিক সুত্র:** 'দশ ভূমক' অথবা 'দশ ভূমিশ্বর' সূত্রকে চৈনিক অবতংসক সূত্রের অংশ হিসাবে গণ্য করা হইলেও ইহাকে একটি স্বতন্ত্র বই বলা যায়। এই সূত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় 'দশভূমি' অথবা 'বুদ্ধত্ব লাভের দশটি স্তর। এই সূত্রের প্রধান বক্তা বোধিসত্ত্ব 'বজ্রগর্ভ'। বোধিসত্ত্ব 'বজ্রগর্ভ' বহু দেবতা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের মধ্যে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। শাক্যমুনি বুদ্ধ তাঁহাকে বুদ্ধত্ব লাভের দশটি স্তর বা ভূমি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে বলেন। এই সময় দেখিতে দেখিতে বুদ্ধগণের শরীর হইতে বিমল জ্যোতি নির্গত হইতে থাকে।

প্রথম অধ্যায়ে বিষয়বস্তুসমূহ পদ্য ও গদ্যে রচিত। পদ্যগুলি মিশ্র সংস্কৃত এবং গদ্যের ভাষা খাঁটি সংস্কৃত। দশভূমি সম্পর্কে প্রাচীন মহাবস্তু গ্রন্থে বহু আলোচনা করা হইয়াছে। তবে মহাযান সম্প্রদায়ের কাছে দশভূমির গুরুত্ব অনেক বেশী। এই গ্রন্থটি ধর্মরক্ষ কর্তৃক ২৯৭ খৃ: চৈনিক ভাষায় অনূদিত হয়। ড: সুজুকি তাহার 'মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম' নামক গ্রন্থে এই সূত্রের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। 'ললিতবিস্তর' 'অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা', 'চন্দ্রকীর্তির মাধ্যমকাবতার', এবং মৈত্রেয় নাইয়ের, 'মহাযান-সূত্রালঙ্কার' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহেও দশভূমি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। অর্হৎ বা বুদ্ধ দশ প্রকারের পাপ কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে অর্হৎ বলা হয়।[২] বুদ্ধ দশ প্রকার বলের অধিকারী বলিয়া তাঁহাকে দশবল বলা হয়। জাতকে উল্লেখ আছে, বুদ্ধ 'অট্‌ঠভূমি' পটিমণ্ডিত করিয়া 'মূল পারিয়ায় সূত্র' দেশনা করেন। বুদ্ধ ঘোষ মানবের জীবনকে আটভাগে ভাগ করিয়াছেন। যথা: (১) মন্দভূমি (Babyhood), (২) খিড্ডা (Play time), (৩) বিমংসন (Trial time), (৪) উজুগাত্ত (Errect time) (৫) সেখ (Learning

১ Bengali 1, P. 4—*Vinaya Texts*, 1. 141 Sq.; *Dharmapada Attha Katha*, Vpl. 111, 70.

২ *Visuddhimagga*, P. 493; *Dialogue of Buddha*, Vol. 1. P. 72.

time) (৬) সমন (Ascetic time) (৭) জিন (Prophetic time) এবং (৮) পন্থ (Porspect)।

(৯) গণ্ডব্যূহ সূত্র: ইহাকে চৈনিক ভাষায় অনূদিত 'অবতংসক' সূত্রের সহিত তুলনা করা হয়। অবতংসক অর্থাৎ বুদ্ধাবতংসক সূত্রের[১] কোন সংস্কৃত সংস্করণ পাওয়া যায় নাই। তাই অনেকে অনুমান করেন, সম্ভবতঃ গণ্ডব্যূহ-সূত্রই অবতংসক সূত্রের সংস্কৃতানুবাদ। মহাযান সূত্রের মধ্যে শত সাহস্রিকা, পঞ্চবিংস সাহস্রিকা, অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পরেই বুদ্ধাবতংসক সূত্রের স্থান। এই সূত্রটি চৈনিক ত্রিপিটক[২] ও তিব্বতী কাঞ্জরের[৩] বেশ কিছু সংখ্যক জুড়িয়া আছে। এই পুস্তককে কেন্দ্র করিয়াই ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনে ও জাপানে যথাক্রমে অবতংসক ও কেগন নামে দুইটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। কথিত আছে, চৈনিক ভাষায় সর্বমোট ছয়টি অবতংসক সূত্র আছে। সবচেয়ে দীর্ঘতম সূত্রের গাথার সংখ্যা ১০০০০০ এক লক্ষ এবং সংক্ষিপ্ত সংস্করণে গাথার সংখ্যা মাত্র ৩৬০০০ হাজার। এই সংস্করণটি বুদ্ধ ভদ্র কর্তৃক ৪১৪ খৃষ্টাব্দে চৈনিক ভাষায় অনূদিত হয়। শিক্ষানন্দ ৪৫০০ গাথা সম্বলিত অবতংসক সূত্র খৃষ্টীয় ৬৯৫-৬৯৯ অব্দে চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেন।[৪]

গণ্ডব্যূহ সূত্রের প্রধান বক্তব্য বিষয় হইতেছে কি করিয়া বোধিসত্ত্ব মনুজশ্রীর উপদেশে যুবক সুধন পরম জ্ঞান লাভের জন্য দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং স্ত্রী, পুরুষ, দাসী, চাকর, বালক, রাত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গোপা ও মহামায়া প্রভৃতির নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া সর্বশেষে বোধিসত্ত্ব সামন্ত ভদ্রের উপদেশে চরম জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। শান্তিদেবের শিক্ষা সমুচ্চয়ে গণ্ডব্যূহ সূত্রের অনেক উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু উহাতে অবতংসক সূত্রের কোন উল্লেখ নাই। গণ্ডব্যূহ সূত্রের শেষে (চৈনিক ও তিব্বতী অনুবাদে) বাষট্টি স্মারক গাথা পাওয়া

১ *Mahavyutpatti*, 65, 4; See also 937, 48. Here 'Avatamaska' is given as Synonym of 'Alankara.'

২ *Section No. IV*, Hua-yen.

৩ *Ibid*, *No. III*, S. Csomade Koros, AMG 11 208ff.

৪ *Nanjio L. C. & Catalogue, Nos. 87-89*, See also Baggachi 1, 3438; For Ke, Pakinger; *Tripitaka* Nos. 1953, 1054.

গিয়াছে। উহাকে 'ভদ্র চরী পরিধান গাথা' বা The prayer verses concerning the fious life বলে। সমস্ত মহাযান সূত্রের শেষে এই রকম গাথা দেখা যায়। সাধারণতঃ গাথাগুলিতে মহাযান সম্প্রদায়ের গুণ-কীর্তন এবং বৌদ্ধ ভক্তিবাদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্দশ হইতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত চীনে ও তিব্বতে এইগুলি সংস্করণের জন্য পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহার ভাষা প্রাকৃত এবং সংস্কৃত মাঝামাঝি বলিয়া ইহাদিগকে বৌদ্ধ-সংস্কৃত বলে।

(১০) **বুদ্ধ-চরিত:** অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ-চরিত'[১] সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে সম্ভবতঃ প্রাচীনতম গ্রন্থ। মহাকবি অশ্বঘোষ কালিদাসেরও বহু পূর্বে বর্তমান ছিলেন।[২] কথিত আছে, দার্শনিক পণ্ডিত কুমারজীব খৃষ্টীয় ৪০১ থেকে ৪০৯ অব্দে অশ্বঘোষের জীবনী চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেন।[৩] ইহা নিশ্চিতভাবে স্থিরিকৃত হইয়াছে যে, অশ্বঘোষ সম্রাট কনিষ্কের সমসাময়িক। চৈনিক পণ্ডিতদের মতে অশ্বঘোষ সম্রাট কনিষ্কের ধর্মীয় উপদেষ্টা এবং চরক চিকিৎসা উপদেষ্টা ছিলেন।[৪] ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধ-চরিতের রচনাকাল অন্ততঃ কনিষ্কের রাজত্বকালে অর্থাৎ প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে পড়িবে। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙের

১. The date of Kalidasa has been fixed from references made by Rajasekhara in his kabya mimanisa and Bhoja in his frinagara Parakesa (Proceedings of the Oriental Conference, 1924 P.6). It was decided that he was the contemporary of Chandra Gupta Vikramadditva who appointed him as an ambassador to Kuntala king of South Western Deccan. It is also said that Pravaraseua II or (III), son of Pravabati, daughter of Chandra Gupta II was the author of Setuhanda, a book, written in Moharastri Prakrit. According to tradition this book was written by the guidance of Kalidasa, the Court poet of Vikramaditya [See Epographic Indica, (xxiii), [1953. pp. 81ff ; Indian Antiquary 1912, p. 267 JRAS, 1918, P. 118f].

২. T. Suzuki : *Asvaghosa's Discourse on the awakening of faith*, English trans., Chicago, 1900 ; See also S. Levi in J. A., 1892 Ser 8.t xx, pp. 201, 1908's 10, t XII, P. 57ff.

৩. W, Wessiljew : Deo—Buddhism St. Petursburg, 1860, P. 231ff.

৪. C/o S. Levi in J. A. 1896, S. I. t. VIII, P. 447f.

মতে সপ্তম শতাব্দীতে অশ্বঘোষের রচিত বুদ্ধ-চরিত ও সূত্রালঙ্কারের অংশ-বিশেষ জনসমাজে গীতাকারে কীর্তিত হইত।[১]

বুদ্ধ-চরিত সম্পর্কে ইৎসিঙ বলেন :

This extensive work relates the Tathagata's Chief doctrines and works during his life, from the period when he was still in the royal place till his last hour under the avenue of Sala-trees. It widely read or sung through out the five divisions of India--and the countries of Southern Sea. He cloths manifold meanings and ideas in a few words, which rejoice the heart of the reader, so that he never feels tired from reading the poem. Besides, it should be counted as meritorious for one to read this book, in as much as, it contains the noble doctrines given in a concise form.

অর্থাৎ তথাগতের জীবনের প্রথম হইতে পরিনির্বাণ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা-সমূহ সুন্দরভাবে বুদ্ধ-চরিতে বিবৃত করা হইয়াছে। এই বুদ্ধ-চরিত গ্রন্থটি ভারতের পাঁচটি অংশে এবং দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপসমূহে সমানভাবে পঠিত ও গীত হইত। অশ্বঘোষ কয়েকটি শব্দের দ্বারা বহু অর্থ ও গভীর ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। তাঁহার রচনাভঙ্গী এতই সাবলীল ছিল যে, পাঠক কখনও তাঁহার কবিতা পড়িয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িত না। তাঁহার কবিতা পাঠে পাঠকের হৃদয় অপার আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিত। ইহা ছাড়া এই গ্রন্থে বুদ্ধের সমগ্র দর্শন অতি সংক্ষেপে সুন্দরভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইহাই সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় বুদ্ধের জীবন-চরিত। বুদ্ধ-চরিতের ভাষায় পাণিনিকে পুরাপুরি অনুসরণ না করিলেও ইহাতে ব্যাকরণগত কোন ত্রুটি নাই। ইহা বিশুদ্ধ সংস্কৃতের লেখা। ইউন্টারনিচের ভাষায় বলিতে গেলে :

"Here we have indeed for the first time an actual epic of Buddha, created by real poet, a poet who filled with

১. *I-sting Record:* Trans. by Takakusu, pp. 152f, 165f 191,

intense love and reverse for the exalted figure of the Buddha and deeply imbued with the truth of the Buddhist doctrine is able to present the life and doctrine of the master is noble and artistic, but not in artificiallanguage."[১]

বুদ্ধ-চরিতকে অশ্বঘোষ মহাকাব্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহার বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক। ভগবান বুদ্ধের জীবন-চরিতই ইহার প্রধান বক্তব্য। এই কাব্যের নায়ক রাজকুমার সিদ্ধার্থ শাক্য সিংহ। তিনি সৎ বংশজাত ও ধীরোদাত্তো গুণসম্পন্ন। তাঁহার মধ্যে মহাকাব্যের বর্ণিত গুণাবলীর সমাবেশ হইয়াছে।[২] তিনি ত্যাগী, পণ্ডিত, তেজস্বী, অনলস, উৎসাহী, রূপ-যৌবনসম্পন্ন, কৃতী, কুলীন ও সদাচারসম্পন্ন। তিনি বিনয়ী ও দৃঢ়ব্রত এবং তাঁহার মধ্যে কোন আত্মশ্লাঘা নাই। বুদ্ধ-চরিতে বিভিন্ন রসের অবতারণা করা হইয়াছে। মুখ্য রস হিসাবে শান্ত রসই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বুদ্ধ-চরিতে আদি রসের সন্ধানও পাওয়া যায়।

সুন্দরী ললনাগণ নানারকম ভাবভঙ্গী ও বিলাস-বিভ্রমের দ্বারা রাজকুমার শাক্য সিংহকে ভুলাবার চেষ্টা করিতেছেন।[৩] যুদ্ধের বর্ণনাও ইহাতে আছে। তবে এই যুদ্ধে কোন বহিঃশত্রুর সঙ্গে নহে। ইহা মারের সহিত সিদ্ধার্থ কুমারের। এখানে অস্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা পাশবশক্তি চরিতার্থ করার নজীর নাই। আছে সিদ্ধার্থ গৌতমের অপরিমেয় মানস-শক্তি ও অপূর্ব

১ *Indian Literature*, Vol. II, P. 260.

২ বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাকাব্যের নায়কের নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন :

"ত্যাগী কৃতি, কুলীন : সুশ্রীকো রূপ যৌবনোৎসাহী,
দক্ষোঽনুরক্ত লোকস্তেজো বৈদগ্ধ শীলাবান নেতা।
অবিকত্থন: ক্ষমাবানতি গম্ভীরো মহাসত্ত্ব:
স্থেয়ান নিগূঢ় মানো ধীরোদাত্তোদৃঢ়ব্রত: কথিত: ॥"
C/o মনিন্দ্র চক্রবর্তী : বুদ্ধচরিত, কলিকাতা, ১৯৫৬ পৃ: ।।

৩ "শিথিলা কুল মুর্দ্ধজা তথান্যায্য ঘন সুস্ত বিভূষাণাংশু কান্তা।
অশয়িষ্ট বিকীর্ণকণ্ঠ সূত্রা গজভগ্না প্রতি পাতিতাঙ্গ নেব।।
অপরাস্ত বশা হ্রিয়া বিযুক্তা বৃতি মত্যোঽপি বপুর্গুণৈরুপেতা,
বিনিসশ্বসু রুল্বনং শয়ানা বিকৃতাক্ষিপ্তভুজা গজস্তিবে চ ॥
ব্যপবিদ্ধ বিভূষণ স্রজোঽন্যা বিসৃতা গ্রন্থনবাসসো বিসংসত্তা:।
অনিমিলিত শুক্লনিশ্চলাক্ষ্যো ন বিরেজু: শয়িতা গতাসু কল্পা ॥"
বুদ্ধচরিত, ৫ম স্বর্গ, শ্লোক নং ৫৮-৬০।

আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত। সিদ্ধার্থের চরিত্র-বলের কাছে মারের সমস্ত প্রলোভন, নির্যাতন ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই কাব্যের সর্গগুলি নিতান্ত বৃহৎ ও দীর্ঘ নয়। কাব্যে বর্ণিত বিষয়ানুসারে সর্গের নামকরণ করা হইয়াছে। এই কাব্যে কবি উপজাতি, সন্তুতিলক, ইন্দ্রবজ্রা, বংশস্থাবিল পুষ্পিতাগ্র প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে কাব্যটি ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে অনবদ্য।

অধ্যাপক মনিন্দ্র নাথ চক্রবর্তী বলেন, 'তাঁহার রচনা, যেমন সরল ও সহজবোধ্য তেমনি অলংকারসমৃদ্ধ। বিশেষতঃ বৌদ্ধ-দর্শনের জটিল বিষয়গুলি পর্যন্ত তাঁহার কাব্যে জটিলতা পরিহার করিয়া যথার্থ কাব্য-ধর্মী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অশ্বঘোষের রচনা একদিকে যেমন ভাবঘন, অপরদিকে তেমনি রসঘন। ধার্মিকের জীবনী এবং ধর্মের বিবরণে পূর্ণ হইলেও সমগ্র বুদ্ধ-চরিত কাব্যখানি রসোত্তীর্ণ হইয়া রসপিপাসু কাব্য-রসিকগণের চিত্তে যুগ যুগ ধরিয়া নিরন্তর কাব্যরস বর্ষণ করিয়া আসিতেছে।[১] এই সকল বিষয় বিচার করিতে গেলে বুদ্ধ-চরিত কাব্য-খানি কাব্য-রসিকদের কাছে অবর্ণনীয় কাব্যশ্রী মণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। তবে স্থান, কাল, পাত্র, বিবেচনা করিলে বুদ্ধ-চরিত গ্রন্থখানি অন্যান্য সংস্কৃতের মহাকাব্যের চেয়ে একটু বিশিষ্ট ধরনের। কারণ ইহার রচয়িতা স্বভাবতঃ কবি হইলেও সংসারত্যাগী ভিক্ষু। সংসারের আকর্ষণ তাঁহার থাকিবার কথা নয়। তাঁহার বর্ণনায় নায়ক-নায়িকার বিরহ-মিলন খুব বেশী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এতদসত্বেও ইহাতে আদি রসের বর্ণনায় কোথাও কোথাও কালিদাসের 'কুমার সম্ভব' অথবা 'রঘুবংসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'রঘুবংস'[২] 'কুমার'[৩] সম্ভব' এর পুরনারিগণের বর্ণনার সহিত বুদ্ধ-চরিতে[৪] সিদ্ধার্থ কুমারের দর্শনাভিলাসী ললনাদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়না, অবশ্য কালিদাসের রচনা অধিকতর সুসংবদ্ধ, পরিপাটি ও হৃদয়গ্রাহী তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

---

১ মুনিন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী : বুদ্ধ চরিত, পৃঃ ॥৵.

২ ঐ সপ্তম স্বর্গ, শ্লোক নং ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১।

৩ সপ্তম স্বর্গ, শ্লোক নং ৪৬, ৬৫।

৪ তৃতীয় স্বর্গ, শ্লোক নং ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ২১, ২৩।

অশ্বঘোষ, পুরনারীগণের বর্ণনায় লিখিয়াছেন[১] 'ললনাগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রাসাদ-শীর্ষে আরোহণ করিবার সময় কাঞ্চী বন্ধন শিথিল হওয়ায় গমনে ব্যাঘাত হইতেছিল। সদ্য নিদ্রোত্থিত আঁখি চঞ্চল প্রতীয়মান হইল। আভরণসমূহ বিপর্যস্ত হইল; সুন্দরী ললনাগণের বিশাল নিতম্বদেশ এবং পীন-পয়োধরের গুরুত্ব গতিকে মন্থর করিল। কোন কোন রমণী শীঘ্র গমনে সমর্থ হইয়াও রমণীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ত্বরিত গমন করিতে পারিল না। অথবা অধিক আভরণ বিভূষিতা হওয়ায় লজ্জা বশতঃও কেহ কেহ মন্দগমনে বাধ্য হইল। ভিড়ের চাপে কর্ণকুণ্ডল সংমর্দিত হইল। নূপুরের নিক্কন ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইল এবং গবাক্ষ দ্বারের স্থানাভাব বশতঃ পরস্পরের গণ্ডদেশ সংলগ্ন হওয়ায় মুখমণ্ডল পদ্মের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। গণ্ডদেশ পরস্পরের কুণ্ডলাহত হওয়ায় প্রস্ফুটিত রক্তিম পদ্মের মত প্রতীয়মান হইতেছিল। কপিলাবস্তুর নিদ্রিত স্ত্রীদের বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন, নিদ্রিত রমণীগণ ক্লান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। পরিশ্রান্ত রমণীদের কেশকলাপ ও মাল্যদাম বিগলিত। অলঙ্কার সমূহ বিপর্যস্ত, তিলক মর্দিত, কন্ঠহার স্খলিত, ছিন্ন মুক্তাহারসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং চরণ হইতে নূপুর স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। দেহ হইতে বসন বিস্রস্ত হওয়ায় কাঞ্চীদাম শিথিল হইয়া পড়িয়াছে—তাহাদিগকে দেখিলে নিদ্রিত বহনক্লিষ্ট ঘোটকীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কোন রমণীর কবরী বন্ধন শিথিল, বসন স্খলিত, নিতম্বদেশ আবরণহীন, অলঙ্কার ও পুষ্পমাল্য ছিন্ন। আবার কোন কোন রমণী নিদ্রাবশে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হাই তুলিতেছে। গভীর নিদ্রায়, বিভোর হইয়া অনিমীলিত শুক্ল স্থির নেত্রে মৃতের মত চাহিয়া আছে।' উপরে উল্লিখিত অশ্বঘোষের বর্ণনায় বাল্মীকি বর্ণিত রামায়ণের লঙ্কাপুরীতে নিশিথকালে নিদ্রিতা রাক্ষসদিগের[২]

---

১ "ততঃ কুমারঃ খলু গচ্ছতীতি শ্রুত্বা স্ত্রিয়ঃ প্রেষ্যজনাৎ প্রবৃত্তিম।
দিদৃক্ষয়া হর্ম্যতলানি জগ্মুর্জনেন মান্যেন কৃতাভ্যনুজ্ঞাঃ।
দৃষ্টা চ তং রাজসুতং স্ত্রিয়স্তা জাজ্বল্যমানং বপুষা শ্রিয়াচ।
ধন্যাস্য ভার্যেতি শনৈরবোচন্ শুদ্ধৈর্মনোভিঃ খলু নান্যভাবাৎ।

২ ব্যাবৃত কচপৌনস্রুক প্রকীর্ণবর ভূষণাঃ।
পান ব্যায়ামকালেষু নিদ্রোপহত চেতসঃ॥
ব্যাবৃত্ত তিলকাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিদুদ্ভ্রান্ত নূপুর।
পার্শ্বে গলিতহারশ্চ কাশ্চিৎ পরম যোষিতঃ॥
মুক্তাহার বৃতাশ্চান্যাঃ কাশ্চিৎ প্রস্রস্তবাসসঃ।
ব্যাবিদ্ধরশনা দামাঃ কিশোর্য হব বাহিতাঃ॥
অকুণ্ডল ধরাশ্চান্যাঃ বিছিন্ন মৃদিত স্রজঃ
গজেন্দ্র মৃদিতা: ফুল্লা লতা ইব মহাবনে।
সুন্দর কাণ্ড, নবম সর্গ শ্লোক নং ৪৪-৪৭।

কথা মনে পড়ে। এই কারণেই কোন পণ্ডিত অশ্বঘোষকে বাল্মীকির অনুসারী এবং কালিদাসকে অশ্বঘোষের অনুসারী বলা হয়। তবে অশ্বঘোষের বিশেষত্ব এই যে, তিনি মহাকাব্যের সমস্ত বিষয়সমূহ অনুসরণ করিয়াও বুদ্ধ-জীবনীতে কোথাও অস্বাভাবিক অলৌকিক আরোপ করেন নাই। তাঁহার ভাষা সাবলীল, রচনা-ভঙ্গী সরল ও অস্বাভাবিক আড়ম্বর-বর্জিত। তিনি ভাবের প্রকাশে কোথাও শালীনতাকে হারাইয়া যান নাই। রামায়ণ-মহাভারত, ললিত বিস্তর ও মহাবস্তুর মত ভাবের আতিশয্য এখানে নাই। অশ্বঘোষের কবি-প্রতিভা অসামান্য। তাঁহার রচনাশৈলী অনবদ্য এবং তাঁহার কবিতা পরম উপাদেয়।

বুদ্ধ-চরিত উনত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত।[১] দুঃখের বিষয়, সমুদয় গ্রন্থটি এখনও পুরাপুরি পাওয়া যায় নাই। মাত্র তেরটি অধ্যায় সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। বুদ্ধ-চরিত প্রধানতঃ হীনযানী গ্রন্থ তবে এখানে ওখানে সামান্য মহাযানের প্রভাব পরিস্ফুট। বুদ্ধ-চরিত ছাড়া মহাকবি অশ্বঘোষের আরও কয়েকটি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে 'সুন্দর নন্দ কাব্য' ও 'সারি-পুত্র প্রকরণ প্রসাধন'। সারী পুত্র প্রকরণের কিছুটা অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে। বিমলাচরণ লাহা সুন্দর নন্দ কাব্যের বাংলা অনুবাদ বাহির করিয়াছেন। 'বজ্রসুচি' অথবা 'Diamond needle' গাণ্ডীস্তোত্র গাথা, কল্পনামণ্ডিতিকা প্রভৃতি আরও কয়েকটি গ্রন্থ অশ্বঘোষের রচনা বলিয়া অনুমান করা হয়।

বজ্র-সূচীর সংস্কৃত সংস্করণ, ইংরেজী অনুবাদ, টীকা-টিপ্পনি সহ অধ্যাপক সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বিশ্বভারতী চীনা ভবন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।[২] ইহার বিষয় বস্তুসমূহ পালি ধর্মপদের

---

১. কাওয়েল সাহেবের অনূদিত সংস্কৃত শব্দটি এখন ভল প্রমাণিত হইয়াছে। (See S. B. E, XLVI ই. এইচ জনস্টনের সংস্করণই (Published for University of Punjub, Lahore, Calcutta, Baptist Mission Press 1936) শুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা কাঠমুণ্ডু লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করিয়া সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে সতেরটি অধ্যায় আছে। ইহার মধ্যে তেরটি সর্গ অশ্বঘোষের বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

২ *The Vajrasuci of Asvaghosa* published by Sino Indian Cultural Society, Santiniketan, India.

ব্রাহ্মণবর্গের সহিত তুলনীয়।[১] ইহাতে কবি অশ্বঘোষ ব্রাহ্মণ বলিতে কি বুঝায়? 'ব্রাহ্মণ' শব্দের অর্থ কি? কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় অথবা জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি উঁহার বক্তব্য পাঠকের কাছে পরিস্ফুট করিবার জন্য বেদ, উপনিষদ, মহাভারত ও মানবধর্ম কথা হইতে পদ্য বা গদ্যাংশ উদ্ধৃতি করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ইহাতে উল্লেখ আছে যে, কেহ জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না, কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। যাহারা দুষ্কার্যে রত হন না, নিঃস্বার্থ, অনাসক্ত, রজমুক্ত, লোভ, দ্বেষ ও মোহবিহীন, যাহাদের সংসারের প্রতি কোন আকর্ষণ নাই তাহারাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেরা বন্ধনমুক্ত, কৃত-কৃত্য, অনাস্রব, কামচিন্তা ও অহংকারবিহীন হন। তাঁহারা ধ্যানী, একক-বিহারী, সমর্থ বিদর্শন, ধ্যানলাভী, ক্লেশকাম ও বস্তুকামকে দূরীভূত করেন। অশ্বঘোষ ইহা স্বীকার করেন না যে, শূদ্রেরা কেবল ব্রাহ্মণের সেবা করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, শূদ্রেরাও সৎকার্য করিলে ব্রাহ্মণের পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে। তিনি প্রাচীন ঋষিদের উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা যে কোন কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে।

তাঁহার মতে আচার-অনুষ্ঠান, ব্রত, আত্মত্যাগের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। বংশ গৌরব অথবা উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিলে শীলগুণে বিভূষিত না হইয়া কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। বহু লোক নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আচার-গোচর সম্পন্ন হইয়া পরিশ্রমের দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ ও স্বর্গে গমন করিতে পারে।[২] মানুষ জাতি হিসাবে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের পদচিহ্ন এক রূপ; হস্তী, অশ্ব, ব্যাঘ্র, দীপি প্রভৃতি প্রাণীদের মত তেমন কোন পার্থক্য নাই, প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ, বর্ণ, শারীরিক গঠন, লোম, চঞ্চু প্রভৃতিতে যেমন পার্থক্য আছে, মানুষে মানুষে তেমন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কাণ্ড ও বাকলের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য আছে, মানুষে সেইরূপ পার্থক্য নাই। জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ,

১ *Dhammapadam*, Ch. XXVI

২ *Vajrasuci*, V. 30

বুদ্ধিমত্তা, বিচার-শক্তি, আচার-ব্যবহারে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতিতে কোন প্রভেদ নাই।[১]

ইহার পর অশ্বঘোষ মহাভারতের রাজা যুধিষ্ঠির বৈশম্পায়নের উপাখ্যান করিয়া বলেন যে, ব্রাহ্মণের নিম্নলিখিত পাঁচটি গুণ থাকা দরকার—(১) ব্রাহ্মণ পরদ্রব্য গ্রহণে বিরত থাকেন। (২) ব্রাহ্মণকে ক্ষমা, ধৈর্য প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইতে হইবে। তিনি মাংস ভক্ষণে, অস্ত্রধারণ ও প্রাণী হত্যায় বিরত হন। (৩) তিনি কাহার প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করেন না। সর্বদা সকলের প্রতি সদয় হন এবং সাংসারিক লাভ ক্ষতিতে অবিচলিত থাকেন। (৪) তিনি কোন প্রকার কামনা-বাসনার প্রতি আসক্ত হন না। (৫) তিনি সত্যবাদী, অনাসক্ত ও বন্ধনহীন। এইভাবে তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণের গুণাবলী আলোচনা করিয়া তাঁহার বক্তব্যের উপসংহার করেন।

(১১) **মহাবস্তু:** ইহা মিশ্রিত সংস্কৃতে লিখা একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থ।[২] ইহা মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত লোকোত্তরবাদীদের বিনয়পিটকের প্রথম গ্রন্থ।[৩] এই বইটির বিষয়বস্তু এতই এলোমেলোভাবে সাজানো যে, খুব কষ্টেই ইহার যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এই পুস্তকের প্রধান বিষয় বুদ্ধের জীবন-কাহিনী, কিন্তু মধ্যে মধ্যে জাতক, অপদান,[৪] সূত্রোপদেশ প্রভৃতি দ্বারা বক্তব্য অত্যন্ত জটিল ও ঘোরালো হইয়া গিয়াছে।

পুস্তকের প্রারম্ভে নরকের (নিরয়ের) বর্ণনা আছে। বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য মহামোগ্‌গল্লায়ন পাপীদের দুঃখ দেখিয়া এই বর্ণনা দিতেছেন। তৎপর লেখক বোধিসত্ত্বের অবশ্য করণীয় চারটি চর্যার বর্ণনা করেন। সেই চারটি চর্যা, যথা (১) প্রকৃতি চর্যা, (২) পনিধান চর্যা, (৩) অনিবর্তন চর্যা, (৪) ও অনুলোম চর্যা। মহাবস্তুর বর্ণনানুসারে বোধিসত্ত্ব অষ্টম ভূমিতে আরোহণ করিয়াই জাতক ও অবদানে বর্ণিত গুণগুলির অধিকারী

১ পালি সুত্তনিপাতে (মহাবগগ) 'বাসেট্‌ঠ সুত্তে' অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। See Nos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Digha, 1, *Tevijja Sutta, Majjhima,* 11 P. 98.

২ ছাপানো অক্ষরে প্রায় ১৯২৫ পৃঃ।

৩ *The Mohabodhi,* Vol. 65, May, 1957, P. 190.

৪ 'সংস্কৃত অবদান'। 'অবদান' বা 'অপদান' জাতকের মত গল্প বিশেষ। জাতকে বুদ্ধের পূর্ব জীবনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। আর অপদানে বুদ্ধ আপন শিষ্যদের পূর্ব জীবনের কাহিনী উপদেশচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন।

হন। আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধ (গৌতম বুদ্ধ) কুশরাজ কুমার অবস্থায় সপ্তম ভূমিতে আরোহণ করেন। তৎপর লেখক গৌতম বুদ্ধের জীবনী বলিতে যাইয়া মেঘ-মানব ও অতুল নাগরাজের কাহিনীর অবতারণা করেন। এই সময় তিনি অষ্টম ও নবম ভূমিতে অবস্থান করিতেছিলেন। কেবল গৌতম বুদ্ধ অবস্থায় বোধিদ্রুম মূলে দশম ভূমি পূর্ণ করেন।

ইহার পরেই লেখক আবার বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করেন, এবং শাক্য ও কোলিয়দের ঝগড়ার কথা বর্ণনা করিয়াই জাতকার্য বর্ণনার মত দূরে নিদান বলিতে আরম্ভ করেন। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধের জীবনী আরম্ভ হয় দ্বিতীয় অধ্যায় হইতেই। দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক ক্রমান্বয়ে তুষিত দেবলোক হইতে কি করিয়া বোধিসত্ব কাল, স্থান, দেশ, বংশ, লুম্বিনী, উদ্যান, ঋষি, কাল দেবলের দর্শন প্রভৃতি ঘটনা পুংখানু-পুংখরূপে বিবৃত করেন। তৃতীয় অধ্যায়ে নিদান কথার মত সন্তিকে নিদানের বিবরণগুলি একের পর এক বিবৃত করেন। বুদ্ধের ধর্মপ্রচার হইতে আরম্ভ ও বিম্বিসারের দীক্ষাতেই এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই গ্রন্থটির বহু দোষত্রুটি থাকা সত্বেও বুদ্ধ-জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা অন্য কোন একক গ্রন্থে পাওয়া দুষ্কর। ধ্বনিতাত্বিক ও ভাষাতাত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ইহার রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী। ইহার অসংবদ্ধ ঘটনাপঞ্জী, বুদ্ধ-জীবনের অলৌকিকত্ব, মেঘমানবের গল্প, বোধিসত্ব চর্যার বর্ণনা প্রভৃতি বিষয়সমূহ আপাতদৃষ্টিতে অতিরঞ্জিত মনে হইলেও অন্যান্য গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা ইহার মধ্য হইতে সঠিক তথ্য উদ্ধার করা সহজ হইবে। যেমন মহাবস্তুতে বর্ণিত মেঘমানবের সহিত পালি নিদান কথায় উল্লিখিত সুমেধ ব্রাহ্মণের তুলনা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না। এই দুইটি গ্রন্থে বিস্তর গরমিল থাকা সত্বেও অনেক জায়গায় বেশ মিলও পরিলক্ষিত হয়। বোধিসত্বের জন্ম, ঋষি কালদেবের সাক্ষাৎ, বোধিমূলে ধ্যান, বুদ্ধবিদ্যা প্রদর্শন, বিবাহ, রাহুলের জন্ম, সারিপুত্র ও মৌৎগল্লায়নের দীক্ষা, রাজা শুদ্ধোধন, মহাপ্রজা-পতি গৌতমী, যশোধারা, রাহুল ও শাক্য-কুমারদের বর্ণনা প্রভৃতি বিষয় সমূহ এত সুন্দরভাবে মহাবস্তুর মত আর কোথাও বর্ণিত হয় নাই। এই সমস্ত কারণে বৌদ্ধ-সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থের স্থান নিতান্ত কম নহে।

(১২) **অভিধর্ম কোষ**—এইটি হীনযান সম্প্রদায়ের রচিত গ্রন্থ। সম্ভবতঃ বসুবন্ধু ইহার রচয়িতা। ইহার সংস্কৃত সংস্করণ পাওয়া যায় নাই। আমরা কেবল যশোমিত্রের 'স্ফুটার্থা অভিধর্ম কোষ ব্যাখ্যা'[১] হইতে ইহার সম্পর্কে অনেক তথ্য জানিতে পারি। ইহাতে ৬00 শ্লোক আছে। লেখক নিজে প্রত্যেকটি শ্লোকের বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্যগুলি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংগৃহীত ও শৃংখলাবদ্ধ। এই গাথাগুলি পদার্থবিদ্যা, মনস্তত্ব, দর্শন, নীতি, জগৎ ও নির্বাণতত্ব সম্পর্কীয় বহু বিষয়ের সমবায়ে ভরপুর।

এই গ্রন্থে মহাপণ্ডিত বসুবন্ধু তাঁহার পাণ্ডিত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে তিনি তাঁহার যে সমস্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, তাহার তুলনা তদানীন্তন ভূ-ভারতে বিরল ছিল। উহাকে ভিত্তি করিয়া পরবর্তীকালে বহু পণ্ডিত নানা গবেষণা-পূর্ণ পুস্তক রচনা করিয়া ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাহারই অনুসরণে এককালে ভারতে হীনযান সম্প্রদায় বা সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা সারা উত্তর-ভারতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সম্রাট কনিষ্ক এই সম্প্রদায়ের দায়ক ছিলেন।[২] তাঁহার উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্যে পুষ্ট হইয়া সর্বাস্তিবাদ বৌদ্ধধর্ম এককালে সমস্ত এশিয়াখণ্ডে জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করিয়াছিল। সম্রাট কনিষ্ক সমস্ত মধ্যএশিয়া জয় করিয়া বর্তমান পেশোয়ারে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। চীন সম্রাটও তাঁহার কাছে পরাস্ত হইয়া তাঁহার পুত্রকে প্রতিভূ স্বরূপ সম্রাট কনিষ্কের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। সম্রাট অশোকের মত কনিষ্কও বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের জন্য দিকে দিকে বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন কালে বৌদ্ধ-সংঘের সংহতি স্থাপনের জন্য

১ *The Work of Yosomitra* is first Kososthona ed. by S. Lavi and Th. Steherbatsky, Bill, Buddhika, XXX, 1918; L. Abhidharma-kosade Vasubandhu traduit et. annote, hither to, 5 Vols. Paris 1923, 1926.

২ *Guide to Taxila,* 1918,81 (Marshall) Further Kaniska notes by Sten konow (C/o Epiphica Indica, XXIV, 210).

তাঁহার রাজধানী[১] পেশোয়ারে এক ধর্মসভার আহ্বান করেন। সেই ধর্ম-মহাসভা সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে চতুর্থ মহাসঙ্গীতি নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই মহাসভায় বহু গুণী ও জ্ঞানীর সমাবেশ হইয়াছিল।[২] ইহার সভাপতি ছিলেন বসুমিত্র এবং সহ-সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক অশ্বঘোষ। ৫০০ শত ভিক্ষু এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার শেষে সমস্ত ত্রিপিটক ও অর্থকথা সংস্কৃত ভাষায় সংকলিত হয়। ইহাকে 'বিভাষাশাস্ত্র' বলা হয়। হুয়ান চোয়াঙ বলেন, সুত্রপিটক ১০০০০০ শ্লোকে বিনয় পিটক ১০০০০০ শ্লোকে এবং অভিধর্ম পিটক ১০০০০০ শ্লোকে সংগৃহীত হইয়াছিল। মূল ত্রিপিটক সংগৃহীত হওয়ার পরে ইহার অর্থকথাও রচিত হইয়াছিল। চৈনিক ভাষায় সম্পূর্ণ 'বিভাষাশাস্ত্র' এখনও বর্তমান। সংবায়ন সমাপ্ত হওয়ার পরে সম্রাট কনিষ্কের আদেশে সমস্ত 'বিভাষাশাস্ত্র' তাম্রফলকে খোদিত করিয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে লৌহনির্মিত প্রাসাদে রক্ষিত হয়। দুঃখের বিষয়, সেই অমূল্য সম্পদের এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কিছুদিন পূর্বে মধ্যএশিয়া হইতে সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের কিছু গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার কিছু কিছু অংশ ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অভিধর্ম কোষের অষ্টম ও নবম অধ্যায় পদ্যে ও গদ্যে রচিত। ইহাতে লেখক আত্মার অনস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন এবং পুদগল বাদীদের মত খণ্ডনের জন্য বহু যুক্তির অবতারণা করেন। অভিধর্ম কোষ যদিও সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের অনুকূলে মত খণ্ডন করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল তথাপি ইহা সর্বদল নির্বিশেষে বৌদ্ধ-দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে সকল দেশে সমাদৃত। এই গ্রন্থে শিক্ষা-সমুচ্চয়ের মত বহু উদ্ধৃতি পাওয়া

১ ইহাকে 'পুরুষপুর'ও বলা হয়। কোন পণ্ডিত 'পুরুষপুর' ও 'কনিষ্কপুর' বা 'কানিষ্কপুর'কে এক স্থান বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন। 'কনিষ্কপুর' কাশ্মীরে অবস্থিত। (H. Ray Chowdhury, Political History of Ancient India, PP, 474-477)

২ কথিত আছে, কনিষ্কের রাজ সভায় পার্শ্ব, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, চরক, নাগার্জুন প্রভৃতি বহু বিখ্যাত পণ্ডিতের সমাবেশ হইয়াছিল।
See JRAS, 1942, pt 1, Law, *Buddhistic Studies*, p. 71 ff.

যায়। এই উদ্ধৃতিগুলি পাক-ভারতের তদানীন্তন সামাজিক চিত্র অংকনের জন্য অত্যন্ত দরকারী। সপ্তম শতাব্দীতে অভিধর্ম কোষ সমস্ত ভারতে পঠিত হইত। হর্ষবর্ধনের সভাকবি ভান উল্লেখ করেন যে, এমন কি টিয়া পাখীরাও অভিধর্ম কোষের শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে পারিত।[১] ইহার পরে বসুবন্ধু সাঙখ্য-দর্শনের বিরুদ্ধে যুক্তিসমন্বিত পরমার্থ সপ্ততি রচনা করেন। 'বিংশিকা' ও 'ত্রিংশিকা' তাঁহার রচনা।

কথিত আছে, বসুবন্ধু জীবনের প্রথমদিকে সর্বাস্তবাদী ছিলেন। সর্বাস্তবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বৈষয়িক সম্প্রদায়ের অনুকূল বহু গ্রন্থ রচনা করেন। পরে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গের সংস্পর্শে আসিয়া মহাযান মতে দীক্ষিত হন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, মহাযান মতে দীক্ষিত হইয়া তিনি পূর্ব কর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ স্বীয় জিহ্বা কাটিয়া ফেলিতে উদ্যত হন। কিন্তু পরে অসঙ্গের উপদেশে সেই সংকল্প ত্যাগ করিয়া মহাযান সম্প্রদায়ের উৎকর্ষ সাধনে তাঁহার লেখনী ধারণ করেন। অবশ্য ডঃ দত্ত প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অভিধর্ম কোষের রচয়িতা বসুবন্ধু ও 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা সিদ্ধি' অথবা 'বিংশিকা'র রচয়িতা সম্পূর্ণ ভিন্ন, একজনের সহিত আর এক জনের কোন সম্পর্ক নাই। তিব্বতী পণ্ডিত বুটনের মতে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও বসুবন্ধুর রচনা—যথা: 'পঞ্চস্কন্ধ প্রকরণ', ব্যাখ্যাযুক্তি', 'কর্মসিদ্ধি প্রকরণ', 'মহাযান সূত্রালঙ্কার', 'প্রতীত্যসমুৎপাদ সূত্র', 'মধ্যান্ত-বিভাগ'। ইহাছাড়া জীবনের শেষেরদিকে তিনি মহাযান সূত্রোপদেশ রচনা করিয়াছিলেন। বসুবন্ধুর অনুসারীদের মধ্যে যশোমিত্র, বুদ্ধপালিত, ভাববিবেক, দিগনাগ, ধর্মকীর্তি প্রভৃতি প্রধান। ইহারা প্রত্যেকে বসুবন্ধুর অনুসরণে গ্রন্থ রচনা করিয়া পাক-ভারতীয় তর্কশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

উপরি উল্লিখিত গ্রন্থ ছাড়া সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ মধ্যএশিয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।[২] এইগুলি সংস্কৃত ও আধা-সংস্কৃতে লিখা। ডঃ হোয়ারনেল আবিষ্কৃত পুঁথির একটা তালিকা দিয়াছেন। তার মধ্যে সঙ্গীতিসূত্র,

১ *Harsacrita* VIII (Eng. trans.) by E. B Coweland F. W. Thomas P. 236.

২ K. W. Morgan: *The Path of Buddha,* New York, 1956, P. 40ff.

আটানাটিয় সূত্র (দীর্ঘাগম), উপালি সূত্র, সুখসূত্র (মধ্যমাগম), প্রবারণা সূত্র, চন্দ্রোপম এবং সপ্পিসূত্র (সংযুক্তাগম ও একোত্তরাগম) উল্লেখযোগ্য। বিনয় গ্রন্থগুলির মধ্যে পাতিমোক্ষ সূত্র [১] কর্মবাক্য, বিনয়সূত্র, বিনয়সূত্র টীকা, ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ, শ্রমণের টীকা এবং উপসম্পদাজ্ঞপ্তি প্রভৃতি গ্রন্থ কাশ্মীরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অভিধর্মপিটকের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইগুলির সহিত পালি অভিধর্মপিটকের অনেক ক্ষেত্রে মিল পাওয়া গিয়াছে। আর্যকাত্যায়নী পুত্রের 'জ্ঞান প্রস্থান সূত্র', মহা কৌটিল্যের 'সঙ্গীতি পর্যায়', বসুমিত্রের 'প্রকরণ পাদ', স্থবির দেব শর্মার 'বিজ্ঞানকায়', পূরনের 'ধাতুকথা', সারী পুত্রের 'ধর্মস্কন্ধ' এবং আর্য মৌৎগল্লায়ণের 'প্রজ্ঞপ্তি সূত্র' পালি অভিধর্মের সাতটি গ্রন্থের[২] সহিত তুলনীয়।

উল্লিখিত পুস্তকসমূহের মধ্যে কাত্যায়নী পুত্রের জ্ঞান-প্রস্থান সূত্রের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। যশোমিত্র তাঁহার স্ফুটার্থা অভিধর্মকোষ ব্যাখ্যাতে 'জ্ঞান প্রস্থান' সূত্রকে মানুষের শরীরের উত্তমাঙ্গের সঙ্গে এবং অন্যান্য সূত্রসমূহকে নিম্নাঙ্গ বা পা-এর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ইহা সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের মূলগ্রন্থ, অন্যগুলি ব্যাখ্যা মাত্র। অধ্যাপক টাকাকুসু বলেন, "বেদের সঙ্গে ষড় বেদাঙ্গের যেরূপ সম্পর্ক, জ্ঞান প্রস্থান সূত্রের সহিত অপর ছয়টি গ্রন্থেরও সেইরূপ।" জার্মান পণ্ডিত জ্ঞান তিলকের মতে পালি অভিধর্ম পিটকের সাতটি গ্রন্থের সহিত সর্বাস্তিবাদ অভিধর্ম পিটকের খুব বেশী মিল পরিলক্ষিত হয় না। কেবল ধর্মস্কন্ধ সূত্রের সহিত পালি বিভঙ্গের তুলনা করা চলে। অন্যান্য গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(১৩) **মাধ্যমিক কারিকা**: সম্ভবত: দার্শনিক নাগার্জুন ইহা রচনা করেন। এই গ্রন্থে সাতাশটি অধ্যায়ে চারিশত শ্লোক আছে। গ্রন্থকার নিজেই 'অকুতোভয়া' নামক এই গ্রন্থের একটি ভাষ্য রচনা করেন। এই রকম

---

১ This book is already edited by A. C. Banerjee on the basis of Gilgit Manuscript with a good introduction.

২ পালি অভিধর্মের সাতটি গ্রন্থ। যথা: ধর্মসঙ্গনি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্গল, পঞঞত্তি, যমক, পট্ঠান পকরণ ও কথাবত্থু, ইহাদের মধ্যে কথাবত্থু প্রকরণ ছাড়া আর কোন গ্রন্থের লেখকের নাম জানা নাই। কথাবত্থু প্রকরণ তৃতীয় মহাসঙ্গীতি অবসানে মোগগলি পুত্ততিস্স কর্তৃক খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়। (See for further detail Winternitz Indian Literature, Vol. II, PP. 169-171: *Points of Controversy* by Snow Zan Aung of Mrs Rays Davids (P. T. S.) 1915.

একটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর গ্রন্থ প্রাচীন ভারতে বিরল ছিল। দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থটির এখনও কোন সংস্কৃত সংস্করণ পাওয়া যায় নাই। কেবল মাত্র তিব্বতী অনুবাদ হইতে ইহার বিষয় অবগত হইতে পারি। 'প্রসন্নপদা' নামক আর একটি ভাষ্যের সংস্কৃত সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে। ইহার রচয়িতা চন্দ্রকীর্তি একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মতে মাধ্যমিক কারিকার প্রধান আলোচ্য বিষয় 'শূন্যতা', 'মধ্যপথ' বা মজ্‌ঝিমা পটিপদা। ইহাকে 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'ও বলা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতিকে প্রতীত্য সমুৎপাদ তত্ত্বের মধ্যে নিবদ্ধ করা যায়। বুঝিবার সুবিধার জন্য এই গ্রন্থে বুদ্ধের নীতিকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যথাঃ সংবৃত ও পরমার্থ।[১] পরমার্থ তথ্যানুসারে জগৎ, স্বর্গ, ঘরবাড়ী, মানুষ, লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা সবই মিথ্যা। কোনটারই কোন অস্তিত্ব নাই। কেবল মায়া বা অজ্ঞতার দ্বারা জগৎ আবৃত। একমাত্র নির্বাণ বা মোক্ষই সত্য। উহার কোনপ্রকার ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন নাই। মানুষ মায়া-মোহের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অসত্যকে সত্য, অশ্বাতকে শ্বাশত জ্ঞান করিয়া নূতন বন্ধন সৃষ্টি করে। সংবৃত সত্যানুসারে জগৎ প্রভৃতির অস্তিত্ব বোধগম্য। পরমার্থ সত্যানুসারে জগতে কোন অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই। কিন্তু পরমার্থ সত্য সংবৃত সত্যের সাহায্য ভিন্ন প্রকাশ করার উপায় নাই। এই কারণে সংবৃত বা লৌকিক সত্যের মাধ্যমেই সব কিছু প্রকাশ করা হয়।

এই শূন্যতা নাগার্জুন তাঁহার রচিত আরও দুইটি গ্রন্থ 'যুক্তিশতিকা' বা 'শূন্যাতাসপ্ততি'তে অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থে নাগার্জুন নানাভাবে তাঁহার মাধ্যমিক-দর্শন প্রচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।[২] তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'প্রতীত্য সমুৎপাদ হৃদয় সূত্র' ও 'সুহৃল্লেখ' নামক দুইটি গ্রন্থ প্রধান।

---

১ Steherbatsky, *Nirvana*, P. 67.

> দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানং ধর্মদেশনা,
> লোকং সংবৃতি সত্যঞ্চ সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ।

২ তিব্বতী ঐতিহাসিক 'বু-স্টনে'র মতে (*History of Buddhism*, Trans, Oler Miller, II. PP. 50-151) মাধ্যমিক দর্শন সম্পর্কে নাগার্জুন নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করেনঃ 'প্রজ্ঞামূল', 'শূন্যতাসপ্ততি', 'যুক্তিষষ্টিকা', 'বিগ্রহ ব্যাবর্তনী', 'বৈদল্য সূত্র প্রকরণ' এবং 'ব্যবহার সিদ্ধি'। এইগুলি ছাড়া 'সূত্র সমুচ্চয়', 'স্বপ্ন চিন্তামণী', বোধিযানে' 'তন্ত্র সমুচ্চয়', 'বোধিচিত্ত বিবরণ', 'পিণ্ডিকৃত সাধন', 'সূত্রমেলাপক', মণ্ডলবিধি পঞ্চক্রম, 'যোগশতক' (or medicine), 'প্রজ্ঞাশতক', 'জনপোষণ', (nethies), 'রত্নাবলী', 'প্রতীত্য সমুৎপাদ চক্র', 'ধূপযোগ রত্নমালা', 'সালিস্তম্বকারিকা', এবং 'গুহ্যসমাজতন্ত্র টীকা' (Ibid, II, PP. 120-130).

এই সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু মাধ্যমিক-দর্শনের ব্যাখ্যা। কারণ নাগার্জুন পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, মাধ্যমিক প্রতিপাদ্য বা প্রতীত্য-সমুৎপাদ ব্যতীত ধর্ম হইতে পারে না। ইহাকে 'কার্য-কারণ-প্রবাহ' বা 'জন্ম মৃত্যু-রহস্য'ও বলা হয়। এই প্রতীত্যসমুৎপাদ বা 'কার্য কারণ নীতি চক্র' তিন ভাগে বিভক্ত: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। অতীতের হেতু স্বরূপ অবিদ্যা, সংস্কার তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব দ্বারাই বর্তমানের বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনার উদ্ভব হয়। বর্তমান জীবনের পঞ্চহেতু তৃষ্ণা, উপাদান ভব, অবিদ্যা ও সংস্কার ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ বপন করে। বর্তমান জীবনের হেতুর দ্বারাই ভবিষ্যতের বিজ্ঞান, নামরূপ ষড়াযতন স্পর্শ প্রভৃতিব উদ্ভব হয়। এইরূপ জগতে আসা যাওয়া, জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন, অনন্তকাল ধরিয়া চলিযা আসিতেছে। ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, ইহা একটি প্রবহমান সংসার-চক্র।

দার্শনিক নাগার্জুন এই প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতিকে সংবৃত ও পরমার্থ নামক দুইটি সত্যের মধ্যে নিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইযাছেন। সংবৃত সত্য হইল মার্গলাভের উপায আর পবমার্থ সত্য 'হইল উহার প্রাপ্তি। প্রথমটি হইল সোপান বা সিঁড়ি আব দ্বিতীযটি লক্ষ্য স্থল, নির্বাণ বা মুক্তি। প্রথমটি দ্বারা আমবা মোহগ্রস্ত হইযা পডি। জগতের সঠিক তথ্য বুঝিতে পারি না। দ্বিতীযটি হইল জ্ঞান বা সঠিক নির্দেশ যার ফলে আমবা বুঝিতে পারি জগৎ অশ্বাশ্বত, ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখময। পরমার্থ বা নির্বাণই একমাত্র শান্তি। ইহাই হইল সংক্ষেপে নাগার্জুনের মাধ্যমিক কারিকার বিষযবস্তু।

(১৪) শিক্ষাসমুচ্চয়: এই পুস্তকটি শান্তিদেব কর্তৃক সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হয়। ইহাতে পঁচিশটি কারিকা ও উহাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। এইগুলির মধ্যে লেখক নিজের বিশেষ কোন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার প্রয়াস পান নাই। লেখক নিজেই স্বীকার করিযাছেন যে, তিনি পুস্তকটির মধ্যে স্বীয় প্রতিভার বিকাশ সাধন করিতে সক্ষম হন নাই।[১] তিনি

১ "I have nothing new to say here, neither have I any skill in writing of Literary Works. Therefore, my efforts are not for the benefit of others, but my only desire is to perfect my own mind" (*Indian Literature*, Vol. II, P. 367).

মনোমত কতকগুলি শ্লোক ও নীতি-শিক্ষাসমূহ পদ্যাংশ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাও কেবল নিজের প্রয়োজনে। যদি কোন লোক তাহার মতই এক পুস্তকের প্রয়োজন বোধ করিয়া থাকেন, তবে এই গ্রন্থের যথার্থ সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে।

শিক্ষাসমুচ্চয়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় মহাযান সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্য বর্ণন। লেখক মহাযান গ্রন্থ হইতে বহু উদ্ধৃতি করিয়া বোধিচিত্তের মূল প্রকৃতির আলোচনা করিয়াছেন। বোধিজ্ঞান লাভের জন্য সাধককে সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়া জ্ঞানের সাধনায় নিবদ্ধ থাকিতে হয়। শিক্ষা সমুচ্চয়ে এমন কতকগুলি গ্রন্থের নাম আছে যাহা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে উদ্ধৃত প্রধান প্রধান গ্রন্থের নাম: আকাশ গর্ভ সূত্র, উপালি পরিপৃচ্ছা, বিমল কীর্তি নির্দেশ, উগ্রদত্ত পরিপৃচ্ছা, অবলোক সূত্র, রত্নোলঙ্কা ধারণী, তথাগত ব্যূহ, দশভূমিক সূত্র, ধর্ম-সঙ্গীতি সূত্র, প্রজ্ঞাপারমিতা, করুণা পুণ্ডরিক, তাণ্ডব্যূহ, চন্দ্রপ্রদীপ সূত্র, রত্নমেধ, লঙ্কবতার, ললিত বিস্তর, শালিস্তম্ব সূত্র, সদ্ধর্মপুণ্ডরিক এবং সুবর্ণ প্রভাস। এইগুলি ছাড়া আরও কিছু কিছু গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না।

(১৫) বোধিচর্যাবতার: ইহাই শান্তিদেবের[১] শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি। শিক্ষা সমুচ্চায় প্রধানতঃ সংকলন গ্রন্থ হইলেও বোধিচর্যাবতার তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে। যদিও উহার মধ্যে তাঁহার কৃতিত্ব প্রকাশের প্রচেষ্টা ছিলনা তথাপি তাহার স্বাভাবিক কবিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পুস্তকের বক্তব্য হইল বোধিচিত্তের মাহাত্ম্য কীর্তন। বোধিচর্যাবতারে শবদটি পরিচ্ছেদ। দশম পরিচ্ছেদে 'পারিনাসনা' বা সাধনার শেষ ফল আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রথমে কবি কি করিয়া বোধি-চিত্তের উন্মেষ হয় উহা যথাযথ-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সর্বপ্রাণীর প্রতি অপার করুণা ইহার মত

১ শান্তিদেব শ্রীহর্ষের সমসাময়িক। রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে সৌরাষ্ট্রের রাজকুমার রূপে শান্তিদেব জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যৌবনে তিনি সংসারে অনাসক্ত হইয়া যৌবরাজ্য ত্যাগ করতঃ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রামণ্য ধর্ম পালন করিতে থাকেন। বহুদিন কষ্টভোগের পর মঞ্জুশ্রীর কৃপায় নেপালের স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির সিদ্ধিলাভ করেন। অদ্যাপি সিদ্ধাচার্যগণ ঐ মন্দিরে পরম শ্রদ্ধা সহকারে 'বোধিচর্যাবতার' ও 'শিক্ষা সমুচ্চয়' পাঠ করিয়া থাকেন।

আর কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে কিনা বলা কষ্টকর। বোধিসত্ত্ব করুণা পরবশ হইয়া সর্বসত্ত্বের মঙ্গলের জন্য নানাপ্রকার সৎকার্য করিয়া থাকেন। তিনি বুদ্ধের কাছে অহরহ প্রার্থনা করিতেছেন যেন সমস্ত প্রাণী সুখী হয়। চতুর্থ হইতে অষ্টম অধ্যায়ে বোধিসত্ত্বের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। শান্তিদেব বলিতে চান যে, কোন নির্বাণ বা বোধিলাভ করিতে হইলে সমস্ত প্রাণীর হিত সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। মাধ্যমিক-দর্শনের বিস্তৃত আলোচনা বোধিচর্যাবতারের মত অন্য স্থানে বিরল। বোধিচর্যাবতার যে কত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ তাহা প্রমাণিত হইবে উহার অনেকগুলি ভাষ্যাসংকলনে। এই পর্যন্ত বোধিচর্যাবতারের একাদশটি ভাষ্যাগ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া শান্তিদেব আরও কয়েকটি দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। উহার মধ্যে তত্ত্ব-সংগ্রহ ও মধ্যমালঙ্কার কারিকা প্রধান, এই গ্রন্থ সমূহে তিনি বসুমিত্র, ধর্মত্রাতা, ঘোষক, বুদ্ধদেব, সংঘভদ্র, বসুবন্ধু, দিঙনাগ, ধর্মকীর্তি প্রমুখ লেখকদের রচিত দার্শনিক তত্ত্বের সমালোচনা করিয়াছেন।

এইভাবে একেকটি করিয়া সংস্কৃতে বৌদ্ধ-সাহিত্যের পরিমাণ করা সম্ভব হইবে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। একা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থের পরিমাণ করা সম্ভব হইবে না। কথিত আছে, একা দীপঙ্কর শ্রী জ্ঞান অতীশ শত শত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমরা সেই পুস্তকের তালিকা পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারি নাই। তিব্বতী সাহিত্যে দীপঙ্কর শ্রী জ্ঞান রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। যথা: (১) বোধি প্রদীপ, (২) চর্যাসংগ্রহ প্রদীপ, (৩) সত্য দয়াবতার, (৪) মধ্যমোপদেশ, (৫) সংগ্রহ গর্ভ, (৬) হৃদয় নিশ্চিত্ত, (৭) বোধিসত্ত্ব মান্যাবলী, (৮) বোধিসত্ত্ব কর্মাদিমান্যাবতার, (৯) মরঙ্গতারদশ, (১০) মহাযান পথ, (১১) সাধনা সংগ্রহ, (১২) সুত্রার্থ সমুচ্চয়ো, (১৩) সপ্তকবিধি, (১৪) গুরুকর্মবিভঙ্গ, (১৫) চিত্তোৎপাদ সম্ভব, (১৬) বিধিক্রম, (১৭) সমাধি সম্ভব পরিবর্তন, (১৮) লোকুত্তর-সপ্তকবিধি, (১৯) গুরু ক্রিয়াকর্ম, (২০) শিক্ষা সমুচ্চয়ো অভিমান্য, (২১) বিমল রথ লেখন, এই রকম আরও অনেক লেখকের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের আমরা কোন খবরই জানিনা।

পাল আমলে নালন্দা, ওদন্তপুরী, তিলাভক বা তিলড়া,[১] মহাবিহারের শত শত পণ্ডিত বিবিধ শাস্ত্রে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। শান্ত রক্ষিৎ, শীল রক্ষিৎ, ধর্মপাল, প্রজ্ঞাপারমিত, রত্নাকর শান্তি, বাগীশ্বর কীর্তি, জ্ঞান শ্রীমিত্র, শীলভদ্র, ধর্মকীর্তি, দিঙনাগ প্রভৃতি আচার্যেরা প্রত্যেকে একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যক্ষ দিঙনাগ একশত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। 'পমাণ সমুচচয়' দিঙনাগের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তিনি নিজেই উহার উপর 'পমাণ সমুচচয়বৃত্তি' নামে একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।[২] তাঁহার আরও একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম 'ন্যায়-প্রবেশ' বা 'ন্যায় প্রবেশ নাম প্রমাণ প্রকরণ'। তাঁহার অন্যান্য প্রধান গ্রন্থ হইল 'হেতুচক্রহমরু', 'পমান শাস্ত্র-প্রবেশ', 'আলম্বন পরীক্ষা', 'আলম্বন পরীক্ষা-বৃত্তি' এবং 'ত্রিকাল পরীক্ষা'।

নালন্দা মহাবিহারের অপর শ্রেষ্ঠতম অধ্যক্ষ ধর্মপাল সপ্তম শতাব্দীর লোক ছিলেন। তিনি বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ভর্তৃহরির, সমসাময়িক। কথিত আছে, তিনি ভর্তৃহরির সঙ্গে একত্রে 'বেদবৃত্তি' রচনা করেন।[৩] তাঁহার অপরাপর গ্রন্থের নাম হইল 'আলম্বর্ণ-প্রত্যয় ধ্যান-শাস্ত্রে ব্যাখ্যা,' 'বিদ্যা মাত্র সিদ্ধি শাস্ত্র ব্যাখ্যা', 'শত শাস্ত্র বৈপুল্য ব্যাখ্যা' এবং বলিতম্ব সংগ্রহ। ধর্মপালের অন্যতম শিষ্য ও তাঁহার উত্তরাধিকারী শীলভদ্র মহাপণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ শীলভদ্রের নিকট শিক্ষালাভ করেন। মহা আচার্য শীলভদ্রও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তর্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ কোন তর্কশাস্ত্র গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কেবল তিব্বতে তাঁহার রচিত 'আর্যবুদ্ধভূমি' নামক একখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া

১ Walter, T.: *On Yuan Chwang's Tranels in india,* R. A. S. (London) 1904. II P. 105. Jakaknsu: I-Tsing.

২ Vidyabhushan: *Mediacual School of Indian Logic*, P. 82.

৩ Jakakusu: *I-tsing Intro.* p. vii.

গিয়াছে।[১] ধর্ম পালের পর অপর একজন সংস্কৃতজ্ঞের নাম আমরা পাই যিনি দক্ষিণ ভারতের লোক ছিলেন; তাঁহার নাম ধর্মকীর্তি। তিনি শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর ছিলেন। তিনি সমুদয় ত্রিপিটক ও পাঁচশত সূত্র মুখস্থ করিয়াছিলেন। তিনি তর্কশাস্ত্র ও যোগাচার দর্শন সম্পর্কীয় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত প্রধান প্রধান গ্রন্থের নাম হইল 'প্রমাণ বর্তিকা কারিকা', 'প্রমাণ বর্তিকা বৃত্তি' এবং 'প্রমাণ' 'বিনিশ্চয়'।

এইগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থ তাঁহার রচনা বলিয়া অনুমান করা হয়। যথা—'ন্যায় বিন্দু', 'হেতু বিন্দু', 'বিবরণ', 'তর্কন্যায়', অথবা 'বাদ্যন্যায়', 'সন্তানান্তর সিদ্ধি', 'সম্বন্ধ পরীক্ষা', এবং 'সম্বন্ধ পরীক্ষা বৃত্তি'। উল্লিখিত পণ্ডিতগণ ব্যতীত আরও বহু লেখক গ্রন্থ রচনা করেন। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথ নিম্নলিখিত পণ্ডিতদের কথা উল্লেখ করেন: দেবেন্দ্রবোধি, শাক্যবোধি, ও বিনীত দেব প্রভৃতি। তাঁহাদের মধ্যে বিনীত-দেব 'ন্যায়বিন্দুর টীকা', 'হেতু বিন্দু টীকা', 'বাদন্যায় ব্যাখ্যা', 'সম্বন্ধ পরীক্ষা টীকা', আলম্বন পরীক্ষা' এবং 'সন্তান্তর-টীকা' রচনা করেন।

---

১ Sankalia; *The University of Nalanda*, P. 111.